http://kalpataruboi.org

ধর্মপদ অর্থকথা-২

অনুবাদ :
শ্রী শীলালঙ্কার মহাস্থবির

http://kalpataruboi.org

ধর্মপদ অর্থকথা-২

অনুবাদ :
শ্রী শীলালঙ্কার মহাস্থবির

http://kalpataruboi.org

ধর্মপদ অর্থকথা-২

(জরাবর্গ - ব্রাহ্মণবর্গ)

অনুবাদ :
শ্রী শীলালঙ্কার মহাস্থবির

রাজগুরু পণ্ডিত শ্রীধর্মাধার মহাস্থবির
তত্ত্বভূষণ, সূত্র, বিনয়, অভিধর্ম বিশারদ কর্তৃক সংশোধিত

কম্পোজ :
শ্রীমৎ বিপুলানন্দ ভিক্ষু

প্রথম প্রকাশ : ১৯৩৪, বুদ্ধাব্দ ২৪৭৮ (রেঙ্গুন)
দ্বিতীয় প্রকাশ : ১৯৬২, বুদ্ধাব্দ ২৫০৬
তৃতীয় প্রকাশ : ২০০০, বুদ্ধাব্দ ২৫৪৪
চতুর্থ প্রকাশ : ২০১৬, বুদ্ধাব্দ ২৫৬০

PDF
Bimal Jyoti Bhikkhu

http://kalpataruboi.org

সূচীপত্র

ছষ্ঠ খণ্ড (জরাবর্গ - বুদ্ধবর্গ)

১১. জরাবর্গ
বিশাখার সহায়িকাগণের উপাখ্যান—১ ..... ১১
শ্রীমার উপাখ্যান—২ ..... ১৪
উত্তরা থেরীর উপাখ্যান—৩ ..... ১৭
বহু অধিমানিক ভিক্ষুর উপাখ্যান—৪ ..... ১৮
জনপদকল্যাণী রূপনন্দা থেরীর উপাখ্যান—৫ ..... ২০
মল্লিকাদেবীর উপাখ্যান—৬ ..... ২৩
লালুদায়ি স্থবিরের উপাখ্যান—৭ ..... ২৬
উদানবস্তু—৮ ..... ২৯
মহাধনশ্রেষ্ঠীপুত্রের উপাখ্যান—৯ ..... ৩১

১২. আত্মবর্গঃ
বোধিরাজকুমারের উপাখ্যান—১ ..... ৩৫
উপনন্দ শাক্যপুত্র স্থবিরের উপাখ্যান—২ ..... ৩৯
প্রধানিক তিষ্য স্থবিরের উপাখ্যান—৩ ..... ৪১
কুমারকশ্যপ মাতা থেরীর উপাখ্যান—৪ ..... ৪৩
মহাকাল উপাসকের উপাখ্যান—৫ ..... ৪৬
দেবদত্তের উপাখ্যান—৬ ..... ৪৮
সঙ্ঘভেদকরণর উপাখ্যান—৭ ..... ৫০
কাল স্থবিরের উপাখ্যান—৮ ..... ৫১
চুল্লকাল উপাসকের উপাখ্যান—৯ ..... ৫৩
অত্তদত্থ স্থবিরের উপাখ্যান—১০ ..... ৫৪

১৩. লোকবর্গ
তরুণ ভিক্ষুর উপাখ্যান—১ ..... ৫৭

http://kalpataruboi.org

শুদ্ধোধনের উপাখ্যান—২ .....৫৮
পঞ্চশত বিদর্শক ভিক্ষুর উপাখ্যান—৩ .....৬০
অভয় রাজকুমারের উপাখ্যান—৪.....৬১
সম্মার্জন স্থবিরের উপাখ্যান—৫ .....৬৩
অঙ্গুলিমাল স্থবিরের উপাখ্যান—৬ .....৬৪
তন্তুবায় কন্যার উপাখ্যান—৭ .....৬৫
ত্রিংশৎ ভিক্ষুর উপাখ্যান—৮ .....৭০
চিঞ্চা মানবিকার উপাখ্যান—৯ .....৭১
অতুলনীয় দানের উপাখ্যান—১০ .....৭৫
অনাথপিণ্ডিক পুত্র কালের উপাখ্যান—১১.....৭৯

১৪. বুদ্ধ বর্গ

মারনকন্যাগণের উপাখ্যান—১ .....৮২
দেবাবরোহণের উপাখ্যান—২.....৮৬
এরকপত্ত নাগরাজের উপাখ্যান—৩ .....১০৪
আনন্দ স্থবির প্রশ্ন উপাখ্যান—৪.....১০৮
অনভিরত ভিক্ষুর উপাখ্যান—৫ .....১১০
অগ্নিদত্ত ব্রাহ্মণের উপাখ্যান—৬ .....১১৩
আনন্দ স্থবিরের প্রশ্ন উপাখ্যান—৭ .....১১৮
বহু ভিক্ষুর উপাখ্যান—৮ .....১১৯
কাশ্যপ বুদ্ধের সুবর্ণচৈত্যের উপাখ্যান—৯.....১২০

সপ্তম খণ্ড (সুখবর্গ - মার্গবর্গ)

১৫. সুখবর্গ

জ্ঞাতিকলহ উপশমের উপাখ্যান—১.....১২৪
মারের উপাখ্যান—২ .....১২৭
কোশলরাজার পরাজয়ের উপাখ্যান—৩ .....১২৮
জনৈকা কুলবালিকার উপাখ্যান—৪ .....১২৯
এক উপাসকের উপাখ্যান—৫ .....১৩০
পসেনদি কোশলের উপাখ্যান—৬.....১৩২
তিষ্য স্থবিরের উপাখ্যান—৭.....১৩৪

১৬. প্রিয়বর্গ

তিনজন প্রব্রজিতের উপাখ্যান—১ .....১৩৯

Kalpataru Boi PDF

http://kalpataruboi.org

জনৈক কুটুম্বিকের উপাখ্যান—২ .....১৪২
বিশাখার উপাখ্যান—৩ .....১৪৩
লিচ্ছবীদের উপাখ্যান—৪ .....১৪৪
অনিত্থিগন্ধ কুমারের উপাখ্যান—৫ .....১৪৫
জনৈক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান—৬ .....১৪৮
পঞ্চশত বালকের উপাখ্যান—৭ .....১৫০
এক অনাগামী স্থবিরের উপাখ্যান—৮ .....১৫১
নন্দিয়ের উপাখ্যান—৯ .....১৫৩

১৭. ক্রোধবর্গ

ক্ষত্রিয়কন্যা রোহিণীর উপাখ্যান—১ .....১৫৬
জনৈক ভিক্ষুর উপাখ্যান—২ .....১৫৯
উত্তরা উপাসিকার উপাখ্যান—৩ .....১৬১
মহামৌদ্গল্যায়ন স্থবিরের প্রশ্নের উপাখ্যান—৪ .....১৬৮
বুদ্ধপিতা ব্রাহ্মণের উপাখ্যান—৫ .....১৭০
পুণ্ণাদাসীর উপাখ্যান—৬ .....১৭২
অতুল উপাসকের উপাখ্যান—৭ .....১৭৫
ষড়বর্গীয়ের উপাখ্যান—৮ .....১৭৮

১৮. মলবর্গ

গোঘাতকপুত্রের উপাখ্যান—১ .....১৮১
জনৈক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান—২.....১৮৫
তিষ্য স্থবিরের উপাখ্যান—৩ .....১৮৭
লালুদায়ি স্থবিরের উপাখ্যান—৪ .....১৮৯
জনৈক কুলপুত্রের উপাখ্যান—৫ .....১৯১
চূলশারির উপাখ্যান—৬ .....১৯৩
পঞ্চ উপাসকের উপাখ্যান (ক)—৭.....১৯৬
তরুণ তিষ্যের উপাখ্যান—৮.....১৯৭
পঞ্চ উপাসকের উপাখ্যান (খ)—৯ .....১৯৯
মেণ্ডক শ্রেষ্ঠীর উপাখ্যান—১০ .....২০৩
উজ্জানসঞ্ঞি স্থবিরের উপাখ্যান—১১ ..... ২১০
সুভদ্র পরিব্রাজকের উপাখ্যান—১২.....২১১

১৯. ধর্মস্থ বর্গ

http://kalpataruboi.org

বিচারামাত্যের উপাখ্যান—১ ..... ২১৩
ষড়বর্গীয়গণের উপাখ্যান—২ ..... ২১৪
একুদান অর্হৎ স্থবিরের উপাখ্যান—৩ ..... ২১৫
লকুণ্ডক ভদ্দিয় স্থবিরের উপাখ্যান—৪ ..... ২১৭
বহু ভিক্ষুর উপাখ্যান—৫ ..... ২১৮
হস্তকের উপাখ্যান—৬ ..... ২২০
জনৈক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান—৭ ..... ২২১
তীর্থিকদের উপাখ্যান—৮ ..... ২২২
এক ধীবরের উপাখ্যান—৯ ..... ২২৪
বহু শীলাদিসম্পন্ন ভিক্ষুদের উপাখ্যান—১০ ..... ২২৫

২০. মার্গ বর্গ

পঞ্চশত ভিক্ষুর উপাখ্যান—১ ..... ২২৮
অনিত্য লক্ষণ বস্তু—২ ..... ২৩০
অনাত্মলক্ষণ বস্তু—৪ ..... ২৩৩
পধানকম্মিক তিষ্য স্থবিরের উপাখ্যান—৫ ..... ২৩৩
শূকর প্রেতের উপাখ্যান—৬ ..... ২৩৬
পোট্ঠিল স্থবিরের উপাখ্যান—৭ ..... ২৪০
পঞ্চ বর্ষীয়ান ভিক্ষুর উপাখ্যান—৮ ..... ২৪২
সুবর্ণকার ভিক্ষুর উপাখ্যান—৯ ..... ২৪৫
মহাধন বণিকের উপাখ্যান—১০ ..... ২৪৭
কিসা গৌতমীর উপাখ্যান—১১ ..... ২৪৯
পটাচারার উপাখ্যান—১২ ..... ২৫১

অষ্টম খণ্ড (প্রকীর্ণবর্গ - ভিক্ষুবর্গ)

২১. প্রকীর্ণক বর্গ

স্বকীয় পূর্বকর্মের উপাখ্যান—১ ..... ২৫৩
কুক্কুট ডিম্ব খাদিকার উপাখ্যান—২ ..... ২৬০
ভদ্দিয় ভিক্ষুদের উপাখ্যান—৩ ..... ২৬২
লকুন্টক ভদ্দিয় স্থবিরের উপাখ্যান—৪ ..... ২৬৩
দারুশাকটিক পুত্রের উপাখ্যান—৫ ..... ২৬৫
বজ্জিপুত্তক ভিক্ষুর উপাখ্যান—৬ ..... ২৬৯
চিত্তগৃহপতির উপাখ্যান—৭ ..... ২৭১
ছোট সুভদ্রার উপাখ্যান—৮ ..... ২৭২

http://kalpataruboi.org

একবিহারী ভিক্ষুর উপাখ্যান—৯ ..... ২৭৬

২২. নরক বর্গ
সুন্দরী পরিব্রাজিকার উপাখ্যান—১ ..... ২৭৮
দুচ্চরিতফল পীড়িতের উপাখ্যান—২ ..... ২৮০
বগ্‌গুমুদাতীরিয় ভিক্ষুর উপাখ্যান—৩ ..... ২৮১
খেমক শ্রেষ্ঠীপুত্রের উপাখ্যান—৪ ..... ২৮২
দুর্বিনীত ভিক্ষুর উপাখ্যান—৫ ..... ২৮৪
ঈর্ষাপরায়ণার উপাখ্যান—৬ ..... ২৮৬
আগন্তুক ভিক্ষুগণের উপাখ্যান—৭ ..... ২৮৭
নির্গ্রন্থগণের উপাখ্যান—৮ ..... ২৮৮
তীর্থিক শ্রাবকগণের উপাখ্যান—৯ ..... ২৯০

২৩. নাগবর্গ
আত্মদান্ত উপাখ্যান—১ ..... ২৯২
হস্ত্যাচার্যপূর্বক ভিক্ষুর উপাখ্যান—২ ..... ২৯৪
পরিজীর্ণ ব্রাহ্মণের পুত্রগণের উপাখ্যান—৩ ..... ২৯৫
পসেনদি কোশলের উপাখ্যান—৪ ..... ২৯৯
সানু শ্রামণের উপাখ্যান—৫ ..... ৩০১
পাবেয়্যক হস্তীর উপাখ্যান—৬ ..... ৩০৫
বহু ভিক্ষুর উপাখ্যান—৭ ..... ৩০৬
মারের উপাখ্যান—৮ ..... ৩০৮

২৪. তৃষ্ণা বর্গ
কপিল মৎস্যের উপাখ্যান—১ ..... ৩১২
শূকরছানার উপাখ্যান—২ ..... ৩১৭
বিভ্রান্ত ভিক্ষুর উপাখ্যান—৩ ..... ৩২১
বন্ধনাগারের উপাখ্যান—৪ ..... ৩২৩
ক্ষেমা থেরীর উপাখ্যান—৫ ..... ৩২৫
উগ্রসেনের উপাখ্যান—৬ ..... ৩২৭
চূল্ল-ধনুগ্‌গহ পণ্ডিতের উপাখ্যান—৭ ..... ৩৩১
মারের উপাখ্যান—৮ ..... ৩৩৫
উপক আজীবকের উপাখ্যান—৯ ..... ৩৩৭
শক্র প্রশ্নের উপাখ্যান—১০ ..... ৩৩৮

http://kalpataruboi.org

অপুত্রক শ্রেষ্ঠীর উপাখ্যান—১১ ..... ৩৪১
অঙ্কুরের উপাখ্যান—১২..... ৩৪৪

২৫. ভিক্ষুবর্গ

পঞ্চ ভিক্ষুর উপাখ্যান—১..... ৩৪৭
হংসঘাতক ভিক্ষুর উপাখ্যান—২ .....৩৪৯
কোকালিকের উপাখ্যান—৩.....৩৫২
ধম্মারাম স্থবিরের উপাখ্যান—৪ .....৩৫৪
বিপক্ষ সেবক ভিক্ষুর উপাখ্যান—৫ ..... ৩৫৫
পঞ্চাগ্রদাতা ব্রাহ্মণের উপাখ্যান—৬.....৩৫৭
বহুভিক্ষুর উপাখ্যান—৭..... ৩৬০
পঞ্চশত ভিক্ষুর উপাখ্যান—৮ ..... ৩৬৯
সন্তকায় স্থবিরের উপাখ্যান—৯.....৩৭০
নঙ্গলকুল স্থবিরের উপাখ্যান—১০ ..... ৩৭১
বক্কলি স্থবিরের উপাখ্যান—১১ .....৩৭৩
সুমন শ্রামণেরের উপাখ্যান—১২.....৩৭৫

নবম খণ্ড (ব্রাহ্মণবর্গ)

২৬. ব্রাহ্মণ বর্গ

প্রসাদবহুল ব্রাহ্মণের উপাখ্যান—১ .....৩৮৬
বহু ভিক্ষুর উপাখ্যান—২ .....৩৮৭
মারের উপাখ্যান—৩ .....৩৮৮
জনৈক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান—৪..... ৩৮৯
আনন্দ স্থবিরের উপাখ্যান—৫ ..... ৩৮৯
জনৈক প্রব্রজিত ব্রাহ্মণের উপাখ্যান—৬.....৩৯১
সারিপুত্র স্থবিরের উপাখ্যান—৭ .....৩৯২
মহাপ্রজাপতি গৌতমীর উপাখ্যান—৮ .....৩৯৫
সারিপুত্র স্থবিরের উপাখ্যান—৯..... ৩৯৬
জটিল ব্রাহ্মণের উপাখ্যান—১০.....৩৯৭
কুহক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান—১১.....৩৯৭
কৃশা গৌতমীর উপাখ্যান—১২..... ৪০০
জনৈক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান—১৩.....৪০১
উগ্রসেন শ্রেষ্ঠীপুত্রের উপাখ্যান—১৪..... ৪০২
দুই ব্রাহ্মণের উপাখ্যান—১৫ ..... ৪০২

http://kalpataruboi.org

আক্রোশক ভারদ্বাজের উপাখ্যান—১৬ ..... ৪০৩
সারিপুত্র স্থবিরের উপাখ্যান—১৭ ..... ৪০৫
উৎপলবর্ণা থেরীর উপাখ্যান—১৮ ..... ৪০৭
জনৈক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান—১৯ ..... ৪০৮
ক্ষেমা ভিক্ষুণীর উপাখ্যান—২০ ..... ৪০৯
পর্বতগুহাবাসি তিষ্য স্থবিরের উপাখ্যান—২১ ..... ৪০৯
জনৈক ভিক্ষুর উপাখ্যান—২২ ..... ৪১৩
শ্রামণেরগণের উপাখ্যান—২৩ ..... ৪১৪
মহাপন্থক স্থবিরের উপাখ্যান—২৪ ..... ৪১৭
পিলিন্দবচ্ছ স্থবিরের উপাখ্যান—২৫ ..... ৪১৮
জনৈক স্থবিরের উপাখ্যান—২৬ ..... ৪১৯
সারিপুত্র স্থবিরের উপাখ্যান—২৭ ..... ৪২০
মহামৌদ্গল্যায়ন স্থবিরের উপাখ্যান—২৮ ..... ৪২১
রেবত স্থবিরের উপাখ্যান—২৯ ..... ৪২২
চন্দ্রাভ স্থবিরের উপাখ্যান—৩০ ..... ৪২৩
সীবলী স্থবিরের উপাখ্যান—৩১ ..... ৪২৬
সুন্দরসমুদ্দ স্থবিরের উপাখ্যান—৩২ ..... ৪২৮
জটিল স্থবিরের উপাখ্যান—৩৩ ..... ৪৩১
জোতিক স্থবিরের উপাখ্যান—৩৪ ..... ৪৪৮
নটপুত্রকে স্থবিরের উপাখ্যান (ক)—৩৫ ..... ৪৫০
নটপুত্রক স্থবিরের উপাখ্যান (খ)—৩৬ ..... ৪৫১
বঙ্গীশ স্থবিরের উপাখ্যান—৩৭ ..... ৪৫১
ধম্মদিন্না থেরীর উপাখ্যান—৩৮ ..... ৪৫৪
অঙ্গুলিমাল স্থবিরের উপাখ্যান—৩৯ ..... ৪৫৫
দেবহিত ব্রাহ্মণের উপাখ্যান—৪০ ..... ৪৫৬
উপসংহার কথা ৪৫৯

Kalpataru Boi PDF

●●●●●●

http://kalpataruboi.org

http://kalpataruboi.org

ধর্মপদ অর্থকথা

ছষ্ঠ খণ্ড (জরাবর্গ - বুদ্ধবর্গ)

১১. জরাবর্গ

বিশাখার সহায়িকাগণের উপাখ্যান—১

১. কো নু হাসো কিমানন্দো নিচ্চং পজ্জলিতে সতি,
অন্ধকারেন ওনদ্ধা পদীপং ন গবেস্সথ।...১৪৬

অনুবাদ : জগত যখন অহরহ দগ্ধ হচ্ছে[১] তখন কিসের হাসি বা কিসের আনন্দ? অন্ধকারে আচ্ছন্ন থেকেও[২] তোমরা কি আলোর (জ্ঞানের) সন্ধান করবে না?

অন্বয় : নিচ্চং পজ্জলিতে সতি [রাগ ও দ্বেষাদি দ্বারা] (নিত্য প্রজ্বলিত হয়ে) কো নু হাসো কিম্ আনন্দো (কিসের হাসি, কিসের আনন্দ?) অন্ধকারেন ওনদ্ধা (অন্ধকারে আবৃত্ত থেকে) পদীপং ন গবেস্সথ (তোমরা প্রদীপের সন্ধান করবে না?)

'হাস্য বা আনন্দ কেন' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে বিশাখার সহায়িকাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন।

শ্রাবস্তীতে পঞ্চশত কুলপুত্র নিজ নিজ ভার্যাদের মহাউপাসিকা বিশাখার তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছিলেন এই ভাবিয়া যে 'ইহারা প্রমাদবিহারিণী হইবে না।' উদ্যানে বা বিহারে যাইতে হইলে তাহারা বিশাখার সঙ্গেই যাইত। এক সময় 'সপ্তাহকাল ধরিয়া সুরাপান উৎসব হইবে' ঘোষিত হওয়ায় তাহারা নিজ নিজ স্বামীর জন্য সুরার ব্যবস্থা করিল। সপ্তাহকাল সুরাপান করিয়া পুনরায় কর্মে যোগদান করিবার জন্য ভেরী ঘোষিত হইলে তাহাদের স্বামীরা নিজ নিজ কর্মে

১। এগারোটি অন্তরাগ্নিতে, যথা : রাগ, দ্বেষ, মোহ, জন্ম, জরা, মৃত্যু, শোক, বিলাপ, দুঃখ, দৌর্মনস্য (অসন্তুষ্টি), অনুশোচনা।

২। অবিদ্যা বা অজ্ঞানের অন্ধকার।

http://kalpataruboi.org

চলিয়া গেল। তাহাদের সেই ভার্যাগণ 'আমরা স্বামীদের উপস্থিতিতে সুরাপান করিতে পারি নাই। এখন অনেক সুরা অবশিষ্ট আছে, যাহাতে কেহ না জানে আমরা এই সুরা পান করিব' চিন্তা করিয়া বিশাখার নিকট যাইয়া 'আর্যে, আমরা উদ্যান দর্শন করিতে যাইব' বলিল। বিশাখা বলিলেন—'বেশ, মায়েরা, তোমরা নিজ নিজ কর্তব্যকৃত্য সম্পন্ন করিয়া যাও।' তাহারা বিশাখার সঙ্গেই উদ্যানে যাইয়া সুরাভাণ্ডসমূহ বাহির করিয়া গোপনে সুরা পান করিয়া মত্ত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। বিশাখা ভাবিলেন—'ইহারা অন্যায় করিয়াছে। তীর্থিকগণ আমাকে এই বলিয়া নিন্দা করিবে 'শ্রমণ গৌতমের শ্রাবিকা সুরাপান করিয়া বিচরণ করিতেছে' এবং ঐ ভার্যাদের বলিলেন—'মা, তোমরা অন্যায় কাজ করিয়াছ' আমারও দুর্নাম হইল, তোমাদের স্বামীরাও তোমাদের উপর ক্রুদ্ধ হইবে, এখন কি করিবে?' 'আর্যে, আমরা অসুস্থতার ভাণ করিব।' 'তাহা হইলে নিজের কর্মের জন্যই তোমরা কুখ্যাত হইবে।' তাহারা নিজের নিজের গৃহে যাইয়া অসুস্থতার ভাণ করিয়া শয়ন করিল।

তাহাদের স্বামীরা জিজ্ঞাসা করিল—'ইহারা সব কোথায় গেল?' 'তাহারা অসুস্থ।' 'নিশ্চয়ই ইহারা আমাদের পীতাবশিষ্ট সুরা পান করিয়া থাকিবে' বুঝিয়া প্রহার করিয়া অনেক দুঃখের ভাগী করিল। অন্য এক সুরাপান উৎসবের সময়েও এই স্ত্রীলোকেরা সুরাপানেচ্ছু হইয়া বিশাখার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—'আর্যে, আমাদের উদ্যানে লইয়া যান।' তিনি এই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন—'পূর্বেও আমি তোমাদের জন্য দুর্নামগ্রস্ত হইয়াছি। যাও, তোমাদের আমি লইয়া যাইব না।' 'এইবার এইরূপ করিব না' বলিয়া মন্ত্রণা করিয়া তাহারা পুনরায় বিশাখার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—'আর্যে, আমরা বুদ্ধপূজা করিতে ইচ্ছুক, আমাদের বিহারে লইয়া যান।'

'মায়েরা, এইটাই ঠিক। যাও তোমরা ব্যবস্থা কর।' তাহারা ফুলের সাজিতে গন্ধমালাদি লইয়া, সুরাপূর্ণ জগসমূহ (হাতল ও নলযুক্ত একপ্রকার জলের পাত্র) হাতে ঝুলাইয়া লইয়া মূল্যবান বস্ত্র পরিধান করিয়া বিশাখার নিকট যাইয়া তাহার সঙ্গে বিহারে প্রবেশকালে এক পার্শ্বে যাইয়া জগ হইতেই সুরা পান করিয়া জগ ফেলিয়া দিয়া ধর্মসভায় শাস্তার সম্মুখে যাইয়া বসিল। বিশাখা (ভগবানকে) বলিলেন—'ভন্তে, ইহাদের ধর্মোপদেশ দিন।' তাহারাও সুরাপান হেতু কম্পমান শরীরে 'আমরা নাচিব গাহিব' ইহা চিত্তে উৎপন্ন করিল। অনন্তর মারকায়িক দেবতা—'আমি ইহাদের শরীরে প্রবেশ করিয়া শ্রমণ গৌতমের সম্মুখে অশোভন কিছু দর্শন করাইব' ইহা চিন্তা করিয়া ইহাদের শরীরে প্রবেশ করিল। ফলে তাহাদের কেহ কেহ শাস্তার সম্মুখে হাততালি দিয়া হাসিতে লাগিল, কেহ কেহ বা নাচিতে আরম্ভ করিল। শাস্তা 'ব্যাপার কি?' ইহা চিন্তা করিলে প্রকৃত ব্যাপার তাঁহার নিকট প্রকটিত হইল। শাস্তা—'আমি মারকায়িক দেবতাদের এইরূপ করিতে দিব না। আমি যে এতকাল ধরিয়া পারমী পূর্ণ করিয়াছি, তাহা

http://kalpataruboi.org

মারকায়িকদের যথেচ্ছ আচরণ করিতে দিবার জন্য নহে।' ইহা চিন্তা করিয়া তাহাদের ভীতি প্রদর্শনার্থে ভ্রুমধ্য হইতে তেজোরশ্মি বিচ্ছুরিত করিলেন। তৎক্ষণাৎ চতুর্দিক তমসাচ্ছন্ন হইয়া গেল। তাহারা মৃত্যুভয়ে ভীত হইল। ভীতির কারণে তাহাদের উদরস্থ সুরা শুষ্ক হইল। তারপর শাস্তা নিজ আসন হইতে অন্তর্হিত হইয়া সুমেরু শীর্ষে দাঁড়াইয়া উর্ণালোম হইতে রশ্মি বিচ্ছুরিত করিলেন। সেই মুহূর্তেই মনে হইল যেন সহস্র চন্দ্রের উদয় হইয়াছে। অনন্তর শাস্তা সেই স্ত্রীলোকদের আহ্বান করিয়া—'আমার নিকট আসিবার সময় তোমাদের প্রমত্ত হইয়া আসা উচিত হয় নাই। তোমাদের প্রমত্ততার সুযোগ লইয়া মারকায়িক দেবতা সুযোগ পাইয়া তোমাদের হাসি প্রভৃতির কারণ না থাকিলেও তোমাদের দ্বারা তাহা করাইয়াছে। এখন তোমাদের উচিত রাগাদি (আসক্তি প্রভৃতি) অগ্নির নির্বাপণার্থে উৎসাহ করিতে হইবে।' এই কথা বলিয়া শাস্তা এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

[রাগ ও দ্বেষাদি অগ্নি দ্বারা] নিত্য প্রজ্বলিত হওয়া সত্ত্বেও এই জগতে তোমাদের হাস্য বা আনন্দ কেন? (হে মানবগণ) তোমরা (অবিদ্যা) অন্ধকারে আবৃত রহিয়াছ, (কিন্তু) জ্ঞানদীপের অনুসন্ধান করিতেছ না।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১৪৬

অন্বয় : 'আনন্দ' অর্থাৎ তুষ্টি। ইহা উক্ত হইয়াছে—এই জীবজগত নিত্যই রাগাদি একাদশ প্রকার [রাগ, দ্বেষ, মোহ, জন্ম, জরা, মৃত্যু, শোক, বিলাপ, দুঃখ, দৌর্মনস্য (অসন্তুষ্টি) ও অনুশোচনা] অন্তরাগ্নিতে 'নিত্য প্রজ্বলিত হইতেছে'। এই অবস্থায় তোমাদের 'হাসি' কিংবা 'আনন্দ' কেন? ইহা অকর্তব্যরূপ নহে কি? অষ্টবস্তুক অবিদ্যান্ধকারে 'আবৃত' হইয়া কি জ্ঞানপ্রদীপের 'অনুসন্ধান' করিবে না? দেশনাবসানে সেই পঞ্চশত নারী স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইল।

শাস্তা তাহাদের অচলশ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া সুমেরুশীর্ষ হইতে অবতরণ করিয়া বুদ্ধাসনে উপবেশন করিলেন। তখন বিশাখা তাঁহাকে বলিলেন—'ভন্তে, সুরা পাপিকা। এই স্ত্রীলোকেরা আপনার মত বুদ্ধের সম্মুখে বসিয়া ঈর্ষাপথমাত্রকেও সংস্থিত করিতে না পারিয়া উঠিয়া হাততালি দিতে দিতে হাসি, গীত, নৃত্য ইত্যাদি আরম্ভ করিয়াছিল।

শাস্তা—হ্যাঁ, বিশাখে, সুরা পাপিকাই। ইহারই কারণে বহু সত্ত্ব দুঃখপ্রাপ্ত হইয়াছিল? ইহা বলিলে বিশাখা জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, কোন সময়ে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল?' ইহার উৎপত্তিকাল বিস্তৃতভাবে বলিতে যাইয়া শাস্তা অতীতের 'কুম্ভজাতক' (জাতক সংখ্যা ৫১২) বর্ণনা করিলেন।

বিশাখার সহায়িকাদের উপাখ্যান সমাপ্ত

http://kalpataruboi.org

শ্রীমার উপাখ্যান—২

২. পস্‌স চিত্তকতং বিম্বং অরুকাযং সমুস্‌সিতং,
আতুরং বহুসঙ্কপ্পং যস্‌স নত্থি ধুবং ঠিতি।...১৪৭

অনুবাদ : (বস্ত্রালঙ্কারে) ভূষিত, ক্ষতে° পরিপূর্ণ, অস্থিসমুন্নত, রোগাতুর, নানা সঙ্কল্পে বিক্ষুব্ধ এই দেহের দিকে চেয়ে দেখ—এর কোন স্থায়িত্ব নেই।

অন্বয় : চিত্তকতং (চিত্রীকৃত) অরুকাযং (ক্ষতপূর্ণ) সমুস্‌সিতং (অস্থিসমুন্নত) আতুরং (রোগাতুর) বহুসঙ্কপ্পং (নানা সংকল্পপূর্ণ) বিম্বং (এই দেহকে) পস্‌স (দেখ), যস্‌স ধুবং ঠিতি নত্থি (যার ধ্রুব স্থিতি বা স্থায়িত্ব নেই)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : একটি দুই নয়, যেসব বস্তু মিলেমিশে এই দেহ তৈরি করেছে তাদের বেশির ভাগের নামেই ঘৃণায় কুঞ্চিত হয় আমাদের নাসিকা। আর ঐ বস্তুগুলির কোনটাই অবিনাশী নয়, সবকটিই অতি অনিত্য। অথচ মানুষ পতঙ্গের মতই ঝাঁপ দেয় রূপের আগুনে পুড়েও মরে। রূপের নেশায় যে উন্মাদ সে কি মনে রাখে যে দেহের রূপ শুধুই চামড়া দিয়ে মোড়া এক অকিঞ্চিৎকর বস্তু? যে দেহের পরিণাম চিন্তা করে রূপের মোহ তার কাছে তুচ্ছ, তার লক্ষ্য হল অরূপকে লাভ করা।

'বস্ত্রালংকারাদি দ্বারা সুসজ্জিত দেহের পরিণাম দেখ' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে শ্রীমাকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

তিনি (শ্রীমা) ছিলেন রাজগৃহের এক অভিরূপা সুন্দরী গণিকা। একদিন বর্ষার সময় তিনি সুমন শ্রেষ্ঠীর ভার্যা পুন্নকশ্রেষ্ঠীর কন্যা উপাসিকা উত্তরার নিকট একটি জঘন্য অপরাধ করিয়াছিলেন (উত্তরার মস্তকে উত্তপ্ত ঘৃত ঢালিয়া দিয়াছিলেন) এবং উত্তরাকে প্রসন্ন করিবার জন্য তাঁহার গৃহে গেলেন। তখন উত্তরার গৃহে দশবল বুদ্ধ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত ভোজনকৃত্য শেষ করিয়াছেন। শ্রীমা বুদ্ধের নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিলেন। বুদ্ধ উত্তরার দানানুমোদন করার সময় বলিলেন—

'ক্রোধকে অক্রোধের দ্বারা জয় করিবে, অসাধুকে সাধুতা দ্বারা জয় করিবে, কৃপণকে দান দ্বারা জয় করিবে, মিথ্যাবাদীকে সত্য দ্বারা জয় করিবে।'

শ্রীমা ইহা শুনিয়া স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন। [ইহাই সংক্ষেপে উক্ত হইল। বিস্তৃতভাবে জানিতে হইলে 'ক্রোধবর্গের' অন্তর্গত 'উত্তরা উপাসিকার উপাখ্যান' দেখিতে হইবে] স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইয়া একদিন তিনি দশবল বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করিলেন এবং পরের দিন মহাদান দিয়া সেইদিন হইতে প্রত্যহ সঙ্ঘকে আটটি ভোজন দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। ইহার পর হইতে প্রত্যহ তাঁহার গৃহে আটজন ভিক্ষু ভোজন করিতে যাইতেন। শ্রীমা 'ঘৃত গ্রহণ করুন, দুগ্ধ গ্রহণ করুন' বলিয়া তাঁহাদের পাত্র পূর্ণ করিয়া দিতেন। এইভাবে একজনকে

°। নয়টি ছিদ্রপথ যেখান দিয়ে নিত্য নানা ঘৃণ্যবস্তু নির্গত হয়, যথা : দুই চক্ষু, দুই কানের দুই ছিদ্র, মুখ, গুহ্যদ্বার আর জননেন্দ্রিয়দ্বার।

http://kalpataruboi.org

যাহা দেওয়া হইত তদদ্বারা তিনজন চারিজন ভিক্ষু আহার করিতে পারিতেন। শ্রীমা প্রত্যহ ষোড়শ কার্ষাপণ ব্যয় করিয়া পিণ্ডপাত দিতেন। অনন্তর একদিন এক ভিক্ষু তাঁহার গৃহে অষ্টকভক্ত (অষ্টকান্ন) ভোজন করিয়া তিন যোজনের মাথায় অবস্থিত এক বিহারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ধ্যায় তিনি ভিক্ষুদের উপবেশনশালায় উপবেশন করিলে অন্যান্য ভিক্ষুরা জিজ্ঞাসা করিলেন—'আবুসো, অদ্য কোথায় ভিক্ষান্ন গ্রহন করিয়াছেন?'

'আমি শ্রীমার অষ্টকান্ন ভোজন করিয়াছি।' 'আবুসো, তিনি খুব সুন্দরভাবে পরিবেশন করেন, না?'

'হ্যাঁ আবুসো, তাঁহার প্রদত্ত ভোজন বর্ণনার অতীত। খুব উত্তম করিয়া দিয়া থাকেন। একজনকে যাহা দেওয়া হয় তদদ্বারা তিনজন চারিজন ভোজন করিতে পারে। তাঁহার দান অপেক্ষা স্বয়ং অধিক দর্শনীয়া।' সেই নারী 'এইরূপ, এইরূপ' বলিয়া তাঁহার গুণকীর্তন করিতে লাগিলেন।

একজন ভিক্ষু শ্রীমার গুণকীর্তন শুনিয়া তাঁহাকে না দেখিয়াই তাঁহার প্রেমাসক্ত হইয়া 'আমি যাইয়া তাঁহাকে দেখিব' বলিয়া মনস্থির করিলেন এবং আগন্তুক ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার কত বর্ষা (ওয়া) হইয়াছে জানিয়া লইলেন। আগন্তুক ভিক্ষু ঐ ভিক্ষুকে বলিলেন—'আবুসো, আগামীকল্য আপনি সংঘস্থবির হইয়া ঐ গৃহে অষ্টকান্ন লাভ করিবেন।' ইহা শুনিয়া সেই মুহূর্তেই পাত্রচীবর লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রাতকালেই অরুণোদয়কালে শলাকাগৃহে প্রবেশ করিয়া সংঘস্থবির হইয়া শ্রীমার গৃহে অষ্টকান্ন লাভ করিলেন। যে ভিক্ষু গতকল্য ভোজন করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন তাঁহার যাওয়ার পর হইতে শ্রীমার শরীরে এক রোগ উৎপন্ন হইল। তিনি আভরণসমূহ উন্মোচিত করিয়া শুইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার দাসীরা ভিক্ষুগণ অষ্টকান্নের জন্য উপস্থিত হইলে তাঁহাকে জানাইলেন। তিনি স্বহস্তে তাঁহাদের পাত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের বসাইতে বা পরিবেশন করিতে অসমর্থ হইয়া দাসীদের বলিলেন—'মায়েরা, পাত্র গ্রহণ করিয়া আর্য ভিক্ষুদের বসাইয়া, যাগু পান করাইয়া, খাদ্যাদি (শুষ্ক খাদ্য অর্থাৎ পিষ্টকাদি) প্রদান করিয়া ভোজনকালে পাত্রপূর্ণ করিয়া দিবে।' তাহারা 'সাধু আর্যে' বলিয়া ভিক্ষুদের প্রবেশ করাইয়া যাগু পান করাইয়া, খাদ্যাদি প্রদান করিয়া ভোজনকালে প্রত্যেকের পাত্র পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে জানাইলেন। তিনি বলিলেন—'আমাকে ধরিয়া লইয়া চল, আমি আর্য ভিক্ষুদের বন্দনা করিব।' তাহারা তাঁহাকে ভিক্ষুদের নিকট ধরিয়া লইয়া যাইলে তিনি কম্পমান শরীরে ভিক্ষুদের বন্দনা করিলেন। সেই (নবাগত) ভিক্ষু তাঁহাকে দেখিয়া ভাবিলেন—'অসুস্থ অবস্থাতে তাঁহার যদি এইরূপ রূপশোভা হইয়া থাকে, সুস্থ অবস্থায় সর্বাভরণ প্রতিমণ্ডিত হইলে তাঁহার রূপসম্পত্তি কীদৃশ হইবে কল্পনার অতীত।' (ভাবিতে ভাবিতে) সেই ভিক্ষুর অনেক কোটি বর্ষ ধরিয়া সঞ্চিত চিত্তক্লেশ যেন একসঙ্গে উৎপন্ন হইল। তিনি অজ্ঞানীর মত ভোজনে অসমর্থ হইয়া পাত্র লইয়া বিহারে যাইয়া পাত্র ঢাকা দিয়া এক পাশে চীবর বিছাইয়া শুইয়া পড়িলেন।

http://kalpataruboi.org

একজন সহায়ক ভিক্ষু তাঁহাকে ভোজনের জন্য যাচিলেও তিনি ভোজন করিতে পারিলেন না। তিনি অনহারেই থাকিলেন। সেইদিনই সন্ধ্যায় শ্রীমা পরলোকগমন করিলেন। রাজা শাস্তার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন—'ভন্তে, জীবকের কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমা পরলোকগমন করিয়াছেন।' শাস্তা তাহা শুনিয়া রাজাকে জানাইলেন—'শ্রীমার দেহ দাহ করা হইবে না। যাহাতে কাক-কুকুরাদি তাহার দেহ খাইয়া না ফেলে সেইভাবে শ্মশানে রাখিয়া পাহাড়া দিন।' রাজা তাহাই করিলেন। একদিন একদিন করিয়া তিনদিন গত হইল। চতুর্থ দিনে শ্রীমার দেহ ফুলিয়া উঠিল। নয়টি ব্রণমুখ দিয়া পূষ নির্গত হইতেছে। সমস্ত শরীর ভগ্ন শালিতণ্ডুলের পাত্রের ন্যায় হইয়া গেল। রাজা নগরে ভেরীবাদন করাইলেন—'কেবলমাত্র গৃহের পাহাড়াদার এবং বালকদের বাদ দিয়া অন্য কেহ শ্রীমাকে দর্শন করিতে না আসিলে প্রত্যেককে অষ্ট কার্ষাপণ দণ্ড দিতে হইবে।' শাস্তার নিকটও সংবাদ পাঠাইলেন—'বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘ শ্রীমাকে দর্শন করিতে আসুন।' শাস্তা ভিক্ষুদের বলিলেন—'চল, আমরা শ্রীমাকে দর্শন করিয়া আসি।' সেই তরুণ ভিক্ষুও চারদিন যাবত কাহারও কথা না শুনিয়া অনাহারেই কাটাইলেন। তাঁহার পাত্রের ভিক্ষান্ন পচিয়া গেল। তাঁহার ভিক্ষাপাত্র ধুলাবালিতে পূর্ণ হইল। তখন সেই সহায়ক ভিক্ষু আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন—'আবুসো, শাস্তা শ্রীমাকে দর্শন করিতে যাইতেছেন।' তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণার্থ হইলেও 'শ্রীমা' কথাটি শুনিবামাত্রই উঠিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি বলিলেন?' 'শাস্তা শ্রীমাকে দর্শন করিতে যাইতেছেন। আপনিও যাইবেন কি?'

'হ্যাঁ, আমি যাইব' বলিয়া ভিক্ষাপাত্রের অন্ন ফেলিয়া দিয়া পাত্র ধুইয়া পাত্রটিকে থলিতে রাখিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত যাত্রা করিলেন। শাস্তা ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত হইয়া একপাশে দাঁড়াইলেন। ভিক্ষুণীসঙ্ঘ, রাজপরিষদ, উপাসক পরিষদ এবং উপাসিকা পরিষদও এক এক পাশে দাঁড়াইলেন।

শাস্তা রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'মহারাজ, এ কে?'

'ভন্তে, ইনি জীবকের ভগ্নী, নাম শ্রীমা।'

'এই-ই শ্রীমা?'

'হ্যাঁ ভন্তে।'

'তাহা হইলে নগরে ভেরীবাদন করাইয়া জানাইয়া দিন এক সহস্র মুদ্রার বিনিময়ে শ্রীমাকে যে কেহ লইয়া যাউক।'

রাজা তাহাই করিলেন। কিন্তু কেহই 'হং' বা 'হু' বলিতেও আসিল না। রাজা শাস্তাকে জানাইলেন—'ভন্তে, কেহই গ্রহণ করিতেছে না!'

'মহারাজ, তাহা হইলে মূল্য কমাইয়া দিন।'

'পঞ্চশত দিয়া যে কেহ লইয়া যাউক' এইভাবে নগরে ভেরীবাদন করাইলেও কোন গ্রাহক না আসিলে মূল্য ক্রমশ কমাইয়া 'আড়াইশত, দুইশত, একশত, পঞ্চাশ, পঁচিশ, দশ, পাঁচ, এক কার্ষাপণ, অর্ধকার্ষাপণ, এক-চতুর্থ কার্ষাপণ,

http://kalpataruboi.org

এক মাষা, এক কাকিণীমাত্র দিয়া শ্রীমাকে লইয়া যাউক' বলিয়া ভেরীবাদন করাইলেন। কিন্তু কেহই তাহাকে নিতে ইচ্ছা করিল না। আবার ঘোষণা করা হইল—'বিনামূল্যে লইয়া যাউক।' কিন্তু কেহই 'হং' বা 'হুং' বলিতেও আসিল না।

রাজা বলিলেন—'ভন্তে, বিনামূল্যেও কেহ নিতে আসিল না।'

শাস্তা বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, দেখ। একদিন এই নারী ছিল বহু লোকের প্রিয়। একদিনের জন্য এক সহস্র মুদ্রা দিলে তাহাকে পাওয়া যাইত। এখন বিনামূল্যেও কেহ তাহাকে গ্রহণ করিতেছে না, সেইরূপ এখন ক্ষয় ব্যয় প্রাপ্ত হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, আতুর এই নারীদেহকে দেখ' বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

(বস্ত্র অলংকারাদি দ্বারা) সুসজ্জিত, ক্ষতসমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ, (অস্থিসমূহ দ্বারা) ঋজুকৃত, আতুর (ব্যাধিপীড়িত), বহুসংকল্পপূর্ণ, স্থিতিহীন এই দেহকে অবলোকন কর।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১৪৭

অন্বয় : 'চিত্রীকৃত, সুসজ্জিত, বস্ত্র, আভরণ, মালা, লক্তকাদির দ্বারা বিচিত্র এই অর্থ। 'বিম্ব' দীর্ঘাদিযুক্তস্থানে দীর্ঘাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্বারা সংস্থিত এই দেহ। 'অরুকায়' নয় প্রকার অশুচিস্রাবী ক্ষতসমূহ পরিপূর্ণ এই দেহ। 'সমুশ্রিত' তিনশত অস্থির দ্বারা ঋজুকৃত। 'আতুর' চতুর্বিধ ঈর্ষাপথে পরিচালিত বলিয়া উৎপীড়িত, নিত্যরোগগ্রস্ত। 'বহুসংকল্প' বহু কামনা-বাসনার আগার। 'যাহার কোন ধ্রুব স্থায়িত্ব নাই' যাহার ধ্রুবভাব বা স্থিতিভাব নাই। ইহা একান্তই ক্ষণভঙ্গুর ও বিধ্বংসনধর্মী। 'দেখ' তোমরা মনোনিবেশ সহকারে ইহার পরিণাম চিন্তা কর।

দেশনাবসানে চতুরাশীতি সহস্র প্রাণীর ধর্মাভিসময় হইয়াছিল (অর্থাৎ ধর্মবোধ জাগ্রত হইয়াছিল)। সেই ভিক্ষুও স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীমার উপাখ্যান সমাপ্ত

উত্তরা থেরীর উপাখ্যান—৩

৩. পরিজিণ্ণমিদং রূপং রোগনিড্ঢং পভঙ্গুরং
ভিজ্জতি পূতিসন্দেহো মরণন্তং হি জীবিতং।...১৪৮

অনুবাদ : এই শরীর ব্যাধির আলয়, ভঙ্গুর। পুতি বস্তুপিণ্ডরূপ এই দেহ (খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে) ভেঙে যায়; মৃত্যুতেই হয় জীবনের অবসান।

অন্বয় : ইদং রূপং (এই শরীর) পরিজিণ্ণং রোগনিড্ঢং পভঙ্গুরং (পরিজীর্ণ, রোগের নীড় ও ভঙ্গুর)। পূতিসন্দেহো (পুতিযুক্ত দেহ) ভিজ্জতি (ভগ্ন হয়ে থাকে); জীবিতং হি মরণন্তং (জীবন মরণে অবসান হয়)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : কতগুলি ঘৃণ্য উপাদানে সৃষ্ট এই দেহ ব্যাধিমন্দির, অশেষ দুঃখযন্ত্রণার আবাস। আর শরীরের স্থায়িত্ব বা কোথায়? দুর্বার গতিতে কাল মানুষকে নিয়ে যাচ্ছে শৈশব থেকে বাল্য যৌবন বার্ধক্যের পারে, বিনাশের

http://kalpataruboi.org

দিকে, অমোঘ মৃত্যুর দেশে, যেখানে সবকিছুরই অবসান। তাই অনিত্যতাই দেহের ধর্ম, রোগ-শোক, জরা-যন্ত্রণাই তার নিত্যসঙ্গী। আপাত রমণীয় মনোমুগ্ধকর রূপরাশি এই সত্যকে অনেক সময়ই আবৃত করে রাখে।

'পরিজীর্ণ' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে উত্তরা থেরী নামক ভিক্ষুণীকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

উত্তরা থেরী একশত বিশ বৎসর যাবত ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়াই জীবিকা নির্বাহ করিয়াছিলেন। একদিন তিনি পিণ্ডপাত লইয়া ফিরিবার সময় পথিমধ্যে এক ভিক্ষুকে দেখিয়া তাঁহার পিণ্ডপাতের প্রয়োজন আছে জানিয়া নিজের সমস্ত পিণ্ডপাত তাঁহাকে দিয়া স্বয়ং অভুক্ত থাকিলেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিবসেও ঐ একই স্থানে ঐ ভিক্ষুকে দেখিয়া নিজের পিণ্ডপাত তাঁহাকে দিয়া স্বয়ং অভুক্ত থাকিলেন। চতুর্থ দিন পিণ্ডপাতের জন্য বিচরণকালে একটি জনবহুল স্থানে শাস্তাকে দেখিয়া পশ্চাৎ দিকে চলিয়া আসিবার সময় ঝুলন্ত নিজের চীবরকর্ণকে দলিত করিয়া পদস্খলন করিয়া নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া ভূপতিত হইলেন। শাস্তা তাঁহার নিকট যাইয়া 'ভগিনি, তোমার শরীর পরিজীর্ণ হইয়াছে, অচিরেই ইহা ভগ্ন হইবে' বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'পরিজীর্ণ এই শরীর রোগের উৎপত্তিস্থান ও ভঙ্গুর। (এই) পূতিযুক্ত দেহ ভগ্ন হইয়া থাকে। জীবন মরণে অবসান প্রাপ্ত হয়।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১৪৮

অন্বয় : হে ভগিনি, তোমার শরীরসঙ্খাত এই 'রূপ' প্রৌঢ়ত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে, 'পরিজীর্ণ' হইয়াছে। ইহা সমস্ত রোগের নিবাসস্থান বলিয়া 'রোগনীল'। শৃগাল যেমন তরুণ হইলেও জড়শৃগাল নামে পরিচিত হয়, গুরুচিলতা সবুজ থাকিলেও পূতিলতা নামে অভিহিত হয়, তদ্রূপ সুবর্ণ বর্ণ হইলেও নিত্য অশুচিস্রাবী বলিয়া পূতিকায় নামে অভিহিত হয়। নিত্য অশুচি ক্ষরিত হয় বলিয়া ইহা ক্ষণভঙ্গুর। পূতিক তোমার এই কায় ভগ্ন হইবে। অচিরেই ইহার পতন হইবে—ইহা জানিতে হইবে। কেন?' যেহেতু 'জীবনের শেষ মৃত্যুতে' প্রাণীদের জীবন মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে এবং মৃত্যুতেই ইহার পরিসমাপ্তি হয়। দেশনাবসানে সেই থেরী স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই ধর্মদেশনা উপস্থিত জনমণ্ডলীর নিকট সার্থক হইয়াছে।

উত্তরা থেরীর উপাখ্যান সমাপ্ত

বহু অধিমানিক ভিক্ষুর উপাখ্যান—৪

৪. যানি'মানি অপত্থানি অলাপূনে'ব সারদে,
কাপোতকানি অট্‌ঠীনি তানি দিস্বান কা রতি।...১৪৯

অনুবাদ : শরৎকালের অলাবুর (লাউ) ন্যায় প্রক্ষিপ্ত ও কপোতের ন্যায় শুভ্র এই অস্থিগুলোকে দেখে এদের প্রতি কিসের আসক্তি?

http://kalpataruboi.org

অন্বয় : সারদে অলাপূনেব (শরৎকালে অলাবুর ন্যায়) অপত্থানি (প্রক্ষিপ্ত) কাপোতকানি যানি ইমানি অট্‌ঠীনি (কপোতের ন্যায় এই শুভ্র অস্থিসকল), তানি দিস্বান কা রতি (তাদের দেখলে আসক্তি কিসের?)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : পঞ্চভূতের (ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ ব্যোম্) সমন্বয়ে গঠিত এই শরীর থেকে প্রাণবায়ুর নির্গত হয়ে গেলে তার কোন মূল্যই থাকে না। তখন তা শরৎকালের ইতস্তত নিক্ষিপ্ত অলাবুতুল্য হয় আর অস্থি-কঙ্কালগুলি কপোতের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ধারণ করে। সুতরাং এই নিঃসার দেহের প্রতি মানুষের এত আকর্ষণ বা মোহের কারণ কি?

'এই সকল অস্থি' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে বহু অধিমানিক ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন।

পঞ্চশত ভিক্ষু একবার শাস্তার নিকট 'কর্মস্থান' গ্রহণ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিয়া কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা বিশেষ ধ্যান উৎপন্ন করিয়া চিত্তক্লেশসমূহ ধ্যানাভ্যাসের দ্বারা দূরীকৃত না করিতেই 'আমাদের প্রব্রজিতকৃত্য শেষ হইয়াছে। আমাদের প্রতিলব্ধ গুণের কথা শাস্তাকে জানাইব' বলিয়া শাস্তার নিকট আসিতে যাত্রা আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বহিদ্বারকোষ্ঠকে উপস্থিত হইলে শাস্তা আনন্দ স্থবিরকে বলিলেন—'আনন্দ, এই ভিক্ষুরা যেন আমার দর্শন না পায়। প্রথমে শ্মশানে যাইয়া তারপরে যেন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে।' আনন্দ স্থবির যাইয়া তাঁহাদের ঐ বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহারা 'আমাদের আবার শ্মশানে পাঠাইতেছেন কেন' ইহা না বলিয়া 'দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বুদ্ধ নিশ্চয়ই কোন কারণ দেখিয়া থাকিবেন' মনে করিয়া শ্মশানে যাইয়া মৃতদেহগুলি দেখিতে লাগিলেন। যে মৃতদেহগুলি একদিন, দুইদিন পড়িয়া আছে সেইগুলি দেখিয়া তাঁহাদের চিত্তে ঘৃণা উৎপন্ন হইল। কিন্তু সেই মুহূর্তে নিক্ষিপ্ত সদ্যমৃত দেহগুলি দেখিয়া তাঁহাদের চিত্তে অনুরাগ উৎপন্ন হইল। তখন তাঁহারা বুঝিলেন যে তাঁহাদের চিত্ত এখনও ক্লেশমুক্ত হয় নাই। শাস্তা গন্ধকুটিতে বসিয়াই আলোকোদ্ভাসিত করিয়া যেন তাঁহাদের সম্মুখেই উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের পক্ষে অনুচিত হইয়াছে—এইরূপ অস্থিপুঞ্জ দেখিয়া অনুরাগ উৎপন্ন করা।' ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'শরৎকালের অলাবুর ন্যায় প্রক্ষিপ্ত ও কপোতের ন্যায় শুভ্র এই অস্থিগুলিকে দেখিয়া, ইহাদের প্রতি আসক্তি কিসের?—ধর্মপদ, শ্লোক-১৪৯

অন্বয় : 'প্রক্ষিপ্ত' ছড্ডিত। 'শারদ' শরৎকালে বাতাতপহত ইতস্তত নিক্ষিপ্ত অলাবু তুল্য। 'কাপোতক' কপোতের ন্যায় শ্বেতবর্ণের। 'সেইগুলি দেখিয়া' ঈদৃশ অস্থিসমূহ দেখিয়া তোমাদের মোহ কিসের? অল্পমাত্রও কামরতি উৎপন্ন করা অনুচিত নহে কি? ইহাই বুদ্ধবচনের সারার্থ।

দেশনাবসানে সেই ভিক্ষু যে যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন সেই অবস্থাতেই অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইয়া ভগবানের স্তুতিগান করিতে করিতে আসিয়া ভগবানকে বন্দনা করিলেন।

http://kalpataruboi.org

বহু অধিমানিক ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত

জনপদকল্যাণী রূপনন্দা থেরীর উপাখ্যান—৫

৫. অট্‌ঠীনং নগরং কতং মংসলোহিতলেপনং,
যত্থ জরা চ মচ্চু চ মানো মক্‌খো চ ওহিতো।...১৫০

অনুবাদ : দেহ যেন অস্থি দ্বারা তৈরি এক নগর,* যার বাইরের দিকে রক্তমাংসের প্রলেপ। এই নগরের মধ্যে অবস্থান করছে জরা, মৃত্যু, অভিমান আর কপটতা।

অন্বয় : অট্‌ঠীনং নগরং (অস্থি নির্মিত এক নগর) মংসলোহিতলেপনং কতং (যাতে রক্তমাংসে প্রলেপ দেওয়া হয়েছে), যত্থ (যেখানে) জরা চ মচ্চু চ মানো (জরা, মৃত্যু ও মান) মক্‌খো চ (এবং কপটতা) ওহিতো (অবস্থিত)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : যেমন ধান, মুগ প্রভৃতি রাখবার জন্য কাঠ দিয়ে কাঠামো প্রস্তুত করে লতা দিয়ে বেঁধে আর মাটি লেপে শস্যভাণ্ডার তৈরি করা হয়, তেমনি সত্যদৃষ্টি নিয়ে দেহের দিকে তাকালে একটা হাড়ের কাঠামোর উপরে চামড়ার আবরণ দিয়ে ঢাকা রক্তমাংসের প্রলেপের অতিরিক্ত আর কিছু দেখা যাবে না। এই অস্থি-রক্ত-মাংসে গড়া বস্তুর পিণ্ডটাকে আশ্রয় করে আছে অহঙ্কার, ছল, চাতুরী ইত্যাদি অশেষ দুঃখদায়ক প্রবৃত্তি, আর এর জন্য অপেক্ষা করছে ব্যাধি, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি শোচনীয় অবস্থা ও পরিণতি।

'অস্থির দ্বারা একটি নগর নির্মিত হইয়াছে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে জনপদকল্যাণী রূপনন্দা থেরীকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ দিয়াছিলেন।

তিনি (রূপনন্দা) একদিন চিন্তা করিলেন—'আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজসুখ ত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইয়া জগতে অগ্রপুদ্‌গল বুদ্ধ হইয়াছেন; তাঁহার পুত্র রাহুল কুমারও প্রব্রজিত; আমার স্বামীও প্রব্রজিত; আমার মাতৃদেবীও প্রব্রজিত হইয়াছেন। আমার এতজন জ্ঞাতি প্রব্রজিত হইয়াছেন। আমি গৃহে থাকিয়া কি করিব, আমিও প্রব্রজিত হইব।' তিনি ভিক্ষুণী নিবাসে যাইয়া জ্ঞাতিদের প্রতি মমতাবশতই প্রব্রজিত হইলেন, শ্রদ্ধাপ্রব্রজিত নহেন।

অভিরূপ দর্শনের জন্য তাঁহার নাম রাখা হইল 'রূপনন্দা'। 'শাস্তা রূপ অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম বলিয়া থাকেন। এইরূপ দর্শনীয়, সুন্দর আমার রূপেও তিনি দোষ দেখিবেন' এই মনে করিয়া কখনও শাস্তার সম্মুখে যান নাই। শ্রাবস্তীবাসিগণ প্রাতকালেই দান দিয়া, উপোসথ পালন করিয়া শুদ্ধ উত্তরাসঙ্গ পরিহিত হইয়া গন্ধমালাদি হস্তে সন্ধ্যায় জেতবনে সন্নিপতিত হইয়া ধর্মশ্রবণ করেন। ভিক্ষুণীসঙ্ঘও শাস্তার

* । 'নগর' কথাটি এখানে ধানের মরাই অর্থে প্রযুক্ত।

http://kalpataruboi.org

ধর্মদেশনা শুনিতে ইচ্ছুক হইয়া বিহারে যাইয়া ধর্মশ্রবণ করেন। ধর্ম শ্রবণ করিয়া নগরে প্রবেশকালে শাস্তার গুণগান করিতে করিতেই প্রবেশ করেন।

চতুর্প্রমাণিকে জগতে খুব অল্প সত্ত্বই আছেন যাঁহারা বুদ্ধদর্শনে প্রসন্ন হন না—১. যাঁহারা রূপকেই বিচার করেন তাঁহারা তথাগতের লক্ষণানুব্যঞ্জন প্রতিমণ্ডিত (অর্থাৎ বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষলক্ষণ এবং অশীতি অনুব্যঞ্জন প্রতিমণ্ডিত) সুবর্ণবর্ণের শরীর দেখিয়া প্রসন্ন হন। ২. যাঁহারা ঘোষ বা কণ্ঠস্বরকেই বিচার করেন তাঁহারা অনেক শত জন্মে প্রবর্তিত শাস্তার গুণদোষ এবং অষ্টাঙ্গসমন্বাগত ধর্মদেশনা ঘোষ শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন হন। ৩. যাঁহারা কৃচ্ছ্রতাকেই বিচার করেন তাঁহারা শাস্তার চীবরাদি রুক্ষতা দেখিয়া প্রসন্ন হন। ৪. যাঁহারা ধর্মকেই বিচার করেন তাঁহারা 'দশবল বুদ্ধের এইরূপ শীল, এইরূপ সমাধি, এইরূপ প্রজ্ঞা। শীলাদি গুণে ভগবান অসম এবং অপ্রতিপুদ্গল'—এই বলিয়া প্রসন্ন হন। তথাগতের গুণের বর্ণনায় তাঁহারা ভাষা খুঁজিয়া পান না। রূপনন্দা ভিক্ষুণীগণ এবং উপাসিকাগণের মুখে তথাগতের গুণকথা শুনিয়া চিন্তা করিলেন—'আমার ভ্রাতার অনেক প্রকার গুণের কথা তাঁহারা বলিয়া থাকেন। একদিন মাত্র আমার রূপের দোষের কথা তিনি আর কতই বা বলিবেন। অতএব আমি ভিক্ষুণীদের সঙ্গে যাইয়া নিজেকে না দেখাইয়া তথাগতকে দর্শন করিয়া তাঁহার ধর্ম শুনিয়া আসিব।' তিনি ভিক্ষুণীদের জানাইলেন—'আমিও অদ্য ধর্মশ্রবণ করিতে যাইব।'

ভিক্ষুণীগণ 'অনেক বিলম্বে শাস্তার নিকট যাইবার ইচ্ছা রূপনন্দার উৎপন্ন হইয়াছে। অদ্য শাস্তা ইহাকে উদ্দেশ্য করিয়া নানাপ্রকারে বিচিত্র উপায়ে ধর্মদেশনা করিবেন।' ইহা চিন্তা করিয়া আনন্দিত চিত্তে তাহাকে লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নিষ্ক্রান্ত হইবার সময় হইতেই তিনি চিন্তা করিলেন—'আমি নিজেকে প্রদর্শিত করিব না।' শাস্তা—'অদ্য রূপনন্দা আমার নিকট আসিবে, তাহার উপযোগী ধর্মদেশনা কি হইতে পারে' চিন্তা করিয়া—'ইহার খুব রূপের অহঙ্কার, নিজের দেহের প্রতি খুব মমতা আছে। কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিতে হইবে। রূপের দ্বারাই ইহার রূপের অহঙ্কার চূর্ণ করিব, ইহা স্থির নিশ্চয় করিয়া রূপনন্দার বিহারে প্রবেশকালে তিনি ঋদ্ধিবলে ষোড়শবর্ষীয়া অভিরূপা দর্শনীয়া (উজ্জ্বল) রক্ত বস্ত্র পরিহিতা সর্বাভরণ প্রতিমণ্ডিতা এক নারী সৃষ্টি করিলেন যে তাঁহার নিকট দাঁড়াইয়া বীজনী লইয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতেছে। সেই নারীকে কেবল শাস্তা এবং রূপনন্দাই দেখিতে পাইতেছেন। অন্য কেহ নহে। রূপনন্দা ভিক্ষুণীদের সঙ্গে বিহারে প্রবেশ করিয়া ভিক্ষুণীদের পশ্চাতে থাকিয়া পঞ্চ প্রতিষ্ঠিতের দ্বারা শাস্তাকে বন্দনা করিয়া ভিক্ষুণীদের অভ্যন্তরে উপবিষ্ট হইয়া আপাদমস্তক শাস্তাকে অবলোকন করিতে করিতে (বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষের) লক্ষণের দ্বারা বিচিত্র এবং (অশীতি) অনুব্যঞ্জনের দ্বারা সমুজ্জ্বল ব্যামপ্রভা পরিক্ষিপ্ত শাস্তার দেহ দর্শন করিয়া পূর্ণচন্দ্রের শ্রীযুক্ত তাঁহার মুখমণ্ডল অবলোকন করিতে করিতে নিকটে

http://kalpataruboi.org

দণ্ডায়মান স্ত্রীরূপটিকে দেখিতে পাইলেন। তিনি তাহাকে দেখিয়া নিজের দেহের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিলেন এবং ভাবিলেন তিনি যেন সুবর্ণ রাজহংসের সম্মুখে একটি কাকী। সেই ঋদ্ধিময় রূপ দর্শন করার সময় হইতে তাঁহার চক্ষুযুগল ইতস্তত ঘুরিতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন—'অহো! ইহার কেশ কত সুন্দর, ললাট কত সুন্দর' এইভাবে সমস্ত শরীর পর্যবেক্ষণ করিয়া তাহার রূপশ্রীর দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সেই রূপের প্রতি তাঁহার খুব মমতা উৎপন্ন হইল।

শাস্তা ঐ রূপের প্রতি রূপনন্দার অভিরতি উৎপন্ন হইয়াছে জানিয়া ধর্মদেশনা করিতে করিতে ঐ রূপটিকে ষোড়শবর্ষ অতিক্রম করিয়া বিংশতি বর্ষীয়া করিয়া দেখাইলেন। রূপনন্দা দেখিয়া 'এইরূপ ত পূর্বের রূপের মত নহে' ভাবিয়া বিরক্তচিত্ত হইলেন। শাস্তা ক্রমশ সেই স্ত্রীরূপটিকে এক সন্তানের জননী, পরে মধ্য বয়স্কা এবং শেষে জরাজীর্ণ বৃদ্ধারূপে দর্শন করাইলেন। তিনিও ক্রমশ 'ইহাও অন্তর্হিত হইল, ইহাও অন্তর্হিত হইল' দেখিয়া বিরক্ত হইলেন এবং জরাজীর্ণকালে সেই খণ্ডদন্তী, পলিতশিরা, ভগ্নশরীরা, গোপানসীর ন্যায় বঙ্কদেহা, দণ্ডহস্তা, কম্পমানা সেই বৃদ্ধাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তারপর শাস্তা সেই স্ত্রীরূপটিকে ব্যাধির দ্বারা অভিভূত করিয়া দেখাইলেন। সেই স্ত্রীরূপটি তৎক্ষণাৎ দণ্ড এবং তালবন্ট (তালপাতার ব্যজনী) ফেলিয়া দিয়া বিকট শব্দে বিরব করিতে করিতে ভূমিতে পতিত হইয়া স্বীয় মলমূত্রের দ্বারা ম্রক্ষিত হইয়া গড়াগড়ি করিতে লাগিল। রূপনন্দা তাহা দেখিয়া অতিশয় বিরক্ত হইলেন। তারপর শাস্তা সেই স্ত্রীরূপটির মৃত্যু দেখাইলেন। মৃত্যুর পরমুহূর্তেই তাহার শরীর স্ফীত হইল, নয়টি ব্রণমুখ দিয়া পূষ এবং কৃমি নির্গত হইতে লাগিল। কাক প্রভৃতি একত্রিত হইয়া তাহার দেহ ছিঁড়িয়া খাইতে লাগিল। রূপনন্দা তাহা দেখিয়া চিন্তা করিলেন—'এই নারী এই স্থানেই জরাপ্রাপ্ত হইল, ব্যাধিপ্রাপ্ত হইল, মৃত্যুমুখে পতিত হইল, আমার এই দেহেরও এইরূপ পরিণতিই হইবে, ইহাতে জরা-ব্যাধি-মৃত্যু আসিবে' ভাবিতে ভাবিতে তিনি এই দেহকে অনিত্য বলিয়া জানিলেন। অনিত্যদৃষ্টি হইতে দুঃখদৃষ্টি এবং অনাত্মদৃষ্টিও উৎপন্ন হয়। তখন তাহার ত্রিলোক প্রজ্বলিত গৃহের ন্যায় মনে হইল। যেন তাঁহার গ্রীবাদেশে কেহ মৃতদেহ বাঁধিয়া দিয়াছে মনে হইল। ইহাতে তাঁহার চিত্ত 'কর্মস্থান' অভিমুখে রমিত হইল। শাস্তা রূপনন্দার অনিত্যসংজ্ঞা উৎপন্ন হইয়াছে দেখিয়া—'সে স্বয়ংই স্বীয় প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে কি?' ইহা অবলোকন করিয়া 'না পারিবে না, তাহাকে বাহিরের প্রত্যয় আলম্বনস্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে' ইহা চিন্তা করিয়া তাঁহার হিতার্থে ধর্মদেশনা করিতে করিতে বলিলেন—

'হে নন্দে, তুমি আতুর, অশুচি, পূতিময় এই শরীরকে দেহ যাহা হইতে নিয়তই পূষ, ক্রিমি ইত্যাদি নির্গত হইতেছে। যাহারা মূর্খ তাহারাই এই দেহকে কামনা করিবে। 'যেমন এই দেহ তেমন অন্য দেহ; যেমন অন্য দেহ, তেমন এই দেহ। ইহাকে ধাতুরূপেই দেখ (যাহা অনিত্য) এবং ইহাকে শূন্যতারূপে দেখ (যাহাতে কোন সারবস্তু নাই)। এই জগতে আর ফিরিবার কথা চিন্তা করিও না।

http://kalpataruboi.org

ভবের প্রতি তৃষ্ণা দূর করিয়া তুমি উপশান্ত হইয়া বিচরণ করিবে।' এইভাবে নন্দা ভিক্ষুণীকে উদ্দেশ্য করিয়া ভগবান এই গাথাগুলি ভাষণ করিয়াছিলেন। নন্দা (বুদ্ধের) দেশনানুসারে জ্ঞান বর্ধিত করিয়া স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইলেন। তারপর নন্দা যাহাতে পরবর্তী তিনটি মার্গফল লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য বিদর্শন ধ্যান বৃদ্ধি হেতু তাঁহাকে শূন্যতা কর্মস্থান প্রদানচ্ছলে বলিলেন—'নন্দে, এই শরীরে কোন সারবস্তু নাই, অল্পমাত্র সারবস্তুও নাই, তিন শত অস্থিকে ভিত্তি করিয়া এই অস্থিনগর নির্মিত হইয়াছে' ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'অস্থি দ্বারা এই নগর নির্মিত হইয়াছে, তাহাতে রক্ত মাংসের প্রলেপ দেওয়া হইয়াছে। তাহার অভ্যন্তরে জরা, মৃত্যু, অহঙ্কার এবং বিদ্বেষ বাস করিতেছে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১৫০

অন্বয় : যেমন পূর্বান্ন (৭ প্রকার খাদ্যশস্য, যথা—শালি, ব্রীহি কুদ্রুষ গোধূম, বরক, যব এবং ভুট্টা) এবং অপরান্ন (মুগ, মাষ, তিল, কুলত্থ, কলায়, ছোলা, সর্ষপ ইত্যাদি) প্রভৃতি শস্য রক্ষা করিবার জন্য কাষ্ঠ দ্বারা কাঠামো প্রস্তুত করিয়া লতা দ্বারা বাঁধিয়া মৃত্তিকা লেপনপূর্বক শস্যভাণ্ডার প্রস্তুত করা হয়, তদ্রূপ এই দেহ অস্থির কাঠামো, স্নায়ুর বন্ধনী, রক্তমাংস অবলিপ্ত এবং ত্বক দ্বারা আচ্ছন্ন। ইহারই মধ্যে জীর্ণকারিণী জরা, জীবন অবসানকারী মৃত্যু, আরোহ সম্পদাদিকে ভিত্তি করিয়া মান (অহংকার), সৎকর্ম বিনাশী ঈর্ষা বর্তমান। এই দেহে কায়িক ও মানসিক রোগও রহিয়াছে। ইহার অতিরিক্ত গ্রহণযোগ্য কোন সার পদার্থ ইহাতে নাই। দেশনাবসানে সেই থেরী অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন। উপস্থিত জনতার নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছে।

জনপদকল্যাণী রূপনন্দা থেরীর কাহিনী সমাপ্ত

মল্লিকাদেবীর উপাখ্যান—৬

৬. জীরন্তি বে রাজরথা সুচিত্তা অথো সরীরম্পি জরং উপেতি,
সতঞ্চ ধম্মো নং জরং উপেতি, সন্তো হবে সব্‌ভি পবেদযন্তি।...১৫১

অনুবাদ : সুচিত্রিত রাজরথসকল (এক সময়) জীর্ণ হয়ে যায়, তেমনি মানব শরীরও জরাগ্রস্থ হয়। কিন্তু সৎপুরুষের ধর্মের[৫] ক্ষয় নেই; সাধুরা[৬] পরস্পর ধর্মালাপে রত থাকেন।

অন্বয় : সুচিত্তা রাজরথা বে জীরন্তি (সুচিত্রিত রাজরথগুলিও জীর্ণ হয়) অথো সরীরম্পি জরং উপেতি (শরীরও সেরূপ জরাপ্রাপ্ত হয়) সতঞ্চ ধম্মো (সাধুদিগের ধর্ম) নং জরং উপেতি (জরাগ্রস্থ বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না) হবে সন্তো সব্‌ভি পবেদযন্তি (সৎপুরুষদের নিকট সাধুগণ একথা বলে থাকেন)।

৫। চারিটি মার্গ, চারিটি ফল আর নির্বাণ এই নিয়ে হল নবলোকোত্তর ধর্ম।

৬। বুদ্ধপ্রমুখ সাধুরা।

http://kalpataruboi.org

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : জরা কাউকেই রেহাই দেয় না, মৃত্যুর হিমশীতল হস্তও স্পর্শ করে সবকিছুই। জরা-মরণশীল এই জগত প্রপঞ্চের মধ্যে ধর্মই হচ্ছে একমাত্র বস্তু যা স্থির, অবিনাশী। এই হল শাশ্বত বার্তা, সজ্জনদের কণ্ঠে যা সর্বদা আলোচিত হচ্ছে।

'জীর্ণ হইয়া যায়' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে মল্লিকাদেবীকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

তিনি (মল্লিকাদেবী) একদিন স্নান প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া মুখ ধুইয়া অবনত শরীরে জঙ্ঘা ধুইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার একটি পোষ্য কুকুরও প্রবেশ করিল। তাঁহাকে অবনত হইতে দেখিয়া কুকুরটি তাঁহার সহিত অপকর্ম করিতে শুরু করিল। তিনিও কুকুরটির স্পর্শ সুখ ঐ অবস্থাতে আস্বাদন করিতে লাগিলেন। রাজাও উপরি প্রাসাদে দাঁড়াইয়া জানালা দিয়া ঐ অবস্থায় তাঁহাকে (মল্লিকাকে) দেখিলেন এবং তিনি আসিলে বলিলেন—'বৃষলি, তুমি নিপাত যাও। তুমি এইরূপ করিলে কেন?'

'মহারাজ, আমি কি করিয়াছি?'

'কুকুরের সঙ্গে ব্যভিচার।'

'মহারাজ, এই কথা সত্য নহে।'

'আমি নিজে দেখিয়াছি, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না। তুমি বৃষলী, তুমি নিপাত যাও।'

'মহারাজ, যে কেহ এই স্নান প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলে জানালা দিয়া তাকাইলে একজনকে দুইজন বলিয়া মনে হয়।'

'তুমি মিথ্যা বলিতেছ।'

'মহারাজ, যদি আমাকে বিশ্বাস করেন তাহা হইলে আপনি এই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করুন। আমি ঐ জানালা দিয়া আপনাকে দেখিব।'

রাজা সহজভাবে তাহাকে বিশ্বাস করিলেন এবং প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। মল্লিকাদেবী জানালায় দাঁড়াইয়া অবলোকন করিতে করিতে বলিলেন—'মহারাজ, আপনি মূর্খ। কি ব্যাপার বলুন ত। আপনি একটি অজার সঙ্গে ব্যভিচার করিয়াছেন।'

'ভদ্রে, আমি এইরূপ করি নাই।'

'আমি নিজের চোখে দেখিয়াছি, আমি আপনাকে বিশ্বাস করি না।

ইহা শুনিয়া রাজা—'নিশ্চয়ই এই কোষ্ঠে প্রবেশ করিলে একজনকে দুইজন বলিয়া মনে হয়' বলিয়া বিশ্বাস করিলেন। মল্লিকা চিন্তা করিলেন—'রাজার সারল্যের সুযোগ লইয়া আমি তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছি। আমি পাপ করিয়াছি; তাহা ছাড়া আমি রাজাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিয়াছি। আমার এই কর্মের কথা শাস্তা জানিবেন, অগ্রশ্রাবকদ্বয় জানিবেন, অশীতি মহাশ্রাবকগণ জানিবেন। অহো, আমি কি অন্যায় করিয়াছি।' মল্লিকাদেবী রাজার অসদৃশদানের (অর্থাৎ মহাদানের) সহায়িকা ছিলেন। একদিনেই চৌদ্দ কোটি মূল্যের ধন দান

http://kalpataruboi.org

করিয়াছিলেন। তথাগতের শ্বেতচ্ছন্ন, উপবেশনের পালঙ্ক, আধারক (কোন কিছু রাখার র‍্যাক) এবং পাদপীঠ—এই চারিটি দ্রব্য ছিল অমূল্য। তিনি মৃত্যুকালে এই সকল মহাদানের কথা স্মরণ না করিয়া সেই পাপকর্মের কথা স্মরণ করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া অবীচি নরকে উৎপন্ন হইলেন। তিনি ছিলেন রাজার অতি প্রিয়। তিনি অতীব শোকাভিভূত হইয়া তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া—'সে কোথায় জন্মগ্রহণ করিল, শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিব' বলিয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত হইলেন। শাস্তা এমন করিলেন যাহাতে রাজা তাঁহার আগমনের কারণ স্মরণ করিতে না পারেন। রাজা শাস্তার নিকট স্মরণীয় ধর্মকথা শ্রবণ করিয়া গৃহে প্রবেশকালে স্মরণ করিলেন—'আমি ত মল্লিকা কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে জানিবার জন্য শাস্তার নিকট গিয়াছিলাম, কিন্তু আমি ভুলিয়া গিয়াছি। আগামীকল্য যাইয়া জিজ্ঞাসা করিব' বলিয়া পরের দিন আবার গেলেন। শাস্তাও একদিন একদিন করিয়া সাতদিন এমন করিলেন যাহাতে রাজা ঐ কথা স্মরণ করিতে না পারেন। মল্লিকাদেবীও সাতদিন নরকে পক্ক হইয়া অষ্টম দিবসে সেই স্থান হইতে চ্যুত হইয়া তুষিতভবনে জন্মগ্রহণ করিলেন। কেন শাস্তা এমন করিলেন যাহাতে রাজা স্মরণ করিতে না পারেন? কারণ মল্লিকাদেবী ছিলেন রাজার অতি প্রিয় এবং মনোজ্ঞা, অতএব তাঁহার নরকে গমনের কথা শুনিলে রাজা ভাবিতেন—'যদি এইরূপ শ্রদ্ধাবতী নরকে উৎপন্ন হয় তাহা হইলে দান দিয়া কি করিব?' এবং মিথ্যাদৃষ্টির বশীভূত হইয়া তিনি নিত্য তাঁহার গৃহে যে পাঁচশত ভিক্ষু আহার গ্রহণ করেন সমস্তই বন্ধ করিয়া দিয়া স্বয়ং নরকে উৎপন্ন হইতেন। সেইজন্য শাস্তা সাতদিন ধরিয়া রাজাকে মল্লিকার কথা স্মরণ করিতে দেন নাই এবং অষ্টম দিবসে পিণ্ডপাতের জন্য বিচরণ করিতে করিতে স্বয়ং রাজকুল দ্বারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

রাজা শাস্তা আসিয়াছেন শুনিয়া বাহিরে আসিয়া শাস্তার ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিয়া প্রাসাদে আরোহণ করিতে লাগিলেন। শাস্তা তাঁহাকে ইঙ্গিত করিলেন যে তিনি রথশালাতেই আসন গ্রহণ করিবেন। রাজা শাস্তাকে সেই স্থানেই উপবেশন করাইয়া যাগু এবং শুষ্ক খাদ্য পরিবেশন করিয়া বন্দনা করিয়া বলিলেন—'ভন্তে, আমি মল্লিকাদেবী কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিব বলিয়া যাইয়া (বারবার) বিস্মৃত হইয়াছি। ভন্তে, সে কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে?'

'মহারাজ, তুষিতভবনে।'

'ভন্তে, সে তুষিতভবনে জন্ম লইবেনা ত কে লইবে? তাহার মত স্ত্রী দুর্লভ। তিনি যেই অবস্থাতেই থাকুন না কেন 'আগামীকল্য তথাগতকে ইহা দিব, ইহা করিব' এইভাবে দানের ব্যবস্থা করা ব্যতীত তাঁহার অন্য কাজ ছিল না। ভন্তে, তিনি পরলোকে গমনের সময় হইতে আমার শরীর আর চলিতেছে না।' তখন শাস্তা তাঁহাকে বলিলেন—'মহারাজ, চিন্তা করিবেন না। সকলেরই এই গতি নিশ্চিত।' তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন—

http://kalpataruboi.org

'মহারাজ, এই রথটি কাহার?'

তাহা শুনিয়া রাজা অঞ্জলিবদ্ধ দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া বলিলেন—'ভন্তে, আমার পিতামহের।'

'ইহা কাহার?'

'ভন্তে, আমার পিতার।'

'এই রথটি কাহার?'

'ভন্তে, আমার।'

এইরূপ উক্ত হইলে শাস্তা বলিলেন—'মহারাজ, আপনার পিতামহের রথ একই আকারে আপনার পিতার নিকট আসে নাই। আপনার পিতার রথ একই আকারে আপনার নিকট পৌঁছে নাই। এইভাবে কাষ্ঠ-খড়কুটাও জরাগ্রস্ত হয়, এই (রক্তমাংসের) শরীরের ত প্রশ্নই নাই। মহারাজ, সৎপুরুষ ধর্মেরই কেবল জরা নাই, জীর্ণ হইবে না এইরকম কোন সত্ত্ব নাই।' এই কথা বলিয়া শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'বিচিত্র রাজরথ জীর্ণ হয়, তদ্রূপ মনুষ্যদেহও জরাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু পুণ্যাত্মাদিগের ধর্ম জরার অতীত, তাঁহারা সাধুগণের সমীপে এইরূপই বলিয়া থাকেন।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১৫১

অন্বয় : এখানে 'বে' শব্দ নিপাত। 'সুচিত্রিত' সপ্ত রত্নের দ্বারা এবং অন্যান্য রথালঙ্কারের দ্বারা সুষ্ঠুভাবে চিত্রিত রাজাদের রথও জীর্ণতা প্রাপ্ত হয়। 'শরীরও' শুধু রথ নহে, এই উত্তমরূপ পুষ্ট শরীরও খণ্ডিতাদি অর্থাৎ শ্লথচর্মতা, পক্ককেশতা প্রভৃতি অবাঞ্ছিত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জীর্ণ হইতে থাকে। 'সৎ ব্যক্তিদের' বুদ্ধাদি পুণ্যাত্মাগণের নিকট বর্তমান নববিধ লোকোত্তর ধর্ম কিঞ্চিৎ মাত্রায়ও উপঘাত প্রাপ্ত হয় না, জরাগ্রস্ত হয় না। 'বলিয়া থাকেন' এই প্রকারে 'সন্ত' বুদ্ধাদি 'সাধুগণের সহিত' পণ্ডিতগণের সহিত বলিয়া থাকেন—এই অর্থ। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মল্লিকাদেবীর উপাখ্যান সমাপ্ত

লালুদায়ি স্থবিরের উপাখ্যান—৭

৭. অপ্পস্সুতা'যং পুরিসো বলিবদ্দো'ব জীরতি,
মংসানি তস্স বড্ঢন্তি পঞ্ঞা তস্স ন বড্ঢতি।...১৫২

অনুবাদ : জ্ঞানহীন পুরুষ বলদের মতই জীর্ণ হয় (বয়সে বাড়ে)। তার দেহের মাংস বৃদ্ধি হয় ঠিকই, কিন্তু জ্ঞান বৃদ্ধি হয় না।

অন্বয় : অপ্পস্সুতা (অল্পশ্রুত, অল্পজ্ঞানসম্পন্ন) অযং পুরিসো (পুরুষ) বলিবদ্দো ইব জীরতি (বলদের ন্যায় জীর্ণ হয়)। তস্স মংসানি বড্ঢন্তি (তার মাংসমূহ কেবল বৃদ্ধি পায়), তস্স পঞ্ঞা ন বড্ঢতি (তার প্রজ্ঞা বৃদ্ধি পায়

http://kalpataruboi.org

না)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : মানুষ যদি জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে তার সঙ্গে ইতর প্রাণীর প্রভেদ কিছু থাকে না। মানুষের জীবনের সার্থকতা শুধুই প্রাণধারণে নয়, তা হল লক্ষ্য সাধনে। জ্ঞানের পথে সাধনার দ্বারাই তা সম্ভব। সেইদিকে যে উদাসীন কেবল উদরপূর্তির দ্বারা তার দেহের শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে পারে, কিন্তু চেতনার বিচারে সে থেকে যায় পশুর স্তরেই।

'জ্ঞানহীন ব্যক্তি' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে লালুদায়ি স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

সেই ভিক্ষু যাঁহারা শুভকাজ করিতেছেন তাঁহাদের গৃহে যাইয়া 'প্রেতগণ গৃহপ্রাচীরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়ান' ইত্যাদি [খুদ্দকপাঠের অন্তর্গত 'তিরোকুড্ড' সূত্র দ্রষ্টব্য] অশুভ কথা আবৃত্তি করিয়া থাকেন। আবার যাঁহারা পারলৌকিক ক্রিয়াদি অশুভকাজ করিতেছেন তাঁহাদের গৃহে যাইয়া 'দান দেওয়া, ধর্মাচরণ করা' ইত্যাদি [খুদ্দকপাঠের অন্তর্গত 'মঙ্গলসূত্র' দ্রষ্টব্য] ইত্যাদি মঙ্গলগাথা বা 'ইহলোকে এবং পরলোকে যত রত্ন আছে' ইত্যাদি রতনসুত্ত আবৃত্তি করিয়া থাকেন। যেখানেই তিনি যান না কেন এককথা বলিতে যাইয়া অন্য কথা বলিয়া থাকেন এবং জানেন না যে তিনি যাহা বলিবেন বলিয়া ভাবিয়াছেন তাহা বলেন নাই। ভিক্ষুগণ তাঁহার কথা শুনিয়া শাস্তাকে জানাইলেন—'ভন্তে, লালুদায়ির শুভাশুভ কাজের স্থানে যাওয়া নিরর্থক। কারণ তিনি এক কথা বলিতে যাইয়া অন্য কথা বলিয়া আসেন।' শাস্তা বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, শুধু এইবারেই নহে, পূর্বজন্মেও তিনি এককথা বলিতে যাইয়া অন্যকথা বলিয়াছেন' বলিয়া অতীতের কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন।

অতীতে বারাণসীতে অগ্নিদত্ত ব্রাহ্মণের পুত্র সোমদত্ত কুমার রাজার সেবক ছিলেন। তিনি রাজার খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন। ব্রাহ্মণ কৃষিকর্ম করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। তাঁহার দুইটি মাত্র গরু ছিল। তাহার মধ্যে একটি মারা গিয়াছে। ব্রাহ্মণ পুত্রকে বলিলেন—'বাবা সোমদত্ত, রাজাকে বলিয়া আমার জন্য একটি গরুর ব্যবস্থা করিয়া দাও।' সোমদত্ত চিন্তা করিলেন—'যদি আমি রাজার কাছে চাই, আমি রাজার চোখে ছোট হইয়া যাইব।' তাই তিনি পিতাকে বলিলেন—'পিত, আপনিই রাজার নিকট প্রার্থনা করুন।'

'তাহা হইলে বাবা আমাকে লইয়া যাও।' পুত্র চিন্তা করিলেন—'এই ব্রাহ্মণের বুদ্ধিশুদ্ধি কম; প্রথম দর্শনে কি বলিতে হয় এবং ফিরিয়া আসার সময় কি বলিতে হয় তাহাও জানেন না। এক কথা বলিতে যাইয়া অন্য কথা বলেন। আমি তাঁহাকে শিখাইয়া পড়াইয়া লইয়া যাইব।' তিনি পিতাকে 'বীরণস্তম্ভক' নামক শ্মশানে লইয়া যাইয়া তৃণকলাপ বাঁধিয়া (রাজা, উপরাজ ও সেনাপতির মূর্তি বানাইয়া) পিতাকে দেখাইয়া বলিলেন—'ইনি রাজা, ইনি উপরাজ এবং ইনি সেনাপতি'। এইভাবে পরপর দেখাইয়া আবার বলিলেন—'আপনি রাজকুলে

http://kalpataruboi.org

যাইয়া এইভাবে অগ্রসর হইবেন এবং এইভাবে ফিরিয়া আসিবেন। রাজাকে এইরূপ বলিবেন এবং উপরাজকে এইরূপ বলিবেন। রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া 'মহারাজ আপনার জয় হউক' বলিয়া দাঁড়াইয়া এই গাথাটি বলিয়া গরু চাহিবেন' বলিয়া গাথাটি শিখাইয়া দিলেন—

'মহারাজ, আমার দুইটি গরু দিয়া চাষ করিতাম। মহারাজ, একটি গরু মারা গিয়াছে। হে ক্ষত্রিয়, আমাকে একটি গরু দান করুন।'

গাথাটি মুখস্ত করিতে ব্রাহ্মণের এক বছর লাগিল। পুত্রকে আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন। তখন পুত্র বলিলেন—'ঠিক আছে, পিত, আপনি কোন একটা উপহার (রাজাকে দিবার জন্য) লইয়া আসুন। আমি পূর্বে যাইয়া রাজার নিকট আমার নির্দিষ্ট স্থানে থাকিব।'

'বেশ বাবা, তাহাই হউক' বলিয়া ব্রাহ্মণ উপহার লইয়া সোমদত্ত রাজার নিকট থাকিবে জানিয়া উৎসাহিত হইয়া রাজকুলে গেলেন। রাজা তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'বাবা, অনেক দিন পরে আপনাকে দেখিতেছি। এই আসনে বসুন এবং বলুন আপনার কি প্রয়োজন।' ব্রাহ্মণ তখন গাথায় বলিলেন—

'মহারাজ, আমার দুইটি গরু দিয়া চাষ করিতাম। মহারাজ, একটি গরু মারা গিয়াছে। হে ক্ষত্রিয়, দ্বিতীয় গরুটি গ্রহণ করুন।'

রাজা বলিলেন—'বাবা, আপনি কি বলিলেন আবার বলুন ত!' ব্রাহ্মণ পুনরায় সেই গাথাই বলিলেন। রাজা ভাবিলেন যে নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ কথার খেই হারাইয়া ফেলিয়াছেন, তাই তিনি মুচকি হাসিয়া বলিলেন—'সোমদত্ত, তোমাদের বাড়িতে বোধ হয় অনেক গরু আছে?' (বুদ্ধিমান) সোমদত্ত বলিলেন—'মহারাজ, যাহা আছে সমস্তই আপনার দান।' রাজা বোধিসত্ত্বের (সোমদত্তের) কথায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণকে ষোলটি গরু, স্বর্ণালঙ্কার, গৃহসামগ্রী এবং নিবাসের জন্য একটি গ্রাম স্বত্বত্যাগপূর্বক দান করিয়া সসম্মানে বিদায় দিলেন।

শাস্তা এই ধর্মদেশনা করিয়া—'তখন রাজা ছিলেন আনন্দ, ব্রাহ্মণ ছিলেন লালুদায়ী এবং সোমদত্ত ছিলাম আমি' এইভাবে জাতকের সমবধান করিয়া বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, শুধু এইবারেই নহে, পূর্বেও এই ব্যক্তি নিজের অজ্ঞতাবশত এক কথা বলিতে যাইয়া অন্য কথা বলিয়াছিলেন। অজ্ঞ ব্যক্তি বলীবর্দ সদৃশ—এই কথা বলিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন—

'জ্ঞানহীন ব্যক্তি বলীবর্দের ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাহার মাংসই বর্ধিত হয়, প্রজ্ঞা বর্ধিত হয় না।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১৫২

অন্বয় : যে ব্যক্তি এক বা দুই বা পঞ্চাশ অথবা বর্গসমূহের সর্বশেষ পরিচ্ছেদ অথবা সূত্রান্তের এক বা দুইটি গাথাও শিক্ষা করিতে পারে না, সে 'অল্পশ্রুত' বা জ্ঞানহীন। যিনি 'কর্মস্থান' গ্রহণ করিয়া ধ্যান-সমাধিতে নিমগ্ন থাকেন, তিনি বহুশ্রুত বা জ্ঞানবান। 'বলীবর্দের ন্যায় জীর্ণ হয়' যেমন বলীবর্দ

http://kalpataruboi.org

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে মাতাপিতা বা অন্য কোন জ্ঞাতির জন্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না, নিরর্থকই জীর্ণ হয় (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়), তদ্রূপ নির্বোধ শিষ্য উপাধ্যায়ব্রত, বা আচার্যব্রত বা আগন্তুকব্রত কিছুই না করিয়া বা ধ্যান-সমাধিতে ব্রত না থাকিয়া, নিরর্থক জীর্ণ হয়, 'তাহার মাংসই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়' কৃষক যেমন 'যুগ এবং লাঙ্গল বহন করিতে অসমর্থ বলিয়া' বলীবর্দকে অরণ্যে ছাড়িয়া দেয় এবং সেখানে সে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া খাদ্যপানীয় গ্রহণ করিয়া নিজের মাংসই বৃদ্ধি করে, তদ্রূপ অজ্ঞ শিষ্যও আচার্য-উপাধ্যায় দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া ভিক্ষুসঙ্ঘের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত চতুর্প্রত্যয় লাভ করিয়া সাধু-সজ্জনের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিয়া দেহমাংস বৃদ্ধি করে এবং স্থূল শরীর লইয়া বিচরণ করে। 'তাহার প্রজ্ঞা' অর্থাৎ ইহাতে তাহার লৌকিক ও লোকোত্তর প্রজ্ঞা সামান্যও 'বাড়ে না'। অরণ্যে বৃক্ষলতাদির ন্যায় নিজের মধ্যে ষড়দ্বার দিয়া তৃষ্ণা ও নববিধ মান বৃদ্ধিই পায়—ইহাই অর্থ। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

লালুদায়ি স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

উদানবস্তু—৮

৮. অনেকজাতিসংসারং সন্ধাবিস্সং অনিব্বিসং,
গহকারকং গবেসন্তো, দুক্খা জাতি পুনপ্পুনং।

৯. গহকারক! দিট্ঠোসি, পুনগেহং ন কাহসি'
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্গা, গহকূটং বিসঙ্খিতং
বিসঙ্খারগতং চিত্তং, তণ্হানং খযমজ্ঝগা।...১৫৩-১৫৪

অনুবাদ : (দেহরূপ) গৃহের নির্মাতার সন্ধান কত জন্ম আমি সংসারে ভ্রমণ করলাম, কিন্তু তাকে পেলাম না। বারবার জন্মগ্রহণ করা দুঃখকর। হে গৃহকারক, এবার তোমায় দেখেছি। আর তুমি গৃহ নির্মাণ করতে পারবে না। তোমার কাষ্ঠখণ্ড সব ভেঙে গিয়েছে, গৃহকূট[৭] নষ্ট হয়েছে, নির্বাণ লাভ করে (সংস্কারসমূহ থেকে মুক্ত হয়ে) আমার চিত্ত সমস্ত তৃষ্ণাকে ক্ষয় করেছে।[৮]

৭। অবিদ্যা।

৮। এ দুটি শ্লোক বৌদ্ধদিগের নিকট অতি উচ্চ স্থান অধিকার করে। অনেকের মতে উরুবিল্বের পবিত্র বোধিবৃক্ষতলে সম্যক সম্বোধি অর্থাৎ পূর্ণজ্ঞান লাভের পর বুদ্ধের এ দুটি উদান উচ্চারণ করেছিলেন। গাথা দুটির বাংলা পদ্যানুবাদ এস্থলে উদ্ধৃতিযোগ্য :

জন্মজন্মান্তর-পথে ফিরিয়াছি, পাইনি সন্ধান
সে কথা গোপন আছে, এ গৃহ যে করেছে নির্মাণ।
পুনঃপুন দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার,
হে গৃহকারক, গৃহ না পারিবি রচিবারে আর;
ভেঙেছে তোমার স্তম্ভ, চুরমার গৃহভিত্তিচয়,

http://kalpataruboi.org

অন্বয় : গহকারকং (গৃহকারকে) গবেসন্তো (অন্বেষণ করতে করতে) অনিব্বিসং (তাকে না পেয়ে) অনেকজাতিসংসারং সন্ধাবিস্সং (সংসারে অনেকবার জন্মপরিগ্রহ করলাম), পুনপ্পুনং জাতি দুক্খা (পুন পুন জন্ম দুঃখজনক)। গহকারক (হে গৃহকারক) দিট্ঠোসি (তুমি দৃষ্ট হয়েছ) গেহং ন কাহসি পুন (পুনরায় গৃহ নির্মাণ করতে পারবে না)। ফাসুকা ভগ্গা (তোমার সকল কাষ্ঠখণ্ড ভগ্ন), গহকূটং বিসঙ্খিতং (গৃহকূট বিচ্ছিন্ন) বিসঙ্খারগতং চিত্তং (চিত্ত সংস্কারমুক্ত) তণ্হানং খযং অজ্ঝগা (তৃষ্ণা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে)।

'অনেক জন্ম-জন্মান্তর' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বোধিবৃক্ষমূলে উপবিষ্ট অবস্থায় প্রীতিগাথাস্বরূপ উচ্চারিত করিয়াছিলেন এবং পরবর্তীকালে আনন্দ স্থবিরের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া আবার ভাষণ করিয়াছিলেন।

তিনি বোধিবৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইয়া সূর্যাস্তের পূর্বেই মারবল ধ্বংস করিয়া রাত্রির প্রথম যামে পূর্বনিবাসের আচ্ছাদনকারী অন্ধকারকে বিদূরিত করিয়া, রাত্রির মধ্যম যামে দিব্যচক্ষু বিশোধিত করিয়া, রাত্রির অন্তিম যামে সত্ত্বগণের প্রতি অনুকম্পাবশত প্রত্যয়াকারে (প্রতীত্যসমুৎপাদজ্ঞানে) জ্ঞানচক্ষু প্রক্ষিপ্ত করিয়া তাহাকে অনুলোম-প্রতিলোমবশে ধ্যান করিয়া অরুণোদয়ের সময় সম্যকসম্বোধিকে বিশেষভাবে আয়ত্ত করিয়া অনেক শত সহস্র বুদ্ধের দ্বারা অপরিত্যক্ত উদানগাথা উচ্চারণ করিতে যাইয়া এই গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন—

'জ্ঞানাভাবে এই দেহরূপ গৃহের কারকের সন্ধানে আমি বহু জন্ম ছুটিয়াছি (অতিক্রম করিয়াছি)। (দেখিলাম যে) পুনঃপুন জন্মগ্রহণ করা দুঃখকর।

'হে গৃহকারক! এইবার তোমাকে দেখিয়াছি। আর এই (দেহরূপ) গৃহ নির্মাণ করিতে পারিবে না। তোমার পর্শুকাসকল ভগ্ন ও গৃহকূট বিদীর্ণ হইয়াছে। সংস্কারমুক্ত (নির্বাণগত) আমার চিত্তের সকল তৃষ্ণা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১৫৩-১৫৪

অন্বয় : 'গৃহকারকের সন্ধান করিতে করিতে' অর্থাৎ আমি এই দেহরূপ গৃহের নির্মাতা তৃষ্ণারূপ সূত্রধরকে অনুসন্ধান করিতে করিতে যে জ্ঞানের দ্বারা তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় সেই বোধিজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য দীপঙ্কর বুদ্ধের পাদমূলে প্রার্থনা করি। তারপর এতকাল যাবত 'অনেকজাতিসংসার' অর্থাৎ অনেক শত সহস্র জন্ম নামক সংসারবর্ত ধরিয়া সেই জ্ঞানকে না জানিয়া, লাভ না করিয়া 'ছুটিয়া চলিয়াছি' জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া বিচরণ করিয়াছি। 'পুনঃপুন জন্মগ্রহণ দুঃখকর' ইহা গৃহকারক গবেষণার কারণবচন। যেহেতু জরা-ব্যাধি-মরণ মিশ্রিত এই জন্ম, তাই পুনঃপুন জন্মগ্রহণ করা দুঃখই। গৃহকারক তৃষ্ণাকে না দেখিলে (অর্থাৎ তৃষ্ণার সন্ধান না পাইলে) জন্মের শেষ হয় না। তাই ইহাকে (তৃষ্ণাকে) সন্ধান করিতে করিতে, ছুটিয়া চলে এই অর্থ। 'দৃষ্ট হইয়াছে' সর্বজ্ঞতা জ্ঞানলাভের দ্বারা এখন তুমি আমার দৃষ্ট হইয়াছে। 'পুনরায় গৃহ' অর্থাৎ পুনরায়

সংস্কারবিগত চিত্ত তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয়।—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত পদ্যানুবাদ।

http://kalpataruboi.org

এই সংসারবর্তে এই দেহরূপ আমার গৃহ আর তৈরি করিতে 'পারিবে না'। 'তোমার সমস্ত পার্শুকা ভগ্ন হইয়াছে' তোমার সমস্ত ক্লেশরূপ পার্শুকা আমার দ্বারা ভগ্ন হইয়াছে। 'গৃহকূট বিদীর্ণ হইয়াছে' তোমার দ্বারা কৃত এই দেহরূপ গৃহের অবিদ্যা নামক গৃহচূড়া আমার দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। 'চিত্ত সংস্কারমুক্ত হইয়াছে' অর্থাৎ এখন আমার চিত্ত সংস্কারমুক্ত হইয়াছে, আলম্বনকরণবশে নির্বাণে 'গত' অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। 'তৃষ্ণাসমূহের ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে' তৃষ্ণাক্ষয় নামক অর্হত্ত্ব আমি লাভ করিয়াছি—এই অর্থ।

উদানবস্তু সমাপ্ত

মহাধনশ্রেষ্ঠীপুত্রের উপাখ্যান—৯

১০. অচরিত্বা ব্রহ্মচরিযং অলদ্ধা যোব্বনে ধনং,
জিণ্ণকোঞ্চা'ব ঝাযন্তি খীণমচ্ছেব পল্ললে।
১১. অচরিত্বা ব্রহ্মচরিযং অলদ্ধা যোব্বনে ধনং,
সেন্তি চাপাতিখীণা'ব পুরাণানি অনুত্থুনং।...১৫৫-১৫৬

অনুবাদ : যে ব্রহ্মচর্য পালন করেনি, যে যৌবনে ধন উপার্জন করেনি, তাকে মৎস্যহীন জলাশয়ে জরাগ্রস্ত অক্ষম বকের ন্যায় (মাছের আশায়) ধ্যান করতে হয়, অতীতের জন্য অনুশোচনা করতে করতে তাকে জীর্ণ ধনুকের মত (বৃথা) পড়ে থাকতে হয়।

অন্বয় : ব্রহ্মচরিযং অচরিত্বা (ব্রহ্মচর্য পালন না করলে) যোব্বনে ধনং অলদ্ধা (যৌবনে ধনলাভ না করলে) খীণমচ্ছেব (ক্ষীণমৎস্য, মৎস্যহীন) পল্ললে (পল্বলে, পুষ্করিণীতে) জিণ্ণকোঞ্চ ইব (জীর্ণ ক্রৌঞ্চের ন্যায়) ঝাযন্তি (ধ্যান করতে হয়)। ব্রহ্মচরিযং অচরিত্বা যোব্বনে ধনং অলদ্ধা (ব্রহ্মচর্য পালন না করলে, যৌবনে ধনলাভ না করলে) পুরাণানি অনুত্থুনং (অতীতের জন্য অনুশোচনা করতে করতে) অতিখীণো (অতিক্ষীণ, জীর্ণ) চাপা ইব (ধনুকের ন্যায়) সেন্তি (শুয়ে বা পড়ে থাকতে হয়)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : জীবনের প্রথমাংশ হল প্রস্তুতির কাল, সঞ্চয়ের কাল। তখন মানুষ যা অর্জন করবে, তাই হবে তার জীবনের পরবর্তী অংশের পাথেয়। যে সময় চলে যায় তা আর ফিরে আসে না। তাই বসন্ত যে শুধুই চপল আনন্দে যাপন করে শীতে তার অদৃষ্টে সুখের আশা কোথায়? জীবনের শ্রেষ্ঠকাল যৌবনকে যে অসংযমে, উচ্ছৃঙ্খলতায় অপচয় করেছে, বার্ধক্যে তার লভ্য দুঃখ আর অনুশোচনা।

'আচরণ না করিয়া' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা ইসিপতন মৃগদাবে অবস্থানকালে মহাধনশ্রেষ্ঠীপুত্রকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

তিনি বারাণসীতে অশীতি কোটি বৈভবসম্পন্ন কুলে জন্মগ্রহণ

http://kalpataruboi.org

করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার মাতাপিতা চিন্তা করিলেন—'আমাদের বংশে মহাভোগস্কন্ধ (অর্থাৎ অনেক বৈভব) আছে, পুত্রের হস্তে তাহা সমর্পণ করিয়া সুখে ভোগ করিব, পুত্রেরও অন্য কোন কর্মের প্রয়োজন নাই।' তাঁহারা তাঁহাকে (পুত্রকে) নাচ-গান-বাজনাই শিক্ষা দিলেন। সেই নগরে অন্য এক অশীতি কোটি বৈভবসম্পন্ন কুলে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহার মাতাপিতাও অনুরূপভাবে চিন্তা করিয়া তাহাকে নাচ-গান-বাজনাই শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে উভয়ের মধ্যে আবাহ-বিবাহ হইল। একদিন তাহাদের মাতাপিতা পরলোক গমন করিলেন। দুই অশীতি কোটি ধন একই গৃহে হইল। শ্রেষ্ঠীপুত্র দিনে তিনবার রাজসেবায় যাইতেন। একদিন সেই নগরের কিছু ধূর্ত ব্যক্তি চিন্তা করিল—'যদি এই শ্রেষ্ঠীপুত্রকে মাদকাসক্ত করিতে পারি আমাদের মহাসুখ হইবে। অতএব আমরা তাহাকে মদ্যপান করিতে শিখাইব।' একদিন তাহারা সুরা লইয়া শুষ্ক খাদ্য, ঝলসানো মাংস ও কাল লবণের খণ্ড ধূতির কোঁচায় বাঁধিয়া কন্দজ মূল (অর্থাৎ মূলা) চিবাইতে চিবাইতে রাজবাড়ি হইতে শ্রেষ্ঠীপুত্রের আগমনের পথের দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকিয়া তাহাকে আসিতে দেখিয়া সুরা পান করিল, কাল লবণ মুখে দিল এবং মূলাতে কামড় বসাইয়া বলিল—'হে শ্রেষ্ঠীপুত্র, আপনার শতায়ু হউক, আপনার জন্যই আমরা পানভোজন করিতে পারিতেছি।' তিনি তাহাদের কথা শুনিয়া পশ্চাতে আগমনরত দাসবালককে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ইহারা কি পান করিতেছে?'

'প্রভু, এক রকম পানীয়।'

'ইহা সুস্বাদু কি?'

'প্রভু, এই জগতে পানযোগ্য ইহার মত অন্য কোন বস্তু নাই।

'তাই যদি হয় আমাকেও পান করিতে হইবে' বলিয়া অল্প অল্প আনাইয়া পান করিলেন। ধূর্তরা যখন বুঝিতে পারিল যে শ্রেষ্ঠীপুত্র পানাসক্ত হইয়াছে, তাহারা তাঁহার চতুর্দিকে ঘিরিয়া বসিল। ক্রমে ক্রমে (কাল অতিবাহিত হইতে থাকিলে) ধূর্তদের সংখ্যাও বাড়িতে লাগিল। তিনি একশত মুদ্রা দুইশত মুদ্রা দিয়াও সুরা আনাইয়া একবারেই পান করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে এমন অভ্যাস হইল যে তিনি যেখানে বসিয়া সুরাপান করিতেন সেখানে কার্ষাপণ রাশি রাখিয়া সুরাপান করিতে করিতে বলিতেন—'যাও মালা লইয়া আইস, সুগন্ধ দ্রব্য লইয়া আইস। এই লোকটা দ্যুতক্রীড়ায় দক্ষ, এই লোকটা নাচে, এই লোকটা গানে এবং এই লোকটা বাজনায় দক্ষ। ইহাকে এক সহস্র দাও, উহাকে দুই সহস্র দাও।' এইভাবে অর্থ ব্যয় করিতে থাকিলে অচিরেই তাঁহার অশীতি কোটি ধন নিঃশেষ হইল। তাঁহাকে বলা হইল—'প্রভু, আপনার ধন নিঃশেষ হইয়াছে।'

'কেন, আমার স্ত্রীর ধন কোথায় গেল?'

'আছে প্রভু।'

'তাহা হইলে লইয়া আইস।' এইভাবে স্ত্রীর (অশীতি কোটি) ধনও শেষ হইল। তারপর নিজের ক্ষেত, বাগান, উদ্যান, গাড়ি-ঘোড়া এমন কি বাসন-

http://kalpataruboi.org

কোসন, আস্তরণ জামাকাপড় আসবাবপত্র সমস্ত বিক্রয় করিয়া খাইয়া ফেলিলেন। বার্ধক্যকালে পৈতৃক বাড়ি বিক্রয় করিলেন। যাহারা কিনিয়াছিল তাহারা একদিন তাঁহাকে বাড়ি হইতে বাহির করিয়া দিল। তিনি স্ত্রীকে লইয়া অন্যের বাড়ির দেওয়ালের কাছে থাকিয়া ভিক্ষাপাত্র লইয়া বিচরণ করিতে করিতে লোকের উচ্ছিষ্টও খাইতে আরম্ভ করিলেন।

একদিন শাস্তা দেখিলেন যে তিনি আসনশালায় (বিশ্রামাগার) দ্বারে দাঁড়াইয়া তরুণ শ্রামণেরদের দ্বারা প্রদত্ত উচ্ছিষ্ট ভোজন গ্রহণ করিতেছেন। দেখিয়া শাস্তা মৃদু হাসিলেন। আনন্দ স্থবির শাস্তার মৃদু হাসার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শাস্তা তাঁহার স্মিত হাসির কারণ বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিলেন—'দেখ আনন্দ, মহাধনশ্রেষ্ঠীর পুত্র এই নগরে দ্বি-অশীতি কোটি ধন নষ্ট করিয়া ভার্যাকে লইয়া ভিক্ষা করিতেছে। যদি তিনি প্রথম বয়সে ধনসম্পদ নষ্ট না করিয়া কাজে লাগাইতেন, এই নগরেই তিনি অগ্রশ্রেষ্ঠীর মর্যাদা লাভ করিতেন। যদি গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইতেন, অর্হত্ত্ব লাভ করিতেন, তাঁহার ভার্যাও অনাগামীফলে প্রতিষ্ঠিত হইতেন। যদি মধ্যম বয়সে ভোগসম্পদ নষ্ট না করিয়া কাজে লাগাইতেন (এই নগরে) দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠীর মর্যাদা লাভ করিতেন। গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইলে অনাগামী হইতেন। তাঁহার ভার্যাও সকৃদাগামিফলে প্রতিষ্ঠিত হইতেন। যদি শেষ বয়সে ভোগসম্পদ নষ্ট না করিয়া কাজে লাগাইতেন (এই নগরে) তৃতীয় শ্রেষ্ঠীর মর্যাদা লাভ করিতেন। গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইলে সকৃদাগামি হইতেন, তাঁহার ভার্যাও স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইতেন। এখন তিনি গৃহীভোগ এবং শ্রামণ্য (মার্গফল) উভয় হইতেই বঞ্চিত হইয়াছেন। সব হারাইয়া শুষ্ক জলাশয়ে ক্রৌঞ্চপাখির ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন।' এই কথা বলিয়া শাস্তা এই গাথাদ্বয় ভাষণ করিলেন—

'(যথাকালে) ব্রহ্মচর্য আচরণ না করিলে, যৌবনে ধনার্জন না করিলে, (শেষকালে) মানুষকে মৎস্যহীন সরোবরে জীর্ণ ক্রৌঞ্চের ন্যায় ধ্যান (অর্থাৎ অনুশোচনা) করিতে হয়।

'(যথাকালে) ব্রহ্মচর্য আচরণ না করিলে, যৌবনে ধনার্জন না করিলে, (শেষকালে) মানুষকে অতীতের জন্য অনুশোচনায় জীর্ণ ধনুর ন্যায় পড়িয়া থাকিতে হয়।' (ধর্মপদ, শ্লোক—১৫৫-১৫৬)

অন্বয় : 'আচরণ না করিয়া' অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য আচরণ না করিয়া। 'যৌবনে' অর্থাৎ অনুৎপন্ন ভোগের উৎপাদন এবং উৎপন্ন ভোগের রক্ষা করার সামর্থকালে ধনও আহরণ না করিয়া। 'ক্ষীণমৎস্যে' অর্থাৎ এইরূপ ব্যক্তি জলাভাবে মৎস্যহীন জলাশয়ে বকের জীর্ণত্ব প্রাপ্তিতুল্য ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। ইহা উক্ত হইয়াছে—জলাশয়ে জলাভাবের ন্যায় ইহাদের বাসস্থানের অভাব, মৎস্যহীনতার ন্যায় ইহাদের ভোগের অভাব, ক্ষীণপক্ষ ক্রৌঞ্চরা যেমন উড়িতে পারে না, ইহাদের তখন তেমনই জলস্থলপথাদিতে সম্পদ উৎপাদনে অসমর্থভাব। তাই তাহারা ক্ষীণপক্ষ (পক্ষহীন, ডানাবিহীন) কৌঞ্চের ন্যায় বদ্ধ হইয়া (উড়িতে

http://kalpataruboi.org

অক্ষম হইয়া) অবক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। 'জীর্ণ চাপের ন্যায়' অর্থাৎ চাপ হইতে অতি ক্ষীণ। চাপ হইতে বিনির্মুক্ত এই অর্থ। ইহা উক্ত হয়—যেমন চাপ হইতে বিনির্মুক্ত শর যথাবেগে যাইয়া পতিত হয়, ইহাকে তুলিয়া না লইলে ইহা সেখানেই উইপোকার খাদ্যে পরিণত হয়, তদ্রূপ ইহারাও তিন বয়স (প্রথম বয়স, মধ্যম বয়স ও শেষ বয়স) অতিক্রম করিয়া এখন নিজেদের উদ্ধার করিতে অসমর্থ হেতু মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। তাই বলা হইয়াছে—'অতিজীর্ণ ধনুর ন্যায় পড়িয়া থাকে।' অতীতের অনুশোচনায় 'আমরা এইরূপ পানভোজন করিয়াছি' বলিয়া অতীতে কৃত খাদিত, পীত, নৃত্য, গীত, বাদ্যাদির কথা স্মরণ করিয়া শোক এবং অনুশোচনা করিতে করিতে অন্তিম শয্যা গ্রহণ করে। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছেন।

মহাধনশ্রেষ্ঠীপুত্রের উপাখ্যান সমাপ্ত

জরাবর্গ বর্ণনা সমাপ্ত

http://kalpataruboi.org

১২. আত্মবর্গঃ

বোধিরাজকুমারের উপাখ্যান—১

১. অত্তানং চে পিযং জঞ্ঞা রক্খেয্য তং সুরক্খিতং,
তিণ্ণমঞ্ঞতরং যামং পটিজগ্গেয্য পন্ডিতো।...১৫৭

অনুবাদ : যদি আত্মাকে প্রিয় মনে কর তবে তাকে সুরক্ষিত কর। জীবনের তিন যামের মধ্যে পণ্ডিত ব্যক্তি অন্তত একযামও (আত্মরক্ষায়) সজাগ থাকবেন।

অন্বয় : অত্তানং (আত্মাকে, নিজেকে) চে পিযং জঞ্ঞা (প্রিয় বলে যদি জানে) [ততো] তং সুরক্খিতং রক্খেয্য (তাহলে তা সুরক্ষিত রাখা উচিত)। পন্ডিতো তিণ্ণং অঞ্ঞতরং যামং (পণ্ডিত ব্যীক্ত ত্রিযামের মধ্যে অন্যতর যাম) পটিজগ্গেয্য (সজাগ থাকবেন)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : প্রিয়বস্তুকে লোকে সর্বপ্রযত্নে রক্ষা করে। নিজের থেকে প্রিয়তর লোকের কি আছে? তাই নিজেকে সর্বশক্তিতে রক্ষা করতে হবে সমস্ত অকল্যাণ থেকে, অধপতন থেকে। তুচ্ছ আমোদ-প্রমোদ আর প্রকৃত সুখের অন্বেষণে সাধারণ মানুষের জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত কখন ব্যয় হয়ে যায় তা সে বুঝতেই পারে না। কিন্তু সহস্র প্রলোভনের শেষ দিনটি পর্যন্ত কখন ব্যয় হয়ে যায় তা সে বুঝতেই পারে না। কিন্তু সহস্র প্রলোভনের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে নিজেকে চরিত্রে, জ্ঞানে, নীতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্য নিয়ে ত্রিযাম জীবন বৃথা ক্ষয় করলে তার পরিণামে অশেষ দুঃখ। তিন যামের অন্তত এক যামও যদি মানুষ শীলে, সাধনায় নিজেকে সুরক্ষিত করার জন্য ব্যয় করে তাহলেও তার কল্যাণ হয়। প্রিয়তম আত্মার জন্য মানুষ অবশ্যই তা করবে।

'নিজেকে যদি' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা ভেসকলাবনে অবস্থানকালে বোধিরাজকুমারকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

তিনি একবার পৃথিবীতে অতুলনীয় কোকনদ নামে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন যাহাকে মনে হইত যেন আকাশে ভাসমান। প্রাসাদের নির্মাণকার্য শেষ হলে বর্ধকিকে (ছুতার মিস্ত্রীকে) জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি ইতিপূর্বে অন্যত্রও এইরূপ প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছ কি, না এইটাই তোমার প্রথম শিল্পকাজ।' 'মহারাজ, ইহাই আমার প্রথম শিল্পকাজ।' তিনি তখন ভাবিলেন—যদি এই ব্যক্তি অন্যের জন্যও এইরূপ প্রাসাদ নির্মাণ করে, তাহা হইলে আমার প্রাসাদের অভিনবত্ব থাকিবে না। আমি হয় ইহাকে হত্যা করিব, না হয় ইহার হস্তপদ ছেদন করিব, না হয় চক্ষুযুগল উৎপাটিত করিব—তাহা হইলে সে অন্যের জন্য প্রাসাদ নির্মাণ করিতে পারিবে না। এই বিষয়ে তিনি

http://kalpataruboi.org

সঞ্জীবকপুত্র নামক তাঁহার প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করিলেন। বন্ধু চিন্তা করিলেন—'ইহাতে কোন সংশয় নাই যে সে বর্ধকিকে হত্যা করিবে। কিন্তু এতবড় একজন প্রতিভাধর শিল্পীকে আমার চক্ষুর সম্মুখে হত হইতে দিব না। বরং বর্ধকিকে এই বিষয়ে ইঙ্গিত দিব।' তিনি বর্ধকির নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমার প্রাসাদ তৈয়ারির কাজ শেষ হইয়াছে কি?'

'হ্যাঁ শেষ হইয়াছে।'

'রাজকুমার তোমাকে হত্যা করিবে, তুমি আত্মরক্ষা কর।'

'প্রভু, আপনি ইহা বলিয়া আমার অনেক উপকার করিলেন। আমি এখন যথাকর্তব্য জানিব।'

রাজকুমার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'সৌম্য, প্রাসাদের কাজ শেষ হইয়াছে ত?'

'মহারাজ, এখনও শেষ হয়নি, বহু কাজ অবশিষ্ট আছে।'

'কি কাজ অবশিষ্ট আছে?'

'মহারাজ, পরে বলিব, আগে কাঠ সংগ্রহ করুন।'

'কি কাঠ লাগিবে?'

'মহারাজ, নিঃসার শুষ্ক কাঠ লাগিবে।'

তিনি আনিয়া দিলেন। তখন বর্ধকি রাজকুমারকে বলিলেন—'মহারাজ, এখন হইতে আপনি (বা অন্য কেহ) আমার নিকট আসিবেন না।'

'কেন?'

'সূক্ষ্ম কাজ করার সময় অন্যের সঙ্গে কথা বলিতে হইলে আমার কাজের ক্ষতি হয়। কেবল আহারের সময় আমার ভার্যা আমার আহার লইয়া আসিবে।'

রাজকুমারও 'বেশ, তাহাই হউক' বলিয়া অনুমতি দিলেন। বর্ধকিও একটি ঘরে বসিয়া ঐ সকল কাঠ দিয়া এমন বড় একটি গরুড় পাখী তৈয়ার করিল যাহাতে ইহার উদরমধ্যে সে নিজে, তাহার স্ত্রী এবং পুত্রকন্যারা একত্রে বসিতে পারে। আহারের সময় ভার্যাকে বলিল—'গৃহে যে সকল জিনিসপত্র আছে বিক্রয় করিয়া হিরণ্যসুবর্ণ ক্রয় কর।' রাজকুমারও বর্ধকি যাহাতে বাহিরে আসিতে না পারে তাহার ঐ কর্মশালার চতুর্দিকে প্রহরার ব্যবস্থা করিলেন। বর্ধকিও ঐ গরুড়পাখী নির্মাণের কাজ শেষ হইলে ভার্যাকে বলিল—'অদ্য সকল ছেলেমেয়েদের লইয়া আসিবে' এবং প্রাতরাশ ভোজন করিয়া দারা-পুত্র-পরিবারসহ ঐ পক্ষীর কুক্ষিতে বসিয়া জানালা দিয়া পলায়ন করিল। রক্ষী চিৎকার করিয়া বলিল—'মহারাজ, বর্ধকি পলায়ন করিতেছে।' কিন্তু বর্ধকি যাইয়া হিমালয়ে অবতরণ করিল এবং (ক্রমে) একটি নগর নির্মাণ করিয়া 'কাষ্ঠবাহন রাজা' নামে পরিচিত হইল।

রাজকুমারও 'প্রাসাদের উদ্বোধন উৎসব করিব' মনে করিয়া শাস্তাকে নিমন্ত্রণ করিয়া চারি প্রকার সুগন্ধ দ্রব্যের দ্বারা প্রাসাদে প্লাস্টার করিয়া সিঁড়ির প্রথম ধাপ

http://kalpataruboi.org

হইতে আগাগোড়া কার্পেট বিছাইয়া দিলেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন। 'যদি তিনি পুত্র বা কন্যা লাভ করেন তাহা হইলে শাস্তা এই কার্পেটের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইবেন, তাই তিনি কার্পেট বিছাইয়াছিলেন। শাস্তা আসিলে তিনি শাস্তাকে পঞ্চাঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়া বন্দনা করিয়া এবং শাস্তার ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিয়া বলিলেন—'ভন্তে, প্রবেশ করুন।' শাস্তা প্রবেশ করিলেন না। দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার যাচঞা করিলেও তিনি প্রবেশ করিলেন না। শাস্তা প্রবেশ না করিয়া আনন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। শাস্তার দৃষ্টিপাতের দ্বারা স্থবির বুঝিলেন যে শাস্তা কার্পেট মাড়াইয়া প্রবেশ করিবেন না। তিনি তাই রাজকুমারকে বলিলেন—'রাজকুমার, কার্পেট সরাইয়া ফেলুন। ভগবান কার্পেট মাড়াইয়া যাইবেন না। তথাগত ভবিষ্যত বংশধর সম্বন্ধে অবলোকন করিয়াছেন।' রাজকুমার কার্পেটসমূহ অপসারণ করাইলেন। কার্পেটসমূহ অপসারণ করাইয়া রাজকুমার শাস্তাকে প্রাসাদাভ্যন্তরে আনয়ন করিলেন এবং যাগু-খাদ্যাদির দ্বারা সম্মানিত করিয়া একপাশে বসিয়া বলিলেন—'ভন্তে, আমি আপনার পরিচারক; তিনবার আপনার শরণাগত হইয়াছি—যখন মাতৃকুক্ষিগত ছিলাম তখন একবার, তরুণ বয়সে একবার এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আর একবার। কিন্তু আপনি আমার কার্পেটের উপর দিয়া পদচারণা করিলেন না কেন?' 'হে কুমার, তুমি কি ভাবিয়া ঐ কার্পেট বিছাইয়াছিলে?'

'ভন্তে, ইহা চিন্তা করিয়া যে, যদি আমার পুত্র বা কন্যাসন্তান লাভ হইবার থাকে, তাহা হইলে শাস্তা এই কার্পেটের উপর দিয়া গমন করিবেন।'

'সেই কারণেই আমি কার্পেটের উপর দিয়া পদচারণা করি নাই।'

'ভন্তে, আমি কি তাহা হইলে পুত্র বা কন্যাসন্তান লাভ করিব না?'

'হ্যাঁ কুমার লাভ করিবে না।'

'কেন?'

'এক পূর্বজন্মে তুমি ও তোমার ভার্যা প্রমাদাপন্ন হইয়াছিলে।'

'ভন্তে, কোন সময়ে?'

তখন শাস্তা তাঁহার নিকট অতীতের ঘটনা বিবৃত করিলেন—

অতীতে অনেক শত মনুষ্য বড় একটি নৌযানে করিয়া সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিল। সমুদ্রমধ্যে তাহাদের নৌযান ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। এক দম্পতি একখণ্ড কাষ্ঠফলাকার দ্বারা ভাসিতে ভাসিতে নিকটবর্তী দ্বীপে যাইয়া পৌঁছিল। অন্য সকলেরই মৃত্যু হইয়াছে। সেই দ্বীপে অনেক পাখীর আবাস ছিল। দম্পতি ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া অন্য কিছু না পাইয়া পাখীর ডিম অঙ্গারে পাক করিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। ডিম শেষ হইলে পাখীর শাবকদের খাইতে আরম্ভ করিল। এইভাবে প্রথম বয়সে, মধ্য বয়সে এবং শেষ বয়সে তাহাদের খাইল। কোন একটি বয়সে অপ্রমত্ত হইতে পারিল না, উভয়ের মধ্যে একজনও নহে।

শাস্তা তাহাদের এই পূর্বকর্মের কথা জানাইয়া বলিলেন—'হে কুমার, তখন যদি তুমি কোন এক বয়সে ভার্যার সঙ্গে অপ্রমত্ত হইতে পারিতে, তাহা হইলে

http://kalpataruboi.org

(এই জন্মে) কোন এক বয়সে পুত্র বা কন্যা লাভ করিতে। যদি দুই জনের মধ্যে একজনও অপ্রমত্ত থাকিতে, তাহা হইলেও পুত্র বা কন্যা লাভ করিতে। হে কুমার, যে নিজেকে প্রিয় মনে করে, সে তিন বয়সেই অপ্রমত্ত থাকিয়া নিজেকে রক্ষা করিবে, অসমর্থ হইলে অন্তত এক বয়সে অপ্রমত্ত থাকা উচিত' এই বলিয়া তিনি এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'যদি নিজেকে প্রিয়জ্ঞান কর, তাহা হইলে নিজেকে সযত্নে রক্ষা করিবে। জ্ঞানী ব্যক্তি ত্রিযামের মধ্যে অন্তত এক যামও জাগ্রত চিত্তে (অর্থাৎ দান, শীল ও ভাবনা দ্বারা) প্রতিপোষণ করিবে।' (ধর্মপদ, শ্লোক-১৫৭)

অন্বয় : 'যাম' অর্থাৎ শাস্তা নিজের ধর্মৈশ্বর্য ও দেশনাকুশলতায় এখানে (জীবনের) তিন বয়সের এক একটি বয়সকে 'যাম' আখ্যা দিয়েছেন। অতএব এই স্থলে তাহাই বুঝিতে হইবে। যদি 'নিজেকে প্রিয় মনে কর' তাহা হইলে সতর্কতার সহিত নিজেকে রক্ষা করিতে হইবে। যদি কোন গৃহী 'নিজেকে রক্ষা করিব' বলিয়া প্রাসাদের উপরে সুরক্ষিত কক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রহরী দ্বারা রক্ষিত হইয়া বাস করে, যদি কোন প্রব্রজিত অনুরূপভাবে বদ্ধদ্বার বাতায়নযুক্ত ক্ষুদ্র কক্ষে বাস করে, তথাপি তাহাকে সুরক্ষিত বলা যায় না। যে গৃহী যথাসাধ্য দানশীলাদি পুণ্যকর্ম করে, সে প্রব্রজিত (আচার্য এবং উপাধ্যায়ের) সেবা-শুশ্রূষা ও শাস্ত্রাধ্যয়নাদি কর্মে ঔৎসুক্য লাভ করে, তাহাকেই সুরক্ষিত বলা হয়। এই প্রকারে তিন বয়সে না পারিলেও অন্তত কোন এক বয়সে জ্ঞানী ব্যক্তি নিজেকে রক্ষা করিবে। যদি গৃহস্থ হইয়া প্রথম বয়সে (তরুণ বয়সে) ক্রীড়াকৌতুকে প্রমত্ত হইয়া পুণ্যকার্য সম্পাদনে অপরাগ হয়, মধ্যম বয়সে (যৌবনে) অপ্রমত্ত হইয়া কুশলকর্ম সম্পাদন করা উচিত। যদি মধ্যম বয়সে দারাপুত্রপরিবারের ভরণপোষণের জন্য কুশলকর্ম সম্পাদন করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে বৃদ্ধ বয়সে হইলেও কুশলকর্ম সম্পাদন করিতে হইবে। এইরূপে সম্পাদন করিতে পারিলে আত্মরক্ষা হইয়া থাকে। এইরূপে সম্পাদন করিতে না পারিলে নিজের জীবন প্রিয় মনে করে না বুঝতে হইবে এবং নিজেকে অপায় দুর্গতিপরায়ণ করিতে থাকে। যদি কোন প্রব্রজিত তরুণ বয়সে অধ্যয়নাদি কর্ম এবং আচার্য-উপাধ্যায়ের সেবা-শুশ্রূষার কাজের জন্য ধ্যানাদি অনুশীলন করিতে না পারে, যৌবনকালে অপ্রমত্ত হইয়া শ্রামণ্যধর্ম পালন করিতে হইবে। যদি তরুণ বয়সে শাস্ত্রাধ্যয়ন, পরিয়ত্তি, অর্থকথা, বিনিশ্চয়, কারণ-অকারণ জিজ্ঞাসা ইত্যাদি ধর্ম শাস্ত্রালোচনা ও ধর্ম শিক্ষাদানে সময় অতিবাহিত হয় এবং যৌবনে প্রমাদমত্ত হয়, তাহা হইলে অন্তত বৃদ্ধ বয়সে অপ্রমত্ত হইয়া শ্রামণ্য ধর্ম পালন করা উচিত। এইরূপ করা হইলে আত্ম সুরক্ষিত হয়, না করা হইলে অর্থাৎ যদি কেহ এই ত্রিকালের এক কালেও পুণ্যকর্ম সম্পাদন না করিয়া আধ্যাত্মিক জীবন লাভে (শ্রামণ্যধর্ম পালনে) উৎসাহিত না হয়, তাহা হইলে সে তাহার জীবনকে প্রিয় মনে করে না (বুঝিতে হইবে) এবং পশ্চাত্তাপের দ্বারা নিজেকে তপ্ত করে।

দেশনাবসানে বোধিরাজকুমার স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং

http://kalpataruboi.org

উপস্থিত পরিষদের নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

বোধিরাজকুমারের উপাখ্যান সমাপ্ত

উপনন্দ শাক্যপুত্র স্থবিরের উপাখ্যান—২

২. অত্তানমেব পঠমং পতিরূপে নিবেসযে,
অথ'ঞ্ঞমনুসাসেয্য ন কিলিস্সেয্য পন্ডিতো।...১৫৮

অনুবাদ : যা কর্তব্য তাতে আগে নিজেকে নিযুক্ত করবে, পরে উপদেশ দেবে। এরকম করলে পণ্ডিত ব্যক্তি দুঃখ পাবেন না।

অন্বয় : অত্তানম্ এব পঠমং (নিজেকে প্রথমে) পতিরূপে (স্বকর্তব্যে) নিবেসযে (নিবেশিত করবে), অথ অঞ্ঞং অনুসাসেয্য (তারপর অন্যকে অনুশাসন করবে বা উপদেশ দেবে), পন্ডিতো ন কিলিস্সেয্য [তবেই] (পণ্ডিত ব্যক্তি ক্লেশ পাবেন না)।

'নিজেকে প্রথমে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে উপনন্দ শাক্যপুত্রকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

সেই (উপনন্দ) স্থবির ধর্মকথা বলিতে দক্ষ। তাঁহার অল্পেচ্ছুতাদি (আসক্তিশূন্যতাদি) প্রতিসংযুক্ত ধর্মকথা শুনিয়া বহু ভিক্ষু তাঁহাকে ত্রিচীবরাদি দিয়া পূজা করিয়া ধুতাঙ্গসমূহ পালন করিতেন। তাঁহারা যে সমস্ত দ্রব্যাদি পরিত্যাগ করিতেন তিনি সেইগুলি গ্রহণ করিতেন। একবার বর্ষা সমাগত হইলে তিনি জনপদে চলিয়া আসিলেন। তখন এক বিহারের তরুণ শ্রামণেরগণ তিনি ধর্মকথিক জানিয়া সাদরে বলিল—'ভন্তে, এখানেই বর্ষাবাস করুন।'

'এখানে কয়টি বর্ষাবাসিক চীবর পাওয়া যায়?'

'প্রত্যেকে একটি করিয়া।' ইহা শুনিয়া তিনি নিজের পাদুকাযুগল সেখানে রাখিয়া অন্য বিহারে চলিয়া গেলেন। দ্বিতীয় বিহারে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'এখানে কি পাওয়া যায়?'

'দুইখানি চীবর।' ইহা শুনিয়া তিনি সেখানে তাঁহার ভ্রমণযষ্টি রাখিলেন। তৃতীয় বিহারে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'এখানে কি পাওয়া যায়?'

'তিনখানি চীবর।' ইহা শুনিয়া তিনি সেখানে তাঁহার জলপাত্র রাখিয়া চলিয়া গেলেন। চতুর্থ বিহারে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'এখানে কি পাওয়া যায়?'

'চারখানি চীবর।' ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন—'বেশ, আমি এখানেই থাকিব।' সেখানে তিনি বর্ষাবাস উদযাপনকালে গৃহী এবং ভিক্ষু উভয় পরিষদকে ধর্মকথা শুনাইলেন। তাহারা তাঁহাকে অনেক বস্ত্র এবং চীবর দিয়া পূজা করিল। বর্ষাবাস শেষ হইলে তিনি অন্যান্য বিহারেও খবর পাঠাইলেন—'আমি যেহেতু আমার ব্যবহার্য দ্রব্য রাখিয়া আসিয়াছি, বর্ষাবাসিক চীবরাদি আমিই পাইব। আমার নিকট পাঠাইয়া দাও।' এই ভাবে সমস্ত কিছু সংগ্রহ করিয়া একটি যানে

http://kalpataruboi.org

চাপাইয়া প্রস্থান করিলেন।

এইদিকে এক বিহারে দুইজন তরুণ ভিক্ষু দুইটি কাপড় ও একটি কম্বল লাভ করিয়াছিল। কিন্তু কে কম্বল লইবে আর কে কাপড় লইবে মীমাংসা করিতে না পারিয়া রাস্তার ধারে বসিয়া বিবাদ করিতেছিল। তাহারা ঐ স্থবিরকে আসিতে দেখিয়া বলিল—'ভন্তে, আমাদের এইগুলি ভাগ করিয়া দিবেন?'

'কেন, তোমরাই ভাগ করিয়া লও।'

'ভন্তে, আমরা পারিতেছি না, আপনিই আমাদের ভাগ করিয়া দিন।'

'তাহা হইলে আমি যাহা বলিব, তাহা শুনিবে ত?'

'হ্যাঁ শুনিব।'

'তাহা হইলে বেশ তাহাই হউক' বলিয়া দুইটি কাপড় দুইজনকে দিয়া বলিলেন—'এই কম্বলখানি ধর্মকথক আমরাই শুধু ব্যবহার করিতে পারি' বলিয়া মহার্ঘ কম্বলখানি লইয়া চলিয়া গেলেন। তরুণ ভিক্ষুদ্বয় মনক্ষুণ্ন হইয়া শাস্তার নিকট যাইয়া সমস্ত ঘটনা বলিল। শাস্তা বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, শুধু এখনই যে তোমাদের দ্রব্য লইয়া যাইয়া তোমাদের মনক্ষুণ্ন করিয়াছে তাহা নহে, অতীতেও তদ্রূপ করিয়াছিল' বলিয়া অতীতের ঘটনা বলিতে আরম্ভ করিলেন—

অতীতে অনুতীরচারী ও গম্ভীরচারী নামক দুই ভোঁদড় বড় একটি রুইমাছ (রোহিত মৎস্য) ধরিয়া 'আমি লেজের দিক লইব, আমি মাথার দিক লইব' বলিয়া ঝগড়া করিতে করিতে ভাগ করিতে না পারিয়া একটি শৃগালকে দেখিয়া বলিল—'মামা, এইটি আমাদের ভাগ করিয়া দাও।'

'আমি রাজা দ্বারা বিচারক নিযুক্ত হইয়াছি। অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া ক্লান্ত হইয়াছি। একটু পায়চারি করিতে এখানে আসিয়াছি। আমার এখন সময় নাই।'

'মামা, এইরূপ বলিও না! এইটা আমাদের ভাগ করিয়া দাও!'

'আমার কথা শুনিবে ত?'

'হ্যাঁ মামা শুনিব।'

'বেশ তাহাই হউক' বলিয়া শৃগাল মাছটিকে ছিঁড়িয়া মাথাটি একদিকে রাখিল, এবং লেজটি অন্যদিকে রাখিল। তারপর বলিল—'বাবারা, যে নদীর তীরে তীরে বিচরণ কর সে লেজ নাও এবং যে গভীর জলে ডুব দাও সে মাথাটি নাও। আর মাঝের অংশটি বিচারকরূপে আমারই প্রাপ্য' ইহা বুঝাইতে একটি গাথা বলিল—

'অনুতীরচারী লেজ, গম্ভীরচারী মাথা।
অবশিষ্ট মধ্যমখণ্ড ধর্মস্থই (বিচারকই) পাইবে।'

এই গাথা বলিয়া মধ্যম খণ্ড লইয়া প্রস্থান করিল। তাহারাও মনক্ষুণ্ন হইয়া তাহার গমনপথের দিকে তাকাইয়া রহিল।

শাস্তা অতীতের এই ঘটনা বলিয়া 'এই প্রকারে অতীতে সে তোমাদের মনক্ষুণ্ন করিয়াছিল' বলিয়া ভিক্ষুদের বুঝাইয়া এবং উপনন্দের নিন্দা করিতে

http://kalpataruboi.org

করিতে বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, অন্যকে উপদেশদাতার উচিত প্রথমে নিজেকে ন্যায় পথে রাখা' বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'প্রথমে নিজেকে যথোচিত স্থানে নিয়োজিত করিবে, পরে অন্যকে উপদেশ দিবে। এইরূপ করিলে জ্ঞানী ব্যক্তি ক্লিষ্ট হইবে না।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১৫৮

অন্বয় : 'যথোচিত স্থানে নিয়োজিত করিবে' অর্থাৎ উপযুক্ত গুণে প্রতিষ্ঠিত করিবে। ইহা বলা হইয়াছে—যে অল্পেচ্ছতাদি গুণের দ্বারা বা আর্যবংশ প্রতিপদাদির দ্বারা অন্যকে উপদেশ দানে ইচ্ছুক, তাহাকে প্রথমে নিজেকে এ সকল গুণের অধিকারী হইতে হইবে। নিজে সদ্‌গুণে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া 'অপরকে' শাসন-অনুশাসন করা উচিত'। প্রথমে নিজেকে সদ্‌গুণের অধিকারী না করিয়া অপরকে শাসন বা উপদেশ প্রদান করিলে উপদেষ্টা নিন্দার্হ হইয়া মনকষ্ট পাইবে। নিজেকে সদ্‌গুণে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অন্যকে উপদেশ দিলে সকলের প্রশংসাভাজন হইয়া থাকে, পশ্চাত্তাপের কোন ব্যাপারই থাকে না। এইরূপ করিলে 'জ্ঞানী ব্যক্তি মনকষ্ট পাইবে না।'

দেশনাবসানে সেই ভিক্ষুগণ স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই ধর্মদেশনা জনগণের নিকট সার্থক হইয়াছিল।

উপনন্দ শাক্যপুত্র স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

প্রধানিক তিষ্য স্থবিরের উপাখ্যান—৩

৩. অত্তানঞ্চে তথা কযিরা যথ'ঞ্ঞমনুসাসতি,
সুদন্তো বত দমেথ অত্তাহি কির দুদ্দমো।...১৫৯

অনুবাদ : লোকে অন্যকে যেমন হবার উপদেশ দেয়, নিজেকে যদি সেভাবে গঠিত করে, তবে নিজে সংযত হয়ে অপরকেও সংযত করতে পারবে। নিজেকে দমন করাই অতিশয় কঠিন।

অন্বয় : যথ অঞ্ঞম্ অনুসাসতি [লোকে] (অন্যকে যেরূপ উপদেশ দেয়) তথা অত্তানং চে কযিরা (আপনাকে যদি সেরূপ করে), সুদন্তো বত দমেথ (তবে নিজ সুদান্ত বা সংযত হয়ে পরকে দমন করতে পারে); অত্তাহি কির দুদ্দমো (আত্মা যথার্থই দুর্দমনীয়)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : (১৫৮-১৫৯) 'আপনি আচারি ধর্ম অপরে শিখায়।' ধর্ম নিজে আচরণ করে তবেই অপরকে শেখাতে হয়। আর যেটুকু জানা নিজের পক্ষে যথেষ্ট সেটুকুতে অপরকে শেখান চলে না; তার জন্য আরো অনেক বেশি জানা চাই। নিজেকে মারতে একখানি নরুন হলেই হয়, অপরকে মারতে দরকার তলোয়ার। তাই শেখাতে চাইলে নিজেকে শিক্ষিত করতে হবে, শেখাবার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে, সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ হতে হবে। তারপর কর্মে, চিন্তায়, আচরণে নিজেকে আদর্শরূপে স্থাপন করতে হবে সবার সামনে। তবেই গুরু

http://kalpataruboi.org

শ্রদ্ধার্হ হবেন। শিষ্যরা আজ্ঞাবহ তাঁর বাক্য পালন করবেন। আত্মসংযম, আত্মদমন বাস্তবিক অতি কঠিন কাজ।

'নিজেকে যদি' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে প্রধানিক তিষ্য স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

তিনি শাস্তার নিকট যাইয়া 'কর্মস্থান' গ্রহণ করিয়া পঞ্চশত ভিক্ষুদের লইয়া অরণ্যে বর্ষাবাস করিতে যাইয়া ভিক্ষুদের বলিলেন—'আবুসো, ভগবান বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই আমরা তাঁহার নিকট কর্মস্থান গ্রহণ করিয়াছি। আপনারা অপ্রমত্ত হইয়া শ্রামণ্যধর্ম পালন করুন।' এইভাবে উপদেশ দিয়া স্বয়ং যাইয়া শুইয়া পড়িলেন এবং নিদ্রামগ্ন হইলেন। ঐ ভিক্ষুগণ প্রথম যামে চংক্রমণ করিয়া মধ্যম যামে বিহারে প্রবেশ করিলেন। তিনি নিদ্রোত্থিত হইয়া তাঁহাদের নিকট যাইয়া 'তোমরা ঘুমাইবার জন্য বিহারে প্রবেশ করিয়াছ? শীঘ্রই যাইয়া শ্রামণ্যধর্ম পালন কর' এই কথা বলিয়া স্বয়ং যাইয়া আবার নিদ্রামগ্ন হইলেন। অন্যরা মধ্যম যামে বাহিরে চংক্রমণ করিয়া অন্তিম যামে বিহারে প্রবেশ করিলেন। তিনি নিদ্রোত্থিত হইয়া তাঁহাদের নিকট যাইয়া পুনর্বার তাঁহাদের বিহার হইতে বাহির করিয়া দিয়া স্বয়ং যাইয়া পুনরায় শয়ন করিলেন। প্রত্যহ তিনি এইরূপ করাতে সেই ভিক্ষুগণ স্বাধ্যায় বা কর্মস্থান কোনটাতেই মনসংযোগ করিতে পারিলেন না, চিত্ত-চাঞ্চল্য উৎপন্ন হইল। তাঁহারা চিন্তা করিলেন—'আমাদের আচার্য ত অত্যন্ত আরব্ধবীর্য, দেখি ত তিনি কি করেন।' তাঁহারা তাঁহার কীর্তিকলাপ দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—'আমাদের সর্বনাশ হইয়াছে, আমাদের আচার্য ভণ্ডামি করিতেছেন।' নিদ্রাভাবে অত্যন্ত ক্লান্ত হওয়াতে কোন ভিক্ষুই ধ্যানে বিশেষ মনসংযোগ করিতে পারিলেন না। বর্ষাবাস শেষ হইলে তাঁহারা শাস্তার নিকট গেলেন। শাস্তা তাঁহাদের সহিত প্রীতি সম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা অপ্রমত্ত হইয়া শ্রামণ্যধর্ম পালন করিয়াছ ত?' তাঁহারা ঐ বিষয় জানাইলেন। শাস্তা বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, শুধু এখনই নহে, পূর্বেও এই ব্যক্তি তোমাদের ক্ষতি করিয়াছে।' তাঁহাদের দ্বারা প্রার্থিত হইয়া ভগবান একটি গাথা বলিলেন—

'মাতাপিতার দ্বারা সংবর্ধিত না হইয়া, আচার্যহীন কুলে বাস করিয়া এই কুক্কুট জানে না কোনটা কাল এবং কোনটা অকাল' বলিয়া এই 'অকালরাবি কুক্কুট জাতক' বিস্তারপূর্বক বলিলেন। 'তখন সেই কুক্কুট ছিল বর্তমানের প্রধানিক তিষ্য স্থবির, এই সকল পঞ্চশত ভিক্ষু ছিল তখনকার শিক্ষানবীশগণ এবং বিশ্ববিখ্যাত আচার্য ছিলাম আমি।' এইভাবে শাস্তা এই জাতক বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করিয়া বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, অন্যকে উপদেশ দিতে হইলে নিজেকে আগে সুসংযত হইতে হইবে। সুসংযত হইয়া উপদেশ দিলে অপরকে সংযত করা যায়।' ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'লোকে অন্যকে যেরূপ হইতে উপদেশ দেয়, নিজেকে যদি সেইভাবে গঠিত করে, তবে স্বয়ং সংযত হইয়া পরকেও দমন করিতে পারে। নিজেকে

http://kalpataruboi.org

সংযত করা সত্যই কঠিন।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১৫৯

অন্বয় : যে ভিক্ষু 'প্রথম যামাদিতে চংক্রমণ করিবে' বলিয়া অন্যকে উপদেশ দেয়, 'স্বয়ং চংক্রমণাদি করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়া যদি 'অন্যকে অনুশাসিত করে' এইরূপ হইলে অর্থাৎ 'সুসংযত হইলে অপরকে সংযত করিতে পারিবে' অর্থাৎ যে গুণের দ্বারা পরকে অনুশাসিত করিবে তদ্দ্বারা স্বয়ং সুদান্ত হইয়া অন্যকে দমন করিবে। 'নিজেকে সংযত করা সত্যই কঠিন' এই আত্মা (অর্থাৎ স্বয়ং) দুদর্মমনীয়। নিজেকে দমন করা অতিশয় কঠিন। সুতরাং সকলের কর্তব্য নিজেকে দমন করিবার উপায় অবলম্বন করা। দেশনাবসানে সেই পঞ্চশত ভিক্ষু অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

প্রধানিক তিষ্য স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

কুমারকশ্যপ মাতা থেরীর উপাখ্যান—৪

৪. অত্তাহি অত্তনো নাথো কোহি নাথো পরো সিযা,
অত্তনা'ব সুদন্তেন নাথং লভতি দুল্লভং।...১৬০

অনুবাদ : আত্মার নাথ (আশ্রয়) একমাত্র আত্মাই, অন্য কেউ নয়। আত্মাকে সুসংযত করতে পারলে লোকে নিজের মধ্যেই দুর্লভ আশ্রয় (প্রতিষ্ঠা) লাভ করে।

অন্বয় : অত্তাহি অত্তনো নাথো (আত্মাই আত্মার নাথ) কো হি পরো নাথো সিযা (অপর কে নাথ আছে?) সুদন্তেন অত্তনা ইব (সুসংযত আত্মা দ্বারা) দুল্লভং নাথং লভতি (দুর্লভ নাথকে লাভ করা যায়)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : নিজের থেকে বড় বন্ধু বা শত্রু মানুষের আর নেই। বাইরের বন্ধুর সহায়তা, শত্রুর বৈরিতার সীমা আছে। কিন্তু নিজের অন্তর যদি অনুকূল হয় তবে অপরিসীম কল্যাণ। আবার প্রতিকূল অন্তর জীবনে নিয়ে আসে সীমাহীন অমঙ্গল। অন্তর বা চিত্ত মানুষের বন্ধু হবে কি শত্রু হবে তা তার নিজের উপরেই নির্ভর করে। সৎ সঙ্কল্প, সৎকার্য, দৃঢ় প্রতিরোধে নানা অসৎ শক্তিগুলোকে ব্যর্থ করতে পারে মানুষ নিজেই। এভাবেই সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে শাশ্বত কল্যাণের ভূমিতে।

'নিজেই নিজের প্রভু' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে কুমারকশ্যপ স্থবিরের মাতাকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

রাজগৃহ নগরের শ্রেষ্ঠীকন্যা তিনি। বিজ্ঞতা প্রাপ্তির সময় হইতে তিনি প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিতেছিলেন। পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিয়াও তিনি মাতাপিতার নিকট প্রব্রজ্যা লাভের অনুমতি না পাইয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পতিকুলে যাইয়া পতিদেবতা হইয়া সংসারধর্ম পালন করিতে লাগিলেন। অচিরেই তিনি গর্ভবতী হইলেন। তিনি গর্ভবতী হইয়াছেন না জানিয়াই পতিকে তুষ্ট করিয়া প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন। তখন তাঁহার পতি তাঁহাকে মহাসৎকারের সহিত ভিক্ষুণী

http://kalpataruboi.org

নিবাসে লইয়া যাইয়া অজ্ঞাতসারে দেবদত্তপক্ষিক ভিক্ষুণীদের নিকট প্রব্রজ্যা প্রদান করিলেন। অন্য এক সময় ভিক্ষুণীগণ তাঁহার গর্ভিনীভাবের কথা জানিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'এইটা কি ব্যাপার হইল?'

'আর্যে, আমি ত জানি না কি হইয়াছে, আমার ত শীল অক্ষুণ্ন আছে।' ভিক্ষুগণ তাঁহাকে দেবদত্তের নিকট লইয়া যাইয়া—'এই ভিক্ষুণী শ্রদ্ধা প্রব্রজিতা, কিন্তু আমরা বুঝিতে পারিলাম যে ইনি গর্ভবতী। তবে কত মাসের জানি না। এখন কি করিব?' জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবদত্ত 'আমার উপদেশ পালনকারিণী ভিক্ষুণীদের দুর্নাম হউক সেইটা আমি চাই না।' ইহা চিন্তা করিয়া বলিলেন—'ইহাকে সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কার করিয়া দাও।' ইহা শুনিয়া সেই তরুণী বলিলেন—'আর্যে, আমার সর্বনাশ করিবেন না। আমি ত দেবদত্তকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রব্রজিত হই নাই। আমাকে জেতবনে শাস্তার নিকট লইয়া চলুন।' তাঁহারা তাঁহাকে লইয়া জেতবনে যাইয়া শাস্তাকে জানাইলেন। সে গৃহীকালেই গর্ভবতী হইয়াছে জানিয়াও শাস্তা পরনিন্দা হইতে মুক্তিলাভের জন্য রাজা পসেনদি কোশল, মহাঅনাথপিণ্ডিক, ক্ষুদ্র অনাথপিণ্ডিক, বিশাখা উপাসিকা এবং অন্যান্য অনেক বিশেষ ব্যক্তিবর্গকে ডাকাইয়া উপালি স্থবিরকে আদেশ দিলেন—'যাও, চারি পরিষদের মধ্যে এই তরুণী ভিক্ষুণীর শুদ্ধি-অশুদ্ধি পরীক্ষা কর।' স্থবির রাজার সম্মুখে বিশাখাকে ডাকিয়া তাঁহার উপর মীমাংসার দায়িত্ব অর্পণ করিলেন। বিশাখা তাঁহাকে পর্দার আড়ালে লইয়া যাইয়া তাঁহার হাত-পা-নাভি-উদর প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া মাস-দিন নির্ণয় করিয়া (অর্থাৎ কত মাস কত দিনের গর্ভ) 'গৃহী অবস্থাতেই ইনি গর্ভবতী হইয়াছেন' জানিয়া স্থবিরকে তাহা জানাইলেন। তখন স্থবির পরিষদ মধ্যে ঘোষণা করিলেন যে, তিনি পরিশুদ্ধ। যথাকালে তিনি এক মহানুভাব (মহাপ্রতাপশালী) পুত্রের জন্ম দিলেন যাহার জন্য তিনি পদুমুত্তর বুদ্ধের পাদমূলে প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

একদিন রাজা ভিক্ষুণীদের নিবাসস্থানের নিকট দিয়া যাইবার সময় শিশু বালকের শব্দ শুনিয়া 'ইহা কি?' জিজ্ঞাসা করিয়া 'মহারাজ, এক ভিক্ষুণীর পুত্র সন্তান হইয়াছে, তাহারই শব্দ' ইহা জানিয়া সেই কুমারকে নিজগৃহে লইয়া যাইয়া যাত্রীর নিকট দিলেন। নামকরণ দিবসে তাহার নাম রাখা হইল 'কশ্যপ' এবং রাজকুমারের ন্যায় বর্ধিত হইতে থাকায় তাহার সম্পূর্ণ নাম হইল 'কুমার কশ্যপ'। ক্রীড়ামণ্ডলে কুমার কশ্যপ অন্য বালকদের প্রহার করিলে তাহারা বলিল—'মাতৃ-পিতৃহীনের দ্বারা আমরা প্রহৃত হইয়াছি।' ইহা শুনিয়া কুমার রাজার নিকট যাইয়া বলিল—'মহারাজ, আমাকে মাতৃ-পিতৃহীন বলে, বলুন আমার মাতা কে?' রাজা ধাত্রীদের দেখাইয়া বলিলেন—'ইহারাই তোমার মাতা।' 'এতজন আমার মাতা হইতে পারে না, আমার মাতা একজনই হইবেন। তিনি কে আমাকে বলুন।' রাজা চিন্তা করিলেন যে কুমারকে বঞ্চনা করা অসম্ভব, তাই তিনি বলিলেন—'বৎস, তোমার মাতা একজন ভিক্ষুণী, আমি তোমাকে ভিক্ষুণী নিবাস

http://kalpataruboi.org

হইতে আনিয়াছি।' এই কথা শোনামাত্রই কুমারের সংবেগ উৎপন্ন হইল। সে বলিল—'পিত, আমাকে প্রব্রজিত করুন।' রাজা 'বৎস, তাহাই হইবে' বলিয়া মহাসৎকার সহকারে শাস্তার নিকট লইয়া যাইয়া তাহাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করিলেন। উপসম্পদা লাভের সময় হইতে তাহাকে 'কুমার কশ্যপ স্থবির' বলা হইত। তিনি শাস্তার নিকট 'কর্মস্থান' গ্রহণ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিয়া কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করিয়াও বিশেষ কিছু লাভ না করাতে 'পুরনায় আমার উপযোগী বিশেষ কর্মস্থান গ্রহণ করিব' বলিয়া শাস্তার নিকট যাইয়া অন্ধবনে বাস করিতে লাগিলেন।

একজন ভিক্ষু কশ্যপবুদ্ধকালে (কুমার কশ্যপের সঙ্গে) একত্রে শ্রামণ্যধর্ম পালন করিয়া অনাগামী ফল প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইলেন এবং ব্রহ্মলোক হইতে অন্ধবনে আসিয়া কুমার কশ্যপকে[৯] পনেরটি প্রশ্ন[১০] জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি উত্তরদানে অসমর্থ হইলে সেই ব্রহ্মলোকবাসি ভিক্ষু কুমার কশ্যপকে বলিলেন—

'একমাত্র শাস্তা ব্যতীত অন্য কেহ এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ। তুমি শাস্তার নিকট যাইয়া জানিয়া লও' বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন। কুমার কশ্যপ তাহাই করিলেন এবং প্রশ্নোত্তর শেষে অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন।

যেদিন হইতে পুত্র নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে সেইদিন হইতে দ্বাদশ বৎসর যাবত তাহার মাতা ভিক্ষুণী অশ্রুপাত করিয়া চলিয়াছেন। পুত্রবিয়োগ দুঃখে কাতর তিনি অশ্রুক্লিষ্ট মুখে ভিক্ষায় বিচরণ করাকালে পথিমধ্যে স্থবিরকে (কুমার কশ্যপকে) দেখিয়াই 'পুত্র পুত্র' বলিয়া বিরব করিতে করিতে তাহাকে ধরিবার জন্য ধাবমানা হইয়া পড়িয়া গেলেন। তাঁহার স্তন হইতে দুগ্ধ গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তিনি উঠিয়া (দুগ্ধ) সিক্ত চীবরে ধাবিত হইয়া পুত্র স্থবিরকে জড়াইয়া ধরিলেন। পুত্র চিন্তা করিলেন—'যদি আমি তাঁহাকে মধুর কথা বলি, তাঁহারই ক্ষতি হইবে। অতএব, আমি তাঁহার সঙ্গে রুক্ষ ভাষাতেই কথা বলিব।' তিনি মাতাকে বলিলেন—

'তুমি কি রকম স্নেহের বন্ধনকেও কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছ না?' তিনি চিন্তা করিলেন—'এই ভিক্ষুর কথা ত কর্কশ!' এবং বলিলেন—'বাবা, তুমি কি বলিতেছ?' ভিক্ষু ঐ একই কথা বলাতে মাতা চিন্তা করিলেন—'আমি ইহার জন্য দ্বাদশ বৎসর যাবত অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারিতেছি না, আর ইহার হৃদয় এত নিষ্ঠুর। ইহাতে আমার প্রয়োজন নাই।' এইভাবে পুত্র স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া সেই দিবসেই অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইলেন।

অন্য এক সময়ে ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় কথা উঠাইলেন—'আবুসো, ঈদৃশ উপনিশ্রয়সম্পন্ন কুমারকশ্যপ এবং তাঁহার মাতা ভিক্ষুণী দেবদত্তের দ্বারা বিনষ্ট

---

[৯]। কুমার কশ্যপ তখন অন্ধবনে ধ্যানরত ছিলেন।

[১০]। এই পনেরটি প্রশ্ন মজ্ঝিমনিকায়ের (১ম খণ্ড) 'বল্লীক সূত্রে' প্রদত্ত হইয়াছে।

http://kalpataruboi.org

হইতেছিলেন। শাস্তা তাঁহাদের প্রতিষ্ঠাদান করিয়াছেন। অহো! বুদ্ধগণ বাস্তবিকই লোকানুকম্পক।' শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বিষয় আলোচনার জন্য সম্মিলিত হইয়াছ?'

'এই বিষয়ে, ভন্তে।'

'হে ভিক্ষুগণ, শুধু যে এইবার আমি তাহাদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছি তাহা নহে, পূর্বেও আমি তাহাদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিলাম।' বলিয়া 'ন্যগ্রোধ মৃগেরই সেবা করিবে, শাখামৃগকে নহে। শাখামৃগের সহিত বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা ন্যাগ্রোধের সহিত মৃত্যুও শ্রেয়।' এই গাথা বলিয়া 'ন্যগ্রোধ জাতক' বিস্তৃতভাবে ভাষণ করিয়া বলিলেন—'তখন শাখামৃগ ছিল দেবদত্ত, পরিষদও ছিল দেবদত্তের পরিষদ, ভারপ্রাপ্তা (অর্থাৎ যাহার বলিদানের বার আসিয়াছিল) মৃগধেনু ছিল এই ভিক্ষুণী মাতা এবং তাহার পুত্র ছিল এই কুমার কশ্যপ। যে ন্যগ্রোধ মৃগরাজ গর্ভিনী মৃগীর জীবন রক্ষা করিয়াছিল সে আমিই ছিলাম' বলিয়া জাতকের সমাধান করিয়া পুত্রস্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া থেরী যে নিজেই নিজের প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল তাহা প্রকাশ করিতে যাইয়া বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু অন্যের দ্বারা স্বর্গ পরায়ণ বা মার্গপরায়ণ হওয়া যায় না, অতএব নিজেই নিজের আশ্রয়, অন্যে কি করিবে?' বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'নিজেই নিজের আশ্রয় (প্রতিষ্ঠা), অন্য আশ্রয়দাতা আর কে আছে? নিজেকে সংযত করিতে পারিলে দুর্লভ আশ্রয় (প্রতিষ্ঠা=নির্বাণ) লাভ করা যায়।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১৬০

অন্বয় : 'নাথ' অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা। ইহা উক্ত হইয়া থাকে—যেহেতু যিনি আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হন, তিনি বিবিধ কুশল (পুণ্য) প্রভাবে স্বর্গলাভ করিতে পারেন, মার্গফল লাভ করিতে পারেন, অতএব নিজেকেই নিজের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। নিজের চেষ্টা ব্যতীত অপর কেহ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। (প্রকৃতপক্ষে) যিনি নিজেকে সুদান্ত করিতে পারেন, তিনিই অর্হত্ত্বফল নামক দুর্লভ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন? 'দুর্লভ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে' এই কথার দ্বারা অর্হত্ত্বলাভকেই বুঝাইয়াছে। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তি ফলাদি লাভ করিয়াছিলেন।

কুমার কশ্যপ মাতা থেরীর উপাখ্যান সমাপ্ত

মহাকাল উপাসকের উপাখ্যান—৫

৫. অত্তনা'ব কতং পাপং অত্তজং অত্তসম্ভবং,
অভিমন্থতি দুম্মেধং বজিরং ব 'স্মমযং মণিং।...১৬১

অনুবাদ : (প্রস্তরসম্ভূত) বজ্র (হীরক) যেমন প্রস্তরজাত মণিকে চূর্ণ করে, তেমনি আত্মকৃত, আত্মজ এবং আত্মসম্ভূত পাপ বিনষ্ট করে নির্বোধকে।

http://kalpataruboi.org

অন্বয় : অত্তনা ইব কতং (আত্মকৃত) অত্তজং অত্তসম্ভবং পাপং (আত্মজ ও আত্মসম্ভব পাপ) বজিরং (বজ্র) বস্সময়ং (অশ্মময়, প্রস্তরময়) মণিং ইব (মণির ন্যায়) দুম্মেধং (দুর্মেধকে, নির্বোধকে) অভিমন্থতি (মথিত করে)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : মণিরূপ পাথর থেকেই হীরার জন্ম। তবুও কঠিন হীরা মণিকে কেটে খণ্ড-বিখণ্ড করে। মানুষের কৃতকর্ম থেকেই পাপের উৎপত্তি। কিন্তু পরিণামে সেই পাপের ফল পাপকর্তাকেই এসে আঘাত করে, তাকে ধ্বংস করে।

'নিজের দ্বারা কৃত পাপ' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে মহাকাল নামক জনৈক স্রোতাপন্ন উপাসককে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

তিনি মাসের আট দিন উপোসথিক হইয়া বিহারে সারারাত্রি ধর্মকথা শ্রবণ করেন। একদিন চোরেরা রাত্রে এক গৃহে সিঁধ কাটিয়া ঢুকিয়া দ্রব্যাদি অপহরণ করিতেছিল। লৌহভাজনের শব্দে গৃহস্বামীরা প্রবুদ্ধ হইয়া চোরদের পশ্চাদ্ধাবন করিলে চোরেরা অপহৃত দ্রব্যাদি ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে পলায়ন করিল। গৃহস্বামীরাও তাহাদের তাড়াইয়া চলিলে তাহারা এদিকে ঐদিকে পলাইয়া গেল। তাহাদের মধ্যে একজন বিহারের রাস্তা ধরিয়া যাইতেছিল। তখন মহাকাল সারারাত্রি ধর্মকথা শুনিয়া প্রাতকালেই পুষ্করিণী তীরে মুখ ধুইতেছিলেন। (ঐ চোর) তাহার হৃত দ্রব্যাদি মহাকালের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করিল। চোরদের পশ্চাদ্ধাবনকারী গৃহস্বামীরা ঐ দ্রব্য দেখিয়া—'তুমি আমাদের গৃহে সিঁধ কাটিয়া দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া এখন ধর্মশ্রবণ করার ভাণ করিতেছ!' বলিয়া পিটিয়া মারিয়া ফেলিয়া চলিয়া গেল। সকালেই তরুণ শ্রামণেরগণ জল আনিতে যাইয়া তাঁহাকে দেখিয়া—'বিহারে ধর্মকথা শুনিয়া শয়নকারী উপাসক দেখিতেছি বেঘোরে প্রাণ দিল।' তাহারা যাইয়া শাস্তাকে জানাইল। শাস্তা 'হ্যাঁ ভিক্ষুগণ, এই জন্মে সে অকালে অন্যায়ভাবে প্রাণ দিয়াছে ঠিকই, কিন্তু পূর্বে সে যে কাজ করিয়াছে—তাহার ফলে তাহার এই মৃত্যু যুক্তিযুক্তই হইয়াছে' বলিয়া তাহাদের দ্বারা প্রার্থিত হইয়া পূর্বজন্মের কথা বলিতে লাগিলেন—

অতীতে বারাণসী রাজার রাজ্যে কোন এক প্রত্যন্তগ্রামের অটবিমুখে চোরেরা ওঁৎ পাতিয়া থাকে। রাজা অটবিমুখে এক রাজসেনাকে নিযুক্ত করিলেন। সে ভাতার বিনিময়ে লোকদের পাহাড়া দিয়া বনে লইয়া যাইত, আবার পাহাড়া দিয়া বন হইতে লোকালয়ে লইয়া আসিত। জনৈক ব্যক্তি তাহার সুন্দরী ভার্যাকে ছোট গাড়িতে বসাইয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজসেনা ঐ স্ত্রীলোককে দেখিয়া প্রেমাসক্ত হইল। ঐ ব্যক্তি তাহাকে বলিল—'মহাশয়, আমাদের অটবি পার করিয়া দিন।' রাজসেনা বলিল—'এখন অনেক দেরী হইয়া গিয়াছে, কাল সকালেই পার করিয়া দিব।' 'মহাশয়, সেই সকাল হইলে অনেক দেরী হইয়া যাইবে। এখনই আমাদের লইয়া যাউন।' 'ওহে, থাকিয়া যাও, আমাদের ঘরেই আহার এবং শয়নের ব্যবস্থা হইবে।' আগন্তুক থাকিতে রাজি হইল না। রাজসেনা ইঙ্গিত করাতে তাহার লোকজন আসিয়া আগন্তুকের গাড়ি ঘুরাইয়া রাখিল এবং

http://kalpataruboi.org

তাহার অনিচ্ছাসত্ত্বে দ্বারকোষ্ঠকে তাহার শয়নের ব্যবস্থা করিয়া আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিল। তাহার গৃহে একটি মণিরত্ন ছিল। সে ঐ রত্নটিকে আগন্তুকের গাড়িতে রাখিয়া দিল এবং প্রত্যুষকালে চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল যে তাহার ঘরে চোর ঢুকিয়াছিল। তাহার (নিজের) লোকজনেরাও বলিতে লাগিল—'প্রভু, আপনার মণিরত্ন চোরেরা চুরি করিয়াছে।' সে তখন গ্রামদ্বারে পাহাড়া বসাইয়া বলিল—'যাহারা গ্রামের বাহিরে যাইবে তাহাদের তল্লাশি কর।' সেই আগন্তুকও সকালেই তাহার যান যোজনা করিয়া রওনা হইল। তাহার যান তল্লাশি করিয়া সেই মণিরত্ন তাহাতে পাইয়া আগন্তুককে তর্জন-গর্জন করিয়া—'তুমি মণিরত্ন লইয়া পলায়ন করিতেছ?' বলিয়া প্রহার করিয়া গ্রামের মোড়লকে বলিল—'প্রভু, চোর ধরা পড়িয়াছে।' মোড়ল বলিল—'আমার ভূতকের বাড়িতে থাকিয়া খাইয়া তাহার মণিরত্নটি লইয়া চলিয়া যাইতেছিল। উহাকে ধর মার।' তাহাকে প্রহার করিয়া মারিয়া ফেলিল এবং মৃতদেহ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। ইহাই তাহার অতীত জীবনের কর্ম। সে মৃত্যুর পর অবীচি নরকে জন্মগ্রহণ করিল এবং সেখানে বহুকাল পক্ক হইয়া বিপাকাবশেষে একশত জন্মে ঐভাবেই প্রহৃত হইয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছিল।

এইভাবে শাস্তা মহাকালের পূর্বজন্ম দর্শন করাইয়া—'হে ভিক্ষুগণ, কৃত পাপকর্মই সত্ত্বগণকে চারি অপায়ে দুঃখভোগ করায়' ইহা বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

(পাষাণগর্ভোন্তুক) হীরক যেমন পাষাণময় মণিকে খণ্ড খণ্ড করে, আত্মকৃত, আত্মজ ও আত্মসম্ভব পাপও সেইরূপ নির্বোধ ব্যক্তিকে মথিত করে (বিনষ্ট করে)।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১৬১

অন্বয় : 'হীরক যেমন অশ্বময় মণিকে' বজ্র বা হীরক যেমন প্রস্তরময় মণিকে। ইহা উক্ত হয়—যেমন পাষাণময় পাষাণোদ্ভুত বজ্র (হীরক) 'সেই পাষাণময় মণিকেই' অর্থাৎ যে পাষাণ হইতে হীরকের উৎপত্তি সেই পাষাণ হইতেই মণির উৎপত্তি, অথচ হীরক মণিকে ছিদ্র ছিদ্র খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ব্যবহারের অযোগ্য করিয়া দেয়, তদ্রূপ 'নিজকৃত' ও 'নিজ হইতে উৎপন্ন পাপও' 'নির্বোধ' ব্যক্তিকে চারি অপায়ে নিক্ষেপ করিয়া মথিত করে ধ্বংস করে। দেশনাবসানে উপস্থিত ভিক্ষুগণ স্রোতাপত্তি ফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মহাকাল উপাসকের উপাখ্যান সমাপ্ত

দেবদত্তের উপাখ্যান—৬

৬. যস্স অচ্চন্তদুস্সীল্যং মালুবা সালমিবোত্থতং,
করোতি সো তথা'ত্তানং যথা নং ইচ্ছতি দিসো।...১৬২

অনুবাদ : মালুবালতা যেভাবে শালগাছকে জড়ায়, তেমনি অতিশয়

http://kalpataruboi.org

দুঃশীলতায় যে পরিবৃত শত্রুরা যেমন কামনা করে সে তার নিজের সেরূপই ক্ষতিসাধন করে।

অন্বয় : যস্স অচ্চন্তদুস্সীল্যং (যার অত্যন্ত দুঃশীলতা) মালুবা ওত্থতং সালম্ ইব (মালুবা লতাবেষ্টিত শালবৃক্ষের ন্যায়) যথা দিসো নং ইচ্ছতি (শত্রুরা তাকে যেরূপ ইচ্ছা করে) সো অত্তানং তথা করোতি (সে নিজেকে সেরূপ করে)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : মানুষ কতরকম ভাবে যে নিজের অহিত করতে পারে তার শেষ নেই। নিজেকে নিজের আয়ত্বে না রাখতে পারলে চিত্ত যত দুষ্প্রবৃত্তির পাপে বাধা পড়ে, তারাই তখন তাকে চালিত করে। তাদের কবলস্থ হলে মানুষ নিজেই নিজের যতখানি ক্ষতি করে তার অতি বড় শত্রুও বোধহয় ততখানি আশা করে না। আর তার পরিণাম হল মহতী বিনষ্টি। মালুবা হচ্ছে এক রকম লতা যা শালগাছকে আশ্রয় করে বাড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত তা শালগাছকে এমন কঠিন বাঁধনে জড়ায় যে শ্বাসরুদ্ধ গাছের প্রাণান্ত ঘটে।

'যাহার অত্যন্ত দুঃশীলতা' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে দেবদত্তকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

একদিন ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় কথা উঠাইলেন—'আবুসো, দেবদত্ত দুঃশীল, পাপধর্মী। দুঃশীলতার কারণে বর্ধিত তৃষ্ণাহেতু অজাতশত্রুকে বশীভূত করিয়া মহালাভসৎকারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং অজাতশত্রুকে পিতৃবধে উৎসাহিত করিয়া তাঁহার সহিত একত্রে নানাপ্রকারে তথাগতকে হত্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন।' শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বিষয়ে আলোচনার জন্য এখানে সম্মিলিত হইয়াছ?'

'এই বিষয়ে, ভন্তে।'

'হে ভিক্ষুগণ, শুধু এইবারেই নহে, পূর্বেও দেবদত্ত নানাপ্রকারে আমাকে হত্যার চেষ্টা করিয়াছিল' এই কথা বলিয়া শাস্তা 'কুরুঙ্গমৃগ জাতকাদি' বর্ণনা করিয়া 'হে ভিক্ষুগণ, মালুবালতা যেমন শালবৃক্ষকে পরিব্যাপ্ত করিয়া অবশেষে তাহাকে ধ্বংস করে তদ্রূপ অত্যন্ত দুঃশীল ব্যক্তিকে দুঃশীলতার কারণে উৎপন্ন তৃষ্ণা নরকাদিতে নিক্ষেপ করে' ইহা বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'মালুবালতা বেষ্টিত শালবৃক্ষের ন্যায় যে অত্যন্ত দুঃশীলতার দ্বারা বেষ্টিত, শত্রু তাহার যে অনিষ্ট কামনা করে, সে নিজেই নিজের তদ্রূপ অনিষ্ট সাধন করে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১৬২

অন্বয় : 'অত্যন্ত দুঃশীলতা' অর্থাৎ একান্ত দুঃশীলভাব। গৃহী যদি জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া (কায়িক, বাচনিক ও মানসিক) দশ অকুশল কর্মপথ সাধন করে, প্রব্রজিত যদি তাহার উপসম্পদা লাভের (অর্থাৎ ভিক্ষুত্ব লাভের) দিন হইতে আরম্ভ করিয়া গুরুতর অপরাধ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই গৃহী এবং সেই প্রব্রজিতকে দুঃশীল বলা হয়। এই স্থলে যে দুই তিন জন্মে দুঃশীল, অর্থাৎ এই পাপগতিকে অবলম্বন করিয়া আসিতেছে তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। 'দুঃশীলভাব' অর্থাৎ দুঃশীলের ষড়দ্বারে জাত তৃষ্ণাকে আশ্রয় করিয়াই

kalpataruboi.PDF

http://kalpataruboi.org

পাপ বাড়িতে থাকে। 'মালুব শালবৃক্ষকে পরিব্যাপ্ত করিয়া' যে ব্যক্তির সেই তৃষ্ণা নামক দুঃশীলতা আছে ইহা ঐ ব্যক্তির জীবনকে পরিবেষ্টিত করিয়া অবস্থান করে, যেমন মালুবালতা শালবৃক্ষকে পরিবেষ্টিত করিয়া থাকে, বৃষ্টিপাত হইলে পত্রসমূহের দ্বারা জলধারণ করিয়া শালবৃক্ষকে এমন ভারী করিয়া ফেলে যে, অবশেষে বৃক্ষ ধরাশায়ী হয়। সেই নির্বোধ ব্যক্তি মালুবার দ্বারা ভগ্ন হইয়া ভূমিতে পাতিত বৃক্ষের ন্যায় দুঃশীলতা নামক তৃষ্ণার দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া নরকে পতিত হয়। একজন শত্রু যেমন অন্য শত্রুর ক্ষতি কামনা করে তদ্রূপ নিজের ক্ষতি করিয়া থাকে—ইহাই জ্ঞাতব্য। দেশনাবসানে বহু স্রোতাপত্তি ফলাদি লাভ করিয়াছিলেন।

দেবদত্তের উপাখ্যান সমাপ্ত

সঙ্ঘভেদকরণর উপাখ্যান—৭

৭.সুকরানি অসাধুনি অত্তনো অহিতানি চ,
যং বে হিতঞ্চ সাধুঞ্চ তং বে পরমদুক্করং।...১৬৩

অনুবাদ : নিজের অহিতকর আর অসাধু কাজ করা সহজ। কিন্তু যে কাজ সাধু আর হিতকর তা অতি দুষ্কর।

অন্বয় : অসাধুনি অত্তনো অহিতানি চ সুকরানি (অসাধু ও আপনার অহিতকর কাজ করা সহজ), যং বে হিতঞ্চ সাধুঞ্চ (যা হিতকর ও সাধু) তং বে পরমদুক্করং (তা পরম দুষ্কর)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : যা কিছু অসৎ, অমঙ্গলকর তাই মানুষের চিত্তকে সহজে টানে নিষিদ্ধ কাজের প্রতি তার আকর্ষণ দুর্নিবার। অথচ সৎকাজে তার গভীর অনীহা। স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই তাকে অনায়াসে কুকাজে লিপ্ত করে, কিন্তু সুকর্ম করা অতি কষ্টসাধ্য।[১১]

'সুকর' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে সঙ্ঘভেদকরণ উপলক্ষ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

একদিন দেবদত্ত সঙ্ঘভেদকরণের উদ্দেশ্যে পিণ্ডাচরণরত আয়ুষ্মান আনন্দকে দেখিয়া নিজের অভিপ্রায় তাঁহাকে জানাইলেন। ইহা শুনিয়া (আনন্দ) স্থবির শাস্তার নিকট যাইয়া এই কথা বলিলেন—'ভন্তে, আমি পূর্বাহ্নে পাত্রচীবর লইয়া রাজগৃহে পিণ্ডপাতের জন্য প্রবেশ করিয়াছিলাম। ভন্তে, দেবদত্ত আমাকে পিণ্ডাচরণরত দেখিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'আবুসো আনন্দ, অদ্য হইতে আমি উপোসথ এবং সঙ্ঘকর্ম ভগবান এবং ভিক্ষুসঙ্ঘ ব্যতিরেকেই করিব।' 'ভগবন, অদ্য দেবদত্ত সঙ্ঘভেদ করিয়া উপোসথ এবং সঙ্ঘকর্ম সম্পাদন

[১১]। কল্যাণ দুষ্কর, পাপই সুকর।—অশোকানুশাসন, পঞ্চম গিরিলিপি।

http://kalpataruboi.org

করিবে।' ইহা উক্ত হইলে শাস্তা এই উদানবাক্য বলিলেন—

'সাধু ব্যক্তির পক্ষে কুশল কর্ম করা সুকর।
পাপীর পক্ষে দুষ্কর কর্ম করা সুকর ॥
(আবার) পাপীর পক্ষে পাপকর্ম করা সুকর।
আর্যদের পক্ষে পাপকর্ম করা দুষ্কর ॥ [উদান-৪৮]

এই উদান বাক্য উদগীত করিয়া শাস্তা—'আনন্দ, নিজের অহিতকর্ম সুকর, হিতকর্মই দুষ্কর' ইহা বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'অসাধু ও নিজ অহিতকর কর্ম করা সহজ; কিন্তু যাহা সাধু ও হিতকর, তাহা পালন করা অতিশয় দুষ্কর।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১৬৩

অন্বয় : যে সমস্ত কর্ম 'অসাধু' দোষাবহ, নরকোৎপত্তিমূলক তাহা সম্পাদন করা সহজ। যে সমস্ত কর্ম নিজের 'অহিতকর' সেইগুলি সম্পাদন করা 'সুকর' অর্থাৎ সহজ। কিন্তু যাহা সুগতিদায়ক বলিয়া নিজের 'হিত' এবং অনবদ্যার্থে 'সাধু' সুগতিমূলক এবং যাহা নির্বাণদায়ী কর্ম, তাহা পূর্বদিকে প্রবহমানা গঙ্গাকে ফিরাইয়া বিপরীতমুখে প্রবাহিত করার ন্যায় অতি দুষ্কর। দেশনাবসানে বহু স্রোতাপত্তি ফলাদি লাভ করিয়াছিল।

সঙ্ঘভেদকরণের উপাখ্যান সমাপ্ত

কাল স্থবিরের উপাখ্যান—৮

৮. যো সাসনং অরহতং অরিযানং ধম্মজীবিনং,
পটিক্কোসতি দুম্মেধো দিট্‌ঠিং নিস্‌সায পাপিকং'
ফলানি কট্‌ঠস্‌সে'ব অত্তঘঞ্‌ঞায ফল্লতি।...১৬৪

অনুবাদ : যে নির্বোধ নিজের পাপদৃষ্টিবশে পূজ্য, ধর্মপরায়ণ অর্হৎদের অনুশাসনকে অবজ্ঞা করে তার কর্মফল বাঁশের ফলের মতই নিজের ধ্বংসের কারণ হয়।

অন্বয় : যো দুম্মেধো (যে নির্বোধ ব্যক্তি) পাপিকং দিট্‌ঠিং নিস্‌সায (পাপদৃষ্টি আশ্রয় করে, ভ্রান্তধারণাবশত) অরিযানং ধম্মজীবিনং (আর্য ও ধর্মপরায়ণ) অরহতং সাসনং (অর্হৎগণের শাসনকে) পটিক্কোসতি (আক্রোশ করে, অবজ্ঞা করে, [সো] কট্‌ঠকস্‌স ফলানি ইব (সে বাঁশের ফলের ন্যায়) অত্তঘঞ্‌ঞায ফল্লতি (আত্মঘাতের নিমিত্ত ফল উৎপন্ন করে)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : মূর্খ প্রায়ই তার জ্ঞানের অভাবকে ঔদ্ধত্য দিয়ে পূরণ করে। ফলে গুরু-লঘুর বিচার করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না; যার যা প্রাপ্য তাকে তা দেওয়াও হয় না। পূজ্য আর শ্রদ্ধার্হকে স্বচ্ছন্দে অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা করে সে নিজের অপরাধের বোঝাকে ভারী করে। কথিত আছে, ফলোদ্গমে বাঁশগাছের মৃত্যু সূচিত হয়। শ্রদ্ধাহীনের কর্মফলও পরিপক্ক হয়ে তার নিজের বিনাশ শীঘ্র

http://kalpataruboi.org

ডেকে আনে।

'যে শাসনকে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে কাল স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

শ্রাবস্তীতে জনৈকা স্ত্রী মাতৃবৎ সেই স্থবিরকে সেবা করিতেন। একদিন তাঁহার প্রতিবেশির গৃহে লোকজন শাস্তার নিকট ধর্মশ্রবণ করিয়া আসিয়া 'অহো বুদ্ধগণ কি অদ্ভুত, অহো ধর্মদেশনা কত মধুর' বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সেই স্ত্রী তাহাদের কথা শুনিয়া 'ভন্তে, আমিও শাস্তার ধর্মদেশনা শুনিতে ইচ্ছুক' বলিয়া স্থবিরকে জানাইলেন। তিনি 'সেইস্থানে যাইবেন না' বলিয়া বারণ করিলেন। তিনি দ্বিতীয় দিন তৃতীয় দিন নিবারিত হইলেও ধর্ম শুনিতেই ইচ্ছা করিলেন। কেন স্থবির তাঁহাকে নিবারিত করিয়াছিলেন? তাহার এইরূপ মনে হইয়াছিল—'শাস্তার নিকট ধর্ম শ্রবণ করিলে সে আমাকে ত্যাগ করিবে।' তিনি একদিন প্রাতকালে প্রাতরাশ ভোজনান্তে উপোসথ সমাধা করিয়া—'মা, ভাল করিয়া স্থবিরকে পরিবেশন করিবে' বলিয়া কন্যাকে আদেশ দিয়া বিহারে চলিয়া গেলেন। কন্যাও সেই ভিক্ষু আসিলে তাঁহাকে পরিবেশন করিল। ভিক্ষু জিজ্ঞাসা করিলেন—'মহা উপাসিকা কোথায়?'

সে বলিল—'ধর্মশ্রবণের জন্য বিহারে গিয়াছে।' এইকথা শোনামাত্রই যেন তাঁহার কুক্ষিতে বিদ্বেষাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া তাঁহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। 'এখনই সে আমার হইতে ভিন্ন হইয়া যাইবে' ইহা ভাবিয়া দ্রুত যাইয়া শাস্তার নিকট ধর্মশ্রবণরতা তাহাকে দেখিয়া শাস্তাকে বলিলেন—'ভন্তে, এই স্ত্রী মূর্খ। সূক্ষ্ম ধর্মকথা জানে না। ইহাকে স্কন্ধাদি প্রতিসংযুক্ত সূক্ষ্ম ধর্মকথা না বলিয়া দানকথা, শীলকথাদি বলা উচিত।' শাস্তা ঐ ভিক্ষুর মতলব বুঝিতে পারিয়া—'তুমি মূর্খ এবং পাপদৃষ্টিসম্পন্ন বলিয়াই বুদ্ধশাসনকে আক্রোশ করিতেছ, ইহার দ্বারা তুমি নিজেরই ক্ষতি করিতেছ।' এই কথা বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'যে নির্বোধ ব্যক্তি মিথ্যাদৃষ্টিকে আশ্রয় করিয়া পূজনীয় ও ধর্মপরায়ণ অর্হৎগণের শাসনকে আক্রোশ করে, সে বাঁশের [ফলোদ্ভবের ন্যায়] নিজের ধ্বংসের নিমিত্তই ফলবান হয়।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১৬৪

অন্বয় : যে 'দুর্মেধা' মূর্খ ব্যক্তি নিজের সৎকার পরিহানির ভয়ে 'পাপদৃষ্টির কারণে' যাহারা 'ধর্ম' শ্রবণ করিব, দান দিব' বলে তাহাদের আক্রোশ করে 'ধর্মজীবি আর্য অর্হৎগণের' বুদ্ধগণের 'শাসনকে আক্রোশ করে', তাহার সেই আক্রোশ, সেই পাপদৃষ্টি বেণু নামক বাঁশের ফলোৎপাদনের ন্যায় হয়। তাই যেমন বাঁশ ফল উৎপাদন করিতে যাইয়া নিজেরই ধ্বংস ডাকিয়া আনে, আত্মবিনাশ হেতুই ফলদান করে, তদ্রূপ সেই মূর্খ ব্যক্তিও নিজের কৃত দুষ্কর্মের দ্বারা ধ্বংসমুখে পতিত হয়। তাই উক্ত হইয়াছে—

'(কদলী) ফল কদলীবৃক্ষকে ধ্বংস করে, বেণু এবং নড়কে নিজের ফলই ধ্বংস করে, সৎকার কাপুরুষকে ধ্বংস করে এবং গর্ভ যেমন অশ্বতরিকে ধ্বংস

http://kalpataruboi.org

করে।' দেশনাবসানে উপাসিকা স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। উপস্থিত পরিষদের নিকট ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

কাল স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

চুল্লকাল উপাসকের উপাখ্যান—৯

৯. অত্তনা'ব কতং পাপং অত্তনা সঙ্কিলিস্‌সতি,
অত্তনা অকতং পাপং অত্তনা'ব বিসুজ্ঝতি;
সুদ্ধি অসুদ্ধি পচ্চত্তং, নাঞ্ঞো অঞ্ঞং বিসোধযে।...১৬৫

অনুবাদ : পাপ করলে লোক নিজেই কষ্ট পায়, আর পাপ না করলে নিজেই পবিত্র থাকে। শুদ্ধি আর অশুদ্ধি নিজেরই সৃষ্টি; একজন অপরজনকে বিশুদ্ধ করতে পারে না।

অন্বয় : অত্তনা এব কতং পাপং (আত্মকৃত পাপ) অত্তনা সঙ্কিলিস্‌সতি (আপনাকে কলুষিত করে)। অত্তনা পাপং অকতং (আপনি পাপ না করলে) অত্তনা এব বিসুজ্ঝতি (আপনি বিশুদ্ধ থাকে)। সুদ্ধি অসুদ্ধি (শুদ্ধি ও অশুদ্ধি) পচ্চত্তং (প্রত্যাত্ম, নিজস্ব) ন অঞ্ঞো অঞ্ঞং বিসোধযে (অন্যে অন্যকে শুদ্ধ করতে পারে না)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : মানুষ নিজেই নিজের কর্মের ফলভাগী হয়। কুশলকর্ম তার হৃদয়কে পবিত্রতায় মণ্ডিত করে, আর অকুশলকর্ম তাকে ভরে তোলে কলুষে। কাজেই শুদ্ধি বা অশুদ্ধি নিজের কর্মের মধ্য দিয়েই লোকে লাভ করে—তাতে অপরের হাত সামান্যই অতএব নিজের সম্যক প্রচেষ্টায়ই আত্মশুদ্ধি সম্ভব।

'স্বকৃত' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে চুল্লকাল উপাসককে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

ঘটনা 'মহাকাল উপাসকের উপাখ্যান' সদৃশ। একদিন সিঁধকাট চোরদের গৃহস্বামীরা তাড়া করিলে রাত্রে ধর্মকথা শুনিয়া প্রাতকালে বিহার হইতে বাহির হইয়া শ্রাবস্তীতে ফিরিবার সময় সেই চুল্ল উপাসকেরা সম্মুখে হৃতদ্রব্যসমূহের পুটুলি ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করিল। লোকেরা চুল্ল উপাসককে দেখিয়া 'এই ব্যক্তিই রাত্রে চুরি করিয়া এখন ধর্মশ্রবণ করিয়া ফিরিবার ভাণ করিতেছে, ইহাকে ধর, মার' বলিয়া তাহারা ধরিয়া বেদম প্রহার করিল। কুম্ভদাসীরা ঘাটে জল আনিতে যাইবার সময় তাহাকে দেখিয়া—'প্রভু, ইহাকে ছাড়িয়া দিন, এই ব্যক্তি ঐরূপ নহে' বলিয়া মুক্ত করিল। চুল্ল উপাসক আবার বিহারে যাইয়া—'ভন্তে, আমি লোকদের দ্বারা প্রহৃত হইতেছিলাম, এই কুম্ভদাসীদের দ্বারা আমার জীবনরক্ষা হইয়াছে' বলিয়া ভিক্ষুদের জানাইল। ভিক্ষুগণ তথাগতকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। শাস্তা তাঁহাদের কথা শুনিয়া—'হে ভিক্ষুগণ, চুল্ল উপাসকের

http://kalpataruboi.org

জীবনরক্ষা হইয়াছে কুম্ভদাসীদের দ্বারা যেহেতু যে নিজে পাপ করে নাই। এই সত্ত্বগণ স্বকৃত পাপকর্মের জন্য নিজেরাই নরকাদিতে জন্ম লইয়া দুঃখভোগ করিবে, আর যাহারা কুশলকর্ম করিয়াছে তাহারা সুগতি এবং নির্বাণ লাভ করিয়া নিজেরাই বিশুদ্ধ হইবে' এই কথা বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'লোকে নিজে পাপ করে, নিজেই কষ্ট পায়; নিজে পাপ না করিলে, নিজেই পবিত্র থাকে। শুদ্ধি এবং অশুদ্ধি সব নিজস্ব ব্যাপার, একে অন্যকে শুদ্ধ করিতে পারে না।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১৬৫

অন্বয় : যে 'নিজে' অকুশল কর্ম 'করে', সে চারি প্রকার অপায়ে (দুঃখজনক যোনিতে) দুঃখ ভোগ করিতে করিতে 'নিজেই ক্লিষ্ট হয়'। আর যে 'স্বয়ং পাপ করে না', সে সুগতি এবং নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়া 'নিজেই বিশুদ্ধ হয়'। অতএব কুশলকর্ম প্রভাবে যে সুখ এবং অকুশলকর্ম প্রভাবে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহা সম্পূর্ণরূপে 'ব্যক্তিগত ব্যাপার'। 'এক' ব্যক্তি 'অন্য' ব্যক্তিকে কখনও বিশুদ্ধও করিতে পারে না, ক্লিষ্টও করিতে পারে না। দেশনাবসানে চুল্লকাল স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং উপস্থিত জনগণের নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

চুল্লকাল উপাসকের উপাখ্যান সমাপ্ত

অত্তদত্থ স্থবিরের উপাখ্যান—১০

১০. অত্তদত্থং পরত্থেন বহুনা'পি ন হাপযে,
অত্তদত্থমভিঞ্ঞায সদত্থপসুতো সিযা।...১৬৬

অনুবাদ : অনেক পরার্থের অনুরোধেও মানুষের আপন স্বার্থ (নিজের মঙ্গলকর কাজ) ত্যাগ না করা উচিত। কিসে নিজের মঙ্গল তা জেনে পরমার্থ সাধনে তৎপর থাকা দরকার।

অন্বয় : বহুনাপি পরত্থেন (বহু পরার্থের প্রয়োজনেও) অত্তাদত্থং ন হাপযে (আত্মহিত পরিত্যাগ করবে না); অত্তদত্থং অভিঞ্ঞায (আত্মহিত উত্তমরূপে জেনে) সদত্থপসুতো সিযা (সদর্থপ্রসিত হবে)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : সাধকের একমাত্র লক্ষ্য তার সাধনায় সিদ্ধি। তার সমস্ত কর্ম মূলত সেই উদ্দেশ্যেই সাধিত হওয়া দরকার অপরের অনেক প্রয়োজনেও তাকে আপন লক্ষ্যের থেকে বিচলিত হওয়া চলবে না। ফল লাভে যদি বিলম্ব হয়, অন্যের পরামর্শে বা অনুরোধে সাধনা ছেড়ে অন্য কাজে লিপ্ত হওয়া তার পক্ষে অনুচিত। বরং আরো দৃঢ়তার সঙ্গে তাতে নিযুক্ত থাকতে হবে।[১২]

[১২]। এই গাথাটি পড়ে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে মানুষ স্বার্থপর না হলে তার পক্ষে মঙ্গল লাভ সম্ভব নয়। কিন্তু এখানে প্রতিপাদ্য বিষয় হল যে আপন আত্মার উন্নতি (আত্মার্থ) ব্যতীত কোন মঙ্গলকর কাজের অনুষ্ঠানই ফলপ্রসূ হবে না।

http://kalpataruboi.org

'অত্তদত্থ' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে অত্তদত্থ স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

পরিনির্বাণের পূর্বে শাস্তা ঘোষণা করিয়াছিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, এখন হইতে চারিমাস পরে আমি পরিনির্বাণ লাভ করিব।' ইহা শুনিয়া সাতশত পৃথগ্‌জন (সাধারণ) ভিক্ষু সংবেগপ্রাপ্ত হইয়া শাস্তাকে ত্যাগ না করিয়া 'আবুসো, এখন আমাদের কি করা উচিত?' এই ভাবনাচিন্তা করিতে লাগিলেন। অত্তদত্থ স্থবির চিন্তা করিলেন—'শাস্তা এখন হইতে চারিমাস পরে পরিনির্বাণ লাভ করিবেন। অথচ আমি এখনও অবীতরাগ, শাস্তার জীবদ্দশাতেই আমি অর্হত্ত্ব লাভের জন্য যত্নবান হইব।' তিনি ভিক্ষুদের নিকট গেলেন না। তখন ভিক্ষুরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আবুসো, কেন আপনি আমাদের নিকট আসেন না, আমাদের সঙ্গে কথাও বলেন না?' তখন তাঁহারা তাঁহাকে শাস্তার নিকট লইয়া যাইয়া শাস্তাকে জানাইলেন—'ভন্তে, এই ভিক্ষু এই রকম করিতেছেন।' শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—'কেন তুমি এইরূপ করিতেছ?' 'ভন্তে, আপনি চারিমাস পরে পরিনির্বাণ লাভ করিবেন, আপনার জীবদ্দশাতেই আমি অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির জন্য যত্নবান হইব।' শাস্তা তাঁহাকে সাধুবাদ দিয়া বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, আমাকে যে ভালবাসে তাহার অত্তদত্থের মত হওয়া উচিত। যাহারা গন্ধদ্রব্যাদি দিয়া আমাকে পূজা করে তাহারা আমাকে ঠিক পূজা করে না। যাহারা ধর্মানুধর্ম প্রতিপত্তির দ্বারা আমাকে পূজা করে, তাহাদের পূজাই যথার্থ। সুতরাং সকলেরই অত্তদত্থ সদৃশ হওয়া উচিত।' বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'বহু পরার্থের প্রয়োজনেও স্বীয় পরমার্থ নষ্ট করিবে না। আত্মহিত পরিজ্ঞাত হইয়া পরমার্থ সাধনে তৎপর হওয়া উচিত।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১৬৬

অন্বয় : গৃহস্থ হইয়া এক কড়ি মূল্যের উপার্জিত পুণ্য সহস্র অর্থ দানেও পরহিতার্থে ব্যয় করা উচিত নহে। একটামাত্র কড়ি থাকিলেও তাহা নিজের প্রয়োজনে নিজের খাদ্য-ভোজ্যের জন্য ব্যয় করা বিধেয়, পরার্থে নহে। ইহাকে এইভাবে না বুঝিয়া 'কর্মস্থান' বিষয়ে বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তাই 'আত্মহিত ত্যাগ করিব না' অর্থাৎ সঙ্ঘে উৎপন্ন চৈত্য সংস্কারাদি কৃত্য বা উপাধ্যায়াদির ব্রত কোন ভিক্ষু ত্যাগ করিবে না। কারণ কুশল ব্রতাদি পরিপূরণের দ্বারাও শীলবিশুদ্ধি সম্পন্ন হয়, যদদ্বারা আর্যফল লাভাদির সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং তাহাও আত্মহিতের জন্যই। আর যে ব্যক্তি অত্যারদ্ধ বিদর্শক অর্থাৎ 'অদ্য বা আগামীকল্য আমার ফললাভ হইবে' এই আশায় দৃঢ়বীর্য সহকারে ধ্যানসমাধিতে রত থাকে, তাহার উপাধ্যায় ব্রতাদি ত্যাগ করিয়া নিজের কৃত্য সম্পাদন করা কর্তব্য। এই প্রকারে 'আত্মহিত পরিজ্ঞাত হইয়া' ইহা আমার হিতের জন্য' এইভাবে নিরীক্ষণ করিয়া 'পরমার্থ সাধনে তৎপর হওয়া উচিত' অর্থাৎ নিজের কল্যাণে দৃঢ়বীর্যসম্পন্ন হওয়া উচিত। [কেননা ব্রতসম্পাদন অপেক্ষা নিজ ধ্যানসাধনার মূল্য অধিককৃত গুরুত্বপূর্ণ] দেশনাবসানে সেই স্থবির অর্হত্ত্বে

http://kalpataruboi.org

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। উপস্থিত ভিক্ষুদের নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

অত্তদত্থ স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত
আত্মবর্গ বর্ণনা সমাপ্ত

http://kalpataruboi.org

১৩. লোকবর্গ

তরুণ ভিক্ষুর উপাখ্যান—১

১. হীন ধম্মং ন সেবেয্য পমাদেন ন সংবসে,
মিচ্ছাদিট্‌ঠিং ন সেবেয্য ন সিযা লোকবদ্ধনো।...১৬৭

অনুবাদ : হীনধর্মে রত বা প্রমত্ত হয়ও না। মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন কি সংসারবর্ধক হয়ও না।

অন্বয় : হীনং ধম্মং ন সেবেয্য (হীনধর্ম সেবা করবে না), পমাদেন ন সংবসে (প্রমত্তভাবে থাকবে না), মিচ্ছাদিট্‌ঠিং ন সেবেয্য (মিথ্যাদৃষ্টির সেবা করবে না) লোকবদ্ধনো ন সিযা (লোকবর্ধক হয়ও না)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শের আকর্ষণে ইন্দ্রিয়ভোগ্য জগতে আবদ্ধ হয়ে থাকাই হীনধর্মে লিপ্ত হওয়া, সমস্ত কুশলকর্মে নিরুৎসাহ হল প্রমাদের লক্ষণ। লক্ষ্য, পথ, কুশল, অকুশল সম্বন্ধে ভ্রান্তধারণার নাম মিথ্যাদৃষ্টি। মিথ্যাদৃষ্টিই মানুষের তৃষ্ণাকে উদ্দীপ্ত করে তাকে জন্মমৃত্যুর কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে। ঐ শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে বারবার সংসারে আসাই হল লোকবর্ধন। মুক্তিলাভেচ্ছুকে এই সবগুলিই পরিহার করে চলতে হবে।

'হীন ধর্ম' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে কোন এক তরুণ ভিক্ষুকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

জনৈক স্থবির কোন এক তরুণ ভিক্ষুর সঙ্গে বিশাখার গৃহে গিয়াছিলেন। বিশাখার গৃহে প্রত্যেকদিন পাঁচশত ভিক্ষুর জন্য যাগুভাতের ব্যবস্থা ছিল। স্থবির সেখানে যাগু পান করিয়া তরুণ ভিক্ষুকে বসাইয়া রাখিয়া অন্য গৃহে গেলেন। সেই সময় বিশাখার পৌত্রী (পুত্রের কন্যা) পিতামহীর সঙ্গে ভিক্ষুদের সেবা করিতেন। সে তরুণ ভিক্ষুর জলছাঁকিতে যাইয়া জলের পাত্রে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া হাসিল, তরুণ ভিক্ষুও তাহাকে দেখিয়া হাসিল। ভিক্ষুকে হাসিতে দেখিয়া সে বলিল—'কাটামুণ্ড হাসিতেছে।' তখন, তরুণ ভিক্ষু রাগান্বিত হইয়া বলিল—'তুমি কাটামুণ্ড, তোমার মাতাপিতা কাটামুণ্ড।' সে তখন কাঁদিতে কাঁদিতে রন্ধনশালায় পিতামহীর নিকট গেলে পিতামহী 'মা, তোমার কি হইয়াছে?' জিজ্ঞাসা করাতে সে ঐ বিষয় তাঁহাকে জানাইল।

পিতামহী তরুণ ভিক্ষুর নিকট আসিয়া বলিলেন—'ভন্তে, রাগ করিবেন না। আপনি ভুল বুঝিয়াছেন। ইহা সম্মানের কথা যে ভিক্ষুর কেশ নখ ছোট করিয়া কাটা। তিনি অন্তর্বাস ও বহির্বাস চীবরের অভ্যন্তরে ভগ্ন ভিক্ষাপাত্র লইয়া ভিক্ষা করেন।'

তরুণ ভিক্ষু—'হ্যাঁ উপাসিকে, আপনি আমার ছিন্নকেশাদিভাব জানেন,

http://kalpataruboi.org

কিন্তু এ যে আমাকে 'কাটামুণ্ড' বলিয়া উপহাস করিয়াছে।' বিশাখা তরুণ ভিক্ষুকেও বুঝাইতে পারিলেন না, পৌত্রীকেও বুঝাইতে পারিলেন না। সেই সময় স্থবির আসিয়া 'উপাসিকে, কি হইয়াছে?' জিজ্ঞাসা করিয়া সেই ব্যাপার শুনিয়া তরুণ ভিক্ষুকে উপদেশদানচ্ছলে বলিলেন—'আবুসো, যাও যাও, ইহাতে ত অপমানের কিছু নাই যে তোমার কেশ, নখ, বস্ত্র ছিন্ন এবং তুমি ভগ্ন ভিক্ষাপাত্র লইয়া ভিক্ষা কর। তুমি শান্ত হও।'

'হ্যাঁ ভন্তে, আপনি নিজের সেবিকাকে শাসন না করিয়া আমাকে শাসন করিতেছেন! আমাকে 'কাটামুণ্ড' বলিয়া উপহাস করিবে?' সেই সময় শাস্তা আসিয়া 'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞাসা করিলেন। বিশাখা প্রথম হইতে সমস্ত ঘটনা বুদ্ধকে জানাইলেন। শাস্তা সেই তরুণ ভিক্ষুর স্রোতাপত্তি ফল লাভের উপনিশ্রয় দেখিয়া চিন্তা করিলেন—'বিশাখে, আমার শ্রাবকের ছিন্নকেশাদিমাত্রের জন্য তাহাকে 'মুণ্ডক' বলিয়া উপহাস করা কি তোমার পৌত্রীর উচিত হইয়াছে?' তরুণ ভিক্ষু তৎক্ষণাৎ উঠিয়া করজোড়ে বলিল—

'ভন্তে, এই প্রশ্নের সুষ্ঠু সমাধান আপনিই জানেন, আমাদের উপাধ্যায় বা উপাসিকা জানে না।' শাস্তা তরুণ ভিক্ষুকে নিজের অনুকূলে আসিয়াছে জানিয়া বলিলেন—'কামগুণকে উপলক্ষ্য করিয়া হাসা হীনধর্ম। হীনধর্মের সেবা করা এবং প্রমত্তভাবে জীবনযাপন করা উচিত নহে' এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'হীনধর্মের অনুসরণ করিও না, প্রমত্তভাবে জীবনযাপন করিও না। মিথ্যাদৃষ্টির সেবা করিও না, লোক (অর্থাৎ জন্মান্তরের সংখ্যা) বৃদ্ধি করিও না।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১৬৭

অন্বয় : 'হীনধর্ম' অর্থাৎ পঞ্চ কামগুণধর্ম। সেই হীনধর্ম (অর্থাৎ কামসেবা) মানুষ ত দূরের কথা এমন কি উষ্ট্র-গবাদির সহিত করাও উচিত নহে। নরকাদি হীনলোকে জন্মগ্রহণ করায় বলিয়া 'হীন' বলা হইয়াছে। ইহার সেবা করা উচিত নহে। 'প্রমাদের দ্বারা' স্মৃতিভ্রষ্টতাই প্রমাদবিহার, ইহার দ্বারা জীবনযাপন করিবে না। 'সেবা করিও না' অর্থাৎ মিথ্যাদৃষ্টির বশীভূত হইও না। 'লোকসংবর্ধক' অর্থাৎ যে এইরূপ করিয়া থাকে, সে লোকসংবর্ধক (জন্মান্তরের সংখ্যাবর্ধক) হয় অর্থাৎ তাহার পুনর্জন্মের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হয়। তাহা সর্বতোভাবে পরিহার করিয়া 'লোকসংবর্ধক' হইও না। দেশনাবসানে সেই তরুণ ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইল। উপস্থিত সকলের নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

তরুণ ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত

শুদ্ধোধনের উপাখ্যান—২

২. উত্তিট্‌ঠে নপ্পমজ্জেয্য ধম্মং সুচরিতং চরে,
ধম্মচারী সুখং সেতি অস্মিং লোকে পরম্‌হি চ।

http://kalpataruboi.org

৩. ধম্মং চরে সুচরিতং ন তং দুচ্চরিতং চরে,
ধম্মচারী সুখং সেতি অস্মিং লোকে পরম্হি চ।...১৬৮-১৬৯

অনুবাদ : ওঠ, অপ্রমত্ত হয়ে সৎধর্ম আচরণ কর। যিনি ধর্ম আচরণ করেন তিনি ইহ এবং পর উভয়লোকেই সুখে থাকেন। সৎধর্মে রত থেকো, অসৎধর্ম আচরণ করবে না। ধর্মচারী ইহলোকে ও পরলোকে সুখে কালযাপন করেন।

অন্বয় : উত্তিট্ঠে (ওঠ), ন প্পমজ্জেয্য (প্রমত্ত থেকো না), সুচরিতং ধম্মং চরে (সৎধর্ম আচরণ করে), ধম্মচারী অস্মিং লোকে পরম্হি চ (ধর্মচারী ইহলোক ও পরলোকে) সুখং সেতি (সুখে থাকেন)। সুচরিতং ধম্মং চরে (সৎধর্ম আচরণ কর) ন তং দুচ্চরিতং চরে (অন্যায় আচরণ করবে না) ধম্মচারী অস্মিং লোকে পরম্হি চ সুখং সেতি (ধর্মচারী ইহলোক ও পরলোকে সুখে থাকেন)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : গৃহের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়াতে সন্ন্যাসীর জীবনযাত্রা, দৃষ্টিভঙ্গী গৃহীর থেকে সম্পূর্ণই পৃথক। গৃহীর আরাম, বিলাস সন্ন্যাসীর কাম্য নয়। তাঁর লক্ষ্য মুক্তি। সেই বিচারে আহার-বিহার ব্যাপারগুলি গৌণ। তাই তিনি ভিক্ষাচরণে বেরিয়ে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবারই দ্বারস্থ হয়ে যা লাভ করেন তাতেই উদরপূর্তি করেন। সুখাদ্যের আশায় শুধুই ধনীর গৃহে ভিক্ষার জন্য যান না। এই আদর্শকে সামনে রেখেই জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করা উচিত সকলের। প্রমাদমুক্ত হয়ে ধর্মে তৎপর হতে হবে। যা কিছু অসৎ, অধর্ম তাকে সযত্নে পরিহার করতে হবে। এই পথই স্থায়ী সুখের পথ—অন্য কিছু নয়।

'উঠ' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা ন্যগ্রোধারামে অবস্থানকালে পিতাকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

একসময় শাস্তা কপিলপুরে যখন প্রথমবার যান জ্ঞাতিগণ তাঁহাকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া ন্যগ্রোধারামে লইয়া গেলে জ্ঞাতিদের অহঙ্কার চূর্ণ করিবার জন্য আকাশে রত্নচংক্রমণ বানাইয়া তাহাতে চংক্রমণ করিতে করিতে ধর্মদেশনা করিলেন। প্রসন্নচিত্ত জ্ঞাতিগণ এবং শুদ্ধোদন মহারাজ হইতে আরম্ভ করিয়া সকলে তাঁহাকে বন্দনা করিলেন। সেই জ্ঞাতি সম্মেলনে পদ্মবৃষ্টি হইয়াছিল। এই বিষয় লইয়া লোকেরা বলাবলি করিতে থাকিলে শাস্তা—'হে ভিক্ষুগণ, শুধু এইবারেই নহে, পূর্বেও এইরূপ জ্ঞাতি সম্মেলনে পদ্মফুলের বৃষ্টি হইয়াছিল' বলিয়া 'বেশ্বন্তর জাতক' বর্ণনা করিলেন। ধর্মদেশনা শুনিয়া সকল জ্ঞাতিরা চলিয়া গেল, কেহই বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করিল না। রাজাও 'আমার পুত্র আমার গৃহে না যাইয়া কোথায় যাইবে' ভাবিয়া নিমন্ত্রণ না করিয়াই চলিয়া গেলেন। যাইয়া বিংশতি সহস্র ভিক্ষুদের জন্য যাগু প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া আসন বিছাইয়া দিলেন (ভিক্ষুদের বসিবার জন্য)। পরের দিন শাস্তা পিণ্ডপাতের জন্য প্রবেশকালে চিন্তা করিলেন—'অতীত বুদ্ধগণ পিতার নগরে যাইয়া সোজাসোজি কি জ্ঞাতিকুলে প্রবেশ করিয়াছিলেন, না কি প্রতি গৃহে পিণ্ডপাতের জন্য বিচরণ করিয়াছিলেন এবং জানিলেন যে 'প্রতিগৃহে পিণ্ডপাতের জন্য বিচরণ করিয়াছিলেন' ইহা জানিয়া প্রতি গৃহে পিণ্ডপাতের জন্য বিচরণ করিতে লাগিলেন। রাহুলমাতা প্রাসাদতলে

http://kalpataruboi.org

বসিয়াই তাঁহাকে দেখিয়া সেই বিষয় রাজাকে জানাইলেন। রাজা নিজের কাপড় সামলাইতে সামলাইতে দ্রুত যাইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া বলিলেন—'হে পুত্র, আমার সর্বনাশ করিও না, তুমি ভিক্ষা করিতেছ দেখিয়া আমার লজ্জা হইতেছে। এই নগরে যে সুবর্ণশিবিকার বিচরণ করিয়াছে তাহার কি ভিক্ষাচরণ করা যুক্তিযুক্ত? তুমি আমাকে লজ্জিত করিতেছ।' 'মহারাজ, আমি ত আপনাকে লজ্জিত করিতেছি না, আমি আমার কুলবংশকেই অনুসরণ করিতেছি।' 'বাবা, ভিক্ষাচরণ করিয়া জীবনধারণ কি আমার বংশের কাজ?' 'মহারাজ, এইটা ত আপনার বংশ নহে, এইটা আমারই বংশ, অনেক সহস্র বুদ্ধ ভিক্ষাচরণ করিয়াই জীবিকানির্বাহ করিয়াছিলেন।' ইহা বলিয়া ধর্মদেশনাচ্ছলে এই দুইটি গাথা ভাষণ করিলেন—

'উঠ, প্রমত্ত হইও না, সদ্ধর্ম আচরণ কর। ধর্মচারী ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই সুখে অবস্থান করে।'

'সদ্ধর্ম আচরণ করিবে, অসদ্ধর্ম (পাপধর্ম) আচরণ করিবে না। ধর্মচারী ইহলোক ও পরলোক উভয়লোকেই সুখে অবস্থান করে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১৬৯

অন্বয় : 'উঠ' অর্থাৎ উঠিয়া অন্যের গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া ভিক্ষা গ্রহণের সময় প্রমত্ত হইও না। পিণ্ডচারিক ব্রত বাদ দিয়া উত্তম ভোজনের সন্ধান করিলে প্রমাদবিহার হইয়া থাকে। (নির্লোভচিত্তে) প্রতি ঘরে ঘরে ভিক্ষাচরণ করাকে প্রমাদবিহার বলে না। এইরূপ করার জন্যই বলা হয় 'উঠ, প্রমত্ত হইও না।' 'ধর্ম' অর্থাৎ (উত্তম খাদ্যের) সন্ধান বাদ দিয়া ঘরে ঘরে বিচরণ করিয়া ভিক্ষাচর্যাধর্ম 'উত্তমরূপে পালন কর।' 'সুখে থাকে' ইহা দেশনামাত্র। এই প্রকারে ভিক্ষাচর্যধর্ম পালনকারী ব্যক্তিই ধর্মচারী যিনি ইহলোকে চারি ঈর্ষাপথে সুখে অবস্থান করেন। 'দুশ্চরিত আচরণ করিবে না' অর্থাৎ বেশ্যাদিভেদে অগোচরে বিচরণ করিয়া যে ভিক্ষাচর্যধর্ম তাহাকে দুচ্চরিত্রই বলা হয়, পাপধর্মে আচরণ করা বোঝায়। এইরূপ না করিয়া 'সদ্ধর্ম আচরণ করিবে, অসদ্ধর্ম আচরণ করিবে না।' অবশিষ্টের অন্বয় পূর্ব শ্লোকেই প্রদত্ত হইয়াছে।

দেশনাবসানে রাজা স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। উপস্থিত জনগণের নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

শুদ্ধোধনের উপাখ্যান সমাপ্ত

পঞ্চশত বিদর্শক ভিক্ষুর উপাখ্যান—৩

৪. যথা বুব্বুলকং পস্‌সে যথা পস্‌সে মরীচিকং,
এবং লোকং অবেক্‌খন্তং মচ্চুরাজা ন পস্‌সতি।...১৭০

অনুবাদ : যে ব্যক্তি জগতকে বুদ্‌বুদ আর মরীচিকার মতই (অসার ও নশ্বর) দেখেন, যমরাজে দৃষ্টি তাঁর দিকে পড়ে না।

http://kalpataruboi.org

অন্বয় : যথা বুব্বুলকং পস্‌সে (লোকে যেমন বুদ্‌বুদ দেখে) যথা মরীচিকং পস্‌সে (যেমন মরীচিকা দেখে) এবং লোকং অবেক্‌খন্তং (এই জগতকে সেরূপভাবে দেখলে) মচ্চুরাজা ন পস্‌সতি (মৃত্যুরাজের দৃষ্টি এড়ান যায়)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : জলবুদ্‌বুদ ফুটতেই ফুটতেই ভেঙ্গে যায় এবং মরীচিকার যতই নিকটবর্তী হওয়া যায় ততই তা দূরে অতিদূরে সরে যায়। এই জগতও জলবুদ্বুদের মতই অন্তঃসারশূন্য আর মরীচিকার মতই মিথ্যা। এই জ্ঞান লাভ হলে মানুষ সমস্ত জাগতিক অকল্যাণ, যারই এক নাম মৃত্যু, তার থেকে মুক্তি পায়।

'যেমন বুদ্বুদকে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে পঞ্চশত বিদর্শক ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন।

ঐ ভিক্ষুগণ শাস্তার নিকট 'কর্মস্থান' গ্রহণ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করত কঠোরভাবে ধ্যান করিয়াও বিশেষভাবে উপকৃত না হওয়াতে 'আমাদের উপযুক্ত বিশেষ কর্মস্থান গ্রহণ করিব' চিন্তা করিয়া শাস্তার নিকট আসিবার সময় পথিমধ্যে মরীচিকা দেখিয়া সেই মরীচিকাকেই কর্মস্থানরূপে ভাবনা করিতে করিতে আসিলেন। তাঁহারা বিহারে প্রবেশ করিবামাত্রই বৃষ্টিপাত হইল। তাঁহারা এখানে সেখানে দাঁড়াইয়া দেখিলেন যে ধারাবেগের প্রভাবে বুদ্বুদ উৎপন্ন হইতেছে, আবার বিলীন হইয়া যাইতেছে। ইহা দেখিয়া তাঁহারা আলম্বন গ্রহণ করিলেন—'এই শরীরও বুদ্বুদের ন্যায় উৎপন্ন হয়, আবার নিরুদ্ধ হয়।' শাস্তা গন্ধকুটিতে বসিয়াই ভিক্ষুদের অবলোকন করিয়া যেন তাঁহাদের সহিত কথা বলিতেছেন এই আলোক উদ্ভাসিত করিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'লোকে যেমন বুদ্বুদ ও মরীচিকা দর্শন করে, যে ব্যক্তি জগতকে তদ্রূপ (ভঙ্গুর ও অসার) বলিয়া জানে, মৃত্যুরাজ তাহার দর্শন পায় না।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১৭০

অন্বয় : 'মরীচিকা' অর্থাৎ ময়ূখ। দূর হইতে মনে হয় যেন গৃহাদি কোন কিছু আছে, কিন্তু নিকটে উপস্থিত হইলে দেখা যায় রিক্ত, তুচ্ছ—ইহাই মরীচিকা। তদ্রূপ বুদ্বুদ। উৎপন্ন হইয়া বিলীন হইয়া যায়। সবই রিক্ত তুচ্ছ। এই পঞ্চস্কন্ধের জীবনও তদ্রূপ। যে ব্যক্তি এই পঞ্চস্কন্ধের জীবনকেও মরীচিকা ও বুদ্বুদের ন্যায় ভঙ্গুর ও অসার বলিয়া জানে, মৃত্যুরাজ তাহাকে আর দেখিতে বা স্পর্শ করিতে পারে না। দেশনাবসানে সেই ভিক্ষুগণ স্থিতস্থানে স্থিতাবস্থাতেই অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন।

পঞ্চশত বিদর্শন ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত

অভয় রাজকুমারের উপাখ্যান—৪

৫. এথ, পস্‌সথিমং লোকং চিত্তং রাজরথুপমং,
যত্থ বালা বিসীদন্তি নত্থি সঙ্গো বিজানতং।...১৭১

http://kalpataruboi.org

অনুবাদ : এই (দেহ) জগতকে একখানি বহুবিচিত্র রাজরথের মত দেখ। মূর্খেরা এতে আসক্ত হয়, কিন্তু যিনি জ্ঞানী তিনি আকৃষ্ট হন না।

অন্বয় : এত (এস), ইমং লোকং (এই জগতকে) চিত্তং রাজথূপমং পস্‌সথ (বিচিত্র রাজরথের ন্যায় অবলোকন কর)। যত্থ বালা বিসীদন্তি (যেখানে মূর্খেরা দুঃখ পায়) বিজানতং সঙ্গো নত্থি (জ্ঞানীদের সেখানে আসক্তি নেই)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : রক্তে, মাংসে, মেদে, মজ্জায়, অস্থিতে গড়া এই দেহের যদি কোন সৌন্দর্য থাকে তা নিছকই চোখের দেখার, শুধুই বাইরের। এই দেহ জগত বিবিধ অলংকারে অলংকৃত রাজরথের ন্যায়। মোহান্ধ মানুষ দেহের এই বাহ্যিক রূপলাবণ্যে মোহিত হয়ে মুগ্ধ হয় এবং সেজন্য সে অপরিসীম দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিগণ এই অসার দেহের প্রতি মুগ্ধ বা আসক্ত হন না। তাঁরা সর্বতোভাবে উদাসীন থেকে দেহের ক্ষণভঙ্গুরত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করেন।

'এস, দেখ' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে অভয় রাজকুমারকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

প্রত্যন্ত প্রদেশকে শান্ত করিয়া ফিরিয়া আসিলে পিতা বিম্বিসার তুষ্ট হইয়া তাহাকে এক সপ্তাহের জন্য রাজত্ব করিতে দিলেন এবং নৃত্যগীতে কুশলা এক রমণীকেও দিলেন। রাজকুমার এক সপ্তাহকাল প্রাসাদের বাহিরে না যাইয়া রাজ্যসুখ ভোগ করিয়া অষ্টম দিবসে নদীর ঘাটে যাইয়া স্নান করিয়া উদ্যানে প্রবেশ করত সন্ততি মহামাত্যের ন্যায় সেই রমণীয় নৃত্যগীত দেখিতেছিলেন। সেই রমণীও সেই মুহূর্তে সন্ততি মহামাত্যের নর্তকীর ন্যায় পেটে কাটার মত অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। তাহার মৃত্যুতে রাজকুমার অত্যন্ত শোকাভিভূত হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিলেন—'শাস্তা ব্যতীত অন্য কেহ আমার এই শোক অপনোদন করিতে পারিবে না—তাই শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'ভন্তে, আমার শোক অপনোদন করুন।' শাস্তা তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন—

'হে কুমার, আদ্যন্তবিহীন এই সংসারে এই রমণী এইভাবে অসংখ্যবার মৃত হইলে তুমি যে অশ্রুপাত করিয়াছ তাহা প্রমাণাতীত।' এইভাবে দেশনার দ্বারা তাঁহার শোক কিছুটা কমিয়াছে জানিয়া—'কুমার, শোক করিও না, মূর্খ ব্যক্তিরাই শোকাভিভূত হয়।' এই কথা বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'এস, এই জগতকে বিচিত্র রাজরথের ন্যায় অবলোকন কর, যেখানে মূর্খেরা নিমজ্জিত হয়, কিন্তু বিজ্ঞদের উহাতে কোন আকর্ষণ থাকে না।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১৭১

অন্বয় : 'এস দেখ' ইত্যাদি রাজকুমারকে উপলক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। 'এই জগতকে' এই স্কন্ধলোকাদি নামক জীবন। (এই রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানময় পঞ্চস্কন্ধ বা দেহজগত)।

'চিত্র' সপ্তরত্নাদি বিচিত্র রাজরথের ন্যায় এই দেহজগত বস্ত্রালংকারাদি দ্বারা

http://kalpataruboi.org

চিত্রিত।

'যেখানে মূর্খগণ' মোহান্ধ মানব এই দেহের বাহ্যিক রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া মুগ্ধ হয়। 'যাহারা বিজ্ঞ' বিজ্ঞ পণ্ডিতদের অর্থাৎ দেহতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ এই অসার দেহের প্রতি মুগ্ধ হইয়া আসক্তি উৎপাদন করে না। দেশনাবসানে রাজকুমার স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। উপস্থিত জনগণের নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

অভয় রাজকুমারের উপাখ্যান সমাপ্ত

সম্মার্জন স্থবিরের উপাখ্যান—৫

৬. যো চ পুব্বে পমজ্জিত্বা পচ্ছা সো নপ্পমজ্জতি,
সো ইমং লোকং পভাসেতি অব্‌ভা মুত্তো'ব চন্দিমা।...১৭২

অনুবাদ : যে পূর্বে প্রমত্ত থেকে পরে প্রমাদমুক্ত হয়, সে মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় পৃথিবীকে উদ্ভাসিত করে।

অন্বয় : যো চ পুব্বে পমজ্জিত্বা (যে পূর্বে প্রমত্ত থেকে) পচ্ছা ন পমজ্জতি (পশ্চাৎ প্রমাদ থেকে বিরত হন), সো (সে) অব্‌ভা মুত্তো (অভ্রমুক্ত, মেঘমুক্ত) চন্দিমা ইব (চন্দ্রের ন্যায়) ইমং লোকং পভাসেতি (এই জগত উদ্ভাসিত করে)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : মেঘ চন্দ্রকে আবৃত করলে তার আলো থেকে বঞ্চিত পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয় কিন্তু মেঘ যখন সরে যায়, তখন তার জ্যোতি যেন দ্বিগুণ উজ্জ্বল্য সব কিছুকে প্রকাশিত করে। মানুষের পাপলিপ্সা, কল্যাণকর্মে উৎসাহের অভাব নিবিড় কালো মেঘের মতই তার অন্তরের স্বাভাবিক নির্মলতাকে আবৃত্ত করে রাখে। দৃঢ় সঙ্কল্প, সৎকর্মে নিষ্ঠা, তৎপরতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের সাহায্যে মানুষ যখন ঐ মেঘকে সরিয়ে দেয় তখন তার অন্তর যেন আরো দীপ্তিমান হয়ে অন্য সবার চিত্তের অন্ধকারকেও দূর করে।

'যে পূর্বে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে সম্মার্জন স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন।

সেই ভিক্ষু সকাল বিকাল সর্বদা সম্মার্জনী হস্তে অপরিষ্কৃত স্থান পরিষ্কার করিয়া বেড়াইতেন। একদিন তিনি সম্মার্জনী লইয়া দিবাবিহারব্রত স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইয়া—'এই অলস ব্যক্তি লোকের শ্রদ্ধাদান ভোজন করিয়া আসিয়া বসিয়া থাকেন। তিনি কি সম্মার্জনী লইয়া একটি স্থানও পরিষ্কার করিতে পারেন না?' স্থবির চিন্তা করিলেন—'ইহাকে উপদেশ দিতে হইবে।' তিনি ডাকিলেন—'আবুসো, এস।' 'কি ভন্তে?' 'যাও স্নান করিয়া আইস।' তিনি তাহাই করিলেন। তখন স্থবির তাঁহাকে একপাশে বসাইয়া উপদেশ দিলেন—'আবুসো, ভিক্ষুদের সব সময় সম্মার্জন করিয়া বিচরণ করা উচিত নহে। সকালে সম্মার্জিত করিয়া ভিক্ষায় যাইয়া ভিক্ষাশেষে ফিরিয়া আসিয়া রাত্রিবাস স্থানে অথবা দিবাবাস

http://kalpataruboi.org

স্থানে বসিয়া (কেশলোমাদি) দ্বাত্রিংশাকার পর্যালোচনা করিয়া এই দেহের ক্ষয়-ব্যয় সম্বন্ধে জানিবে এবং সন্ধ্যাবেলায় উঠিয়া সম্মার্জন করিবে। সব সময় সম্মার্জন না করিয়া নিজের জন্যও অবকাশ রাখিতে হইবে।' তিনি স্থবিরের উপদেশে (ধ্যান-সাধনা করিয়া) অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন। এদিকে সমস্ত স্থান আবর্জনাপূর্ণ হইয়া গেল। ভিক্ষুগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আবুসো, সম্মার্জন স্থবির, সব জায়গা আবর্জনাপূর্ণ হইয়াছে। আপনি সম্মার্জন করিতেছেন না কেন?'

'ভন্তে, আমি যখন প্রমাদগ্রস্ত ছিলাম তখন করিয়াছি। এখন আমি অপ্রমত্ত।' ভিক্ষুগণ শাস্তার নিকট যাইয়া বলিলেন—'ভন্তে, এই স্থবির মিথ্যা বলিতেছেন।'

শাস্তা বলিলেন—'হ্যাঁ ভিক্ষুগণ, আমার পুত্র পূর্বে প্রমাদকালে সম্মার্জন করিয়া বিচরণ করিত, এখন মার্গফলসুখে বিচরণ করে বলিয়া সম্মার্জন করে না।' ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'যে পূর্বে প্রমত্ত থাকিয়া পরে অপ্রমাদী হয়, সে মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় জগতকে উজ্জ্বল করে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১৭২

অন্বয় : 'যে' ব্যক্তি 'পূর্বে' ব্রত-কৃত্যাদি সম্পাদন ও অধ্যয়ন-অধ্যাপনা প্রভৃতি বিধিকর্মে প্রমত্তভাবে ব্যস্ত থাকিয়া 'পরবর্তী জীবনে' ধ্যান সমাধি দ্বারা মার্গফল উপলব্ধি করিয়া (দিবারাত্র) সুখে জীবন অতিবাহিত করে, সে আর প্রমত্ত হয় না, সে মেঘাদি হইতে মুক্ত চন্দ্র যেমন আকাশলোককে আলোকিত করে' তদ্রূপ নিজের মার্গজ্ঞানের দ্বারা 'এই' স্কন্ধলোককে আলোকিত করে, আলোকের দ্বারা একাকার করে। দেশনাবসানে বহু স্রোতাপত্তি ফলাদি লাভ করিয়াছিল।

সম্মার্জন স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

অঙ্গুলিমাল স্থবিরের উপাখ্যান—৬

৭. যস্‌স পাপং কতং কম্মং কুসলেন পিথীযতি,
সো ইমং লোকং পভাসেতি অব্‌ভা মুত্তো'ব চন্দিমা।...১৭৩

অনুবাদ : যার কৃত পাপকর্ম কুশলকর্ম দ্বারা আবৃত হয়, মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় জগতকে আলোকিত করে।

অন্বয় : যস্‌স কতং পাপং কম্মং (যার কৃত পাপকর্ম) কুসলেন পিথীযতি (কুশলকর্ম দ্বারা আবৃত হয়), সো অব্‌ভা মত্তো চন্দিমা ইব (সে মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায়) ইমং লোকং পভাসেতি (এই জগত উদ্ভাসিত করে)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : কর্মফলের থেকে মানুষের অব্যাহতি নেই ঠিকই, কিন্তু সুকর্মের দ্বারা অনেক দুষ্কর্মকে মুছে ফেলা যায়, তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। এমনি সৎকর্মের দ্বারা অসৎকর্মের ফল যিনি ক্ষয় করেন তাঁর মালিন্যমুক্ত দিব্যজ্ঞানে পরিপূর্ণ চিত্ত জগদ্বাসির হৃদয়কে উদ্ভাসিত করে।

http://kalpataruboi.org

'যাহার পাপ' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে অঙ্গুলিমাল স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন। [এই উপাখ্যানের জন্য মজ্ঝিম নিকায়ের 'অঙ্গুলিমাল সুত্তন্ত' দ্রষ্টব্য]

(অঙ্গুলিমাল) স্থবির শাস্তার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। আয়ুষ্মান অঙ্গুলিমাল একদিন নির্জনে ধ্যানস্থ হইয়া বিমুক্তিসুখ উপভোগ করিতেছিলেন। সেই সময় তিনি এই উদানটি উদগীত করিয়াছিলেন—

'যে পূর্বে প্রমত্ত থাকিয়া পরে অপ্রমাদী হয়, সে মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় জগতকে উজ্জ্বল করে।' ইত্যাদিরূপে উদান উদগীত করিয়া নিরুপাদিশেষ নির্বাণধাতুতে পরিনিবৃত হইলেন। ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় কথা সমুত্থাপিত করিলেন—'আবুসো, (অঙ্গুলিমাল) স্থবির কোথায় উৎপন্ন হইলেন?' শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বিষয় আলোচনার জন্য এখানে সম্মিলিত হইয়াছ?'

'ভন্তে, অঙ্গুলিমাল কোথায় উৎপন্ন হইল সে বিষয়ে।'

'হে ভিক্ষুগণ, আমার পুত্র পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছে।'

'ভন্তে, এতজন মনুষ্য হত্যা করিয়া কিভাবে তিনি পরিনিবৃত হইলেন?'

'হ্যাঁ ভিক্ষুগণ, সে পূর্বে কোন কল্যাণমিত্র লাভ না করিয়া এত পাপ করিয়াছে। পরে কল্যাণমিত্ররূপ প্রত্যয় লাভ করিয়া অপ্রমত্ত হইয়াছিল। এইভাবে তাহার পরের কুশলকর্ম প্রভাবে পূর্বের পাপকর্ম চাপা পড়িয়া গিয়াছিল।' ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'যাহার কৃত পাপকর্ম কুশলকর্ম (অর্হত্ত্বমার্গ) দ্বারা আবৃত হয়, সে মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় জগতকে উজ্জ্বল করে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১৭৩

অন্বয় : 'কুশলের দ্বারা' অর্থাৎ অর্হত্ত্বমার্গের দ্বারা। অবশিষ্ট পূর্বের গাথাসদৃশ। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছিল।

অঙ্গুলিমাল স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

তন্তুবায় কন্যার উপাখ্যান—৭

৮. অন্ধভূতো অযং লোকো তনুকে'থ বিপস্সতি,
সকুন্তো জালমুত্তো'ব অপ্পো সগ্গয গচ্ছতি।...১৭৪

অনুবাদ : এই জগত অন্ধকারাচ্ছন্ন। এখানে অল্প লোকই সত্যদর্শনে সমর্থ। আর অল্প লোকই জালমুক্ত পাখির ন্যায় স্বর্গে যেতে পারে।

অন্বয় : অযং লোকো অন্ধভূতো (এই জগত অন্ধকারাচ্ছন্ন), অথ তনুকো (এখানে অল্প লোকই) বিপস্সতি (সত্যদর্শন করে); জালমুত্তো সকুন্তো ইব (জালমুক্ত পাখির ন্যায়) অপ্পো সগ্গায গচ্ছতি (অল্প লোকই স্বর্গে যেতে পারে)।

http://kalpataruboi.org

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : পৃথিবীতে আলোর থেকে কালোই বেশি, অজ্ঞানের গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন বেশির ভাগ মানুষের হৃদয়। এরই মধ্যে কিছু লোকের দেখা মেলে যারা চোখের আলোয় চোখের বাইরে দেখতে পান। এরাই জগতব্যাপী মোহজাল থেকে নিজেদের মুক্ত করে ঊর্ধ্বলোকের যাত্রী হন।

'অন্বভূত' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা অগ্‌গাড়ব চৈত্যে অবস্থানকালে ভাষণ করিয়াছিলেন।

একদিন শাস্তা আলবিতে আসিলে আলবিবাসীগণ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া দান দিয়াছিলেন। শাস্তা ভোজনকৃত্যাবসানে দানানুমোদন করিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন—'আমার জীবন অনিশ্চিত, মৃত্যু নিশ্চিত, অবশ্যই আমাকে মরিতে হইবে, আমার জীবনের পরিসমাপ্তি মৃত্যুতে, জীবন অনিয়ত, মরণ নিয়ত' এইভাবে মরণানুস্মৃতি ভাবনা কর। যাহারা মরণানুস্মৃতি ভাবনা করে নাই, তাহারা পরে সর্প দেখিয়া ভীত দণ্ডহীন ব্যক্তির ন্যায় সন্ত্রাসপ্রাপ্ত হইয়া ভৈরব রব করিতে করিতে মৃত্যুবরণ করে। যাহারা মরণানুস্মৃতি ভাবনা করিয়াছে। তাহারা দূর হইতে সর্প দেখিয়া দণ্ডের দ্বারা ইহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া স্থিত ব্যক্তি সদৃশ, তাহারা অন্তিমকালে সন্ত্রাসপ্রাপ্ত হয় না। অতএব, মরণানুস্মৃতি ভাবনা করা কর্তব্য।' সেই ধর্মদেশনা শুনিয়া একজন বাদে আর সকলেই নিজ নিজ কর্মে ফিরিয়া গেল। কিন্তু কেবল ষোড়শবর্ষীয়া এক তন্তুবায় কন্যা 'অহো! বুদ্ধগণের কথা কি বিস্ময়কর, কি অদ্ভুত! আমি অবশ্যই মরণানুস্মৃতি ভাবনা করিব' বলিয়া দিবা-রাত্র মরণানুস্মৃতি ভাবনাই করিতে লাগিল। শাস্তাও সেই স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া জেতবনে ফিরিয়া গেলেন। সেই কুমারীও তিন বৎসর যাবত মরণানুস্মৃতি ভাবনা করিল।

একদিন শাস্তা প্রত্যুষকালে জগৎ অবলোকনের সময় সেই কুমারী তাঁহার জ্ঞানজালে প্রবিষ্ট হইয়াছে দেখিয়া চিন্তা করিলেন 'কি হইতে পারে?' তারপর বুদ্ধদৃষ্টিতে ভবিষ্যত দেখিলেন—'আমার ধর্মদেশনা শোনার পর হইতে এই কুমারী তিন বৎসর যাবত মরণানুস্মৃতি ভাবান করিয়াছে। আমি এখন সেই কুমারীর নিকট যাইয়া চারিটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। সে যথাযথ উত্তর দিলে আমি চারিবার তাহাকে সাধুবাদ দিব এবং একটি গাথা ভাষণ করিব। সে ঐ গাথা শুনিয়া গাথাবসানে স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহার কারণে জনগণের নিকটও সেই ধর্মদেশনা সার্থক হইবে।' ইহা দেখিয়া শাস্তা পঞ্চশত ভিক্ষুপরিবার সঙ্গে লইয়া জেতবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিচরণ করিতে করিতে অগ্‌গাড়ব বিহারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আলবিবাসীগণ 'শাস্তা আসিয়াছেন' শুনিয়া বিহারে যাইয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সেই কুমারীও শাস্তার আগমনবার্তা শুনিয়া আনন্দিত চিত্তে 'পূর্ণচন্দ্রবদন আমার পিতা, আমার প্রভু, আমার আচার্য মহা গৌতম বুদ্ধ আসিয়াছেন! এখন হইতে তিন বৎসর পূর্বে আমি সুবর্ণবর্ণ শাস্তাকে দেখিয়াছিলাম। এখন আবার সুবর্ণবর্ণ তাঁহার শরীর দেখিতে পাইব এবং তাঁহার মধুর ও ওজসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ ধর্মকথা শুনিতে পাইব' ইহা চিন্তা করিল। কিন্তু

http://kalpataruboi.org

তাহার পিতা তন্তুশালায় যাইতে যাইতে মেয়েকে বলিয়াছিল—'মা, অন্য এক বস্ত্র তন্তুতে আরোপিত আছে। ইহার কাজ বিতস্তিমাত্র অবশিষ্ট আছে। অদ্য ইহার কাজ শেষ করিব। শীঘ্রই আমাকে ইহার মাকু গুটাইয়া দাও।' কন্যা চিন্তা করিল—'আমি শাস্তার ধর্ম শুনিতে আগ্রহী। অথচ পিতা আমাকে এই কাজের কথা বলিতেছেন (আমি এখন কি করি!) শাস্তার ধর্ম শুনিব, না পিতার জন্য মাকু গুটাইয়া দিব।' তখন সে ভাবিল—'আমি মাকু গুটাইয়া না দিলে পিতা আমাকে মারধর করিবেন, অতএব পিতার জন্য মাকু গুটাইয়া দিয়া পরে ধর্ম শুনিব' এবং চৌকিতে বসিয়া মাকু গুটাইতে লাগিল।

আলবিবাসীরাও শাস্তাকে (খাদ্য) পরিবেশন করিয়া পাত্র গ্রহণ করিয়া অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। 'আমি যে কুলকন্যার উদ্দেশ্যে ত্রিশযোজন পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি, সে অদ্যও অবকাশ পাইতেছে না। সে অবকাশ পাইলে দানানুমোদন করিব' মনে করিয়া শাস্তা চুপ রহিলেন।

এইরূপভাবে তুষ্ণীম্ভূত শাস্তাকে কথা বলাইবার সাধ্য দেবলোকসহ মনুষ্যলোকে কাহারও নাই। সেই কুমারীও মাকু গুটাইয়া চুপড়িতে রাখিয়া পিতার নিকট যাইবার সময় পরিষদের শেষপ্রান্তে দাঁড়াইয়া শাস্তাকে অবলোকন করিতে করিতে দাঁড়াইয়া রহিল। শাস্তা তাঁহার গ্রীবাদেশ উত্তোলিত করিয়া তাহাকে দেখিলেন। সে শাস্তার অবলোকন দ্বারা বুঝিল—'শাস্তা এইরূপ পরিষদের মধ্যে বসিয়াও আমার দিকে তাকাইয়া আমার আগমন কামনা করিয়াছেন, তাঁহার নিকট আগমনই ইচ্ছা করিতেছেন।' সে মাকুর চুপড়ি রাখিয়া শাস্তার নিকট গেল। শাস্তা তাহাকে কেন অবলোকন করিয়াছিলেন? তাঁহার এইরূপ মনে হইয়াছিল—'এই কন্যা যদি এইস্থান হইতে চলিয়া যায়, তাহা হইলে সাধারণ লোকের মত মৃত্যুবরণ করিবে এবং মৃত্যুর পর তাহার গতি হইবে অনিশ্চিত। আমার নিকট আসিলে সে স্রোতাপত্তিফল লাভ করিয়াই যাইবে এবং একথা নিশ্চিত যে মৃত্যুর পরে সে তুষিত ভবনে জন্মগ্রহণ করিবে। সেই দিবসেই তাহার মৃত্যু হইতে মুক্তি নাই। শাস্তার ইঙ্গিতেই সে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার ষড়বর্ণ রশ্মির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বন্দনা করিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল। সেইরূপ পরিষদের মধ্যে বসিয়া নীরব শাস্তাকে বন্দনা করিয়া (সরব করিল)। সে বন্দনা করিয়া দাঁড়াইবামাত্র শাস্তা তাহাকে বলিলেন—

'কুমারিকে, কোথা হইতে আসিতেছ?'

'ভন্তে, জানি না।'

'কোথায় যাইবে?'

'ভন্তে, জানি না।'

'তুমি জান না?'

'ভন্তে, জানি।'

'তুমি জান?'

'ভন্তে, জানি না।'

http://kalpataruboi.org

এইভাবে শাস্তা তাহাকে চারিটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। লোকেরা বিরক্ত হইয়া বলিলেন—

'ওহে, তোমরা দেখ। এই তন্তুবায়কন্যা সম্যকসম্বুদ্ধের সহিত যাহা নয় তাহা বলিতেছে।

'তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?' শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার বলা উচিত ছিল—'তন্তুবায় গৃহ হইতে।' 'কোথায় যাইতেছ' শাস্তা জিজ্ঞাসা করাতে তাহার বলা উচিত ছিল—'তন্তুবায় গৃহে।'

শাস্তা জনগণকে থামাইয়া কুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কুমারিকে, তোমাকে যখন জিজ্ঞাসা করিলাম 'কোথা হইতে আসিতেছ?' তুমি কেন বলিলে 'জানি না?'

'ভন্তে, আপনি জানেন যে, আমি তন্তুবায়গৃহ হইতে আসিতেছি। অতএব, যখন জিজ্ঞাসা করিলেন 'কোথা হইতে আসিতেছ?' আমি বুঝিয়াছি আপনি জানিতে চাহিয়াছেন 'কোথা হইতে আসিয়া এখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।' আমি ত জানি না 'কোথা হইতে আসিয়া এখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।' শাস্তা তাহাকে প্রথমবার সাধুবাদ দিয়া বলিলেন—'কুমারিকে, সাধু সাধু, আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি তুমি তাহার সঠিক উত্তর দিয়াছ।' আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—

'কুমারিকে, তোমাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল 'কোথায় যাইবে?' তুমি কেন বলিলে 'জানি না?'

'ভন্তে, আপনি জানেন যে আমি মাকুর চুপড়ি লইয়া তন্তুবায়গৃহেই যাইব। তথাপি আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন 'কোথায় যাইবে?' আমি ইহাতে বুঝিয়াছি 'এখন হইতে মৃত্যুর পর কোথায় জন্মগ্রহণ করিব জানি না।' তখন শাস্তা দ্বিতীয়বার তাহাকে সাধুবাদ দিয়া বলিলেন—

'সাধু, সাধু, আমি যাহা জানিতে চাহিয়াছি তুমি তাহার সঠিক উত্তরই দিয়াছ।'

আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—'যখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হইল 'তুমি কি জান না?' 'তুমি কেন বলিলে 'জানি?'

'ভন্তে, আমি জানি যে আমার মৃত্যু ধ্রুব, তাই বলিয়াছি 'জানি।'

শাস্তা তৃতীয়বার তাহাকে সাধুবাদ দিয়া বলিলেন—'সাধু, সাধু, আমি যাহা জানিতে চাহিয়াছি তুমি তাহার সঠিক উত্তর দিয়াছ।' শাস্তা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—'যখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হইল 'তুমি কি জান?' তুমি কেন বলিলে—জানি না?'

'ভন্তে, আমার মৃত্যু ধ্রুব আমি জানি, কিন্তু জানি না অমুক সময়ে মরিব, রাত্রে না দিনে, পূর্বাহ্নে না অপরাহ্নে তাই বলিয়াছি 'জানি না।'

শাস্তা চতুর্থবার তাহাকে সাধুবাদ দিয়া বলিলেন—'সাধু, সাধু, আমি যাহা জানিতে চাহিয়াছি তুমি তাহার সঠিক উত্তরই দিয়াছ।' তারপর উপস্থিত

http://kalpataruboi.org

জনগণকে ডাকিয়া বলিলেন—'এ যাহা বলিয়াছে তোমরা বুঝিতে পার নাই, অথবা বিরক্ত হইতেছ। যাহাদের প্রজ্ঞাচক্ষু নাই তাহারা অন্ধই। যাহাদের প্রজ্ঞাচক্ষু আছে তাহারাই চক্ষুষ্মান।' এই কথা বলিয়া শাস্তা নিম্নলিখিত গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'এই জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। এইখানে অল্পসংখ্যক লোকই সত্য দর্শনে সমর্থ। জালমুক্ত পক্ষীর ন্যায় অল্পলোকই স্বর্গে গমন করে।' (ধর্মপদ, শ্লোক-১৭৪)

অন্বয় : 'এই জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন' এই জগতের অধিকাংশ লোকই প্রজ্ঞাচক্ষুর অভাবে অন্ধীভূত। 'এইখানে অল্পসংখ্যক' অর্থাৎ কেবল অল্পসংখ্যক, অধিকাংশ লোক নহে, যাহারা অনিত্যাদিবশে (অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মজ্ঞানে) সংসারকে জানিতে পারে। (বিদর্শন ধ্যানের দ্বারা সংসারের উক্ত ত্রিলক্ষণ জানিতে পারে)। 'জালমুক্তবৎ' যেমন দক্ষ ব্যাধের দ্বারা নিক্ষিপ্ত জালকে গুটাইয়া আনিবার সময় খুব অল্পসংখ্যক বর্তকপাখী জাল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, অধিকাংশ পাখী জালেই আবদ্ধ থাকে, তদ্রূপ মৃত্যুজালে আবদ্ধ সত্ত্বগণের মধ্যে অধিকাংশই দুর্গতিগামী হয়, অতি অল্পসংখ্যক সত্ত্বই 'স্বর্গে' গমন করিয়া থাকে' অর্থাৎ সুগতিপ্রাপ্ত হয় বা নির্বাণলাভ করে।

দেশনাবসানে কুমারিকা স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইল। এই ধর্মদেশনা বহুলোকের নিকট সার্থক হইয়াছিল।

সেই কুমারিকাও মাকুর চুপড়ি লইয়া পিতার নিকট গেল। সেও (পিতাও) বসিয়া থাকিতে থাকিতে নিদ্রামগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। পিতা নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে না জানিয়া মাকুর চুপড়ি নামাইয়া রাখিতে গেলে তাহা তাঁতের প্রান্তে ধাক্কা খাইয়া সশব্দে পতিত হইল। পিতা শব্দ শোনামাত্রই জাগিয়া উঠিয়া তাঁতের প্রান্ত টানিয়া ধরিল। কিন্তু ইহা দৈবাৎ ঘুরিয়া যাইয়া কুমারীর বুকে জোড়ে আঘাত করিল। সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া তুষিত ভবনে জন্মগ্রহণ করিল। তাহার পিতা দেখিল যে রক্তাক্ত শরীরে সে মরিয়া পড়িয়া আছে। সে শোকাভিভূত হইল। সে 'আমার এই শোক কেহ অপনোদন করিতে পারিবে না' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শাস্তার নিকট যাইয়া সমস্ত ঘটনা জানাইয়া বলিল—'ভন্তে, আমাকে শোকমুক্ত করুন।' শাস্তা তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন—'উপাসক, শোক করিও না। অনাদি সংসারে তোমার এইরূপ কন্যার অসংখ্যবার মৃত্যুকালে তুমি যে অশ্রুপাত করিয়াছ তাহা চারি মহাসমুদ্রের জল অপেক্ষাও বেশি।' ইহা বলিয়া শাস্তা অনাদি সংসারের কথা ব্যক্ত করিলেন। শুনিয়া তাহার শোক দূর হইল। সে শাস্তার নিকট প্রব্রজ্যা এবং উপসম্পদা লাভ করিয়া অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করিল।

তন্তুবায় কন্যার উপাখ্যান সমাপ্ত

http://kalpataruboi.org

ত্রিংশৎ ভিক্ষুর উপাখ্যান—৮

৯. হংসাদিচ্চপথে যন্তি, আকাসে যন্তি ইদ্ধিযা,
নীযন্তি ধীরা লোকম্হা জেত্বা মারং সবাহিনিং।...১৭৫

অনুবাদ : হংসেরা আদিত্যপথে বিচরণ করে, ঋদ্ধিমানেরা (জ্ঞানিগণ) আকাশে গমন করেন। ধীর ব্যক্তিগণ সসৈন্য মারকে জয় করে সংসার থেকে মুক্তি পান।

অন্বয় : হংসা অদিচ্চপথে যন্তি (হংসেরা আদিত্যপথে যায়), ইদ্ধিযা আকাসে যন্তি (ঋদ্ধিমানেরা আকাশে যায়); ধীরা সবাহিনিং মারং জেত্বা (ধীর ব্যক্তিগণ সসৈন্য মারকে জয় করে) লোকম্হা নীযন্তি (এই লোক হতে গমন করেন)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : 'হংস যেমন মানসযাত্রী' তেমনি অবাধগতি ঋদ্ধিমান সাধকরা। মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মতই তাঁরা মাটির টানকে উপেক্ষা করে ইচ্ছাসুখে যত্রতত্র চলে যান। আর সাধনবলে যাঁরা রিপুঞ্জয় হয়ে তৃষ্ণাক্ষয় করেছেন তাঁদের গতি আরো ঊর্ধ্বে জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারের অতীত মুক্তির চির আনন্দলোকে।

'হংসাদিত্যপথে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে ত্রিংশৎ ভিক্ষুকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

একদিন ভিন্ন প্রদেশের ত্রিশজন ভিক্ষু শাস্তার নিকট আসিয়াছিলেন। আনন্দ স্থবির শাস্তার ব্রতকৃত্যাদি সম্পাদন করিতে আসিয়া ঐ ভিক্ষুদের দেখিয়া 'শাস্তার সহিত ইহাদের প্রীতিসম্ভাষণ শেষ হইলে শাস্তার ব্রত সম্পাদন করিব' বলিয়া গন্ধকুটির দ্বারেই দাঁড়াইয়া রহিলেন? শাস্তাও তাঁহাদের সহিত প্রীতিসম্ভাষণ শেষ করিয়া ধর্মোপদেশ প্রদান করিলেন। এই ধর্মদেশনা শুনিয়া (ত্রিশজন ভিক্ষুর) সকলেই অর্হত্ত্ব লাভ করিয়া আকাশপথে উড়িয়া চলিয়া গেলেন। এদিকে ঐ ভিক্ষুদের গন্ধকুটিরের বাহিরে আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া আনন্দ স্থবির শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'ভন্তে, এখন যে ত্রিশজন ভিক্ষু আসিয়াছিলেন তাঁহারা কোথায় গেলেন?'

'আনন্দ, তাহারা চলিয়া গিয়াছে।'

'ভন্তে, কোন পথ দিয়া গেলেন?'

'আনন্দ, আকাশ পথে।'

'ভন্তে, তাঁহারা কি অর্হৎ?'

'হ্যাঁ আনন্দ, আমার নিকট ধর্মশ্রবন করিয়া তাহারা অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছে।'

সেই মুহূর্তে কিছু হাঁস আকাশ পথে উড়িয়া গেল, শাস্তা বলিলেন—'হে আনন্দ, যাহার চারি ঋদ্ধিপাদ সুভাবিত হইয়াছে, সে হংসের ন্যায় আকাশপথে উড়িয়া যাইতে পারে।' এই কথা বলিয়া একটি গাথা ভাষণ করিলেন—'হংসসমূহ আদিত্যপথে বিচরণ করে, লোকে ঋদ্ধি দ্বারা আকাশে গমন করে। পণ্ডিত ব্যক্তিগণ সসৈন্য মারকে পরাজিত করিয়া সংসারবর্ত হইতে মুক্ত হয়

http://kalpataruboi.org

(লোকোত্তর নির্বাণধর্ম প্রাপ্ত হয়)।—ধর্মপদ, শ্লোক-১৭৫

অন্বয় : 'হংসগণ আদিত্যপথে আকাশে বিচরণ করে।' যাহাদের ঋদ্ধিপাদসমূহ সুভাবিত হইয়াছে তাহারাও 'ঋদ্ধিপ্রভাবে' আকাশপথে গমন করিতে পারে। 'ধীরগণ' পণ্ডিতগণ 'সসৈন্য মারকে জয় করিয়া' এই সংসারবর্ত হইতে 'মুক্ত হয়', নির্বাণ লাভ করে। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছিল।

ত্রিংশৎ ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত

চিঞ্চা মানবিকার উপাখ্যান—৯

১০. একং ধম্মং অতীতস্স মুসাবাদিস্স জন্তুনো,
বিতিণ্ণপরলোকস্স নত্থি পাপং অকারিযং।...১৭৬

অনুবাদ : ধর্মলঙ্ঘনকারী, মিথ্যাবাদী এবং পরলোকে আস্থাহীন লোকের অকরণীয় পাপ নেই।

অন্বয় : একং ধম্মং অতীতস্স (একমাত্র ধর্মলঙ্ঘনকারী) মুসাবাদিস্স (মিথ্যাবাদী) বিতিণ্ণপরলোকস্স জন্তুনো (পরলোকে বিতৃষ্ণ বা বিশ্বাসহীন ব্যক্তির) অকারিযং পাপং নত্থি (অকরণীয় এমন কোন পাপ নেই।)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : সত্যের থেকে বড় আশ্রয় আর কিছু নেই মানুষের। তাকে ছেড়ে যে মিথ্যা অবলম্বন করে সে স্বেচ্ছায় দুঃখকে বরণ করে নেয়। কেননা মিথ্যা থেকেই সহস্র পাপের উৎপত্তি। তাই মিথ্যাশ্রয়ী ক্রমেই অধঃপতনের অতলে তলায়। আর হেন পাপকাজ নেই যা সে করতে পারে না।

'একমাত্র ধর্ম' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে চিঞ্চা মানবিকাকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

বোধিলাভের প্রথমভাগেই দশবল বুদ্ধের দেবমনুষ্য অপ্রমেয় শ্রাবক আর্য ভূমিতে প্রবেশ করিলে বুদ্ধগুণের কথা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং মহা লাভসৎকারও উৎপন্ন হইল। তীর্থিকগণের অবস্থা হইল সূর্যোদয়ে খদ্যোতের মত, লাভসৎকারহীন। তাহারা রাস্তায় দাঁড়াইয়া মনুষ্যগণকে জানাইতে লাগিল—'কেবল শ্রমণ গৌতমই বুদ্ধ নাকি, আমরাও বুদ্ধ। কেবল তাঁহাকে দান করিলেই মহাফল হয় নাকি! আমাদের দান করিলেও মহাফল হয়। আমাদের দান কর, সৎকার কর।' কিন্তু তাহারা কোন লাভসৎকার না পাইয়া নির্জনে বসিয়া মন্ত্রণা করিল—'যে কোন উপায়েই হউক শ্রমণ গৌতমের অপযশ উৎপাদন করিয়া মনুষ্যগণের লাভসৎকার বন্ধ করিয়া দিব।

তখন শ্রাবস্তীতে চিঞ্চা মানবিকা নামক রূপবতী সৌভাগ্যপ্রাপ্তা অপ্সরার ন্যায় সুন্দরী এক পরিব্রাজিকা বাস করিত। তাহার শরীর হইতে যেন রূপচ্ছটা নির্গত হইত। তখন এক দুষ্ট প্রকৃতির মন্ত্রণাদাতা এইরূপ উপদেশ দিল—'চিঞ্চা

http://kalpataruboi.org

মানবিকাকে দিয়া শ্রমণ গৌতমের দুর্নাম উৎপাদন করিয়া তাঁহার লাভসৎকার নষ্ট করিব।' তাহারা 'ঠিকই বলিয়াছ' বলিয়া সকলে ঐকমত্য পোষণ করিল। একদিন চিঞ্চা তীর্থিকারামে যাইয়া তাহাদের বন্দনা করিয়া একপাশে দাঁড়াইল। তীর্থিকগণ তাহার সহিত কোন কথা বলিল না। সে তখন 'আমার অপরাধ কি ত বুঝিতেছি না' চিন্তা করিয়া তৃতীয়বার বন্দনা করিয়া বলিল—'মহাশয়গণ, আমার অপরাধ কি? আমার সঙ্গে কথা বলিতেছেন না কেন?' 'ভগিনি, তুমি কি জান না শ্রমণ গৌতম আমাদের অনিষ্ট করিয়া বেড়াইতেছেন এবং লাভসৎকার হইতে চ্যুত করিতেছেন?'

'মহাশয়গণ, আমি ত জানি না। এইজন্য আমাকে কি করিতে হইবে?'

'ভগিনি, তুমি যদি আমাদের সুখ চাও তাহা হইলে নিজের রূপকে পুঁজি করিয়া শ্রমণ গৌতমের দুর্নাম উৎপাদন করিয়া তাঁহার লাভসৎকার বন্ধ কর।'

সে 'বেশ, মহাশয়গণ, তাহাই হউক। আমার উপর ছাড়িয়া দিন। চিন্তা করিবেন না।' বলিয়া প্রস্থান করিল এবং সেইদিন হইতে তাহার স্ত্রীমায়া কুশলতাকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিল। একদিন শ্রাবস্তীবাসিগণ বুদ্ধের ধর্মকথা শুনিয়া জেতবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার সময় সে ইন্দ্রগোলাপ বর্ণের বস্ত্র পরিধান করিয়া গন্ধমালাদি হস্তে জেতবনের দিকে যাইতে লাগিল। 'এই অবেলায় কোথায় যাইতেছ' জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল 'আমার যাওয়া লইয়া আপনাদের কি!' বলিয়া জেতবনেরই নিকটস্থ তীর্থিকারামে রাত কাটাইত। প্রাতঃকালে শ্রাবস্তীবাসিগণ যখন শাস্তাকে 'প্রাতঃ বন্দনা করিব' বলিয়া নগর হইতে বাহির হয়, তখন যেন জেতবনেই রাত কাটাইয়াছে এমন ভাব করিয়া সে নগরে প্রবেশ করিতে থাকে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করে—'কোথায় রাত কাটাইলে?'

সে বলিত—'আমি কোথায় রাত কাটাইয়াছি আপনারা জিজ্ঞাসা করিবার কে?' এইভাবে দেড়মাস কাটিয়া গেল। দেড়মাস পরে একদিন (সে যখন জেতবন হইতে ফিরিতেছিল) লোকেরা আবার জিজ্ঞাসা করিল—'কোথায় রাত কাটাইয়া ফিরিতেছ?'

'কেন, শ্রমণ গৌতমের সঙ্গে গন্ধকুটিতে একত্রে রাত্রিবাস করিয়া ফিরিতেছি।' সাধারণ লোকদের সংশয় হইত—'এ কি সত্য কথা বলিতেছে, না মিথ্যা।' এইভাবে যখন তিন চারি মাস অতিবাহিত হইল একদিন সে পেটে কম্বল বাঁধিয়া গর্ভিনীর ন্যায় সাজিয়া লাল রং এর কাপড় পরিয়া 'শ্রমণ গৌতমের কারণে আমার গর্ভ উৎপন্ন হইয়াছে' বলিয়া মূর্খজনদের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া আট নয় মাস পরে পেটে মোটা কাঠের ফলক বাঁধিয়া উপরে বস্ত্রাবৃত করিয়া গোহনূর দ্বারা হাত-পা পিটাইয়া (অর্থাৎ যাহাতে স্থূল দেখায়) শরীরের স্থূলভাব প্রদর্শিত করিয়া অতিশয় ক্লান্তি অবসন্নের মত হইয়া সায়াহ্নকালে তথাগত যখন অলঙ্কৃত ধর্মাসনে বসিয়া ধর্মদেশনা করিতেছিলেন তখন ধর্মসভায় উপস্থিত হইয়া তথাগতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পরিষদ মধ্যে তথাগতকে এই বলিয়া আক্রোশ করিতে লাগিল যেন গূথপিণ্ডের দ্বারা চন্দ্রমণ্ডলকে দুষিত করার প্রায়াস—'হে মহাশ্রমণ, তুমি ত বহু

http://kalpataruboi.org

লোকদের ধর্মকথা শুনাইতেছ। তোমার গলার স্বর মধুর, তোমার ওষ্ঠপ্রদেশ কত কোমল। কিন্তু তোমার জন্য আমি গর্ভবতী হইয়া এখন আমার গর্ভের পূর্ণাবস্থা। আমার সূতিকাঘর ঠিক করিয়াছ কি? আমার প্রয়োজনীয় ঘৃত তৈলাদির ব্যবস্থাও কর নাই। তুমি নিজে কিছু করিতে না পারিলে তোমার যাহারা সেবক-সেবিকা যেমন কোশলের রাজা, অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠী বা উপাসিকা বিশাখাকে বল—'এই চিঞ্চা মানবিকার যাহা প্রয়োজন সব ব্যবস্থা কর। ফূর্তি করিতে জান, আর গর্ভরক্ষার বিষয় জান না?' তথাগত ধর্মদেশনা বন্ধ করিয়া সিংহগর্জনে বলিলেন—

'ভগিনি, তুমি যাহা বলিতেছ সেই বিষয়ে সত্যমিথ্যা তুমিও জান, আমিও জানি।'

'হ্যাঁ মহাশ্রমণ, সত্যমিথ্যা তুমিও জান, আমিও জানি। কিন্তু কে বিচার করিবে?'

সেই মুহূর্তে দেবরাজ শক্রের আসন উত্তপ্ত হইল। তিনি কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন 'চিঞ্চা মানবিকা মিথ্যার দ্বারা তথাগতকে আক্রোশ করিতেছে' এবং চিন্তা করিলেন—

'এই বিষয়টা আমাকেই সমাধা করিতে হইবে।' তিনি চারিজন দেবপুত্রকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেবপুত্রগণ মূষিক শাবকবেশে চিঞ্চার উদরে বাঁধা কাষ্ঠফলকের রজ্জু নিমেষের মধ্যে কাটিয়া ফেলিল। আচ্ছাদিত বস্ত্রখণ্ড বাতাস উড়াইয়া লইয়া গেল। দারুখণ্ড তাহার পায়ের উপর পড়িল। তাহার দুই পায়ের অগ্রভাগ ছিন্ন হইল। লোকেরা তখন 'হে কালকর্ণি তোকে ধিক। তুই সম্যকসম্বুদ্ধকে গালিগালাজ করিতেছিলে!' বলিয়া তাহার মাথায় থুথু নিক্ষেপ করিল, লোষ্ট্রদণ্ডাদি হস্তে তাহাকে জেতবন হইতে বাহির করিয়া দিল। যখন সে তথাগতের দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল, তখন মহাপৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া তাহাকে গ্রাস করিল। অবীচি নরক হইতে অগ্নিজ্বালা উত্থিত হইল। সে যেন কুলদত্ত কম্বল পরিহিত হইয়া অবীচি নরকে উৎপন্ন হইল। অন্যতীর্থিকগণের লাভসৎকার আরও ক্ষীণ হইল, দশবলের লাভসৎকার অধিকমাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। পরের দিন ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় কথা সমুত্থাপিত করিলেন—'চিঞ্চা মানবিকা এই প্রকার মহৎগুণসম্পন্ন অগ্রদক্ষিণার্হ সম্যকসম্বুদ্ধকে মিথ্যা অপবাদ দিয়া মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে।' শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছিলে?'

'এই বিষয়ে।'

'হে ভিক্ষুগণ, শুধু এইবারেই নহে অতীতেও সে আমাকে মিথ্যা অপবাদ দিয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল।' ইহা বলিয়া—

'অন্যের অপরাধ গুরু হউক বা লঘু হউক স্বয়ং অনুসন্ধান না করিয়া অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করা রাজার উচিত নহে' ইত্যাদিরূপে 'মহাপদুম জাতক' (নং-৪৭২) বিস্তৃতরূপে ভাষণ করিলেন।

http://kalpataruboi.org

তখন এই চিঞ্চা বোধিসত্ত্ব মহাপদুমের মাতার সপত্নী এবং রাজার অগ্রমহিষী ছিল। সে একদিন মহাসত্ত্বকে (বোধিসত্ত্ব মহাপদুমকে) তাহার সহিত সহবাস করার কুপ্রস্তাব দেয়, কিন্তু বোধিসত্ত্বের মন না পাইয়া নিজের হাতে নিজের শরীর ক্ষতবিক্ষত করিয়া রাজাকে দেখাইয়া বলিয়াছিল—'দেখুন, আপনার পুত্রের কাণ্ড। সে আমাকে কুপ্রস্তাব দেয়, আমি রাজী না হওয়াতে দেখুন আমাকে কি করিয়াছে।' রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া মহাসত্ত্বকে চোরপ্রপাতে নিক্ষেপ করিলেন। পর্বতকুক্ষিতে বসবাসকারী দেবতা তাহাকে ধরিয়া নাগরাজের ফণাগর্ভে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। নাগরাজা তাঁহাকে নাগভবনে লইয়া যাইয়া অর্ধেক রাজত্ব দিয়া সম্মানিত করিলেন। তিনি সেখানে এক বৎসরকাল বাস করিয়া প্রব্রজিত হইতে ইচ্ছা করিয়া হিমালয় পর্বতে যাইয়া প্রব্রজিত হইয়া তপস্যার দ্বারা অভিজ্ঞাসমূহ লাভ করিলেন। এক বনচর তাঁহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়া রাজাকে জানাইল। রাজা তাঁহার নিকট যাইয়া প্রীতিসম্ভাষণপূর্বক সমস্ত ব্যাপার জানিয়া মহাসত্ত্বকে রাজ্য প্রদান করিতে চাহিলে তিনি বলিলেন—

'আমার রাজ্যের প্রয়োজন নাই। আপনি বরং দশ রাজধর্ম রক্ষা করিয়া, অধর্মপথ পরিত্যাগ করিয়া ধর্মোপায়ে রাজত্ব করুন।' এইভাবে উপদিষ্ট হইয়া রাজা আসন হইতে উঠিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে নগরে প্রত্যাগমনের সময় পথিমধ্যে অমাত্যদের জিজ্ঞাসা করিলেন—'আমি কাহার কারণে আমার এই আচারসম্পন্ন পুত্রের সঙ্গলাভ হইতে বঞ্চিত হইলাম?'

'মহারাজ, অগ্রমহিষীর কারণে।'

রাজা তাহাকে উর্ধ্বপাদ (ও অবংশির) করিয়া চোরপ্রপাতে নিক্ষেপ করাইয়া নগরে প্রবেশ করিয়া ধর্মোপায়ে রাজ্যশাসন করিলেন। তখন মহাপদুম কুমার ছিলেন বর্তমানের শাস্তা, মাতার সপত্নী ছিল এই চিঞ্চা মানবিকা।

শাস্তা এই ঘটনা প্রকাশ করিয়া 'হে ভিক্ষুগণ, যাহারা সত্যবচন ত্যাগ করিয়া মিথ্যার আশ্রয় নেয়, যাহারা পরলোকের আশা ত্যাগ করে, তাহাদের দ্বারা অকরণীয় কোন পাপ নাই।' এই কথা বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'যে সত্যধর্ম লঙ্ঘন করিয়াছে, সে মিথ্যাবাদী এবং যে পরলোকে বিশ্বাসহীন, তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে অকরণীয় এমন কোন পাপ নাই।' (ধর্মপদ, শ্লোক-১৭৬)

অন্বয় : 'এক ধর্ম' অর্থাৎ সত্য। 'মিথ্যাবাদীর' যাহার দশটি ভাষণের মধ্যে একটিও সত্যভাষণ নাই, এইরূপ মিথ্যাবাদীর। 'পরলোকে বিশ্বাসহীন ব্যক্তির' যাহারা পরলোকের আশা ত্যাগ করে। এই প্রকারের ব্যক্তি মনুষ্যসম্পত্তি, দিব্যসম্পত্তি, পরিশেষে নির্বাণসম্পত্তি—এই তিন প্রকার সম্পত্তি লাভ করিতে পারে না। 'কোন পাপ নাই' অর্থাৎ এই রকম ব্যক্তির অকরণীয় কোন পাপ নাই। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছিল।

চিঞ্চা মানবিকার উপাখ্যান সমাপ্ত

http://kalpataruboi.org

অতুলনীয় দানের উপাখ্যান—১০

১১. নবে কদরিযা দেবলোকং বজন্তি বালা হবে নপ্পসংসন্তি দানং,
ধীরো চ দানং অনুমোদমা নো তেনেব সো হোতি সুখী পরত্থ।...১৭৭

অনুবাদ : কৃপণ ব্যক্তিরা দানের স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করে না; তারা দানের মূল্য বোঝে না। জ্ঞানী দানে আনন্দ লাভ করে পরলোকে সুখী হন।

অন্বয় : কদরিযা (কৃপণ ব্যক্তিরা) যে দেবলোকং ন বজন্তি (দেবলোকে যেতে পারে না) বালা হবে দানং নপ্পসংসন্তি (মূর্খেরা কখনো দানের প্রশংসা করে না) ধীরো চ দানং অনুমোদমানো (ধীর বা জ্ঞানী ব্যক্তিগণ দান অনুমোদন করেন); তেনেব সো পরত্থ সুখী হোতি (এতেই তিনি পরকালে সুখী হন)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : দানের প্রবৃত্তি আসে অন্তরের উদারতা থেকে। মন যার সংকীর্ণ সে নিজে যেমন দানে সঙ্কুচিত তেমনি দাতার প্রশংসায় পরাঙ্মুখ। দান হল ত্যাগের প্রতীক, এর মধ্য দিয়েই সর্বজনীন কল্যাণ প্রসারিত হয়। এই ত্যাগের দ্বারা মানুষ পুণ্য লাভ করে সুগতির অধিকারী হয়।

'কৃপণ ব্যক্তিরা পারে না' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে অতুলনীয় দানকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

এক সময় শাস্তা চারিকায় বিচরণ করিতে করিতে পঞ্চশত ভিক্ষু পরিবৃত হইয়া জেতবনে প্রবেশ করিলেন। রাজা বিহারে যাইয়া শাস্তাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরের দিন আগন্তুকদান সজ্জিত করিয়া 'আমার দান দেখুক' বলিয়া নগরবাসীদের ডাকাইলেন। নগরবাসীরা আসিয়া রাজার দান দেখিয়া পরের দিন শাস্তাকে নিমন্ত্রণ করিয়া দান সজ্জিত করিয়া 'মহারাজ, আমাদের দান দেখুন' বলিয়া রাজাকে সংবাদ পাঠাইলেন। রাজা তাঁহাদের দান দেখিয়া 'ইহারা ত আমার দান অপেক্ষা বেশি ব্যবস্থা করিয়াছে! আমি আবার দান দিব।' পরের দিন আবার দান সজ্জিত করিলেন। নগরবাসীরা তাহা দেখিয়া পরের দিন নিজেরা দান সজ্জিত করিল। এইভাবে রাজাও নগরবাসীদের পরাজিত করিতে পারিলেন না, নগরবাসীরাও রাজাকে পরাজিত করিতে পারিলেন না। ষষ্ঠবারে নগরবাসীরা শতগুণ সহস্রগুণ বাড়াইয়া এমন করিলেন যাহাতে কেহ বলিতে না পারে—'ইহাদের দানে এই বস্তুটির অভাব আছে।' রাজা ইহা দেখিয়া 'যদি আমি ইহাদের দান অপেক্ষা অধিক কিছু করিতে না পারি আমার বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি?' ইহা চিন্তা করিতে করিতে শয্যাশায়ী হইলেন। মল্লিকাদেবী উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'মহারাজ, আপনি এইভাবে শুইয়া আছেন কেন? আপনাকে এত ক্লান্ত দেখাইতেছে কেন? রাজা বলিলেন—

'দেবি, তুমি কি কিছুই জান না?'

'না মহারাজ, জানি না।' রাজা তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা জানাইলেন।

তখন মল্লিকা বলিলেন—'মহারাজ, চিন্তা করিবেন না। পৃথিবীশ্বর রাজা নগরবাসীদের দ্বারা পরাজিত হইয়াছেন এই কথা আপনি পূর্বে দেখিয়াছেন, না

http://kalpataruboi.org

শুনিয়াছেন। আমিই দানের ব্যবস্থা করিব।' অতুলনীয় দানের ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছুক হইয়া মল্লিকাদেবী রাজাকে বলিলেন—'মহারাজ, উত্তম শালকাঠের দ্বারা অভ্যন্তরে গোলাকার মণ্ডপ প্রস্তুত করুন যাহাতে পঞ্চশত ভিক্ষু বসিতে পারেন। অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ মণ্ডপের বাহিরে বসিবেন। পঞ্চশত শ্বেতছত্র করুন সেইগুলি লইয়া পঞ্চশত হস্তী পঞ্চশত ভিক্ষুর মস্তকোপরি ধারণ করিয়া থাকিবে। আটটি বা দশটি রক্তসুবর্ণের নৌকা প্রস্তুত করুন যেগুলি মণ্ডপের মাঝখানে থাকিবে। দুইজন দুইজন ভিক্ষুর মাঝখানে একেকজন ক্ষত্রিয়কন্যা বসিয়া গন্ধদ্রব্য পেষণ করিবে। একেকজন ক্ষত্রিয়কন্যা ব্যজন লইয়া দুইজন দুইজন ভিক্ষুকে ব্যজন করিতে করিতে অবস্থান করিবে। অন্যান্য ক্ষত্রিয় কন্যাগণ পিষ্ট গন্ধদ্রব্যসমূহ লইয়া ঐ সকল সুবর্ণ নৌকায় রাখিবে। তাহাদের মধ্যে কোন কোন ক্ষত্রিয়কন্যা নীল উৎপলের কলাপ লইয়া সুবর্ণ নৌকাতে প্রক্ষিপ্ত গন্ধদ্রব্যকে বারবার নাড়িয়া দিবে যাহাতে সুগন্ধ ভিক্ষুগণ উপভোগ করিতে পারেন। নগরবাসীরা কোথায় পাইবে ক্ষত্রিয়কন্যা, কোথায় পাইবে শ্বেতছত্র এবং কোথায় পাইবে এত হস্তী। এই কারণেই নগরবাসীরা পরাজিত হইবে। মহারাজ, এইরূপই করুন।'

রাজা 'দেবি, তুমি খুব সুন্দর ব্যবস্থার কথা বলিয়াছ। রাজা মল্লিকাদেবীর নির্দেশানুসারে সব ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু একজন ভিক্ষুর জন্য একটি হস্তী কম পড়িল।

রাজা মল্লিকাকে বলিলেন—'ভদ্রে, একজন ভিক্ষুর জন্য একটি হস্তীর অভাব হইতেছে, কি করিব?'

'কি বলেন মহারাজ, পঞ্চশত হস্তীও নাই?'

'দেবি, আছে, তবে অন্যগুলি দুষ্টহস্তী, তাহারা ভিক্ষু দেখিলেই পর্বতের উপর দিয়া প্রবাহিত প্রবল ঝটিকার ন্যায় চণ্ডরূপ ধারণ করে।'

'মহারাজ, আমি একটি স্থান বলিতে পারি যেখানে যে কোন দুষ্ট হস্তী শাবককে শ্বেতছত্র লইয়া দাঁড় করানো যাইতে পারে।'

'কোথায় দাঁড় করাইব?'

'আর্য অঙ্গুলিমালের নিকটে।'

রাজা তাহাই করিলেন। সেই হস্তীপোতক তাঁহার পেছনের দুই পায়ের ফাঁকে লেজ গুটাইল। দুই কান ঝুলাইয়া চোখ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বহু মনুষ্য 'এইরূপ চণ্ডহস্তীর এই অবস্থা' বলিয়া হস্তীটিকেই দেখিতে লাগিল।

রাজা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে পরিবেশন করিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া বলিলেন—'ভন্তে, এই অগ্রদানে যাহা কিছু আছে, আপনার ব্যবহার্য বা অব্যবহার্য সমস্তই আপনাকে দান করিতেছি।' সেই দানে একদিনেই চতুর্দশ কোটি ধন ব্যয় হইয়াছিল। শাস্তার শ্বেতচ্ছত্র, বসার পালঙ্ক, আধারক এবং পাদপীঠ—এই চারিটি দ্রব্য ছিল অমূল্য। এইরূপভাবে কোন দান কেহ কোন বুদ্ধকে দিতে পারেন নাই। তাই এই দান 'অতুলনীয় দান' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। সকল বুদ্ধগণের এই দান একবারই মাত্র হইয়া থাকে। প্রত্যেকবার একজন স্ত্রীলোকই

http://kalpataruboi.org

এই দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। রাজার কাল এবং জূণ্হ নামে দুইজন মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কাল চিন্তা করিলেন—

'অহো রাজকুলের কি পরিহানি! একদিনে চতুর্দশ কোটি ধন ব্যয় করিলেন? ইহারা (ভিক্ষুগণ) এই দানীয় খাদ্যভোজ্য খাইয়া (বিহারে) যাইয়া শয়ন করিবে এবং নিদ্রামগ্ন হইবে। অহো! রাজকুল নষ্ট হইবে!' জূণ্হ চিন্তা করিলেন—অহো! রাজার দান সুদত্তই হইয়াছে। রাজা না হইলে এইরূপ দান দিতে পারিতেন না। তাছাড়া কেহ এইভাবে নিজের দানফল অন্যদের হিতার্থে দান করে না। আমি এই দান সমর্থন করি।'

শাস্তার ভোজনাবসানে রাজা অনুমোদনের জন্য শাস্তার ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিলেন। শাস্তা চিন্তা করিলেন—'মহাস্রোত প্রবাহের ন্যায় রাজা মহাদান দিয়াছেন, কিন্তু জনগণ তাহাদের চিত্ত প্রসন্ন করিতে পারিয়াছে, কি না?' তিনি সেই দুই অমাত্যের মনের কথা জানিয়া—'যদি রাজার উপযুক্ত করিয়া দানানুমোদন করি, তাহা হইলে মন্ত্রী কালের শির সপ্তধা বিদীর্ণ হইবে এবং মন্ত্রী জূণ্হ স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইবে' বুঝিতে পারিলেন। তাই মন্ত্রী কালের প্রতি অনুকম্পাবশত অতুলনীয় দানের দাতা রাজাকে মাত্র চতুষ্পদিক একটি গাথা ভাষণ করিয়া আসনত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ভিক্ষুগণ (স্থবির) অঙ্গুলিমালকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আবুসো, দুষ্টহস্তী যে তোমার উপর ছত্র ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তুমি তাহাতে ভয় পাও নাই?' 'না, আবুসো, আমি ভয় পাই নাই।' তাঁহারা শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'ভন্তে, অঙ্গুলিমাল মিথ্যা বলিতেছে।' 'না ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলিমাল ভয় পায় নাই। অর্হৎদের মধ্যে জ্যেষ্ঠকঋষভ আমার পুত্রসদৃশ ভিক্ষুগণ ভয় করে না'—এই কথা বলিয়া 'ব্রাহ্মণবর্গর' এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'যিনি ঋষভ (অগ্রগণ্য), প্রবর (শ্রেষ্ঠ), বীর, মহর্ষি, বিজেতা, নিষ্কলুষ, স্নাতক (ধৌতপাপ) ও বুদ্ধ, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।' (ধর্মপদ, শ্লোক-৪২২, সুত্তনিপাত, শ্লোক-৬৫১)

রাজাও দৌর্মনস্যপ্রাপ্ত হইয়া (সন্তুষ্ট না হইয়া) 'এইরূপ পরিষদে (অতুলনীয়) দানের দাতা আমার উপযুক্ত দানানুমোদন না করিয়া একটি মাত্র গাথা ভাষণ করিয়া শাস্তা আসন ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। আমি যদি শাস্তার উপযুক্ত দান না দিয়া অনুপযুক্ত দান দিতাম, ব্যবহারযোগ্য দ্রব্য না দিয়া ব্যবহারের অযোগ্য দ্রব্য দিতাম, শাস্তা আমার প্রতি কুপিত হইতেন। এইরূপ অতুলনীয় দানের জন্য তদনুরূপ দানানুমোদন করাই ত উচিত ছিল'—ইহা চিন্তা করিয়া বিহারে যাইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া বলিলেন—

'ভন্তে, আমি কি দাতব্যযুক্ত দান দিই নাই, অথবা ব্যবহারযোগ্য দ্রব্য না দিয়া ব্যবহারের অযোগ্য দ্রব্য দান করিয়াছি?'

'মহারাজ, এই কথা কেন বলিতেছেন?'

http://kalpataruboi.org

'আপনি আমার দানের উপযুক্ত দানানুমোদন করেন নাই।'

'মহারাজ, আপনি আপনার উপযুক্ত দানই দিয়াছেন। এই দান অসদৃশ দান। (অতুলনীয় দান)। এক বুদ্ধকে মাত্র একবারই এই দান দেওয়া যায়। পুনরায় এইরূপ দান দেওয়া অসম্ভব।'

'ভন্তে, তাহা হইলে কেন আপনি আমার দানের উপযোগী অনুমোদন করিলেন না?'

'মহারাজ, পরিষদের অশুদ্ধতার জন্য।'

'ভন্তে, পরিষদের অপরাধ কি ছিল?'

তখন শাস্তা দুই অমাত্যের চিত্তাচারের কথা (চেতনার কথা) বলিয়া মন্ত্রী কালের প্রতি অনুকম্পাবশত তিনি যে রাজার উপযুক্ত দানানুমোদন করেন নাই—এই কথা ব্যক্ত করিলেন।

রাজা (তৎক্ষণাৎ) মন্ত্রী কালকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

'হে কাল, সত্যই কি তুমি ঐরূপ চিন্তা করিয়াছিলে?'

'হ্যাঁ মহারাজ।'

'তোমার নিকট হইতে গ্রহণ না করিয়া আমি আমার দারাপুত্রের সঙ্গে নিজস্ব দ্রব্য দান করিলে তোমার কি? তোমার এত মনপীড়া কেন? যাও, তোমাকে আমি যাহা দিয়াছি দিয়াছি। এখন তুমি আমার রাজ্য হইতে চলিয়া যাও।' তাঁহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কার করিয়া মন্ত্রী জূণ্হকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কি এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলে?'

'হ্যাঁ সত্য।'

'সাধু সাধু মাতুল, আমি আপনার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। আপনি আমার আত্মীয় পরিজনদের লইয়া আমি যেভাবে দান দিয়াছি সেইভাবে সাত দিন ধরিয়া দান দিতে থাকুন' বলিয়া সাতদিনের জন্য রাজ্যভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করিয়া শাস্তাকে বলিলেন—

'ভন্তে, দেখুন নির্বোধের কাণ্ড। আমি এইরূপ দান দিলে সে আমাকে মনকষ্ট দিল?'

শাস্তা বলিলেন—'মহারাজ, ঠিক তাই। মূর্খ ব্যক্তিগণ অন্যের দানকে অভিনন্দিত না করিয়া দুর্গতিপরায়ণ হয়, জ্ঞানী ব্যক্তিরা অন্যের দান অনুমোদন করিয়া স্বর্গপরায়ণ হয়'—ইহা বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'কৃপণ ব্যক্তিরা দেবলোকে যাইতে পারে না। মূর্খেরা কখনও দানের প্রশংসা করে না। জ্ঞানী ব্যক্তি দান অনুমোদন করেন এবং তদ্দ্বারাই তিনি পরলোকে সুখী হন।' (ধর্মপদ, শ্লোক-১৭৭)

অন্বয় : 'কৃপণেরা' অর্থাৎ মহাকৃপণ ব্যক্তিগণ। 'মূর্খগণ' অর্থাৎ যাহাদের ইহলোক পরলোক সম্বন্ধে জ্ঞান নাই। 'পণ্ডিত ব্যক্তি' জ্ঞানী ব্যক্তি। 'সুখী পরত্র' 'সেই দানের দ্বারা' দানানুমোদনজনিত পুণ্যের দ্বারা পরলোকে দিব্যসম্পত্তি উপভোগ করিয়া সুখী হন।

http://kalpataruboi.org

দেশনাবসানে জূণ্হ স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। উপস্থিত জনগণের নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল। জূণ্হও স্রোতাপন্ন হইয়া সপ্তাহকাল ধরিয়া রাজার দ্বারা প্রদত্ত দান অনুসারে দান দিয়াছিলেন।

অতুলনীয় দানের উপাখ্যান সমাপ্ত

অনাথপিণ্ডিক পুত্র কালের উপাখ্যান—১১

১২. পথব্যা একরজ্জেন সগ্গস্স গমনেন বা,
সব্বলোকাধিপচ্চেন সোতাপত্তিফলং বরং।...১৭৮

অনুবাদ : পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজত্ব, স্বর্গে গমন, এমনকি সর্বলোকের উপর আধিপত্য অপেক্ষাও স্রোতাপত্তিফল শ্রেষ্ঠ।

অন্বয় : পথব্যা একরজ্জেন (পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজা), সগ্গস্স গমনেন (স্বর্গে গমন) সব্বলোকাধিপচ্চেন বা (কিংবা সর্বলোকাধিপত্য অপেক্ষা) সোতাপত্তিফলং বরং (স্রোতাপত্তিফল শ্রেষ্ঠ)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : বিবিধ সংযোজন ও বন্ধন মানুষকে সংসারচক্রে যুক্ত করে। এর ফলে সংসারের সমুদয় দুঃখ-ক্লেশের অধীন হয়ে বারবার তাকে জন্ম নিতে হয়। তিনটি সংযোজন (সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত পরামর্শ) ছিন্ন করে যিনি নির্বাণমুখী গতি লাভ করেছেন তিনিই স্রোতাপত্তি মার্গ লাভ করেছেন। স্রোতাপত্তি হল জীবন্মুক্তের প্রথম স্তর। তারপর ক্রমে সকৃদাগামী, অনাগামী এবং অর্হত্ত্ব মার্গে উন্নীত হলে অবশিষ্ট যাবতীয় সংযোজন বিনষ্ট হয়। তাই শ্রেষ্ঠ পার্থিব সম্পদ রাজচক্রবর্তিত্ব লাভ, এমন কি মৃত্যুর পর দেব-ব্রহ্মলোক লাভ অথবা সমস্ত জগতের অধীশ্বরত্ব এইসব কিছুর থেকেই স্রোতাপত্তি অবস্থা শ্রেষ্ঠ। কেননা ভোগের দ্বারা অন্য সব ফলই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু স্রোতাপন্নের পতন নেই, সাতবারের বেশি আর তাঁকে জন্ম-মৃত্যু বরণ করতে হয় না। তাঁর চার অপায়ের (বিষয়, তির্যকযোনি, প্রেতলোক ও অসুরভূমি) পথও সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়।

'পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজত্ব' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে অনাথপিণ্ডিকের পুত্র কালকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

তাদৃশ শ্রদ্ধাসম্পন্ন শ্রেষ্ঠীর পুত্র হইয়া সে (অর্থাৎ কাল) শাস্তার নিকট যাইত না। শাস্তা রাজপ্রাসাদে আসিলে তাঁহাকে দর্শন করিত না। ধর্মশ্রবণ করিত না, ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রতি কোন কর্তব্য করিত না। পিতা বলিতেন—

'বৎস, এইরূপ করিও না।' কিন্তু সে পিতার কথায় কর্ণপাত করিত না। তখন তাহার পিতা একদিন চিন্তা করিলেন—'এ এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ হইয়া বিচরণ করিলে অবীচিপরায়ণ হইবে। ইহা শোভন নহে যে আমার চক্ষুর সম্মুখে আমার পুত্র নরকগামী হইবে। এই জগতে ধনের দ্বারা প্রলুব্ধ করা যায় না এমন ব্যক্তি নাই। আমি তাহাকে ধনের দ্বারাই জয় করিব।' তখন তাহাকে

http://kalpataruboi.org

বলিলেন—'বাবা, যাও উপোসথিক হইয়া বিহারে যাইয়া ধর্ম শ্রবণ করিয়া আইস। আমি তোমাকে একশত কার্ষাপণ দিতেছি।'

'পিতঃ, দিবে ত?'

'হে পুত্র, দিব।'

সে তিনবার পিতাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া উপোসথিক হইয়া বিহারে গেল। তাহার ধর্মশ্রবণের কাজ নাই। সারারাত্রি আরাম করিয়া শয়ন করিয়া প্রাতঃকালে গৃহে ফিরিয়া আসিল। পিতা—'আমার পুত্র উপোসথিক হইয়াছে। শীঘ্রই তাহাকে যাগু, প্রভৃতি দাও।' বলিয়া দেওয়াইলেন। সে 'কার্ষাপণ না লইয়া ভোজন করিবে না।' তাই যাহা কিছু আনিল সমস্তই প্রত্যাখ্যান করিল। পিতা তাহার ভোজনে অনীহাকে সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাকে কার্ষাপণ ভাণ্ড প্রদান করিলেন। সে তাহা হাতে রাখিয়াই আহার করিল।

পরের দিন শ্রেষ্ঠী—'বাবা, তোমাকে এক সহস্র কার্ষাপণ দিব, তুমি শাস্তার সম্মুখে অবস্থান করিয়া একটি ধর্মপদ শিখিয়া আইস' বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন। সেও বিহারে যাইয়া শাস্তার সম্মুখে অবস্থান করিয়া একটিমাত্র ধর্মপদ শিখিয়া পলায়নের উদ্যোগ করিতেছিল। শাস্তা এমন করিলেন যাহাতে সে মনে করে 'কি শিখিলাম বুঝিলাম না ত!' সে তখন দ্বিতীয় ধর্মপদ শুনিবার জন্য অবস্থান করিল এবং শ্রবণ করিল। 'আমি শিক্ষা করিব' এই চিন্তায় শ্রবণ করিলে সাদরে শ্রবণ করে। এইভাবে সাদরে শ্রবণ করিলে শ্রুতধর্ম শ্রোতাকে স্রোতাপত্তি মার্গাদি দান করে। সেও 'শিক্ষা করিব' বলিয়া শুনিতে লাগিল। শাস্তা আবার এমন করিলেন যাহাতে সে মনে করে 'কিছুই ত শিখিলাম না।' সে তখন 'আরও উপরিপদ শিক্ষা করিব' বলিয়া অবস্থান করিয়া ধর্ম শ্রবণ করিতে করিতেই স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইল।

সে পরের দিন বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘের সঙ্গেই শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করিল। মহাশ্রেষ্ঠী তাহাকে দেখিয়া চিন্তা করিলেন—'অদ্য আমার পুত্রকে দেখিতে ভাল লাগিতেছে ত।' পুত্রও চিন্তা করিল—'অহো! অদ্য আমার পিতা যেন শাস্তার সম্মুখে আমাকে কার্ষাপণ না দেন। কার্ষাপণের জন্যই আমি উপোসথিক হইয়াছি এই কথা যেন প্রকাশ না পায়।' শাস্তা কিন্তু পূর্বের দিনেই জানিতে পারিয়াছিলেন যে কাল কার্ষাপণের জন্যই উপোসথিক হইয়াছিল। মহাশ্রেষ্ঠী বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে যাগু দান করিয়া পুত্রকেও যাগু দেওয়াইলেন। সে বসিয়া নীরবে যাগু পান করিল। খাদ্য খাইল, অন্ন ভোজন করিল। শাস্তার ভোজনকৃত্যাবসানে মহাশ্রেষ্ঠী পুত্রের সম্মুখে সহস্র কার্ষাপণের ভাণ্ড রাখিয়া বলিলেন—'বৎস, আমি তোমাকে সহস্র কার্ষাপণ দিব বলিয়া উপোসথিক করিয়া বিহারে পাঠাইয়াছিলাম। এই নাও তোমার সহস্র কার্ষাপণ।' শাস্তার সম্মুখে কার্ষাপণ দিতে দেখিয়া লজ্জিত হইয়া সে বলিল—'আমার আর কার্ষাপণের প্রয়োজন নাই।'

'বাবা নাও।' কিন্তু সে গ্রহণ করিল না। তখন পিতা শাস্তাকে বন্দনা করিয়া

http://kalpataruboi.org

বলিলেন—'ভন্তে, অদ্য আমার পুত্রকে দেখিয়া ভাল লাগিতেছে।'

'কেন, মহাশ্রেষ্ঠী?'

'ভন্তে, আগের দিন একশত কার্ষাপণ দিব বলিয়া তাহাকে বিহারে পাঠাইয়াছিলাম। সে আসিয়া কার্ষাপণ না লইয়া আহার করিতেছিল না। আর অদ্য তাহাকে কার্ষাপণ দিতে চাহিলেও সে গ্রহণ করিতেছে না।'

শাস্তা—'হ্যাঁ মহাশ্রেষ্ঠী, অদ্য আপনার পুত্রের নিকট রাজচক্রবর্তী সম্পত্তি, দেবলোক-ব্রহ্মলোক সম্পত্তি অপেক্ষা স্রোতাপত্তিফলই 'শ্রেয় হইয়াছে' ইহা বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজত্ব, স্বর্গগমন, এমনকি সর্বলোকের (দেবলোক-ব্রহ্মলোকসহ সমস্ত জগতের) আধিপত্য অপেক্ষা স্রোতাপত্তিফল শ্রেষ্ঠ।' (ধর্মপদ, শ্লোক-১৭৮)

অন্বয় : 'পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজত্ব' অর্থাৎ রাজচক্রবর্তীত্ব। 'স্বর্গে গমন বা' অর্থাৎ ছাব্বিশ প্রকার স্বর্গে* গমনের দ্বারা। সর্বলোকাধিপত্য' অর্থাৎ একটি মাত্র লোকে নহে নাগ-সুপর্ণ-বৈমানিকপ্রেতলোকসহ সমস্ত জগতের আধিপত্য। তদপেক্ষা 'স্রোতাপত্তিফল শ্রেষ্ঠ' যেহেতু এত সব স্থানে রাজত্ব করিলেও নরকাদি হইতে মুক্তি নাই, কেবল 'স্রোতাপন্ন' হইতে পারিলেই চারি অপায়দ্বার রুদ্ধ হয়, যত দুর্বলই হউন না কেন অষ্টমবার ভবে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। তাই 'স্রোতাপত্তিফলই' শ্রেষ্ঠ উত্তম। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

অনাথপিণ্ডিক পুত্র কালের উপাখ্যান সমাপ্ত

লোকবর্গ বর্ণনা সমাপ্ত

---

* । ২৬ প্রকার স্বর্গ বা দেবলোক :

১। ৬ প্রকার স্বর্গ : চাতুর্মহারাজিক, তাবতিংস, যাম, তুষিত, নির্মাণরতি, পরনির্মিতবসবতী।

২। ১৬ প্রকার রূপব্রহ্ম : ব্রহ্মপারিসজ্জ, ব্রহ্মপুরোহিত, মহাব্রহ্ম স্থান, পরিত্তাভ, অপ্পমানাভ, আভস্সর, পরিত্তসুভ, অপ্পমানসুভ, সুভকিণ্ণ, বেহপ্ফল, অসঞ্ঞসত্ত, অবিহ, আতপ্প, সুদস্স, সুদস্সী ও অকনিট্ঠ।

৩। ৪ প্রকার অরূপব্রহ্ম : আকাসঞ্চায়তন, বিঞ্ঞাণঞ্চায়তন, আকিঞ্চঞ্ঞায়তন ও নেবসঞ্ঞানাসঞ্ঞায়তন।

http://kalpataruboi.org

১৪. বুদ্ধ বর্গ

মারনকন্যাগণের উপাখ্যান—১

১.যস্স জিতং নাবজীযতি জিতমস্স নো যাতি কোচি লোকে,
তং বুদ্ধমনন্তগোচরং অপদং কেন পদেন নেস্সথ।
২. যস্স জালিনী বিসত্তিকা তণ্হা নত্থি কুহিঞ্চি নেতবে,
তং বুদ্ধমনন্তগোচরং অপদং কেন পদেন নেস্সথ।...১৭৯-১৮০

অনুবাদ : যাঁর জয় অক্ষয়, এ জগতে কেউ যাঁর বিজয়ের সমকক্ষ হতে পারে না, যিনি বুদ্ধ, সর্বদর্শী, বর্ণনাতীত তাঁকে তুমি কোন পথে চালিত করবে? বিষাত্মিকা তৃষ্ণার জাল যাঁকে চালিত করতে পারে না, যিনি বুদ্ধ, সর্বদর্শী, বর্ণনাতীত তাঁকে তুমি কোন উপায়ে বিচলিত করবে?

অন্বয় : যস্স জিতং ন অবজীযতি (যাঁর জয়-পরাজয়ে পর্যবসিত হয় না) যস্স জিতং লোকে কোচি নো যাতি (যার বিজিত রিপু জগতে কিছুমাত্র তাঁর অনুসরণ করে না) তং অনন্তগোচরং অপদং বুদ্ধং (সেই অনন্তগোচর রাগাদি পদহীন বুদ্ধকে) কেন পদেন নেস্সথ (কোন পথে নিয়ে যাবে?) জালিনী বিসত্তিকা তণ্হা (জালরূপী বিষাত্মিকা তৃষ্ণা) যস্স কুহিঞ্চি নেতবে নত্থি (যাঁকে যথেচ্ছ নিয়ে যেতে পারে না), তং অনন্তগোচরং অপদং বুদ্ধং কেন পদেন নেস্সথ (সেই অনন্তগোচর রাগাদি পদহীন বুদ্ধকে কোন পথে নিয়ে যাবে অর্থাৎ কি উপায়ে বিচলিত করবে?)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : বুদ্ধত্ব লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে যিনি সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়েছেন, সমস্ত প্রলোভনই তাঁর কাছে নিষ্ফল। যে কামনা-বাসনা নিঃশেষ ক্ষয় হয়ে গেছে কোনক্রমেই তার আর তাঁর মধ্যে অঙ্কুরিত হয় না। অনন্ত জ্ঞানের অসীম ক্ষেত্রে অবাধে বিচরণ করেন তিনি। যিনি নিষ্কলঙ্ক এবং তৃষ্ণামুক্ত, সংসারের পথ যাঁর শেষ হয়েছে, সেই বুদ্ধের কাছে ইন্দ্রিয়ভোগের প্রলোভনের কি মূল্য আছে?

'যাঁহার বিজয়' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বোধিমণ্ডপে অবস্থানকালে মারকন্যাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন। এই দেশনা পুনরায় কুরুরাষ্ট্রে মাগন্দিয় ব্রাহ্মণের নিকট (শাস্তা) ভাষণ করিয়াছিলেন।

কুরুরাষ্ট্রে মাগন্দিয় ব্রাহ্মণের কন্যা মাগন্দিয়া খুব রূপবতী ছিল। অনেক ধনশালী ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়গণ মাগন্দিয় ব্রাহ্মণের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন—'আপনার কন্যাকে আমাদের দিন।' কিন্তু তিনি তাঁহাদের সকলকে এই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন—'আপনারা কেহই আমার কন্যার উপযুক্ত নহেন।' অনন্তর একদিন শাস্তা প্রত্যুষকালে জগত অবলোকনকালে মাগন্দিয় ব্রাহ্মণকে তাঁহার জ্ঞানজালের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট দেখিয়া 'কি হইতে পারে'

http://kalpataruboi.org

চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণীর তিনটি মার্গফলের[১০] উপনিশ্রয় আছে। ব্রাহ্মণও প্রত্যহ গ্রামের বাহিরে অগ্নি-পরিচর্যা করিতেন। শাস্তা প্রাতকালেই পাত্রচীবর লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ শাস্তার রূপশ্রী দেখিয়া ভাবিলেন—'এই জগতে ইহার মত পুরুষ নাই, ইনি আমার কন্যার উপযুক্ত, ইহাকেই আমার কন্যা দান করিব' এবং বলিলেন—'হে শ্রমণ, আমার একটি কন্যা আছে, তাহার উপযুক্ত পুরুষ না দেখিয়া আমি তাহাকে কাহারও নিকট প্রদান করি নাই। (দেখিতেছি) আপনিই তাহার উপযুক্ত, আমি আমার কন্যাকে আপনার পাদপরিচারিকা করিয়া দিতে ইচ্ছুক। আপনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমি তাহাকে লইয়া আসিতেছি।'

ব্রাহ্মণও গৃহে যাইয়া ব্রাহ্মণীকে বলিলেন—'ওগো, অদ্য আমার কন্যার উপযুক্ত পাত্র দেখিয়াছি, তাহাকেই কন্যা দান করিব।' তারপর কন্যাকে অলঙ্কৃত করাইয়া লইয়া ব্রাহ্মণীসহ সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। কৌতুহলবশে বহু লোকজন (কি হয় দেখিতে) বাহির হইল। শাস্তা যেখানে ব্রাহ্মণ অবস্থান করিতে বলিয়াছিলেন সেখানে অবস্থান না করিয়া সেখানে পদচিহ্ন রাখিয়া অন্যস্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। বুদ্ধগণের পদচিহ্ন 'ইহা অমুক ব্যক্তি দেখুক' এই অধিষ্ঠান করার ফলে যাহার জন্য অধিষ্ঠান করা হয় সে ব্যতীত অন্য কেহ ঐ পদচিহ্ন দেখিতে পাইবে না। ব্রাহ্মণের সঙ্গে আগতা ব্রাহ্মণী জিজ্ঞাসা করিলেন 'তিনি কোথায়?' ব্রাহ্মণ বলিলেন—'আমি ত তাঁহাকে এই স্থানেই থাকিতে বলিয়াছিলাম' এবং বুদ্ধের পদচিহ্ন দেখিয়া বলিলেন—'দেখ, দেখ, এই তাঁহার পদচিহ্ন।' লক্ষণমন্ত্রাভিজ্ঞা ব্রাহ্মণী (ঐ পদচিহ্ন দেখিয়া) বলিলেন—'ইহা কোন কামভোগীর পদচিহ্ন হইতে পারে না।' ব্রাহ্মণ বলিলেন—'তুমি দেখি জলবিন্দুর মধ্যে কুমির দেখিতেছ। আমি সেই শ্রমণকে দেখিয়াছি এবং তাঁহাকে আমার কন্যা দান করিব বলিয়াছি। তিনিও স্বীকার করিয়াছেন।' 'ব্রাহ্মণ, তুমি যাহাই বল না কেন, এই পদচিহ্ন নিষ্কাম ব্যক্তিরই' এই বলিয়া গাথায় বলিলেন—

'রাগচরিতের (কামুকের) পদ উৎকুটিক হইয়া থাকে। ক্রোধী বা দুষ্ট ব্যক্তির পদ পশ্চাদদিকে টানা হইয়া থাকে। মূর্খ ব্যক্তির পদ সহসানুপীড়িত (অর্থাৎ যে পা ঘষিয়া ঘষিয়া চলে)। কিন্তু ঈদৃশ পদ বিবৃত্তছম্মঃ (যাঁহার রাগ-দ্বেষ-মোহাদি আবরণ উন্মোচিত হইয়াছে) বুদ্ধের।'

তখন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে (ব্রাহ্মণীকে) 'ওহে, তুমি বকবক না করিয়া চুপচাপ আমার সঙ্গে আইস' বলিয়া যাইতে যাইতে শাস্তাকে দেখিয়া 'ঐ ত উনি' বলিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'শ্রমণ, আমি তোমার হস্তে আমার কন্যাকে সম্প্রদান করিব।' শাস্তা 'আপনার কন্যার আমার প্রয়োজন নাই' এই কথা না বলিয়া বলিলেন—'হে ব্রাহ্মণ, আমি আপনাকে কিছু বলিতে

[১০]। স্রোতাপত্তি মার্গ ও ফল, সকৃদাগামী মার্গ ও ফল এবং অনাগামী মার্গ ও ফল।

http://kalpataruboi.org

চাই, শুনিবেন কি?' 'হে শ্রমণ, বলুন, আমি শুনিব' এই কথা বলিলে শাস্তা তাঁহার অভিনিষ্ক্রমণ (গৃহত্যাগ) হইতে আরম্ভ করিয়া অতীতের সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন।

ইহাই তাহার সংক্ষেপকথা—মহাসত্ত্ব (বুদ্ধ) রাজ্যশ্রী ত্যাগ করিয়া কন্থক অশ্বে আরোহণ করিয়া ছন্ন সারথিকে সঙ্গে লইয়া অভিনিষ্ক্রমণকালে নগরদ্বারে স্থিত মার বলিয়াছিল—'সিদ্ধার্থ, ফিরিয়া যাও। অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে চক্ররত্ন তোমার নিকট প্রাদুর্ভূত হইবে (অর্থাৎ রাজচক্রবর্তী হইবে)।'

'হে মার, আমি তাহা জানি। আমার ইহার প্রয়োজন নাই।'

'তাহা হইলে কি জন্য বাহির হইয়াছে?'

'সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভের জন্য।'

'তাহা হইলে যদি অদ্য হইতে কামবিতর্কাদির মধ্যে কোন একটিকে তোমার মনে স্থান দাও, তাহা হইলে আমি যথাকর্তব্য করিব।' সেইদিন হইতে সাত বৎসর যাবত মার মহাসত্ত্বকে অনুসরণ করিয়াছিল।

শাস্তাও ছয় বৎসর দুষ্করচর্যা করিয়া স্বকীয় পুরুষকারে প্রভাবে বোধিমূলে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করিয়া বিমুক্তিসুখ উপভোগ করিতে করিতে পঞ্চম সপ্তাহে অজপাল ন্যাগ্রোধমূলে উপবেশন করিলেন। সেই সময় মার—'আমি এতকাল যাবত (সিদ্ধার্থকে) অনুসরণ করিয়া সুযোগের সন্ধানে থাকিয়া ইহার কিঞ্চিৎ মাত্র দোষ দেখি নাই। এখন সে আমার ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে' এই বলিয়া মনের দুঃখে মহাপথে বসিয়া পড়িল। তখন তাহার তৃষ্ণা, আরতি ও রাগ নাম্নী কন্যা 'আমাদের পিতাকে দেখা যাইতেছে না, তিনি এখন কোথায়' চারিদিকে অবলোকন করিতে করিতে দেখিল যে তাহাদের পিতা ঐভাবে দুর্মনা হইয়া বসিয়া আছে। তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—'পিতঃ, আপনি এত দুঃখী এবং দুর্মনা কেন?' মার তাহাদের সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল। তখন তাহারা তাহাকে বলিল—'পিতঃ, চিন্তা করিবেন না, আমরা তাঁহাকে (বুদ্ধকে) নিজেদের বশে আনয়ন করিব।'

'মা, কেহই তাঁহাকে বশীভূত করিতে সক্ষম হইবে না।' 'পিতঃ, আমরা নারী, এখনই তাঁহাকে রাগপাশে বন্ধন করিয়া আনিব। আপনি চিন্তা করিবেন না।' তাহারা শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—'হে শ্রমণ, আমরা আপনার পাদপরিচারিকা হইতে উৎসুক।' শাস্তা তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তাহাদের দিকে ফিরিয়াও তাকাইলেন না।

পুনরায় মারকন্যাগণ (পরস্পর বলিতে লাগিল)—'পুরুষদের রুচি বিভিন্ন, কাহারও কাহারও কুমারীদের প্রতি প্রেম হয়, কাহারও কাহারও বা প্রথম বয়ঃপ্রাপ্তদের প্রতি প্রেম হয়, কাহারও কাহারও বা মধ্যম বয়স্কাদের প্রতি প্রেম হয়, কাহারও কাহারও বা শেষ বয়স প্রাপ্তদের প্রতি প্রেম হয়। অতএব আমরা নানাভাবে তাঁহাকে প্রলোভিত করিব। এই বলিয়া তাহারা একের পর একে

http://kalpataruboi.org

কুমারী বর্ণাদিবশে শত শত স্ত্রীরূপ নির্মাণ করিয়া কেহ কেহ কুমারী, কেহ কেহ অবিজাতা (অর্থাৎ এখনও সন্তানের জন্ম দেয় নাই), কেহ কেহ বা একবারমাত্র জন্ম দিয়াছে, কেহ কেহ বা দুইবার জন্ম দিয়াছে, কেহ কেহ বা মধ্যম বয়স্কা এবং কেহ কেহ বা বৃদ্ধার বেশে ছয়বার ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—'হে শ্রমণ, আমরা আপনার পাদপরিচারিকা হইতে চাহি।' ভগবান তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না, কারণ অনুত্তর উপধিক্ষয়ের দ্বারা তিনি বিমুক্ত। এতদসত্ত্বেও তাহারা শাস্তার অনুগমন করিতে থাকিতে তিনি বলিলেন—'দূর হও, কি দেখিয়া তোমরা এত পরিশ্রম করিতেছ? যাহারা বীতরাগ হইয়াছে, তাহাদের সম্মুখে এইরূপ আচরণ নিরর্থক। তথাগতের রাগাদি প্রহীন হইয়াছে। কেন তাহাকে তোমাদের বশীভূত করিতে চাহিতেছ?' বলিয়া এই গাথাদ্বয় ভাষণ করিলেন—

'যাঁহার বিজয় পরাজয়ে পর্যবসিত হয় না, যাঁহার দ্বারা জিত কোন ক্লেশ (পাপ) জগতে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করে না, সেই অনন্তগোচর সর্বজ্ঞ, অপদ (যাঁহার রাগাদি ক্লেশসমূহের কোন পদ বর্তমান নাই) বুদ্ধকে কোন পথে লইয়া যাইবে?' (ধর্মপদ, শ্লোক-১৭৯)

'যাঁহার জালবতী (অর্থাৎ বন্ধনকারিণী) এবং বিষাত্মিকা তৃষ্ণা তাঁহাকে কোথাও লইয়া যাইতে পারে না, সেই অনন্তগোচর সর্বজ্ঞ, রাগাদি পদহীন বুদ্ধকে কোন পথে লইয়া যাইবে?' (ধর্মপদ, শ্লোক-১৮০)

অন্বয় : 'যাহার বিজয় পরাজয়ে হয় না' অর্থাৎ যেই সম্যকসম্বুদ্ধের বিভিন্ন উপায়ের দ্বারা জিত রাগাদি ক্লেশ পুনরায় উৎপন্ন হইয়া তাঁহাকে পরাজিত করে না, যাঁহার জয় দুর্জিত হয় না। 'পশ্চাদনুসরণ করে না'। যাঁহার ক্লেশরাশি (সম্পূর্ণরূপে) বিজিত, রাগাদি কোন একটি ক্লেশও জগতে তার পশ্চাদগমন করে না, অনুসরণ করে না। 'অনন্তগোচর' অনন্ত আলম্বনসম্পন্না, সর্বজ্ঞতা জ্ঞানবশে অনন্তগোচর। 'কোন পদের দ্বারা' যাহার রাগাদি পদসমূহের মধ্যে একটিও বর্তমান আছে, তাহাকে তোমরা সেই পাদ লইয়া যাও। বুদ্ধের তাদৃশ একটি পদও বর্তমান নাই। সেই অপদ বুদ্ধকে তোমরা কোন পথে চালিত করিবে? (সেই নিষ্কলঙ্ক বুদ্ধকে) তোমরা কিভাবে প্রলুব্ধ করিবে?

দ্বিতীয় গাথায় তৃষ্ণাকে 'জালিনী' বলা হইয়াছে। জড়াতে পারে, বন্ধন করিতে পারে এইরকম জাল ইহার আছে বলিয়া 'জালিনী', জালকারি অর্থেও 'জালিনী' এবং জালের উপমাযুক্ত বলিয়াও 'জালিনী'। তৃষ্ণাকে 'বিষাত্মিকা' বলা হইয়াছে। রূপাদি আলম্বনসমূহে বিষাক্ততা, বিষাক্তমনতা, বিষাহরতা, বিষপুষ্পতা, বিষফলতা এবং বিষপরিভোগতার জন্য 'বিষাত্মিকা'। এইরূপ তৃষ্ণা যাঁহাকে ভবে কোথাও লইয়া যাইতে পারে না, সেই অপদ বুদ্ধকে তোমরা কোন পথে লইয়া যাইবে?

দেশনাবসানে বহু দেবগণের ধর্মাভিসময় হইয়াছিল। মারকন্যাগণও সেই স্থানেই অন্তর্ধান করিল।

http://kalpataruboi.org

শাস্তা এই ধর্মদেশনা উদ্ভুত করিয়া বলিলেন—'মাগন্দিয়, যখন পূর্বে এই তিন মারকন্যাকে দেখিয়াছিলাম যাহারা শ্লেষ্মাদির দ্বারা অক্লিন্ন এবং সুবর্ণবর্ণের দেহসম্পন্না। তখনও তাহাদের প্রতি আমার কামচ্ছন্দ উৎপন্ন হয় নাই। তোমার কন্যার শরীর দ্বাত্রিংশাকারের দ্বারা পরিপূর্ণ কুণপসদৃশ এবং বহির্ভাগে চিত্রিত অশুচি ঘটসদৃশ। যদি আমার পা অশুচি স্রক্ষিত হয় এবং তোমার কন্যা সোপান শ্রেণীতে শয়ন করিয়া থাকে, তথাপি আমি তাহাকে পায়ের দ্বারাও স্পর্শ করিব না।' এই কথা বলিয়া শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'তৃষ্ণা, অরতি ও রাগকে[১৪] দেখিয়া তাঁহার একটুও কামচ্ছন্দ উৎপন্ন হয় নাই। মূত্রপুরীষপূর্ণ ইহা কি পদার্থ? আমি পায়ের দ্বারাও ইহাকে স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করি না।' [সুত্তনিপাত, গাথা-৮৩৫] দেশনাবসানে উভয় দম্পতি অনাগামীফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

মারকন্যাগণের উপাখ্যান সমাপ্ত

দেবাবরোহণের উপাখ্যান—২

৩. যে ঝানপসুতা ধীরা নেক্‌খম্মূপসমে রতা,
দেবা'পি তেসং পিহযন্তি সম্বুদ্ধানং সতীমতং।...১৮১

অনুবাদ : যে জ্ঞানী ব্যক্তিরা সতত ধ্যানপরায়ণ এবং নিষ্কাম শান্তিতে নিবিষ্ট সেই সকল স্মৃতিমান সম্বুদ্ধ পুরুষদের দেবতারাও স্পৃহা করেন।

অন্বয় : যে ঝানপসুতা ধীরা (যাঁরা ধ্যানপরায়ণ, জ্ঞানী) নেক্‌খম্মূপসমে রতা (নৈষ্ক্রম্য উপশমে রত) সতীমতং সম্বুদ্ধানং তেসং (সেই স্মৃতিমান সম্বুদ্ধগণকে) দেবা অপি পিহযন্তি (দেবতারাও স্পৃহা করেন)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : বুদ্ধেরা হলেন অনন্ত জ্ঞানের আধার। ধ্যানবলে তাঁরা সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত, নির্বাণসুখে নিত্য পরিতৃপ্ত। তাই তাঁরা মানুষদের মত বটেই, দেবতাদের কাছেও শ্রদ্ধেয়। দেবতারাও তাঁদের ঐ উচ্চাবস্থা কামনা করেন, তাঁদের অনুসরণ করেন।

'যে সকল পণ্ডিত সতত ধ্যানপরায়ণ' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা সাংকাশ্য নগরদ্বারে বহু দেব-মনুষ্যগণকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন। দেশনার উৎপত্তি রাজগৃহেই হইয়াছিল।

একসময় রাজগৃহ শ্রেষ্ঠী গঙ্গায় জলক্রীড়া করিতে গিয়াছিলেন। যাহাতে স্বয়ং জলে ভাসিয়া না যান এবং প্রমাদবশত দেহ হইতে স্খলিত আভরণাদি জলে ভাসিয়া না যায়, সেইজন্য তিনি একটি জালকরণ্ডক জলে ফেলিয়া তাহার অভ্যন্তরেই জলক্রীড়া করিতেন। গঙ্গার উপরি তীরে একটি রক্তচন্দনের গাছ ছিল। এক সময় গঙ্গার জলে ধৌতমূল হইয়া গাছটি ভূপতিত হয় এবং (গঙ্গার

[১৪]। অন্যত্র রতিকে।

http://kalpataruboi.org

জলে ভাসিতে ভাসিতে) বিভিন্ন প্রস্তরখণ্ডের ঘাত-প্রতিঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়। ঐ গাছেরই একটি কলসি প্রমাণের গুঁড়ি পাষাণে ঘষা খাইতে খাইতে এবং জলের ঢেউয়ের আঘাতে আঘাতে মসৃণ হইয়া ক্রমশ ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া শৈবালাচ্ছন্ন অবস্থায় ঐ শ্রেষ্ঠীর জালে আসিয়া লাগিল। শ্রেষ্ঠী 'ইহা কি' জিজ্ঞাসা করিয়া 'বৃক্ষ ঘটিকা' বলিয়া জানিয়া তাঁহার নিকট আনাইলেন এবং 'বস্তুটি কি' জানিবার জন্য ক্ষুরের অগ্রভাগ দ্বারা ঈষৎ ছেদন করিয়া তৎক্ষণাৎ বুঝিলেন যে ইহা অলক্তকবর্ণের রক্তচন্দন। শ্রেষ্ঠী সম্যকদৃষ্টিসম্পন্নও নহেন, মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্নও নহেন, তিনি নিরপেক্ষ দৃষ্টিসম্পন্ন। তিনি চিন্তা করিলেন—'আমার গৃহে অনেক রক্তচন্দন আছে। ইহা লইয়া আমি কি করিব?' আবার ভাবিলেন—'এই জগতে 'আমরা অর্হৎ, আমরা অর্হৎ' বলিয়া অনেকে জাহির করিয়া থাকেন, কিন্তু আমি তাদৃশ একজনকেও জানি না। (আমি পরীক্ষা করিয়া জানিব)। আমার গৃহের সহিত একটি ঘূর্ণিচক্র যুক্ত করিয়া তাহাতে চন্দনপাত্রটি শিকায় ঝুলাইয়া দিব। অপরদিকে বাঁশের সঙ্গে বাঁশ বাঁধিয়া ষাট হাত উচ্চতায় ঐ শিকার রজ্জু বাঁশের সঙ্গে বাঁধিয়া দিব। পাত্রটি শূন্যে অনবরত আবর্তিত হইবে। আমি তখন ঘোষণা করিব—'যদি কোন অর্হৎ থাকেন, তাহা হইলে আকাশপথে আসিয়া এই পাত্র গ্রহণ করুন। যদি কেহ গ্রহণ করিতে পারেন আমি স্ত্রী-পুত্রসহ তাঁহার শরণাগত হইব।' তিনি তাঁহার চিন্তা অনুসারে সব ব্যবস্থা করিয়া ঘূর্ণায়মান পাত্রটিকে বেণু পরম্পরায় ষাট হাত উচ্চতায় উত্তোলিত করিয়া বলিলেন—'এই জগতে যদি কোন অর্হৎ থাকেন, তিনি আকাশপথে আসিয়া এই পাত্র গ্রহণ করুন।'

ছয়জন ধর্মগুরু[১৫] বলিলেন—'ইহা আমাদেরই উপযুক্ত। ইহা আমাদেরই প্রদান করুন।' শ্রেষ্ঠী বলিলেন—'আকাশপথে আসিয়া গ্রহণ করুন।' ষষ্ঠ দিবসে নিগণ্ঠনাতপুত্ত শিষ্যদের পাঠাইলেন—'যাও, এইরূপ বল 'আমাদের আচার্যেরই ইহা উপযুক্ত। সামান্য ব্যাপারের জন্য আকাশে গমন করাইও না। ঐ পাত্র আমাকে দিন।' তাহারা যাইয়া শ্রেষ্ঠীকে বলিল। শ্রেষ্ঠী বলিলেন—'আকাশপথে আসিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলে গ্রহণ করুন।' নাতপুত্ত স্বয়ং যাইতে ইচ্ছুক হইয়া শিষ্যদের সংকেত দিলেন—'আমি একটি হাত এবং একটি পা উপরে তুলিয়া উর্ধ্বদিকে লম্ফ প্রদানের ভান করিব। তোমরা তখন বলিবেন—'আচার্য কি করিতেছেন? সামান্য একটি দারুময় পাত্রের জন্য নিজের গুপ্ত অর্হৎ বিদ্যা জনসাধারণের সম্মুখে প্রকট করিবেন?' এই কথা বলিয়া আমার হাত এবং পা টানিয়া ধরিয়া আমাকে ভূপাতিত করিবে।' তিনি স্বয়ং যাইয়া শ্রেষ্ঠীকে বলিলেন—'মহাশ্রেষ্ঠী, এই পাত্র আমারই উপযুক্ত, অন্য কেহ উপযুক্ত নহে। এই সামান্য কারণে শূন্যে লম্ফ প্রদান করার জন্য আমাকে বলিবেন না। পাত্রটি

[১৫]। পূরণ কস্‌সপ, মক্‌খলি গোসাল, অজিতকেসকম্বলী, পকুধ কচ্চায়ন, সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্ত এবং নিগণ্ঠ নাতপুত্ত।

http://kalpataruboi.org

আমাকেই দিন।' 'ভন্তে, শূন্যে উঠিয়াই গ্রহণ করুন।' তখন নাতপুত্ত 'তোমরা সরিয়া যাও, সরিয়া যাও' বলিয়া শিষ্যদের দূরে সরাইয়া 'আমি শূন্যে লম্ফ প্রদান করিব' বলিয়া একটি হাত ও একটি পা উপরের দিকে তুলিলেন। তখন শিষ্যরা তাঁহাকে বলিলেন—'আচার্য, আপনি কি করিতেছেন। সামান্য একটি তুচ্ছ দারুময় পাত্রের জন্য আপনার গুপ্ত বিদ্যা সাধারণের নিকট প্রকট করিবার কোন প্রয়োজন আছে কি?' এই বলিয়া তাঁহার হাত পা টানিয়া তাঁহাকে ভূপাতিত করিলেন। তিনি তখন শ্রেষ্ঠীকে বলিলেন—'ইহারা আমাকে উড়িতে দিতেছে না, আপনি পাত্রটা আমাকে দিন।' 'ভন্তে, শূন্যে উঠিয়া গ্রহণ করুন।' এইভাবে তীর্থিকগণ ছয়দিন যাবত অনেক কসরত করিয়াও পাত্রটি লাভ করিলেন না।

সপ্তম দিবসে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গল্যায়ন এবং আয়ুষ্মান পিণ্ডোল ভারদ্বাজ 'রাজগৃহে পিণ্ডপাতের জন্য' যাইব বলিয়া একটি পাথরের চাতালের উপর দাঁড়াইয়া বহির্বাস চীবর পরিধানকালে ধূর্তরা কথা উঠাইল—'ওহে, পূর্বে ছয়জন ধর্মগুরু 'আমরা অর্হৎ' বলিয়া বিচরণ করিতেছিলাম। অদ্য সপ্ত দিবস যাবত রাজগৃহে শ্রেষ্ঠী পাত্র উপরে ঝুলাইয়া রাখিয়া বলিয়া আসিতেছেন—'যদি কোন অর্হৎ থাকেন, তাহা হইলে শূন্যমার্গে যাইয়া এই পাত্র গ্রহণ করুন।' কিন্তু উক্ত অর্হৎগণের (অর্থাৎ যে ছয়জন তীর্থিক এতাবৎকাল নিজেদের অর্হৎ বলিয়া ঘোষণা করিতেছিলেন) কেহই আকাশমার্গে যাইতে সক্ষম হইলেন না। অদ্যই জানিলাম যে জগতে অর্হৎ নাই।' এই কথা শুনিয়া আয়ুষ্মান মহামৌদ্গল্যায়ন আয়ুষ্মান পিণ্ডোল ভারদ্বাজকে বলিলেন—'আবুসো ভারদ্বাজ, তুমি কি ইহাদের কথা শুনিয়াছ? ইহারা যেন বুদ্ধশাসনকে হেয় প্রতিপন্ন করিতেছে। তুমি মহাঋদ্ধিমান এবং মহাপ্রভাবসম্পন্ন। তুমি আকাশপথে যাইয়া ঐ পাত্র গ্রহণ কর।'

'আবুসো মহামৌদ্গল্যায়ন, আপনি ঋদ্ধিমানদের মধ্যে অগ্রস্থানীয়। আপনিই ঐ পাত্র গ্রহণ করুন। আপনি গ্রহণ না করিলে আমি গ্রহণ করিব।'

'আবুসো তুমিই গ্রহণ কর' এই কথা বলিলে আয়ুষ্মান পিণ্ডোল ভারদ্বাজ অভিজ্ঞাপাদক চতুর্থ ধ্যানে প্রবেশ করিয়া, তথা হইতে উঠিয়া আসিয়া ত্রিযোজন বিস্তৃত একটি পাষাণের চাতালকে পায়ের অন্তভাগের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া (স্বয়ং তাহাতে অবস্থান করিয়া) তুলার ন্যায় আকাশে উঠাইয়া রাজগৃহ নগরের উপরে (শূন্যে) সাতবার প্রদক্ষিণ করিলেন। ইহাকে ত্রিযোজন বিস্তৃত রাজগৃহ নগরের আচ্ছাদন বলিয়া মনে হইতেছিল। নগরবাসিগণ 'এই পাষাণ আমাদের উপর পতিত হইবে' এই ভয়ে ভীত হইয়া ধামা-কুলা প্রভৃতি মাথায় দিয়া যে যেদিকে পারিল লুকাইয়া পড়িল। সপ্তমবার স্থবির পাষাণ চাতালকে বিদীর্ণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন। জনগণ স্থবিরকে দেখিয়া বলিল—'ভন্তে পিণ্ডোল ভারদ্বাজ, আপনার পাষাণটিকে শক্ত করিয়া ধরিয়া থাকুন, তাহা না হইলে আমাদের সকলকে নাশ করিবে।' স্থবির পায়ের অগ্রভাগের দ্বারা পাষাণটিকে নিক্ষেপ করিলেন। ইহা নিজের জায়গায় গিয়া পড়িল। স্থবির শ্রেষ্ঠীর গৃহের চূড়ায় গিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শ্রেষ্ঠী উপুড় হইয়া ভূমিতে পতিত হইয়া

http://kalpataruboi.org

বলিলেন—'প্রভু, অবতরণ করুন' এবং আকাশ হইতে অবতীর্ণ স্থবিরকে বসাইয়া তাঁহার পাত্র লইয়া চারি প্রকার মধুরদ্রব্যের দ্বারা তাহা পূর্ণ করিয়া স্থবিরকে প্রদান করিলেন। স্থবির পাত্র লইয়া বিহারাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাঁহারা অরণ্যগত বা শূন্যাগারগত তাঁহারা ঐ প্রাতিহার্য দেখেন নাই। তাঁহারা একত্রিত হইয়া স্থবিরকে অনুসরণ করিয়া বলিলেন—'ভন্তে, আমাদেরও প্রাতিহার্য প্রদর্শন করুন।' তিনি তাঁহাদের প্রাতিহার্য প্রদর্শন করিয়া বিহারে চলিয়া গেলেন।

শাস্তা তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া যাইতে যাইতে জনগণের উচ্চ নিনাদ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আনন্দ, ইহা কিসের শব্দ?' 'ভন্তে, পিণ্ডোল ভারদ্বাজ আকাশে উঠিয়া চন্দনপাত্র গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার নিকটেই এই শব্দ হইতেছে। (শাস্তা) ভারদ্বাজকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'সত্যই কি তুমি এইরূপ করিয়াছ?' 'ভন্তে, সত্যই।' 'ভারদ্বাজ কেন তুমি এইরূপ করিয়াছ?' বলিয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া পাত্রটিকে বিভিন্ন খণ্ডে খণ্ডিত করাইয়া ভিক্ষুদের প্রদান করাইলেন যাহাতে চূর্ণ করিয়া তাহারা ব্যবহার করিতে পারে। তারপর তদ্রূপ প্রাতিহার্য প্রদর্শন না করিবার জন্য ভিক্ষুদের এই মর্মে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করিলেন (দ্র. চুল্লবগ্‌গ, ২৫২)

তীর্থিকগণ 'শ্রমণ গৌতম সেই পাত্র খণ্ডিত-বিখণ্ডিত করিয়া প্রাতিহার্য, প্রদর্শন না করার জন্য ভিক্ষুদের শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করিয়াছেন' শুনিয়া 'শ্রমণ গৌতমের শিষ্যগণ প্রাণ থাকিতে ঐ শিক্ষাপদ লঙ্ঘন করিবে না, শ্রমণ, গৌতমও নিশ্চয়ই তাহা রক্ষা করিবেন। এখনই আমাদের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।' এই ভাবিয়া নগরবীথিসমূহে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—'আমরা নিজেদের বিদ্যা গোপন রাখার জন্য পূর্বে দারুময় পাত্রের কারণে নিজেদের বিদ্যা জনগণকে প্রদর্শন করি নাই। শ্রমণ গৌতমের শিষ্যরা সামান্য পাত্রের কারণে নিজেদের বিদ্যা জনগণের নিকট প্রদর্শিত করিয়াছে। শ্রমণ গৌতম নিজের পাণ্ডিত্য বজায় রাখার জন্য ঐ পাত্রটি বিদীর্ণ করাইয়া শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করিয়াছেন। এখন আমরা তাঁহারই সঙ্গে প্রাতিহার্য প্রদর্শন করিব।'

রাজা বিম্বিসার এই কথা শুনিয়া শাস্তার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, আপনি নাকি আপনার শিষ্যদের প্রাতিহার্য প্রদর্শন না করিবার জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করিয়াছেন?' 'হ্যাঁ, মহারাজ।' 'এখন তীর্থিকগণ বলিতেছেন আপনার সঙ্গেই প্রাতিহার্য প্রদর্শন করিবেন। এখন কি করিবেন?' 'মহারাজ, তাহারা করিলেই করিব!' 'আপনি কি শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করেন নাই?' 'মহারাজ, আমি ত নিজের জন্য কোন শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করি নাই, শ্রাবকদের জন্যই করিয়াছি।' 'ভন্তে, আপনি কি বলিতে চান, উক্ত শিক্ষাপদ আপনাকে বাদ দিয়া অন্যদের জন্যই প্রজ্ঞাপিত করিয়াছেন?' 'তাহা হইলে, মহারাজ, আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি—মহারাজ, আপনার রাজ্যে একটি প্রমোদ উদ্যান আছে না?' 'হ্যাঁ, ভন্তে, আছে।' 'মহারাজ, যদি আপনার উদ্যানে জনগণ প্রবেশ

http://kalpataruboi.org

করিয়া আম খাইয়া ফেলে, আপনি কি করিবেন?'

'ভন্তে, দণ্ড।'

'আপনি কি খাইতে পারেন?'

'হ্যাঁ ভন্তে। আমার শাস্তি হইবে না। যেহেতু আমি আমার নিজের জিনিসই খাইতেছি।'

'মহারাজ, যেমন এই তিনশত যোজন বিস্তৃত রাজ্যে আপনার আদেশ পালিত হয়, নিজের উদ্যানে আম প্রভৃতি ফল খাইলে আপনার শাস্তি হয় না, অন্যদের হয়, ঠিক তদ্রূপ শতসহস্র কোটি চক্রবালে আমার আদেশ পালিত হয়। নিজে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করিয়া না মানিলে অপরাধ হয় না, অন্যদের অপরাধ হয়। আমি প্রাতিহার্য প্রদর্শন করিব।' তীর্থিকগণ ইহা শুনিয়া 'আমরা এখন আবার বিনষ্ট হইব, শ্রমণ গৌতম নাকি শ্রাবকদের জন্যই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করিয়াছেন, নিজের জন্য নহে। স্বয়ং নাকি প্রাতিহার্য প্রদর্শন করিতে ইচ্ছুক। এখন আমরা কি করিব?' বলিয়া মন্ত্রণা করিলেন।

রাজা শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, আপনি কবে প্রাতিহার্য প্রদর্শন করিবেন?' 'মহারাজ, এখন হইতে চারিমাস পরে আষাঢ়ী পূর্ণিমার দিন।' 'ভন্তে, কোথায় করিবেন?' 'মহারাজ, শ্রাবস্তীর নিকটে।' ['শাস্তা এতদূরে স্থান নির্বাচন করিলেন কেন? 'যেহেতু শ্রাবস্তী হইতেছে সেই স্থান যেখানে অতীতের সকল বুদ্ধগণ তাঁহাদের প্রাতিহার্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এখন যাহাতে বহুলোকের সমাগম হইতে পারে সেইজন্য অতদূরে স্থান নির্বাচন করা হইয়াছে।] তীর্থিকগণ এই কথা শুনিয়া 'এখন হইতে চারিমাস পরে শ্রমণ গৌতম শ্রাবস্তীতে প্রাতিহার্য প্রদর্শন করিবেন। আমরা তাঁহাকে অনুসরণ করিব। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিবে—'ব্যাপার কি?' আমরা বলিল—'আমরা শ্রমণ গৌতমের সঙ্গে প্রাতিহার্য প্রদর্শন করিব বলিয়াছিলাম। (শুনিয়া) তিনি পলায়ন করিতেছেন। আমরা তাঁহাকে অনুসরণ করিতেছি যাহাতে তিনি পলায়ন করিতে না পারেন।' শাস্তা রাজগৃহে পিণ্ডাচরণ করিয়া বহির্গত হইলেন। তীর্থিকগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহির্গত হইয়া শাস্তাকে অনুসরণ করিলেন। শাস্তার ভোজনকৃত্য স্থানে তাঁহারা রাত্রিবাস করিলেন; যেখানে শাস্তা রাত্রিবাস করিলেন সেখানে তাঁহারা পরের দিন প্রাতরাশ গ্রহণ করিলেন। লোকেরা 'ব্যাপার কি?' জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা পূর্ববৎ উত্তর দিয়াছিলেন। 'প্রাতিহার্য দর্শন করিব' বলিয়া জনতা তাঁহাদের অনুসরণ করিতে লাগিল।

শাস্তা ক্রমশ শ্রাবস্তীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তীর্থিকগণও তাঁহার সহিত উপস্থিত হইয়া ভক্তদের একত্রিত করিয়া শতসহস্র (মুদ্রা) লাভ করিলেন। তদদ্বারা খদিরকাঠের স্তম্ভ দিয়া মণ্ডপ করা হইল এবং নীলোৎপল দ্বারা আচ্ছাদিত করা হইল। 'আমরা এখানে প্রাতিহার্য প্রদর্শন করিব' বলিয়া তাঁহারা বসিয়া পড়িলেন। রাজা পসেনদি কোশল শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'ভন্তে, তীর্থিকগণ মণ্ডপ নির্মাণ করাইয়াছেন, আমিও আপনার জন্য মণ্ডপ নির্মাণ করাই।'

http://kalpataruboi.org

'মহারাজ, প্রয়োজন নাই, আমার মণ্ডপ নির্মাতা আছে।' 'ভন্তে, আমি ছাড়া আর কে এই কাজ করিবে?'

'মহারাজ, দেবরাজ শক্র।'

'ভন্তে, আপনি কোথায় প্রাতিহার্য প্রদর্শন করিবেন?'

'মহারাজ, গণ্ডম্ব বৃক্ষমূলে।' তীর্থিকগণ শাস্তার আম্রবৃক্ষমূলে প্রাতিহার্য প্রদর্শন করিবেন শুনিয়া ভক্তদের ডাকাইয়া এক যোজন স্থানে যত আমগাছ আছে, এমনকি সদ্যোজাত আমের চারা পর্যন্ত, সমস্তই উৎপাটিত করাইয়া অরণ্যে নিক্ষেপ করাইলেন।

শাস্তা আষাঢ়ী পূর্ণিমার দিন নগরে প্রবেশ করিলেন। রাজার গণ্ড নামক উদ্যানপালক পিঙ্গল পিপীলিকাদের দ্বারা কৃত পত্রপুটের অভ্যন্তরে একটি বড় পাকা আম দেখিতে পাইল এবং ইহার গন্ধরস লোভে আগত কাকদের তাড়াইয়া রাজার আহারের জন্য লইয়া যাইবার সময় পথিমধ্যে শাস্তাকে দেখিয়া চিন্তা করিল—'রাজা এই আম খাইয়া আমাকে আটটি বা দশটি কার্ষাপণ দিবেন, ইহার দ্বারা আমি এক জীবনও বাঁচিয়া থাকিতে পারিব না। যদি আমি ইহা শাস্তাকে প্রদান করি, তাহা হইলে এই দান অবশ্যই আমার বহু জন্মের হিতাবহ হইবে।' ইহা ভাবিয়া সে ঐ আম শাস্তার নিকট উপস্থাপিত করিল। শাস্তা আনন্দ স্থবিরের দিকে তাকাইলেন। অনন্তর স্থবির চতুর্মহারাজপ্রদত্ত পাত্র বাহির করিয়া শাস্তার হাতে দিলেন। শাস্তা পাত্র আগাইয়া দিয়া পাকা আমটি গ্রহণ করিলেন এবং সেইস্থানে আসন গ্রহণ করিবেন এই সংকেত দিলেন (আনন্দ স্থবিরকে)। স্থবির চীবর বিছাইয়া দিলেন। শাস্তা উপবেশন করিলে আনন্দ জল ছাঁকিয়া লইয়া পাকা আমটি তাহাতে মর্দিত করিয়া পানীয় প্রস্তুত করিয়া শাস্তাকে দিলেন। শাস্তা আমের সরবত পান করিয়া গণ্ডকে বলিলেন—'এই আমের আঁটিটি এইখানেই মাটি খুঁড়িয়া রোপণ কর।' সে তাহাই করিল। শাস্তা তাহার উপর হাত ধুইলেন। হাত ধুইবামাত্রই লাঙ্গলের হাতলের পরিমাণের স্কন্ধযুক্ত এবং উচ্চতায় পঞ্চাশহাতযুক্ত একটি আম্রবৃক্ষ উৎপন্ন হইল। চতুর্দিকে এক একটি করিয়া এবং উর্ধ্বদিকে একটি মোট পাঁচটি মহাশাখা উৎপন্ন হইল যাহার (প্রত্যেকটির) দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ হাত। তৎক্ষণাৎ ইহা পুষ্প-ফলে পরিপূর্ণ হইল। এক একটি শাখায় পর্যাপ্ত পরিমাণে পাকা আম দেখা গেল। পরে আসিয়া ভিক্ষুগণ পাকা আম খাইতে খাইতে চলিয়া গেলেন। রাজা 'ঈদৃশ আম্রবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে' শুনিয়া 'ইহাকে কেহ ছেদন করিতে পারিবে না' বলিয়া প্রহরার ব্যবস্থা করিলেন। যেহেতু গণ্ড ইহা রোপণ করিয়াছিল তাই আম্রবৃক্ষের নাম হইয়াছিল 'গণ্ডম্ববৃক্ষ'। ধূর্তেরাও পাখা আম খাইয়া 'হরে দুষ্ট তীর্থিকেরা, শ্রমণ গৌতম গণ্ডম্ব বৃক্ষমূলে প্রাতিহার্য প্রদর্শন করিবেন শুনিয়া তোমরা যোজনাভ্যন্তরে সমস্ত আম্রবৃক্ষ এমনকি সদ্যোজাত আমের চারা পর্যন্ত উৎপাটিত করিয়াছ। ইহার নাম 'গণ্ডম্ব' বলিয়া উচ্ছিষ্ট আমের আঁটি ছুঁড়িয়া তাহাদের প্রহার করিল।

শক্র বাতবলাহক দেবপুত্রকে আদেশ দিলেন—'তীর্থিকদের মণ্ডপগুলি

http://kalpataruboi.org

বাতাসের দ্বারা উড়াইয়া লইয়া যাইয়া ময়লার পাহাড়ে ফেলিয়া দাও।' সে তাহাই করিল। সূর্য দেবপুত্রকে আদেশ দিলেন—'সূর্য মণ্ডলকে আকর্ষিত করিয়া দগ্ধ কর।' সে তাহাই করিল। পুনরায় বাতবলাহক দেবপুত্রকে আদেশ দিলেন—'বায়ু মণ্ডলকে উর্ধ্বমুখী করিয়া যাও।' সে তদ্রূপ করিলে তীর্থিকদের ঘর্মাক্ত কলেবরে ধূলাবালি বর্ষিত হইল। তাঁহাদের শরীর তাম্রবর্ণের হইয়া গেল। (তারপর শক্র) বর্ষবলাহককে আদেশ করিলেন—'বড় বড় ফোঁটার বৃষ্টিপাত ঘটাও।' সে তাহাই করিল। তখন তাঁহাদের শরীর কবর গাভীর ন্যায় হইল (অর্থাৎ বিচিত্র রঙের গাভীর ন্যায় হইয়া গেল)। নিগণ্ঠগণ (দিগম্বর তীর্থিকগণ) লজ্জিত হইয়া যে যেদিকে পারিলেন পলায়ন করিলেন। পলায়নকালে পূরাণ কাশ্যপের এক কৃষক ভক্ত 'এখন আর্যদের প্রাতিহার্য প্রদর্শনের সময়। যাইয়া প্রাতিহার্য দর্শন করিব' বলিয়া গরুগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া সকালে আনীত যাগুকুট এবং রজ্জু লইয়া ফিরিবার সময় পূরাণকে সেইভাবে পলায়ন করিতে দেখিয়া বলিল—'ভন্তে, আমি অদ্য আপনাদের প্রাতিহার্য দর্শন করিব বলিয়া আসিতেছি। আপনারা কোথায় যাইতেছেন?' 'তোমার প্রাতিহার্য চুলোয় যাক, তোমার ঐ হাঁড়ি আর রজ্জু আমাকে দাও।' তিনি তৎপ্রদত্ত হাঁড়ি আর রজ্জু লইয়া নদীতীরে যাইয়া রজ্জু দ্বারা হাঁড়িটিকে নিজের গলায় বাঁধিয়া লজ্জিত হইয়া কিছু না বলিয়াই হ্রদে পতিত হইয়া জলের বুদ্বুদ প্রদর্শন করিয়া ডুবিয়া মরিলেন এবং অবীচি নরকে উৎপন্ন হইলেন।

শক্র আকাশে রত্নচংক্রমণ নির্মাণ করাইলেন। ইহার একদিক পূর্ব চক্রবালের প্রান্তে ছিল এবং অন্যদিক পশ্চিম চক্রবালের প্রান্তে ছিল। অপরাহ্নের দ্বারা বাড়িতে থাকিলে ছত্রিশ যোজনিক পরিষদ সম্মিলিত হইল। শাস্তা 'এখন প্রাতিহার্য প্রদর্শনের সময়' ইহা চিন্তা করিয়া গন্ধকুটি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সম্মুখভাগে দাঁড়াইলেন। তখন ঘরণি নামক ঋদ্ধিমন্তী এক অনাগামী উপাসিকা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'ভন্তে, আমার মত আপনার কন্যা বর্তমান থাকিতে আপনি কষ্ট করিবেন কেন? আমি প্রাতিহার্য প্রদর্শন করিব।'

'ঘরণি, তুমি কিভাবে করিবে?'

'ভন্তে, আমি এক চক্রবালগর্ভে মহাপৃথিবীকে জলে রূপান্তরিত করিব এবং জলের পাখির ন্যায় তাহাতে ডুব দিয়া পূর্ব চক্রবালপ্রান্তে ভাসিয়া উঠিব, তদ্রূপ পশ্চিম চক্রবালপ্রান্তে এবং চক্রবালমধ্যে।' জনগণ আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিবে 'এ কে?' এবং জানিবে 'ইহার নাম ঘরণি'। [তখন তাহারা বলিবে] 'একজন মাত্র (বুদ্ধ শ্রাবিকা) নারীর যদি ঈদৃশ প্রভাব হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুদ্ধের প্রভাব কিরূপ হইবে?' তখন তীর্থিকগণ আপনাকে না দেখিয়াই পলায়ন করিবে।' তখন শাস্তা তাঁহাকে বলিলেন—'ঘরণি, আমি জানি যে তুমি এইরূপ প্রাতিহার্য প্রদর্শন করিতে সমর্থ। কিন্তু এই মালাপুট তোমার জন্য সজ্জিত হয় নাই' বলিয়া তাঁহার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন। তিনি (ঘরণি) 'শাস্তা আমাকে অনুমতি দিলেন না, নিশ্চয়ই অন্য কেহ আছেন যিনি আমা অপেক্ষা উন্নততর প্রাতিহার্য

http://kalpataruboi.org

প্রদর্শন করিতে সমর্থ' এই ভাবিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। শাস্তাও 'এইভাবে তাহাদের গুণ প্রকটিত হইবে এবং এইরূপ ছত্রিশ যোজনিক পরিষদের মধ্যে সিংহনাদ করিবে' ইহা ভাবিয়া অন্যদের জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমরা কি প্রকারে প্রাতিহার্য প্রদর্শন করিবে?' তাঁহারা 'ভন্তে, আমরা এইরূপ এইরূপ করিব' বলিয়া শাস্তার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াই সিংহনাদ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে চূল অনাথপিণ্ডিক 'আমার মত অনাগামী উপাসক থাকিতে শাস্তা কষ্ট করিবেন কেন?' চিন্তা করিয়া বলিলেন—'ভন্তে, আমি প্রাতিহার্য প্রদর্শন করিব।'

'তুমি কি প্রকারে করিবে?'

'ভন্তে, আমি দ্বাদশ যোজনিক ব্রহ্মাত্মভাব নির্মাণ করিয়া এই পরিষদের মধ্যে মহামেঘ গর্জনের শব্দের ন্যায় ব্রহ্মাস্ফোটন নামক আস্ফোটন করিব (মহাব্রহ্মা পৃথিবীকে প্রকম্পিত করিলে যেরূপ শব্দ হয় সেইরূপ)। জনগণ তখন জিজ্ঞাসা করিবে 'ইহা কিসের শব্দ?' এবং জানিবে ইহা চূল অনাথপিণ্ডিকের ব্রহ্মাস্ফোটন শব্দ।' তীর্থিকগণ তখন ভাবিবে 'একজন গৃহপতি শিষ্যের যদি ঈদৃশ প্রভাব হইয়া থাকে তাহা হইলে বুদ্ধের প্রভাব আরও কত অসাধারণ হইবে এবং আপনার দর্শন না করিয়াই পলায়ন করিবে।'

শাস্তা 'তোমার প্রভাবের কথা আমি অবগত'। কিন্তু... ...' ইত্যাদি পূর্ববৎ বলিয়া তাঁহাকেও প্রাতিহার্য প্রদর্শনের অনুমতি দিলেন না।

অনন্তর একজন প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত সপ্তবর্ষীয়া চীরা নামক শ্রামণেরী শাস্তাকে বন্দনা করিয়া বলিল—'ভন্তে, আমি প্রাতিহার্য প্রদর্শন করিব।'

'হে চীরে, তুমি কি প্রকারে করিবে?'

'ভন্তে, আমি সুমেরু, চক্রবালপর্বত এবং হিমালয়কে আনিয়া এখানে পরপর সজ্জিত করিয়া হংসশকুনীর ন্যায় উড়িয়া কোনটিকে স্পর্শ না করিয়া ঐসকল ঘুরিয়া আসিবে। জনগণ আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিবে—'এ কে?' এবং জানিবে 'চীর শ্রামণেরী'। তখন তীর্থিকগণ ভাবিবেন—'যদি সপ্তবর্ষীয়া শ্রামণেরীর এইরূপ প্রভাব হইতে পারে, না জানি বুদ্ধের প্রভাব কত অসাধারণ' এবং আপনার দর্শন না করিয়াই পলায়ন করিবে।' [ইহার পর বক্তব্যগুলো পূর্বোক্তের ন্যায় জানিতে হইবে] ভগবান তাহাকে 'তোমার প্রভাব আমি জানি' এই কথা বলিয়া প্রতিহার্য প্রদর্শনের অনুমতি দিলেন না। তখন আর একজন প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত অর্হৎ সপ্তবর্ষীয় চুন্দ নামক শ্রামণের শাস্তাকে বন্দনা করিয়া বলিল—'ভন্তে, আমি প্রাতিহার্য প্রদর্শন করিব।'

'কি প্রকারে করিবে?'

'ভন্তে, আমি জম্বুদ্বীপের প্রতীক মহাজম্বুবৃক্ষকে স্কন্ধে তুলিয়া ঘুরাইয়া মহাজম্বুর পেশীবিশেষ আহরণ করিয়া এই পরিষদকে খাওয়াইব। দিব্য পারিচ্ছত্তক পুষ্প আহরণ করিয়া আনিয়া তদদ্বারা আপনাকে বন্দনা করিব।'

শাস্তা 'আমি তোমার প্রভাব সম্বন্ধে সচেতন' এই কথা বলিয়া তাহাকেও প্রাতিহার্য প্রদর্শন করিতে দিলেন না।

http://kalpataruboi.org

অনন্তর উৎপলবর্ণা থেরী শাস্তাকে বন্দনা করিয়া বলিলেন—'ভন্তে, আমি প্রাতিহার্য প্রদর্শন করিব।'

'তুমি কিভাবে করিবে?'

'ভন্তে, আমি চতুর্দিকে দ্বাদশ যোজনিক পরিষদের সম্মুখে ছত্রিশ যোজনিক পরিষদ পরিবৃত হইয়া চক্রবর্তী রাজার ন্যায় উপস্থিত হইয়া আপনাকে বন্দনা করিব।'

শাস্তা বলিলেন—'তোমার প্রভাব আমি জানি'। কিন্তু তাঁহাকেও প্রাতিহার্য প্রদর্শনের অনুমতি দিলেন না। তখন মহামৌদ্‌গল্যায়ন স্থবির ভগবানকে বন্দনা করিয়া বলিলেন—'ভন্তে, আমি প্রাতিহার্য প্রদর্শন করিব।'

'তুমি কিভাবে করিবে?'

'ভন্তে, আমি সুমেরু পর্বতরাজকে দুই দন্তপাটির ফাঁকে রাখিয়া মাষকলাইয়ের মত চিবাইয়া খাইব।'

'আর কি করিবে?'

'এই মহাপৃথিবীকে মাদুরের ন্যায় গুটাইয়া আনিয়া আমার দুই আঙ্গুলের মাঝখানে স্থাপন করিব।'

'আর কি করিবে?'

'এই মহাপৃথিবীকে কুম্ভকার-চক্রের ন্যায় ঘুরাইয়া পৃথিবীর ওজঃ জনগণকে খাওয়াইব।'

'আর কি করিবে?'

'আমি পৃথিবীকে বামহস্তে রাখিয়া দক্ষিণহস্তে সমস্ত সত্ত্বগণকে অন্য দ্বীপে স্থাপন করিব।'

'আর কি করিবে?'

'মহাপৃথিবীকে উত্তোলিত করিয়া সুমেরু পর্বতকে ছত্রদণ্ডের ন্যায় ইহার উপরে স্থাপিত করিয়া ছত্রধারী ভিক্ষুর ন্যায় (মহাপৃথিবীকে) এক হাতে লইয়া আকাশে চংক্রমণ করিব।' শাস্তা বলিলেন—'আমি তোমার প্রভাব জানি।' কিন্তু তাঁহাকেও প্রাতিহার্য প্রদর্শন করিতে দিলেন না। 'নিশ্চয়ই অন্য কেহ আছেন যিনি আমা অপেক্ষা উন্নততর প্রাতিহার্য প্রদর্শন করিতে সমর্থ' ইহা মনে করিয়া মহামৌদ্‌গল্যায়ন একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তখন শাস্তা তাঁহাকে বলিলেন—'মৌদ্‌গল্যায়ন, এই মালাপুট তোমার জন্য সজ্জিত হয় নাই। আমি হইলাম অসমধুর, আমার ধুর অন্য কেহ বহন করিতে সমর্থ নহে। অবাক হইবার মত কিছুই নাই। বাস্তবিক আমার ধুর বহনযোগ্য অপর কেহ নাই। অতীতে অহেতুক তির্যক যোনিতে জন্মগ্রহণ করা কালেও আমার ধুর অন্য কেহ বহন করিতে পারে নাই।'

স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন—'কোন সময়ে, ভন্তে?' শাস্তা অতীতের ঘটনা ব্যক্ত করিয়া—

http://kalpataruboi.org

'গুরুভার ছিল, রাস্তাও ছিল অসমান। কিন্তু কৃষ্ণ বৃষভকে যোজনা করায় সে সেই গুরুভারও বহন করিয়াছিল।'

এই 'কৃষ্ণ বৃষভ জাতক' (কৃষ্ণ জাতক, জাতক সংখ্যা ২৯) বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়া পুনরায় সেই ঘটনাকে বিশেষভাবে প্রকট করিবার জন্য—

'মিষ্টভাষী হইবে, কখনও রূঢ়ভাষী হইও না। মিষ্টভাষণের ফলে (বলীবর্দ) গুরুভার বহন করিয়াছিল এবং (ব্রাহ্মণকে) ধন লাভ করাইয়া দিয়া স্বয়ং হৃষ্টচিত্ত হইয়াছিল' এই 'নন্দিবিশাল জাতক' (জাতক সংখ্যা ২৮) বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিলেন। তারপর শাস্তা রত্নচংক্রমণে আরোহণ করিলেন। সম্মুখে দ্বাদশ যোজনিক পরিষদ, পশ্চাতে, উত্তরে ও দক্ষিণেও তদ্রূপ। সোজাসুজি চতুর্বিংশতি পরিষদের মধ্যে দাঁড়াইয়া শাস্তা যমক প্রাতিহার্য প্রদর্শন করিলেন।

পালি অর্থাৎ মূল বুদ্ধবচন হইতে ইহা এইভাবে জানিতে হইবে (পটিসম্ভিদামগ্‌গ, ১।১১৬) তথাগতের যমক প্রাতিহার্যে জ্ঞান কিরূপ? তথাগত অসাধারণ যমক প্রাতিহার্য প্রদর্শন করিয়াছেন যাহা কোন শ্রাবক কখনও প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তাঁহার শরীরের উর্ধ্বভাগ হইতে অগ্নিস্কন্ধ বহির্গত হইতেছে, নিম্নভাগ হইতে জলধারা প্রবাহিত হইতেছে। নিম্নকায় হইতে অগ্নিস্কন্ধ বহির্গত হইতেছে, উর্ধ্বকায় হইতে জলধারা প্রবাহিত হইতেছে। অনুরূপভাবে কায়ের সম্মুখভাগ হইতে অগ্নি, পশ্চাদভাগ হইতে জল; আবার পশ্চাদভাগ হইতে অগ্নি, সম্মুখভাগ হইতে জল; দক্ষিণভাগ হইতে অগ্নি এবং বামভাগ হইতে জল; বামভাগ হইতে অগ্নি, দক্ষিণভাগ হইতে জল। অনুরূপ বিপরীতভাবে ডানদিকের চক্ষু হইতে অগ্নি, বামদিকের চক্ষু হইতে জল, বামদিকের চক্ষু হইতে অগ্নি এবং ডানদিকের চক্ষু হইতে জল। ডানদিকের কর্ণ হইতে অগ্নি, বামদিকের কর্ণ হইতে জল; বামদিকের কর্ণ হইতে অগ্নি, ডানদিকের কর্ণ হইতে জল। ডানদিকের নাসিকা হইতে অগ্নি, বামদিকের নাসিকা হইতে জল; বামদিকের নাসিকা হইতে অগ্নি, ডানদিকের নাসিকা হইতে জল। ডানদিকের স্কন্ধকূট হইতে অগ্নি, বামদিকের স্কন্ধকূট হইতে জল; বামদিকের স্কন্ধকূট হইতে অগ্নি এবং ডানদিকের স্কন্ধকূট হইতে জল। দক্ষিণহস্ত হইতে অগ্নি, বামহস্ত হইতে জল, বামহস্ত হইতে অগ্নি, দক্ষিণহস্ত হইতে জল। দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে অগ্নি, বামপার্শ্ব হইতে জল; বামপার্শ্ব হইতে অগ্নি, দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে জল, ডান পদ হইতে অগ্নি, বাম পদ হইতে জল; বাম পদ হইতে অগ্নি, ডান পদ হইতে জল। হাতের আঙুল এবং পায়ের আঙুলসমূহ হইতে অগ্নি এবং হাতের ও পায়ের আঙুলের ফাঁক হইতে জল; আবার হাতের ও পায়ের আঙুলের ফাঁক হইতে জল এবং হাতের ও পায়ের আঙুলসমূহ হইতে অগ্নি। শরীরের এক একটি লোমকুপ হইতে অগ্নিস্কন্ধ, আবার এক একটি লোমকুপ হইতে জলধারা প্রবাহিত হইতেছে। নীল, পীত, লোহিত, শুভ্র, মঞ্জিট্‌ঠ, পভস্‌সরাদি ষড়বর্ণযুক্ত। ভগবান চংক্রমণ করিতেছেন। নির্মিত বুদ্ধ দাঁড়াইতেছেন, বাসিতেছেন, শয়ন করিতেছেন... ...ভগবান স্বয়ং চংক্রমণ করিতেছেন বা দাঁড়াইতেছেন বা

http://kalpataruboi.org

বসিতেছেন। ইহাই তথাগতের যমক প্রাতিহার্যে জ্ঞান।

এই প্রাতিহার্য ভগবান সেই রত্নচংক্রমণে চংক্রমণ করিয়া প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তেজঃ কৃৎস্ন সমাপত্তিবশত তাঁহার উর্ধ্বকায় হইতে অগ্নিস্কন্ধ বহির্গত হইতেছে, আপ কৃৎস্ন সমাপত্তিবশত নিম্নাঙ্গ হইতে উদকধারা প্রবাহিত হইতেছে। উদকধারার প্রবাহস্থান হইতে অগ্নিস্কন্ধ বহির্গত হইতেছে না এবং অগ্নিস্কন্ধের জ্বলন্তস্থান হইতে উদকধারা প্রবাহিত হইতেছে না। ইহা বুঝাইবার জন্য নিম্নাঙ্গ হইতে, উর্ধ্বাঙ্গ হইতে ইত্যাদি' বলা হইয়াছে। সর্বক্ষেত্রে ইহাই বুঝিতে হইবে। অগ্নিস্কন্ধ উদকধারার সহিত সংমিশ্রিত হয় নাই। তদ্রূপ উদকধারা অগ্নিস্কন্ধের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয় নাই। অগ্নিজ্বালা এবং উদকধারা উভয়ই ব্রহ্মলোক পর্যন্ত উত্থিত হইয়া চক্রবালের শেষ প্রান্তে পতিত হইয়াছিল। 'ছয় বর্ণের' কথা উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ বুদ্ধের দেহের ষড়রশ্মি মুচি হইতে ধাবমান দ্রবীভূত স্বর্ণের ন্যায় অথবা যান্ত্রিক নল হইতে নিষ্ক্রান্ত সুবর্ণ রসধারার ন্যায় এক চক্রবাল গর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া ব্রহ্মলোক স্পর্শ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিয়া চক্রবালপ্রান্তকেই ধারণ করিয়াছিল। প্রত্যেক চক্রবালগর্ভ বঙ্কগোপানসীর ন্যায় আলোক ধারায় আলোকিত হইল এবং বোধিগৃহ (বোধিমণ্ডপ) যেন একই আলোকে আলোকিত হইল।

সেই দিন শাস্তা চংক্রমণ করিয়া প্রাতিহার্য প্রদর্শনের ফাঁকে ফাঁকে জনগণের নিকট ধর্মদেশনাও করিয়াছিলেন। ধর্মদেশনাকালে জনগণকে নিরাশ না করিয়া আশ্বাসের বাণী শুনাইয়াছিলেন। সেই মুহূর্তে জনগণ সাধুবাদ দিয়াছিলেন। তাঁহাকে সাধুবাদ দিবার সময় শাস্তা সেই মহতী পরিষদের সকলের চিত্ত অনুধাবন করিয়া দেখিলেন যে প্রত্যেকের ষোল প্রকারের চিত্তাচার আছে। বুদ্ধগণের চিত্ত ঈদৃশ লঘুপরিবর্তনশীল। যে যেই ধর্ম এবং প্রাতিহার্যে প্রসন্ন বুদ্ধ তাহাকে সেই ধর্ম দেশনা করিয়াছেন এবং সেই প্রাতিহার্য প্রদর্শন করিয়াছেন। এইভাবে ধর্মদেশনা করার ফলে এবং প্রাতিহার্য প্রদর্শনের ফলে বহুলোকের ধর্মাভিসময় হইয়াছিল। শাস্তা সেই সমাগমে নিজের মন যাচাই করিয়া দেখিলেন যে, অন্য কেহ তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে অসমর্থ। তাই তিনি নির্মিত বুদ্ধ সৃষ্টি করিলেন। নির্মিত বুদ্ধের দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর শাস্তা প্রদান করিলেন। শাস্তা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর সেই নির্মিত বুদ্ধ প্রদান করিলেন। ভগবানের চংক্রমণকালে নির্মিত বুদ্ধ অন্যস্থান গ্রহণ করিতেন এবং নির্মিত বুদ্ধের চংক্রমণকালে ভগবান অন্যস্থান গ্রহণ করিতেন। ইহা প্রকাশ করিবার জন্য 'নির্মিত বুদ্ধ চংক্রমণ করিতেছেন' ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে। শাস্তা এইরূপ করাকালে তাঁহার প্রাতিহার্য দেখিয়া এবং তাঁহার ধর্মকথা শুনিয়া সেই সমাগমে বিংশতি কোটি প্রাণীর ধর্মাভিসময় হইয়াছিল।

শাস্তা প্রাতিহার্য প্রদর্শনকালে চিন্তা করিলেন—'অতীতের বুদ্ধগণ প্রাতিহার্য প্রদর্শন করিয়া কোথায় বর্ষাবাস যাপন করিতেন?' দেখিলেন 'তাবতিংস ভবনে বর্ষাবাস যাপন করিয়া মাতার নিকট অভিধর্ম পিটক দেশনা করিতেন।' ইহা দেখিয়া তিনি ডান পা যুগন্ধর পর্বতের মাথায় স্থাপন করিয়া অন্য পা সুমেরু

http://kalpataruboi.org

পর্বতের মাথায় স্থাপন করিলেন। এই আটষট্টি লক্ষ যোজনস্থানে মাত্র তিনটি পদক্ষেপ এবং পৃথিবীতে মাত্র দুইটি পদক্ষেপ হইয়াছিল। শাস্তা পাদ প্রসারিত করিয়া গিয়াছেন এইভাবে ভাবা উচিত নহে। কারণ তিনি পাদ উৎক্ষেপণ করিবামাত্রই পর্বতরাজী তাঁহার পাদমূলে আসিয়া উপস্থিত হইত। শাস্তা সম্মুখভাগে পাদ প্রসারণ করিলে পবর্তরাজী আবার স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইত। শক্র শাস্তাকে দেখিয়া চিন্তা করিলেন—'মনে হয় শাস্তা পাণ্ডুকম্বলশিলাতেই এই বর্ষাবাস উদ্‌যাপন করিবেন। ইহাতে বহু দেবতাদের উপকার হইবে। শাস্তা এখানে বর্ষাবাস উদ্‌যাপন করিলে অন্য দেবতারা একটি হাতও তুলিতে সমর্থ হইবে না। এই পাণ্ডুকম্বলশিলা দৈর্ঘ্যে ষাট যোজন, প্রস্থে পঞ্চাশ যোজন এবং স্থূলতায় পনের যোজন। শাস্তা উপবেশন করিলেও শূন্য বলিয়া মনে হইবে।' শাস্তা তাঁহার অধ্যাশয় জানিয়া নিজের সঙ্ঘাটি চীবর ক্ষেপণ করিলেন যাহাতে শিলাসন আচ্ছাদিত হয়। শক্র চিন্তা করিলেন—'চীবর ক্ষেপণ করিলেন শিলাসন আচ্ছাদিত করিয়া, স্বয়ং উপবেশন করিবেন সামান্য স্থানে।' শাস্তা তাঁহার অধ্যাশয় জানিয়া মহাপাংশুকুলিক ভিক্ষু যেমন নীচু টুলকে আচ্ছাদিত করিয়া বসে তদ্রূপ পাণ্ডুকম্বলশিলাকে চীবরের ভাঁজে রাখিয়া উপবেশন করিলেন। জনগণও সেই মুহূর্তে শাস্তাকে দেখিতে পাইল না। যেন চন্দ্রের অস্তগমন হইয়াছে, যেন সূর্যের অস্তগমন হইয়াছে। জনগণ বলিল—

'আমরা আর লোকজ্যেষ্ঠ নরর্ষভ সম্বুদ্ধকে দেখিতে পাইব না। তিনি হয় চিত্রকূটে, না হয় কৈলাসে, না হয় যুগন্ধরে গিয়াছেন।' এই গাথা বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। অন্যরা বলিতে লাগিল—'শাস্তা নির্জন ধ্যানে আনন্দ পান। 'আমি এইরূপ পরিষদে এইরূপ প্রাতিহার্য প্রদর্শন করিয়াছি' মনে করিয়া শাস্তা লজ্জায় বোধ হয় অন্য কোন রাষ্ট্রে বা জনপদে চলিয়া যাইয়া থাকিবেন। আমরা আর তাঁহাকে দেখিতে পাইব না, বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে এই গাথা ভাষণ করিল—

'প্রবিবেকরত ধীর বুদ্ধ পুনরায় এই জগতে আসিবেন না। আমরা লোকজ্যেষ্ঠ, নরর্ষভ সম্বুদ্ধকে আর দেখিতে পাইব না।'

তাহারা মহামৌদ্‌গল্যায়নকে জিজ্ঞাসা করিল—'ভন্তে, শাস্তা কোথায়?' তিনি স্বয়ং জানিলেও 'অন্যদের নিকটও এই সকল গুণ প্রকটিত হউক' এই অধ্যাশয়ে বলিলেন—'অনুরুদ্ধকে জিজ্ঞাসা কর।' তাহারা যাইয়া স্থবিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, শাস্তা কোথায়?'

'তাবতিংস ভবনে গিয়াছেন। সেখানে পাণ্ডুকম্বলশিলায় বর্ষাবাস উদ্‌যাপন করিয়া মাতাকে অভিধর্ম পিটক দেশনা করিবেন।'

'ভন্তে, কবে আসিবেন?'

'তিন মাস অভিধর্ম পিটক দেশনা করিয়া মহাপ্রবারণা দিবসে আসিবেন।'

তাহারা 'শাস্তাকে না দেখিয়া যাইব না' বলিয়া সেখানেই তাঁবু খাটাইয়া অবস্থান করিল। উন্মুক্ত আকাশ হইল তাহাদের ছাদ। এই মহতী পরিষদে

http://kalpataruboi.org

কাহারও শরীরের সহিত কাহারও শরীর লাগিল না। পৃথিবী উন্মুক্ত হইল। সর্বত্রই ভূমিতল পরিশুদ্ধই ছিল।

শাস্তা প্রথমেই মৌদ্‌গল্যায়ন স্থবিরকে বলিয়াছিলেন—'মৌদ্‌গল্যায়ন, তুমি এই পরিষদের নিকট ধর্মদেশনা করিবে। চূল অনাথপিণ্ডিক ইহাদের আহারের ব্যবস্থা করিবে। তাই সেই তিন মাস চূল অনাথপিণ্ডিকই সেই পরিষদের জন্য যাগুভাত, খাদ্যভোজ্য এবং তাম্বুল-তৈল-গন্ধমালা-অলঙ্কারাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মহামৌদ্‌গল্যায়ন ধর্মদেশনা করিয়াছিলেন। প্রাতিহার্য দর্শনের জন্য আগতাগতগণ যে সকল প্রশ্ন করিয়াছে সেগুলোরও উত্তর দিয়াছেন। মাতাকে অভিধর্ম দেশনা করিবার জন্য পাণ্ডুকম্বলশিলায় বর্ষাবাসরত শাস্তাকেও দশ সহস্র চক্রবাল দেবতা পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। তাই উক্ত হইয়াছে—

'পুরুষোত্তম বুদ্ধ যখন তাবতিংস স্বর্গে পারিজাত বৃক্ষমূলে পাণ্ডুকম্বল-শিলাসনে অবস্থান করিয়াছিলেন, তখন দশ লোকধাতুর দেবগণ পবর্তশীর্ষে (তাবতিংস স্বর্গে) একত্রিত হইয়া সম্বুদ্ধকে সেবা-পূজা করিয়াছিলেন।

সেখানে কোন দেবতার জ্যোতি সম্বুদ্ধের জ্যোতিকে হীনপ্রভ করিতে পারে নাই। অপিচ সমস্ত দেবগণের জ্যোতিকে অতিক্রম করিয়া সম্বুদ্ধই বিরোচিত হইয়াছিলেন। [পেতবত্থু, গাথা—৩১৭-৩১৯]

এইভাবে নিজ শরীর প্রভায় সকল দেবতাদের অভিভূত করিয়া উপবিষ্ট তাঁহার (অর্থাৎ সম্বুদ্ধের) মাতা তুষিত বিমান হইতে আসিয়া দক্ষিণপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। দেবপুত্র ইন্দকও আসিয়া দক্ষিণপার্শ্বেই উপবেশন করিলেন, অঙ্কুর (দেবপুত্র) বামপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। অন্যান্য প্রভাবশালী দেবতারা আসিয়া উপস্থিত হইলে অঙ্কুর সেইস্থান হইতে উঠিয়া দ্বাদশ যোজন দূরে উপবেশন করিলেন। ইন্দক নিজের স্থানেই উপবিষ্ট থাকিলেন। শাস্তা উভয়কে অবলোকন করিয়া নিজের শাসনে দক্ষিণার্হ পুদ্‌গলদের দান দিবার কারণে কি মহাফল ভাল করা যায়, তাহা জ্ঞাপন করিবার জন্য এইরূপ বলিলেন—'অঙ্কুর, তুমি সুদীর্ঘকাল প্রায় দশ সহস্র বৎসর যাবৎ দ্বাদশ যোজনিক উদ্‌ধ্যান (চুল্লী) পংক্তি নির্মাণ করিয়া মহাদান দিয়াছিলে। এখন আমার সমাগমে উপস্থিত হইয়া দ্বাদশ যোজন দূরে উপবেশন করিয়াছ। ইহার কারণ কি?' ইহা এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

'অঙ্কুর ও ইন্দককে অবলোকন করিয়া সম্বুদ্ধ দানের উপযুক্ত পাত্র সম্বন্ধে প্রকাশ করিবার জন্য এই বাক্য ভাষন করিলেন—

'হে অঙ্কুর, তুমি দীর্ঘকাল যাবৎ মহাদান দিয়াছিলে। কেন তুমি অত দূরে উপবেশন করিয়াছ। তুমি আমার নিকটে আইস।' [পেতবত্থু, গাথা—৩২১-৩২২]

(সম্বুদ্ধের) সেই শব্দ পৃথিবীতলেও পৌঁছিল। (পৃথিবীতে সম্মিলিত) সেই

http://kalpataruboi.org

পরিষদের সকলেই সেই শব্দ শুনিতে পাইল। এইরূপ উক্ত হইলে—

(আর্যমার্গ) ভাবনায় ভাবিত অঙ্কুর (সম্বুদ্ধের কথা শুনিয়া) বলিলেন—'আমি যখন দান দিয়াছিলাম তখন উপযুক্ত দানগ্রহীতা ছিলেন না। তাই আমার সেই দানে এত পুণ্যপ্রসব কি হইবে?

'এই ইন্দক যক্ষ অল্প দান দিয়াও নক্ষত্ররাজীর মধ্যে (পূর্ণ) চন্দ্রের ন্যায় আমা হইতে সমধিক বিরোচিত হইতেছে। [পেতবত্থু, গাথা—৩২৩-৩২৪]

এখানে 'দজ্জা' শব্দের অর্থ হইতেছে 'দিয়া' এইরূপ উক্ত হইলে শাস্তা ইন্দককে বলিলেন—'ইন্দক, তুমি আমার দক্ষিণপার্শ্বে উপবেশন করিয়াছ। তুমি দূরে সরিয়া যাইয়া বসিতেছ না কেন?' ইন্দক বলিল—'ভন্তে, কৃষক যেমন উত্তম ক্ষেত্রে অল্পবীজ বপন করিয়াও অধিক ফল লাভ করে, আমিও তদ্রূপ উপযুক্ত ক্ষেত্রে অল্পদান দিয়াও মহাফল লাভ করিয়াছি। কাহারা দানের উপযুক্ত ক্ষেত্র তাহা প্রকাশ করিবার জন্য ইন্দক বলিলেন—

'ঊষর ভূমিতে বহুবীজ বপিত হইলেও যেমন বিপুল ফল উৎপন্ন হয় না, কৃষকও সন্তোষ লাভ করিতে পারে না, তেমন দুঃশীল ক্ষেত্রে বহুদান দিলেও বিপুল ফল লাভ হয় না, দায়কও সন্তোষ লাভ করিতে পারে না।

'উর্বর ক্ষেত্রে অল্পমাত্র বীজও বপন করিলে, যথোপযোগী বৃষ্টিপাত হইলে, কৃষক যেমন বিপুল ফসল লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হয়, তদ্রূপ শীলবান গুণবানদিগকে অল্পমাত্র দান দিলেও পুণ্য মহাফলপ্রদ হয়।' [পেতবত্থু, গাথা—৩২৫-৩২৮]

তাঁহার (অর্থাৎ ইন্দকের) পূর্বকর্ম কি ছিল? তিনি অনুরুদ্ধ স্থবির পিণ্ডাচরণের জন্য গ্রামে প্রবেশ করিলে তিনি তাঁহার নিজের খাদ্য হইতে এক চামচ ভিক্ষা তাঁহাকে দিয়াছিলেন। তাই অঙ্কুর যে দশ সহস্র বৎসর যাবৎ দ্বাদশ যোজনিক উদ্যান নির্মাণ করিয়া মহাদান দিয়াছিলেন তদপেক্ষা তাঁহার (ইন্দকের) দান মহাফলপ্রদ হইয়াছে। তাই বলা হইয়াছে।

এইরূপ উক্ত হইলে শাস্তা বলিলেন—'অঙ্কুর, দান পাত্র বিচার করিয়া দিতে হইবে, তাহা হইলে ইহা সুক্ষেত্রে বপিত বীজের ন্যায় মহাফলপ্রদ হয়। তুমি সেইরূপ কর নাই, তাই তোমার দান মহাফলপ্রদ হয় নাই। ইহাকে আরও পরিস্ফুট করার জন্য শাস্তা বলিলেন—

'যেখানে দান দিলে মহাফল হয়, সেইরূপ ক্ষেত্র নির্বাচন করিয়া দান দেওয়া উচিত। [নির্বাচন করিয়া দান দিলে দায়ক স্বর্গে গমন করে]

'এই জীবজগতে যাহারা সুগত প্রশংসিত দানপাত্রে দান দেয়, তাহারা সুক্ষেত্রে বীজবপনের ন্যায় মহাফল প্রাপ্ত হয়।' [পেতবত্থু, গাথা—৩২৯-৩৩০]

তারপর আরও ধর্ম দেশনাকালে শাস্তা নিম্নোদ্ধৃত গাথাসমূহ ভাষণ করিয়াছিলেন—

'তৃণ ক্ষেত্রের অনর্থকারী, রাগ (ভোগানুরাগ) মানুষের অনর্থকারী। তাই যাঁহারা বীতরাগ তাঁহাদিগকে প্রদত্ত দান মহাফলপ্রদ হয়।

Kalpataru Boi PDF

http://kalpataruboi.org

'তৃণ ক্ষেত্রের অনর্থকারী, দ্বেষ মানুষের অনর্থকারী। তাই যাঁহারা বীতদ্বেষ তাহাদিগকে প্রদত্ত দান মহাফলপ্রদ হয়।

'তৃণ ক্ষেত্রের অনর্থকারী, মোহ মানুষের অনর্থকারী। তাই যাঁহারা বীতমোহ তাঁহাদিগকে প্রদত্ত দান মহাফলপ্রদ হয়।

'তৃণ ক্ষেত্রের অনর্থকারী, কামনা-বাসনা বা তৃষ্ণা মানুষের অনর্থকারী। তাই যাঁহারা বীততৃষ্ণ, তাঁহাদিগকে প্রদত্ত দান মহাফলপ্রদ হয়।' (ধর্মপদ, শ্লোক—৩৫৬-৩৫৯)

দেশনাবসানে অঙ্কুর এবং ইন্দক স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। জনগণের নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

অনন্তর শাস্তা দেবপরিষদের মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া মাতাকে উদ্দেশ্য করিয়া 'কুশল ধর্ম, অকুশল ধর্ম, অব্যাকৃত ধর্ম...' এইভাবে অভিধর্ম পিটক দেশনা করিলেন। এইভাবে তিনমাস নিরন্তর অভিধর্ম পিটক দেশনা করিয়াছেন। দেশনাকালে ভিক্ষাচারবেলায় 'আমি প্রত্যাবর্তন না করা অবধি এই পরিমাণ ধর্মদেশনা করুক' বলিয়া নির্মিত বুদ্ধকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রত্যহ হিমালয়ে আসিয়া নাগলতার দাঁতন দিয়া দাঁত মাজিয়া অনবতপ্ত হ্রদে মুখ ধুইয়া উত্তরকুরু হইতে পিণ্ডপাত আহরণ করিয়া একটি মহাশালবৃক্ষের বেদীতে বসিয়া আহারকৃত্য সম্পাদন করিতেন। (শাস্তার দিবা বিশ্রামকালে) সারিপুত্র স্থবির আসিয়া শাস্তার সেবা করিতেন। শাস্তা আহারকৃত্যের শেষে স্থবিরকে প্রত্যহ বলিতেন—'সারিপুত্র, অদ্য আমি এই পরিমাণ ধর্মদেশনা করিয়াছি, তুমি যাইয়া তোমার শিষ্যদের নিকট উহা ভাষণ করিবে।' যমক প্রাতিহার্য দেখিয়া প্রসন্ন হইয়া পঞ্চশত কুলপুত্র স্থবিরের নিকট প্রব্রজিত হইয়াছিলেন। তাহাদের উদ্দেশ্যেই (শাস্তা) স্থবিরকে ঐ কথা বলিয়াছিলেন। অনন্তর শাস্তা দেবলোকে প্রত্যাবর্তন করিয়া নির্মিত বুদ্ধ যে স্থান হইতে ধর্মদেশনা করিয়াছিলেন সেই স্থান হইতে আবার স্বয়ং ধর্মদেশনা করিলেন। স্থবিরও (হিমালয় হইতে) ফিরিয়া আসিয়া নিজের ভিক্ষু শিষ্যদের নিকট উক্ত ধর্মদেশনা করিয়াছিলেন। শাস্তা দেবলোকে অবস্থানকালীনই এই ভিক্ষুগণ সপ্তপ্রকরণিক (অর্থাৎ অভিধর্ম পিটকের সাতটি প্রকরণ সম্বন্ধে বিশারদ) হইয়াছিলেন।

তাঁহার (উক্ত ভিক্ষুগণ) ভগবান কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে চামচিকা (ছোট বাদুড়) হইয়া কোন এক পর্বতগুহায় ঝুলন্ত অবস্থায় দুইজন ভিক্ষুকে চংক্রমণ করিতে করিতে অভিধর্ম বিষয়ে আলোচনার শব্দ শুনিয়া সেই শব্দের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারা এইগুলো স্কন্ধ, এইগুলো ধাতু...' ইহা না বুঝিয়াই কণ্ঠস্বরেই নিমিত্ত গ্রহণমাত্রই সেখান হইতে চ্যুত হইয়া দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এক বুদ্ধান্তরকাল দেবলোকে দিব্যসম্পত্তি উপভোগ করিয়া সেস্থান হইতে চ্যুত হইয়া শ্রাবস্তীতে বিভিন্ন কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (ভগবান বুদ্ধের) যমক প্রাতিহার্য দেখিয়া প্রসন্ন হইয়া তাঁহারা স্থবিরের নিকট প্রব্রজিত হইয়া সর্বপ্রথম সপ্তপ্রকরণিক হইয়াছেন। শাস্তাও সেই প্রকারেই তিনমাস অভিধর্ম

http://kalpataruboi.org

দেশনা করিয়াছিলেন। দেশনাবসানে অশীতি কোটি দেবতাদের ধর্মাভিসময় হইয়াছিল। মহামায়াও স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

সেই ছত্রিশ যোজনিক ব্যাপ্ত পরিষদও 'এখন হইতে সপ্তম দিবসে মহাপ্রবারণা অনুষ্ঠিত হইবে' চিন্তা করিয়া মহামৌদ্‌গল্যায়ন স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'ভন্তে, শাস্তার (স্বর্গ হইতে) অবরোহণের দিন বলিবেন কি? আমরা শাস্তাকে দর্শন না করিয়া যাইব না।' আয়ুষ্মান মহামৌদ্‌গল্যায়ন সেই কথা শুনিয়া 'বেশ, তাহাই হউক, বন্ধুগণ' বলিয়া সেইস্থানেই পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সুমেরু পর্বতের পাদদেশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তারপর 'সমগ্র মনুষ্যপরিষদ আমাকে আরোহণ করিতে দেখুক' এই অধিষ্ঠান করিয়া সুমেরু পর্বতে আরোহণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে মনে হইতেছিল যেন মণিরত্নাবৃত একটি পাণ্ডুকম্বল সুত্র। মনুষ্যেরাও তাঁহাকে অবলোকন করিল—'তিনি একযোজন উঠিলেন, দুই যোজন উঠিলেন...' ইত্যাদি। স্থবির মস্তকের দ্বারা শাস্তার পদযুগল উর্ধ্বে তুলিয়া বন্দনা করিয়া বলিলেন—'ভন্তে, পরিষদ আপনাকে দর্শন করিয়াই যাইবেন [নচেৎ নহে]। আপনি কবে অবতরণ করিবেন বলুন।'

'হে মৌদ্‌গল্যায়ন, তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সারিপুত্র কোথায়?'

'ভন্তে, সংকস্‌স নগরে বর্ষাবাস করিতেছেন।'

'মৌদ্‌গল্যায়ন, আমি অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে মহাপ্রবারণার দিন সংকস্‌সনগরদ্বারে অবতরণ করিব। আমাকে যাহারা দর্শনেচ্ছু তাহারা সেইখানেই আসুক। শ্রাবস্তী হইতে সংকস্‌সনগরদ্বার ত্রিশযোজন দূর। এতটা রাস্তায় কাহারও পাথেয়ের প্রয়োজন হইবে না। উপোসথিক হইয়া যেইভাবে নিকটবর্তী বিহারে ধর্মশ্রবণের জন্য যাইয়া থাকে সেইভাবেই আসিতে হইবে—এই কথা সকলকে জানাইয়া দাও। স্থবির 'বেশ, ভন্তে, তাহাই হউক' বলিয়া যাইয়া সকলকে ঐ বিষয় জানাইয়া দিলেন।

শাস্তা বর্ষাবাসান্তে প্রবারণা করিয়া শক্রকে বলিলেন—'মহারাজ, আমি মনুষ্যলোকে যাইব।' শক্র সুবর্ণময়, মণিময় এবং রজতময় তিনটি সোপানশ্রেণী নির্মাণ করাইলেন। ইহাদের পাগুলো সংকস্‌সনগরদ্বারে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং শীর্ষদেশগুলো সুমেরু পর্বতের মাথায়। দক্ষিণদিকে সুবর্ণময় সোপান দেবতাদের জন্য, বামদিকের রজতময় সোপান মহাব্রহ্মাদের জন্য এবং মধ্যে মণিময় সোপান তথাগতের জন্য। শাস্তাও সুমেরু পর্বতশীর্ষে দাঁড়াইয়া দেবলোক হইতে অবতরণের সময়ে যমক প্রাতিহার্য প্রদর্শন করিয়া উর্ধ্বদিকে অবলোকন করিলেন। ব্রহ্মলোক পর্যন্ত তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। অধোদিকে অবলোকন করিলেন। অবীচি (নরক) পর্যন্ত তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। দিকবিদিক অবলোকন করিলেন। অনেক শতসহস্র চক্রবাল তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। দেবগণ মনুষ্যগণকে দেখিয়াছিলেন, মনুষ্যগণ দেবগণকে। সকলেই একে অপরকে মুখোমুখি দেখিতে পাইল।

ভগবান ষড়বর্ণের রশ্মি বিচ্ছুরিত করিলেন। সেইদিন বুদ্ধশ্রী অবলোকন

http://kalpataruboi.org

করিয়া ছত্রিশযোজন পরিবেষ্টিত পরিষদের একজনও বুদ্ধত্ব প্রার্থনা না করিয়া থাকেন নাই। সুবর্ণময় সোপানের দ্বারা দেবগণ অবতরণ করিলেন। রজত সোপানের দ্বারা মহাব্রহ্মাগণ অবতরণ করিলেন, মণিময় সোপানের দ্বারা সম্যকসম্বুদ্ধ অবতরণ করিলেন। গন্ধর্ব দেবপুত্র পঞ্চশিখ বিল্বপাণ্ডুবীণা লইয়া দক্ষিণপার্শ্বে দাঁড়াইয়া শাস্তাকে গন্ধর্ব মধুর দিব্যবীণা শব্দের দ্বারা পূজা করিতে করিতে অবতরণ করিলেন। মাতলি সারথি বামপার্শ্বে দাঁড়াইয়া দিব্যগন্ধ মালাপুষ্প লইয়া অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া (তথাগতকে) পূজা করিতে করিতে অবতরণ করিলেন। মহাব্রহ্মা (তথাগতের মস্তকোপরি) ছত্র ধারণ করিয়াছিলেন। সুষাম বালব্যজনী ধারণ করিয়াছিলেন। শাস্তা ঈদৃশ পরিবারের সহিত অবতরণ করিয়া সংকস্সনগরদ্বারে তাঁহার পা রাখিলেন। সারিপুত্র স্থবিরও আসিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া যেহেতু তিনি ইতিপূর্বে তদ্রূপ বুদ্ধশ্রীকে অবতরণরত অবস্থায় কখনও দেখেন নাই, তাই 'তুষিত ভবন হইতে আগত এইরূপ প্রিয়বাদী শাস্তা ও গণাচার্য ইতিপূর্বে আমি কখনও দেখি নাই, অথবা কাহারও মুখে শুনি নাই।' (সুত্ত নিপাত, ৯৫৫)

ইত্যাদির দ্বারা আত্মতুষ্টি প্রকাশ করিয়া বলিলেন—'ভন্তে, অদ্য সকল দেবমনুষ্য আপনাকে স্পৃহা করিতেছে, (আপনার দর্শন লাভের জন্য) প্রার্থনা করিতেছে।' অনন্তর শাস্তা তাঁহাকে বলিলেন—'সারিপুত্র, এইরূপ গুণসম্পন্ন বুদ্ধগণ দেব-মনুষ্যদের প্রিয়ই হইয়া থাকেন।' ইহা বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'যে সকল পণ্ডিত ব্যক্তি সতত ধ্যানপরায়ণ, বৈরাগ্যময় শান্তিতে রত, সে সকল স্মৃতিমান সম্যকসম্বুদ্ধগণকে দেবতারাও স্পৃহা করিয়া থাকেন।' (ধর্মপদ, শ্লোক-১৮১)

অন্বয় : 'যাহারা ধ্যানপরায়ণ' অর্থাৎ লক্ষণ উপনিধ্যান ও আলম্বন উপনিধ্যান এই দুই ধ্যানে আবর্তন, সমাবর্তন, অধিষ্ঠান, উত্থান ও প্রত্যবেক্ষণ দ্বারা যুক্ত প্রযুক্ত।

'বৈরাগ্য উপশমে রত' অর্থাৎ এখানে প্রব্রজ্যা বা বৈরাগ্য গ্রহণ করিলে চলিবে না। কলুষরাশি উপশম করিয়া নির্বাণ সুখে পরিতৃপ্তির কথাই বলা হইয়াছে। 'দেবগণও' দেবগণ ও মনুষ্যগণ সকলেই তাঁহাদের স্পৃহা করেন। প্রার্থনা করেন। 'স্মৃতিমানদের' এইরূপ গুণসম্পন্ন স্মৃতিসমন্বাগত সম্বুদ্ধগণের। 'অহো আমরা বুদ্ধ হইব' এইভাবে বুদ্ধত্ব ইচ্ছা করিয়া বুদ্ধত্ব স্পৃহা করেন এই অর্থ।

দেশনাবসানে ত্রিশ কোটি প্রাণীর ধর্মাভিসময় হইয়াছিল। (সারিপুত্র) স্থবিরের পঞ্চশত সহবিহারিক অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

কথিত আছে যে সর্ব বুদ্ধগণের ইহাই অপরিবর্তনীয় রীতি যে যমক প্রাতিহার্য প্রদর্শন করিয়া দেবলোকে বর্ষাবাস উদ্‌যাপন করিয়া সঙ্কস্স নগরদ্বারে অবতরণ করিয়া থাকেন। অবতরণ করিয়া যেখানে তাঁহারা মাটিতে প্রথম ডান পা

http://kalpataruboi.org

ফেলেন সেই স্থানের নাম হইয়া থাকে 'অচল চৈত্যস্থান'। সেখানে দাঁড়াইয়া শাস্তা পৃথগ্‌জনদের বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। পৃথগ্‌জনেরা নিজেদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিলেন, কিন্তু স্রোতাপন্ন বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হইল না। তদ্রূপ সকৃদাগামী প্রভৃতি বিষয়ে স্রোতাপন্নগণ, মহামৌদ্‌গল্যায়ন বিষয়ে অবশিষ্ট মহাশ্রাবকগণ, সারিপুত্র স্থবিরের বিষয়ে মহামৌদ্‌গল্যায়ন, বুদ্ধ বিষয়ে সারিপুত্রও উত্তর দিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি পূর্বদিক হইতে আরম্ভ করিয়া সকল দিক অবলোকন করিলেন, সর্বত্র তাঁহার নিকট একাঙ্গন বলিয়া মনে হইল (অর্থাৎ সমস্ত দিকে সব কিছু তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল)। আট দিকে দেবমনুষ্যগণ এবং উর্ধ্বে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত, নিচে ভূমিস্থিত যক্ষ, নাগ, সুপর্ণগণ সকলে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া বলিলেন—'ভন্তে, এখানে আপনার প্রশ্নের উত্তরদাতা কেহ নাই, ইহাই আপনি অবধারণ করুন (অর্থাৎ এখানেই আপনার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা বন্ধ করুন)'। শাস্তা 'সারিপুত্র মনে কষ্ট পাইতেছে। কারণ—

'যাঁহারা জ্ঞাতধর্ম' যাঁহারা শিক্ষার্থী এবং জনসাধারণ হে মারিস, এই সকলের জীবনযাত্রার প্রণালী আমার নিকট ব্যক্ত করুন, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি।' (সুত্ত নিপাত, গাথা-১০৩৮)

বুদ্ধবিষয়ক এই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন শুনিয়া 'শাস্তা আমাকে শৈক্ষ্য এবং অশৈক্ষ্যগণের আগমন এবং প্রতিপদা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছেন' এই বিষয়ে সারিপুত্র নিঃসংশয়, কিন্তু স্কন্ধাদির কোনটির দ্বারা (অর্থাৎ স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, ইন্দ্রিয় ইত্যাদির) মধ্যে এই প্রতিপদা ভাষিত হইয়াছে সেই বিষয়ে সারিপুত্রের সংশয় আছে, তাই সারিপুত্র বলিয়াছেন 'আমি শাস্তার উদ্দেশ্য বুঝিতে অসমর্থ'। 'বাস্তবিক আমি তাহাকে সূত্র (অর্থাৎ সমাধান সূত্র) ধরিয়া না দিলে সে বলিতে সমর্থ হইবে না। আমি তাহাকে সূত্র দিব' বলিয়া সূত্র প্রদর্শনকালে বলিলেন—'হে সারিপুত্র, 'ইহা ভূত' এই বিষয়ে তোমার উপলব্ধি কি?' তাঁহার মনে হইল 'সারিপুত্র আমার উদ্দেশ্য বুঝিয়া উত্তর দিলে স্কন্ধবশেই বলিবে।' স্থবিরকে সূত্র প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রশ্ন স্থবিরের নিকট নয়শত, নয় সহস্র এবং নয়সহস্ররূপে প্রতিভাত হইল। তিনি শাস্তা প্রদত্ত বিধি অনুসারে সেই প্রশ্ন বলিয়াছিলেন। সম্যকসম্বুদ্ধ ব্যতীত অন্য কেহ সারিপুত্র স্থবিরের প্রশ্ন বুঝিতে সক্ষম নহেন। তাই (সারিপুত্র) স্থবির শাস্তার সম্মুখে অবস্থান করিয়া সিংহনাদ করিয়া বলিয়াছিলেন—'ভন্তে, সকল কল্পে যত বৃষ্টি হইয়াছে আমি গণনা করিয়া লেখায় আরোপিত করিতে পারিব, কত বিন্দু মহাসমুদ্রে পতিত হইয়াছে, কত বিন্দু ভূমিতে পতিত হইয়াছে এবং কত বিন্দু পর্বতে পতিত হইয়াছে।' শাস্তাও তাঁহাকে বলিলেন—'হে সারিপুত্র, আমি জানি, তুমি গণনা করিয়া বলিতে সমর্থ।' আয়ুষ্মান সারিপুত্রের প্রজ্ঞার কোন তুলনা হয় না। তাই বলা হইয়াছে—

'গঙ্গার বালুকা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, মহাসমুদ্রের জল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, পৃথিবীর মৃত্তিকা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আমার জ্ঞান ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।' ইহার অর্থ এই : 'ভন্তে, বুদ্ধিসম্পন্ন লোকনাথ! যদি একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া একটি বালুকা,

http://kalpataruboi.org

বা একটি জলবিন্দু বা একটি পাংশুখণ্ড ক্ষেপণ না করিয়া একশত বা এক সহস্র বা এক লক্ষ প্রশ্নের উত্তর দানের সময় গঙ্গার বালুকাদির মধ্যে এক একটি একপাশে রাখা হয়, শীঘ্রই গঙ্গাদির বালুকাদি নিঃশেষ হইয়া যাইবে, কিন্তু আমার প্রশ্নসমূহের উত্তরদান শেষ হইবে না।' এইরূপ মহাপ্রজ্ঞাসম্পন্ন ভিক্ষুও (অর্থাৎ সারিপুত্র) বুদ্ধবিষয়ে প্রশ্নের অন্ত বা কোটি না দেখিয়া শাস্তা প্রদত্ত নয় বা সূত্র অনুসারেই প্রশ্নোত্তর দিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া ভিক্ষুগণ (ধর্মসভায়) কথা উত্থাপিত করিলেন—'যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে কেহই উত্তরদানে সমর্থ হইলেন না, ধর্মসেনাপতি সারিপুত্র একাই তাহার উত্তর দিয়াছেন।' শাস্তা এই কথা শুনিয়া বলিলেন—'শুধু এইবারেই যে যে প্রশ্নের উত্তর জনগণ দিতে সমর্থ হয় নাই, সারিপুত্র তাহার উত্তর দিয়াছে তাহা নহে, পূর্বেও (অর্থাৎ অতীতেও) সারিপুত্র তদ্রূপ উত্তর দিয়াছিল' বলিয়া অতীতের ঘটনা বর্ণনা করিতে যাইয়া—

'হউক সহস্রাধিক হেন শিষ্য সমাগম,
কাঁদুক শতেক বর্ষ সেই সব শিষ্যাধম (অর্থাৎ মূর্খ)।
তদপেক্ষা প্রজ্ঞাবান এক শিষ্য প্রিয়তর,
বুঝিতে শ্রবণমাত্র হয় যদি শক্তিধর।'

এই 'পরসহস্র জাতক' (জাতক সংখ্যা-৯৯) বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

দেবাবরোহণের উপাখ্যান সমাপ্ত

এরকপত্ত নাগরাজের উপাখ্যান—৩

৪. কিচ্ছো মনুস্সপটিলাভো কিচ্ছং মচ্চান জীবিতং,
কিচ্ছং সদ্ধম্মসবণং কিচ্ছো বুদ্ধানং উপ্পাদো।...১৮২

অনুবাদ : মনুষ্য জন্মলাভ দুর্লভ, মানুষের জীবন কষ্টদায়ক। সদ্ধর্মের শ্রবণ দুষ্কর আর বুদ্ধদের আবির্ভাব বিরল।

অন্বয় : মনুস্সপটিলাভো (মনুষ্যজন্ম লাভ) কিচ্ছো (কৃচ্ছ, দুর্লভ), মচ্চান (মর্তগণের, মানুষের) জীবিতং কিচ্ছং (জীবন কষ্টকর), সদ্ধম্মসবণং কিচ্ছং (সদ্ধর্ম শ্রবণ দুর্লভ), বুদ্ধানং উপ্পাদো কিচ্ছো (বুদ্ধগণের উৎপত্তি দুর্লভ)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : যতরকম প্রাণী আছে তাদের মধ্যে মানুষ হল শ্রেষ্ঠ। মানুষ হয়ে জন্মান তাই এক দুর্লভ সৌভাগ্য। কিন্তু মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করে মানুষের মতই বেঁচে থাকা সেও অতি কঠিন—অনেক চেষ্টা, অনেক তৎপরতা দ্বারাই তা সম্ভব। আবার মনুষ্যজন্মের পূর্ণ সার্থকতা হল প্রকৃত ধর্মের সংস্পর্শে এসে তার অনুগামী হওয়া। সেরকম যোগাযোগ ঘটাও সহজ নয়। কারণ, সদ্ধর্মবিদ জ্ঞানী পণ্ডিত বা বুদ্ধের আবির্ভাব অতি বিরল।

'মানবজন্ম লাভ দুষ্কর' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বারাণসীর নিকটে সপ্তসিরীস বৃক্ষমূলে অবস্থানকালে এরকপত্ত নামক নাগরাজাকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ

http://kalpataruboi.org

করিয়াছিলেন।

তিনি (নাগরাজ) অতীতে কশ্যপ বুদ্ধের শাসনকালে তরুণ ভিক্ষু অবস্থায় নৌকায় আরোহণ করিয়া গঙ্গাবক্ষ দিয়া যাইতেছিলেন। নৌকা প্রচণ্ড গতিতে ধাবিত হইতেছিল। গঙ্গার ধারে একটি এরকবৃক্ষ ছিল। তিনি এরকবৃক্ষের একটি শাখা ধরিলেন। নৌকা প্রবল গতিতে ছুটিলেও তিনি ঐ শাখা ছাড়িলেন না। ফলে ঐ শাখা ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি 'ইহা সামান্য অপরাধ' মনে করিয়া আপত্তি দেশনা না করিয়া বিংশতি সহস্র বৎসর অরণ্যে শ্রমণধর্ম পালন করিলেও মৃত্যুকালে তাঁহার মনে হইল যেন এরকপত্র তাঁহার গ্রীবায় জড়াইয়া গিয়াছে। তখন আপত্তি দেশনা করিবার জন্য কোন ভিক্ষু না পাইয়া 'আমার শীল অপরিশুদ্ধ' বলিয়া অনুতাপদগ্ধ হইলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তিনি সম্পূর্ণ একটি বৃক্ষের দ্বারা নির্মিত দীর্ঘ দ্রোণী নৌকার আকারের দেহসম্পন্ন নাগরাজ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল 'এরকপত্ত'। জন্মক্ষণেই তিনি নিজের শরীরের দিকে তাকাইয়া 'এতকাল শ্রমণধর্ম পালন করা সত্ত্বেও অহেতুক মণ্ডুকভোজী (অর্থাৎ নাগ) হইয়া জন্মগ্রহণ করিলাম' এই চিন্তা করিয়া খুব দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইলেন। এক সময় তিনি এক কন্যা লাভ করিয়া মধ্যগঙ্গার জলের উপর নিজের বৃহৎ ফণা উত্তোলিত করিয়া কন্যাকে তাহার উপর স্থাপিত করিয়া নাচ-গান করাইতেন। একদিন এই চিন্তা তাঁহার মনে উদিত হইল—'নিশ্চয়ই আমি এই উপায়ে জগতে বুদ্ধ উৎপন্ন হইলে তাঁহার উৎপত্তির কথা শুনিতে পাইব। যে আমার গীতের বিপরীত গীত আহরণ করিতে পারে তাহাকে আমার বিশাল নাগভবনসহ কন্যাকে দান করিব।' তাই তিনি প্রতি পক্ষকালে (অর্থাৎ পনেরদিন অন্তর) উপোসথ দিবসে সেই কন্যাকে তাঁহার ফণার উপর রাখিতেন এবং সেই কন্যা নাচিতে নাচিতে এই গান করিতেন—

'রাজা কিসের অধিপতি? রাজা কোন রাজ্যের ঈশ্বর?
কিভাবে তিনি বিরজ হন? কেন তাঁহাকে মূর্খ বলা হয়?'

সকল জম্বুদ্বীপবাসি 'নাগমাণবিকাকে বশে আনিতে হইবে' বলিয়া যাইয়া স্ব স্ব প্রজ্ঞাবলের দ্বারা ঐ গানের উত্তর দিয়া গান করিতে থাকে। কিন্তু নাগকন্যা তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। এই প্রতিপক্ষে একবার ফণার উপর দাঁড়াইয়া গান করিতে করিতে এক বুদ্ধান্তকাল অতিবাহিত হইয়া গেল। অনন্তর আমাদের শাস্তা জগতে উৎপন্ন হইয়া একদিন প্রত্যুষকালে জগত অবলোকন করিতে করিতে এরকপত্ত হইতে শুরু করিয়া উত্তরমাণব তাঁহার জ্ঞানজালের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছে দেখিয়া 'কি হইতে পারে?' ইহা চিন্তা করিয়া দেখিলেন—'অদ্য এরকপত্তের কন্যাকে ফণায় বসাইয়া নাচানোর দিবস; এই উত্তরমাণব মৎপ্রদত্ত প্রতিগীত গ্রহণ করিয়া স্রোতাপন্ন হইয়া ইহা লইয়া নাগরাজের নিকট যাইবে। এরকপত্ত ইহা শুনিয়া 'বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন' জানিয়া আমার নিকট আসিবে, সে আসিলে আমি মহাসমাগমে গাথা ভাষণ করিব, গাথাবসানে চতুরাশীতি সহস্র প্রাণীর ধর্মাভিসময় হইবে। তিনি সেখানে যাইয়া বারাণসীর নিকটে সপ্তসিরীস

http://kalpataruboi.org

বৃক্ষের একটির মূলে উপবেশন করিলেন। জম্বুদ্বীপবাসিগণ গীত-প্রতিগীত লইয়া উপস্থিত হইল। শাস্তা নিকট দিয়া গমনরত উত্তরমাণবকে দেখিয়া বলিলেন—'উত্তর, আইস।' 'কি ভন্তে?' 'ঐস্থান হইতে এখানে আইস।' উত্তর আসিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিয়া উপবেশন করিলে শাস্তা বলিলেন—'কোথায় যাইতেছ?' 'এরকপত্তের কন্যা যেখানে গান করিতেছে সেখানে।' 'তুমি কি ঐ গীতের উত্তর জান?' 'ভন্তে, জানি।' 'তাহা হইলে বল।' সে যাহা জানে সেইভাবে বলিতে থাকিলে শাস্তা বলিলেন—'উত্তর, এইটা ঐ গীতের প্রত্যুত্তর নহে। আমি তোমাকে প্রত্যুত্তর শিখাইব, তাহা লইয়া তুমি যাইবে।' 'বেশ তাহাই হউক, ভন্তে।' তখন শাস্তা তাহাকে বলিলেন—'উত্তর, নাগমাণবিকা গান করিতে থাকিলে তুমি এই প্রত্যুত্তর গান করিয়া শুনাইবে—

'ষড়দ্বারের অধিপতি রাজা, রজঃপরায়ণ হইলেই রজেশ্বর বলা হয়! রজঃশূন্য বা আসক্তিশূন্য হইলেই সে বিরজ হইবে। আসক্তিপরায়ণ হইলে তাহাকে মূর্খ বলা হয়।'

মাণবিকার গানের অর্থ হইতেছে—'রাজা কিসের অধিপতি' কিসের অধিপতি হইলে রাজা বলা হয়? 'রাজা কোন রাজ্যের ঈশ্বর' কিভাবে রাজা রাজ্যেশ্বর হন? 'কিভাবে তিনি বিরজ হন' কিভাবে তিনি বিরজ হইয়া থাকেন?

প্রতিগীতের ইহাই অর্থ—'ষড়দ্বারাধিপতি রাজা' যিনি ছয় দ্বারের অধিপতি, একদ্বারেও রূপাদি আলম্বনের দ্বারা যিনি অভিভূত নহেন, তিনিই রাজা। 'রজ্জমান রজেশ্বর' যিনি সেই সকল আলম্বনকে উপভোগ করেন, তাহাতে আনন্দ পান, তিনিই রজঃ বা আসক্তি উপভোগরত বলিয়া তাঁহাকে বলা হয় রজেশ্বর। 'অরজঃ' যিনি রজঃপরায়ণ নহেন আসক্তিপরায়ণ নহেন তিনিই বিরজ'। রজোযুক্ত বা আসক্তিতে ভোগবিলাসে যিনি আনন্দিত হন তাঁহাকেই মূর্খ বলা হয়।

এইভাবে প্রতিগীত প্রদান করিয়া শাস্তা উত্তরকে বলিলেন—'উত্তর, তুমি এই গীত গাহিলে ইহার প্রতিগীত নাগমাণবিকা এইভাবে গাহিবে—

'মূর্খ কিসের দ্বারা ভাসিয়া যায়? পণ্ডিত কিভাবে তৃষ্ণা বা আসক্তিমুক্ত হয়?'

যোগক্ষেমী কিভাবে হয়? আপনি আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিন।'

তখন তুমি প্রত্যুত্তরে এই গীত গাহিবে—

'কামাদি ওঘের দ্বারা মূর্খ ভাসিয়া যায়।

পণ্ডিত যোগ বা আসক্তি হইতে মুক্ত হয়।

যিনি সর্বপ্রকার যোগ বা আসক্তি হইতে বিসংযুক্ত তিনিই যোগক্ষেমী বা নির্বাণপ্রাপ্ত।'

ইহাই অর্থ—কামোঘাদি চতুর্বিধ ওঘের দ্বারা (যেমন কামোঘ, ভবোঘ, দৃষ্টোঘ এবং অবিদ্যোঘ) মূর্খ ভাসিয়া যায়। সেই ওঘকে পণ্ডিত ব্যক্তি সম্যক প্রধান (সৎ প্রচেষ্টা) নামক যোগের দ্বারা দূর করেন। যিনি সর্বপ্রকার কামযোগাদির দ্বারা বিসংযুক্ত তাঁহাকেই যোগক্ষেমী বলা হয়।'

http://kalpataruboi.org

উত্তর এই প্রতিগীত স্মৃতিসহকারে অনুধাবন করার ফলে স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি স্রোতাপন্ন হইয়া সেই গাথা লইয়া যাইয়া—'ওহে, আমি গীতপ্রতিগীত আহরণ করিয়াছি, আমাকে সুযোগ দিন' বলিয়া নিরন্তর স্থিত (অর্থাৎ গায়ে গা লাগাইয়া অবস্থান করিতেছে এমন) মহাজনতাকে জানুর দ্বারা আঘাত করিতে করিতে চলিলেন। নাগমাণবিকা পিতার ফণার উপর দাঁড়াইয়া নাচিতে নাচিতে 'রাজা কিসের অধিপতি?' ইত্যাদি গীত গাহিতে লাগিলেন। উত্তর প্রত্যুত্তরে গাহিলেন—'ষড়দ্বারের অধিপতি রাজা'। পুনরায় নাগমাণবিকা গাহিলেন 'কিসের দ্বারা ভাসিয়া যায়?' ইত্যাদি। উত্তর প্রত্যুত্তরে গাহিতে গাহিতে—'ওঘের দ্বারা ভাসিয়া যায়' ইত্যাদি বলিলেন। নাগরাজ তাহা শোনামাত্রই বুদ্ধের উৎপত্তি হইয়াছে জানিয়া—'আমি এক বুদ্ধান্তর কালের মধ্যে এইরূপ পদ ইতিপূর্বে শুনি নাই! তাহা হইলে নিশ্চয়ই জগতে বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন' বলিয়া আনন্দিত চিত্তে লাঙ্গুলের দ্বারা জলকে আঘাত করিলেন, প্রচণ্ড তরঙ্গসমূহ উত্থিত হইল, উভয় তীর ভাসিয়া গেল। এইদিক ঐদিক হইতে উসভমাত্রস্থানে (দুই তীরে আনুমানিক ১৪০ হাত দূরত্বে) মনুষ্যগণ জলমগ্ন হইল। নাগরাজ সকলকে নিজ ফণার উপর তুলিয়া স্থলে নিক্ষেপ করিলেন। তিনি উত্তরের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'প্রভু, শাস্তা কোথায়?'

'মহারাজ, একটি বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট আছেন।'

'প্রভু, আসুন, আমরা যাই!' বলিয়া উত্তরের সঙ্গে যাত্রা করিলেন। বিশাল জনতাও তাঁহাদের সহিত গেলেন। নাগরাজ যাইয়া ষড়বর্ণ রশ্মির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া রোদন করিতে করিতে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন শাস্তা তাঁহাকে বলিলেন—'মহারাজ! ব্যাপার কি?'

'ভন্তে, আমি আপনার মত বুদ্ধের শ্রাবক হইয়া বিংশতি সহস্র বৎসর শ্রমণধর্ম পালন করিয়াছি; সেই শ্রমণধর্মও আমাকে রক্ষা করিতে পারে নাই। সামান্যমাত্র এরকপত্র ছেদনের কারণে অহেতুক প্রতিসন্ধি গ্রহণ করিয়া উরগ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এক বুদ্ধান্তরকাল আমি মনুষ্যজন্ম লাভ করি নাই। সদ্ধর্মও শ্রবণ করিতে পারি নাই। আপনার মত বুদ্ধের দর্শনও লাভ করি নাই। শাস্তা তাঁহার কথা শুনিয়া বলিলেন—'মহারাজ, মনুষ্যত্ব বাস্তবিকই দুর্লভ, তদ্রূপ সদ্ধর্মশ্রবণ, বুদ্ধের উৎপত্তি ইত্যাদি দুর্লভ এবং এই মর্মে ধর্মদেশনাচ্ছলে এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'মনুষ্যজন্মলাভ দুর্লভ, মরণশীল মনুষ্যগণের জীবন কষ্টকর, সদ্ধর্মশ্রবণ দুর্লভ এবং বুদ্ধগণের উৎপত্তি দুর্লভ।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১৮২

অন্বয় : মহান প্রচেষ্টা ও পূর্ব জন্মার্জিত পুণ্য প্রভাবে লাভ করা যায় বলিয়া মনুষ্যত্বলাভ কৃচ্ছ্র দুর্লভ। সর্বদা কৃষিকর্মাদি করিয়া জীবিকা অর্জন করিলেও এবং স্বল্পস্থায়ী হইলেও মানবজীবন রক্ষা করা কষ্টকর। অনেক কল্পে ধর্মদেশক ব্যক্তির

http://kalpataruboi.org

অভাবের জন্য সদ্ধর্মশ্রবণও দুর্লভ। বহু জন্ম ধরিয়া কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনার দ্বারা পারমিতাসমূহ পূর্ণ করিয়া অনেক সহস্র কোটি কল্পের পরে এক একজন বুদ্ধের আবির্ভাব হয়। তাই বলা হইয়াছে যে, বুদ্ধগণের উৎপত্তিও দুর্লভ, সাতিশয় দুর্লভ।

দেশনাবসানে চতুরাশীতি সহস্র প্রাণীর ধর্মাভিসময় হইয়াছিল। নাগরাজও সেইদিনই স্রোতাপত্তিফল লাভ করিয়াছিলেন। এতকাল তির্যকযোনিতে, থাকায় তাহা ইতিপূর্বে সম্ভব হয় নাই। তিনি পাঁচবার সর্পযোনিতে জন্ম লইয়া অবশেষে মানবজীবন লাভ করিয়াছেন। সর্পযোনি অত্যন্ত দুঃখজনক ও কষ্টকর প্রতিসন্ধি গ্রহণ, খোলস পরিবর্তন, নিরুদ্বেগ তন্দ্রায় অভিভূত থাকা, মৈথুনসেবন, চ্যুতি ইত্যাদি বাস্তবিকই কষ্টকর।

এরকপত্ত নাগরাজের উপাখ্যান সমাপ্ত

আনন্দ স্থবির প্রশ্ন উপাখ্যান—৪

৫. সব্বপাপস্স অকরণং কুসলস্স উপসম্পদা,
সচিত্তপরিযোদপনং এতং বুদ্ধানুসাসনং।

৬. খন্তী পরমং তপো তিতিক্খা, নিব্বানং পরমং বদন্তি বুদ্ধা,
ন হি পব্বজিতো পরূপঘাতী, সমণো হোতি পরং বিহেঠযন্তো।

৭. অনূপবাদো অনূপঘাতো পাতিমোক্খে চ সংবরো,
মত্তঞ্ঞুতা চ ভত্তস্মিং পন্তঞ্চ সযনাসনং,
অধিচিত্তে চ অযোগো এতং বুদ্ধানং সাসনং।...১৮৩-১৮৫

অনুবাদ : সকল পাপকাজ থেকে বিরতি, কুশলকর্মের অনুষ্ঠান এবং আপনি চিত্তশুদ্ধি—এই হল বুদ্ধদের অনুশাসন।[১৬] বুদ্ধগণ বলেন : ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা পরম তপস্যা আর নির্বাণ সর্বশ্রেষ্ঠ। পরকে আঘাত দিয়ে কেউ ভিক্ষু হতে পারে না আর পরকে কষ্ট দিয়ে কেউ শ্রমণও হতে পারে না। কারো নিন্দা করবে না, কাউকে প্রহার করাবে না, প্রাতিমোক্ষ[১৭] শীলসমূহে চিত্তকে সুদৃঢ় রাখবে। মিতাহারী হবে, নির্জন স্থানে বাস করবে আর সর্বদা মনকে যোগযুক্ত রাখবে—এ-ই বুদ্ধের উপদেশ।

---

[১৬]। এই গাথাটিকে বুদ্ধের উপদেশাবলীর সারকথা বলা যেতে পারে। এর একটি সুন্দর ইংরেজি অনুবাদ নিচে দেওয়া গেল :

ঊংপযব ধিষষ ংরহ,
এড়ড়ফ ফববফং নবমরহ,
ঈষবধহংব ুড়ঁৎ ঃযড়ঁমযঃ,
-ঝড় ইঁফফযধং ঃধঁমযঃ.

[১৭]। বৌদ্ধদের পালনীয় নিয়মসমূহ। ব্যুৎপত্তিগত প্রাতিমোক্ষের অর্থ এরূপ দাঁড়ায়। কুশল বা পুণ্যসমূহের আদি, মুখ বা শ্রেষ্ঠ।

http://kalpataruboi.org

অন্বয় : সব্বপাপস্‌স অকরণং (সকল প্রকার পাপ না করা অর্থাৎ তা থেকে বিরতি), কুসলস্‌স উপসম্পদা (কুশলকর্মের অনুষ্ঠান করা), সচিত্তপরিযোদপনং (স্বীয় চিত্তের পবিত্রতা সাধন) এতং বুদ্ধানুসাসনং (ইহাই বুদ্ধগণের অনুশাসন)। খন্তী তিতিক্‌খা পরমং তপো (ক্ষান্তি ও তিতিক্ষা পরম তপস্যা), নিব্বানং পরমং [ইতি] বুদ্ধা বদন্তি (বুদ্ধগণ বলেন, নির্বাণ পরমপদ), পরূপাঘতী ন হি পব্বজিতো (পরঘাতী ব্যক্তি প্রব্রজিত নয়), পরং বিহেঠযন্তো [ন চ] সমণো হোতি (পরপীড়নকারী শ্রমণ হতে পারে না)। অনূপবাদো অনূপাঘতো (কারো নিন্দা এবং কাকেও আঘাত না করা), পাতিমোক্‌খে চ সংবরো (প্রাতিমোক্ষ বা নির্দিষ্ট শীলসমূহে সংযম) ভত্তস্মিং মত্তঞ্‌ঞুতা চ (ভোজনে মাত্রাজ্ঞান), পন্তং (প্রান্তে বা নির্জনে) সযনাসনং চ (শয়নাসন) অধিচিত্তে অযোগো চ (এবং উচ্চচিন্তার অনুশীলন) এতং বুদ্ধানং সাসনং (এ সকল বুদ্ধগণের অনুশাসন)।

'সর্বপ্রকার পাপ হইতে বিরতি' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে আনন্দ স্থবিরের প্রশ্নকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

স্থবির একদিন দিবাস্থানে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন—'শাস্তা (অতীতের) সাতজন বুদ্ধের মাতাপিতা, আয়ু পরিমাণ, বোধি (বৃক্ষ), তাঁহাদের শ্রাবকসঙ্ঘ, অগ্রশ্রাবকগণ, অগ্রশ্রাবকগণের সেবকগণ ইত্যাদি সর্ববিষয়ে আলোকপাত করিয়াছেন, কিন্তু (তাঁহাদের) উপোসথ সম্বন্ধে বলেন নাই। তাঁহাদের উপোসথ কি এই উপোসথের মত, বা অন্য'। তিনি শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। সময়ের ব্যাপারে এই সকল বুদ্ধগণের মধ্যে ভেদ ছিল, কিন্তু ধর্মদেশনায় ভেদ ছিল না। বিপশী সম্যকসম্বুদ্ধ সাত বৎসর অন্তর উপোসথ করিতেন, কিন্তু একদিনে প্রদত্ত তাঁহার উপদেশ সাত বৎসরের জন্য যথেষ্ট ছিল। শিখী এবং বেস্‌সভূ সম্যকসম্বুদ্ধগণ প্রতি ছয় বৎসর অন্তর উপোসথ করিতেন, ককুসন্ধ এবং কোণাগমন সম্যকসম্বুদ্ধগণ প্রতি বৎসরে একবার উপোসথ করিতেন। কাশ্যপ দশবল (সম্যকসম্বুদ্ধ) প্রতি ছয়মাস অন্তর উপোসথ করিতেন। তাঁহার একদিনে প্রদত্ত উপদেশ ছয়মাসের জন্য যথেষ্ট ছিল। তাই শাস্তা তাঁহাদের কালভেদের কথা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন— 'তাঁহাদের উপদেশগাথাসমূহ একই এবং সেইগুলি নিম্নরূপ' বলিয়া সকলেরই একই উপোসথ ইহা প্রকটিত করিবার জন্য এই গাথাগুলি ভাষণ করিলেন—

'সর্বপ্রকার পাপ হইতে বিরতি, কুশলকর্মের সম্পাদন এবং স্বচিত্তের পরিশুদ্ধি—ইহাই বুদ্ধগণের অনুশাসন।'

'বুদ্ধগণ বলেন : তিতিক্ষা নামক ক্ষান্তিই পরম তপস্যা। নির্বাণই সর্বশ্রেষ্ঠ। পরকে আঘাত দিয়া কেহ প্রব্রজিত এবং পরকে উৎপীড়ন করিয়া কেহ শ্রমণ হইতে পারে না।

'পরনিন্দা ও পরপীড়ন না করা, প্রাতিমোক্ষের (নির্দিষ্ট শীলসমূহে) পূর্ণ সংযম, ভোজনে মিতাহারী, নির্জনস্থানে বাস এবং উচ্চতর সাধনার অনুশীলন ইহাই বুদ্ধগণের অনুশাসন।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১৮৩-১৮৫

http://kalpataruboi.org

অন্বয় : 'সকল পাপের' অর্থাৎ সকল অকুশলকর্মের। 'সম্পাদন করা' অভিনিষ্ক্রমণ হইতে আরম্ভ করিয়া অর্হত্ত্বমার্গ লাভ পর্যন্ত কুশলের উৎপাদন করা এবং উৎপন্ন কুশলের ভাবনা করা। 'স্বচিত্তের পরিশুদ্ধি' পাঁচ প্রকার নীবরণ (কামচ্ছন্দ ইত্যাদি) হইতে নিজের চিত্তকে পরিশুদ্ধ রাখা। 'ইহাই বুদ্ধগণের অনুশাসন' সমস্ত বুদ্ধগণের ইহাই অনুশাসন বা উপদেশ।

'ক্ষান্তি' তিতিক্ষা নামক যে ক্ষান্তি, ইহা এই বুদ্ধশাসনে অতি উত্তম তপস্যা। 'বুদ্ধগণ বলেন নির্বাণই সর্বশ্রেষ্ঠ' বুদ্ধগণ, প্রত্যেকবুদ্ধগণ, অনুবুদ্ধগণ এই তিন শ্রেণীর বুদ্ধগণের সকলেই নির্বাণকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন।

'প্রব্রজিত হওয়া যায় না' হস্ত প্রভৃতির দ্বারা অন্যকে আঘাত করিলে প্রব্রজিত হওয়া যায় না। 'শ্রমণ হওয়া যায় না' উক্ত প্রকারে অন্যকে উৎপীড়ন করিলেও শ্রমণ হওয়া যায় না।

'পরনিন্দা না করা' স্বয়ং অন্যের নিন্দা না করা এবং অপরকে দিয়াও অন্যের নিন্দা না করানো। 'পরকে উৎপীড়িত না করা' নিজেও পরকে উৎপীড়িত না করা এবং অপরকে দিয়াও অন্যকে উৎপীড়িত না করা। 'প্রাতিমোক্ষে' প্রধান প্রধান শীলে। 'সংযম' অংযত। 'মিতহারিতা' মাত্রাজ্ঞভাব, প্রমাণ জানা (যতটা ভোজন শরীরের পক্ষে উপযোগী ততটা ভোজন গ্রহণ করা, প্রমাণের অতিরিক্ত ভোজন না করা)। 'নির্জন' বিবিক্ত। 'অধিচিত্ত' অষ্টসমাপত্তি নামক অধিচিত্ত— উচ্চতর সাধনার অনুশীলন। 'অযোগ' অনুশীলন প্রয়োগকরণ। 'ইহা' ইহাই সর্ববুদ্ধগণের অনুশাসন। এখানে 'অনুপবাদ' শব্দের দ্বারা বাচনিক শীলের কথা বলা হইয়াছে, 'অনুপঘাত' শব্দের দ্বারা কায়িক শীলের কথা বলা হইয়াছে। 'প্রাতিমোক্ষে সংযম' কথার দ্বারা প্রাতিমোক্ষশীল, ইন্দ্রিয়সংযম, (ভোজনে) মাত্রাজ্ঞতা, জীবিকা-পারিশুদ্ধি, প্রত্যয়সংমিশ্রিত শীল, নির্জনবাস অর্থাৎ উপদ্রবশূন্য ধ্যানানুকুল স্থানে বাস, এবং অধিচিত্তে অর্থাৎ অষ্টসমাপত্তির প্রয়োগ, অনুশীলন। এই প্রকারে এই গাথার দ্বারা (শ্লোক-১৮৫) তিন প্রকার শিক্ষার (অধিশীল শিক্ষা, অধিচিত্ত শিক্ষা, অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা) কথাই বলা হইয়াছে। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

আনন্দ স্থবির প্রশ্নের উপাখ্যান সমাপ্ত

অনভিরত ভিক্ষুর উপাখ্যান—৫

৮. ন কহাপণবস্সেন তিত্তি কামেসু বিজ্জতি,
অপ্পস্সাদা দুখা কামা ইতি বিঞ্ঞায পন্ডিতো।
৯. অপি দিব্বেসু কামেসু রতিং সো নাধিগচ্ছতি,
তণ্হক্খযরতো হোতি সম্মাসম্বুদ্ধোসাবকো।...১৮৬-১৮৭

অনুবাদ : স্বর্ণমুদ্রা বর্ষণেও কামের তৃপ্তি হয় না। কামের স্বাদ অল্প, কিন্তু দুঃখ অধিক। পণ্ডিত ব্যক্তি একথা জেনে দিব্যকামের প্রতিও অনুরক্ত হন না।

http://kalpataruboi.org

সম্যকসম্বুদ্ধের শিষ্য তৃষ্ণাক্ষয়ে রত থাকেন।

অন্বয় : কহাপণবস্‌সেন (কার্ষাপণ বর্ষণে) কামেসু তিত্তি ন বিজ্জতি (কামের তৃপ্তি হয় না); কামা অপ্পস্‌সাদা দুখা [চ] (কামসকল অল্প স্বাদযুক্ত ও দুঃখকর) ইতি বিঞ্ঞায (এ কথা জেনে) পন্ডিতো (জ্ঞানী) দিব্‌বেসু অপি কামেসু (দিব্য কামেও) রতিং ন অধিগচ্ছতি (আসক্ত হন না); সম্মাসম্বুদ্ধোসাবকো (সম্যকসমুদ্ধ শ্রাবক) তণ্‌হক্‌খযরতো হোতি (তৃষ্ণাক্ষয়ে রত থাকেন)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : ভোগের মধ্য দিয়ে মানুষের পরিতৃপ্তি কখনই আসে না। প্রভূত বিত্ত, প্রচুর ভোগসম্পদ তার তৃষ্ণাকে শুধু বাড়িয়েই তোলে, দুঃখকে বহুগুণিত করে। তাই জ্ঞানীর স্পর্শে এসে যাঁরা প্রকৃত শিক্ষা পেয়েছেন তাঁরা সর্বপ্রযত্নে বিষয় ভোগের পথকে ত্যাগ করে এগিয়ে চলেন নির্বাণের পথে।

'কার্ষাপণ বর্ষণের দ্বারা' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে এক অনভিরত (অতৃপ্ত) ভিক্ষুর উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন।

তিনি নাকি প্রব্রজিত হইয়া এবং উপসম্পদা লাভ করিয়া 'অমুক স্থানে যাইয়া ধর্মবিধিসমূহ শিক্ষা কর' বলিয়া উপাধ্যায়ের দ্বারা প্রেরিত হইয়া ঐ স্থানে গিয়াছিলেন। এদিকে তাঁহার পিতা অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তিনি পুত্রকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়া ডাকিয়া আনিবার মত উপযুক্ত কাহাকেও না পাইয়া পুত্রশোকে বিলাপ করিতে করিতে মৃত্যুকালে 'আমার পুত্রের পাত্র-চীবরের মূল্যস্বরূপ ইহা তাহাকে দিও' বলিয়া কনিষ্ঠ পুত্রের হাতে একশত কার্ষাপণ দিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা—ভিক্ষু আসিলে তাঁহার পাদমূলে পতিত হইয়া গড়াগড়ি খাইতে খাইতে কাঁদিয়া বলিল—'ভন্তে, আপনার জন্য বিলাপ করিতে করিতে পিতা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তিনি আপনার জন্য এই একশত কার্ষাপণ আমার হাতে দিয়া গিয়াছেন। কি করিব?' তরুণ ভিক্ষু 'আমার কার্ষাপণ দিয়া কি হইবে?' বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়া পরমুহূর্তে চিন্তা করিলেন—'পরের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করিয়া জীবনধারণ করিয়া লাভ কি? এই একশত কার্ষাপণ দিয়া আমি জীবনধারণ করিতে পারি। আমি আর ভিক্ষু থাকিব না।' তিনি অসন্তুষ্টির দ্বারা পীড়িত হইয়া ধর্মবিনয় বা ধ্যান-সাধনা কোনটাই শিক্ষা করিতে পারিতেছেন না। চেহারা পাণ্ডুরোগীর মত হইয়া গেল। অন্যান্য তরুণ শ্রামণেরগণ 'কি হইয়াছে?' জিজ্ঞাসা করিলে 'আমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছি' বলাতে তাহারা আচার্য এবং উপাধ্যায়কে ব্যাপারটা বলিল। তাঁহারা তাহাকে শাস্তার নিকট লইয়া দেখাইলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—

'তুমি কি সত্যই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?'

'হ্যাঁ ভন্তে।'

'কেন এইরূপ করিতেছ? তোমার কি জীবিকা নির্বাহের জন্য অন্য কিছু আছে?'

'হ্যাঁ ভন্তে।'

'তোমার কি আছে?'

http://kalpataruboi.org

'ভন্তে, একশত কার্ষাপণ।'

'তাহা হইলে (তুমি এক কাজ কর) কোন স্থান হইতে কিছু নুড়ি লইয়া আইস। গণনা করিয়া জানিব ঐ কার্ষাপণের দ্বারা তুমি জীবনধারণ করিতে পারিবে কিনা।' সে নুড়ি হইয়া আসিল। তখন শাস্তা তাহাকে বলিলেন—

'ভোগের জন্য পঞ্চাশটি রাখ, দুইটি গরু কিনিবার জন্য চব্বিশটি রাখ, এইগুলি রাখ বীজের জন্য, এইগুলি লাঙ্গলাদির জন্য এবং এইগুলি কোদাল, দা এবং কুড়ালের জন্য'—এইভাবে গণনা করিয়া দেখা গেল যে ঐ একশত কার্ষাপণে কুলাইতেছে না। তখন শাস্তা তাহাকে বলিলেন—'হে ভিক্ষু, তোমার কার্ষাপণ অল্পমাত্র, এইগুলির দ্বারা কিভাবে তুমি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিবে? অতীতে যখন তুমি চক্রবর্তী রাজা ছিলে, তোমার তুড়ি দেওয়া মাত্রই দ্বাদশ যোজন স্থানে কটিপ্রমাণ রত্ন বর্ষণ করাইতে পারিতে, (পরপর) ছত্রিশজন (দেবরাজ) শক্রের রাজত্বকাল পর্যন্ত তুমি দেবলোকে রাজত্ব করিয়াও মৃত্যুকালে তৃষ্ণা অতৃপ্ত থাকা অবস্থাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।' শাস্তা ইহা বলিলে ভিক্ষুর দ্বারা যাচিত হইয়া তিনি (প্রাগৈতিহাসিক) রাজা মান্ধাতা সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বলিয়া (জাতক সংখ্যা ২৫৮) এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'যতদূর পর্যন্ত চন্দ্রসূর্যের দ্বারা দিগবিদিক উদ্ভাসিত হয় ততদূর পর্যন্ত যত প্রাণী পৃথিবীতে বাস করে সকলেই মান্ধাতার দাস।' এই গাথা ভাষণের পরে শাস্তা আরও পরপর দুইটি গাথা ভাষণ করিলেন—

'কার্ষাপণ (স্বর্ণমুদ্রা) বর্ষণে কামের তৃপ্তি হয় না; কামসমূহ অল্পস্বাদযুক্ত এবং দুঃখকর। ইহা জানিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি দিব্য কামেও আসক্তি প্রকাশ করেন না। সম্যকসম্বুদ্ধের শিষ্য তৃষ্ণাক্ষয়ে রত থাকে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১৮৬-১৮৭

অন্বয় : 'কার্ষাপণ বর্ষণের দ্বারা' (মান্ধাতা) যে তুড়ি দিয়া সপ্তরত্ন বর্ষিত করাইয়াছিলেন, তাহাকে এখানে কার্ষাপণবর্ষণ বলা হইয়াছে। তদদ্বারাও তাঁহার বস্তুকাম এবং ক্লেশকামের তৃপ্তি হয় নাই। এই প্রকারে এই তৃষ্ণা অপূর্ণই থাকিয়া যায়। 'অল্পস্বাদযুক্ত' স্বপ্নবৎ অলীক সুখ। 'দুঃখকর' দুঃখস্কন্ধাদিতে আগত দুঃখবলে বহুদুঃখকর। 'ইহা জানিয়া' এই প্রকারে কামসমূহকে জানিয়া। 'দিব্যকামেও' দিব্য কামভোগের জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াও আয়ুষ্মান সমিদ্ধি যেমন আনন্দিত হন নাই তদ্রূপ দিব্যকামেও আনন্দিত হন না। 'তৃষ্ণাক্ষয়রত' অর্হত্ত্বে এবং নির্বাণে অভিরত হয়, তাহাকেই প্রার্থনা করে। 'সম্যকসম্বুদ্ধের শিষ্য' সম্যকসম্বুদ্ধের দ্বারা উপদিষ্ট ধর্ম শ্রবণের দ্বারা জাত যোগাবচর ভিক্ষু—এই অর্থ।' দেশনাবসানে সেই ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। উপস্থিত জনগণের নিকটও সেই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

অনভিরত ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত

http://kalpataruboi.org

অগ্নিদত্ত ব্রাহ্মণের উপাখ্যান—৬

১০. বহুং বে সরণং যন্তি পব্বতানি বনানি চ,
আরামরুক্খচেত্যানি মনুস্সা ভযতজ্জিতা।
১১. নেতং খো সরণং খেমং নেতং সরণমুত্তমং,
নেতং সরণমাগম্ম সব্বদুক্খা পমুচ্চতি।
১২. যো চ বুদ্ধঞ্চ ধম্মঞ্চ সঙ্ঘঞ্চ সরণং গতো,
চত্তারি অরিযসচ্চানি সম্মপ্পঞ্ঞায পস্সতি।
১৩. দুক্খং দুক্খসমুপ্পাদং দুক্খস্স চ অতিক্কমং,
অরিযঞ্চট্ঠঙ্গিকং মগ্গং দুক্খূপসমগামনং।
১৪. এতং খো সরণং খেমং এতং সরণমুত্তমং,
এতং সরণমাগম্ম সব্বুদক্খা পমুচ্চতি।...১৮৮-১৯২

অনুবাদ : মানুষ ভয়বিহ্বল হয়ে পর্বত, বন, উদ্যানবৃক্ষ, চৈত্য প্রভৃতি বহু স্থানে শরণ নিয়ে থাকে। কিন্তু এ সকল শরণ মোটেই নিরাপদ এবং উত্তম আশ্রয় নয়। কারণ এ সকল আশ্রয় গ্রহণ করলে সর্বদুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। যিনি বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘের শরণ নেন এবং দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের অতিক্রম ও দুঃখোপশমকারী অষ্টাঙ্গিক মার্গ—এই চারটি আর্যসত্য সম্যক জ্ঞানের সঙ্গে দর্শন করেন, তাঁর পক্ষেই এই শরণ নিরাপদ আশ্রয়, উত্তম আশ্রয়। এই আশ্রয় গ্রহণ করলে সর্বদুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

অন্বয় : মনুস্সা ভযতজ্জিতা (মনুষ্যগণ ভয়বিহ্বল হয়ে) পব্বতানি বনানি আরামরুক্খচেত্যানি (পর্বত, বন, উদ্যানবৃক্ষ, চৈত্য) বহুং বে সরণং যন্তি চ (ও বহুস্থানের শরণ নেয়)। এতং খো খেমং সরণং ন (কিন্তু এ সকল নিরাপদ শরণ নয়), এতং উত্তমং সরণং ন (এ সকল উত্তম আশ্রয় ন)। এতং সরণং আগম্ম (এ সকল আশ্রয়ে এসে) সব্বদুক্খ ন পমুচ্চতি (সকল দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না)। যো চ বুদ্ধঞ্চ ধম্মঞ্চ সঙ্ঘঞ্চ গতো (যিনি বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণ নেন), দুক্খং (দুঃখ) দুক্খসমুপ্পাদং (দুঃখের উৎপত্তি) দুক্খস্স অতিক্কমং (দুঃখের অতিক্রম) দুক্খূপসমগামিনং চ (ও দুঃখোপশমকারী)অরিয অট্ঠঙ্গিকং মগ্গং (আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ) ইতি চত্তারি অরিযসচ্চানি (এই চারটি আর্যসত্য) সম্মপঞ্ঞায পস্সতি (সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করেন), এতং খো খেমং সরণং [তাহলে তার পক্ষে] (ইহাই নিরাপদ আশ্রয়) এতং উত্তমং সরণং (ইহাই উত্তম আশ্রয়)। এতং সরণং আগম্ম সব্বদুক্খা পমুচ্চতি (এই আশ্রয় গ্রহণ করলে সর্বদুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : ধর্মের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হয় নানাভাবে—ভয় থেকে ত্রাণের আশায় কখনও বা ধনসম্পদ, সন্তান ইত্যাদি নানা পার্থিব কাম্যবস্তুর লাভের জন্য হয়তো বা আরো অনেক কারণে। কিন্তু ভয় বা কামনা তাড়িত মানুষ ধর্ম বলে যার শরণ নেয় তা বেশিরভাগ সময়েই প্রকৃত ধর্ম নয়, তা তাকে ভব-

http://kalpataruboi.org

ব্যাধি থেকে মুক্ত করতে পারে না। জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারে আবদ্ধ মানুষের আসল প্রয়োজন মুক্তি। এই মুক্তিপথের নির্দেশ যিনি পেয়েছেন আর উদ্যমী হয়ে যথার্থ নিষ্ঠায় এই পথকে যিনি অনুসরণ করেন তিনি পরিণামে সমস্ত দুঃখ থেকে পরিত্রাণ লাভ করে অক্ষয় শান্তির অধিকারী হন।

'বহু কিছুর শরণ গ্রহণ করে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে বালুকারাশিতে উপবিষ্ট অগ্নিদত্ত নামক কোশলরাজের পুরোহিতকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

তিনি (রাজা) মহাকোশলের পুরোহিত ছিলেন। পিতার মৃত্যু হইলে রাজা পসেনদি কোশল 'আমার পিতার পুরোহিত ইনি' এই ভাবিয়া শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহাকে ঐ স্থানেই স্থাপিত করিলেন। তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি প্রত্যুদগমন করিয়া 'আচার্য আপনি এখানে উপবেশন করুন' বলিয়া নিজের সমান আসন দান করিতেন। পুরোহিত চিন্তা করিলেন—'এই রাজা আমাকে অতিরিক্ত শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু নিত্যকাল রাজাদের মন পাওয়া যায় না। সমান বয়স্কের সঙ্গেই রাজ্যসুখ সুখের হয়; আমি বৃদ্ধ, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করাই আমার পক্ষে যুক্তিযুক্ত। তিনি রাজার নিকট হইতে প্রব্রজ্যার অনুমতি লইয়া নগরে ভেরীবাদন করাইয়া এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁহার সমস্ত ধন দান করিয়া তীর্থিকরূপে প্রব্রজিত হইলেন। দশ হাজার পুরুষও তাঁহার অনুগমন করিয়া প্রব্রজিত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার শিষ্যদের সঙ্গে অঙ্গ, মগধ, কুরু এই কয়টি রাজ্যের মধ্যে বিচরণ করিয়া এই উপদেশ দিতেন—'বৎসগণ, যাহার কাম বিতর্কাদি উৎপন্ন হয় সে নদী হইতে বালুকাপুট আহরণ করিয়া এখানে ছড়াইয়া দাও।' তাহারা 'বেশ তাহাই হউক' বলিয়া তাঁহার কথামতো কামবিতর্কাদি উৎপন্ন হইলেই ঐরূপ করিত। এক সময় দেখা গেল যে মহাবালুকারাশি একত্রিত হইয়াছে। অহিছত্র নামক নাগরাজ তাহা প্রতিগ্রহণ করিল। অঙ্গ মগধবাসিগণ এবং কুরুরাষ্ট্রের অধিবাসিগণ মাসে মাসে তাঁহাদের মহাসৎকার করিয়া দান দিতেন। অগ্নিদত্ত তাহাদের এই উপদেশ দিলেন—'পর্বতের শরণ গ্রহণ কর, বনের শরণ গ্রহণ কর, উদ্যানের শরণ গ্রহণ কর, বৃক্ষের শরণ গ্রহণ কর—তাহা হইলে তোমরা সর্বদুঃখ হইতে মুক্তি পাইবে।' নিজের শিষ্যদেরও তিনি এই উপদেশই দিতেন।

বোধিসত্ত্বও অভিনিষ্ক্রমণান্তে সম্যকসম্বোধি প্রাপ্ত হইয়া সেই সময় শ্রাবস্তীর উপকণ্ঠে জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। একদিন তিনি প্রত্যুষকালে জগত অবলোকন করাকালে সশিষ্য অগ্নিদত্ত ব্রাহ্মণকে তাহার জ্ঞানজালের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট দেখিয়া—'ইহারা সকলেই অর্হত্ত্বের উপনিশ্রয়সম্পন্ন' জানিয়া সায়াহ্ন সময়ে মহামৌদগল্যায়ন স্থবিরকে বলিলেন—'মৌদগল্যায়ন, কি দেখিতেছ! অগ্নিদত্ত ব্রাহ্মণ জনসাধারণকে মিথ্যা শিক্ষা দিয়া ভুলপথে চালিত করিতেছে। যাও, তাহাদের সৎ উপদেশ দাও।'

'ভন্তে, ইহারা অনেক, আমার একার পক্ষে এত বড় দায়িত্ব বহন করা অসম্ভব। যদি আপনিও আসেন তাহা হইলে সম্ভব হইবে।'

http://kalpataruboi.org

'মৌদগল্যায়ন, আমিও আসিব, তুমি আগে যাও।' স্থবির আগে যাইতে যাইতে চিন্তা করিলেন—'ইহারা, সংখ্যায়ও বেশি, আর বলবানও বটে, যদি সকলের সমাগমস্থানে কিছু বলি, তাহা হইলে সকলে দল বাঁধিয়া আমার বিরুদ্ধাচরণ করিবে।' এই ভাবিয়া তিনি নিজের প্রভাবে বড় বড় ফোঁটার বৃষ্টিপাত ঘটাইলেন। বড় বড় ফোঁটার বৃষ্টিপাত হইলে তাহারা একে একে উঠিয়া নিজ নিজ পর্ণশালায় প্রবেশ করিল। স্থবির অগ্নিদত্ত ব্রাহ্মণের পর্ণশালার দ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন—'অগ্নিদত্ত!' তিনি স্থবিরের শব্দ শুনিয়া 'এই জগতে আমার নাম ধরিয়া ডাকার মত লোক ত নাই! আমাকে নাম ধরিয়া কে ডাকিতেছে!' তিনি অহঙ্কারোদ্ধত হইয়া (তাচ্ছিল্য সুরে) বলিলেন—'কে আমাকে ডাকে?'

'ব্রাহ্মণ, আমি।'

'কি বলিতেছেন?'

'অদ্য একরাত্রির জন্য, আমাকে থাকিবার জায়গা দিন।'

'এখানে থাকিবার জায়গা নাই। প্রত্যেকেরই এক একটি পর্ণশালা।

'অগ্নিদত্ত, মানুষ মানুষের কাছে, গরু গরুর কাছে, প্রব্রজিত প্রব্রজিতের কাছেই যায়। এইরূপ করিবেন না, আমাকে একটু জায়গা দিন।'

'আপনি কি প্রব্রজিত?'

'হ্যাঁ, আমি প্রব্রজিত।'

'যদি প্রব্রজিত হন, তাহা হইলে আপনার খারিভাণ্ড কোথায়, প্রব্রজিতের অন্যান্য দ্রব্যগুলি কোথায়?' 'ব্রাহ্মণ, আমার সবই আছে, কিন্তু এতগুলি হাতে লইয়া বিচরণ করা কষ্টকর। আমি তাই অভ্যন্তরে লইয়াই বিচরণ করি।' অগ্নিদত্ত স্থবিরের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—'সেইগুলি সঙ্গে লইয়াই বিচরণ করিবে।' তখন স্থবির তাঁহাকে বলিলেন—'অগ্নিদত্ত, আমার উপর ক্রুদ্ধ হইবেন না, আমাকে থাকিবার জায়গা বলিয়া দিন।'

'না, এখানে থাকিবার জায়গা নাই।'

'ঐ বালুকারাশিতে কে থাকে?'

'এক নাগরাজ।'

ঐটাই আমাকে দিন।'

'আমি দিতে পারিব না। খুব অন্যায় কাজ হইবে।'

'হউক, আপনি আমাকে দিন।'

'তাহা হইলে আপনি যাহা ভাল মনে করেন।'

স্থবির বালুকারাশির দিকে প্রস্থান করিলেন। নাগরাজ তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া 'এই শ্রমণ এইদিকে আসিতেছে, মনে হয় জানে না যে আমি এখানে আছি, ধুমায়িত করিয়া ইহাকে মারিব' বলিয়া ধুমায়িত করিলেন। স্থবির 'এই নাগরাজ ভাবিয়াছে সেই শুধু ধুমায়িত করিতে পারে, অন্য কেহ পারে না' ইহা ভাবিয়া নিজেও ধুমায়িত করিলেন। দুইজনের শরীর হইতে উদগত ধোঁয়া ব্রহ্মলোক পর্যন্ত ব্যাপ্ত করিল। উভয়ের শরীর হইতে উদগত ধোঁয়াতে স্থবিরের

http://kalpataruboi.org

একটুও কষ্ট হইল না, কিন্তু নাগরাজ ধোঁয়ায় বিব্রতবোধ করিলেন। নাগরাজ ধূম্রবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। স্থবিরও তেজোধাতু উৎপন্ন করিয়া নাগরাজের সহিত প্রজ্বলিত হইলেন। অগ্নিজ্বালা ব্রহ্মলোক পর্যন্ত ব্যাপ্ত করিল। উভয় অগ্নিজ্বালা স্থবিরকে দগ্ধ না করিয়া নাগরাজকেই দগ্ধ করিতে লাগিল। নাগরাজের সমগ্র শরীর উল্কার দ্বারা প্রদীপ্ত মনে হইতেছিল। ঋষিগণ (অর্থাৎ অগ্নিদত্তের শিষ্যগণ) ঐ দৃশ্য দেখিয়া ভাবিলেন—'নাগরাজ শ্রমণকে দগ্ধ করিতেছে। বেচারা শ্রমণ আমাদের কথা না শুনিয়া বিনষ্ট হইল।' স্থবির নাগরাজকে দমন করিয়া এবং পাপকাজ করা হইতে নিবৃত্ত করিয়া বালুকারাশিতে উপবেশন করিলেন। নাগরাজ বালুকারাশিকে দেহকুণ্ডলীর দ্বারা চতুর্দিকে ক্ষেপণ করিয়া কূটাগারের অভ্যন্তরের প্রমাণ ফণা নির্মাণ করিয়া স্থবিরকে উপরে ধারণ করিলেন।

ঋষিগণ সকালেই 'শ্রমণ মরিয়াছে, না মরে নাই জানিতে হইবে' বলিয়া স্থবিরের নিকট যাইয়া বালুকারাশির মাথায় উপবিষ্ট দেখিয়া অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া তাঁহার স্তুতি গাহিতে গাহিতে বলিলেন—

'হে শ্রমণ, নাগরাজ আপনার কোন ক্ষতি করে নাই?'

'দেখিতেছ না সে আমার মাথার উপরে ফণা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে!'

'কি আশ্চর্য! শ্রমণ এইরূপ নাগরাজকে দমন করিলেন!' বলিয়া স্থবিরকে পরিবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। সেই সময় শাস্তা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্থবির শাস্তাকে দেখিয়া উঠিয়া বন্দনা করিলেন। ঋষিগণ স্থবিরকে বলিলেন—

'ইনি কি আপনার অপেক্ষা মহান?'

'ইনি শাস্তা ভগবান, আমি তাঁহার শিষ্য! শাস্তা বালুকারাশির মাথায় উপবেশন করিলেন। ঋষিগণ—'শিষ্যের যদি এইরূপ প্রভাব হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহার প্রভাব আরও কত অধিক হইবে!' চিন্তা করিয়া অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন। শাস্তা অগ্নিদত্তকে আমন্ত্রণ করিয়া বলিলেন— 'অগ্নিদত্ত, তুমি তোমার শিষ্যদের এবং সেবকদের উপদেশ দিবার সময় কি বলিয়া উপদেশ দাও?' 'পর্বতের শরণ নাও, বন, উদ্যান, বৃক্ষের শরণ নাও। এইগুলির শরণ লইলে সর্বদুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।' এই উপদেশ দিয়া থাকি। শাস্তা বলিলেন—'অগ্নিদত্ত, এইগুলির শরণ লইলে সর্বদুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া যায় না, বুদ্ধ, ধর্ম এবং সঙ্ঘের শরণাগত হইলে সকল সংসার দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।' এই কথা বলিয়া এই গাথাগুলি ভাষণ করিলেন—

'ভয়বিহ্বল মনুষ্যগণ পর্বত, বন, উদ্যান, বৃক্ষ, চৈত্য প্রভৃতি বহুবিধ আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু এই সকল আশ্রয় নিরাপদ নহে, উত্তম আশ্রয়ও নহে। এইরূপ আশ্রয় অবলম্বনের দ্বারা কেহ সর্বদুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারে না।'—ধর্মপদ,

http://kalpataruboi.org

শ্লোক-১৮৮-১৮৯

'যিনি বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করেন, চারি আর্যসত্য তথা দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের নিরোধ এবং দুঃখোপশমকারী অষ্টাঙ্গিক মার্গ প্রজ্ঞাদ্বারা সম্যকরূপে দর্শন করেন, তাঁহার পক্ষে এই সকল শরণগমনই নিরাপদ, ক্ষেমংকর; ইহাই শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। কারণ এই শরণগমনের দ্বারা যাবতীয় দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ সম্ভব।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১৯০-১৯২

অন্বয় : 'বহুং' অর্থাৎ বহু। 'পর্বতসমূহ' ইসিগিলি, বৈপুল্য, বৈভার ইত্যাদি পর্বতে এবং মহাবন, গোশৃঙ্গ, শালবনাদি বনসমূহ এবং বেণুবন, জীবকাম্রবনাদি উদ্যানে এবং উদেনচৈত্য, গৌতমচৈত্যাদি বৃক্ষচৈত্য সমূহ বহু মনুষ্য বিভিন্ন প্রকার ভয়ে ভীত হইয়া ভয় হইতে মুক্তিলাভেচ্ছু হইয়া পুত্রলাভাদি বা প্রার্থনা করিয়া ঐসকলের আশ্রয় লইয়া থাকে।

'নেতং সরণং' এই সমস্ত শরণ ক্ষেমংকর নহে, উত্তম নহে। কারণ এই গুলিকে ভিত্তি করিয়া জন্মজরাদির দ্বারা অভিভূত সত্ত্বগণের একজনও জন্মজরাদি সর্বদুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারে না—ইহাই অর্থ।

'যে ব্যক্তি' ইত্যাদির দ্বারা অক্ষেম, অনুত্তম শরণ দর্শন করাইয়া ক্ষেমংকর এবং উত্তম শরণ দর্শনার্থে ইহা বলা হইয়াছে। ইহার অর্থ—গৃহস্থ বা প্রব্রজিত যে কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি যদি 'ইনিই সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ' ইত্যাদি বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘানুস্মৃতি ভাবনাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া বুদ্ধ, ধর্ম এবং সঙ্ঘের শরণাগত হয়। কিন্তু তাহার সেই শরণাগমনও অন্যতীর্থিক বন্দনাদির দ্বারা বিচলিত হয়। তাহার সেই শরণ শ্রেষ্ঠ শরণ হইলেও যতক্ষণ মার্গফল লাভ করা না যায়, ততক্ষণ এই শরণাগত হইতে বিচ্যুত হইবার আশঙ্কা থাকে।

'চারি আর্যসত্য সম্যকভাবে প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করে' অর্থাৎ যিনি দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখ নিরোধ ও দুঃখ নিরোধের উপায় স্বরূপ আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ এবং চতুরার্যসত্য সম্যক জ্ঞানে উপলব্ধি করেন, তাঁহার পুনর্জন্ম হয় না। তিনি এই নিরাপদ ও উত্তম শরণের প্রভাবে সকল প্রকার বর্ত্মদুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। তাই এই শরণকেই উত্তম ও নিরাপদ শরণ বলা হইয়াছে।

দেশনাবসানে সকল ঋষিগণ (অর্থাৎ অগ্নিদত্ত এবং তাঁহার শিষ্যগণ) প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন। শাস্তা তাঁহার চীবরাভ্যন্তরে হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিলেন—'আইস ভিক্ষুগণ, ব্রহ্মচর্য পালন কর।' সেই মুহূর্তেই তাঁহারা অষ্টপরিষ্কারধর ষষ্টিবর্ষিক স্থবিরের ন্যায় হইয়া গেলেন। এই দিন ছিল সেই দিন যখন অঙ্গ-মগধ-কুরু রাজ্যের জনগণ বিবিধ পূজা-সৎকার লইয়া উপস্থিত হয়। পূজা-সৎকার লইয়া আগত জনগণ সেই ঋষিদের প্রব্রজিত দেখিয়া চিন্তা করিল—'আমাদের অগ্নিদত্ত ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ, না শ্রমণ গৌতম?' যেহেতু শ্রমণ গৌতমই অগ্নিদত্তের নিকট আসিয়াছেন 'অগ্নিদত্তই শ্রেষ্ঠ' বলিয়া মনে করিল। শাস্তা তাহাদের মনের কথা জানিতে পারিয়া অগ্নিদত্তের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—'অগ্নিদত্ত, পরিষদের

http://kalpataruboi.org

সংশয় দূর কর।' 'আমিও ইহাই ভাবিতেছিলাম' বলিয়া অগ্নিদত্ত ঋদ্ধিবলে সাতবার আকাশে উঠিয়া এবং নামিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া 'ভন্তে, ভগবান, আপনিই আমার শাস্তা, আমি আপনার শিষ্য' বলিয়া নিজের শিষ্যত্ব প্রকাশিত করিলেন।

অগ্নিদত্ত ব্রাহ্মণের উপাখ্যান সমাপ্ত

আনন্দ স্থবিরের প্রশ্ন উপাখ্যান—৭

১৫. দুল্লভো পুরিসাজঞ্ঞো ন সো সব্বত্থ জাযতি,
যত্থ সো জাযতি ধীরো তং কুলং সুখমেধতি।...১৯৩

অনুবাদ : বুদ্ধের ন্যায় পুরুত্তোম দুর্লভ। সেরূপ লোক সর্বত্র জন্মগ্রহণ করেন না। সেরূপ মহাত্মা যেখানে জন্মগ্রহণ করেন, সেই কুলের সৌভাগ্য বৃদ্ধি পায়।

অন্বয় : পুরিসাজঞ্ঞো (পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ বুদ্ধ) দুল্লভো (দুর্লভ), সো সব্বত্থ ন জাযতি (তিনি সর্বত্র জন্মগ্রহণ করেন না)। সো ধীরো যত্থ জাযতি (সেই ধীর অর্থাৎ মহাত্মা যেখানে জন্ম নেন) তং কুলং সুখম্ এধতি (সেই কুলের সৌভাগ্য বৃদ্ধি পায়)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : মহাপুরুষরা সর্বদা বা সর্বত্রই আবির্ভূত হন না, কদাচিৎ কোন বিশেষ স্থানে তাঁরা আসেন। তাঁরা যখন জন্মগ্রহণ করেন একটি আলোকশিখার মত তাঁদের মহিমা চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হয় যা তাঁদের তিরোভাবের পরে অম্লান থাকে। এঁদের আগমনে পৃথিবী ধন্য হয়, কুল হয় পবিত্র।

'দুর্লভ' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে আনন্দ স্থবিরের প্রশ্নকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

স্থবির একদিন দিবাস্থানে বসিয়া ভাবিতেছিলেন—'শ্রেষ্ঠ হস্তী ষড়দণ্ডকুলে বা উপোসথকুলে ('উপোসথ' হস্তী চক্রবর্তী রাজার নিকটই থাকে, জাতক সংখ্যা ৪৭৯) উৎপন্ন হয়, শ্রেষ্ঠ অশ্ব সিন্ধবকুলে বা বলাহক অশ্বরাজকুলে উৎপন্ন হয়, শ্রেষ্ঠ বৃষভ দক্ষিণাপথ প্রভৃতি অঞ্চলে উৎপন্ন হয় বলিয়া শাস্তা শ্রেষ্ঠ হস্তী-অশ্ব-বৃষভাদির উৎপত্তিস্থান বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু শ্রেষ্ঠ (মনুষ্য) পুরুষ কোথায় উৎপন্ন হয়, সেই বিষয়ে ত আলোকপাত করেন নাই!' আনন্দ শাস্তার নিকট যাইয়া বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিয়া উক্ত বিষয়ে শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। শাস্তা বলিলেন—'আনন্দ, শ্রেষ্ঠ পুরুষ সর্বত্র জন্মগ্রহণ করেন না। সোজাসোজি দৈর্ঘ্যে তিনশত যোজন, প্রস্থে আড়াই শত যোজন এবং পরিধিতে নয়শত যোজন সম্বলিত মজ্ঝিমদেশেই তাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন। উৎপত্তিকালে

http://kalpataruboi.org

তাঁহারা যে সে কুলে উৎপন্ন হন না। হয় কোন শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়কুলে অথবা কোন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে তাঁহারা উৎপন্ন হন' ইহা বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'মহাপুরুষ দুর্লভ। তিনি সর্বত্র জন্মগ্রহণ করেন না। যেখানে সেই মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন সেই কুল সুখসমৃদ্ধ হয়।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১৯৩

অন্বয় : 'দুর্লভ' মহাপুরুষ দুর্লভই, শ্রেষ্ঠ হস্তী-অশ্বাদির ন্যায় তাঁহারা সুলভ নহেন। তিনি সর্বত্র প্রত্যন্তদেশে বা নীচকুলে জন্মগ্রহণ করেন না। মজ্ঝিমদেশেও যেখানে জনসাধারণের অভিবাদনাদি পূজা-সৎকারের উপযুক্ত স্থান, শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণকুলেই জন্মগ্রহণ করেন। এই প্রকারে উৎপন্ন অর্থাৎ 'যেখানে সেই মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন' উত্তমপ্রাজ্ঞ সম্যকসম্বুদ্ধ 'সেই কুল সুখসমৃদ্ধ হয়' সুখপ্রাপ্ত হয় এই অর্থ। দেশনাবসানে বহু স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

আনন্দ স্থবিরের প্রশ্ন উপাখ্যান সমাপ্ত

বহু ভিক্ষুর উপাখ্যান—৮

১৬. সুখো বুদ্ধানং উপ্পাদো সুখা সদ্ধম্মদেসনা,
সুখা সংঘস্‌স সামগ্‌গী সমগ্‌গানং তপো সুখো।...১৯৪

অনুবাদ : বুদ্ধগণের উৎপত্তি সুখজনক, সদ্ধর্মের উপদেশ সুখকর, সংঘের একতা সুখদায়ক, সংঘবদ্ধগণের তপস্যা সুখপ্রদ।

অন্বয় : বুদ্ধানং উপ্পাদো সুখো (বুদ্ধগণের উৎপত্তি সুখজনক) সদ্ধম্মদেসনা সুখা (সদ্ধর্মের উপদেশ সুখকর) সংঘস্‌স সামগ্‌গী সুখা (সংঘের একতা সুখদায়ক) সমগ্‌গানং তপো সুখো (সংঘবদ্ধগণের তপস্যা সুখপ্রদ)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : মহাপুরুষদের জন্ম জগতের কল্যাণের জন্যই। তাই যখনই তাঁরা আবির্ভূত হন বহুলোক তাঁদের শান্তিছায়ায় আশ্রয় নিয়ে তৃপ্ত হয়, শীতল হয়। তাঁদের উপদেশে, নির্দেশে মানুষ নিজের কল্যাণের পথ খুঁজে পায় পরিণামে মুক্তিলাভ করে। গীতাও (৩/২১ শ্লোকে) বলেছেন : শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে যে কর্মের অনুষ্ঠান করেন সাধারণ লোকেরাও তাই আচরণ করে; শ্রেষ্ঠ লোক কর্মের যে আদর্শ স্থাপন করেন অন্য লোকেরাও তাই অনুসরণ করে থাকে।

'বুদ্ধগণের উৎপত্তি সুখকর' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে বহু ভিক্ষুর কথা প্রসঙ্গে ভাষণ করিয়াছিলেন।

একদিন পঞ্চশত ভিক্ষু সভাগৃহে সমবেত হইয়া এই কথা উত্থাপিত করিলেন—'আবুসো, এই জগতে সুখকর ব্যাপার কি?' কেহ কেহ বলিলেন—'রাজ্যসুখের মত সুখ নাই।' অপর কেহ কেহ বলিলেন—'কামসুখের মত সুখ নাই,' 'শালিমাংসভোজনাদির মত সুখ নাই'। শাস্তা তাঁহাদের সম্মেলনস্থানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখন কি বিষয় লইয়া আলাপ করিতে সমবেত হইয়াছ?'

http://kalpataruboi.org

'এই বিষয়ে, ভন্তে।'

'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বলিতেছ? যে সকল সুখের কথা তোমরা বলিলে তাহার সমস্তই সংসার দুঃখেই পতিত করে। এই জগতে বুদ্ধোৎপত্তি, ধর্মশ্রবণ, সঙ্ঘসমন্বয় সঙ্ঘের ঐক্য ইহাই সুখকর বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'জগতে বুদ্ধগণের উৎপত্তি সুখকর। সদ্ধর্মের উপদেশ প্রচার সুখকর। সঙ্ঘের একতা সুখদায়ক। ঐক্যবদ্ধগণের তপস্যা সুখপ্রদ।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১৯৪

অন্বয় : 'বুদ্ধগণের উৎপত্তি' যেহেতু বুদ্ধগণ উৎপন্ন হইয়া জনগণকে লোভ-দ্বেষ-মোহাদি কান্তার হইতে পরিত্রাণ করে, তদ্ধেতু বুদ্ধগণের উৎপত্তি সুখবিধায়ক এবং উত্তম। যেহেতু সদ্ধর্মদেশনা জন্ম-জরাদির দ্বারা পীড়িত সত্ত্বগণকে জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-দুঃখ হইতে মুক্ত করে, তদ্ধেতু 'সদ্ধর্ম দেশনা' সদ্ধর্মপ্রচার মঙ্গলজনক। 'একতা' সমচিত্ততা। বুদ্ধের শিষ্যসঙ্ঘের সমচিত্ততা বা একতা সুখজনক। এই সমগুণ প্রভাবে তাঁহারা বুদ্ধবচন শিক্ষা, ধুতাঙ্গশীল পালন ও শ্রমণধর্ম পরিপূরণে সমর্থ, তাই 'একতাবদ্ধ হইয়া বাস করিলে সকলের তপস্যাও সুষ্ঠু সম্পন্ন হয়।' সেইজন্য বলা হইয়াছে—

'হে ভিক্ষুগণ, যতদিন ভিক্ষুগণ নিজেদের সম্মেলনের ব্যবস্থা করিয়া বারংবার একত্রিত হইবে, সমগ্র হইয়া উত্থান করিবে, সমগ্র হইয়া সঙ্ঘনির্দিষ্ট কর্মসমূহ সম্পাদন করিবে, ততদিন তাহাদের পতন না হইয়া উত্থানই (শ্রীবৃদ্ধিই) হইবে।' (মহাপরিনিব্বানসুত্তন্ত, দীঘনিকায়) দেশনাবসানে ঐ ভিক্ষুগণ অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, জনসাধারণের নিকটও ঐ ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

বহু ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত

কাশ্যপ বুদ্ধের সুবর্ণচৈত্যের উপাখ্যান—৯

১৭. পূজারহে পূজযতো বুদ্ধে যদি ব সাবকে,
পপঞ্চেসমতিক্কন্তে তিণ্ণসোকপরিদ্দবে।

১৮. তে তাদিসে পূজযতো নিব্বুতে অকুতোভযে,
ন সক্কা পুঞ্ঞং সংখাতুং ইমেত্তম্'পি কেনচি।...১৯৫-১৯৬

অনুবাদ : যাঁরা প্রপঞ্চসমূহ অতিক্রম করেছেন, যাঁরা শোক ও বিলাপের অতীত, যাঁরা নির্বাণপ্রাপ্ত ও অকুতোভয় সেই সকল পূজার্হ বুদ্ধ এবং তাঁদের শিষ্যদের যিনি পূজা করেন তাঁর পুণ্য অপরিমেয়।

অন্বয় : পপঞ্চসমতিক্কন্তে (সকল প্রপঞ্চ অতিক্রমকারী) তিণ্ণসোকপরিদ্দবে (শোকনদী উত্তীর্ণ) তাদিসে নিব্বুতে (তাদৃশ নির্বাণপ্রাপ্ত) অকুতোভযে (অকুতোভয়) পূজারহে বুদ্ধে পূজযতো (এরূপ পূজার্হ বুদ্ধকে যিনি পূজা করেন)

http://kalpataruboi.org

যদি ব সাবকে পূজযতো (কিংবা তাঁর শ্রাবক বা শিষ্যগণকে পূজা করেন) ইমেত্তমপি পঞ্ঞং (তাঁর এরূপ পুণ্যের) সংখাতুং না কেনাচি সক্ক (কেউ সংখ্যা নির্ণয় করতে সক্ষম নয়)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : প্রত্যেক মহাপুরুষের চতুর্দিকে একটি মহত্ত্বের পরিমণ্ডল রচিত হয়। যে কেউ তার অন্তর্গত হয়, সেই সৌভাগ্যবান। আরো সৌভাগ্যবান তাঁরা যাঁরা সেবার, পরিচর্যার সুযোগ তাঁদের আরো ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেন। মহাপুরুষদের নিত্য সেবা, ভজনার দ্বারাই মানুষ সমস্ত তৃষ্ণা এবং কলুষ ত্যাগ করে শোকসন্তাপ থেকে মুক্ত হন এবং সমস্ত ভয়কে জয় করেন।

'পূজার্হগণকে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা চারিকায় বিচরণকালে কাশ্যপ বুদ্ধের সুবর্ণচৈত্যকে উপলক্ষ করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

তথাগত মহাভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত হইয়া শ্রাবস্তী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আনুপূর্বিকভাবে বারাণসী যাইবার সময় পথিমধ্যে তোদেয্য গ্রামের নিকটে একটি দেবস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে উপবিষ্ট হইয়া সুগত ধর্মভাণ্ডাগারিক (সারিপুত্রকে) পাঠাইলেন যাহাতে নিকটে কৃষিকর্মরত ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া লইয়া আসেন। সেই ব্রাহ্মণ আসিয়া তথাগতকে বন্দনা না করিয়া সেই দেবস্থানকে বন্দনা করিয়া দাঁড়াইলেন। সুগতও জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ব্রাহ্মণ, এই স্থানটিকে আপনি কিসের বলিয়া মনে করেন?'

'হে গৌতম, আমাদের পুরুষপরম্পরা এই চৈত্যস্থানকে পূজা করিয়া আসিতেছে, তাই আমিও বন্দনা করিলাম।' সুগত তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া বলিলেন—'হে ব্রাহ্মণ, এই স্থানকে বন্দনা করিয়া আপনি ভালই করিয়াছেন।' ইহা শুনিয়া ভিক্ষুগণ সংশয়াপন্ন হইলেন—'কি কারণে ভগবান এইরূপ প্রশংসা করিলেন?' তখন তথাগত তাহাদের সংশয় অপনোদনের জন্য 'মজ্ঝিম নিকায়ের' 'ঘটিকারসূত্রান্ত' (সূত্রসংখ্যা ৮১) ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহার ঋদ্ধিপ্রভাবে কাশ্যপ বুদ্ধের যোজন উচ্চ কনকচৈত্য এবং অন্য এক কনকচৈত্য আকাশে নির্মাণ করিয়া জনসাধারণকে দেখাইয়া বলিলেন—

'হে ব্রাহ্মণ, এবম্বিধ পূজার্হগণের পূজা করা উচিত' বলিয়া 'মহাপরিনিব্বানসুত্তে' প্রদর্শিত উপায়ে বুদ্ধাদি চারি স্তূপার্হকে (সম্যকসম্বুদ্ধ, প্রত্যেকবুদ্ধ, তথাগত শ্রাবক এবং রাজচক্রবর্তী) প্রকাশিত করিয়া শরীরধাতু চৈত্য, উদ্দেশ্য (স্মারক) চৈত্য এবং পরিভোগ (ব্যবহার্য দ্রব্য রাখিয়া নির্মিত) চৈত্য—এই তিন প্রকার চৈত্যের কথা বিশেষভাবে পরিস্ফূট করিয়া এই গাথাদ্বয় ভাষণ করিলেন—

'যাঁহারা শোক-সন্তাপ-উত্তীর্ণ, প্রপঞ্চ অতিক্রমকারী সেই পূজার্হ বুদ্ধ (জীবদ্দশায়) কিংবা তাঁহার শ্রাবকদের পূজা করিলে যে পুণ্য হয় এবং তাদৃশ বুদ্ধ এবং শ্রাবকগণ অকুতোভয় হইয়া নির্বাণপ্রাপ্ত হইলেও তাঁহাদের পূজা করিলে যে পুণ্য হয়, তাহা কেহ পরিমাপ করিতে পারে না।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১৯৫-১৯৬

http://kalpataruboi.org

অন্বয় : পূজার যোগ্য 'পূজার্হ', পূজা করিবার উপযুক্ত এই অর্থ। 'পূজার্হদিগকে পূজা করিলে' অভিবাদনাদি চারি প্রত্যয়ের দ্বারা যে পূজা করে। কাহারা পূজার্হ তাহা প্রকট করিতে বলিয়াছেন 'বুদ্ধে' ইত্যাদি। 'বুদ্ধে' সম্যকসম্বুদ্ধের কথা বলা হইয়াছে। 'যদি' যদি বা, অথবা এই অর্থে। এখানে প্রত্যেকবুদ্ধের কথাও বলা হইয়াছে, বুদ্ধ শ্রাবকের কথাও বলা হইয়াছে। 'প্রপঞ্চ সমতিক্রমকারীগণকে' তৃষ্ণা, দৃষ্টি, মান ইত্যাদি প্রপঞ্চকে যাঁহারা অতিক্রম করিয়াছেন। 'শোক-সন্তাপ-উত্তীর্ণদের' শোক এবং পরিদেবনা বা সন্তাপকে অতিক্রম করিয়াছেন যাঁহারা—এই দুই প্রকার 'অতিক্রান্ত' এই অর্থ। এইগুলির দ্বারা পূজার্হতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

'তে' বুদ্ধ প্রভৃতি। 'তাদৃশগণকে উক্তগ্রহণবশে 'নিবৃর্তগণকে' রাগাদির নিবৃর্তির কথাই বলা হইয়াছে। কোন ভব বা আলম্বন হইতে ইহাদের কোন ভয় নাই বলিয়া অকুতোভয়—সেই 'অকুতোভয় ব্যক্তিদিগকে'। 'পুণ্য গণনা করা অসম্ভব' পুণ্যকে গণনা করা যায় না, সেইটা কিরূপ? 'ইমেত্তমপি কেনচি' 'ইহা এত', 'ইহা এত,' 'এই পরিমাণ' বলিয়া কেহ বলিতে পারে না, এখানে 'অপি' শব্দের দ্বারা বুঝাইতেছে কোন পুদ্গল বা কোন 'মান' এর দ্বারা। 'পুদ্গলের দ্বারা' বলিতে ব্রহ্মাদির দ্বারা। 'মান' বলিতে ত্রিবিধ মান বুঝায়—

'তীরণ' 'ধারণ' এবং 'পূরণ'। 'তীরণ' বলিতে 'ইহা এত' বলিয়া ন্যায়ত নির্ণয়করণ; 'ধারণ' বলিতে মানদণ্ডে (তুলাদণ্ডে) ধারণ, 'পূরণ' বলিতেও এক প্রকার মাপ বুঝায় যাহা প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল। যেমন মুষ্টি মাপিয়া চাউল বা শস্য দেওয়া, হাতের কোষ মাপিয়া তৈলাদি তরল পদার্থ দেওয়া, এক প্রস্থ চাউল, এক আড়ি চাউল ইত্যাদি। কোন ব্যক্তি এই তিন প্রকার 'মান' এর দ্বারা বুদ্ধাদির পূজা করিয়া যে পুণ্য সঞ্চিত হয় তাহা গণনা করা যায় না। অন্তরহিত বা অনন্ত বলিয়া দুই অবস্থার যে কোন অবস্থাতে বুদ্ধাদির পূজা-সৎকার করিলে ইহার পুণ্যকে মাপা যায় না, গণনা করা যায় না। দুই অবস্থা কি কি?

১. বুদ্ধাদির জীবদ্দশায় দানাদির দ্বারা পূজা সৎকার করিলে।

২. তাঁহারা ক্লেশপরিনির্বাণ নিমিত্তের দ্বারা স্কন্ধপরিনির্বাণের দ্বারা পরিনির্বৃত হইলে তখন দানাদি দ্বারা তাঁহাদের পূজা সৎকার করিলে।

তাই 'বিমানবত্থুতে' (গাথা ৮০৬) বলা হইয়াছে—'সম্বুদ্ধের জীবিতাবস্থায় অথবা পরিনির্বাপিত অবস্থায় সমচিত্তে সমফল হয় [অর্থাৎ সম্বুদ্ধের জীবিতাবস্থায় তৎপ্রতি প্রসন্নচিত্ত উৎপাদন করিলে যেই ফল হয়, তাঁহার পরিনির্বাণেও সেই ফল হয়]। চিত্তের প্রণিধানবশতই প্রাণিগণ সুগতি গমন করে।'

দেশনাবসানে সেই ব্রাহ্মণ স্রোতাপন্ন হইয়াছিলেন। যোজনিক কনকচৈত্য সপ্তাহকাল আকাশেই বর্তমান ছিল। মহাজনসমাগম হইয়াছিল এবং তাহারা সপ্তাহকাল ধরিয়া নানাপ্রকারে চৈত্যের পূজা করিয়াছিল। যাহারা ভিন্ন মতবাদসম্পন্ন ছিল তাহাদের ভ্রান্তধারণা দূরীভূত হইয়াছিল। বুদ্ধের প্রভাবে সেই চৈত্য নিজস্থানেই চলিয়া গেল, সেইস্থানেই সেই মুহূর্তেই বিশাল পাষাণচৈত্য

http://kalpataruboi.org

আবির্ভূত হইল। সেই সমাগমে চতুরশীতি সহস্র প্রাণির ধর্মাভিসময় হইয়াছিল।

কাশ্যপ বুদ্ধের সুবর্ণচৈত্যের উপাখ্যান সমাপ্ত

বুদ্ধবর্গ বর্ণনা সমাপ্ত

॥ চতুর্দশ বর্গ ॥

http://kalpataruboi.org

ধর্মপদ অর্থকথা

সপ্তম খণ্ড (সুখবর্গ - মার্গবর্গ)

১৫. সুখবর্গ

জ্ঞাতিকলহ উপশমের উপাখ্যান—১

১. সুসুখং বত জীবাম বেরিনেসু অবেরিনো,
বেরিনেসু মনুস্সেসু বিহরাম অবেরিনো।
২. সুসুখং বত জীবাম আতুরেসু অনাতুরা,
আতুরেসু মনুস্সেসু বিহরাম অনাতুরা।
৩. সুসুখং বত জীবাম উস্সুকেসু অনুস্সুকা,
উস্সুকেসু মনুস্সেসু বিহরাম অনুস্সুকা।...১৯৭-১৯৯

অনুবাদ : শত্রুর প্রতি শত্রুতার বিরত হয়ে এস, আমরা সুখে কালাতিপাত করি। হিংসাকারীদের মধ্যে এস, আমরা অহিংস হয়ে সুখে জীবনযাপন করি। আতুরগণের (রাগাদি দ্বারা ক্লিষ্ট) মধ্যে এস, আমরা অনাতুর (ক্লেশরহিত) হয়ে সুখে কালাতিপাত করি; এস, আমরা আতুর মানুষদের মধ্যে অনাতুর হয়ে বিচরণ করি। এস, আমরা বিষয়াসক্ত মানুষদের মধ্যে অনাসক্ত হয়ে বাস করি; এস, আমরা আসক্তদের মধ্যে অনাসক্ত হয়ে বিচরণ করি।

অন্বয় : বেরিনেসু অবেরিনো সুসুখং বত জীবাম (এস, আমরা বৈরিগণের মধ্যে বৈরিহীন হয়ে সুখে জীবনযাপন করি)। বেরিনেসু মনুস্সেসু অবেরিনো বিহরাম (বৈরিভাবাপন্ন মানুষদের মধ্যে বৈরিহীন হয়ে বিহার করি)। আতুরেসু অনাতুরা সুসুখং বত জীবাম (এস, আমরা আতুরগণের মধ্যে অনাতুর হয়ে সুখে জীবনযাপন করি), আতুরেসু মনুস্সেসু অনাতুরা বিহরাম (আমরা আতুর মানুষদের মধ্যে অনাতুর হয়ে বিচরণ করি)। উস্সুকেসু অনুস্সুকা সুসুখং বত জীবাম (এস, আমরা উৎসুকদের মধ্যে অনুৎসুক হয়ে সুখে জীবনযাপন করি)। উস্সুকেসু মনুস্সেসু অনুস্সুকা বিহরাম (এস, আমরা উৎসুক মানুষদের মধ্যে অনুৎসুক হয়ে বিচরণ করি)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : 'সংসার যবে মন কেড়ে লয়, জাগানো যখন প্রাণ', তখন রোগ-শোকের ক্লেশ, লোভ, দ্বেষ, মোহ প্রভৃতি রিপুর তাড়না মানুষকে একেবারে

http://kalpataruboi.org

জর্জরিত করে তোলে, লালসা তাকে টেনে নিয়ে যায় বিপথে। তার বশবর্তী হয়ে সংসারী মানুষ তো বটেই, সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী পর্যন্ত অসৎ পথে পা বাড়ায়। এ পথে সাময়িক সুখ এলেও এ প্রকৃত সুখের পথ নয়। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ আর স্পর্শের মায়া মরীচিকার মত তৃষ্ণার্ত মানুষকে ভুলিয়ে নিয়ে অশেষ যন্ত্রণায় বিদ্ধ করে অবশেষে তাকে ঠেলে দেয় নির্দয় মৃত্যুর কবলে। এ ভীষণ সংসারে, অকল্যাণের পথ যেখানে সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরের ধারের মতই সঙ্কীর্ণ এবং দুর্গম, কামনা-বাসনাজয়ী মহামানবরা অনায়াসে সেই পথেই অবিচল থাকছেন—কোন ঝড়ঝঞ্ঝাই তাঁদের তৃষ্ণাহীন নিরুদ্বেগ জীবনের গভীর শান্তিকে বিঘ্নিত করতে পারে না।

'সুখে বাস' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা শাক্যদের মধ্যে অবস্থানকালে কলহ উপশমের জন্য জ্ঞাতিদের উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন।

শাক্য এবং কোলিয়গণ কপিলবস্তুনগর এবং কোলিয়নগরের মধ্যস্থ রোহিনী নদীতে বাঁধ দিয়া বাঁধের উভয়দিকে চাষবাস করিত। জ্যৈষ্ঠমাসে জল শুকাইয়া যাইতে আরম্ভ করিলে উভয় নগরবাসিগণের শ্রমিকেরা একত্রিত হইল। সেখানে কোলিয়নগরবাসিগণ বলিল—'এই জল উভয়দিকে প্রবাহিত হওয়ায়, তোমাদেরও লাভ হয় না, আমাদেরও লাভ হয় না। আমাদের ফসলের জন্য একবারের জলই যথেষ্ট, অতএব, এই জল আমাদের দাও।' অন্যরা (অর্থাৎ কপিলবস্তুবাসিগণ) বলিল—'তোমাদের শস্যভাণ্ডার পূর্ণ হইলে, আমাদের তখন রক্তসুবর্ণ, নীলমণি ও কৃষ্ণ কার্ষাপণ লইয়া ঝুড়ি হাতে তোমাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইবে, সেইটা সম্ভব নহে, অতএব এই জল আমাদের দাও।'

'আমরা দিব না।' 'আমরাও দিব না।' এইভাবে কথা কাটাকাটি হইতেই একজন অন্যজনকে প্রহার করিল। সেও ইহাকে প্রহার করিল। এইভাবে পরস্পরকে প্রহার করিতে করিতে উভয়পক্ষ একে অন্যের 'জন্ম' তুলিয়া (অর্থাৎ বংশের কথা উত্থাপন করিয়া) কলহ বাড়াইয়া চলিল।

কোলিয় শ্রমিকগণ বলিল—'তোমরা কপিলবস্তুবাসিদের লইয়া তর্জন-গর্জন কর (অর্থাৎ খুব গর্ব কর) যাহারা কুকুর-শৃগালের মত নিজ নিজ ভগ্নির সঙ্গে সহবাস করিয়াছে, তাহাদের হস্তী-অশ্ববাহিনী এবং ঢাল-তরোয়াল আমাদের কি করিবে!' শাক্য শ্রমিকগণও বলিল—'তোমরা ত কুষ্ঠি, নিজেদের পুত্র-কন্যা লইয়া তর্জন-গর্জন করিতেছ। যাহারা অনাথ এবং অসহায় পশুর মত কোলবৃক্ষে বাস করিত, তাহাদের হস্তী-অশ্ববাহিনী এবং ঢাল-তরোয়াল আমাদের কি করিবে!' উভয়পক্ষ যাইয়া ভারপ্রাপ্ত অমাত্যদের জানাইল, অমাত্যগণ রাজকুলের কর্ণগোচর করিল। শাক্যগণ ভগ্নিদের সহিত সহবাসকারী আমাদের শৌর্য-বীর্য প্রদর্শন করিব' বলিয়া যুদ্ধসজ্জায় বহির্গত হইল। কোলিয়গণও 'কোলবৃক্ষবাসি আমাদের শৌর্য-বীর্য প্রদর্শন করিব' বলিয়া যুদ্ধসজ্জায় বহির্গত হইল।

শাস্তাও প্রত্যুষকালে জগৎ অবলোকন করিতে করিতে জ্ঞাতিদের দেখিয়া 'আমি না যাইলে ইহারা বিনাশপ্রাপ্ত হইবে, অতএব আমাকে যাইতে হইবে' চিন্তা

http://kalpataruboi.org

করিয়া একাকীই আকাশপথে যাইয়া রোহিণী নদীর মধ্যস্থলে আকাশে পদ্মাসনে বসিলেন। জ্ঞাতিগণ শাস্তাকে দেখিয়া অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিল। তখন শাস্তা তাহাদের বলিলেন—'মহারাজ, ইহা কিসের বিবাদ?'

'ভন্তে, জানি না।' 'কে জানে?' তাহারা 'উপরাজা জানে, সেনাপতি জানে' এইভাবে দাস-কর্মকরদের জিজ্ঞাসা জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল—'ভন্তে, ইহা জল লইয়া বিবাদ।' 'মহারাজ, জলের কি মূল্য?'

'ভন্তে, অল্প মূল্য।' 'মহারাজ, ক্ষত্রিয়দের মূল্য কত?' 'ভন্তে, ক্ষত্রিয়গণ অমূল্য।'

'সামান্য জলের জন্য অমূল্য ক্ষত্রিয়গণের জীবননাশ করা অযৌক্তিক।' তাহারা নীরব রহিল। তখন শাস্তা তাহাদের ডাকিয়া বলিলেন—'মহারাজ, কেন এইরূপ করিতেছ, আমি না আসিলে আজ রক্তবন্যা বহিত, তোমরা অন্যায় করিয়াছ, তোমরা পাঁচ প্রকার বৈরী লইয়া সবৈরী হইয়া অবস্থান করিতেছ। আমি বৈরীহীন হইয়া বিচরণ করি। তোমরা রাগাদি ক্লেশের দ্বারা ক্লিষ্ট হইয়া বিচরণ করিতেছ, আমি ক্লেশরহিত হইয়া বিচরণ করি। তোমরা পঞ্চকামগুণের অন্বেষণে উৎসুক হইয়া বিচরণ কর, আমি অনাসক্ত হইয়া বিচরণ করি' এই কথা বলিয়া তিনি এই গাথাগুলো ভাষণ করিলেন—

'বৈরীগণের মধ্যে আমরা বৈরীহীন হইয়া সুখে জীবন যাপন করি। এস আমরা বৈরী মনুষ্যগণের মধ্যে অবৈরী হইয়া বিচরণ করি।' (ধর্মপদ, শ্লোক-১৯৭)

'আতুর অর্থাৎ রাগাদি ক্লেশ দ্বারা ক্লিষ্টগণের মধ্যে আমরা অন্যতুর (ক্লেশরহিত) হইয়া সুখে জীবন যাপন করি। এস, আমরা আতুরগণের মধ্যে অনাতুর হইয়া বিচরণ করি।' (ধর্মপদ, শ্লোক-১৯৮)

পঞ্চকামগুণ সন্ধানী উৎসুক মনুষ্যগণের মধ্যে আমরা অনাসক্ত হইয়া সুখে জীবন যাপন করি। এস, আমরা আসক্ত মনুষ্যগণের মধ্যে আসক্তিবিহীন হইয়া বিচরণ করি।' (ধর্মপদ, শ্লোক-১৯৯)

অন্বয় : 'সুসুখ' সুষ্ঠু সুখ। ইহা উক্ত হয়—যে সকল গৃহী সন্ধিচ্ছেদাদিবশে অথবা যে সকল প্রব্রজিত বৈদ্যকর্মাদিবশে জীবিকাবৃত্তি উৎপাদন করিয়া 'সুখে জীবন যাপন করি' বলিয়া থাকে, তাহাদের অপেক্ষা আমরা সুখে জীবন যাপন করি, যেহেতু আমরা পঞ্চ বৈরীর দ্বারা বৈরী মনুষ্যগণের মধ্যে অবৈরী হইয়া, ক্লেশের দ্বারা আতুর মনুষ্যগণের মধ্যে ক্লেশহীনতাবশত অনাতুর হইয়া এবং পঞ্চকামগুণ সন্ধানে উৎসুকগণের মধ্যে তাদৃশ সন্ধানের অভাবে অনুৎসুক। অবশিষ্ট শব্দের অর্থ স্পষ্টই আছে। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

জ্ঞাতিকলহ উপাখ্যান সমাপ্ত

http://kalpataruboi.org

মারের উপাখ্যান—২

৪. সুসুখং বত জীবাম যেসং নো নত্থি কিঞ্চনং,
পীতিভক্খা ভবিস্সাম দেবা আভস্সরা যথা।...২০০

অনুবাদ : যেহেতু আমাদের কোন প্রত্যাশা নেই, তাই আমরা সুখে কালাতিপাত করব। দীপ্তিমান দেবগণের ন্যায় এস আমরা প্রীতি উপভোগ করি।

অন্বয় : যেসং নো কিঞ্চনং নত্থি (আমাদের মধ্যে যাদের কিছুই নেই) বযং সুসুখং বত জীবাম (সেই আমরা সুখে জীবনযাপন করি)। আভস্সরা দেবা যথা (আভাস্বর অর্থাৎ দীপ্তিমান দেবতাদের ন্যায়) পীতিভক্খা ভবিস্সাম (এস, আমরা প্রীতি উপভোগ করি)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : ক্ষুধা তৃষ্ণা দেহের ধর্ম। বুদ্ধের মতে উচ্চমার্গের মহাপুরুষদের সত্ত্বা চৈতন্যেই পরিব্যাপ্ত। দেহের ভূমিকা সেখানে অকিঞ্চিৎকর, সঙ্কীর্ণ। তাই সাধারণ দেহধর্মের প্রয়োজন তাঁদের মত সামান্য যে অনায়াসেই তাকে পরিহার করতে পারেন তাঁরা। তাঁদের কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা নেই বলে না পাওয়ার দুঃখও নেই। তাই সব সময় তাঁরা তৃপ্ত, সন্তুষ্ট, সুখী।

'সুখে জীবনযাপন করি' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা পঞ্চশালা নামক ব্রাহ্মণগ্রামে অবস্থানকালে মারকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

একদিন শাস্তা পঞ্চশত কুমারীর স্রোতাপত্তিমার্গের উপনিশ্রয় দেখিয়া সেই গ্রামের সন্নিকটে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই কুমারীগণ এক বিশেষ উৎসবের দিনে নদীতে যাইয়া স্নানান্তে অলঙ্কৃত হইয়া গ্রাম অভিমুখে রওনা হইল। শাস্তাও সেই গ্রামে প্রবেশ করিয়া পিণ্ডাচরণ করিতে লাগিলেন। মার সকল গ্রামবাসিদের শরীরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের অভিভূত করিল যাহাতে কেহ বুদ্ধকে এক চামচ ভিক্ষাও না দেয়। শাস্তা শূন্যপাত্রে গ্রাম হইতে বহির্গমনকালে মার গ্রামদ্বারে অবস্থান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'হে শ্রমণ, পিণ্ডপাত লাভ করিয়াছ কি?' 'হে পাপী, তুমি কেন এরূপ করিয়াছ যাহাতে আমি পিণ্ডলাভ না করি?'

'ভন্তে, তাহা হইলে, আবার (গ্রামে) প্রবেশ করুন।'

মার চিন্তা করিল—'যদি বুদ্ধ আবার গ্রামে প্রবেশ করে, আমি গ্রামবাসিদের শরীরে পুনঃ প্রবেশ করিয়া তাহাদের অভিভূত করিব এবং (তাহারা ভিক্ষা না দিলে) আমি তখন হাততালি দিব এবং হাস্যকৌতুক করিব।' সেই মুহূর্তে ঐ কুমারীগণ গ্রামদ্বারে উপস্থিত হইয়া শাস্তাকে দেখিল এবং তাঁহাকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইল। মারও শাস্তাকে বলিল—'ভন্তে, পিণ্ড লাভ না করিয়া নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছেন?' শাস্তা বলিলেন—'হে পাপী, আমি অদ্য কিছু ভিক্ষা লাভ না করিলেও আভাস্বর দেবলোকবাসি মহাব্রহ্মাদের ন্যায় প্রীতিসুখে দিন অতিবাহিত করিব'। তারপর এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'আমাদিগের মধ্যে যাহাদের রাগাদি কিছুই নাই, তাহারা সুখে জীবনযাপন

http://kalpataruboi.org

করে। এস, আভাস্বর দেবগণের ন্যায় আমরা প্রীতিভক্ষা হই।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২০০

অন্বয় : 'আমাদিগের মধ্যে যাহাদের' অর্থাৎ আমাদিগের মধ্যে যাহাদের রাগাদি আসক্তির মধ্যে কোন আসক্তি নাই। 'প্রীতিভক্ষা' যেমন আভাস্বরবাসি দেবগণ প্রীতিভক্ষা হইয়া প্রীতিসুখে জীবনযাপন করে, তদ্রূপ আমরাও, হে পাপী (মার), কোন কিছু লাভ না করিয়াও প্রীতিভক্ষা হইব—এই অর্থ। দেশনাবসানে পঞ্চশত কুমারীগণ স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইল।

মারের উপাখ্যান সমাপ্ত

কোশলরাজার পরাজয়ের উপাখ্যান—৩

৫. জযং বেরং পসবতি দুক্খং সেতি পরাজিতো,
উপসন্তো সুখং সেতি হিত্বা জযপরাজযং।...২০১

অনুবাদ : জয় শত্রুতার সৃষ্টি করে, পরাজিত ব্যক্তি দুঃখে অবস্থান করে। কিন্তু যিনি শান্তচিত্ত তিনি জয় পরাজয় ত্যাগ করে সুখে বিহার করেন।

অন্বয় : জযং বেরং পসবতি (জয় বৈর প্রসব করে), পরাজিতো দুক্খং সেতি (পরাজিত ব্যক্তি দুঃখে অবস্থান করে), উপসন্তো জযপরাজযং হিত্বা (উপশান্ত ব্যক্তি জয়-পরাজয় ত্যাগ করে) সুখং সেতি (সুখে বাস করে)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : যে কোন বিরোধে সেখানে এক পক্ষ জয়ী হয়, অপর পক্ষ অবশ্যই পরাজিত হবে। জয়ী আনন্দিত হয় ঠিকই কিন্তু সে বুঝতে পারে না যে এই আনন্দের মধ্যেই এক ভবিষ্যত দুঃখের বীজ নিহিত আছে। পরাজিত পক্ষ একদিন না একদিন প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করবার চেষ্টা করবেই। কাজেই বৈরিতার পথ সুখের পথ নয়, শান্তির পথও নয়। শান্তি পান তাঁরাই যাঁরা সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয়কে সমান জ্ঞান করেন; সমস্ত তৃষ্ণা যাঁদের অপগত হয়েছে।[১৮]

'জয় শত্রুতাকে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে কোশলরাজার পরাজয়কে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

তিনি কাশিকগ্রামকে ভিত্তি করিয়া ভাগিনা অজাতশত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তিনবার তাহার দ্বারা পরাজিত হইয়া তৃতীয়বারে চিন্তা করিলেন—

'আমি একটি দুগ্ধপোষ্য ছেলেকে পরাজিত করিতে পারিলাম না, আমার বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি?' তিনি আহার ত্যাগ করিয়া শয্যাগত হইলেন। তাঁহার এই ব্যাপার সমস্ত নগরে ছড়াইয়া পড়িল। ভিক্ষুগণ তথাগতকে জানাইলেন—'ভন্তে, রাজা নাকি কাশিকগ্রামকে ভিত্তি করিয়া তিনবার যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছেন। এখন তিনি পরাজিত হইয়া আসিয়া 'একটি দুগ্ধপোষ্য ছেলেকে আমি পরাজিত করিতে পারিলাম না, আমার বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি?' বলিয়া আহার

[১৮]। রাজা প্রসেনজিৎ কর্তৃক অজাতশত্রু পরাজিত হলে বুদ্ধদেব এই শ্লোকটি উচ্চারণ করেন।

http://kalpataruboi.org

ত্যাগ করিয়া শয্যাগত হইয়াছেন।' শাস্তা তাঁহাদের কথা শুনিয়া বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, যুদ্ধে জয়ী হইলেও শত্রুতার সৃষ্টি হয়, পরাজিত হইলে দুঃখে শয়ন করে (অর্থাৎ দুঃখিত হইয়া কালাতিপাত করে)।' ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'জয় বৈরীতা প্রসব করে, পরাজিত ব্যক্তি দুঃখে শয়ন করে (চারি ঈর্ষাপথে সে দুঃখিতই থাকে)। (কিন্তু) উপশান্ত (রাগাদি ক্লেশশূন্য ক্ষীণাস্রব ব্যক্তি) জয় ও পরাজয়ের উর্ধ্বে সুখে অবস্থান করেন।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২০১

অন্বয় : 'জয়' অর্থাৎ জয় করিলে বৈরীতা লাভ করে। 'পরাজিত' অন্যের দ্বারা পরাজিত হইলে 'কবে আমি শত্রুর পৃষ্ঠদর্শন করিতে পারিব' এই চিন্তায় দুঃখিত হইয়া শয়ন করে অর্থাৎ সকল ঈর্ষাপথে দুঃখিত হইয়াই অবস্থান করে। 'উপশান্ত' অভ্যন্তরে যাঁহার রাগাদি ক্লেশ উপশান্ত হইয়াছে সেই ক্ষীণাস্রব (অর্হৎ) ব্যক্তি জয় এবং পরাজয় উভয়কে উপেক্ষা করিয়া সুখে শয়ন করেন অর্থাৎ সকল ঈর্ষাপথে সুখেই অবস্থান করেন। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছিলেন।

কোশলরাজার পরাজয়ের উপাখ্যান সমাপ্ত

জনৈকা কুলবালিকার উপাখ্যান—৪

৬. নত্থি রাগসমো অগ্‌গি, নত্থি দোসসমো কলি,
নত্থি খন্ধাসমা দুক্‌খা, নত্থি সন্তি পরং সুখং।...২০২

অনুবাদ : আসক্তির ন্যায় অগ্নি নেই, বিদ্বেষের ন্যায় পাপ নেই, পঞ্চস্কন্ধের ন্যায় দুঃখ নেই, শান্তি অপেক্ষা উত্তম সুখ নেই।

অন্বয় : রাগসমো অগ্‌গি নত্থি (অনুরাগের সমান অগ্নি নেই), দোসসমো কলি নত্থি (দোষের সমান কলি বা পাপ নেই) খন্ধাসমা দুক্‌খা নত্থি (পঞ্চস্কন্ধ সদৃশ দুঃখ নেই), সন্তি পরং সুখং নত্থি (শান্তি অপেক্ষা উত্তম সুখ নেই)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : কামনা-বাসনা অনবরত মানুষের মনে উদয় হচ্ছে আবার বিলীন হচ্ছে বাইরে থেকে এদের অস্তিত্ব বোঝা যায় না, কিন্তু মনের উপর তাদের প্রভাব অতি প্রচণ্ড। অতৃপ্ত কামনা আগুনের মতই অন্তরকে দগ্ধ করে। সে আগুনের শিখা নেই, কিন্তু দাহিকাশক্তি অতি তীব্র। বাসনার আগুনে পুড়ে অনেক কোমল হৃদয়ই ছাই হয়ে যায়। শত্রুতার জ্বালা শুধু যে মনকে পোড়ায় তাই নয়, যা থেকে শত্রুতার উৎপত্তি সেই হিংসা অতি ভয়ানক পাপ। হিংসা আর দ্বেষ যার মনকে অধিকার করেছে তার নিষ্কৃতি পাওয়া কঠিন। মানুষের সমস্ত দুঃখের মূলেই হল কামনা-বাসনা পরিপূর্ণ সংসার। তার অবসানেই লাভ হতে পারে মহৎ শান্তি, পরম সুখের আশ্রয়, যার আর এক নাম নির্বাণ।

'রাগের তুল্য অগ্নি নাই' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে

http://kalpataruboi.org

কোন এক কুলবালিকাকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

তাহার মাতাপিতা তাহার বিবাহ ঠিক করিয়া বিবাহোৎসবের দিন শাস্তাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। শাস্তা ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত হইয়া তাঁহাদের গৃহে যাইয়া আসন গ্রহণ করিলেন। সেই নববধূও ভিক্ষুসঙ্ঘের জল ছাঁকার কাজ করিতে করিতে এইদিকে ঐদিকে বিচরণ করিতেছিল। তাহার স্বামীও তাহাকে একদৃষ্টিতে দেখিতেছিল। আসক্তিবশে তাহাকে দেখার জন্য তাহার মনে ক্লেশ উৎপন্ন হইল। সে অজ্ঞানাভিভূত হইয়া না বুদ্ধের সেবা করিল, না অশীতি মহাস্থবিরের। তাহার মনে হইল সে হাত বাড়াইয়া সেই বধূকে ধরিবে। শাস্তা তাহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া এমন করিলেন যাহাতে সে ঐ কন্যাকে দেখিতে না পায়। সে তাহাকে না দেখিয়া শাস্তার দিকেই তাকাইয়া রহিল। তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিতে দেখিয়া শাস্তা তাহাকে বলিলেন—

'হে কুমার, রাগাগ্নির মত আগুন নাই, দ্বেষের মত পাপ নাই, স্কন্ধের ন্যায় দুঃখ নাই। (নির্বাণ) শান্তি অপেক্ষা সুখ নাই।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২০২

অন্বয় : 'রাগের সমান নাই' অর্থাৎ ধুম বা জ্বালা বা অঙ্গার প্রদর্শন না করিয়া অভ্যন্তরেই দগ্ধ করিয়া ভস্ম করিতে সমর্থ রাগের (আসক্তির) মত অন্য কোন আগুন নাই। 'পাপ' অর্থাৎ দ্বেষের সমান অপরাধও নাই। স্কন্ধের সমান অর্থাৎ স্কন্ধসমূহের সমান। স্কন্ধসমূহের ক্ষয় বা ধ্বংস হইতে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ অন্য কোন দুঃখ নাই। 'সন্তিপরং' নির্বাণ অপেক্ষা অধিক অন্য কোন সুখ নাই। অন্য সুখ, সুখ হইতে পারে, কিন্তু নির্বাণ হইতেছে পরম সুখ।

দেশনাবসানে কুমারিকা এবং কুমার উভয়েই স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইল। তখন ভগবান তাহাদের উভয়ে যাহাতে পরস্পরকে দেখিতে পায় তাহার ব্যবস্থা করিলেন।

জনৈকা কুলবালিকার উপাখ্যান সমাপ্ত

এক উপাসকের উপাখ্যান—৫

৭.জিঘচ্ছা পরমা রোগা, সঙ্খার পরম দুখা,
এতং ঞত্বা যথাভূতং নিব্বানং পরমং সুখং।...২০৩

অনুবাদ : ক্ষুধা (ইচ্ছা, লোভ) পরম রোগ, সংস্কার (জীবন) পরম দুঃখ। একথা যথার্থভাবে জেনে জ্ঞানী নির্বাণরূপ পরম সুখ লাভ করেন।

অন্বয় : জিঘচ্ছা পরমা রোগা (জিঘৃক্ষা বা লোভ পরম রোগ), সঙ্খার পরম দুখা (সংস্কার পরম দুঃখ)। এতং যথাভূতং ঞত্বা (একথা যিনি যথার্থরূপে জানেন) পরমং সুখং নিব্বানং (তাঁর নির্বাণ পরম সুখ)।

'ক্ষুধা' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা আলবীতে অবস্থান করার সময় জনৈক উপাসককে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

http://kalpataruboi.org

একদিন শাস্তা জেতবনে গন্ধকুটিতে বসিয়াই প্রত্যুষকালে জগত অবলোকন করা কালে আলবীতে এক দুর্গত মনুষ্যকে দেখিয়া তাহার উপনিশ্রয় সম্পত্তি জানিয়া পঞ্চশত ভিক্ষুর পরিবার লইয়া আলবীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। আলবীবাসিগণ শাস্তাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সেই দুর্গত মনুষ্যও 'শাস্তা আসিবেন' শুনিয়া 'শাস্তার নিকট ধর্ম শ্রবন করিব' এইরূপ চিত্ত উৎপাদন করিল। সেই দিনেই তাহার একটি গরু পলাইয়া গেল। সে তখন ভাবিল—'গরুর খোঁজে যাইব, না ধর্ম শ্রবণ করিব!' তাহার পর স্থির করিল 'গরু খুঁজিয়া পরে ধর্ম শ্রবণ করিব।' সে সকালেই গরুর খোঁজে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। আলবীবাসিগণও বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে বসাইয়া পরিবেশন করিয়া অনুমোদনের জন্য পাত্র গ্রহণ করিল। শাস্তা এই ভাবিয়া নীরবে বসিয়া থাকিলেন—'যাহার জন্য আমি এই ত্রিশ যোজন পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি, সে এখন গরুর খোঁজে বনে প্রবেশ করিয়াছে, সে আসিলেই ধর্মদেশনা করিব।'

সেই ব্যক্তিও দিনের বেলায় গরুটিকে দেখিয়া ইহাকে গরুর দলে রাখিয়া 'যদি অন্য কেহ না থাকে, অন্তত শাস্তাকে বন্দনা করিব' ভাবিয়া ক্ষুধাপীড়িত হইলেও গৃহে যাইবার ইচ্ছা না করিয়া দ্রুতবেগে শাস্তার নিকট আসিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। সে দাঁড়াইয়া থাকিলে শাস্তা দানভৃত্যকে বলিলেন—'ভিক্ষুসঙ্ঘকে দিয়া অতিরিক্ত কিছু অন্ন আছে কি?' 'ভন্তে, সমস্তই আছে।' তাহা হইলে এই ব্যক্তিকে পরিবেশন কর।' সে শাস্তা যেখানে বলিয়াছেন সেখানেই তাহাকে বসাইয়া যাগু এবং অন্যান্য খাদ্যভোজ্য সাদরে পরিবেশন করিল। সে আহারান্তে মুখ প্রক্ষালন করিল। [এই স্থান ব্যতীত ত্রিপিটকের অন্য কোথাও এইরূপ গতাগতকে অন্ন দেওয়ার কথা উল্লেখ নাই।] ঐ ব্যক্তির ক্ষুধারূপ দুঃখ প্রশমিত হইলে তাহার চিত্ত একাগ্র হইল। তখন শাস্তা তাহাকে অনুপূর্বীক কথা বলিয়া (অর্থাৎ দানকথা, শীলকথা ইত্যাদি) চারি সত্য প্রকাশিত করিলেন। সে দেশনাবসানে স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইল। শাস্তাও দানানুমোদন করিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। জনতা ভগবানের অনুগমন করিয়া প্রত্যাবর্তন করিল।'

ভিক্ষুগণ শাস্তার সহিত যাইতে যাইতে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—'আবুসো, শাস্তার কাণ্ড দেখিয়াছ? অন্য দিন ত এইরূপ হয় না। আজ এক ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহার জন্য যাগু প্রভৃতির ব্যবস্থা করিলেন।'

পশ্চাতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বলিতেছ?' তারপর সেই ব্যাপার শুনিয়া বলিলেন—'হ্যাঁ ভিক্ষুগণ, আমি যে এই ত্রিশ যোজন কান্তার অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি, তাহা এই উপাসকের উপনিশ্রয় দেখিয়াই আসিয়াছি। সে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিল। সকাল হইতে গরুর খোঁজে অরণ্যে বিচরণ করিয়াছে। তাহাকে ধর্মদেশনা করিলেও ক্ষুধা দুঃখে কাতর বলিয়া সেই ধর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না ইহা চিন্তা করিয়া আমি এইরূপ করিয়াছি। ক্ষুধারোগের মত রোগ নাই' এই কথা বলিয়া এই গাথা ভাষণ

http://kalpataruboi.org

করিলেন—

'ক্ষুধাই পরম রোগ, সংস্কারই পরম দুঃখ, ইহা যথার্থরূপে জানিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি নির্বাণরূপ পরম সুখ (লাভ করেন)।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২০৩

অন্বয় : 'ক্ষুধাই পরম রোগ' যেহেতু অন্য রোগ একবার চিকিৎসা করিলে দূরীভূত হয়, অথবা আংশিকভাবে রোগের উপশম হয়। কিন্তু ক্ষুধারোগের জন্য নিত্যই চিকিৎসার প্রয়োজন। তাই অন্যান্য রোগ অপেক্ষা ইহা পরম রোগ। 'সংস্কার' অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধ। 'ইহা জানিয়া' ক্ষুধার মত রোগ নাই এবং স্কন্ধ পরিহরণের মত দুঃখ নাই ইহা যথাযথভাবে জানিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি নির্বাণ সাক্ষাৎকার করেন। 'নির্বাণই পরম সুখ' ইহা (নির্বাণ) সমস্ত সুখের মধ্যে পরম উত্তম সুখ—এই অর্থ। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছিলেন।

এক উপাসকের উপাখ্যান সমাপ্ত

পসেনদি কোশলের উপাখ্যান—৬

৮. আরোগ্যপরমা লাভা, সন্তুট্‌ঠি পরমং ধনং,
বিস্‌সাসপরমা ঞাতী, নিব্বানং পরমং সুখং।...২০৪

অনুবাদ : স্বাস্থ্যই পরম লাভ, সন্তোষ পরম ধন, বিশ্বাসই পরম আত্মীয়, নির্বাণ পরম সুখ।

অন্বয় : আরোগ্যপরমা লাভা (আরোগ্য পরম লাভ), সন্তুট্‌ঠি পরমং ধনং (সন্তুষ্টি পরম ধন), বিস্‌সাসপরমা ঞাতী (বিশ্বাস পরম জ্ঞাতি) নিব্বানং পরমং সুখং (নির্বাণ পরম সুখ)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : (২০৩-২০৪) সব রোগের চিকিৎসা আছে, কিন্তু ক্ষুধার ঔষধ নেই। খাদ্যে তার সাময়িক উপশম হয় মাত্র, অচিরেই আবার তা জ্বলন্ত হুতাশনের মত দেহকে দগ্ধ করতে থাকে। আমৃত্যু ক্ষুধারূপ ব্যাধি মানুষকে কবলিত করে রাখে। যতদিন দেহ আছে ততদিন ক্ষুধা-তৃষ্ণা কামনা-বাসনা থেকে উদ্ভূত দুঃখে তাকে জর্জরিত হতেই হবে। নির্বাণপ্রাপ্ত হয়ে দেহবন্ধন থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এই দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। ক্ষুধা যেমন দেহকে পীড়ন করে তেমনি রোগযন্ত্রণাও অশেষ দুঃখদায়ক। রোগমুক্তি দেহীর কাছে পরম আনন্দকর। সহস্র প্রাপ্তিও মানুষকে তৃপ্ত করতে পারে না যতক্ষণ সন্তোষ তার সঙ্গে যুক্ত না হয়। আর জ্ঞাতিত্ব নিরূপণ হয় বিশ্বস্ততার দ্বারা, শুধুই আত্মীয়তার দ্বারা নয়। কিন্তু সার কথা—মানুষ সারাজীবনে যত দেহের সুখই অর্জন করুক না কেন তা কোনক্রমেই নির্বাণ সুখের সঙ্গে তুলনীয় নয়। তা অতুলনীয়, শ্রেষ্ঠ।

'আরোগ্যই পরম লাভ' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে রাজা পসেনদি কোশলকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

http://kalpataruboi.org

একসময় রাজা এক দ্রোণ পরিমাণ তণ্ডুলের ভাত এবং তদনুরূপ সূপব্যঞ্জন ভোজন করিতেন। একদিন ভোজনান্তে তিনি 'ভাতঘুম' না ঘুমাইয়া শাস্তার নিকট যাইয়া ক্লান্ত হইয়া এদিকে ওদিকে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। নিদ্রায় অভিভূত হইলেও সোজা হইয়া শুইতে না পারিয়া একপার্শ্বে বসিয়া থাকিলেন। তখন শাস্তা তাঁহাকে বলিলেন—'কি মহারাজ, বিশ্রাম না করিয়াই চলিয়া আসিয়াছেন?' 'হ্যাঁ ভন্তে, ভোজনের পর হইতেই আমার মহাকষ্ট হয়।' তখন শাস্তা তাঁহাকে বলিলেন—'মহারাজ অতিবহুভোজনেও দুঃখ হয়' এই কথা বলিয়া শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'যখন মনুষ্য স্বভাবত অলস এবং অত্যন্ত ভোজনপটু হয়, তখন সে নিবাপপুষ্ট (গৃহপালিত) স্থূল শূকরের ন্যায় নিদ্রালু হইয়া পড়ে এবং ইতস্তত গড়াগড়ি দেয় (তজ্জন্য সে অনিত্যাদি ত্রিলক্ষণসম্পন্ন ভাবনা ভাবিতে পারে না) এবং (সেই হেতু) পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩২৫

এই গাথার দ্বারা (রাজাকে) উপদেশ দিয়া 'মহারাজ, মাত্রা রাখিয়া ভোজন করিতে হয়। মাত্রা রাখিয়া ভোজনকারীর সুখ হয়' ইহা বলিয়া আরও অধিক উপদেশ দিতে যাইয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

যে ব্যক্তি সদা স্মৃতিমান এবং ভোজনে যাহার মাত্রা জানা আছে, তাহার (দুঃখ) বেদনা হ্রাস পায়, (ভূক্ত অন্ন) ধীরে ধীরে জীর্ণ হয় এবং আয়ুকে পালন করে।' [সংযুক্ত নিকায়, ১।১।১২৪]

রাজা গাথাটি শিখিতে পারিলেন না। নিকটে দণ্ডায়মান ভাগিনেয় সুদর্শন নামক বালককে বলিলেন—'বৎস, এই গাথাটি শিখিয়া লও।' সে এ গাথাটি শিখিয়া শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিল—'ভন্তে, আমি কি করিব' তখন শাস্তা তাহাকে বলিলেন—'রাজার ভোজনের সময় যখন তিনি শেষের গ্রাসটি খাইতে যাইবেন তখন এই গাথাটি তাহাকে শুনাইবে; রাজা কারণ বুঝিয়া ঐ গ্রাস ফেলিয়া দিবেন, তুমি দেখিবে তাহাতে কতটা তণ্ডুলের ভাত আছে এবং রাজার ভাত রন্ধন করার সময় ঐ পরিমাণ তণ্ডুল বাদ দিবে।' সে 'ভন্তে, বেশ তাহাই হউক' বলিয়া সকাল-সন্ধ্যায় রাজার ভোজনকালে শেষের গ্রাসটি খাইবার সময় ঐ গাথাটি শুনাইত এবং রাজা ঐ গ্রাস ফেলিয়া দিলে তাহাতে কত তণ্ডুলের ভাত আছে দেখিয়া ততটা তণ্ডুল (প্রত্যহ) হ্রাস করিত। রাজাও তাহার গাথা শুনিয়া প্রত্যহ এক সহস্র মুদ্রা তাহাকে দেওয়াইতেন। এইভাবে প্রত্যহ ভাত কমাইতে কমাইতে দেখা গেল একদিন রাজা হালকা শরীর লাভ করিয়া সুখী হইলেন।

একদিন (রাজা) শাস্তার নিকট যাইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া বলিলেন—'ভন্তে, এখন আমি সুখী। মৃগ হউক অশ্ব হউক আমি পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ধরিতে পারি। পূর্বে ভাগিনেয়ের সঙ্গে আমার যুদ্ধই হইত। এখন আমার কন্যা বজীর কুমারীকে তাহার হস্তে প্রদান করিয়া একটি গ্রাম মেয়ের স্নানচূর্ণের মূল্য স্বরূপ তাহাকে প্রদান করিয়াছি। ফলে তাহার সহিত বিগ্রহ উপশান্ত হইয়াছে।

http://kalpataruboi.org

এইজন্যও আমার সুখই উৎপন্ন হইয়াছে। আমার বংশের রাজমণিরত্ন আমাদের গৃহে পূর্বের দিন বিনষ্ট হইয়াছে। তাহাও এখন আমার হস্তগত হইয়াছে। এই কারণেও আমার সুখ উৎপন্ন হইয়াছে। আপনার শ্রাবকদের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য আমি (শাক্যজাতীয়া) জ্ঞাতিকন্যাকে আমার গৃহে আনিয়াছি, এই কারণেও আমার সুখ উৎপন্ন হইয়াছে।' শাস্তা বলিলেন—'মহারাজ, আরোগ্যই পরম লাভ। যথালব্ধের দ্বারা সন্তুষ্টির মত ধন, বিশ্বাসের মত পরম জ্ঞাতি এবং নির্বাণ সদৃশ সুখ আর নাই।' ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'আরোগ্যই পরম লাভ, সন্তুষ্টিই পরম ধন, বিশ্বাসই পরম জ্ঞাতি; নির্বাণই পরম সুখ।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২০৪

অন্বয় : 'আরোগ্যই পরম লাভ' অর্থাৎ অরোগের ভাবই উত্তম লাভ। রোগীর অনেক লাভ বর্তমান থাকিলেও তাহা কোন কাজে আসে না। তাই যে অরোগ তাহার সমস্ত প্রকারের লাভ যেন সমুপস্থিত হইয়া থাকে। তাই উক্ত হইয়াছে—'আরোগ্যই পরম লাভ।' 'সন্তুষ্টি পরম ধন' অর্থাৎ গৃহী হউক বা প্রব্রজিত হউক, যাহা তাহার নিজের লব্ধলাভ সব নিজস্ব, তদদ্বারা সন্তোষভাব অর্থাৎ সন্তুষ্টি লাভ করিলে অন্যান্য ধন অপেক্ষা তাহাই শ্রেষ্ঠ ধন (বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত)। 'বিশ্বাসই পরম জ্ঞাতি' অর্থাৎ মাতা হউক বা পিতা হউক, যাঁহার প্রতি বিশ্বাস নাই, তিনি জ্ঞাতি নহেন। যদি অজ্ঞাতির সঙ্গে বা অজ্ঞাতির প্রতি বিশ্বাস থাকে, রক্তের সম্বন্ধ না থাকিলেও তিনিই পরম জ্ঞাতি। তাই উক্ত হইয়াছে—'বিশ্বাসই পরম জ্ঞাতি'। নির্বাণ সদৃশ সুখ নাই। তাই উক্ত হইয়াছে 'নির্বাণই পরম সুখ'। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছিলেন।

পসেনদি কোশলের উপাখ্যান সমাপ্ত

তিষ্য স্থবিরের উপাখ্যান—৭

৯. পবিবেকরসং পীত্বা রসং উপসমস্স চ,
নিদ্দরো হোতি নিপ্পাপো ধম্মপীতিরসং পিবং।...২০৫

অনুবাদ : যিনি নির্জনবাস ও প্রশান্তির মধুরত্ব অনুভব করেছেন, তিনি ধর্মপ্রীতিরস পান করে নির্ভয় ও নিষ্পাপ হন।

অন্বয় : পবিবেকরসং উপসমস্স চ রসং পীত্বা (বিবেক রসও উপশমের রস পান করে) ধম্মপীতিরসং পিবং (এবং ধর্মপ্রীতি রস পান করে) নিদ্দরো নিপ্পাপো হোতি [মানুষ] (নির্ভয় ও নিষ্পাপ হয়)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : বিবেক অনুশীলন বা নির্জনবাস চিত্তকে নানা চাঞ্চল্য থেকে দূরে সরিয়ে এনে তাকে একাগ্র 'শরবৎ তন্ময়' করে। সেই চিত্ত তখন সহজেই অনুরাগ, বৈরিতা ইত্যাদি সমস্ত ক্লেশ থেকে নিবৃত্ত হয়ে উপশমরূপ

http://kalpataruboi.org

শান্তিতে মগ্ন হয়। এইভাবে চিত্তকে সংস্কৃত করে যিনি অর্হত্ত্ব লাভ করেছেন, তাঁর পাপমুক্ত অন্তর সর্বদা ধর্মপ্রীতিতে পূর্ণ হয়—তিনি নির্বাণসুখ আস্বাদন করেন।

'প্রবিবেকরস' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বৈশালীতে অবস্থানকালে জনৈক ভিক্ষুকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

যখন শাস্তা বলিলেন 'হে ভিক্ষুগণ, এখন হইতে চারিমাস পরে আমি পরিনির্বাণ লাভ করিব' তখন শাস্তার নিকটে বসবাসকারী সপ্তশত ভিক্ষুর সন্ত্রাস উৎপন্ন হইল। ক্ষীণাস্রবগণের (অর্হৎ) ধর্মসংবেগ উৎপন্ন হইল, সাধারণ লোকেরা অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না। ভিক্ষুগণ 'এখন আমরা কি করিব' বলিয়া চিন্তা করিতে করিতে বহুভাগে বিভক্ত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিষ্য নামক ভিক্ষু 'শাস্তা নাকি চারিমাস পরে পরিনির্বাণ লাভ করিবেন। আমি ত এখনও অবীতরাগ। শাস্তা জীবিত থাকিতেই আমাকে অর্হত্ত্ব লাভ করিতে হইবে' বলিয়া একাকীই চারি ঈর্ষাপথে বিহার করিতে লাগিলেন। ভিক্ষুদের নিকট যাওয়া বা কাহারও সঙ্গে আলাপ-সালাপ করা সমস্তই বন্ধ করিয়া দিলেন। তখন ভিক্ষুগণ তাঁহাকে বলিলেন—'আবুসো, তিষ্য, কেন এইরূপ করিতেছেন?' তিনি তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ভিক্ষুগণ তাঁহার কথা শাস্তাকে জানাইলেন—'ভন্তে, আপনার প্রতি তিষ্য স্থবিরের কোন মমতা নাই।' শাস্তা তাঁহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'তিষ্য, কেন তুমি এইরূপ করিতেছ?' তিনি নিজের অভিপ্রায় জানাইলে শাস্তা 'সাধু, তিষ্য' বলিয়া সাধুবাদ দিয়া বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, তিষ্যের মত আমার প্রতি মমতা সকলের হউক। গন্ধমালাদির দ্বারা পূজা করিলেও আমার পূজা করা হয় না। ধর্মানুধর্ম যাহারা পালন করে তাহারাই আমাকে বাস্তবিক পূজা করে' এই বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'যিনি বিবেক এবং উপশমের মধুরত্ব অনুভব করিয়াছেন তিনি ধর্মপানরূপ মধু পান করিতে করিতে নির্ভীক এবং নিষ্পাপ হন।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২০৫

অন্বয় : 'প্রবিবেকেরস' অর্থাৎ বিবেক হইতে উৎপন্ন রস, অর্থাৎ নির্জনতার সুখ। 'পান করিয়া' অর্থাৎ দুঃখ পরিজ্ঞাদি করিতে করিতে ইহাদিগকে আলম্বনরূপে গ্রহণ করিয়া উপলব্ধিবশে প্রবিবেকরস পান করিয়া।

'উপশমেরও' অর্থাৎ ক্লেশের উপশমরূপ নির্বাণরস পান করিয়া। 'নির্ভীক হন' বিবেকরস এবং নির্বাণরস—উভয়বিধ রসপানের দ্বারা ক্ষীণাস্রব (অর্হৎ) ভিক্ষু অভ্যন্তরে রাগ-ভীতির অভাবে নির্ভীক এবং নিষ্পাপ হন। 'রস পান করিতে করিতে' নববিধ লোকোত্তরধর্মবশে উৎপন্ন ধর্মপ্রীতিরস পান করিতে করিতে নির্ভীক এবং নিষ্পাপ হন। দেশনাবসানে তিষ্য স্থবির অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, বহুজনের নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

তিষ্য স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

শক্রের উপাখ্যান—৮

http://kalpataruboi.org

১০. সাধু দস্সনমরিযানং সন্নিবাসো সদা সুখো,
অদস্সনেন বালানং নিচ্চমেব সুখী সিযা।
১১. বালসঙ্গতচারী হি দীঘমদ্ধানং সোচতি,
দুক্খো বালেহি সংবাসো অমিত্তোনেব সব্বদা,
ধীরো চ সুখসংবাসো ঞাতীনং'ব সমাগমো।
১২. তস্মাহি, ধীরঞ্চ পঞ্ঞঞ্চ বহুস্সুতঞ্চ,
ধোরয্হসীলং বতবন্তমরিযং।
তং তাদিসং সপ্পুরিসং সুমেধং,
ভজেথ নক্খত্তপথং'ব চন্দিমা।...২০৬-২০৮

অনুবাদ : আর্যদের (সাধু ব্যক্তিদের) দর্শন শুভ; তাঁদের সহবাস সর্বদা সুখদায়ক; মূর্খদের মুখ না দেখলেই লোকে সুখী হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি মূর্খের সাহচর্য করে তাকে দীর্ঘকাল অনুশোচনা করতে হয়। শত্রুর সহবাসের ন্যায় মূর্খের সহবাস সর্বদা দুঃখপ্রদ। জ্ঞানী ব্যক্তির সহবাস আত্মীয় সমাগমের ন্যায় সুখকর। অতএব, চন্দ্র যেমন নক্ষত্রপথে বিচরণ করে সেরূপ তোমরাও ধীর, প্রাজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, ধৈর্যশীল, কর্তব্যপরায়ণ, মহৎ, বুদ্ধিমান ও সৎপুরুষকে অনুসরণ করবে।

অন্বয় : অরিযানং দস্সনং সাধু (আর্যগণের দর্শন শুভ), সন্নিবাসো সদা সুখো (সাধু সহবাস সর্বদা সুখকর), বালানং অদস্সনেন নিচ্চমেব সুখী সিযা (মূর্খদের অদর্শনে মানুষ নিত্যই সুখী হয়ে থাকে) বালসঙ্গতচারী হি (মূর্খের সঙ্গে বিচরণকারী) দীঘম্ অদ্ধানং সোচতি (দীর্ঘ পথ বা কাল শোক করে) অমিত্তেনেব বালে হি সংবাসো সব্বদা দুক্খো (অমিত্রের বা শত্রুর সহবাসের ন্যায় মূর্খের সহবাস সর্বদা দুঃখপ্রদ), ধীরো চ সংখসংবাসো ঞাতীনং সমাগমো ইব (ধীর বা পণ্ডিতগণের সহবাস আত্মীয় সমাগমের ন্যায় সুখদায়ক)। তস্মাহি (সেই হেতু) ধীরঞ্চ পঞ্ঞঞ্চ বহুস্সুতঞ্চ (ধীর, প্রাজ্ঞ ও বহুশ্রুতজ্ঞ ব্যক্তি) ধোরয্হসীলং চ (ধৈর্যশীল) বতবন্তং চ (ব্রতবান, ব্রতপরায়ণ) অরিযং চ (এবং আর্য) তাদিসং সপ্পুরিসং সুমেধং (সেইরূপ সৎপুরুষ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে) তং চন্দিমা নক্খত্তপথং ইব ভজেথ (চন্দ্র যেমন নক্ষত্রপথে বিচরণ করে সেইরূপ ভজনা করবে)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : আর্য বা মহাজনদের পথই হল সৎপথ, তাঁদের সৎসঙ্গ, তাঁদের সেবাতেই সুখ। তাই সুখলাভ যার লক্ষ্য তাকে মূর্খের সংসর্গ এড়িয়ে চলতে হবে। নির্বোধ শুধু নিজেই বিপথে যায় না, সঙ্গীদেরও নিয়ে যায়। তার কুকর্মের ফলও সে একা ভোগ করে না, সঙ্গীরাও তার ভাগী হয়। পরিণামে 'মহতী বিনষ্টি'। অপরপক্ষে 'সৎসঙ্গে স্বর্গবাস' বাক্যটি নিরর্থক নয়। পণ্ডিতের, জ্ঞানবেত্তার সহবাস জীবনকে মধুময়, কল্যাণমণ্ডিত করে। আত্মীয়ের সাহচর্য যেমন সুখকর পণ্ডিতের সাহচর্য তার থেকে কোন অংশে কম সুখকর নয়। তাই জীবনের পথে দুশ্চরিত্র মূঢ়কে বর্জন করে ধৃতিমান, জ্ঞানবান, শাস্ত্রজ্ঞ, বহুদর্শী,

http://kalpataruboi.org

শীলবান, সাধু আর্যদের অনুসরণ করতে হবে।

'দর্শন সাধু' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেলুবগ্রামে অবস্থানকালে শক্রকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

তথাগত আয়ুসংস্কার বিসর্জন দিলে তাঁহার রক্তামাশা ব্যাধি উৎপন্ন হয়। ইহা জানিয়া শক্র দেবরাজ 'আমাকে শাস্তার নিকট যাইয়া অসুস্থ তাঁহার সেবা করা উচিত' ইহা চিন্তা করিয়া নিজের ত্রিগাবুতপ্রমাণ শরীর ত্যাগ করিয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া নিজ হস্তের দ্বারা বুদ্ধের পদসেবা করিতে লাগিলেন। তখন শাস্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কে এই ব্যক্তি?'

'ভন্তে, আমি শক্র।'

'কেন আসিয়াছেন?'

'ভন্তে, অসুস্থ আপনার সেবা করিবার জন্য।'

'শক্র, দেবতাদের নিকট মনুষ্যগন্ধ একশত যোজন দূর হইতে গলায় বদ্ধ মৃতদেহের দুর্গন্ধের মত হয়। আপনি যান, অসুস্থ আমার সেবা করিবার জন্য ভিক্ষুরা আছে।'

'ভন্তে, চতুরাশীতি সহস্র যোজন দূরে অবস্থান করিয়া আপনার শীলগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া আমি আসিয়াছি। আমিই আপনার সেবা করিব' বলিয়া শাস্তা মলমূত্র ত্যাগের পাত্র অন্য কাহাকেও স্পর্শ করিতে না দিয়া নিজের মাথায় করিয়া বাহিরে লইয়া যাইবার সময় (ঘৃণায়) মুখসঙ্কোচনমাত্রও করেন নাই। যেন সুগন্ধ দ্রব্যের পাত্র লইয়া যাইতেছেন—এইরূপই তাঁহার মনে হইত। এইভাবে শাস্তার সেবা করিয়া শাস্তা সুস্থ হইলেই চলিয়া গেলেন।

ভিক্ষুগণ কথা সমুত্থাপিত করিলেন—'অহো, শাস্তার প্রতি (দেবরাজ) শক্রের কি মমতা! এইরূপ দিব্যসম্পত্তি (অর্থাৎ দিব্য দেহ) ত্যাগ করিয়া মুখবিকৃতিমাত্রও না করিয়া যেন সুগন্ধ দ্রব্যের ভাজন লইয়া যাইতেছেন এইভাবে শাস্তার মলমূত্র ত্যাগের ভাজন মাথায় করিয়া বাহিরে লইয়া যাইয়া তাঁহার সেবা করিয়াছেন।' শাস্তা তাঁহাদের কথা শুনিয়া বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, দেবরাজ শক্র আমার প্রতি মমতা করিতেছেন ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। এই দেবরাজ শক্র আমারই কারণে জরাগ্রস্ত শক্রভাব ত্যাগ করিয়া স্রোতাপন্ন হইয়া তরুণশক্রভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমিই পঞ্চশিখগন্ধর্ব দেবপুত্রকে সম্মুখে করিয়া আগতকালে ইন্দ্রশালগুহায় দেবপরিষদের মধ্যে উপবিষ্ট মরণভয়ভীত শক্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

'হে বাসব, তোমার যাহা মন চাহে আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পার। আমি তোমার সেই সেই প্রশ্নের উত্তর দিব'। [দীঘনিকায়, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৫৬] আমি তাঁহার সংশয় দূর করিবার জন্য ধর্মদেশনা করিয়াছি। দেশনাবসানে চতুর্দশ কোটি প্রাণীর ধর্মাভিসময় হইয়াছিল। শক্রও উপবিষ্ট অবস্থাতেই স্রোতাপত্তিফল লাভ করিয়া (জরাগ্রস্ত শক্র হইতে) তরুণ শক্রে রূপান্তরিত হইয়াছিলেন। এইভাবে আমি তাঁহার মহাউপকারী। অতএব আমার প্রতি তাঁহার মমতা

http://kalpataruboi.org

থাকিবেই, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। হে ভিক্ষুগণ, আর্য পুদ্গলদের দর্শনও সুখের, তাঁহাদের সহিত একত্রে বাসও সুখের। মূর্খদের সঙ্গে একত্রে বাস সর্বদা দুঃখদায়ক, ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথাগুলি ভাষণ করিলেন—

'আর্যগণের দর্শন শুভজনক; তাঁহাদের সঙ্গে সহবাস সর্বদা সুখদায়ক। মূর্খ ব্যক্তিদের অদর্শনের দ্বারাই লোকে সর্বদা সুখী হইয়া থাকে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২০৬

'যে ব্যক্তি মূর্খের সহিত বিচরণ করে, তাহাকে দীর্ঘকাল শোক করিতে হয়। শত্রুর সহিত সহবাসের ন্যায় মুর্খের সহিত সহবাস সর্বদা দুঃখপ্রদ। আত্মীয়গণের সহিত সহবাসের ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তির সহিত সহবাস সুখদায়ক।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২০৭

তাই 'চন্দ্র যেমন নক্ষত্রপথে (আকাশপথে) বিচরণ করে, তদ্রূপ যিনি ধীর (ধৃতিযুক্ত), প্রজ্ঞাবান, বহুশ্রুত, (অর্হত্ত্বপ্রাপ্তিরূপ) ধুরবহনশীল, ব্রতপরায়ণ আর্য (যিনি সর্বতোভাবে ক্লেশ পরিহার করিয়া অর্হৎ হইয়াছেন) তাদৃশ বুদ্ধিমান ও সৎপুরুষদের ভজনা করিবে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২০৮

অন্বয় : 'সাধু' অর্থাৎ সুন্দর, ভদ্র। 'সহবাস' শুধুমাত্র তাঁহাদের দর্শনই নহে। তাঁহাদের সহিত একত্রে উঠা-বসা করিলেও, তাঁহাদের ব্রতাদি পালন করিবার সুযোগ পাইলেও উত্তম। 'বালসঙ্গতচারী, অর্থাৎ যে মূর্খের সহচর। 'দীর্ঘপথ' অর্থাৎ সেই ব্যক্তি মূর্খের সংস্পর্শে থাকিয়া 'আইস, সন্ধিচ্ছেদাদি চৌর্যকর্ম করিব' বলিয়া মূর্খের দ্বারা উক্ত হইয়া তাহার সহিত একত্রিত হইয়া তাদৃশ পাপকর্ম সম্পাদন করিলে হস্তচ্ছেদাদি শাস্তি পাইয়া দীর্ঘকাল শোক করে। 'সর্বদা' অর্থাৎ যেমন শস্ত্রধারী শত্রু বা বিষধর সর্পাদির সঙ্গে একত্রে বাস করিলে নিত্য দুঃখই লাভ হয়, তেমন মূর্খের সঙ্গে একত্রে বাস করিলেও দুঃখই লাভ হয়। 'পণ্ডিত ব্যক্তির সহিত সহবাস সুখজনক' অর্থাৎ ইহার সহিত সুখে বাস সহবাস; পণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গে সহবাস সুখজনক—এই অর্থ। কিরূপ? 'আত্মীয়গণের সহিত সহবাস' অর্থাৎ আত্মীয়গণের সহিত সহবাসের ন্যায় সুখজনক।

'সেই জন্য' অর্থাৎ যেহেতু মূর্খের সহিত সহবাস দুঃখজনক, পণ্ডিতের সহিত সহবাস সুখকর। তাই স্মৃতিসম্পন্ন ধীর ব্যক্তিকে, লোকীয় এবং লোকোত্তর প্রজ্ঞাসম্পন্ন প্রজ্ঞাবানকে, আগম-অধিগমসম্পন্ন বহুশ্রুতকে, অর্হত্ত্বপ্রাপ্তিরূপ ভারবহনকারী ধৈর্যশীল ব্যক্তিকে, শীলরূপ ব্রত এবং ধুতাঙ্গরূপ ব্রতসম্পন্ন ব্রতবান ব্যক্তিকে, ক্লেশ পরিহারকারী আর্যকে, তাদৃশ সৎপুরুষ ও জ্ঞানী ব্যক্তিকে ভজনা করিবে বা অনুগমন করিবে, যেমন নির্মল নক্ষত্রপথ নামক আকাশকে চন্দ্র ভজনা করে। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শক্রের উপাখ্যান সমাপ্ত

সুখবর্গ বর্ণনা সমাপ্ত

॥ পঞ্চদশতম বর্গ ॥

http://kalpataruboi.org

১৬. প্রিয়বর্গ

তিনজন প্রব্রজিতের উপাখ্যান—১

১. অযোগে যুঞ্জমত্তানং যোগস্মিঞ্চ অযোজযং,
অত্থং হিত্বা পিযগ্‌গাহী পিহেত'ত্তানযোগিনং।
২. মা পিযেহি সমাগঞ্ছি, অপ্পিযে হি কুদাচনং,
পিযানং অদস্‌সনং দুক্‌খং অপ্পিযানঞ্চ দস্‌সনং।
৩. তস্মা পিযং ন কযিরাথ পিযাপাযো হি পাপকো,
গন্থা তেসং ন বিজ্জন্তি যেসং নত্থি পিযাপ্পিযং।...২০৯-২১১

অনুবাদ : যে নিজেকে যোগ্য বিষয়ে মনোনিবেশ না করে অযোগ্য বিষয়ে নিযুক্ত করে এবং শ্রেয়কে ছেড়ে প্রেয়কে বরণ করে, সে আত্মযোগপরায়ণ ব্যক্তিকে স্পৃহা করে থাকে। প্রিয় কিংবা অপ্রিয় বস্তুর প্রতি কখনো অনুরক্ত হবে না; কারণ প্রিয়বস্তুর অদর্শন এবং অপ্রিয় বস্তুর দর্শন উভয়ই দুঃখজনক। সুতরাং প্রিয়ানুরাগী হবে না, প্রিয়বিচ্ছেদ অশুভ। যাঁর প্রিয় বা অপ্রিয় কিছুই নেই তাঁর কোন বন্ধনই নেই।

অন্বয় : অযোগে অত্তানং যুঞ্জম্ (যে অযোগ্য পদার্থে আপনাকে নিযুক্ত করে), যোগস্মিঞ্চ অযোজযং (যোগ্য পদার্থে নিযুক্ত করে না) [সে] (অর্থাৎ, শ্রেয়) হিত্বা (ছেড়ে) পিযগ্‌গাহী (প্রিয়গ্রাসী হয়ে) অত্তানুযোগিনং পিহেত (সে আত্মযোগপরায়ণ ব্যক্তিকে স্পৃহা করে)। পিযে হি অপ্পিযে হি (প্রিয় বা অপ্রিয় বস্তুতে) কুদাচনং মা সমাগঞ্ছি (কদাচ সঙ্গমে লিপ্ত অর্থাৎ আসক্ত হয়ো না), পিযানং অদস্‌সনং অপ্পিযানঞ্চ দস্‌সনং দুক্‌খং (প্রিয় বস্তুর অদর্শনে এবং অপ্রিয় বস্তুর দর্শন উভয়ই দুঃখজনক)। তস্মা (সেই হেতু) পিযং ন কযিরাথ [কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে] (প্রিয় করবে না অর্থাৎ তাতে আকৃষ্ট হবে না), পিযাপাযো হি পাপকো [কারণ] (প্রিয়বস্তুর বিয়োগ যথার্থই অশুভজনক); যেসং পিযাপ্‌পিযং নত্থি (যাদের প্রিয় বা অপ্রিয় কিছুই নেই) তেসং (তাদের) গন্থা (গ্রন্থি, বন্ধন) ন বিজ্জন্তি (হয় না)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : যে অযোগ্য পদার্থে নিজেকে যুক্ত করে অর্থাৎ যেখানে যাওয়া অনুচিত সেখানে যায়, যার সাহচর্য অকর্তব্য তার সঙ্গেই বাস করে অথবা যে যোগ্য পদার্থে নিজেকে নিযুক্ত না করে অর্থাৎ যে কাজে নিজের হিত তাতে আত্মনিয়োগ না করে, লঘু ইন্দ্রিয় সুখের অন্বেষণেই যার প্রবৃত্তি, তার সংসার ত্যাগ বৃথা। সে কার্যত গৃহীজীবনই যাপন করে। কিন্তু পরে যখন সে কোন সফল ভিক্ষুকে দেখে, তখন সে অনুতপ্ত হয়ে ভাবে যে জীবনটা নষ্ট হল। তখন তার আর সন্ন্যাসজীবনে ফিরে যাওয়া সহজ নয়, অনেক ক্ষেত্রে সম্ভবও নয়। প্রিয়, অপ্রিয়, অনুরাগ, বিরাগ—মনের এই অনুভূতিগুলি তাই অনেক দুঃখের,

http://kalpataruboi.org

অকল্যাণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মন এদের থেকে মুক্ত হলে অনেক বন্ধন ছিন্ন হয়। মানুষ তখন অতুল আনন্দের অধিকারী হয়।

'অযোগ' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে তিনজন প্রব্রজিতকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

শ্রাবস্তীতে এক পরিবারে মাতাপিতার একমাত্র পুত্র ছিল, যে ছিল প্রিয় এবং সুন্দর। একদিন সেই পুত্র গৃহে নিমন্ত্রিত ভিক্ষুদের দান অনুমোদন করাকালীন ধর্মকথা শুনিয়া প্রব্রজিত হইতে ইচ্ছা করিয়া মাতাপিতার নিকট প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিল। তাঁহারা অনুমতি দিলেন না। সে তখন ভাবিল—'আমি মাতাপিতার চক্ষুর আড়ালে বাহিরে যাইয়া প্রব্রজিত হইব।' পিতা বাহিরে যাইবার সময় ভার্যাকে বলিয়া যাইতেন—'ইহাকে দেখিও।' মাতা বাহিরে যাইবার সময় স্বামীকে বলিয়া যাইতেন—'ইহাকে দেখিও।' একদিন পিতা বাহিরে গেলে মাতা 'পুত্রকে রক্ষা করিব' বলিয়া দরজায় দুই পা লম্বা করিয়া মাটিতে বসিয়া সুতা কাটিতে লাগিলেন। পুত্র 'ইহাকে বঞ্চনা করিব' চিন্তা করিয়া বলিল—'মা, একটু সরিয়া বস, আমি শরীরকৃত্য করিয়া আসিব। এবং মা পা গুটাইয়া বসিলে দ্রুত বহির্গত হইয়া বিহারে যাইয়া ভিক্ষুদের নিকট উপস্থিত হইয়া 'ভন্তে, আমাকে প্রব্রজিত করুন' বলিয়া প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাদের নিকট প্রব্রজিত হইল।

এদিকে পিতা ফিরিয়া আসিয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আমার পুত্র কোথায়?' 'স্বামিন, এই ত এখানে ছিল।' তিনি 'আমার পুত্র কোথায় অবলোকন করিয়া তাহাকে না দেখিয়া 'মনে হয় বিহারে গিয়াছে' ভাবিয়া বিহারে যাইয়া প্রব্রজিত পুত্রকে দেখিয়া ক্রন্দন করিয়া রোদন করিয়া 'বাবা, তুমি আমার সর্বনাশ কেন করিতেছ?' বলিয়া 'আমার পুত্রই যখন প্রব্রজিত হইয়াছে আমি আর গৃহে যাইয়া কি করিব' চিন্তা করিয়া নিজেও ভিক্ষুদের নিকট প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিয়া প্রব্রজিত হইয়া গেলেন। এদিকে মাতাও 'কেন আমার পুত্র এবং স্বামী বিলম্ব করিতেছে, বিহারে যাইয়া প্রব্রজিত হয় নাই ত' ভাবিয়া এদিকে ওদিকে খুঁজিয়া বিহারে যাইয়া উভয়কে প্রব্রজিত দেখিয়া 'ইহারা উভয়ে প্রব্রজিত হইয়াছে। আমি আর গৃহে থাকিয়া কি করিব?' চিন্তা করিয়া নিজেও ভিক্ষুণী আবাসে যাইয়া প্রব্রজিত হইলেন। তাঁহারা প্রব্রজিত হইলেও একে অন্যকে ছাড়া থাকিতে পারেন না। বিহারেও ভিক্ষুণী আবাসেও একত্রে বসিয়া আলাপ-সালাপ করিয়া দিন কাটাইতেন। ইহাতে ভিক্ষুগণও এবং ভিক্ষুণীগণও বিব্রত বোধ করিতেন।

একদিন ভিক্ষুগণ ইহাদের কীর্তিকলাপের কথা শাস্তাকে জানাইলেন। শাস্তা তাঁহাদের ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমরা কি সত্যই এইরূপ করিতেছ?'

'হ্যাঁ ভন্তে, সত্য।'

'কেন এইরূপ করিতেছ? ইহা প্রব্রজিতের পক্ষে যুক্তিযুক্ত নহে।'

'ভন্তে, আমরা একে অন্যকে ছাড়া থাকিতে পারিতেছি না।'

'প্রব্রজিত হইবার সময় হইতে এইরূপ করা অযৌক্তিক। প্রিয়জনদের অদর্শন এবং অপ্রিয়জনদের দর্শন দুঃখজনক। তাই সত্ত্ব এবং সংস্কার কোনটাকে

http://kalpataruboi.org

প্রিয় বা অপ্রিয় করা উচিত নয়।' এই কথা বলিয়া শাস্তা এই গাথাগুলি ভাষণ করিলেন—

'যে অযোগ্য (অকিঞ্চিৎকর) পদার্থে নিজেকে নিযুক্ত করে, যোগ্য পদার্থে মনোনিবেশ করে না এবং নিজ (ইষ্ট) হারাইয়া প্রেয় পদার্থে অভিনিবিষ্ট হয়, সে আত্মযোগ-পরায়ণ ব্যক্তিকে স্পৃহা করে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২০৯

'প্রিয় কিংবা অপ্রিয় বস্তুর সহিত কখনও সংশ্লিষ্ট (অনুরক্ত) হইবে না, প্রিয়বস্তুর অদর্শন বা অপ্রিয়বস্তুর দর্শন, উভয়ই দুঃখজনক।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২১০

'অতএব, কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে ভালবাসিবে না। (কারণ) প্রিয়বস্তুর বিয়োগ যথার্থই অশুভজনক যাঁহাদের প্রিয় কিংবা অপ্রিয় কিছুই নাই, তাঁহাদের কোন বন্ধনই নাই।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২১১

অন্বয় : 'অযোগে' অর্থাৎ অযোগ্য ব্যক্তি বা বস্তুতে, অযুক্তিযুক্ত (অন্যায় বা অশোভন বা নিন্দনীয়) চিন্তা ভাবনায়। বেশ্যা গোচরাদি ছয় প্রকার অগোচরের (নিন্দনীয় বস্তুর) সেবনের নাম এখানে অযোনিশ মনস্কার। সেই অযোনিশ মনস্কারে নিজেকে যুক্ত করে এই অর্থ। 'যোগে' অর্থাৎ তদ্বিপরীতে যোনিশ মনস্কারে (অর্থাৎ যোগ্য পদার্থে) মনোনিবেশ করে না এই অর্থ। 'ইষ্ট ত্যাগ করিয়া' অর্থাৎ প্রব্রজিত হইবার সময় হইতে অধিশীলাদি শিক্ষাত্রয় হইতেছে 'অর্থ' বা ইষ্ট। সেই ইষ্টকে ত্যাগ করিয়া। 'প্রিয়গ্রাহী' অর্থাৎ পঞ্চকামগুণ নামক প্রিয়কে গ্রহণ করিয়া। 'আত্মযোগ পরায়ণ ব্যক্তিকে স্পৃহা করে' অর্থাৎ সেই প্রতিসন্ধিবশত বুদ্ধশাসন হইতে চ্যুত হইয়া গৃহীভাব প্রাপ্ত হইয়া পরে যে সকল ব্যক্তি আত্মযোগ পরায়ণ হইয়া শীলাদি সম্পাদন করিয়া দেব-মনুষ্যগণের নিকট সৎকার লাভ করেন, তাঁহাদের স্পৃহা করেন—'অহো! আমিও যেন এইরূপ হইতে পারি' বলিয়া ইচ্ছা করেন—এই অর্থ।

'প্রিয় বস্তুর সহিত নহে' অর্থাৎ প্রিয় সত্ত্ব হউক বা সংস্কার হউক কখনও এক মুহূর্তের জন্যও ইহার অনুরক্ত হইবে না, তদ্রূপ অপ্রিয়ের সঙ্গে। কেন? প্রিয়গণের বিয়োগহেতু অদর্শন, অপ্রিয়গণের সংযোগবশে দর্শন দুঃখ।

'তাই' অর্থাৎ যেহেতু এই উভয়ই দুঃখ, তাই কোন সত্ত্ব বা সংস্কারকে প্রিয় করা অনুচিত। 'প্রিয়াপায়' অর্থাৎ প্রিয় বস্তু বা সত্ত্বসমূহ হইতে অপায় বিয়োগ। 'পাপক' অশুভ। 'ইহাদের কোন বন্ধন থাকে না' অর্থাৎ যাহাদের প্রিয় নাই তাহাদের অভিধ্যাকায়বন্ধন বিনষ্ট হয়। যাহাদের অপ্রিয় নাই তাহাদের ব্যাপাদরূপ কায়বন্ধন বিনষ্ট হয়। এই উভয়ের বিনাশ হইলে অবশিষ্ট বন্ধনসমূহও বিনষ্ট হয়। তাই প্রিয় বা অপ্রিয় কোনটাই কর্তব্য নহে—এই অর্থ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই তিনজন (প্রব্রজিত) 'আমরা একে অন্যকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না' বলিয়া প্রব্রজ্যা ত্যাগ করিয়া গৃহে চলিয়া গেলেন।

http://kalpataruboi.org

তিনজন প্রব্রজিতের উপাখ্যান সমাপ্ত

জনৈক কুটুম্বিকের উপাখ্যান—২

৪. পিযতো জাযতে সোকো পিযতো জাযতে ভযং,
পিযতো বিপ্পমুত্তস্স নত্থি সোকো কুতো ভযং।...২১২

অনুবাদ : প্রিয় বস্তু হতে শোক জন্মায়, প্রিয়বস্তু হতে ভয় জন্মায়। যিনি প্রিয়বস্তুর আসক্তি থেকে মুক্ত হয়েছেন, তাঁর শোক থাকে না, ভয় কেমন করে থাকবে?

অন্বয় : পিযতো সোকো জাযতে (প্রিয়বস্তু থেকে শোক জন্মায়), পিযতো ভযং জাযতে (প্রিয়বস্তু থেকে ভয় জন্মায়), পিযতো বিপ্পমুত্তস্স (প্রিয়বস্তু থেকে ভয় বিপ্রমুক্ত ব্যক্তির) সোকো নত্থি (শোক নেই), কুতো ভযং (ভয় কোথা থেকে আসবে?)।

'প্রিয়বস্তু হইতে উৎপন্ন হয়' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে জনৈক কুটুম্বিককে (গৃহপতিকে) উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার পুত্রের মৃত্যু হইলে তিনি শ্মশানে যাইয়া রোদন করিতে থাকেন, পুত্রশোক সংবরণ করিতে পারেন না। শাস্তা প্রত্যুষকালে জগত অবলোকন করাকালে সেই কুটুম্বিকের স্রোতাপত্তিমার্গের উপনিশ্রয় আছে দেখিয়া পিণ্ডপাত শেষে একজন শ্রমণকে পশ্চাতে লইয়া তাঁহার গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি শাস্তার আগমনের কথা শুনিয়া 'আমার সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার করিতে ইচ্ছুক হইয়া আসিয়া থাকিবেন' ভাবিয়া শাস্তাকে গৃহে প্রবেশ করাইয়া গৃহমধ্যে আসন প্রস্তুত করিলে শাস্তা তাহাতে উপবেশন করিলেন, তিনিও একপাশে উপবেশন করিলেন। তখন শাস্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'উপাসক আপনি কি দুঃখিত হইয়াছেন?' তিনি পুত্রবিয়োগ দুঃখের কথা জ্ঞাপন করিলে শাস্তা বলিলেন—

'হে উপাসক, চিন্তা করিবেন না, এই মৃত্যু কোন একস্থানে, কোন এক জনের হয় না। যখন হইতে এই ভবের উৎপত্তি হইয়াছে, সকল সত্ত্বগণের এই মৃত্যু হইয়া থাকে। কোন সংস্কারই নিত্য নহে। অতএব, যথাযথভাবে প্রত্যবেক্ষণ করিতে হইবে—

'মরণধর্ম মৃত হইয়াছে, ভেদনধর্ম ভিন্ন হইয়াছে' এবং শোক করা উচিত নহে। প্রাচীন পণ্ডিতেরাও পুত্রের মৃত্যু হইলে 'মরণধর্ম মৃত হইয়াছে, ভেদন ধর্ম ভিন্ন হইয়াছে, মনে করিয়া শোক না করিয়া মরণানুস্মৃতিকেই ভাবনা করিয়াছিলেন' এই কথা বলিলে কুটুম্বিক জিজ্ঞাসা করিলেন—

'ভন্তে, কাহারা এইরূপ করিয়াছিলেন, কখন করিয়াছিলেন, আমাকে বলুন' শাস্তা সেই বিষয় প্রকাশ করিবার জন্য অতীতের ঘটনা বলিয়া এই গাথা ভাষণ

http://kalpataruboi.org

করিলেন—'উরগ যেমন জীর্ণ ত্বক ত্যাগ করিয়া নতুন দেহ ধারণ করে তদ্রূপ জীব জীর্ণ কলেবর ত্যাগ করিয়া লোকান্তরে চলিয়া যায়।'

শরীর যখন দগ্ধ হইয়া যায়, প্রেত তাহা অনুভব করিতে পারে না জ্ঞাতি-বন্ধুদের পরিদেবন তাহার কর্ণে প্রবেশ করে না। অতএব যে ব্যক্তি যথাকর্ম গতিলাভ করিয়াছে তাহার জন্য শোকের কোন কারণ নাই।' (উরগ জাতক, সংখ্যা ৩৫৪) পঞ্চকনিপাতস্থ এই 'উরগ জাতক' বিস্তৃতভাবে বলিয়া শাস্তা বলিলেন—'এইভাবে পূর্বে পণ্ডিতগণ প্রিয়পুত্রের মৃত্যু হইলেও, যেমন আপনি এখন সমস্ত কর্ম বিসর্জন দিয়া নিরাহার হইয়া রোদন করিতে করিতে বিচরণ করিতেছেন তেমনভাবে বিচরণ না করিয়া মরণানুস্মৃতি ভাবনাবলের দ্বারা শোক না করিয়া আহার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সমস্ত কর্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন। অতএব 'আমার প্রিয়পুত্র মৃত্যুবরণ করিয়াছে' বলিয়া চিন্তা করিবেন না। প্রিয় বস্তুকেই অবলম্বন করিয়া শোক বা ভয়ের উৎপত্তি হয়।' ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'প্রিয়বস্তু হইতে শোক উৎপন্ন হয়, প্রিয়বস্তু হইতে ভয় উৎপন্ন হয়। যে ব্যক্তি প্রিয়বস্তু হইতে বিপ্রমুক্ত হইয়াছে, তাহার শোক থাকে না, ভয় কেমন করিয়া থাকিবে?'—ধর্মপদ, শ্লোক-২১২

অন্বয় : 'প্রিয় হইতে' অর্থাৎ বর্ত্মমূলক শোক বা ভয় যখন উৎপন্ন হয়, কেন প্রিয় সত্ত্ব বা সংস্কারের কারণেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু সে বিপ্রমুক্ত তাহার এই দুইয়ের কোনটাই থাকে না—এ অর্থ। দেশনাবসানে কুটুম্বিক স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। উপস্থিত সকলের নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

জনৈক কুটুম্বিকের উপাখ্যান সমাপ্ত

বিশাখার উপাখ্যান—৩

৫. পেমতো জাযতে সোকো পেমতো জাযতে ভযং,
পেমতো বিপ্পমুত্তস্স নত্থি সোকো কুতো ভযং।...২১৩

অনুবাদ : প্রীতি (স্নেহ) থেকে শোকের জন্ম, আর প্রীতি থেকে ভয় জন্মায়। যিনি স্নেহ-প্রীতি থেকে মুক্ত হয়েছেন তাঁর কোন শোক নেই, ভয় কেমন করে থাকবে?

অন্বয় : পেমতো সোকো জাযতে (প্রেম থেকে শোক জন্মায়), পেমতো ভযং জাযতে (প্রেম থেকে ভয় জন্মায়), পেমতো বিপ্পমুত্তস্স সোকো নত্থি (প্রেম থেকে বিপ্রমুক্ত ব্যক্তির শোক থাকে না), কুতো ভযং (ভয় কোথা থেকে আসবে?)।

'প্রেম হইতে উৎপন্ন হয়' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে বিশাখা উপাসিকাকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

তিনি (বিশাখা) তাঁহার পুত্রের কন্যা (অর্থাৎ তাঁহার পৌত্রী) সুদত্তা নামক

http://kalpataruboi.org

কন্যাকে নিজের কাছে রাখিয়া গৃহে ভিক্ষুসঙ্ঘের সেবা করাইতেন। একদিন সেই কন্যার মৃত্যু হইল। তিনি তাঁহার শরীর নিক্ষেপ করাইয়া শোক সংবরণ করিতে না পারিয়া দুঃখিনী, দুর্মনা হইয়া শাস্তার নিকট যাইয়া বন্দনা করিয়া একপাশে উপবেশন করিলেন। শাস্তা তাঁহাকে বলিলেন—'বিশাখে, কি ব্যাপার তুমি দুঃখিনী, দুর্মনা, অশ্রুমুখী, রোদমানা হইয়া বসিয়া আছ?' বিশাখা সেই বিষয় জানাইয়া বলিলেন—'আমার সেই কুমারী কন্যা (আমার পৌত্রী) আমার অত্যন্ত প্রিয় ছিল এবং ব্রতসম্পন্না ছিল। তাহার মত এখন আমি কাহাকেও দেখিতেছি না।'

'হে বিশাখে, শ্রাবস্তী লোকের সংখ্যা কত?'

'ভন্তে, আপনিই বলিয়াছিলেন শত কোটি।'

'যদি এত লোক তোমার পৌত্রীর মত হইত, তুমি তাহাদের গ্রহণ করিতে?'

'হ্যাঁ ভন্তে।'

'কত লোক প্রত্যহ শ্রাবস্তীতে কালগত হয়?'

'বহু ভন্তে।'

'তাহা হইলে বিশাখে, তোমার ত অশোকের কাল বলিয়া কিছুই থাকিবে না, দিবারাত্রি রোদন করিতে করিতেই বিচরণ করিতে হইবে।'

'হ্যাঁ ভন্তে, আমি জানি।'

তখন শাস্তা তাঁহাকে বলিলেন—'তাহা হইলে তুমি শোক করিও না, শোক বা ভয় প্রেম হইতেই উৎপন্ন হয়' এই কথা বলিয়া শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'প্রেম (স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি ভালবাসা) হইতে শোক উৎপন্ন হয়। প্রেম হইতে ভয় উৎপন্ন হয়, যে ব্যক্তি প্রেম হইতে বিপ্রমুক্ত হইয়াছে তাহার শোক থাকে না, ভয় কেমন করিয়া থাকিবে?'—ধর্মপদ, শ্লোক-২১৫

অন্বয় : 'প্রেম হইতে' অর্থাৎ পুত্রকন্যা প্রভৃতির প্রতি কৃত প্রেমের কারণেই শোক উৎপন্ন হয়—এই অর্থ। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বিশাখার উপাখ্যান সমাপ্ত

লিচ্ছবীদের উপাখ্যান—৪

৬. রতিযা জাযতে সোকো রতিযা জাযতে ভযং,
রতিযা বিপ্পমুত্তস্স নত্থি সোকো কুতো ভযং।...২১৪

অনুবাদ : আসক্তি থেকে শোক জন্মায়, আসক্তি থেকে ভয়ের জন্ম। যিনি আসক্তি থেকে মুক্ত তাঁর কোন শোক নেই, ভয় কেমন করে থাকবে?

অন্বয় : রতিযা (রতি অর্থাৎ আসক্তি থেকে) সোকো জাযতে (শোক জন্মায়)

http://kalpataruboi.org

রতিযা ভযং জাযতে (রতি থেকে ভয় জন্মায়), রতিযা বিপ্পমুত্তস্স সোকো নত্থি (রতি থেকে বিপ্রমুক্ত ব্যক্তির শোক নেই), কুতো ভযং (ভয় কোথা থেকে আসবে?)।

'রতি হইতে উৎপন্ন হয়' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বৈশালীর নিকটে কূটাগারশালায় অবস্থানকালে লিচ্ছবীদের উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

লিচ্ছবীগণ একটি উৎসবের দিনে পরস্পর অসদৃশ (অর্থাৎ উৎকৃষ্ট অথচ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের) অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া উদ্যানে গমনের জন্য নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। শাস্তা পিণ্ডপাতের জন্য নগরে প্রবেশ করাকালে তাঁহাদের দেখিয়া ভিক্ষুদের বলিলেন—

'হে ভিক্ষুগণ, লিচ্ছবীদের দেখ, যাহারা তাবতিংস দেবলোক ইতিপূর্বে দেখ নাই, তাহারা ইহাদের দেখ।' বলিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারাও উদ্যানে যাইবার সময় এক নগরশোভিনী স্ত্রীলোককে লইয়া যাইবার সময় তাহারই কারণে ঈর্ষাভিভূত হইয়া একে অন্যকে প্রহার করিয়া রক্তগঙ্গা প্রবাহিত করিলেন। লোকেরা তাহাদের মঞ্চে উঠাইয়া লইয়া যাইতেছিল। শাস্তাও ভোজনকৃত্যাবসানে নগর হইতে প্রস্থান করিলেন। ভিক্ষুগণও লিচ্ছবীদের সেইভাবে লইয়া যাইতে দেখিয়া শাস্তাকে বলিলেন—'ভন্তে, লিচ্ছবীরাজগণ সকালেই অলঙ্কৃত হইয়া দেবগণের ন্যায় নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এখন একজন স্ত্রীলোকের কারণে এই দূরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন।' শাস্তা বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, শোক বা ভয়ের উৎপত্তির কারণ রতি, রতির কারণেই এইগুলি উৎপন্ন হয়।' ইহা বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'রতি (অর্থাৎ পঞ্চকামগুণে আসক্তি) হইতে শোক উৎপন্ন হয়, রতি হইতে ভয়ের উৎপত্তি হয়। যে ব্যক্তি রতি হইতে বিপ্রমুক্ত তাহার শোক নাই, ভয় কেমন করিয়া থাকিবে?'—ধর্মপদ, শ্লোক-২১৪

অন্বয় : 'রতি হইতে' অর্থাৎ পঞ্চকামগুণ নামক রতি হইতে। ইহার কারণে এই অর্থ। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

লিচ্ছবীদের উপাখ্যান সমাপ্ত

অনিত্থিগন্ধ কুমারের উপাখ্যান—৫

৭. কামতো জাযতে সোকো কামতো জাযতে ভযং,
কামতো বিপ্পমুত্তস্স নত্থি সোকো কুতো ভযং।...২১৫

অনুবাদ : কাম থেকে শোক জন্মায়, কাম থেকে ভয়ের জন্ম। যিনি কামমুক্ত তাঁর কোন শোক নেই, ভয় কেমন করে থাকবে?

অন্বয় : কামতো সোকো জাযতে (কাম থেকে শোক জন্মায়), কামতো ভযং জাযতে (কাম থেকে ভয় জন্মায়), কামতো বিপ্পমুত্তস্স সোকো নত্থি কুতো ভযং

http://kalpataruboi.org

(কাম থেকে বিপ্রমুক্ত ব্যক্তির শোক নেই, ভয় কোথা থেকে আসবে?)।

'কাম হইতে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে অনিথিগন্ধ কুমারকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

অনিথিগন্ধ কুমার ব্রহ্মলোক হইতে চ্যুত হইয়া শ্রাবস্তীতে মহাধনীকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জাতদিবস হইতে আরম্ভ করিয়া স্ত্রীলোকের সান্নিধ্যে যাইতে ইচ্ছা করিত না, স্ত্রীলোক তাহাকে কোলে লইলে সে কান্নাকাটি করিত। স্তন্য পান করাইবার সময় বালিশের দ্বারা স্তন্য ঢাকিয়া পান করাইতে হইত। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মাতাপিতা তাহাকে বলিলেন—'বাবা, তোমার বিবাহ দিব।'

'আমার বিবাহের প্রয়োজন নাই' বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল। পুনঃপুন যাচিত হইয়া পুত্র পঞ্চশত স্বর্ণকারকে ডাকাইয়া রক্তসুবর্ণের এক সহস্র নিষ্ক (বৃহদাকারের স্বর্ণমুদ্রা) প্রদান করিয়া অদ্বিতীয় রূপসম্পন্না একটি সোনার রমণীমূর্তি প্রস্তুত করাইলেন। মাতাপিতা আবার তাহাকে বলিলেন—'বাবা, তুমি বিবাহ না করিলে কুলবংশ রক্ষিত হইবে না। অতএব আমরা তোমার জন্য বধু আনিব।' তখন সে বলিল—'যদি ঠিক এইরকম সুন্দরী রমণী লাভ করেন তাহা হইলে আমি বিবাহ করিব' বলিয়া ঐ নির্মিত রমণীমূর্তি তাঁহাদের দেখাইল। তখন তাহার মাতাপিতা অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণদের ডাকাইয়া 'আমাদের পুত্র মহাপুণ্যবান, নিশ্চয়ই তাহার সহিত (পূর্ব পূর্ব জন্মে) কৃতপুণ্য কুমারী থাকিবে। আপনারা এই সুবর্ণমূর্তি সঙ্গে লইয়া যান এবং ঈদৃশ রূপসম্পন্না কুমারীর সন্ধান করুন' বলিয়া তাঁহাদের প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা 'বেশ তাহাই হউক' বলিয়া চতুর্দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে মদ্ররাষ্ট্রে সাগল নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই নগরে ষোড়শবর্ষীয়া পরমা সুন্দরী এক কুমারী ছিল। মাতাপিতা তাহাকে সপ্তভূমিক প্রাসাদের উপরের তলায় রাখিয়াছিলেন। সেই ব্রাহ্মণগণও 'যদি এই নগরে এইরূপ কুমারী থাকে তাহা হইলে এই স্ত্রীরূপ দেখিয়া 'ইহা ঐ পরিবারের কন্যার মত সুন্দরী' বলিবে—এই মনে করিয়া সেই সোনার মূর্তিটিকে স্নানঘাটে যাইবার রাস্তার ধারে রাখিয়া একপাশে বসিয়া থাকিলেন।

এদিকে ঐ (ষোড়শবর্ষীয়া) কন্যার যাত্রী কন্যাকে স্নান করাইয়া স্বয়ং স্নান করিতে ইচ্ছুক হইয়া ঘাটে আসিয়া সেই নির্মিত স্ত্রীরূপটিকে দেখিয়া (ভুল বুঝিয়া) 'আমার কন্যা' বলিয়া মনে করিয়া 'দুর্বিনীতে, এই ত তোকে স্নান করাইয়া রাখিয়া আসিলাম, তুই আমার আগেই আবার স্নানঘাটে চলিয়া আসিলি' বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে গেলে দেখিল যে ইহা নির্বিকার এবং পাথরের মত শক্ত। সে তখন বলিল—'আমি আমার মেয়ে বলিয়া ভুল করিয়াছিলাম; কিন্তু এইটা কি?' ব্রাহ্মণগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—'মা, আপনার মেয়ে কি এইরকম (রূপসম্পন্না)?'

'আমার মেয়ের তুলনায় এ ত কিছুই নয়।'

'তাহা হইলে আপনার মেয়েকে আমাদের দেখান।'

ধাত্রী তাঁহাদের সঙ্গে লইয়া যাইয়া প্রভু এবং প্রভুপত্নীকে সব জ্ঞাপন

http://kalpataruboi.org

করিলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সম্ভাষণ করিয়া কন্যাকে নীচে নামাইয়া ঐ সুবর্ণমূর্তির নিকট দাঁড় করাইলেন। কন্যার রূপের কাছে সুবর্ণমূর্তি নিষ্প্রভ হইয়া গেল, কুমারীর প্রভা উজ্জ্বল হইল। ব্রাহ্মণগণ ঐ সুবর্ণমূতি তাঁহাদের নিকট দিয়া কুমারীর নিকট ব্যাপারটা গোপন রাখিয়া প্রত্যাগমন করিয়া অনিথিগন্ধ কুমারের মাতাপিতাকে জানাইলেন। তাঁহারা তুষ্টচিত্ত হইয়া বলিলেন—'যান, শীঘ্রই কন্যারত্নটিকে লইয়া আসুন' এবং মহাসৎকার সহযোগে তাঁহাদের প্রেরণ করিলেন।

কুমারও সেই ঘটনা শুনিয়া 'কাঞ্চনরূপ হইতে অধিক রূপসম্পন্না কন্যা আছে' ইহা শোনামাত্রই প্রেমাসক্ত হইয়া বলিল—'শীঘ্রই লইয়া আসুন।' কন্যাটিও যানে আরোহণ করাইয়া আনিবার সময় অত্যন্ত সুকোমল তনুর কারণে যানের ঝাঁকুনিতে এবং বাতাসের দাপটে অসুস্থত হইয়া পথিমধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এদিকে কুমার বারবার জিজ্ঞাসা করে 'সে আসিয়াছে কি?' তাহার জিজ্ঞাসার মধ্যে স্নেহের আধিক্য ছিল, তাই সহসা তাহাকে প্রকৃত ঘটনা জানানো হয় নাই। কিছুদিন অতিবাহিত হইলে তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করা হইল। সে 'ঈদৃশী স্ত্রীরত্নের সহিত আমি সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিলাম না' বলিয়া দৌর্মনস্য প্রাপ্ত হইল। শোকে-দুঃখে এতই কাতর হইল যেন তাহার মাথায় পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। শাস্তা তাহার উপনিশ্রয় দেখিয়া পিণ্ডাচরণকালে তাহার গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার মাতাপিতা শাস্তাকে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া সাদরে (আহার্য) পরিবেশন করিলেন। শাস্তা ভোজনকৃত্যাবসানে জিজ্ঞাসা করিলেন—

'অনিথিগন্ধ কুমার কোথায়?'

'ভন্তে, আহার (নিদ্রা) ত্যাগ করিয়া গৃহপ্রকোষ্ঠে অবস্থান করিতেছে।'

'তাহাকে ডাক।'

সে আসিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া একপাশে বসিল। শাস্তা বলিলেন— 'হে কুমার, তোমাকে খুব শোকগ্রস্ত মনে হইতেছে!'

'হ্যাঁ ভন্তে, এইরূপ স্ত্রীরত্ন পথিমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় আমার অত্যন্ত শোক উৎপন্ন হইয়াছে এবং আহারেও আমার কোন রুচি নাই।' তখন শাস্তা তাহাকে বলিলেন—'হে কুমার, তুমি কি জান কিজন্য তোমার শোক উৎপন্ন হইয়াছে?'

'ভন্তে, জানি না।'

'হে কুমার, কামবশত তোমার শোকের আতিশয্য হইয়াছে, শোক বা ভয় কামের কারণেই উৎপন্ন হয়।' ইহা বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'কাম (বস্তুকাম ও ক্লেশকাম) হইতে শোক উৎপন্ন হয়, কাম হইতে ভয় উৎপন্ন হয়, যে ব্যক্তি কাম হইতে বিপ্রমুক্ত হইয়াছে তাহার শোক নাই, ভয় কেমন করিয়া থাকিবে?'—ধর্মপদ, শ্লোক-২১৫

http://kalpataruboi.org

অন্বয় : 'কাম হইতে' অর্থাৎ বস্তুকাম ও ক্লেশকাম হইতে। দুই প্রকার কামের কারণেই—এই অর্থ। দেশনাবসানে অনিত্থিগন্ধ কুমার স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইল।

অনিত্থিগন্ধ কুমারের উপাখ্যান সমাপ্ত

জনৈক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান—৬

৮. তণ্হায জাযতে সোকো তণ্হায জাযতে ভযং,
তণ্হায বিপ্পমুত্তস্স নত্থি সোকো কুতো ভযং।...২১৬

অনুবাদ : ইন্দ্রিয়জাত তৃষ্ণা থেকে শোক জন্মায়, তৃষ্ণা থেকে ভয়েরও জন্ম। যিনি সর্বপ্রকার তৃষ্ণামুক্ত তাঁর কোন শোক থাকেন না, ভয় কেমন করে থাকবে?

অন্বয় : তণ্হায সোকো জাযতে (তৃষ্ণা থেকে শোক জন্মায়) তণ্হায ভযং জাযতে (তৃষ্ণা থেকে ভয় জন্মায়) তণ্হায বিপ্পমুত্তস্স সোকো নত্থি, কুতো ভযং (তৃষ্ণা থেকে বিপ্রমুক্ত ব্যক্তির শোক নেই, ভয় কোথা থেকে আসবে?)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : (২১২-২১৬) 'সংসার যবে মন কেড়ে লয়, জাগে না তখন প্রাণ'। সে অবস্থায় মানুষ স্নেহে মমতায়, প্রেমে অনুরাগে, মায়ার অজস্র বন্ধনে অবদ্ধ হয়ে যেন এক স্বপ্নের জীবন যাপন করে। ঐ বৃত্তিগুলি শতসহস্র পাকে মানুষকে জড়ায়। ওগুলো নিতান্তই মিথ্যা, অথচ তাদের বন্ধন ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে। ঐ ব্যথা সামান্য নয়, হৃদয়কে একেবারে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলে তা আর তার রূপও বহু। প্রিয়জনের বিচ্ছেদ, প্রেমাস্পদের বিরহ (মৃত্যু), কামতৃষ্ণা, বিষয় তৃষ্ণায় অতৃপ্তি—এই সবই দুঃসহ জ্বালায় চিত্তকে অবিরাম দগ্ধ করছে। যে বস্তু আছে তাকে হারাবার ভয়, যা নেই তাকে পাবার আকাঙ্ক্ষা, যা হারিয়ে গেছে তার জন্য শোক—এসব তাকে অতিষ্ঠ অস্থির করে তোলে। অথচ মানুষের এই অপরিসীম দুঃখের ভিত্তিটাই অলীক, স্বপ্নের মত মিথ্যা। সত্যজ্ঞান লাভ করে, এই কামনা-বাসনার জগতের থেকে মুক্ত হতে পারলেই তার দুঃখেরও অবসান। মিথ্যা ভয়, মিথ্যা শোকের থেকে মুক্ত হয়ে সে অক্ষয় শান্তির, আনন্দের অধিকারী হয়।

'তৃষ্ণা হইতে উৎপন্ন হয়' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে জনৈক ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

সেই মিথ্যাদৃষ্টিক ব্রাহ্মণ একদিন নদীতীরে যাইয়া ক্ষেত পরিষ্কার করিতেছিলেন। শাস্তা তাঁহার উপনিশ্রয় সম্পত্তি দেখিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি শাস্তাকে দেখিয়াও কোন প্রকার শ্রদ্ধা না দেখাইয়া চুপচাপ কাজ করিতে লাগিলেন। শাস্তা তখন আগেই আলাপ করিলেন—'হে ব্রাহ্মণ, কি করিতেছেন?'

http://kalpataruboi.org

'ভৌ গৌতম, ক্ষেত শোধন করিতেছি।'

শাস্তা এইটুকু মাত্র বলিয়া চলিয়া গেলেন। পরের দিনও ব্রাহ্মণ যখন ক্ষেত কর্ষণ করিতেছিলেন শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'হে ব্রাহ্মণ, কি করিতেছেন?'

'ভো গৌতম, ক্ষেত কর্ষণ করিতেছি।' ইহা শুনিয়া শাস্তা চলিয়া গেলেন। পরবর্তী দিনগুলিতেও শাস্তা যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ব্রাহ্মণ, কি করিতেছেন?'

'ভো গৌতম, ক্ষেতে বীজ বপন করিতেছি, আগাছা পরিষ্কার করিতেছি, ফসল রক্ষা করিতেছি' ইহা শুনিয়া শাস্তা চলিয়া গেলেন। একদিন ব্রাহ্মণ শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভো গৌতম, আপনি আমার ক্ষেত শোধনের দিন হইতে প্রত্যহ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। যদি আমি ফলস পাই, আপনাকেও ইহার ভাগ দিব। আপনাকে না দিয়া আমি খাইব না। এখন হইতে আপনি আমার বন্ধু।'

তারপর যথাসময়ে ফসল পক্ক হইল। ব্রাহ্মণ চিন্তা করিলেন—'আমার ফসল পক্ক হইয়াছে। আগামীকল্য ফসল কাটিব এবং ফসল কাটার জন্য কর্তব্যকৃত সম্পাদন করিয়াছিলেন। কিন্তু রাত্রে মহামেঘ বর্ষিত হইয়া তাঁহার সমস্ত ফসল ভাসাইয়া লইয়া গেল। ক্ষেত দেখিয়া মনে হইতেছিল কেহ যেন ক্ষেত মসৃণ করিয়া দিয়াছে। শাস্তা কিন্তু প্রথম দিনেই জানিতেন যে সেই ফসল পাওয়া যাইবে না। ব্রাহ্মণ প্রাতকালেই 'ক্ষেতটা দেখিয়া আসি' বলিয়া যাইয়া শূন্য ক্ষেত দেখিয়া অত্যন্ত শোকাভিভূত হইয়া চিন্তা করিলেন—'শ্রমণ গৌতম আমার ক্ষেত শোধনের দিন হইতে প্রত্যহ আসিয়াছেন, আমিও তাঁহাকে বলিয়াছিলাম—'এই ফসল পক্ক হইলে আমি আপনাকেও ইহার ভাগ দিব। আপনাকে না দিয়া আমি খাইব না। এখন হইতে আপনি আমার বন্ধু।' আমার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইল না।' বলিয়া আহার (নিদ্রা) ত্যাগ করিয়া মঞ্চে শুইয়া থাকিলেন। শাস্তা তাঁহার গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ শাস্তার আগমনের কথা শুনিয়া বলিলেন—'আমার বন্ধুকে আনিয়া এখানে বসাও।' আত্মীয়-পরিজন তাহাই করিলেন। শাস্তা আসন গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'ব্রাহ্মণ কোথায়?'

'গৃহপ্রকোষ্ঠে শয়ন করিয়া আছেন।'

'তাঁহাকে ডাক।'

ব্রাহ্মণ আসিয়া একপাশে বসিলে শাস্তা বলিলেন—'কি ব্রাহ্মণ ব্যাপার কি?'

'ভো গৌতম, আপনি আমার ক্ষেত শোধনের দিন হইতে প্রত্যহ আসিয়াছেন। আমিও বলিয়াছিলাম—'ফসল পক্ক হইলে আপনাকে তাহার ভাগ দিব।' আমার সেই মনোরথ পূর্ণ হয় নাই। তাই আমার শোক উৎপন্ন হইয়াছে, আহারও আমার কাছে অপ্রিয় হইয়াছে।' তখন শাস্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা

http://kalpataruboi.org

করিলেন—'হে ব্রাহ্মণ, আপনি কি জানেন আপনার শোকোৎপত্তির মূল কারণ কি?'

'ভো গৌতম, আমি জানি না। আপনি কি জানেন?'

'হ্যাঁ ব্রাহ্মণ, আমি জানি উৎপদ্যমান শোক বা ভয় তৃষ্ণার কারণেই উৎপন্ন হয়' ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'(ষড় ইন্দ্রিয় জাত) তৃষ্ণা হইতে শোক উৎপন্ন হয়, তৃষ্ণা হইতে ভয় উৎপন্ন হয়। যে ব্যক্তি তৃষ্ণা হইতে বিপ্রমুক্ত হইয়াছে, তাহার শোক থাকে না, ভয় কেমন করিয়া থাকিবে?'—ধর্মপদ, শ্লোক-২১৬

অন্বয় : 'তৃষ্ণা হইতে' অর্থাৎ ষড়দ্বারিক তৃষ্ণা হইতে। এই তৃষ্ণার কারণেই শোকাদি উৎপন্ন হয় ইহাই অর্থ। দেশনাবসানে ব্রাহ্মণ স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

জনৈক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান সমাপ্ত

পঞ্চশত বালকের উপাখ্যান—৭

৯. সীলদস্সনসম্পন্নং ধম্মট্ঠং সচ্চবেদিনং,
অত্তনো কম্মকুব্বানং তং জনো কুরুতে পিযং।...২১৭

অনুবাদ : শীলবান, জ্ঞানী, ধার্মিক, সত্যবাদী ও আত্মকর্মপরায়ণ ব্যক্তি সকল লোকেরই প্রিয় হন।

অন্বয় : জনো (লোকে) সীলদস্সনসম্পন্নং (শীলদর্শনসম্পন্ন)। ধম্মট্ঠং (ধর্মিষ্ঠ) সচ্চবাদিনং (সত্যবাদী) অত্তনো কম্মকুব্বানং (আত্মকর্মপরায়ণ) তং (তাঁকে, সেই ব্যক্তিকে) পিযং কুরুতে (প্রিয় জ্ঞান করে)।

'শীলদর্শনসম্পন্ন' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে পথিমধ্যে পঞ্চশত বালককে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

একদিন শাস্তা অশীতি মহাস্থবিরগণসহ পঞ্চশত ভিক্ষু পরিবার লইয়া রাজগৃহে পিণ্ডপাতের জন্য প্রবেশকালে এক উৎসবের দিন পঞ্চশত বালককে পিষ্টকের ঝুড়ি মাথায় লইয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া উদ্যানে যাইতে দেখিলেন। তাহারাও শাস্তাকে বন্দনা করিয়া প্রস্থান করিল, তাহারা একজন ভিক্ষুকে 'পিষ্টক গ্রহণ করুন' বলে নাই। তাহারা চলিয়া গেলে শাস্তা ভিক্ষুদের বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা পিষ্টক খাইবে কি?'

'ভন্তে, পিষ্টক কোথায়?'

'তোমরা দেখিতেছ না বালকগণ পিষ্টকের ঝুড়ি মাথায় লইয়া চলিয়া যাইতেছে?'

'ভন্তে, এইরূপ বালকেরা কাহাকেও পিষ্টক দেয় না।'

'হে ভিক্ষুগণ, ইহারা আমাকে বা তোমাদের পিষ্টক খাইবার জন্য নিমন্ত্রণ

http://kalpataruboi.org

করে নাই ঠিক, তবে পিষ্টকের মালিক ভিক্ষু পশ্চাতে আসিতেছে। অতএব পিষ্টক খাইয়াই যাইতে হইবে।' বুদ্ধগণের কোন ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষা বা দ্বেষ নাই। অতএব ঐ কথা বলিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘকে সঙ্গে লইয়া এক বৃক্ষমূলে ছায়ায় উপবেশন করিলেন। বালকেরা মহাকাশ্যপ স্থবিরকে পশ্চাতে আসিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি তাহাদের অনুরাগ উৎপন্ন হইল, প্রীতিবেগে তাহাদের শরীর পরিপূর্ণ হইল। তাহারা পিষ্টকের ঝুড়ি নামাইয়া স্থবিরকে পঞ্চাঙ্গ প্রতিষ্ঠিতের দ্বারা বন্দনা করিয়া ঝুড়িসমূহসহ পিষ্টকরাশি উত্তোলন করিয়া বলিল—'ভন্তে, গ্রহণ করুন।' তখন স্থবির তাহাদের বলিলেন—'শাস্তা ভিক্ষুসঙ্ঘসহ বৃক্ষমূলে সমাসীন আছেন, তোমাদের দান লইয়া যাইয়া ভিক্ষুসঙ্ঘকে বিতরণ কর।' তাহারা 'ভন্তে, বেশ তাহাই হউক' বলিয়া স্থবিরের সঙ্গে যাইয়া (ভিক্ষুসঙ্ঘকে) পিষ্টক দান করিয়া চাহিয়া রহিল এবং ভোজন শেষে জল দিল। ভিক্ষুগণ অসন্তোষে বিড়বিড় করিয়া বলিতে লাগিলেন—বালকেরা মুখ দেখিয়া ভিক্ষা দিল। সম্মাসম্বুদ্ধ বা (অশীতি) মহাস্থবিরগণকে পিষ্টক দিবার কথা না বলিয়া মহাকাশ্যপ স্থবিরকে দেখিয়া ঝুড়িসমূহসহ পিষ্টকরাশি লইয়া দান দিতে আসিল।' শাস্তা তাঁহাদের কথা শুনিয়া 'হে ভিক্ষুগণ, আমার পুত্র মহাকাশ্যপের ন্যায় ভিক্ষু দেব-মনুষ্যগণের প্রিয় হয়, তাহারা তাহাকে চতুর্প্রত্যয়ের দ্বারা পূজা করে' এই কথা বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'শীলবান, সম্যকদর্শনসম্পন্ন, সদ্ধর্মে স্থিত, সত্যবেদী ও আত্মকর্তব্য সম্পাদনে নিযুক্ত ব্যক্তিকে লোকে প্রিয় জ্ঞান করিয়া থাকে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২১৭

অন্বয় : 'শীলদর্শনসম্পন্ন' অর্থাৎ চতুর্পারিশুদ্ধিশীলে, মার্গফল এবং সম্যক দর্শনসম্পন্ন ব্যক্তি। 'ধর্মে স্থিত' অর্থাৎ নববিধ লোকোত্তর ধর্মে স্থিত, লোকোত্তর ধর্ম সাক্ষাৎকার করিয়াছেন যিনি এই অর্থ। 'সত্যবেদীকে' অর্থাৎ চারি আর্যসত্যকে ষোল প্রকার আকারে সাক্ষাৎকার করিয়াছেন বলিয়া সত্যজ্ঞানের দ্বারা সত্যবেদীকে। 'আত্মকর্তব্য সম্পাদনে নিযুক্ত' অর্থাৎ তিন প্রকার শিক্ষা (অর্থাৎ অধিশীলশিক্ষা, অধিচিত্তশিক্ষা এবং অধিপ্রজ্ঞাশিক্ষা) পূর্ণ করা নামক আত্মকর্তব্য যিনি সম্পাদন করিয়াছেন। 'তাহাকে লোকেরা' অর্থাৎ সেই ব্যক্তিকে লোকিয় মহাজনেরা প্রিয় করিয়া থাকে, তাঁহাকে দর্শন করিতে, বন্দনা করিতে এবং চতুর্প্রত্যয়ের দ্বারা পূজা করিতে অভিলাষী হয়—এই অর্থ। দেশনাবসানে সকল বালক স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইল।

পঞ্চশত বালকের উপাখ্যান সমাপ্ত

এক অনাগামী স্থবিরের উপাখ্যান—৮

১০. ছন্দজাতো অনক্খাতে মনসা চ ফুটো সিযা,

http://kalpataruboi.org

কামেসু চ অপ্পটিবদ্ধচিত্তো উদ্ধংসোতো'তি বুচ্চতি।...২১৮

অনুবাদ : যাঁর চিত্ত বাসনায় নির্লিপ্ত, তাঁর হৃদয় (জ্ঞানের আলোকে) বিকশিত হয়েছে এবং অনির্বচনীয় নির্বাণে যাঁর অভিলাষ জন্মেছে সেই আর্য পুরুষ ঊর্ধ্বস্রোতা বা ঊর্ধ্বগামী বলে অভিহিত হন।

অন্বয় : [যস্স] অনক্খাতে (যাঁর অনাখ্যাত বস্তু অর্থাৎ নির্বাণ) ছন্দজাতো (ছন্দ অর্থাৎ অভিলাষ জন্মেছে) মনসা চ ফুটো সিযা (যাঁর মন স্পষ্ট অর্থাৎ নির্মল হয়েছে) কামেসু চ অপ্পটিবদ্ধচিত্তো (এবং যাঁর চিত্ত কামে অপ্রতিবদ্ধ অর্থাৎ অনাসক্ত) উদ্ধংসোতো ইতি বুচ্চতি (তাঁকে ঊর্ধ্বস্রোত বা ঊর্ধ্বগামী বলা হয়)।

'জাতছন্দা' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে এক অনাগামী স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

একদিন ঐ (অনাগামী) ভিক্ষুকে সহবাসকারী ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, আপনি বিশেষ কিছু মার্গফল লাভ করিয়াছেন কি?' স্থবির 'অনাগামিফল গৃহস্থগণও লাভ করিতে পারে, অর্হত্ত্বপ্রাপ্তি কালেই ইহাদের সহিত কথা বলিব' চিন্তা করিয়া লজ্জিত হইয়া কিছুই না বলিয়া কালগত হইয়া শুদ্ধাবাস দেবলোকে উৎপন্ন হইলেন। তখন তাঁহার সহবাসকারী ভিক্ষুগণ রোদন করিয়া পরিদেবন করিয়া শাস্তার নিকট যাইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া রোদনরত অবস্থাতেই একপাশে উপবেশন করিলেন। তখন শাস্তা তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, রোদন করিতেছ কেন?' 'ভন্তে, আমাদের উপাধ্যায় কালগত হইয়াছেন।' 'হে ভিক্ষুগণ, ঠিক আছে, চিন্তা করিও না। ইহাই ত ধ্রুতধর্ম।' 'ভন্তে, আমরাও জানি। কিন্তু আমরা তাঁহাকে তাঁহার বিশেষ মার্গফল লাভ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি কিছু না বলিয়াই কালগত হইয়াছেন, তাই আমরা দুঃখিত।' শাস্তা বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, চিন্তা করিও না, তোমাদের উপাধ্যায় অনাগামিফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। সে 'গৃহীরাও ইহা লাভ করিতে পারে, অর্হত্ত্ব লাভ করিলেই ইহাদের বলিব' চিন্তা করিয়া লজ্জিত হইয়া তোমাদের কিছু না বলিয়া কালগত হইয়া শুদ্ধাবাস দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, তোমরা আশ্বস্ত হও, তোমাদের উপাধ্যায় কামবিষয়ে নির্লিপ্ত হইয়াছে' বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'অনির্বচনীয় নির্বাণে যাহার অভিলাষ জন্মিয়াছে, যাহার মন সেই আর্যপুরুষ ঊর্ধস্রোতা (অনাগামী) নামে অভিহিত হয়।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২১৮

অন্বয় : 'ছন্দজাত' অর্থাৎ কিছু করিবার ইচ্ছাবশে ছন্দজাত উৎসাহপ্রাপ্ত। 'অনাখ্যাতে' অর্থাৎ নির্বাণে। ইহা 'অমুকের দ্বারা কৃত বা নীলাদি রঙের মধ্যে এইরূপ' বলিয়া অবক্তব্যতাহেতু অনাখ্যাত।

'মনসা চ ফুটো সিয়া' অর্থাৎ অধোভাগীয় তিন প্রকার মার্গফল চিত্তের দ্বারা বিকশিত ও পূর্ণ হয়। 'অপ্পটিবদ্ধচিত্তো' অর্থাৎ অনাগামিমার্গবশে কামে অপ্রতিবদ্ধ (নির্লিপ্ত) চিত্ত। 'উদ্ধংসোতো' অর্থাৎ এইরূপ ভিক্ষু অবৃহা দেবলোকে (ষোড়শ ব্রহ্মলোকের মধ্যে দ্বাদশ ব্রহ্মলোক) উৎপন্ন হইয়া সেখান হইতে প্রতিসন্ধিবশে

http://kalpataruboi.org

অকনিষ্ঠ দেবলোকে গমনকালে ঊর্ধস্রোতা নামে খ্যাত হয়। তোমাদের উপাধ্যায় তাদৃশই এই অর্থ। দেশনাবসানে সেই ভিক্ষুগণ অর্হত্ত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। মহাজনের নিকটও এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

এক অনাগামী স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

নন্দিয়ের উপাখ্যান—৯

১১. চিরপ্পবাসিং পুরিসং দূরতো সোত্থিমাগতং,
ঞাতিমিত্তা সুহজ্জা চ অভিনন্দন্তি আগতং।

১২. তথেব কতপুঞ্ঞম্পি অস্মা লোকা পরং গতং,
পুঞ্ঞানি পতিগণ্হন্তি পিযং ঞাতী'ব আগতং।...২১৯-২২০

অনুবাদ : চিরপ্রবাসী ব্যক্তি যখন দূরদেশ থেকে ফিরে আসে, যখন তার জ্ঞাতি, বন্ধু ও সুহৃদবর্গ তাকে যেরূপ অভিনন্দন করে, সেরূপ পুণ্যবান ব্যক্তি ইহলোক ছেড়ে পরলোকে গেলে প্রিয় জ্ঞাতিগণের ন্যায় তাঁর পুণ্যসকল তাঁকে সাদরে গ্রহণ করে।

অন্বয় : দূরতো সোত্থিম্ আগতং (দূরদেশ থেকে স্বস্তিতে আগত) চিরপ্পবাসিং পুরিসং (চিরপ্রবাসী পুরুষকে) ঞাতিমিত্তা সুহজ্জা চ অভিনন্দন্তি (জ্ঞাতি, মিত্র ও সুহৃদবর্গ অভিনন্দন করে) তথেব কতপুঞ্ঞম্পি অস্মা লোকা পরং গতং (সেরূপ কৃতপুণ্য ব্যক্তি ইহলোক থেকে পরলোক গমন করলে) পুঞ্ঞানি (তাঁর পুণ্যসকল) আগতং পিযং ঞাতি ইব (আগত প্রিয় জ্ঞাতির ন্যায়) পতিগণ্হন্তি (তাঁকে প্রতিগ্রহণ করে)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : কোন প্রিয়জন কর্মোপলক্ষে দূরদেশে গেলে তাঁর আত্মীয়-স্বজন স্নেহব্যাকুল হৃদয়ে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করেন তাঁর প্রত্যাবর্তনের জন্য। তারপর তিনি নিরাপদে প্রত্যাবৃত্ত হলে সকলে তাঁকে সাদর আনন্দে বরণ করে নেন। তাঁর অনুপস্থিতির দীর্ঘতা আত্মীয়-বন্ধুদের প্রেম ভালবাসাকে যেন গভীরতর করে তোলে। মানুষের কৃত পুণ্যকর্ম বীজের মতই উপ্ত হয় তাঁর হৃদয়ে। তা সবসময় হয়তো প্রত্যক্ষ ফলদায়ী হয় না, কিন্তু যথাকালে অঙ্কুরিত হয়ে ফুলে ফলে শোভিত বৃক্ষরূপে পরিণতি হয়ে পুণ্যকর্মার মহিমা ঘোষণা করতে থাকে। এভাবেই তাঁর অতীতে কৃত সৎকর্মের ফল দিকে দিকে বহুগুণিত হয়ে, হৃদয় থেকে হৃদয়ান্তরে প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থিত করে, অমরত্ব দেয়।

'চিরপ্রবাসী' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা ইসিপতনে অবস্থানকালে নন্দিয়কে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

বারাণসীতে এক শ্রদ্ধাসম্পন্ন পরিবারে নন্দিয় নামক এক পুত্র ছিল। সে মাতাপিতার অনুরূপ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিল এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের সেবা করিত। একদিন সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মাতাপিতা সম্মুখের গৃহ হইতে মাতুলকন্যা রেবতীকে তাহার জন্য আনিতে চাহিলেন। কিন্তু রেবতী শ্রদ্ধাবতী ছিল না এবং দানশীলাও ছিল না,

http://kalpataruboi.org

তাই নন্দিয় তাহাকে পছন্দ করে নাই। তখন মাতা রেবতীকে বলিলেন— 'মা, তুমি এই গৃহে ভিক্ষুসঙ্ঘের জন্য বসিবার স্থান লেপন করিয়া আসনগুলি বিছাইয়া দাও, (ভিক্ষাপাত্র রাখিবার) আধারকগুলি সাজাইয়া রাখ, ভিক্ষুরা আসিলে তাঁহাদের পাত্র লইয়া উপবেশন করাইয়া, জলছাঁকনীর দ্বারা পানীয়জল ছাঁকিয়া, ভোজনান্তে পাত্র ধৌত কর, তাহা হইলে আমার পুত্র তোমাকে পছন্দ করিবে।' সে তাহাই করিল। তখন তাহাকে 'উপদেশযোগ্যা হইয়াছে' দেখিয়া পুত্রকে জানাইলে পুত্র 'সাধু' বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলে মাতাপিতা শুভদিন দেখিয়া (রেবতীর সঙ্গে) পুত্রের বিবাহ দিলেন।

একদিন নন্দিয় তাহাকে (রেবতীকে) বলিল—'যদি ভিক্ষুসঙ্ঘ এবং আমার মাতাপিতার সেবা করিতে পার তাহা হইলে এই গৃহে থাকিতে পারিবে। তুমি অপ্রমত্ত হও।' সে 'সাধু' বলিয়া সম্মতি প্রদান করিয়া কিছুদিন শ্রদ্ধাসম্পন্ন থাকিয়া স্বামীকে সেবা করিতে করিতে দুইটি পুত্রের জন্ম দিল। নন্দিয়ের মাতাপিতাও কালগত হইলেন। গৃহের যাহা কিছু ভোগসম্পত্তি তাহারই হইল। নন্দিয়ও মাতাপিতার মৃত্যুদিবস হইতে মহাদানপতি হইয়া ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান দিতে লাগিল। গৃহদ্বারে প্রত্যহ ভিখারী এবং আগন্তুকদের জন্য অন্নব্যঞ্জনের ব্যবস্থা করিল। আর একদিন সে শাস্তার ধর্মদেশনা শুনিয়া আবাসদানের পুণ্যফলের কথা জানিয়া ইসিপতন মহাবিহারে প্রত্যেকটি চারি প্রকোষ্ঠ সম্বলিত চারিটি হলঘর প্রস্তুত করাইয়া মঞ্চপীঠাদি বিছাইয়া দিয়া সেই আবাস বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান দিয়া তথাগতের সম্মুখে জল ঢালিয়া উৎসর্গ করিয়া দিল। শাস্তার হস্তে দক্ষিণোদক ঢালার সঙ্গে সঙ্গে তাবতিংস দেবলোকে সর্বদিকে দ্বাদশ যোজন সমন্বিত এবং উর্ধে একশত যোজন উচ্চ সপ্তরত্নময় অপ্সরাগণসম্পন্ন দিব্য প্রাসাদ উত্থিত হইল।

একদিন মহামৌদগল্যায়ন স্থবির দেবলোকে বিচরণকালে সেই প্রাসাদের নিকটে নিজের নিকট আগত দেবপুত্রদের জিজ্ঞাসা করিলেন—'অপ্সরাগণ পরিবৃত এই দিব্য প্রাসাদ কাহার জন্য উৎপন্ন হইয়াছে?' দেবপুত্রগণ বিমান স্বামীর কথা বলিতে যাইয়া বলিলেন—'ভন্তে, যে নন্দিয় নামক গৃহপতিপুত্র ইসিপতনে শাস্তার জন্য বিহার নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার জন্য এই বিমান উৎপন্ন হইয়াছে।' অপ্সরাসঙ্ঘও তাঁহাকে দেখিয়া প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিয়া বলিল—'ভন্তে, আমরা নন্দিয়ের পরিচারিকা হইব বলিয়া এখানে উৎপন্ন হইয়াছি। তাঁহাকে না দেখিয়া আমরা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। মৃৎপাত্র ভিন্ন করিয়া সুবর্ণপাত্র গ্রহণের ন্যায় তাঁহার মনুষ্যসম্পত্তি ত্যাগ করিয়া দিব্যসম্পত্তি গ্রহণ। এখানে আসিবার জন্য তাঁহাকে বলিবেন।' স্থবির সেই স্থান হইতে আসিয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, মনুষ্যলোকে জীবিত থাকিতেও কি পুণ্যবান ব্যক্তিদের জন্য দিব্যসম্পত্তি উৎপন্ন হয়?'

'মৌদগল্যায়ন, দেবলোকে নন্দিয়ের জন্য উৎপন্ন দিব্যসম্পত্তি ত তুমি নিজেই দেখিয়া আসিয়াছ, আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?

'হ্যাঁ ভন্তে, উৎপন্ন হয়।'

http://kalpataruboi.org

তখন শাস্তা তাহাকে বলিলেন—'মৌদগল্যায়ন, এইরূপ বলিতেছ কেন? যথা চিরপ্রবাসী পুত্র বা ভ্রাতা প্রবাস হইতে আসিলে গ্রামদ্বারে স্থিত কোন ব্যক্তি দ্রুতবেগে গৃহে আসিয়া 'অমুক ব্যক্তি আসিয়াছে' বলিয়া জ্ঞাপন করিলে আগন্তুক ব্যক্তির জ্ঞাতিগণ হৃষ্টতুষ্ট হইয়া দ্রুত বাহির হইয়া 'বাবা, তুমি আসিয়াছ? বাবা, তুমি ভাল আছ ত?' বলিয়া অভিনন্দন জানায়, ঠিক তদ্রূপ কৃতপুণ্য স্ত্রী বা পুরুষ ইহলোক ত্যাগ করিয়া পরলোকে গেলে দশবিধ দিব্য উপহার লইয়া 'আমি আগে, আমি আগে' বলিয়া প্রত্যুদগমন করিয়া দেবগণ তাহাকে অভিনন্দিত করেন' ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথাদ্বয় ভাষণ করিলেন—

'দীর্ঘদিন প্রবাসী দূরদেশ হইতে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করিলে জ্ঞাতিমিত্র ও সুহৃদগণ যেমন তাহার আগমন অভিনন্দিত করে, তদ্রূপ পুণ্যবানও ইহলোক হইতে পরলোকে গমন করিলে তাঁহার পুণ্যসমূহ আগত প্রিয় জ্ঞাতির ন্যায় তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২১৯-২২০

অন্বয় : 'চিরপ্পবাসিং' অর্থাৎ চিরপ্রবাসী। 'দূরতো সোত্থিমাগতং' অর্থাৎ বাণিজ্য বা রাজকার্য করিয়া লব্ধলাভী নিষ্পন্ন সম্পত্তি ব্যক্তি নিরুপদ্রবে দূরস্থান হইতে আগত হইলে তাহাকে। 'ঞাতিমিত্তা সুহজ্জা চ' কুলসম্বন্ধবশে জ্ঞাতি, বন্ধুভাবের দ্বারা মিত্র এবং সুহৃদয় ভাবের দ্বারা সুহৃদ। 'অভিনন্দন্তি আগতং' তাহাকে দেখিয়া আসিয়াছে এই কথা শোনামাত্রই অঞ্জলিবদ্ধ হওয়া এবং গৃহে আগত হইলে নানা প্রকারের উপহার সামগ্রীর দ্বারা তাহাকে অভিনন্দিত করে। 'তথেব' অর্থাৎ সেই প্রকারে কৃতপুণ্য ব্যক্তিকেও ইহলোক হইতে পরলোকে যাইলে দিব্য আয়ু-বর্ণ-সুখ-যশ-আধিপত্য এবং দিব্য রূপ-শব্দ-গন্ধ-রস-স্প্রষ্টব্য এই দশবিধ উপহার লইয়া মাতাপিতার ন্যায় পুণ্যসমূহ তাহার অভিনন্দন করিতে করিতে সাদরে গ্রহণ করে। 'পিয়ং ঞাতীব' অর্থাৎ ইহলোকে আগত প্রিয় জ্ঞাতিকে অন্যান্য জ্ঞাতিগণ যেরূপ করিয়া থাকে। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

নন্দিয়ের উপাখ্যান সমাপ্ত

প্রিয়বর্গ বর্ণনা সমাপ্ত

ষোড়শতম বর্গ

http://kalpataruboi.org

১৭. ক্রোধবর্গ

ক্ষত্রিয়কন্যা রোহিণীর উপাখ্যান—১

১. কোধং জহে বিপ্পজহেয্য মানং, সঞ্ঞোজনং সব্বমতিক্কমেয্য,
তং নামরূপস্মিং অসজ্জমানং, অকিঞ্চনং নানুপতন্তি দুক্খ।...২২১

অনুবাদ : ক্রোধ সংবরণ কর, অহংকার পরিত্যাগ কর, সকল বন্ধন অতিক্রম কর। যিনি নাম-রূপে নির্লিপ্ত অকিঞ্চন ব্যক্তি তাঁকে দুঃখে পড়তে হয় না।

অন্বয় : কোধং জহে (ক্রোধ সংবরণ কর) মানং বিপ্পজহেয্য (অভিমান পরিত্যাগ কর) সব্বং সঞ্ঞোজনং অতিক্কমেয্য (সকল সংযোজন বা বন্ধন অতিক্রম করবে) নামরূপস্মিং অসজ্জমানং অকিঞ্চনং (নাম ও রূপে অনাসক্ত অকিঞ্চন) তং (তাকে, ব্যক্তিকে) দুক্খা ন অনুপতন্তি (দুঃখে পড়তে হয় না)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : আগুনের মতই দপ করে জ্বলে উঠে ক্রোধ শুধু ক্রোধীকে দগ্ধ করে না সে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছড়াই চতুষ্পার্শের আরো অনেকের মনে। ক্রোধের মত রিপু নেই। অহমিকাও মানুষের কম বড় শত্রু নয়, তাও অনেক মিথ্যাজ্ঞানের জনক। এই দুইটি সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। তার সঙ্গে আরো দূর করা দরকার বিবিধ সংযোজন, যেগুলি মানুষকে সংসারে আবদ্ধ করে। নাম ও রূপের মোহ একরকম মিথ্যাজ্ঞান, কেননা ওগুলোর নিত্যতা বা সত্যতা নেই। তাই দেহাভিমানে আবদ্ধ হওয়া মানেই দুঃখকে বরণ করা। নামরূপের আসক্তি যিনি জয় করতে পেরেছেন দেহবন্ধন থেকে মুক্ত সেই পুরুষকে অকল্যাণ বা দুঃখ স্পর্শ করতে পারে না।

'ক্রোধ ত্যাগ করিবে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা ন্যগ্রোধারামে অবস্থানকালে রোহিণী নামক ক্ষত্রিয়কন্যাকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

একসময় আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ পঞ্চশত ভিক্ষু সঙ্গে লইয়া কপিলবস্তুতে গিয়াছিলেন। তখন তাঁহার জ্ঞাতিগণ 'স্থবির আসিয়াছেন' শুনিয়া স্থবিরের নিকট গিয়াছিলেন, কিন্তু ভগিনী রোহিণীকে সঙ্গে লইয়া যান নাই। স্থবির জ্ঞাতিদের জিজ্ঞাসা করিলেন—'রোহিণী কোথায়? 'ভন্তে, গৃহে আছে।' 'এখানে আসে নাই কেন?' 'তাহার শরীরে চর্মরোগ উৎপন্ন হইয়াছে, তাই লজ্জায় আসে নাই, ভন্তে।' স্থবির 'তাহাকে ডাক' বলিয়া ডাকাইয়া আনিলেন। সে কাপড়ের ব্যাণ্ডেজ দ্বারা নানা স্থানে বাঁধিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন—' রোহিণী, তুমি আস নাই কেন?'

'ভন্তে, আমার শরীরে চর্মরোগ উৎপন্ন হইয়াছে। তাই লজ্জায় আসি নাই।'

'তোমার কি পুণ্য করা উচিত নহে?'

'ভন্তে, কি করিব?'

http://kalpataruboi.org

'আসনশালা নির্মাণ কর।'

'কি দিয়া?'

'তোমার কি প্রসাধনদ্রব্য (অলংকারাদি) নাই?'

'ভন্তে, আছে।'

'ইহার মূল্য কত?'

'দশ সহস্র হইবে।'

'তাহা হইলে উহা বিক্রয় করিয়া আসনশালা নির্মাণ কর।

'ভন্তে, কে করিবে?'

স্থবির পাশে স্থিত জ্ঞাতিদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—

'তোমাদের উপরই দায়িত্ব থাকিল।'

'ভন্তে, আপনি কি করিবেন?'

'আমিও এখানেই থাকিব।'

'তাহা হইলে ইহার জন্য দ্রব্যসম্ভার লইয়া আইস।'

'ভন্তে, বেশ তাহাই হউক।'

স্থবির আসনশালা নির্মাণের কাজ তদারক করিতে করিতে রোহিণীকে বলিলেন—

'দ্বিতল আসনশালা নির্মাণ করাইয়া উপরে প্রদর (কাঠের তক্তা) প্রদত্ত হইবার সময় হইতে নীচের হলঘর প্রত্যহ সম্মার্জিত করিয়া আসনগুলি বিছাইয়া দিবে, প্রত্যহ পানীয়ঘট স্থাপিত করিবে।' রোহিণী 'বেশ ভন্তে' বলিয়া প্রসাধনদ্রব্য বিক্রয় করিয়া দ্বিতল আসনশালা প্রস্তুত করাইয়া উপরে প্রদর প্রদত্ত হইবার সময় হইতে নীচের হলঘর সম্মার্জিত করা এবং অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করিত। প্রত্যহ ভিক্ষুগণ সেখানে উপবেশন করিতেন। এইভাবে (প্রত্যহ) আসনশালা সম্মার্জিত করিতে থাকিলে একদিন তাহার চর্মরোগ মিলাইয়া গেল। আসনশালার কাজ সম্পূর্ণ হইলে সে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসনশালা পূর্ণ করিয়া উপবিষ্ট বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে উৎকৃষ্ট খাদ্যভোজ্য প্রদান করিল। ভোজনকৃত্যাবসানে শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—'এই দান কাহার?'

'ভন্তে, আমার ভগিনী রোহিণীর।'

'সে কোথায়?'

'ভন্তে, গৃহে।'

'তাহাকে ডাক।' সে আসিতে ইচ্ছা করিল না। তখন শাস্তা সে অনিচ্ছুক হইলেও তাহাকে ডাকাইয়া আনিলেন। সে আসিয়া বন্দনা করিয়া উপবেশন করিলে শাস্তা বলিলেন—'রোহিণী, তুমি আস নাই কেন?' 'ভন্তে, আমার শরীরে চর্মরোগ আছে, তাই লজ্জায় আসি নাই।' 'তুমি কি জান, কি কারণে তোমার এই চর্মরোগ হইয়াছে?'

'ভন্তে, জানি না।'

'তোমার ক্রোধের জন্য এই রোগ হইয়াছে।'

http://kalpataruboi.org

'ভন্তে, আমি কি করিয়াছিলাম?'

'তাহা হইলে শ্রবণ কর।'

শাস্তা অতীতের ঘটনা তাহার নিকট বিবৃত করিলেন।

অতীতে বারাণসীরাজের অগ্রমহিষী রাজার এক নর্তকীর ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে 'তাহাকে কষ্ট দিব' চিন্তা করিয়া বড় বড় কচ্ছু ফল (যাহাকে গায়ে লাগাইলেই চুলকানি হয়) আনাইয়া সেই নর্তকীকে কাছে ডাকিয়া আনিলেন এবং সে না জানে মত তাহার বিছানায়, পরিধেয় বস্ত্রের ফাঁকে, জামার ভিতরে কচ্ছুচূর্ণ ছড়াইয়া দিলেন। যেন মজা করিতেছেন এইভাবে তাহার শরীরে কিছু চূর্ণ ছড়াইয়া দিলেন। সেই মুহূর্তেই তাহার শরীর ফুলিয়া উঠিল, সমস্ত শরীর ফোঁড়ায় পূর্ণ হইয়া গেল। সে কণ্ডুয়ন করিতে করিতে (চুলকাইতে চুলকাইতে) বিছানায় শুইয়া পড়িল। সেখানেও কচ্ছুচূর্ণ ছড়ানো থাকাতে তাহার কষ্ট আরও বাড়িয়া গেল। সেই অগ্রমহিষী ছিল এই রোহিণী।

শাস্তা অতীতের এই ঘটনা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন—'রোহিণি, তখন তুমিই এই কাজ করিয়াছিলে। অল্পমাত্রায় হইলেও ক্রোধ বা ঈর্ষা করা যুক্তিযুক্ত নহে' ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'ক্রোধ সংবরণ কর, অভিমান পরিত্যাগ কর, সর্ববিধ সংযোজন অতিক্রম কর। যে নামরূপের প্রতি নির্লিপ্ত ও অকিঞ্চন, দুঃখরাশি তাহাকে অনুসরণ করিতে পারে না।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২২১

অন্বয় : 'ক্রোধ' সমস্ত প্রকারের ক্রোধ এবং নববিধ মান পরিত্যাগ করা উচিত। 'সংযোজন' কামরাগ সংযোজনাদি দশবিধ সংযোজন (বন্ধন) অতিক্রম করিতে হইবে। 'অসজ্জমান' অলগ্নমান অর্থাৎ নির্লিপ্ত। যে ব্যক্তি 'আমার রূপ, আমার বেদনা' ইত্যাদি উপায়ে নামরূপ প্রতিগ্রহণ করে, তাহা ভিন্ন হইলে শোক করে এবং মনস্তাপ ভোগ করে, এইরূপ ব্যক্তি নামরূপে আসক্ত হয়। নামরূপকে গ্রহণ না করিলে মনস্তাপ ভোগ করিতে হয় না এবং নামরূপে আসক্ত বলা যায় না। এইরূপ অনাসক্ত সেই পুদ্গলকে এবং রাগাদির অভাবে অকিঞ্চন পুদ্গলকে দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না—এই অর্থ। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তি ফলাদি লাভ করিয়াছিলেন। রোহিণীও স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইল। তৎক্ষণাৎ তাহার শরীর সুবর্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইল।

সে (রোহিণী) সেই স্থান হইতে চ্যুত হইয়া তাবতিংস ভবনে চারিজন দেবপুত্রের সীমার মধ্যে উৎপন্ন হইয়া সুন্দরী এবং রূপসৌভাগ্যপ্রাপ্তা হইয়াছিল। চারিজন দেবপুত্র তাহাকে দেখিয়া প্রেমাসক্ত হইয়া 'আমার সীমায় উৎপন্ন হইয়াছে, আমার সীমায় উৎপন্ন হইয়াছে' বলিয়া বিবাদ করিতে করিতে দেবরাজ শক্রের নিকট যাইয়া বলিল—'মহারাজ, ইহার (রোহিণী) কারণে আমাদের মধ্যে বিবাদ উৎপন্ন হইয়াছে। আপনি বিচার করিয়া দিন। শক্রও সেই রমণীকে দেখামাত্রই প্রেমাসক্ত হইলেন এবং তাহাকে বলিলেন—'ইহাকে দেখার পর

http://kalpataruboi.org

হইতে তোমাদের চিত্তে কি উদিত হইয়াছিল?' একজন বলিল—'আমার চিত্ত যুদ্ধভেরীর ন্যায় শান্ত হইতেছে না।' দ্বিতীয় 'আমার চিত্ত পার্বত্য নদীর ন্যায় দ্রুত ধাবিত হইতেছে।' তৃতীয় 'ইহাকে দেখার পর হইতে আমার চক্ষুযুগল কর্কটের চক্ষুর ন্যায় বহির্গত হইয়াছে। চতুর্থ 'আমার চিত্ত চৈত্যে উড্ডীন ধ্বজার ন্যায় নিশ্চল থাকিতে পারিতেছে না।' তখন শক্র তাহাদের বলিলেন— 'বৎসগণ, তোমাদের চিত্ত যাহা হউক সহ্যের সীমার মধ্যে আছে, কিন্তু ইহাকে লাভ করিলে জীবন ধারণ করিব, নচেৎ আমার মৃত্যু অবধারিত।' দেবপুত্রগণ— 'মহারাজ, আপনার মৃত্যুর প্রয়োজন নাই' বলিয়া রোহিণীকে তাঁহার নিকট অর্পণ করিয়া প্রস্থান করিল। রোহিণী শক্রের খুব প্রিয় এবং আদরের হইল। 'মহারাজ, চলুন আমরা ঐ ক্রীড়ায় রমিত হই' বলিলে শক্র রোহিণীর কথা উপেক্ষা করিতে পারিতেন না।

ক্ষত্রিয়কন্যা রোহিণীর উপাখ্যান সমাপ্ত

জনৈক ভিক্ষুর উপাখ্যান—২

২.যো বে উপ্পতিতং কোধং রথং ভন্তং'ব ধারযে,
তম্‌হং সারসিং ব্রুমি রস্‌মিগ্‌গাহো ইতরো জনো।...২২২

অনুবাদ : ধাবমান রথের গতিবেগ সংবরণের ন্যায় যিনি উৎপন্ন ক্রোধ দমন করতে সমর্থ তাঁকেই আমি প্রকৃত সারথি বলি; অপর লোকেরা কেবল বল্গাধারী মাত্র।

অন্বয় : যো বে উপ্পতিতং কোধং (যে উৎপন্ন ক্রোধকে) ভন্তং রথং ইব ধারযে (ধাবমান রথের ন্যায় ধারণ করে) তং অহং সারথিং ব্রুমি (তাকে আমি সারথি বলি)। ইতরো জনো (অপর লোকেরা) রস্‌মিগ্‌গাহো (রশ্মি অর্থাৎ লাগম ধরে মাত্র)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : রিপুগুলি উদ্দাম হলে তারাই মানুষকে চালিত করে নিয়ে যায় নানা বিপথে। ক্রোধের মত ভয়ানক রিপু নেই। তার অকল্যাণ করার শক্তি যেমন সীমাহীন তাকে আয়ত্বে রাখাও তেমনি দুষ্কর। এই দুষ্কর কাজে যিনি সফল হয়েছেন তিনিই প্রকৃত সংযমী। সুদক্ষ সারথির মত তিনি ক্রোধ ইত্যাদি রিপুরূপী ঘোড়াগুলিকে দমিত করে চিত্তকে নিজের অভিষ্ট পথে চালিত করেন। এ কাজে যিনি বিফল তাঁর দুর্বল হাত বল্গা ধারণ করলেও নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ।

'যে উৎপন্ন ক্রোধকে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা অগ্‌গালব চৈত্যে অবস্থানকালে জনৈক ভিক্ষুকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

শাস্তা যখন ভিক্ষুদের জন্য বাসস্থান অনুমোদন করেন তখন রাজগৃহ শ্রেষ্ঠী প্রমুখগণ (ভিক্ষুদের জন্য) বাসস্থান নির্মাণ করিতে থাকেন। একজন আলবিক ভিক্ষু নিজের বাসস্থান নির্মাণকালে একটি সুন্দর বৃক্ষ দেখিয়া তাহা ছেদন করিতে

http://kalpataruboi.org

আরম্ভ করিলেন। সেই বৃক্ষে এক দেবতা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার এক নবজাতক শিশু ছিল। তিনি শিশুটিকে কোলে লইয়া আসিয়া (ঐ ভিক্ষুকে) প্রার্থনা করিলেন—'প্রভু, আমার বিমান ছেদন করিবেন না। আমি শিশুপুত্রকে লইয়া গৃহহারা হইয়া কোথায় বাস করিব?' ভিক্ষু এই বলিয়া, তাহার কথা রাখিলেন না—'আমি অন্যত্র ঈদৃশ বৃক্ষ পাইব না।' তিনি চিন্তা করিলেন এই শিশুপুত্রের মুখদর্শন করিলে হয়ত তিনি নিবৃত্ত হইবেন এবং শিশুটিকে বৃক্ষশাখায় রাখিয়া দিলেন। সেই ভিক্ষুও উৎক্ষিপ্ত পরশুকে সামলাইতে না পারিয়া সেই শিশুর বাহু ছেদন করিলেন। দেবতা অত্যন্ত কুপিত হইয়া দুই হাত উত্তোলন করিয়া বলিলেন 'ইহাকে মারিয়াই ফেলিব' কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তা করিলেন— 'এই ভিক্ষু শীলবান, যদি আমি ইহাকে হত্যা করি, নরকগামী হইব। অন্যান্য দেবতারাও নিজেদের বৃক্ষ ছেদনরত ভিক্ষুদের দেখিয়া 'ঐ দেবতা এই কারণে অমুক ভিক্ষুকে হত্যা করিয়াছে' এবং আমার কার্য অনুকরণ করিয়া অনেক ভিক্ষু হত্যা করিবে। এই ভিক্ষুর ত একজন প্রভু আছে, সেই প্রভুকেই সব বলিব।' বলিয়া হাত নামাইয়া রোদন করিতে করিতে শাস্তার নিকট যাইয়া বন্দনা করিয়া একপাশে দাঁড়াইলেন। তখন শাস্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে দেবতে, কি হইয়াছে?'

'ভন্তে, আপনার শ্রাবক আমার এই ক্ষতি করিয়াছেন। আমিও তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়া ইহা চিন্তা করিয়া হত্যা না করিয়া এখানে আসিয়াছি' বলিয়া সমস্ত ঘটনা বিস্তৃতভাবে শাস্তাকে জানাইলেন।

শাস্তা তাহা শুনিয়া দেবতাকে সাধুবাদ দিয়া বলিলেন—'সাধু সাধু, দেবতে, তুমি ভালই করিয়াছ, এইরূপ উৎপন্ন ক্রোধকে উদভ্রান্ত রথের ন্যায় দমন করিয়াছ' ইহা বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'ধাবমান রথের গতিবেগ সংবরণের ন্যায় যে ব্যক্তি উৎপন্ন ক্রোধ দমন করিতে পারে, আমি তাহাকেই সারথি বলি, অপর ব্যক্তিরা বল্‌গাধারীমাত্র।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২২২

অন্বয় : 'উপ্পতিত' উৎপন্ন। 'রথং ভন্তং' যেমন দক্ষ সারথি অতিবেগে ধাবমান রথকে সংযত করিয়া যথা ঈপ্সিত স্থানে রাখিতে পারে, তদ্রূপ যে ব্যক্তি উৎপন্ন ক্রোধকে সংযত করিতে পারে, নিবারিত করিতে পারে।

'তম্‌হং' আমি তাহাকে সারথি বলি।

'ইতরো জনো' অন্যান্য অর্থাৎ রাজা-উপরাজাদের রথসারথি বল্‌গাধারী মাত্র হয়, উত্তম সারথি নহে। দেশনাবসানে দেবতা স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই ধর্মদেশনা উপস্থিত জনগণের নিকট সার্থক হইয়াছিল।

দেবতা স্রোতাপন্ন হইয়াও রোদনরতা অবস্থায় দাঁড়াইয়াছিলেন। তখন শাস্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি দেবতে, আবার কি হইল?' 'ভন্তে, আমার বিমান নষ্ট হইয়াছে, এখন আমি কি করিব?'

http://kalpataruboi.org

'হে দেবতে, চিন্তা করিও না, আমি তোমাকে বিমান দিব' বলিয়া জেতবনে গন্ধকুটিসমীপে গতদিন যে দেবতা চ্যুত হইয়াছে তাহার বৃক্ষটি দেখাইয়া বলিলেন—'ঐ স্থানে একটি বৃক্ষ শূন্য আছে। তুমি সেখানে যাও।' সেই দেবতা সেখানে গেল। ইহার পর হইতে 'বুদ্ধ প্রদত্ত তাহার এই বিমান' বলিয়া মহেশাখ্য দেবতারাও আসিয়া তাহাকে উক্ত স্থান হইতে চালিত করিতে পারে নাই। শাস্তা এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভিক্ষুদের নিকট ভূতগাম শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন।

জনৈক ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত

উত্তরা উপাসিকার উপাখ্যান—৩

৩. অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে,
জিনে কদরিযং দানেন সচ্চেন অলিকবাদিনং।...২২৩

অনুবাদ : মৈত্রী দ্বারা ক্রোধকে জয় করবে, অসাধুকে সাধুতা দ্বারা জয় করবে, কৃপণকে দান দ্বারা জয় করবে আর মিথ্যাবাদীকে সত্য দ্বারা জয় করবে।

অন্বয় : কোধং অক্কোধেন জিনে (ক্রোধকে অক্রোধ দ্বারা জয় করবে), অসাধুং সাধুনা জিনে (অসাধুকে সাধুতা দ্বারা জয় করবে), কদরিযং দানেন জিনে (কৃপণকে দানের দ্বারা জয় করবে), অলিকবাদিনং সচ্চেন জিনে (অলীকবাদীকে সত্য দ্বারা জয় করবে)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : অসৎ শক্তির বশবর্তী হয়েই মানুষ পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ-বিসংবাদে লিপ্ত হয়, যার পরিণাম নানা সংঘর্ষ। সংঘর্ষ মানেই শক্তির প্রকাশ। সেখানে প্রবল জয়ী হয়, দুর্বলের ঘটে পরাজয়। কিন্তু দৈহিক শক্তিতে, অস্ত্রের শক্তিতে যে জয় সে জয়ের স্থায়িত্ব নেই। নৈতিক শক্তির জয়ই হচ্ছে প্রকৃত জয়, স্থায়ী জয়। কেননা নৈতিক জয় বিবাদের মূল কারণটাকেই নিশ্চিহ্ন করে। তাই ক্রোধের সঙ্গে ক্রোধের সংঘাতে নয়, ক্রোধের উগ্রতাকে শান্ত করতে হবে মৈত্রী স্নিগ্ধতায়। তেমনি অসাধুর নীচতাকে জয় করতে চাই সাধুর মহত্ত্ব, কৃপণের সঙ্কীর্ণতা পরাভব মানবে দাতার ঔদার্যের কাছে, অসত্যকে সম্পূর্ণ দূরীভূত করতে প্রয়োজন সত্যের আলোক।

'অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিবে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে উত্তরার গৃহে ভোজনকৃত্য সম্পাদন করিয়া উত্তরা উপাসিকাকে উদ্দেশ্য করিয়া এই গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন।

ইহাই তাহার আনুপূর্বিক ঘটনা—রাজগৃহে সুমনশ্রেষ্ঠীর নিকট পুণ্ণ নামক এক দরিদ্র ব্যক্তি মজুরী করিয়া জীবনধারণ করে। তাহার ভার্যা এবং উত্তরা নামক কন্যা উভয়ে গৃহে থাকিয়া সংসারের কাজকর্ম করিত। একদিন রাজগৃহে ঘোষণা করা হইল—'এক সপ্তাহ ধরিয়া উৎসব হইবে, সকলে যোগদান করিতে

http://kalpataruboi.org

পারিবে।' ইহা শুনিয়া সুমনশ্রেষ্ঠী সাতসকালে আগত পুণ্ণকে ডাকিয়া বলিলেন—'বাবা, আমাদের আত্মীয়-পরিজন উৎসবে যোগদান করিবে। তুমি কি উৎসবে যোগ দিবে, না দিন মজুরী করিবে?'

'প্রভু, উৎসব হইতেছে ধনীদের জন্য। আমার ত আগামীকালের জন্যও যাগু তণ্ডুল নাই। আমি উৎসবে যাইয়া কি করিব, বরং গরু পাইলে হলকর্ষণ করিতে যাইব।'

'তাহা হইলে তুমি গরু লইয়া যাও।' সে বলবান গরুযুগল এবং লাঙ্গল লইয়া ভার্যাকে বলিল—'ভদ্রে, নরগবাসিগণ উৎসবে মত্ত হইয়াছে। দারিদ্র্যবশত আমি মজুরী করিতে যাইব, আমার জন্য আজ দ্বিগুণ অন্নব্যঞ্জন লইয়া যাইবে' বলিয়া ক্ষেতে চলিয়া গেল।

সারিপুত্র স্থবিরও সপ্তাহকাল যাবত নিরোধসমাপত্তিতে মগ্ন থাকিয়া সেই দিন ধ্যান হইতে উঠিয়া 'অদ্য কে আমার আশীর্বাদে ধন্য হইবে' বলিয়া দিব্যদৃষ্টিতে অবলোকন করিতে করিতে পুণ্ণকে নিজের জ্ঞানজালের অন্তে প্রবিষ্ট দেখিয়া 'এই ব্যক্তি কি শ্রদ্ধাবান? সে কি আমার সেবা করিতে পারিবে?' ইহা অবলোকন করিয়া তাহার শ্রদ্ধাভাব, দান করিবার সামর্থ্য এবং তদ্ধেতু তাহার মহাসম্পত্তি প্রতিলাভের কথা জানিয়া পাত্র-চীবর লইয়া পুণ্ণের কর্ষণস্থানে যাইয়া একটি গর্তের ধারে দাঁড়াইয়া একটি ঝোপের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

পুণ্ণ স্থবিরকে দেখিয়াই হলকর্ষণ থামাইয়া পঞ্চপ্রতিষ্ঠিতের দ্বারা স্থবিরকে বন্দনা করিয়া 'নিশ্চয়ই স্থবিরের দন্তকাষ্ঠের প্রয়োজন' ভাবিয়া দন্তকাষ্ঠ আনিয়া প্রদান করিল। তখন স্থবির পাত্র এবং জলছাঁকনি বাহির করিয়াছিলেন। 'পানীয়ের প্রয়োজন আছে' ভাবিয়া পানীয় ছাঁকিয়া আনিয়া প্রদান করিল। স্থবির চিন্তা করিলেন—

'এই ব্যক্তি সকলের শেষের গৃহে বাস করে, কাজেই আমি তাহার গৃহদ্বারে গেলে তাহার ভার্যা আমাকে দেখিতে পাইবে না। যখন সে ভাত লইয়া পথে আসিবে, তখন আমি সেখানেই থাকিব।' তিনি সেখানেই কিছুক্ষণ অতিবাহিত করিয়া যখন বুঝিলেন যে পুণ্ণের ভার্যা রাস্তায় আসিয়াছে (স্বামীর জন্য ভাত লইয়া যাইবার সময়) তখন তিনি অন্তোনগর অভিমুখে গমন করিলেন।

(পুণ্ণের ভার্যা) মাঝপথে স্থবিরকে দেখিয়া চিন্তা করিল—'যখন আমার দান করার মত কিছু থাকে, তখন স্থবিরকে দেখি না, আবার যখন স্থবিরকে দেখি, তখন আমার দান করার মত কিছুই থাকে না। অদ্য আমি আর্য স্থবিরকে দেখিলাম, আমার দান করার মত বস্তুও আছে, তিনি কি আমাকে অনুগৃহীত করিবেন?' সে ভাতের পাত্র মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া স্থবিরকে পঞ্চপ্রতিষ্ঠিতের দ্বারা বন্দনা করিয়া বলিল—'ভন্তে, ভাল হউক বা মন্দ হউক বিচার না করিয়া দাসের এই দান গ্রহণ করিয়া ধন্য করুন।' স্থবির পাত্র নামাইয়া দিলে সে একহাতে ভাতের পাত্র ধরিয়া অন্য হাতে তাহা হইতে অন্নব্যঞ্জন দিতে থাকিলে অর্ধেক পরিমাণ দেওয়ার পরে 'আর প্রয়োজন নাই' বলিয়া স্থবির হাত দিয়া পাত্র

http://kalpataruboi.org

ঢাকিয়া দিলেন। সে তখন বলিল—'ভন্তে, এক অংশকে দুইভাগ করা যায় না। আপনার দাসের জন্য ইহলোকীয় কল্যাণ কামনা না করিয়া পরলোকীয় কল্যাণ করুন' বলিয়া সমস্ত অন্নব্যঞ্জন স্থবিরের পাত্রে দিয়া প্রার্থনা করিল—'ভন্তে, আপনি যাহা লাভ করিয়াছেন তাহাই যেন লাভ করিতে পারি।' স্থবির 'তাহাই হউক' বলিয়া দণ্ডায়মান অবস্থাতেই অনুমোদন করিয়া যেখানে জলের সুব্যবস্থা আছে তদ্রূপ জায়গা বসিয়াই আহারকৃত্য সম্পাদন করিলেন। সেও ফিরিয়া যাইয়া তণ্ডুল খোঁজ করিয়া আবার ভাত রান্না করিল। পুণ্নও অর্ধকরীষমাত্র স্থান কর্ষণ করিয়া ক্ষুধা সহ্য করিতে না পারিয়া গরুগুলি ছাড়িয়া দিয়া একটি গাছের ছায়ায় বসিয়া (ভার্যার) আসার পথপানে চাহিয়া রহিল।

অনন্তর তাহার ভার্যা ভাত লইয়া যাইতে যাইতে তাহাকে দেখিয়াই 'ইনি ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া আমার পথপানে চাহিয়া বসিয়া আছেন। যদি 'আমি দেরী করিয়াছি বলিয়া আমাকে তর্জন করেন এবং চাবুক দিয়া প্রহার করেন, আমি যে পুণ্যকাজ করিয়াছি তাহা নিরর্থক হইয়া যাইবে। অতএব আমি যাইয়া পূর্বেই সর্ব বলিয়া দিব।' চিন্তা করিয়া এইরূপ বলিল—'স্বামিন, অদ্যকার দিনের জন্য চিত্তকে প্রসন্ন করুন। আমার কৃতপুণ্যকে নিরর্থক করিবেন না। আমি প্রাতকালেই আপনার ভাত লইয়া আসিবার সময় পথিমধ্যে ধর্মসেনাপতিকে দেখিয়া আপনার ভাত তাঁহাকে দিয়া পুনরায় যাইয়া ভাত রান্না করিয়া লইয়া আসিয়াছি। প্রভু, আপনার চিত্তকে প্রসন্ন করুন।' সে বলিল—'তুমি কি বলিতেছ, ভদ্রে!' জিজ্ঞাসা করিয়া পুনরায় একই কথা শুনিয়া 'ভদ্রে, তুমি আমার ভাত আর্য ধর্মসেনাপতিকে দিয়া ভালই করিয়াছ। আমিও আজ সকালে তাঁহাকে দন্তকাষ্ঠ এবং মুখ ধুইবার জল দিয়াছি।' বলিয়া প্রসন্নচিত্তে তাহার বচনকে অভিনন্দিত করিয়া সূর্যোদয়ের পরে আহার গ্রহণের জন্য ক্লান্ত শরীরে তাহার (ভার্যার) কোলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

এদিকে প্রাতকালে কর্ষিত স্থান পাংশুচূর্ণের পরিবর্তে রক্তসুবর্ণ এবং কর্ণিকার পুষ্পরাশির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সে ঘুম হইতে উঠিয়া তাকাইয়া ভার্যাকে বলিল—'ভদ্রে, আমার দ্বারা কর্ষিত স্থান সমস্তটাই সুবর্ণের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। অতি বিলম্বে আহার গ্রহণের জন্য আমি ভুল দেখিতেছি না ত!' 'প্রভু, আমারও ঐরূপ মনে হইতেছে।' সে উঠিয়া যাইয়া একটি মৃৎপিণ্ড লইয়া লাঙ্গলের ফলায় আঘাত করিয়া ইহার সুবর্ণভাব জানিয়া 'অহো, আর্য ধর্মসেনাপতিকে প্রদত্ত দানের ফল অদ্যই দর্শিত হইল, আমি ত এত ধন গোপন করিয়া ভোগ করিতে পারিব না' বলিয়া ভার্যা যে ভাতের থালা আনিয়াছে তাহা সুবর্ণের দ্বারা পূর্ণ করিয়া রাজকুলে যাইয়া রাজার অনুমতি পাইয়া প্রবেশ করিয়া রাজাকে অভিবাদন করিয়া রাজা 'কি বাবা' জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল—'মহারাজ, অদ্য আমি যতটা স্থান কর্ষণ করিয়াছি তাহার সমস্তটাই সুবর্ণের দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে। এই সুবর্ণ আনাইতে হইবে।'

'তুমি কে?'

http://kalpataruboi.org

'আমার নাম পুণ্ণ।'

'তুমি অদ্য কি করিয়াছ?'

'ধর্মসেনাপতিকে আমি আজ সকালে দন্তকাষ্ঠ এবং মুখপ্রক্ষালনের জল দিয়াছি। আমার ভার্যাও আমার জন্য আনীত ভাত তাঁহাকেই দিয়াছে।'

ইহা শুনিয়া রাজা বিস্ময়াভিভূত হইয়া ভাবিলেন—'ধর্মসেনাপতিকে দান দিয়া অদ্যই তাহার এইরূপ বিপাক দর্শিত' এবং পুণ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'বাবা, আমাকে কি করিতে হইবে বল।'

'(মহারাজ) বহু সহস্র শকট প্রেরণ করিয়া সুবর্ণ (প্রাসাদে) আনয়ন করান।'

রাজা বহু শকট প্রেরণ করিলেন। রাজকর্মচারিগণ 'রাজারই ত ধন' বলিয়া যেই গ্রহণ করিল সঙ্গে সঙ্গে সেইগুলি মৃৎপিণ্ড হইয়া গেল। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া ঐ বিষয় রাজাকে জানাইলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমরা কি বলিয়া সেইগুলি নিতেছিলে?'

'মহারাজ, আপনার ধন।'

'না না, আমার নহে, আবার যাও এবং যাইয়া বল 'পুণ্ণের ধন' বলিয়া গ্রহণ কর। তাহারা তাহাই করিল। যাহা ধরিল তাহাই সোনা হইয়া গেল। সমস্ত স্বর্ণ আহরণ করিয়া রাজাঙ্গনে রাশিকৃত করা হইল। এই রাশির উচ্চতা অশীতিহস্ত পরিমিত হইয়াছিল। রাজা নগরবাসিগণকে সম্মিলিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'এই নগরে এত ধন কাহারও আছে?'

'মহারাজ, নাই।'

'ইহাকে (অর্থাৎ পুণ্ণকে) কি পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে?'

'মহারাজ, শ্রেষ্ঠীপদ।'

রাজা 'তাহার নাম হউক বহুধনশ্রেষ্ঠী' এই বলিয়া এবং সমস্ত ধন তাহার হস্তে অর্পিত করিয়া তাহাকে শ্রেষ্ঠীপদ প্রদান করিলেন। তখন পুণ্ণ রাজাকে বলিল—'মহারাজ, আমরা এতকাল পরকুলে বাস করিয়াছি, আমাদের বাসস্থান দিন।' রাজা বলিলেন—'তাহা হইলে দেখ, ঐ যে ঝোপ দেখা যাইতেছে তাহা পরিষ্কার করাইয়া গৃহ নির্মাণ কর' এবং পুরাণশ্রেষ্ঠীর গৃহস্থান নির্দেশ করিলেন। পুণ্ণ কিছুদিনের মধ্যে সেখানে নতুন গৃহ নির্মাণ করাইয়া গৃহ প্রবেশের উৎসব এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠীস্থান প্রাপ্তির উৎসব একত্রে সম্পাদন করাকালে এক সপ্তাহ যাবত বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান দিলেন। এই দান অনুমোদন করাকালে শাস্তা আনুপূর্বিক অনেক কথা বলিলেন। ধর্মকথাবসানে পুণ্ণশ্রেষ্ঠী এবং তাহার ভার্যা এবং কন্যা উত্তরা এই তিনজনই স্রোতাপন্ন হইয়া গেলেন।

কিছুদিন পরে রাজগৃহের শ্রেষ্ঠী নিজের পুত্রের জন্য পুণ্ণশ্রেষ্ঠীর কন্যাকে প্রার্থনা করিলেন। তিনি বলিলেন—'আমি দিব না।'

'এইরূপ করিও না, এতকাল তুমি আমাদের নিকট থাকিয়া এখন কত সম্পত্তি লাভ করিয়াছ। আমার পুত্রের জন্য তোমার কন্যাকে দাও।' পুণ্ণ

http://kalpataruboi.org

ভাবিলেন—'রাজগৃহশ্রেষ্ঠী মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ। আমার কন্যা ত্রিরত্নের শরণ ব্যতীত থাকিতে পারে না। ইহাকে আমার কন্যা দিব না।' তখন অন্যান্য অনেক শ্রেষ্ঠী এবং কুলপুত্রগণ প্রার্থনা করিলেন—'ইহার সহিত বিশ্বাসভঙ্গ করিবেন না, কন্যাকে দান করুন।' পুণ্নশ্রেষ্ঠী তাঁহাদের কথা মানিয়া লইয়া আষাঢ়ী পূর্ণিমার দিন কন্যাকে সম্প্রদান করিলেন। কন্যা পতিগৃহে যাইবার পর হইতে ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীর নিকট যাওয়া, দান দেওয়া বা ধর্ম শ্রবণ করা, কিছুই করিতে পারিত না। এইভাবে আড়াইমাস গত হইলে নিকটে স্থিতা পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিল—'বর্ষাবাসের আর কতদিন বাকী আছে?'

'আর্যে, আর পক্ষকাল।'

উত্তরা পিতার নিকট সংবাদ পাঠাইল—'কেন তুমি আমাকে এইরূপ বন্ধনাগারে নিক্ষেপ করিয়াছ, বরং ভাল হইতে যদি তুমি আমাকে লক্ষণাহত করিয়া (অর্থাৎ আমার দেহে একটি চিহ্ন কাটিয়া দিয়া) 'দাসী' বলিয়া ঘোষণা করিতে। এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন কুলে আমাকে দেওয়া উচিত হয় নাই। আমি এই গৃহে আসিবার পর হইতে ভিক্ষু দর্শনাদি কোন পুণ্যকাজ সম্পাদন করিতে পারি নাই।'

তাহার পিতা এই সংবাদ পাইয়া 'আমার কন্যা দুঃখিনী আছে' চিন্তা করিয়া নিজেও মনকষ্ট পাইয়া পঞ্চদশ সহস্র কার্ষাপণ প্রেরণ করিয়া কন্যাকে বলিয়া পাঠাইলেন—'এই নগরে সিরিমা নাম্নী গণিকা আছে। তাহার দৈনিক পারিশ্রমিক এক সহস্র কার্ষাপণ। এই কার্ষাপণের বিনিময়ে তাহাকে আনাইয়া তোমার স্বামীর পাদপরিচারিকা করাও এবং স্বয়ং পুণ্যকাজ সম্পাদন কর।' উত্তরা সিরিমাকে ডাকাইয়া বলিল—'সহায়িকে, এই সকল কার্ষাপণ লইয়া এই অর্ধমাস তোমার সহায়ককে (অর্থাৎ আমার স্বামীকে) সেবা কর।' সেও 'বেশ, তাহাই হউক' বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিল। উত্তরা সিরিমাকে লইয়া স্বামীর নিকট গেল। স্বামী সিরিমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'ব্যাপার কি?' উত্তরা বলিল— 'স্বামিন, এই অর্ধমাস আমার সখী সিরিমা আপনার সেবা করিবে, আমি এই অর্ধমাস দান দিতে এবং ধর্মশ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।' সে ঐ সুন্দরী স্ত্রীরত্নকে (সিরিমাকে) দেখিয়া প্রেমাসক্ত হইয়া 'বেশ, তাহাই হউক' বলিয়া সম্মতি প্রদান করিল।' উত্তরাও বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়া 'ভন্তে, এই পক্ষকাল আপনারা অন্য কোথাও না যাইয়া এখানেই ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন।' শাস্তার অনুমতি পাইয়া উত্তরা 'এখন হইতে মহাপ্রবারণা পর্যন্ত আমি শাস্তাকে সেবাও করিতে পারিব, তাঁহার ধর্মও শ্রবণ করিতে পারিব' চিন্তা করিয়া তুষ্টচিত্ত হইয়া—'এইভাবে যাগু পাক কর, এইভাবে পিষ্টক প্রস্তুত কর বলিয়া পাকশালায় সমস্ত কাজ তদারক করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল।' তাহার স্বামী 'আগামীকল্য প্রবারণা হইবে' বলিয়া পাকশালার অভিমুখে জানালায় দাঁড়াইয়া 'এই মূর্খ মেয়েটি কি করিতেছে দেখি' বলিয়া তাকাইয়া দেখিলেন শ্রেষ্ঠীকন্যা স্বেদক্লিন্ন, গায়ে ছাই পরিপূর্ণ, মুখে

http://kalpataruboi.org

কালিঝুলি মাখা, এমতাবস্থায় সব তদারক করিতে করিতে বিচরণ করিতেছে। দেখিয়া 'অহো অন্ধবালা এইরূপ গৃহে ঈদৃশ শ্রীসম্পত্তি ভোগ না করিয়া 'মুণ্ডক শ্রমণদের সেবা করিব' বলি তুষ্টচিত্তে বিচরণ করিতেছে' বলিয়া (বিদ্রুপের হাসি) হাসিয়া দূরে সরিয়া গেলেন।

তিনি সরিয়া গেলে তাঁহার নিকটে দণ্ডায়মানা সিরিমা 'ইনি কি দেখিয়া হাসিলেন?' চিন্তা করিয়া জানালা দিয়া তাকাইয়া উত্তরাকে দেখিয়া চিন্তা করিল 'ইহাকে দেখিয়া ইনি হাসিয়াছেন, নিশ্চয়ই উত্তরার সহিত তাঁহার অন্তরঙ্গতা আছে।' সিরিমা অর্ধ মাস সেই গৃহে গণিকারূপে বসবাস করিলেও সেই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিয়া নিজেকে গণিকারূপে চিন্তা না করিয়া 'আমিই গৃহস্বামিনী' বলিয়া নিজেকে মনে করিত। সে তখন উত্তরার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্না হইয়া 'তাহার ক্ষতিসাধন করিব' চিন্তা করিয়া প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিয়া পাকশালায় প্রবেশ করিয়া পিষ্টক তৈরির স্থানে যাইয়া উত্তপ্ত ঘৃত হাতায় লইয়া উত্তরার দিকে ধাবিত হইল। তাহাকে ঐভাবে আসিতে দেখিয়া উত্তরা চিন্তা করিল—'আমার সখী আমার অনেক উপকার করিয়াছে। এই চক্রবাল অতি সীমিত হইতে পারে, ব্রহ্মলোক অতি নীচ হইতে পারে, কিন্তু আমার সখীর গুণ অসামান্য। আমি ইহারই কারণে দান দিতে পারিয়াছি, ধর্ম শুনিতে পারিয়াছি। যদি ইহার উপর আমার কোন ক্রোধ থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে এই উত্তপ্ত ঘৃত আমাকে দগ্ধ করুক। যদি না থাকে, তাহা হইলে দগ্ধ না করুক।' এইভাবে মৈত্রী চিত্ত উৎপাদন করিল। সেই মৈত্রীচিত্তবশত তাহার উপর উত্তপ্ত ঘৃত নিক্ষিপ্ত হইলেও তাহা তাহার নিকট শীতল জলের মত মনে হইল।

তখন সে (সিরিমা) 'এই ঘৃত বোধ হয় শীতল হইয়া গিয়াছে' মনে করিয়া আবার হাতা পূর্ণ করিয়া উত্তপ্ত ঘৃত লইয়া উত্তরার দিকে আসিবার সময় উত্তরার দাসীগণ দেখিতে পাইয়া—'দূর হও দুর্বিনীতে; আমাদের প্রভুপত্নীর (আর্যার) উপর উত্তপ্ত ঘৃত নিক্ষেপ করিবার অধিকার তোমাকে কে দিয়াছে' বলিয়া তর্জন করিয়া পাকশালার চতুর্দিক হইতে সকলে উঠিয়া আসিয়া সিরিমাকে হস্তপদ দ্বারা প্রহার করিয়া ধরাশায়ী করিল। উত্তরা বারণ করিলেও তাহারা শুনিল না। শেষে উত্তরা সিরিমাকে আগলাইয়া দাসীদের দূরে সরাইয়া দিল এবং সিরিমাকে 'তুমি এইরূপ অন্যায় কাজ কেন করিলে?' বলিয়া উপদেশ দিয়া উষ্ণোদকের দ্বারা তাহাকে স্নান করাইয়া শতপাকতৈল তাহার শরীরে মাখাইল। সেই মুহূর্তে, সে (সিরিমা) বুঝিল যে, বাস্তবিকই সে একজন গণিকামাত্র এবং চিন্তা করিল—'আমি অত্যন্ত অন্যায় কাজ করিয়াছি। তাহার স্বামীর হাসির কারণেই আমি (ভুল বুঝিয়া) পক্কঘৃত তাহার উপর নিক্ষেপ করিয়াছি, কিন্তু তথাপি সে 'ইহাকে প্রহার কর বলিয়া দাসীদের আদেশ দেয় নাই। বরং আমাকে প্রহার করিবার সময় সকল দাসীদের দূরে সরাইয়া দিয়া আমার প্রতি কর্তব্যই করিয়াছে। যদি আমি তাহার নিকট ক্ষমাভিক্ষা না করি, তাহা হইলে আমার মস্তক সপ্তধা বিদীর্ণ হইবে।' ইহা চিন্তা করিয়া সে তাহার পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া বলিল—'আর্যে, আমাকে ক্ষমা

http://kalpataruboi.org

কর।' উত্তরা বলিল আমার পিতা এখনও বর্তমান, পিতা তোমাকে ক্ষমা করিলে, আমিও ক্ষমা করিব।'

'বেশ, আর্যে তাহাই হউক। আমি তোমার পিতা পুণ্নশ্রেষ্ঠীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব।'

'পূর্ণ আমার বর্ত্মজনকপিতা (অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর জনকপিতা), কিন্তু আমার বিবর্ত্মজনকপিতা (অর্থাৎ যাঁহার কারণে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন ছিন্ন হয়) হইতেছেন সম্যকসম্বুদ্ধ। তিনি ক্ষমা করিলে তখন আমি ক্ষমা করিব।'

'তোমার বিবর্ত্মজনক পিতা কে?'

'সম্যকসম্বুদ্ধ।'

'তাঁহার সহিত আমার কোন পরিচয় নাই।'

'আমিই করিয়া দিব। শাস্তা আগামীকল্য ভিক্ষুসঙ্ঘ সঙ্গে লইয়া আসিবেন। তুমি যথালব্ধ পূজাসৎকার লইয়া এখানেই আসিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে।' সে 'বেশ তাহাই হউক' আর্যে বলিয়া গাত্রোত্থান করিয়া নিজের গৃহে যাইয়া পঞ্চশত পরিবার স্ত্রীদের আদেশ দিয়া নানাবিধ খাদ্য এবং সূপ প্রস্তুত করাইয়া পরের দিন সেইসকল পূজাসৎকার লইয়া উত্তরার গৃহে আসিয়া বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘের পাত্রে কিছু দিতে সাহস না পাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তখন উত্তরা সবকিছু লইয়া নিজেই পরিবেশন করিল। সিমিরাও ভোজনকৃত্যাবসানে সপরিবার শাস্তার পাদমূলে লুটাইয়া পড়িল।

তখন শাস্তা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

'তোমার অপরাধ কি?'

'ভন্তে, আমি গতকল্য এই অন্যায় কাজ করিয়াছি। অথচ দাসীরা যখন আমাকে প্রহার করিতেছিল আমার এই সহায়িকা দাসীদের নিবৃত্ত করিয়া আমার উপকারই করিয়াছে। তাই আমি তাহার গুণ জানিয়া তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। সে তখন আমাকে বলিল—'আপনি ক্ষমা করিলেই সে আমাকে ক্ষমা করিবে।'

'হে উত্তরে, তুমি কি তাহাই বলিয়াছ?'

'হ্যাঁ ভন্তে, কারণ আমার সহায়িকা আমার উপর তপ্ত ঘৃত নিক্ষেপ করিয়াছে।'

'তখন তুমি কি চিন্তা করিলে?'

'চক্রবাল অতি সীমিত, ব্রহ্মলোক অতি নীচ, কিন্তু আমার সহায়িকার গুণ অসামান্য। আমি ইহারই কারণে দান দিতে এবং ধর্ম শ্রবণ করিতে পারিয়াছি। যদি ইহার উপর আমার কোন ক্রোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই তপ্ত ঘৃত আমাকে দগ্ধ করুক, নচেৎ দগ্ধ না করুক। ভন্তে, এইরূপ মৈত্রীচিত্ত উৎপন্ন করিয়াছিলাম।'

শাস্তা বলিলেন—'সাধু সাধু, উত্তরে, ক্রোধকে এইভাবেই জয় করিতে হয়। অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে, অনাক্রোশের দ্বারা আক্রোশকে, প্রশংসার দ্বারা

http://kalpataruboi.org

নিন্দাকে, নিজের যাহা আছে তাহা দানের দ্বারা কৃপণকে, সত্যবাদিতার দ্বারা মৃষাবাদীকে জয় করিতে হয়।' ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'অক্রোধের দ্বারা (অর্থাৎ মৈত্রীর দ্বারা) ক্রোধকে জয় করিবে; সাধুতা দ্বারা অসাধুকে জয় করিবে; ত্যাগের দ্বারা (অর্থাৎ দানের দ্বারা) কৃপণকে জয় করিবে ও সত্যের দ্বারা মিথ্যাবাদীকে জয় করিবে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২২৩

অন্বয় : 'অক্কোধেন' ক্রোধী ব্যক্তিকে অক্রোধের দ্বারা (মৈত্রীর দ্বারা) জয় করিতে হইবে। 'অসাধুং' অভদ্র ব্যক্তিকে ভদ্রতার দ্বারা জয় করিতে হইবে। 'কদরিয়ং' নিজের যাহা আছে তাহা হইতে দান করিয়া কৃপণকে জয় করিতে হইবে। মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদিতার দ্বারা জয় করিতে হইবে। তাই বলা হইয়াছে—'অক্কোধেন জিনে কোধং... ...পে... ...সচ্চেনালিকবাদিনং'তি। দেশনাবসানে পঞ্চশত কুলস্ত্রীদের সঙ্গে সিরিমা স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইল।

উত্তরা উপাসিকার উপাখ্যান সমাপ্ত

মহামৌদ্গল্যায়ন স্থবিরের প্রশ্নের উপাখ্যান—৪

৪. সচ্চং ভণে, ন কুজ্ঝেয্য, দজ্জাপ্পস্মিম্পি যাচিতো,
এতেহি তীহি ঠানেহি গচ্ছে দেবান সন্তিকে।...২২৪

অনুবাদ : সত্য কথা বলবে, ক্রোধ করবে না, অল্প হলেও প্রার্থীকে দান করবে। এই ত্রিবিধ উপায়ে দেবগণের নিকট যেতে পারবে।

অন্বয় : সচ্চং ভণে (সত্য বলবে), ন কুজ্ঝেয্য (ক্রোধ করবে না), যাচিতো (যাচঞা করলে) অপ্পস্মিম্পি দজ্জা (অল্পকিছুও দান করবে)। এতেহি তীহি ঠানেহি (এই তিনটি স্থান বা উপায় দ্বারা) দেবান সন্তিকে গচ্ছে (দেবতাদের সান্নিধ্যে যাবে)।

'সত্য বলিবে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে মহামৌদ্গল্যায়ন স্থবিরের প্রশ্নকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

একসময় স্থবির (মহামৌদ্গল্যায়ন) দেবলোকে যাইয়া জনৈক মহেশাখ্য দেবতার বিমানদ্বারে দাঁড়াইলে সেই দেবতা তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিয়া একপাশে দাঁড়াইলে তিনি এইরূপ বলিলেন—'হে দেবতে, আপনার ত মহতী সম্পত্তি, কি কর্ম করিয়া ইহা লাভ করিয়াছেন?' 'ভন্তে, আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন না।' দেবতা সামান্য কর্মের কারণে ইহা লাভ করিয়াছেন বলিয়া লজ্জায় বলিতে চাহিতেছেন না। স্থবির আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি বলুন না।' 'ভন্তে, আমি দানও দিই নাই, পূজাও করি নাই, ধর্মও শুনি নাই, কেবল সত্যমাত্র রক্ষা করিয়াছিলাম।' স্থবির অন্যান্য বিমানদ্বারে যাইয়াও আগতাগত দেবকন্যাদের প্রত্যেককে ঐ একই প্রশ্ন করিলেন। তাহারাও নিজ নিজ কর্মের কথা গোপন করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু স্থবির না জানিয়া ছাড়িবেন না। তখন এক দেবকন্যা

http://kalpataruboi.org

বলিলেন—'ভন্তে, আমি দানাদি কোন পুণ্য কাজ করি নাই। আমি কাশ্যপ বুদ্ধের সময়ে অন্যের দাসী ছিলাম। আমার প্রভু ছিলেন অত্যন্ত চণ্ডাল এবং ক্রুর, যখন তখন তিনি আমাকে যষ্টি বা কাষ্ঠখণ্ডের দ্বারা মাথায় আঘাত করিতেন, আমার তখন ক্রোধ হইলে আমি নিজেকে এইভাবে তিরস্কৃত করিয়া সংযত করিতাম—'ইনি তোমার প্রভু, তোমাকে লক্ষণাহত (কোন একটি অঙ্গে স্থায়ী চিহ্ন করিয়া দেওয়া) করিবার বা তোমার নাসিকাদি ছেদন করিবার তিনি ঈশ্বর (মালিক)। অতএব ক্রুদ্ধ হইও না।' ইহারই ফলে আমি এই সম্পত্তি লাভ করিয়াছি। আর একজন বলিলেন—'ভন্তে, আমি ইক্ষুক্ষেত পাহারা দিবার সময় একজন ভিক্ষুকে একখানি ইক্ষু দান করিয়াছিলাম।' আর একজন বলিলেন—তিনি সুমিষ্ট তিন্দুক (তিম্বরু) ফল দান করিয়াছিলেন। আর একজন বলিলেন যে তিনি 'এরারুক' নামক শশা দান করিয়াছিলেন। আর একজন বলিলেন—তিনি 'পারুষক' নামক পুষ্প দান করিয়াছিলেন। এইভাবে একজন বলিলেন তিনি এক মুষ্টি মূল্য দান করিয়াছিলেন, অপর কেহ বলিলেন—তিনি এক মুষ্টি নিম্ব দান করিয়াছিলেন। এইভাবে প্রত্যেকে নিজ নিজ সামান্য দানের কথা জ্ঞাপন করিয়া স্থবিরকে বলিলেন—'এই এই কারণে আমরা ঈদৃশ সম্পত্তি লাভ করিয়াছি।'

স্থবির তাঁহাদের কৃতকর্মের কথা শুনিয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, সত্যকথনমাত্রের দ্বারা, কোপসংযতকরণমাত্রের দ্বারা অতিসামান্য তিন্দুক প্রভৃতি দানমাত্রের দ্বারা কি দিব্যসম্পত্তি লাভ করা যায়?'

'মৌদ্গল্যায়ন, আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? তুমি কি দেবলোকে দেবতাদের মুখে এই কথা শোন নাই?'

'হ্যাঁ ভন্তে, মনে হয় এতটুকুর দ্বারাও দিব্যসম্পত্তি লাভ করা যায়।'

তখন শাস্তা বলিলেন—'মৌদ্গল্যায়ন, সত্যমাত্র কথনের দ্বারাও, কোপমাত্র ত্যাগের দ্বারাও, সামান্য দান দিয়াও দেবলোকে যাইতে পারি' বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'সত্য বলিও, ক্রোধ করিও না; প্রার্থিত হইয়া সামান্য কিছু দান করিও। এই ত্রিবিধ উপায়ে দেবগণের সান্নিধ্যে গমন করিবে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২২৪

অন্বয় : 'সচ্চং ভণে' সত্য প্রকাশ করিবে, সত্য ব্যবহার করিবে এবং সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। 'ন কুজ্ঝেয্য' অন্যকে ক্রোধ করিবে না। 'যাচিতো' এখানে যাচক বলিতে শীলবান প্রব্রজিতের কথাই বলা হইয়াছে। তাঁহারা 'আমাকে কিছু দাও' বলিয়া প্রার্থনা না করিয়া গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া থাকেন। তাঁহাদের উপস্থিতির দ্বারাই তাঁহারা জ্ঞাপন করেন যে তাঁহারা ভিক্ষাপ্রার্থী। এইভাবে শীলবান ব্যক্তিগণ যাচঞা করিলে দেয় বস্তু অল্প থাকিলে অল্পই দেওয়া উচিত।' 'এতেহি তীহি' এই তিনটির কোন একটি কারণের দ্বারা দেবলোকে যাওয়া যায়—এই অর্থ। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তি ফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

http://kalpataruboi.org

মহামৌদ্‌গল্যায়ন স্থবিরের প্রশ্নের উপাখ্যান সমাপ্ত

বুদ্ধপিতা ব্রাহ্মণের উপাখ্যান—৫

৫. অহিংসকা যে মুনযো নিচ্চং কাযেন সংবুতা,
তে যন্তি অচ্চুতং ঠানং যত্থ গন্ত্বা ন সোচরে।...২২৫

অনুবাদ : যে সব মুনি কাউকেও হিংসা করেন না এবং নিত্য সংযত দেহে অবস্থান করেন, তাঁরা অচ্যুতস্থানে (নির্বাণে) গমন করেন, যেখানে গেলে আর তাঁদের শোক করতে হয় না।

অন্বয় : যে মুনযো অহিংসকা (যে মুনিগণ অহিংসক), নিচ্চং কাযেন সংবুতা (নিত্য সংযতকায়), তে অচ্চুতং ঠানং যন্তি (তাঁরা অচ্যুতস্থানে যান), যত্থ গন্ত্বা ন সোচরে (যেখানে গেলে শোক করতে হয় না)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : (২২৪-২২৫) সত্যনিষ্ঠা, অক্রোধ, দান—এই সব সৎকর্মের ফল কণা কণা করে সঞ্চিত হয়েও পরিণামে মানুষকে মহৎ কল্যাণ দান করে। অহিংসা, মৈত্রী, প্রীতি আর কায়মনোবাক্যে সংযমে যিনি নিত্যপ্রতিষ্ঠ তিনি দুঃখশোকের অতীত শাশ্বত আনন্দলোকের অধিকারী হন।

'যাহারা অহিংসক' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা সাকেতের নিকটে অঞ্জনবনে অবস্থানকালে ভিক্ষুদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া ইহা ভাষণ করিয়াছিলেন।

ভগবান একসময় ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত হইয়া সাকেতে পিণ্ডপাতের জন্য প্রবেশকালে এক সাকেতবাসি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নগর হইতে বাহির হইবার সময় অন্তরগৃহদ্বারে দশবল বুদ্ধকে দেখিয়া বুদ্ধের পায়ে নিপতিত হইয়া পদগুল্ফদ্বয়কে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—'বাবা, মাতাপিতা বৃদ্ধ হইলে পুত্রগণের কি উচিত নয় তাঁহাদের সেবা করা! কেন এতকাল তুমি আমাদের দর্শন দাও নাই। আমি না হয় এখন তোমাকে দেখিলাম, তোমার মাতাকে একবার দর্শন দাও' এবং শাস্তাকে লইয়া নিজের গৃহে উপস্থিত হইলেন। শাস্তা সেখানে যাইয়া ভিক্ষুসঙ্ঘসহ সেখানে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করিলেন। ব্রাহ্মণীও আসিয়া শাস্তার পায়ে নিপতিত হইয়া বলিলেন—'বাবা, এতকাল তুমি কোথায় গিয়াছিলে? মাতাপিতা বৃদ্ধ হইলে তাঁহাদের সেবা করা কি পুত্রের উচিত নয়? বলিয়া পুত্রকন্যাদের ডাকিয়া 'আইস, তোমাদের ভ্রাতাকে বন্দনা কর' বলিয়া বন্দনা করাইলেন। তাঁহারা উভয়ে তুষ্টচিত্তে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে পরিবেশন করিয়া বলিলেন—'ভন্তে, এখানেই প্রত্যহ ভিক্ষা গ্রহণ করুন।'

'বুদ্ধগণ প্রত্যহ একস্থানে ভিক্ষা গ্রহণ করেন না।'

'ভন্তে, তাহা হইলে যাঁহারা আপনাদের নিমন্ত্রণ করিবার জন্য আসিবেন তাঁহাদের আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।'

ইহার পর হইতে যাহারা নিমন্ত্রণ করিতে আসিতেন শাস্তা তাঁহাদের

http://kalpataruboi.org

পাঠাইয়া দিতেন—'যাও, ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস।' তাঁহারা যাইয়া ব্রাহ্মণকে বলিতেন—'আমরা আগামীকল্যের জন্য শাস্তাকে নিমন্ত্রণ করিতেছি।' ব্রাহ্মণ পরের দিন নিজের গৃহ হইতে অন্নপাত্র, সূপপাত্র লইয়া শাস্তার উপবেশন স্থানে যাইতেন। অন্যত্র নিমন্ত্রণ না থাকিলে শাস্তা ব্রাহ্মণের গৃহেই ভোজনকৃত্য সম্পন্ন করিতেন। তাঁহারা উভয়েই (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী) নিত্য তথাগতকে দান দিয়া ধর্মকথা শুনিয়া অনাগামীফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় কথা সমুত্থাপিত করিলেন—'আবুসো, ব্রাহ্মণ জানেন যে, 'তথাগতের পিতা শুদ্ধোদন এবং মাতা মহামায়া'। জানা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণীর সঙ্গে মিলিত হইয়া তথাগতকে 'আমাদের পুত্র' বলিয়া বলিতেছেন এবং শাস্তাও তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।' কি ব্যাপার বলুন ত?' শাস্তা তাঁহাদের কথা শুনিয়া 'হে ভিক্ষুগণ, উভয়েই (ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী) নিজেদের পুত্রকেই পুত্র বলিয়া বলিতেছেন' বলিয়া অতীতের কথা বলিতে লাগিলেন—

'হে ভিক্ষুগণ, অতীতে নিরন্তর পঞ্চশত জন্মে এই ব্রাহ্মণ আমার পিতা ছিলেন, পঞ্চশত জন্মে খুল্লতাত, পঞ্চশত জন্মে জ্যেষ্ঠতাত ছিলেন। সেই ব্রাহ্মণীও নিরন্তর পঞ্চশত জন্মে আমার মাতা ছিলেন। পঞ্চশত জন্মে ছোট মা এবং পঞ্চশত জন্মে বড় মা ছিলেন। এইভাবে দেড় হাজার জন্মে আমি এই ব্রাহ্মণের দ্বারাই সংবর্ধিত হইয়াছি এবং দেড় হাজার জন্মে ব্রাহ্মণীর হস্তে সংবর্ধিত হইয়াছি' এইভাবে তিন সহস্র জন্মে তাঁহাদের পুত্রভাব দর্শন করাইয়া শাস্তা এই দুইটি গাথা ভাষণ করিলেন—

'যাহার প্রতি মন নিবিষ্ট হয়, চিত্তও প্রসন্ন হয়, অদৃষ্টপূর্ব (অর্থাৎ যাহার সহিত ইতিপূর্বে দেখা হয় নাই) ব্যক্তি হইলেও তাহাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করা যাইতে পারে'। [সাকেত জাতক, নং ৬৮]

'পূর্বের সহবাস অথবা বর্তমানের হিতের কারণে এইরূপ প্রেম জাগ্রত হয়। যেমন জলে পদ্ম।'

শাস্তা তিনমাস যাবত সেই পরিবারের নিকট অবস্থান করিলেন। তাঁহারা উভয়ে (ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী) অর্হত্ত্ব লাভ করিয়া পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর তাঁহাদের মহাসৎকার করিয়া উভয়কে একই শবযানে আরোপিত করাইয়া বাহির করা হইল। শাস্তাও পঞ্চশত ভিক্ষু পরিবৃত হইয়া তাহাদের সঙ্গে শ্মশানে গেলেন। 'বুদ্ধগণের মাতাপিতা' এই কথা শুনিয়া অজস্র লোক বহির্গত হইল। শাস্তা শ্মশানসমীপস্থ একটি পর্ণশালায় প্রবেশ করিয়া অবস্থান করিলেন। লোকেরা শাস্তাকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে স্থিত হইয়া 'ভন্তে, আপনার মাতাপিতা কালগত হইয়াছে, চিন্তা করিবেন না' বলিয়া শাস্তার সঙ্গে প্রীতি সম্ভাষণ করিল। শাস্তা তাহাদের 'এইরূপ বলিও না।' না বলিয়া উপস্থিত জনতার মনোভাব অবলোকন করিয়া সেই মুহূর্তের অনুরূপ ধর্মদেশনা করিতে যাইয়া—'এই জীবন ক্ষণস্থায়ী, একশত বৎসরের নিম্নেও মৃত্যু হয়, যে উহাপেক্ষা দীর্ঘকাল জীবনধারণ

http://kalpataruboi.org

করে, তাহার জরার দ্বারা মৃত্যু হয়।'—সুত্তনিপাত, শ্লোক-৮১০

এই 'জরাসুত্ত' (সুত্তনিপাত) ভাষণ করিলেন। দেশনাবসানে চতুরাশীতি সহস্র প্রাণীর ধর্মাভিসময় হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণীর পরিনির্বৃতভাব না জানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'ভন্তে, তাঁহাদের অভিসম্পরায় (গতি) কি?' শাস্তা বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ অশৈক্ষ্যমুনিগণের অভিসম্পরায় নাই। এইরূপ ব্যক্তিগণ অচ্যুত, অমৃত, মহানির্বাণই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।' এই কথা বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'যে সকল মুনি অহিংসাপরায়ণ এবং সতত কায় সংযত, তাঁহারা এমন অচ্যুত স্থানে (নির্বাণে) গমন করেন। যেখানে যাইয়া শোক করিতে হয় না।' —ধর্মপদ, শ্লোক-২২৫

অন্বয় : 'মুনয়ো' এখানে 'মোনেয়্য' প্রতিপদার দ্বারা মার্গফলপ্রাপ্ত অশৈক্ষ্য মুনিগণের কথাই বলা হইয়াছে। 'কায়েন' ইহা দেশনামাত্রই। এখান কায়-বাক-মন এই ত্রিদ্বারে সংযত ব্যক্তির কথাই বলা হইয়াছে। 'অচ্চুত' অর্থাৎ শাশ্বত। 'ঠান' অর্থাৎ অচলস্থান। ধ্রুবস্থান, 'যত্থ' যে নির্বাণে যাইয়া নির্বাণপ্রাপ্তগণ শোক করেন না, দুঃখানুভব করেন না, সেই স্থানে গমন করেন এই অর্থ। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

বুদ্ধপিতা ব্রাহ্মণের উপাখ্যান সমাপ্ত

পুণ্ণাদাসীর উপাখ্যান—৬

৬. সদা জাগরমানানং অহোরত্তানুসিক্খিনং,
নিব্বানং অধিমুত্তানং অত্থং গচ্ছন্তি আসবা।...২২৬

অনুবাদ : যাঁরা সর্বদা জাগরণশীল, দিবারাত্র অধ্যায়নরত, যাঁরা নির্বাণ লাভের প্রয়াস করেন, তাঁদের সকল পাপ বিনষ্ট হয়ে যায়।

অন্বয় : সদা জাগরমানানং (সদা জাগরণশীল) অহোরত্তা অনুসিক্খিনং (অহোরাত্র শিক্ষানুশীলনে রত) নিব্বানং অধিমুত্তানং (নির্বাণলাভের প্রয়াসী ব্যক্তিদের) আসবা (আস্রব, পাপ) অত্থং গচ্ছন্তি (অস্ত যায় অর্থাৎ বিনষ্ট হয়)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : রূপরসের মোহ মানুষকে এক অপ্রকৃত স্বপ্নের জগতে আবদ্ধ করে রাখে। সেই মহানিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে যাঁরা সর্বদা জ্ঞানে যুক্ত থাকেন এবং পূর্ণ মুক্তির লক্ষ্যে অবিচলভাবে এগিয়ে যান তাঁদের বিষয়তৃষ্ণা ক্ষয় হয়ে যায়। তৃষ্ণার বিনাশে তাঁদের চিত্ত পরম শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

'সদা যাহারা জাগ্রত থাকে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থানকালে রাজগৃহশ্রেষ্ঠীর দাসী পুণ্ণাকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

একদিন তাহাকে (পুণ্ণাকে) ভাঙার জন্য (কোটার জন্য) বহু ধান্য দেওয়া

http://kalpataruboi.org

হইয়াছিল। সে রাত্রিবেলাতেও প্রদীপ জ্বালিয়া ধান ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে বিশ্রামের জন্য ঘর্মাক্ত কলেবরে বাহিরে বাতাসে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই সময় মল্লপুত্র দব্ব ভিক্ষুদের জন্য শয্যা প্রস্তুতির দায়িত্বে ছিল। সে ধর্মশ্রবণ করিয়া নিজ নিজ শয়নাসনে গমনরত ভিক্ষুদের জন্য অঙ্গুলিতে আলো জ্বালিয়া পথ দেখাইতে দেখাইতে পুরোভাগে যাইতেছিল। পুণ্ণা সেই আলোকে পর্বতে বিচরণশীল ভিক্ষুদের দেখিয়া চিন্তা করিল—'আমি না হয় নিজের দুঃখের দ্বারা উপদ্রুত হইয়া এত রাত্রেও ঘুমাইতে পারি নাই, কিন্তু ভদন্তগণ কি কারণে ঘুমাইতেছেন না? তারপর ভাবিল—'নিশ্চয়ই কোন ভিক্ষু অসুস্থ হইয়াছেন, অথবা কোন সাপের উপদ্রব হইয়াছে কি?' প্রাতকালে পুণ্ণা কিছু চালের গুঁড়া লইয়া জল দিয়া মাখিয়া হাতের তালুতে পিষ্টক বানাইয়া আগুনে সেঁকিয়া কোঁচড়ে বাঁধিয়া 'স্নানঘাটে যাইবার সময় খাইব' চিন্তা করিয়া পানীয়ঘট লইয়া স্নানঘাটের দিকে প্রস্থান করিল। শাস্তাও গ্রামে পিণ্ডপাতের জন্য প্রবেশ করিয়া সেই পথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সে শাস্তাকে দেখিয়া চিন্তা করিল—'অন্যান্য দিন শাস্তাকে দেখিলেও আমার নিকট দান করিবার মত কিছুই থাকে না। আবার যেদিন কিছু দান করিবার মত থাকে, সেদিন শাস্তার দর্শন পাই না। এখন আমার নিকট দান করিবার মত কিছু বস্তুও আছে, শাস্তাও সম্মুখীভূত। যদি ভাল হউক বা মন্দ হউক চিন্তা না করিয়া গ্রহণ করেন, আমি এই পিষ্টক তাঁহাকে দিব।' এই চিন্তা করিয়া সে পানীয়ঘট একদিকে নিক্ষেপ করিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া বলিল— 'ভন্তে, আমার এই রুক্ষ দান গ্রহণ করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করুন।' শাস্তা আনন্দ স্থবিরের দিকে তাকাইলে আনন্দ মহারাজ প্রদত্ত ভিক্ষাপাত্র বাহির করিয়া তাহাতে পিষ্টক গ্রহণ করিলেন। পুণ্ণাও পিষ্টক শাস্তার ভিক্ষাপাত্রে দিয়াই পঞ্চপ্রতিষ্ঠিতের দ্বারা বন্দনা করিয়া বলিল 'ভন্তে, আপনার দ্বারা দৃষ্টধর্মই যেন আমি লাভ করিতে পারি।' শাস্তা 'তাহাই হউক' বলিয়া দণ্ডায়মান অবস্থাতেই দান অনুমোদন করিলেন।

পুণ্ণাও চিন্তা করিল—'শাস্তা হয়ত আমাকে অনুগ্রহ করিয়া আমার পিষ্টক গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু বোধ হয় খাইবেন না। নিশ্চয়ই সম্মুখে কাক বা কুকুরকে দিয়া রাজা বা রাজপুত্রের গৃহে যাইয়া উৎকৃষ্ট খাদ্য ভোজন করিবেন।' শাস্তাও 'পুণ্ণা কি চিন্তা করিতেছে' ভাবিয়া তাহার মনের কথা জানিয়া আনন্দ স্থবিরের দিকে তাকাইয়া ইঙ্গিত করিলেন যে তিনি আসন গ্রহণ করিবেন। স্থবির চীবর পাতিয়া দিলেন। শাস্তা নগরের বাহিরেই বসিয়া ভোজনকৃত্য সম্পন্ন করিলেন। দেবতাগণ সকল চক্রবালগর্ভে দেব-মনুষ্যগণের হিতকর ওজঃ মধুপটলের ন্যায় নিষ্পেষিত করিয়া তাহাতে প্রক্ষেপ করিলেন। পুণ্ণা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল। শাস্তার ভোজনকৃত্য শেষ হইলে স্থবির জল দিলেন। ভোজনকৃত্য শেষ হইলে শাস্তা পুণ্ণাকে ডাকিয়া বলিলেন—'পুণ্ণে, তুমি আমার শ্রাবকদের নিন্দা কর কেন?'

'না ভন্তে, আমি ত নিন্দা করি না।'

'তাহা হইলে তুমি আমার শ্রাবকদের দেখিয়া কি বলিয়াছিলে?'

http://kalpataruboi.org

'আমি না হয় দুঃখের দ্বারা উপদ্রুত হইয়া ঘুমাইতে পারিতেছি না, কিন্তু ভদন্তগণ কেন ঘুমাইতেছেন না। নিশ্চয়ই কোন ভিক্ষু অসুস্থ হইয়া থাকিবেন। অথবা কোন সাপের উপদ্রব হইয়াছে কি? ভন্তে, আমি এইটুকু মাত্র চিন্তা করিয়াছি।' শাস্তা তাহার কথা শুনিয়া বলিলেন—

'পুণ্ণে, তুমি নিজের দুঃখের কারণে ঘুমাইতে পার না, কিন্তু আমার শ্রাবকগণ সদা জাগ্রত থাকে বলিয়া ঘুমায় না।' ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'যাহারা সর্বদা স্মৃতিমান, অহোরাত্র শিক্ষানুশীলনে রত, যাহারা নির্বাণ অভিলাষী তাহাদের পাপ প্রবৃত্তিসমূহ অস্তমিত হয়।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২২৬

অন্বয় : 'অহোরত্তানুসিক্খিনং' যাহারা দিবারাত্র তিনপ্রকার শিক্ষায় রত থাকে (যথা : অধিশীল শিক্ষা, অধিচিত্ত শিক্ষা এবং অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা)। 'নিব্বানং অধিমুত্তানং' যাহারা নির্বাণে অভিলাষী। 'অত্থং গচ্ছন্তি' যাহারা এইরূপ তাহাদের সকল আস্রব (পাপ প্রবৃত্তিসমূহ) অস্তমিত হয়, বিনাশপ্রাপ্ত হয়, নাস্তিভাব প্রাপ্ত হয়। দেশনাবসানে পুণ্ণা দণ্ডায়মান অবস্থাতেই স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইল। উপস্থিত জনগণের নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

শাস্তা চালের গুঁড়া দিয়া প্রস্তুত এবং আগুনে সেঁকা পিষ্টকের দ্বারা আহারকৃত্য সম্পাদন করিয়া বিহারে চলিয়া গেলেন। ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় কথা সমুত্থাপিত করিলেন—'আবুসো, পুণ্ণাপ্রদত্ত কুণ্ডক অঙ্গারপিষ্টকের দ্বারা আহারকৃত্য সম্পাদন করিয়া সম্যকসম্বুদ্ধ দুষ্কর কার্য করিয়াছেন।' শাস্তা আসিয়া 'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখন কি বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে একত্রিত হইয়াছ?' 'এই বিষয়ে'।

'হে ভিক্ষুগণ, শুধু এইবারই নহে, পূর্বেও ইহার দ্বারা প্রদত্ত কুণ্ডক আমার দ্বারা পরিভূক্ত হইয়াছে।' এই বলিয়া অতীতের ঘটনা উল্লেখ করিয়া এই গাথাগুলি ভাষণ করিলেন—

[সিন্ধবপোতক অশ্ববণিক (বোধিসত্ত্বকে) বলিতেছে]

'এতদিন তোমার খাদ্য ছিল পরের উচ্ছিষ্ট তৃণ এবং কুণ্ডকের ফেন, তবে কেন তুমি এই খাদ্য গ্রহণ করিতেছ না?'

'হে মহাব্রহ্মে, যেখানে কুল, শীল অবিদিত, সেখানে কুণ্ডকের ফেন ইত্যাদিও অনেক।'

'কিন্তু তুমি ত জান যে আমি হয়োত্তম। জানি আমি, জান তুমি এই হেতু আমার আর কুণ্ডকের ফেন খাইতে ইচ্ছা করিতেছে না।' এইভাবে শাস্তা 'কুণ্ডক সিন্ধবপোতকজাতক' (জাতক সংখ্যা ২৫৪) বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিলেন।[১৯]

---

[১৯]। 'কুণ্ডকসিন্ধবপোতক' জাতক অনুসারে সিন্ধব-পোতক ছিলেন বর্তমানের সারিপুত্র যিনি ঐ জন্মে বুদ্ধাপ্রদত্ত কুণ্ডকের ফেন এবং উচ্ছিষ্ট তৃণও ভোজন করিয়াছিলেন।

http://kalpataruboi.org

পুণ্ণা দাসীর উপাখ্যান সমাপ্ত

অতুল উপাসকের উপাখ্যান—৭

৭. পোরাণমেতং অতুল, নেতং অজ্জতনামিব,
নিন্দন্তি তুণ্হিমাসীনং দিন্দন্তি বহুভাণিনং;
মিতভাণিনম্পি নিন্দন্তি নত্থি লোকে অনিন্দিতো।

৮. ন চাহু ন চ ভবিস্সতি ন চেতরহি বিজ্জতি,
একন্তং নিন্দিতো পোসো একন্তং বা পসংসিতো।

৯. যঞ্চে বিঞ্ঞূপসংসন্তি অনুবিচ্চ সুবে সুবে,
অচ্ছিদ্দবুত্তিং মেধাবিং পঞ্ঞাসীলসমাহিতং।

১০. নেক্খং জম্বোনদস্সেব কো তং নিন্দিতুমরহতি,
দেবাপি তং পসংসন্তি ব্রহ্মুণাপি পসংসিতো।...২২৭-২৩০

অনুবাদ : হে অতুল, এ পুরাতন ধর্ম, আধুনিক নয়। লোকে নিরবে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে নিন্দা করে, বহুভাষী ব্যক্তিকে নিন্দা করে, মিতভাষী ব্যক্তিকেও নিন্দা করে। পৃথিবীতে অনিন্দিত ব্যক্তি কেউ নেই। একান্ত নিন্দিত পুরুষ কিংবা একান্ত প্রশংসিত পুরুষ কখনই হয়নি, হবে না, এখনও নেই। যদি বিজ্ঞজনেরা কোন নিষ্কলঙ্ক, মেধাবী, প্রজ্ঞাবান, শীলসম্পন্ন ও সমাধিপরায়ণ ব্যক্তিকে দিনের পর দিন বিচার করে প্রশংসা করেন, তবে স্বর্ণনির্মিত কণ্ঠাভরণ যেমন কেউ নিন্দা করে না, তেমনি তাঁকে নিন্দা করতে কে সমর্থ? দেবতাগণ তাঁকে প্রশংসা করেন, ব্রহ্ম কর্তৃকও তিনি প্রশংসিত।

অন্বয় : অতুল (হে অতুল), এতম্ পোরাণম্ (এ পুরাতন), এতং না অজ্জতনাম্ ইব (এ অধ্যকার নয়) [এরূপ বলে লোকে] তুণ্হীম্ আসীনং নিন্দন্তি (নিরবে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে নিন্দা করে), বহুভাণিনম্ নিন্দন্তি (বহুভাষীকে নিন্দা করে), মিতভাণিনম্ অপি নিন্দন্তি (মিতভাষীকেও নিন্দা করে)। লোকে (পৃথিবীতে) অনিন্দিতো নত্থি (অনিন্দিত ব্যক্তি নেই)। একন্তং নিন্দিতো পোসো (একান্ত নিন্দিত পুরুষ) একন্তং বা পসংসিতো ন চ আহু (বা একান্ত প্রশংসিত পুরুষ হয়নি) ন চ ভবিস্সতি (হবে না) ন চ এতরহি বিজ্জতি (এখনও বিদ্যমান নেই)। বিঞ্ঞূ (বিজ্ঞ) সুবে সুবে (প্রতিদিবস) অনুবিচ্চ (বিবেচনা করে) যঞ্চে পুরিসং (যে পুরুষকে) অচ্ছিদ্দবুত্তিং (অচ্ছিদ্রবৃত্তি, নিষ্কলুষ) মেধাবিং (মেধাবী) পঞ্ঞাসীলসমাহিতং (প্রজ্ঞাশীলসম্পন্ন) [বলে] পসংসন্তি (প্রশংসা করেন), জম্বোনদস্স (জম্বুনাদ, স্বর্ণ) নেক্খম্ ইব (নিষ্ক অর্থাৎ মুদ্রার ন্যায়), তং কোন

কিন্তু বুদ্ধ যে বৃক্ষদেবতা হইয়া দুর্গত ব্যক্তি হইতে কুণ্ডকপিষ্টক গ্রহণ করিয়া ভোজন করিয়াছিলেন তাহা আছে 'কুণ্ডকপুব' জাতকে (জাতক সংখ্যা ১০৯)। কিন্তু সেই অতীতের দুর্গত ব্যক্তিই যে বর্তমানের পুণ্ণা দাসী সেইকথা অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে।

http://kalpataruboi.org

নিন্দিতুম্ অরহতি (তাঁকে নিন্দা করতে কে সমর্থ?) দেবা অপি তং পসংসন্তি (দেবতারাও তাঁকে প্রশংসা করেন), ব্রহ্মুণা অপি পসংসিতো (ব্রহ্মা দ্বারাও তিনি প্রশংসিত)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : নিন্দুকের কণ্ঠকে স্তব্ধ করা অসম্ভব। অতিভাষী, মিতভাষী, মৌনি প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু দোষ সে খুঁজে বার করবেই। হেন ব্যক্তি নেই যে তার সমালোচনার অতীত। তবে নিন্দার হাত থেকেও যেমন মানুষের নিষ্কৃতি নেই তেমনি এমনও কেউ নেই যে শুধু নিন্দাই লাভ করছে। নিছক প্রশংসার পাত্র যে কেউ নেই তা তো বলাই বাহুল্য। এই যখন জগতের রীতি তখন লোকের নিন্দা-প্রশংসার প্রতি অযথা মূল্য আরোপ করা অবশ্যই অর্থহীন। সত্যের বা ধর্মের পথ লোকের নিন্দা-প্রশংসা দ্বারা নির্ধারিত হয় না। একমাত্র জ্ঞানীরাই তার সন্ধান জানেন। তাই তাঁরা সবকিছু দেখে সমস্ত দিক বিবেচনা করে যাঁকে প্রশংসার যোগ্য মনে করেন তিনি কষ্ঠিপাথরে যাচাই করা সোনার মতই খাঁটি। সত্যে, শীলে, জ্ঞানে, ধর্মে প্রতিষ্ঠিত সেই পুরুষোত্তম বাস্তবিক সর্বজনীন প্রশংসার যোগ্য।

'ইহা পুরাণ' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে অতুল নামক উপাসককে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

শ্রাবস্তীবাসি সেই (অতুল নামক) উপাসক পঞ্চশত উপাসক পরিবার যুক্ত। একদিন তিনি উপাসকদের লইয়া ধর্মশ্রবণের জন্য বিহারে যাইয়া রেবত স্থবিরের নিকট ধর্ম শ্রবণের ইচ্ছা করিয়া রেবত স্থবিরকে বন্দনা করিয়া উপবেশন করিলেন। সেই আয়ুষ্মান (রেবত স্থবির) কিন্তু ছিলেন সিংহের ন্যায় একচারী এবং নির্জন ধ্যানে উৎসাহী। তাই তিনি অতুলকে কিছুই বলিলেন না। অতুল—'এই স্থবির কিছুই বলিতেছেন না' বলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া সারিপুত্র স্থবিরের নিকট যাইয়া একপাশে দাঁড়াইলে স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি জন্য আসিয়াছেন?'

'ভন্তে, আমি এই উপাসকদের লইয়া ধর্মশ্রবণের জন্য রেবত স্থবিরের নিকট গিয়াছিলেন। সেই স্থবির আমাকে কিছুই বলিলেন না। তাই আমি তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া এখানে আসিয়াছি। আমাদের ধর্মদেশনা করুন।' স্থবির বলিলেন—'তাহা হইলে হে উপাসক, আসন গ্রহণ কর' বলিয়া বহু অভিধর্মকথা দেশনা করিলেন। উপাসকও 'অভিধর্মকথা অতি সূক্ষ্ম, স্থবির আমাদের বহু অভিধর্মকথাই দেশনা করিলেন, আমাদের ইহাতে কি প্রয়োজন?' বলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া সপরিষদ আনন্দ স্থবিরের নিকট গেলেন।

স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে উপাসক, কি ব্যাপার?'

'ভন্তে, আমরা ধর্মশ্রবণের জন্য রেবত স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম। তাঁহার সহিত আলাপ-সালাপও করিতে পারিলাম না। তাই ক্রুদ্ধ হইয়া সারিপুত্র স্থবিরের নিকট গিয়াছিলাম। তিনিও অতি সূক্ষ্ম বহু অভিধর্মকথা দেশনা করিলেন। 'ইহাতে আমাদের কি প্রয়োজন? ভাবিয়া তাঁহার প্রতিও ক্রুদ্ধ হইয়া এখানে আসিয়াছি। ভন্তে, আমাদের ধর্মোপদেশ দিন।'

http://kalpataruboi.org

তাহা হইলে আপনারা বসুন এবং ধর্ম শ্রবণ করুন। বলিয়া (আনন্দ) স্থবির সুবোধ্য করিয়া অল্পমাত্র ধর্মদেশনা করিলেন। তাঁহারা স্থবিরের প্রতিও ক্রুদ্ধ হইয়া শাস্তার নিকট যাইয়া বন্দনা করিয়া একপাশে বসিলেন। তখন শাস্তা তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে উপাসকগণ, আপনাদের আগমনের কারণ কি?'

'ভন্তে, ধর্ম শ্রবণের জন্য।'

'আপনারা কি ধর্ম শ্রবণ করিয়াছেন?'

'ভন্তে, আমরা প্রথমে রেবত স্থবিরের নিকট গিয়াছিলাম। তিনি আমাদের কিছুই বলিলেন না। ইহাতে তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া সারিপুত্র স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম। তিনি আমাদের বহু অভিধর্মকথা দেশনা করিয়াছেন। তাহাকে গুরুত্ব না দিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া আনন্দ স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম। তিনি আমাদের অল্পমাত্র ধর্মই দেশনা করিয়াছেন। অতএব, তাঁহার প্রতিও ক্রুদ্ধ হইয়া এখানে আসিয়াছি।'

শাস্তা তাঁহার কথা শুনিয়া বলিলেন—'অতুল, প্রাচীনকাল হইতে এই নিয়মই চলিয়া আসিতেছে যে লোকে তুষ্ণীম্ভূতকেও নিন্দা করে, বহুকথীকেও নিন্দা করে এবং অল্পভাষীকেও নিন্দা করে। এমন কেহ নাই যিনি একান্তভাবেই নিন্দনীয় হইয়া থাকেন বা একান্তভাবে প্রশংসিত হইয়া থাকেন। রাজাদেরও কেহ কেহ নিন্দা করেন, অন্যরা প্রশংসা করেন। মহাপৃথিবীকেও, চন্দ্রসূর্যকেও, আকাশাদিকেও এবং চারি পরিষদের মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া ধর্মদেশনাকারী সম্যকসম্বুদ্ধকেও কেহ কেহ নিন্দা করেন, কেহ কেহ প্রশংসা করেন। সাধারণ অজ্ঞ মূর্খদের নিন্দা বা প্রশংসায় কিছুই আসিয়া যায় না। পণ্ডিত মেধাবী ব্যক্তির দ্বারা নিন্দিত বা প্রশংসিত হইলে তাহাকেই যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করা উচিত।' এই কথা বলিয়া শাস্তা এই গাথাগুলি ভাষণ করিয়াছিলেন—

'হে অতুল, লোকে নীরবে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে যেমন নিন্দা করে, বহুভাষীকে এবং মিতভাষীকেও তেমনই নিন্দা করে—ইহা আজিকার কথা নহে, ইহা চিরকালেরই (পোরাণ) কথা। একান্ত নিন্দিত কিংবা একান্ত প্রশংসিত ব্যক্তি অতীতে ছিল না, ভবিষ্যতেও হইবে না, এখনও বিদ্যমান নাই।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২২৭-২২৮

'যদি বিজ্ঞগণ, কোন নিষ্কলঙ্কবৃত্তি, মেধাবী, প্রজ্ঞাবান, শীলবান ও সমাধি পরায়ণ ব্যক্তিকে দিনের পর দিন বিচার করিয়া প্রশংসা করেন, তবে জম্বুনদ (স্বর্ণ) নির্মিত নিষ্ককে (বহুমূল্য স্বর্ণমুদ্রাকে) যেমন কেহ নিন্দা করে না, তেমন তাঁহাকেও কে নিন্দা করিতে সক্ষম? দেবতাগণও তাঁহাকে প্রশংসা করেন, ব্রহ্মাকর্তৃকও তিনি প্রশংসিত।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২২৯-২৩০

অন্বয় : 'পোরাণমেতং' ইহা প্রাচীন। 'অতুল' উপাসককে নাম ধরিয়া সম্বোধন করিতেছেন। 'নেতং অজ্জতনামিব' এই নিন্দা বা প্রশংসা অদ্যতনীয় ন্যায় অধুনা উৎপন্নবৎ নহে। 'তুণ্হিমাসীনং' এই লোকটি মূক এবং বধিরের ন্যায় কিছু না জানার মত নীরবে উপবিষ্ট আছে বলিয়া নিন্দা করে। 'বহুভাণিনং' এই

http://kalpataruboi.org

লোকটি বাতাহত তালপত্রের ন্যায় বেশি বেশি কথা বলিলে লোকে বলে ইহার কথার বোধ হয় শেষ নাই বলিয়া নিন্দা করে। 'মিতভাণিম্পি' কেন এই লোকটি নিজের কথাকে হিরণ্যসুবর্ণের ন্যায় মনে করিয়া একটি বা দুইটি কথা বলিয়া নীরব হইয়া গেলেন বলিয়া নিন্দা করে। এইভাবে সর্বথা এই জগতে অনিন্দিত বলিয়া কেহ নাই। 'ন চাহু' অতীতেও ছিল না, অনাগতেও হইবে না।

'যং চ বিঞ্ঞুং' মূর্খদের বা সাধারণ লোকের নিন্দা বা প্রশংসার কোন মূল্য নাই। কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তিগণ প্রতিদিন সম্যক বিবেচনা সহকারে নিন্দা-প্রসংশা অবগত হইয়া বিশুদ্ধ শিক্ষা, বিশুদ্ধ জীবিকার দ্বারা সমন্বাগত অচ্ছিদ্রবৃত্তি এবং ধর্মৌজ প্রজ্ঞার দ্বারা সমন্বাগত, লোকিয়-লোকোত্তর প্রজ্ঞা এবং চতুর্পরিশুদ্ধ শীলের দ্বারা সমন্বাগত প্রজ্ঞাশীল সমাহিত মেধাবী ব্যক্তিকে প্রশংসা করেন। সেই ধার্মিক পুরুষকে সুবর্ণদোষবিরহিত এবং ঘট্টন-মার্জনক্ষম (উত্তম) বহু মূল্যবান স্বর্ণমুদ্রার ন্যায় কেহ নিন্দা করিতে সমর্থ হয় না।

'দেবাপি' দেবতারাও পণ্ডিত মনুষ্যগণও সেই ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইয়া স্তুতি করে, প্রশংসা করে। 'ব্রহ্মুনাপি' শুধু মনুষ্যগণের দ্বারা নহে, দশসহস্র চক্রবালে মহাব্রহ্মার দ্বারাও এইরূপ ব্যক্তি প্রশংসিত হইয়া থাকেন। দেশনাবসানে পঞ্চশত উপাসক স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

অতুল উপাসকের উপাখ্যান সমাপ্ত

ষড়বর্গীয়ের উপাখ্যান—৮

১১. কাযপ্পকোপং রক্খেয্য কাযেন সংবুতো সিযা,
কাযদুচ্চরিতং হিত্বা কাযেন সুচরিতং চরে।
১২. বচীপকোপং রক্খেয্য বাচায সংবুতো সিযা,
বচীদুচ্চরিতং হিত্বা বাচায সুচরিতং চরে।
১৩. মনোপ্পকোপং রক্খেয্য মনসা সংবুতো সিযা,
মনোদুচ্চরিতং হিত্বা মনসা সুচরিতং চরে।
১৪. কাযেন সংবুতা ধীরা অথো বাচায সংবুতা,
মনসা সংবুতা ধীরা তে বে সুপরিসংবুতা।...২৩১-২৩৪

অনুবাদ : শারীরিক অত্যাচার দমন করে সংযতকায় হবে। কায়িক দুষ্কার্য ত্যাগ করে কুশল সাধনে রত হবে। জিহ্বার প্রকোপ বন্ধ করে বাকসংযত হবে। দুর্ব্যবহার না করে বাক্যের দ্বারা মঙ্গলাচরণ করবে। মানসিক উত্তেজনা পরিত্যাগ করে মনকে সংযত রাখবে। মনকে দুষ্কর্মে নিযুক্ত না করে তার দ্বারা সৎকর্ম সাধন করবে। যে সকল জ্ঞানীপুরুষ সংযতকায়, সংযতবাক ও সংযতমনা তাঁরাই যথার্থ সুসংযত।

অন্বয় : কাযপ্পকোপং (কায়প্রকোপ, শরীরের অত্যাচার) রক্খেয্য (নিবারণ করবে), কাযেন সংবুতো সিযা (সংযতকায় হবে), কাযদুচ্চরিতং হিত্বা (কায়িক

http://kalpataruboi.org

দুশ্চরিত্রতা পরিত্যাগ করে) কাযেন সুচরিতং চরে (কায়িক সুচরিত হবে)। বচীপকোপং রক্খেয্য (বাক্যপ্রকোপ মনে করবে), বাচায সংবুতো সিযা (বাক্যে সংযত থাকবে), বচীদুচ্চরিতং হিত্বা (বাক্যে দুশ্চরিত্রতা ত্যাগ করে) বাচায সুচরিতং চরে (বাক সুচরিত হবে)। মনোপ্পকোপং রক্খেয্য (মনের প্রকোপ দমন করবে), মনসা সংবুতো সিযা (সংযতমনা হবে); মনোদুচ্চরিতং হিত্বা (মানসিক দুশ্চরিত্রতা ত্যাগ করে) মনসা সুচরিতং চরে (মনে সুচরিত হবে)। যে ধীরা কাযেন সংবুতা (যে সকল ধীর ব্যক্তি কায়ে সংযত) বাচায সংবুতা (বাক্যে সংযত) মনসা সংবুতা (মনে সংযত) তে বে ধীরা সুপরিসংবুতা (সেই ধীর ব্যক্তিগণই যথার্থ সুসংযত)।

'শারীরিক অত্যাচার' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন।

একদিন শাস্তা বেণুবনে বিহারকালে ষড়বর্গীয়গণ দুই হাতে যষ্টি লইয়া কাঠের পাদুকায় আরোহণ করিয়া পাথরের চাতালের উপর চংক্রমণ করিবার সময় খট্‌খট্ শব্দ হইতেছিল। শাস্তা আনন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

'আনন্দ, এইটা কিসের শব্দ?'

'ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ কাঠের পাদুকা পড়িয়া পাথরের চাতালের উপর চংক্রমণ করিতেছে বলিয়া তদ্রূপ খট্‌খট্ শব্দ হইতেছে।' ইহা শুনিয়া শাস্তা নতুন শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করিলেন—

'ভিক্ষুকে কায়াদিকে (অর্থাৎ কায়, বাক্য এবং মন) রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে।' ইহা বলিয়া ধর্মদেশনা করাকালে এই গাথাগুলি ভাষণ করিলেন—

'কায়িক অত্যাচার দমন করিবে, কায় সংযত হইবে, কায়দুশ্চরিত্রতা পরিত্যাগ করিয়া কায়সুচরিত্র হইবে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২৩১

'বাচনিক প্রকোপ দমন করিবে। বাক্যে সংযত হইবে। বাক-দুশ্চরিত্রতা পরিত্যাগ করিয়া বাক-সুচরিত্র হইবে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২৩২

'মানসিক প্রকোপ দমন করিবে। মনে সংযত হইবে। মনোদুশ্চরিত্র ত্যাগ করিয়া মনসুচরিত্র হইবে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২৩৩

'যে ধীরগণ কায়ে সংযত, বাক্যে সংযত ও মনে সংযত হন, তাঁহারাই সর্বতোভাবে সুসংযত।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২৩৭

অন্বয় : 'কায়প্পকোপ' ত্রিবিধ কায়দুশ্চরিত্রতা (প্রাণীহত্যা, চৌর্য ও ব্যভিচার) পরিত্যাগ করিতে হইবে। 'কায়েন সুসংবুতো' কায়দ্বারে দুশ্চরিতের প্রবেশ নিবারিত করিয়া সংযত বদ্ধদার হইতে হইবে। যেহেতু কায়দুশ্চরিত পরিহারকরত কায়সুচরিত রক্ষা করিলে উভয়ই করা হয়, তাই 'কায়দুশ্চরিত ত্যাগ করিয়া কায়সুচরিত' পালন করিবে ইহাই অর্থ।

অন্যান্য গাথাসমূহেও (অর্থাৎ বচীদুশ্চরিত, মনোদুশ্চরিত ক্ষেত্রে) অনুরূপ জানিতে হইবে। 'কায়েন সংবুতা ধীরা' যে সকল পণ্ডিত কায়ের দ্বারা

http://kalpataruboi.org

প্রাণাতিপাতাদি না করিয়া, বাক্যের দ্বারা মৃষাবাদাদি না বলিয়া, মনের দ্বারা অভিধ্যাদি (লোভাদি) উৎপন্ন না করিয়া সংযত হইয়াছেন, তাঁহারাই ইহলোকে সুসংবৃত, সুরক্ষিত, সুগোপিত, সুবদ্ধ (ইন্দ্রিয়) দ্বার। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ষড়বর্গীয়ের উপাখ্যান সমাপ্ত

ক্রোধবর্গ বর্ণনা সমাপ্ত

সপ্তদশতম বর্গ

http://kalpataruboi.org

১৮. মলবর্গ

গোঘাতকপুত্রের উপাখ্যান—১

১. পন্ডুপলাসো'ব দানি'সি, যমপূরিসা'পি চ তমুপট্‌ঠিতা,
উয্যোগমুখে চ তিট্‌ঠসি পাথেয্যম্পি চ তে'ন বিজ্জতি।
২. সো করোহি দীপমত্তনো খিপ্পং বাযম, পন্ডিতো ভব,
নিদ্ধন্তমলো অনঙ্গণো দিব্বং অরিযভূমিমেহিসি।
৩. উপনীতবযো চ দানি'সি সম্পযাতো সি যমস্‌স সন্তিকে,
বাসো'পি চ তে নত্থি অন্তরা পাথেয্যম্পি চ তে ন বিজ্জতি।
৪. সো করোহি দীপমত্তনো খিপ্পং বাযাম পন্ডিতো ভব,
নিদ্ধন্তমলো অনঙ্গণো ন পুন জাতিজরং উপেহিসি।...২৩৫-২৩৮

অনুবাদ : তুমি এখন বিবর্ণ পতনোন্মুখ বৃক্ষপত্রের ন্যায় হয়েছ। যমদূতেরা তোমার নিকট উপস্থিত। তুমি মৃত্যুদ্বারে উপস্থিত, অথচ তোমার পাথেয় (পুণ্য) নেই। সুতরাং তুমি নিজের জন্য দ্বীপ (সুরক্ষিত আশ্রয়) রচনা কর। অবিলম্বে উদ্যমশীল হও, পণ্ডিত হও। তুমি নির্মল ও দোষমুক্ত হয়ে আর্য ভূমিতে উপনীত হও অর্থাৎ জন্মমৃত্যুর পরপারে গমন কর। এখন তোমার বার্ধক্য উপস্থিত, তুমি মৃত্যুর সমীপে অগ্রসর হচ্ছ। পথে তোমার কোন আশ্রয়স্থান নেই, পাথেয় সম্বলও তোমার কিছু নেই। সেজন্য তুমি নিজের দ্বীপ (আশ্রয়) গঠন কর। সত্বর উদ্যোগী ও পণ্ডিত হও। তুমি নির্মল ও নিষ্কলঙ্ক হও, তাহলে তোমাকে পুনরায় জন্ম-জরার অধীন হতে হবে না।

অন্বয় : ইদানি পন্ডুপলাসো ইব অসি (তুমি ইদানীং পাণ্ডুপলাশের ন্যায় হয়েছ), যমপূরিসা'পি অপি চ তং উপট্‌ঠিতা (যমপুরুষেরাও তোমার নিকট উপস্থিত), উয্যোগমুখে চ তিট্‌ঠসি (তুমি উদ্যোগমুখে অবস্থান করছ অর্থাৎ মরণোন্মুখ) তে পাথেয্যম্পি ন বিজ্জতি (তোমার পাথেয়ও নেই)। সো অত্তনো দীপং করোহি (নিজের জন্য দ্বীপ রচনা কর অর্থাৎ আত্মপ্রতিষ্ঠা স্থাপন কর)। খিপ্পং বাযম (ক্ষিপ্র উদ্যোগ কর), পন্ডিতো ভব (পণ্ডিত হও), নিদ্ধন্তমলো অনঙ্গণো হুত্বা (নির্ধূতমল ও নির্দোষ হয়ে) দিব্বং অরিযভূমিং এহিসি (দিব্য আর্য ভূমিতে গমন করবে)। ইদানি উপনীততবযো চ অসি (ইদানীং তুমি বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছ), যমস্‌স সন্তিকং সম্পযাতো অসি (যমের নিকট উপস্থিত হয়েছ), অন্তরা বাসো অপি তে নত্থি (পথিমধ্যে কোন বাসস্থানও তোমার নেই), পাথেয্যং অপি চ তে নবিজ্জতি (পাথেয়ও কিছু তোমার নেই!) সো অত্তনো দীপং করোহি (নিজের জন্য দ্বীপ রচনা কর), খিপ্পং বাযাম (সত্বর উদ্যোগী হও), পন্ডিতো ভব (পণ্ডিত হও)। নিদ্ধন্তমলো অনঙ্গণো (নির্মল ও নির্দোষ হয়ে) পুন জাতিজরং ন উপেহিসি

http://kalpataruboi.org

(পুনরায় জন্ম-জরা প্রাপ্ত হবে না)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : সংসার এক পথযাত্রার মতই। পুণ্যকর্ম তার পাথেয়। পাথেয় সঞ্চয় না করলে যাত্রীর লক্ষ্যে পৌঁছবার আশা কোথায়? অথচ সময় তো সীমিত। যা করবার তার মধ্যেই করতে হবে। শক্তি, উদ্যম থাকতে থাকতেই পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এমন এক দিব্য আশ্রয় রচনা করতে হবে কোনক্রমেই যেখান থেকে আর চ্যুত হতে হবে না। জীবনপুরের পথিককে তাই অবিলম্বে তৎপর হতে হবে, যাঁতে 'মৃত্যু যখন বলবে এসে প্রভাত হল তোমার রাতি' তখন নির্ভয়ে সে তারই রচিত আশ্রয়ে অক্ষয় শান্তিতে অধিষ্ঠিত থাকতে পারে।

'তুমি এখন শুষ্ক পত্রের ন্যায়' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে এক গোঘাতক পুত্রকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রাবস্তীর জনৈক গোঘাতক গো বধ করিয়া তাহার উৎকৃষ্ট মাংস লইয়া রন্ধন করাইয়া স্ত্রীপুত্রদের সঙ্গে তাহা ভোজন করিতেন এবং (অবশিষ্ট) মাংস বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। এইভাবে সে পঞ্চান্ন বৎসর যাবত গোঘাতক কর্ম করিয়া জীবিকা নির্বাহ করাকালে একদিনও নিকটস্থ বিহারে বসবাসকারী শাস্তাকে এক চামচ মাত্রও যাগু বা ভাত দান করে নাই। সে কিন্তু মাংস ছাড়া কোন দিন ভাত খায়নি। একদিন সে দিনের বেলায় মাংস বিক্রয় করিয়া একখণ্ড মাংস নিজের জন্য ভার্যাকে রান্না করিতে দিয়া স্নান করিতে গেল। তখন একজন বন্ধু তাহার গৃহে আসিয়া (তাহার) ভার্যাকে বলিল— 'তোমাদের বিক্রয়ের জন্য যে মাংস আছে তাহা হইতে আমাকে কিছু দাও, আমার গৃহে অতিথি আসিয়াছে।'

'বিক্রয়যোগ্য মাংস নাই। আপনার বন্ধু মাংস বিক্রয় করিয়া আসিয়া এখন স্নান করিতে গিয়াছে।'

'এইরূপ করিও না, মাংসখণ্ড থাকিলে আমাকে দাও।'

'আপনার বন্ধু নিজের জন্য যাহা রাখিয়াছে তাহা ব্যতীত অন্য কোন মাংস নাই।'

'আমার বন্ধুর জন্য রাখা মাংস ব্যতীত অন্য কোন মাংস নাই। সে মাংস ছাড়া ভোজন করিতে পারে না। অতএব, চাহিলে সে দিবে না' ইহা চিন্তা করিয়া স্বয়ং ঐ মাংসখণ্ড লইয়া চলিয়া গেল।

গোঘাতকও স্নান করিয়া আসিলে তাহার ভার্যা শাকপাতা সিদ্ধসহ ভাত তাহার সম্মুখে উপস্থাপিত করিলে সে বলিল—'মাংস কোথায়?'

'নাই, প্রভু।'

'কেন আমি কি রান্না করার জন্য মাংস দিয়া যাইনি?'

'আপনার বন্ধু আসিয়াছিলেন মাংস কিনিতে। আমি বলিলাম, আপনি খাইবার জন্য যে মাংস রাখিয়াছেন তাহা ছাড়া অন্য মাংস নাই। (তিনিও জানেন যে আপনি মাংস ছাড়া ভোজন করিতে পারেন না। তৎসত্ত্বেও জোর করিয়া সেই মাংসখণ্ড লইয়া তিনি চলিয়া গিয়াছেন।'

http://kalpataruboi.org

'আমি মাংস ছাড়া ভোজন করিব না। এই ভাত সরাইয়া রাখ।'

'প্রভু, কি আর করা যাইবে, ভোজন করুন।' সে 'আমি ভোজন করিব না' বলিয়া ভাতের থালা একদিকে সরাইয়া অস্ত্র লইয়া বাড়ির পশ্চাতে গেল। সেখানে একটি গরু ছিল। সে যাইয়া গরুটির মুখে হাত ঢুকাইয়া তাহার জিহ্বা বাহির করিয়া অস্ত্রদ্বারা জিহ্বার মূল ছেদন করিয়া আনিয়া আগুনে ঝলসাইয়া ভাতের থালার অগ্রভাগে রাখিল এবং এক একটি ভাতের গ্রাস মুখে দিয়া এক এক খণ্ড মাংস মুখে পুরিতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ তাহার জিহ্বা খসিয়া ভাতের পাত্রে পড়িল। মুহূর্ত মধ্যে সে যেমন পাপকর্ম করিয়াছে তেমন ফল পাইল। গরুটির যেমন অবস্থা হইয়াছে তেমনি তাহার মুখ হইতে রক্তধারা বহিতে লাগিল এবং সে ঘরের ভিতরে যাইয়া হামাগুড়ি দিয়া গরুটির ন্যায় বিরব করিতে লাগিল।

সেই সময় গোঘাতকের পুত্র পিতাকে অবলোকন করিতে করিতে দাঁড়াইয়াছিল। তখন মাতা তাহাকে বলিল—

'বাবা দেখ, তোমার পিতা গোহত্যা করিয়া গৃহমধ্যে হামাগুড়ি দিয়া চলিতেছেন এবং বিরব করিতে করিতে বিচরণ করিতেছেন। এই দুঃখ তোমার মাথায় পড়িবে, আমার কথা তোমাকে ভাবিতে হইবে না, তুমি পলায়ন করিয়া নিজের জীবন রক্ষা কর।' পুত্র মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া মাতাকে প্রণাম করিয়া পলায়ন করিল। পলায়ন করিয়া সে তক্ষশিলায় চলিয়া গেল। গোঘাতকও গৃহমধ্যে গরুর মত বিরব করিতে করিতে বিচরণ করিয়া কালগত হইয়া অবীচি নরকে উৎপন্ন হইল। গরুটাও মরিয়া গেল। গোঘাতকের পুত্র তক্ষশিলায় যাইয়া স্বর্ণকারের কাজ শিখিল। একদিন তাহার আচার্য গ্রামে যাইবার সময় তাহাকে বলিয়া গেলেন—'এইরূপ অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া রাখিবে।' সেও আচার্য যেরূপ চাহিয়াছিলেন সেরূপ অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া রাখিল। আচার্য ফিরিয়া আসিয়া অলঙ্কার দেখিয়া 'এই ছেলেটি যেখানেই যাউক না কেন নিজের জীবিকা নির্বাহ করিতে পারিবে' ইহা চিন্তা করিয়া নিজের বয়ঃপ্রাপ্ত কন্যাকে তাহার সহিত বিবাহ দিলেন। পুত্রকন্যার দ্বারা তাহার সংসারও বাড়িয়া গেল।

অনন্তর তাহার পুত্রগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া পরবর্তীকালে শ্রাবস্তীতে যাইয়া সেখানে ঘরাবাসের ব্যবস্থা করিয়া (ভগবান বুদ্ধের প্রতি) শ্রদ্ধাবান ও প্রসন্ন হইয়াছিল। তাহাদের পিতা তক্ষশিলাতে কোন কুশলকর্ম সম্পাদন না করিয়াই জরাগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তখন পুত্রগণ 'আমাদের পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন' চিন্তা করিয়া তাঁহাকে নিজেদের কাছে আনিয়া (অর্থাৎ শ্রাবস্তীতে লইয়া আসিয়া) 'পিতার জন্য দান দিব' বলিয়া বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে উপবেশন করিল। পরের দিন তাহারা গৃহাভ্যন্তরে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে উপবেশন করাইয়া সাদরে (খাদ্যভোজ্য) পরিবেশন করিয়া ভোজনকৃত্যাবসানে শাস্তাকে বলিল—'ভন্তে, আমাদের এই দানের দ্বারা আমাদের, পিতা যেন সুখে (অবশিষ্ট জীবন) কাটাইতে পারে। অতএব আমার পিতার দান হিসাবেই ইহাকে অনুমোদন করুন।' শাস্তা তাঁহাদের পিতাকে ডাকাইয়া বলিলেন—'উপাসক, আপনি বৃদ্ধ

http://kalpataruboi.org

হইয়াছেন, আপনার শরীর শুষ্ক পত্রের ন্যায় হইয়াছে। আপনার পরলোক গমনের জন্য উত্তম পাথেয় নাই। নিজের প্রতিষ্ঠা প্রস্তুত করুন। জ্ঞানী হউন, মূর্খ নহে।' এইভাবে অনুমোদন করিয়া এই দুইটি গাথা ভাষণ করিলেন—

'এখন তুমি (পতনোন্মুখ) পাণ্ডুবর্ণ পত্রের ন্যায় হইয়াছ, যমদূতগণ তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। তুমি মৃত্যুমুখে দাঁড়াইয়া আছ, অথচ তোমার (পরলোক গমনের) পাথেয়ও নাই।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২৩৫

'তুমি নিজের জন্য দ্বীপ (সুরক্ষিত আশ্রয়) গঠন কর। অবিলম্বে উদ্যম কর, পণ্ডিত হও। যখন তুমি বিধৌতমল (নির্মল) ও নিষ্কলঙ্ক হইবে, তখন দিব্য আর্যভূমিতে (শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে) (মৃত্যুর পর) গমন করিবে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২৩৬

অন্বয় : 'শুষ্ক পত্রের ন্যায় হইয়াছ'। হে উপাসক, তুমি এখন বৃক্ষচ্যুত পাণ্ডুবর্ণ পত্রের ন্যায় হইয়াছ। 'যমপুরিসা' অর্থাৎ যমদূতগণ, মৃত্যুর বিষয়ে ইহা উক্ত হইয়াছে। মৃত্যু তোমার সন্নিকটে উপস্থিত ইহাই অর্থ। 'উয্যোগমুখে' পরিহানিমুখে, অবৃদ্ধিমুখে, মৃত্যুমুখে উপস্থিত হইয়াছ এই অর্থ। 'পাথেয্য' অর্থাৎ যাত্রীর তণ্ডুলাদি পাথেয়ের ন্যায় পরলোকে গমনকারী তোমার কুশলাদি পাথেয়ও নাই—এই অর্থ। 'সো করোহি' অর্থাৎ সমুদ্রে পোতভগ্ন হইলে যাত্রীগণ যেমন দ্বীপরূপ আশ্রয়ের সন্ধান করে, তুমিও সেইরূপ নিজের কুশল প্রতিষ্ঠা কর। (কুশল প্রতিষ্ঠা) করাকালে ক্ষিপ্রগতিতে পরিশ্রম কর, শীঘ্র শীঘ্র বীর্য আরম্ভ কর। নিজের কুশলকর্ম প্রতিষ্ঠা করার দ্বারা পণ্ডিত হও। যে ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হইবার পূর্বে (দৈহিক) সামর্থ্য থাকাকালীন সময়ে কুশল সম্পাদন করে, তিনিই পণ্ডিত, সেইরূপই হও, অজ্ঞানান্ধ নির্বোধের মত কাজ করিও না। 'দিব্বং অরিয়ভূমি' এই প্রকারে বীর্য বা পরাক্রম করাকালে রাগাদি মলসমূহের দুরীকরণের দ্বারা বিধৌতমল, (অঙ্গণ) বা চিত্তক্লেশের অভাবের দ্বারা অনঙ্গণ অর্থাৎ ক্লেশশূন্য হইয়া পঞ্চবিধ শুদ্ধাবাসভূমি (অবিহ, আতপ্প, সুদস্‌স, সুদস্‌সী এবং অকনিট্‌ঠ) লাভ করিবে এই অর্থ।

দেশনাবসানে উপাসক স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। উপস্থিত সকলের নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

তাহারা পরের দিনের জন্যও শাস্তাকে নিমন্ত্রণ করিয়া দান দিয়া ভোজনকৃত্যাবসানে শাস্তাকে দানানুমোদনকালে বলিল—'ভন্তে, ইহাও আমাদের পিতার জীবৎকর্ম, তাঁহার দান হিসাবেই অনুমোদন করুন।'

শাস্তা দান অনুমোদনকালে এই দুইটি গাথা ভাষণ করিলেন—

'এখন তোমার বয়স হইয়াছে, মৃত্যুর সমীপে অগ্রসর হইতেছ, পথিমধ্যে তোমার কোন বিশ্রামস্থান নাই, অথচ তোমার (কুশলকর্মরূপ) পাথেয় সঞ্চিত নাই।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২৩৭

সুতরাং তুমি নিজের জন্য কুশলকর্মরূপ দ্বীপের (আশ্রয়ের) প্রতিষ্ঠা কর।

http://kalpataruboi.org

সত্বর উদ্যোগী ও পণ্ডিত হও। বিধৌতমল (নির্মল) ও নিষ্কলঙ্ক হইলে তুমি আর জন্ম ও জরার অধীন হইবে না।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২৩৮

অন্বয় : 'উপনীতবয়ো'-'উপ' হইতেছে অব্যয়মাত্র। 'নীতবয়ো' অর্থাৎ বিগতবয়ঃ, অতিক্রান্তবয়ঃ তুমি এখন তিন বয়স অতিক্রম করিয়া (অর্থাৎ শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্য অতিক্রম করিয়া) মৃত্যুমুখে উপস্থিত হইয়াছ—এই অর্থ। 'সম্পয়াতোসি যমস্স সন্তিকং' তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছ। 'বাসো তে নত্থি অন্তরা' যেমন পথিক ভ্রমণকালে যথাকৃত্য সম্পাদন করিতে করিতে মাঝপথে বিশাম করে, পরলোকযাত্রীর তাদৃশ বিশ্রামস্থান নাই। পরলোক গমনকারীর এই কথা বলা নিরর্থক যে 'আমাকে কিছুদিন সময় দিন, আমি দান দিব, ধর্মশ্রবণ করিব।' ইহলোক হইতে চ্যুত হইয়া পরলোকই (সরাসরি) উৎপন্ন হয়। ইহা প্রকাশ করিতেই এই কথা বলা হইয়াছে। 'পাথেয়' এই বিষয়ে উপরে কিছু বলা হইয়াছে। উপাসকের চিত্তকে পুনঃপুন দৃঢ় করার জন্যই শাস্তা ইহা বলিয়াছেন। 'জাতিজরং' জন্ম, জরার সঙ্গে ব্যাধি ও মৃত্যুকেও এখানে গ্রহণ করিতে হইবে। পূর্বের দুই গাথার দ্বারা অনাগামী মার্গ দেশিত হইয়াছে এবং পরের দুইটি গাথার দ্বারা অর্হত্ত্বমার্গ উপদিষ্ট হইয়াছে। এতৎ সত্ত্বেও রাজা যেমন নিজের মুখপ্রমাণ কবল (গ্রাস) তৈরি করিয়া পুত্রের নিকট ধরিলেও পুত্র নিজের মুখপ্রমাণই গ্রহণ করে, তদ্রূপ শাস্তা উপরিমার্গবশে ধর্মদেশনা করিলেও (বৃদ্ধ) উপাসক নিজের উপনিশ্রয়বশে পূর্বের অনুমোদনকালে স্রোতাপত্তিফল লাভ করিয়াছেন এবং পরের অনুমোদন শেষে অনাগামী ফলই প্রাপ্ত হইয়াছেন। উপস্থিত অন্যান্য সকলের নিকটও এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

গোঘাতক পুত্রের উপাখ্যান সমাপ্ত

জনৈক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান—২

৫. অনুপুব্বেন মেধাবী থোকথোকং খণে খণে,
কম্মারো রজতস্সেব নিদ্ধমে মলমত্তনো।...২৩৯

অনুবাদ : কর্মকার যেমন রূপোর ময়লা দূর করে, সেরূপ বিজ্ঞজন আস্তে আস্তে অল্প অল্প করে ক্রমশ স্বীয় অশুদ্ধি দূর করবেন।

অন্বয় : মেধাবী অত্তনো মলং (মেধাবী আত্মার মল) কম্মারো রজতস্সবমলম্ এব (কর্মকারের রজতমলের ন্যায়) অনুপুকেন থোকথোকং খণে খণে নিদ্ধমে (আস্তে আস্তে অল্প অল্প করে ক্রমশ দূর করবে)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : সৎ কাজের অনুষ্ঠানে অধৈর্য প্রয়োজন নেই, কারণ 'উদবিন্দু নিপাতেন উদকুম্ভোপি পূরতি' বিন্দু বিন্দু জলেই কলস পরিপূর্ণ হয়। নিজের অন্তরকে শুদ্ধ করা, মলমুক্ত করা এক মুহূর্তের কাজ নয়, তা সময়সাধ্য, চেষ্টাসাধ্য।

http://kalpataruboi.org

'ক্রমে ক্রমে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে জনৈক ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন।

সেই ব্রাহ্মণ একদিন সকালে বাহির হইয়া ভিক্ষুরা যেখানে চীবর পরিধান করেন সেখানে দাঁড়াইয়া ভিক্ষুদের চীবর পরিধান করা অবলোকন করিতেছিলেন। সেই স্থান তৃণপরিপূর্ণ ছিল। জনৈক ভিক্ষু চীবর পরিধানকালে চীবরের কোণা তৃণে জড়াইয়া শিশিরবিন্দুর দ্বারা সিক্ত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন—'এই স্থান তৃণশূন্য করিতে হইবে' ভাবিয়া কোদাল লইয়া যাইয়া তৃণশূন্য করিয়া মসৃণ করিয়া দিলেন। পরের দিন তিনি আবার ঐস্থানে আসিয়া দেখিলেন ভিক্ষুরা চীবর পরিধানকালে চীবরের কোণা ভূমিতে পড়িয়া পাংশুর দ্বারা ক্লিষ্ট হইল। তিনি ভাবিলেন—'এই স্থানে বালুকা ছড়াইতে হইবে।' ভাবিয়া বালুকা ছড়াইয়া দিলেন।

আর একদিন পূর্বাহ্নে সূর্যের প্রখর উত্তাপ হইল, তখন চীবর পরিধানকালে ভিক্ষুদের শরীর ঘর্মাক্ত হইয়াছে, দেখিয়া ব্রাহ্মণ ভাবিলেন—'এখানে আমি একটি মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া দিব।' এবং একটি মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া দিলেন। পরের দিন সকালেই বৃষ্টিপাত হইল এবং আকাশে আরও প্রচুর মেঘ ছিল। সেদিনও ব্রাহ্মণ দেখিলেন যে চীবর পরিধানকালে ভিক্ষুদের চীবর ভিজিয়া গেল। তিনি চিন্তা করিলেন—'এখানে একটি শালা তৈরি করিতে হইবে' এবং শালা তৈরি করাইয়া 'আমি শালা উৎসর্গের জন্য উৎসব করিব' ভাবিয়া বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়া (শালার) ভিতরে এবং বাহিরে ভিক্ষুদের বসাইয়া ভোজনকৃত্যাবসানে অনুমোদনের জন্য শাস্তার ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত শাস্তাকে জ্ঞাপন করিবার জন্য বলিলেন—'ভন্তে, আমি ভিক্ষুদের চীবর পরিধানস্থলে দাঁড়াইয়া নানা অসুবিধা লক্ষ্য করিয়া অনেক কিছু ব্যবস্থা করিয়াছি।' শাস্তা ইহা শুনিয়া বলিলেন—'হে ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ব্যক্তিগণ ক্ষণে ক্ষণে অল্প অল্প কুশল সম্পাদন করিয়া ক্রমে ক্রমে নিজের অকুশলমন দূরীভূত করেন' বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'স্বর্ণকার যেমন বারবার উত্তাপ প্রয়োগের দ্বারা রজতের মল দূরীভূত করে, তদ্রূপ মেধাবী ব্যক্তিও ক্ষণে ক্ষণে অল্প অল্প করিয়া আপনার অশুদ্ধি বিদূরিত করিবেন।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২৩৯

অন্বয় : 'অনুপুব্বেন' ক্রমে ক্রমে। 'মেধাবী' ধর্মরূপ ওজঃ এবং প্রজ্ঞার দ্বারা সমন্বাগত। 'ক্ষণে ক্ষণে' অবকাশে অবকাশে কুশল করিতে করিতে। 'কম্মারো রজতস্সেব' যেমন স্বর্ণকার একবার মাত্র স্বর্ণকে তপ্ত করিয়া খণ্ডিত করিয়া, মল দূরীভূত করিয়া পরিধানযোগ্য অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে পারে না, পুনঃ পুনঃ তপ্ত করিয়া খণ্ডিত করিয়া মল দূরীভূত করে, তারপর নানাপ্রকার অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে পারে, তদ্রূপ পুনঃ পুনঃ কুশল সম্পাদন করিয়া মেধাবী ব্যক্তি নিজের রাগাদি মল ধৌত করেন। এইভাবে ধৌতমল এবং ক্লেশশূন্য হইয়া থাকেন।

http://kalpataruboi.org

দেশনাবসানে ব্রাহ্মণ স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, এই ধর্মদেশনা মহতী জনতার নিকটও সার্থক হইয়াছিল।

জনৈক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান সমাপ্ত

তিষ্য স্থবিরের উপাখ্যান—৩

৬. অযসা'ব মলং সমুট্‌ঠিতং তদুট্‌ঠায তমেব খাদতি,
এবং অতিধোনচারিনং সককম্মানি নযন্তি দুগ্‌গতিং।...২৪০

অনুবাদ : লৌহজাত ময়লা যেমন লৌহকেই ক্ষয় করে, সেরূপ অর্ধমচারী ব্যক্তিকে স্বকৃত কর্মসমূহই দুর্গতিগ্রস্ত করে।

অন্বয় : অযসা মলং এব সমুট্‌ঠিতং (লৌহ থেকে সমুত্থিত মল যেমন) তম্ এব খাদতি (তাকেই খেয়ে ফেলে) এবং অতিধোনচারিনং (এরূপ অতি ধাবনশীল ব্যক্তিকে) সক কম্মানি (স্বকর্ম সকল) দুগ্‌গতিং নযন্তি (দুর্গতি এনে দেয়)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : মানুষের সুগতি-দুর্গতির কর্তা সে নিজেই, নিজের কর্মই তার জীবনের পথ নির্দিষ্ট করে দেয়। দুষ্কর্মের ফলে চিত্ত কলুষিত হয়, আর কলুষিত চিত্ত অনেক দুঃখ বহন করে আনে।

'লৌহজাত ময়লা' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে তিষ্য স্থবির নামক ভিক্ষুকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন।

শ্রাবস্তীবাসি জনৈক কুলপুত্র প্রব্রজিত হইয়া ও উপসম্পদা লাভ করিয়া তিষ্য স্থবির নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি একবার জনপদবিহারে বর্ষাবাস করিয়া আটহাত বিশিষ্ট স্থূল বস্ত্র লাভ করিয়া বর্ষাবাসের শেষে প্রবারণা শেষ করিয়া সেই বস্ত্রখণ্ড লইয়া ভগিনীর হস্তে অর্পণ করিলেন। 'এই বস্ত্র আমার ভ্রাতার উপযুক্ত নহে' ইহা চিন্তা করিয়া ভগিনী সেই বস্ত্রটি তীক্ষ্ণ ছুরিকার দ্বারা কর্তিত করিয়া ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া উদুখলে কুটিয়া পিটিয়া ধুনিত করিয়া সূক্ষ্ম সুতা প্রস্তুত করিয়া তদদ্বারা মসৃণ বস্ত্র নির্মাণ করিলেন। স্থবিরও সুতা এবং সুচ প্রভৃতি ব্যবস্থা করিয়া চীবরকারক তরুণ শ্রামণেরগণকে একত্রিত করিয়া ভগিনীর নিকট যাইয়া বলিলেন—'আমার ঐ বস্ত্রখানি দাও, আমি চীবর প্রস্তুত করাইব।' ভগিনী নয়হাতের বস্ত্রখানি বাহির করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতার হস্তে অর্পণ করিলেন। তিনি সেই বস্ত্রখানি খুলিয়া দেখিয়া ভগিনীকে বলিলেন—'আমার বস্ত্রখণ্ড ছিল স্থূল এবং আট হাতের আর এইটা সূক্ষ্মবস্ত্র এবং নয় হাতের। ইহা আমার বস্ত্র নহে। ইহা তোমারই হইবে, আমার ইহাতে প্রয়োজন নাই, আমারটাই আমাকে দাও।'

'ভন্তে, ইহা আপনারই কাপড়, ইহা গ্রহণ করুন।' তিনি তাহা লইতে চাহিলেন না। ভগিনী তখন তিনি যাহা যাহা করিয়াছেন সমস্ত জ্ঞাপন করিয়া 'ভন্তে, ইহা আপনারই কাপড় গ্রহণ করুন।' বলিয়া তাহা প্রদান করিলেন। তিনি তাহা লইয়া বিহারে যাইয়া চীবর প্রস্তুতি কর্ম আরম্ভ করিলেন।

http://kalpataruboi.org

তাঁহার ভগিনী চীবর প্রস্তুতকারকদের জন্য যাগু ভাত প্রভৃতির ব্যবস্থা করিলেন। যেদিন চীবর তৈরির কাজ সম্পন্ন হয় সেইদিন তাঁহাদের জন্য বিশেষ সেবাসৎকারের ব্যবস্থা করিলেন। চীবর দেখিয়া স্থবির ইহার প্রতি মমতাগ্রস্ত হইলেন এবং ভাবিলেন—'আগামীকল্য ইহা পরিধান করিব। এবং ইহা ভাঁজ করিয়া চীবর রাখিবার বাঁশে রাখিলেন এবং সেই রাত্রিতেই অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত হইয়া কালগত হইয়া সেই চীবরেই উকুন হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন। ভগিনীও তাঁহার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া ভিক্ষুদের পদতলে পতিত হইয়া গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার দেহসৎকার করিয়া ভিক্ষুগণ রোগীর সেবাকারী কাহাকেও না পাইয়া ভাবিলেন ইহা সঙ্ঘেরই প্রাপ্য, অতএব আমরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইব।' বলিয়া চীবরখানি বাহির করিলেন। 'ইহারা আমার জিনিস নষ্ট করিতেছে' ভাবিয়া উকুনটি কাঁদিয়া কাঁদিয়া ইতস্তত ছুটিতে লাগিল। শাস্তা গন্ধকুটিতে বসিয়াই এই ক্রন্দন ধ্বনি শুনিয়া আনন্দকে বলিলেন—'আনন্দ, চীবরখানি ভাগ না করিয়া সাতদিন রাখিয়া দিতে বল।' স্থবির তাহাই করিলেন। সেই উকুনটিও সপ্তম দিবসে কালগত হইয়া তুষিত বিমানে জন্মগ্রহণ করিল। শাস্তা আদেশ দিলেন—'অষ্টম দিবসে তিষ্যের চীবর ভাগ করিয়া গ্রহণ কর।' ভিক্ষুরা তাহাই করিলেন।

ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় কথা উত্থাপিত করিলেন—'শাস্তা কেন তিষ্যের চীবর সাতদিন রাখিয়া দিয়া অষ্টম দিবসে গ্রহণ করিবার অনুমতি দিলেন?'

শাস্তা আসিয়া—'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বিষয় লইয়া এখন আলোচনা করিতে সম্মিলিত হইয়াছ?' জিজ্ঞাসা করিলে 'এই বিষয়ে ভন্তে' বলিয়া উক্ত হইলে শাস্তা বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, তিষ্য (মৃত্যুর পর) নিজের চীবরেই উকুন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তোমরা চীবরখানি ভাগ করিতে থাকিলে সে 'ইহারা আমার জিনিস নষ্ট করিতেছে' বলিয়া রোদন করিতে করিতে ইতস্তত ছোটাছুটি করিতেছিল। তোমরা চীবর ভাগ করিয়া লইলে সে তাহার চিত্তকে প্রদুষ্ট করিয়া নরকে উৎপন্ন হইত, তাই আমি সাতদিন চীবরখানি রাখিয়া দিতে বলিয়াছিলাম। এখন সে তুষিত বিমানে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাই তোমাদের চীবর গ্রহণকে আমি অনুমোদন করিয়াছি।' শাস্তা এইরূপ বলিলে ভিক্ষুগণ বলিলেন—'ভন্তে, তৃষ্ণা বাস্তবিকই ভীষণ ক্ষতিকারক।' শাস্তা বলিলেন—'হ্যাঁ, ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণের তৃষ্ণা অত্যন্ত অনিষ্টকারক। যেমন লৌহ হইতে মল উৎপন্ন হইয়া লৌহকেই ভক্ষণ করে, বিনাশ করে, অব্যবহার্য করিয়া দেয়' তদ্রূপ এই তৃষ্ণা সত্ত্বগণের অভ্যন্তরে উৎপন্ন হইয়া সত্ত্বগণকে নরকাদিতে জন্মগ্রহণ করায়, বিনষ্ট করে' ইহা বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'লৌহ হইতে জাত কলঙ্ক যেমন লৌহকেই ভক্ষণ করে তদ্রূপ অধর্মচারীর স্বকৃতকর্ম তাহাকেই দুর্গতিগ্রস্ত করে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২৪০

অন্বয় : 'অয়সাব' অর্থাৎ অয় বা লৌহ হইতে সমুত্থিত। 'ততুট্‌ঠায়' অর্থাৎ

http://kalpataruboi.org

তাহা হইতে (নিজ হইতে) উত্থিত হইয়া। 'অতিধোনচারিনং' ধোন হইতেছে চারি প্রকার 'নিস্সয়' বা প্রত্যয় (যেমন : ভোজন, চীবর, বাসস্থান এবং ভৈষজ্য) যেগুলিকে যথাযথভাবে প্রত্যবেক্ষণ করিয়া ভোগ করা উচিত। মাত্রা অতিরিক্তকারীকে বলা হয় 'অতিধোনচারী'। তাই বলা হইয়াছে—যেমন লৌহ হইতে উত্থিত মল লৌহকেই ভক্ষণ করে, তদ্রূপ চারি প্রত্যয় প্রত্যবেক্ষণ না করিয়া ভোগ করিলে 'অতিধোনচারী' বলা হয় এবং স্বীয় কৃত কর্মসমূহ নিজ স্থানে বর্তমান থাকিয়া অতিধোনচারীকে দুর্গতিগ্রস্ত করায়। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছিলেন।

তিষ্য স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

লালুদায়ি স্থবিরের উপাখ্যান—৪

৭. অসজ্ঝাযমলা মন্তা অনুট্ঠানমলা ঘরা,
মলং বণ্ণস্স কোসজ্জং পমাদো রক্খতো মলং।...২৪১

অনুবাদ : অনভ্যাস মন্ত্রের মল, অসংস্কার গৃহের মল, আলস্য দেহের মল আর রক্ষকের মল অনবধানতা।

অন্বয় : মন্তা অসজ্ঝাযমলা (স্বাধ্যায়হীনতা মন্ত্রের মল), ঘরা অনুট্ঠানমলা (অনুত্থান অর্থাৎ অসংস্কার ঘরের ময়লা), বণ্ণস্স কোসজ্জং মলং (আলস্য বর্ণের অর্থাৎ দেহের মল), রক্খতো পমাদো মলং (রক্ষকের মল প্রমাদ)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : অব্যবহারে সবকিছুর উপরই মালিন্যের আবরণ পড়ে। শাণিত তরবারি ব্যবহার না করলে তীক্ষ্ণতা হারায়, এমন কি সোনা পর্যন্ত মার্জনা না করলে বিবর্ণ হয়ে পড়ে। বিদ্যার ক্ষেত্রেও সে কথা প্রযোজ্য। চর্চার অভাবে ক্রমশ তা অব্যবহার্য হয়ে যায়। তেমনি সদাতৎপর হয়ে গৃহকে পরিচ্ছন্ন না রাখলে তা বাসের অযোগ্য হয়। দেহকে যেমন অনবরতই পরিচ্ছন্ন না করলে তা শুচিতা ও সৌন্দর্য হারায়, তেমনি চিত্তকেও যদি সৎকর্মে তৎপর না রাখা যায় তবে নানা প্রলোভনের বশীভূত হয়ে তার শুদ্ধতা নষ্ট হয়।

'পুন পুন অভ্যাস না করার মল' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে লালুদায়ি স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন।

শ্রাবস্তীতে পাঁচ কোটি আর্যশ্রাবক এবং দুই কোটি সাধারণ লোক বাস করিতেন। আর্যশ্রাবকগণ পূর্বাহ্নে দান দিয়া অপরাহ্নে ঘৃত-তৈল-মধু-গুড়-বস্ত্রাদি লইয়া বিহারে যাইয়া ধর্মকথা শুনিতেন। ধর্মশ্রবণ করিয়া ফিরিবার সময় সারিপুত্র-মৌদ্গল্যায়ন প্রমুখদের গুণকীর্তন করিতেন। উদায়ি স্থবির তাঁহাদের কথা শুনিয়া বলিতেন—'ইহাদের ধর্মকথা শুনিয়া তোমরা এইরূপ বলিতেছ, আমার ধর্মকথা শুনিলে কি না বলিবে।' লোকেরা তাঁহার কথা শুনিয়া 'ইনি নিশ্চয়ই একজন ধর্মকথিক হইবেন, ইহারও ধর্মকথা আমাদের শোনা উচিত' চিন্তা করিয়া একদিন

http://kalpataruboi.org

স্থবিরকে বলিল—'ভন্তে, অদ্য আমাদের ধর্মশ্রবণের দিন' এবং সঙ্ঘকে দান দিয়া বলিল—'ভন্তে, অদ্য আপনি আমাদের ধর্মকথা শ্রবণ করাইবেন।' স্থবিরও অনুমতি দিলেন।

ধর্মশ্রবণের সময় তাহারা আসিয়া বলিল—'ভন্তে, আমাদের ধর্ম শ্রবণ করান।' লালুদায়ি স্থবির আসনে বসিয়া চিত্রব্যজনী লইয়া ব্যজন করিতে করিতে একটিও ধর্মপদ মনে করিতে না পারিয়া বলিলেন—'আমি আবৃত্তি করিব, অন্য কেহ ধর্মকথা বলুন' এবং আসন হইতে অবতরণ করিলেন। তাহারা অন্যের দ্বারা ধর্মকথা বলাইয়া পুনরাবৃত্তির জন্য স্থবিরকে আসনে বসাইল। তিনি পুনরায় কিছু আবৃত্তি করিতে না পারিয়া বলিলেন—'আমি রাত্রিবেলায় ধর্মোপদেশ দিব, তখন অন্য কোন ভিক্ষু ধর্মপদ আবৃত্তি করুক।' এবং আসন হইতে অবতরণ করিলেন। তাহারা অন্যের দ্বারা ধর্মপদ আবৃত্তি করাইয়া রাত্রিবেলায় তাঁহার নিকট আসিয়া ধর্মশ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিল। স্থবির রাত্রিবেলায়ও কোন ধর্মপদ আবৃত্তি করিতে না পারিয়া 'আমি প্রত্যুষকালে বলিব, এবং অন্য কেহ বলুক' বলিয়া আসন হইতে অবতরণ করিলেন। তাহার রাত্রিবেলায় অন্যের দ্বারা ধর্ম ভাষণ করাইয়া প্রত্যুষে স্থবিরের নিকট আসিল। স্থবির কিছুই বলিতে পারিলেন না। তখন লোকেরা লোষ্ট্র, দণ্ডাদি লইয়া 'মূর্খ, আমরা সারিপুত্র মৌদ্‌গল্যায়ন প্রমুখদের গুণকীর্তন করিলে তুমি নানা কথা বলিতে, এখন কোন কিছু বলিতে পারিতেছ না' বলিয়া প্রহার করিতে থাকিলে স্থবির পলায়ন করিল। জনগণ তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। তিনি পলায়ন করিতে করিতে একটি গূথকূপে পতিত হইলেন।

জনগণ কথা উত্থাপন করিল—'সারিপুত্র মৌদ্‌গল্যায়ন প্রমুখদের গুণকীর্তন হইতে থাকিলে লালুদায়ী ঈর্ষাপরবশ হইয়া নিজের ধর্মকথিকভাব প্রকাশ করিতে থাকিলে জনগণ তাহার সৎকার করিয়া 'আমাদের ধর্ম শ্রবণ করান' বলিয়া প্রার্থনা করিলে তিনি চারিবার ধর্মাসনে বসিয়াও কিছুই বলিতে পারিলেন না। তখন লোকেরা 'তুমি আমাদের আর্য সারিপুত্র মৌদ্‌গল্যায়ন প্রমুখদের সমকক্ষ হইতে দাও' বলিয়া লোষ্ট্র দণ্ডাদি লইয়া প্রহার করিতে থাকিলে সে পলায়ন করিতে করিতে গূথকূপে পতিত হইয়াছে।' শাস্তা আসিয়া 'হে ভিক্ষুগণ তোমরা কি বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে এখন সম্মিলিত হইয়াছ?' 'এই বিষয়ে, ভন্তে' বলিলে শাস্তা বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, শুধু এইবারেই নহে, অতীতেও একবার সে গূথকূপে পতিত হইয়াছিল' বলিয়া অতীতের ঘটনা উদ্ধৃত করিয়া জাতক কথা বলিয়া এই দুইটি গাথা ভাষণ করিলেন—

'হে সৌম্য, আমিও চতুষ্পদ, তুমিও চতুষ্পদ। সৌম্য তুমি ফিরিয়া আইস, ভীত হইয়া কেন পলায়ন করিতেছ?' [শুকর বলিল]

'হে শুকর, তোমার গায়ে অশুচি-পূতি লোক, দুর্গন্ধ নির্গত হইতেছে। তুমি যদি আমার সঙ্গে লড়িতে চাহ, আমি তোমাকেই জয়ী ঘোষণা করিব।' [সিংহ বলিল]

http://kalpataruboi.org

তখন সারিপুত্র ছিলেন সেই সিংহ এবং লালুদায়ী ছিল সেই শুকর। শাস্তা এই ধর্মদেশনা উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, লালুদায়ী নামমাত্র ধর্ম শিক্ষা করিয়াছে, ইহার চর্চা করে নাই। যে কেহ কম বা বেশি ধর্ম শিক্ষা করিয়া যদি চর্চা না করে তাহার সমস্তই বৃথা যায়।' ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'অনভ্যাস মন্ত্রের মল, অসংস্কার গৃহের মল, আলস্য সৌন্দর্যের মল, অনবধানতা রক্ষীর মল।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২৪১

অন্বয় : 'অসজ্ঝায়মলা' যাহা কিছু শাস্ত্র বা শিক্ষা পুনঃ পুনঃ চিন্তন-মনন না করিলে তাহা বিনষ্ট হয় অথবা (প্রয়োজনে) স্মৃতিপথে জাগ্রত থাকে না। তাই বলা হইয়াছে 'অনভ্যাস মন্ত্রের মল'। গৃহে বাস করিলে সর্বদা গৃহকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও জীর্ণ সংস্কার করিতে হয়, তাহা না হইলে গৃহ নষ্ট হইয়া যায়। তাই বলা হইয়াছে 'অসংস্কার গৃহের মল'। গৃহী হউক বা প্রব্রজিত হউক, আলস্যবশত শরীর পরিষ্কার না করিলে ইহা দুর্বর্ণ হয়, ব্যবহার্য দ্রব্যাদি পরিষ্কার না রাখিলে বিনষ্ট' হয়। তাই বলা হইয়াছে 'আলস্য সৌন্দর্যের মল।' অসাবধানতায় রক্ষকের প্রচুর ক্ষতি হয়। যেমন গো-রক্ষক 'যদি নিদ্রালু কিংবা ক্রীড়াপরায়ণ হয়, তাহা হইলে গরুগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া অপরের ক্ষেত নষ্ট করে, কিংবা হিংস্র জন্তুর কবলে পড়ে। ইহাতে সে প্রভু কর্তৃক তিরস্কৃত ও দণ্ডিত হয়। সেরূপ যে প্রব্রজিত ব্যক্তি নিজের ষড়িন্দ্রিয়কে প্রলোভন হইতে রক্ষা না করে, তাহাতে তাহার চিত্তে পাপরাশি সঞ্চিত হইয়া প্রব্রজ্যাচ্যুত হইবার আশঙ্কা প্রবল হয়। সেজন্য বলা হইয়াছে—'প্রমাদ রক্ষকের মল স্বরূপ।' দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তি ফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

লালুদায়ি স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

জনৈক কুলপুত্রের উপাখ্যান—৫

৮. মলিত্থিযা দুচ্চরিতং, মচ্ছেরং দদতো মলং,
মলা বে পাপকা ধম্মা অস্মিং লোকে পরম্হি চ।

৯. ততো মলা মলতরং অবিজ্জা পরমং মলং,
এতং মলং পহত্বান নিম্মলা হোথ ভিক্খরো।...২৪২-২৪৩

অনুবাদ : দুশ্চরিত্র স্ত্রীলোকের মল, অহঙ্কার দাতার মল আর পাপকার্য ইহ ও পরলোকের মল। এ সকল মল অপেক্ষা আর একটি অধিকতর মল আছে তা হল অবিদ্যা, যা হল সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট মল। হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এই মল বর্জন করে নির্মল হও।

অন্বয় : ইত্থিযা দুচ্চরিতং মলং (স্ত্রীলোকের মল দুশ্চরিত্রতা), দদতো মচ্ছেরং মলং (দাতার মল মাৎসর্য), অস্মিং লোকে পরম্হি চ (এই লোকে এবং

http://kalpataruboi.org

পরলোকে) পাপকা ধম্মা বে মলা (পাপাচরণই মল)। ততো মলতরং মলা (এ অপেক্ষা অধিকতর মল আছে), অবিজ্জা পরমং মলং (অবিদ্যা সবচেয়ে নিকৃষ্ট মল) ভিক্খবো এতং মলং পহত্বান (হে ভিক্ষুগণ, এই মল পরিহার করে) নিম্মলা হোথ (নির্মল হও)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : অবিশ্বস্ত স্ত্রী শুধু গৃহ-নীড়টিই নষ্ট করে না, তার কলঙ্ক চতুর্দিকে ব্যাপ্ত করে যে ঘৃণা আর লজ্জার পরিধি রচনা করে। অগ্নিবেষ্টিত ক্ষেত্রের মতই তা গৃহস্থকে তাপদগ্ধ করে তার গতিবিধিকে সঙ্কুচিত করে। অসচ্চরিত্রতা যেমন স্ত্রীর কলঙ্ক, তেমনি কৃপণতা দানশীলতার পরিপন্থী। ছায়ার মত তা দানের প্রবৃত্তিকে আড়াল করে অকর্মণ্য করে রাখে, পুণ্যকর্মের ফল থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে। পাপের পরিণতি শুধু দুঃখময় নয় তা দীর্ঘস্থায়ি, তুষের আগুনের মত তা মানুষকে দগ্ধ করে। কিন্তু সব দুঃখের থেকে গুরুতর দুঃখ হল অজ্ঞান। অন্য দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া অপেক্ষা অবিদ্যা দ্বারা অধিকৃত চিত্তকে মুক্ত করা বহুগুণ কঠিন।

'দুশ্চরিত্রতা স্ত্রীলোকের মল' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে জনৈক কুলপুত্রকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

সেই কুলপুত্রের জন্য সদৃশ বংশ হইতে কুমারিকা আনা হইয়াছিল। সেই কুমারিকাকে যেদিন হইতে আনা হইয়াছিল সেদিন হইতে সে অতিচারিণী হইয়াছিল। সেই কুলপুত্র তাহার দুশ্চরিত্রতার জন্য লোকের কাছে মুখ দেখাইতে পারিত না। এমন কি (ভগবান) বুদ্ধের সেবা সৎকারাদিও করিত না। কিছুদিন পর সে শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিল। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি উপাসক, তোমাকে ত দেখাই পাওয়া যায় না?' কুলপুত্র সমস্ত ব্যাপার শাস্তাকে জানাইল। তখন শাস্তা তাহাকে বলিলেন—'হে উপাসক, আমি পূর্বেও বলিয়াছি যে, স্ত্রীলোকেরা হইতেছে নদী প্রভৃতির ন্যায়, জ্ঞানী ব্যক্তির উচিত নয় তাহাদের প্রতি ক্রোধ করা। কিন্তু ভব-প্রতিচ্ছন্নতা হেতু তুমি তাহা বুঝিতে পারিতেছ না।' ইহার পর তাহার দ্বারা প্রার্থিত হইয়া শাস্তা জাতক কাহিনীর (জাতক সংখ্যা ৬৫) অবতারণা করিয়া এই গাথা বলিলেন—

'নদী, পথ, পানাগার, সভা এবং পথিপার্শ্বে বর্তমান বিশ্রামাগারের ন্যায় জগতে স্ত্রীলোকের স্বভাব-সীমা জানা যায় না।' তারপর বলিলেন—'হে উপাসক, স্ত্রীলোকের মল হইতেছে তাহার দুশ্চরিত্রতা, মাৎসর্য হইতেছে দান দাতার মল, ইহ-পরলোকে বিনাশপ্রাপ্তি ঘটায় বলিয়া অকুশলকর্ম হইতেছে সত্ত্বগণের মল, অবিদ্যা হইতেছে সর্বনিকৃষ্ট মল।' তারপর শাস্তা এই গাথাদ্বয় ভাষণ করিলেন—

'দুশ্চরিত্রতা স্ত্রীলোকের মল, মাৎসর্য দাতার মল, ইহলোক ও পরলোকে পাপকর্মসমূহ মলস্বরূপ।

'এই সকল মল অপেক্ষা অধিকতর নিকৃষ্ট মল হইতেছে অবিদ্যা। হে ভিক্ষুগণ, তোমরা মল পরিহারপূর্বক নির্মল হও।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২৪২-২৪৩

অন্বয় : 'দুচ্চরিতং' পাপাচার। পাপাচারিণী স্ত্রীলোককে স্বামীও গৃহ হইতে

http://kalpataruboi.org

বহিষ্কার করিয়া দেয়, মাতাপিতার নিকট যাইয়া বলিলেও 'তুমি কুলের কলঙ্ক, তোমাকে দর্শন করাও পাপ।' বলিয়া তাহাকে বহিষ্কার করে। সেই স্ত্রীলোক অনাথার মত বিচরণ করিতে করিতে মহাদুঃখ ভোগ করে। তাই তাহার দুশ্চরিত্রতাকে 'মলের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।' 'দদতো' দাতার। ক্ষেত্র কর্ষণকালে দাতার চিত্ত উৎপন্ন হয় 'ফসল হইলে শলাক ভক্তাদি (ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রদত্ত এক প্রকার দান। যখন ভিক্ষুসঙ্ঘের সকলকে দান দেওয়া সম্ভব হয় না, তখন শলাকা চালনের দ্বারা নির্দিষ্ট কয়েকজনকে দান দেওয়া হয় বলিয়া উক্ত দানের নাম 'সলাকভত্ত') দান দিব মনস্থির করিয়া ফসল উৎপন্ন হইলে মাৎসর্যবশত ত্যাগচিত্ত (দানচিত্তকে) নিবারিত করে। সে তখন মাৎসর্যবশত ত্যাগচিত্ত উৎপন্ন করিতে না পারিয়া মনুষ্যসম্পত্তি, দিব্যসম্পত্তি ও নির্বাণসম্পত্তি—এই ত্রিবিধ সম্পত্তি লাভ হইতে বঞ্চিত হয়। তাই বলা হইয়াছে 'মাৎসর্য হইতেছে দাতার মল'। পরবর্তীগুলির ব্যাপারেও এই নিয়ম জানিতে হইবে। 'পাপকা ধম্মা' অকুশল পাপধর্মসমূহ ইহলোকে ও পরলোকে মলসদৃশ।

'ততো' অর্থাৎ উপরের শ্লোকে বর্ণিত মল অপেক্ষা। 'মলতরং' অর্থাৎ 'আরও নিকৃষ্ট মল বলিয়া তোমাদের বলিতেছি' এই অর্থ। 'অবিজ্জাতি' অষ্টবস্তুক অজ্ঞানই বা অজ্ঞানতা মানুষের মুক্তিলাভের গুরুতর অন্তরায়। অবিদ্যাচ্ছন্ন মানব বহু 'জন্ম-জন্মান্তর ব্যাপিয়া সংসারে দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে।' 'পহত্বান' উক্ত অবিদ্যারূপ মলকে দূরীভূত করিয়া, হে ভিক্ষুগণ, তোমরা নির্মল হও, বিশুদ্ধ হও—এই অর্থ। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

জনৈক কুলপুত্রের উপাখ্যান সমাপ্ত

চূলশারির উপাখ্যান—৬

১০. সুজীবং অহিরিকেন কাকসূরেন ধংসিনা,
পক্খন্দিনা পগব্ভেন সঙ্কিলিট্ঠেন জীবিতং।

১১. হিরীমতা চ দুজ্জীবং নিচ্চং সুচিগবেসিনা,
অলীনেন'প্পগব্ভেন সুদ্ধাজীবেন পস্সতা।...২৪৪-২৪৫

অনুবাদ : যে খাদ্য সংগ্রহের নির্লজ্জ কাকের ন্যায় ধূর্ত, পরের অনিষ্টে নত, দাম্ভিক, প্রগল্ভ এবং পাপচরিত্র তার পক্ষে জীবনযাত্রা নির্বাহ সহজ। কিন্তু যিনি বিনয়ী, সুচিসম্পন্ন, অনাসক্ত, অপ্রগল্ভ এবং শুদ্ধ জীবনকে যিনি আদর্শন জ্ঞান করেন, এরূপ ব্যক্তির জীবন কষ্টে কাটে।

অন্বয় : অরিহিকেন (হ্রীবিহীন, নির্লজ্জ), কাকসূরেন (কাকশূর, কাকের ন্যায় সাহসী, ধ্বংসকারী), পক্খন্দিনা (ভ্রষ্টাচারী) পগব্বেন (প্রগল্ভ) সংকিলিট্ঠেন (সংক্লিষ্ট পাপাশয়) [এদের] জীবিতং (জীবন) সুজীবং (সুখে কাটে)। হিরীমতা (হ্রীমান বিনয়ী) নিচ্চং সূচিগবেসিনা (নিত্য শৌচান্বেষী)

http://kalpataruboi.org

অলীনেন (অনাসক্ত), অপ্পগব্‌ভেন (অপ্রগল্‌ভ) পস্‌সতা (অন্তর্দৃষ্টি) সুদ্ধাজীবেন (শুদ্ধ ব্যক্তির) দুজ্জীবং (জীবন দুঃখে কাটে)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : পাপের পথ মসৃণ, সুগম, কিন্তু পুণ্যের পথ অতি দুর্গম। যা কষ্টকর মানুষের স্বভাবতই তাকে পরিহার করে, যা সুখকর তার দিকেই সে আকৃষ্ট হয়। তাই বেশির ভাগ মানুষই চলে পাপের সহজ পথে, নানা নীচতায়, কুশ্রীতায় অভ্যস্ত হয়। কিন্তু সদ্‌গুণের চর্চায় চিত্তকে পরিশুদ্ধ, সমস্ত সুখভোগকে পরিহার এবং কঠোরতাকে স্বীকার করে পুণ্যের কঠিন পথে চলেন মুষ্টিমেয় জ্ঞানী।

'জীবিকা সহজ' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে চূলশারি নামক সারিপুত্র স্থবিরের জনৈক সার্ধবিহারিককে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

একদিন চূলশারি বৈদ্যকর্ম করিয়া উৎকৃষ্ট ভোজন লাভ করিয়া প্রত্যাগমন কালে সারিপুত্র স্থবিরকে দেখিয়া বলিল—'ভন্তে, আমি বৈদ্যকর্ম করিয়া ইহা লাভ করিয়াছি, আপনি অন্যত্র এইরূপ ভোজন লাভ করিবেন না। ইহা ভোজন করুন। আমি বৈদ্যকর্ম করিয়া প্রত্যহ আপনার জন্য এইরূপ আহার আনয়ন করিব।' স্থবির তাহার কথা শুনিয়া নীরবে প্রস্থান করিলেন। ভিক্ষুগণ বিহারে যাইয়া এই বিষয় ভগবানকে জানাইলেন। শাস্তা—'হে ভিক্ষুগণ, নির্লজ্জ প্রগল্‌ভ ব্যক্তি ধূর্ত কাকের ন্যায় একুশ প্রকার অন্বেষণায় থাকিয়া সুখে জীবিকা নির্বাহ করে। পাপের প্রতি লজ্জা ও ভয়সম্পন্ন ব্যক্তি দুঃখীই হয়' এই কথা বলিয়া এই গাথাদ্বয় ভাষণ করিলেন—

'যে খাদ্যসংগ্রহে নির্লজ্জ কাকের ন্যায় ধূর্ত, পরের অনিষ্টকারী, দুঃসাহসী, প্রগল্‌ভ এবং যে কলঙ্কিত জীবনযাপন করে তাহার পক্ষে জীবিকা নির্বাহ সহজ।'

'যিনি পাপের প্রতি লজ্জা ও ভয়সম্পন্ন, সর্বদা জীবনের পবিত্রতা অন্বেষণ করেন, অগ্রগল্‌ভ বা উচ্ছৃঙ্খলতাবিহীন ও শুদ্ধজীবিকা আদর্শ করেন, তাদৃশ ধার্মিকের জীবিকানির্বাহ কষ্টসাধ্য।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২৪৪-২৪৫

অন্বয় : 'অহিরিকেন' পাপকার্যে লজ্জা ও ভয়হীন ব্যক্তির দ্বারা। এইরূপ ব্যক্তি যে মাতা নহে তাহাকে 'মাতা', যে পিতা নহে তাহাকে 'পিতা' ইত্যাদি সম্বোধনের দ্বারা এবং ঈদৃশ একবিংশতি প্রকার ছলনায় আহারের সংস্থানপূর্বক সুখে জীবনযাপন করে। 'কাকসুরেণ' ধূর্ত কাকের ন্যায়। ধূর্ত কাক যেমন লোকের গৃহ হইতে যাগু ইত্যাদি খাইতে ইচ্ছা করিয়া গৃহের প্রাচীর প্রভৃতি স্থানে বসিয়া তাহাকে (লোকেরা) দেখিতে পাইলেও যেন দেখিতে পায়নি, যেন সে অন্য কিছু লইয়া ব্যস্ত আছে, যেন ঘুমাইতেছে এইভাবে নানা ছলনায় অবস্থান করিয়া লোকদের অন্যমনস্কভাব দেখামাত্রই উড়িয়া যাইয়া লোকেরা 'সু সু' শব্দ করিলেও (অন্নব্যঞ্জনের) পাত্র হইতে চঞ্চুপূর্ণ আহার্যদ্রব্য লইয়া পলায়ন করে, তদ্রূপ নির্লজ্জ ও দুঃশীল ব্যক্তি ভিক্ষুদের সঙ্গে গ্রামে যাইয়া যাগু-অন্ন-ব্যঞ্জনাদির ব্যবস্থা করিয়া থাকে। ভিক্ষুগণ পিণ্ডচারণ করিয়া নিজের যাপনমাত্র ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া

http://kalpataruboi.org

আসনশালায় যাইয়া প্রত্যবেক্ষণ সহকারে যাগু পান করিয়া 'কর্মস্থানে' মনোনিবেশ করেন, স্বাধ্যায়ে রত হন এবং আসনশালা সম্মার্জিত করেন। কিন্তু দুঃশীল ভিক্ষু কোন কার্যই সম্পাদন না করিয়া পুনরায় (ভিক্ষান্নের সন্ধানে) গ্রামাভিমুখী হয়।

ভিক্ষুগণ 'ইহার কার্যকলাপ দেখ' বলিয়া তাহার দিকে তাকাইলেও যেন তাঁহারা তাহার দিকে তাকাননি, যেন অন্য বিশেষ কিছু লইয়া ব্যস্ত, যেন নিদ্রারত আছে, যেন চীবরের গ্রন্থি বন্ধন করিতেছে, যেন চীবর গুছাইয়া রাখিতেছে ইত্যাদি নানাবিধ ছলনা করিয়া 'আমার অমুক কাজ আছে' বলিয়া আসন হইতে উঠিয়া গ্রামে প্রবেশ করিয়া পূর্বেই নির্দিষ্টকৃত গৃহসমূহের কোন না কোন গৃহে যাইয়া গৃহের লোকজন কপাট সামান্য বন্ধ করিয়া দরজায় বসিয়া ক্রন্দনরত থাকিলেও একহাতে কপাটগুলি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তাহাকে দেখিয়া ইচ্ছা না থাকিলেও আসনে বসাইয়া ঘরে যা আছে তাহাই প্রদান করে। সে প্রয়োজনমত খাইয়া অবশিষ্ট পাত্রে লইয়া চলিয়া যায়। এইরূপ ভিক্ষুকে কাকশূর বা কাকের ন্যায় ধূর্ত বলা হইয়াছে। এইরূপ নির্লজ্জ ব্যক্তিরা সুখেই জীবনযাপন করে এই অর্থ।

'ধংসিনা' 'অমুক ভিক্ষু নির্লোভ' ইত্যাদি যাহারা বলে তাহাদের 'আমরা কি নির্লোভ নহি' ইত্যাদি বচনের দ্বারা সুশীল ভিক্ষুদের গুণ ধ্বংস করে বলিয়া 'ধংসিনা'। তদ্রূপ কথা শুনিয়া 'ইনিও নিশ্চয়ই নির্লোভাদি গুণযুক্ত' তাহা মনে করিয়া সাধারণ মনুষ্যগণ তাহাকে দান দেওয়া কর্তব্য মনে করে। তখন হইতে বিজ্ঞলোকদের মন জয় করিতে না পারিয়া সেই লাভ হইতেও চ্যুত হয়। এইভাবে ধ্বংসী ব্যক্তি নিজের এবং পরের লাভসৎকার নষ্ট করিয়া থাকে।

'পক্খন্দিনা' প্রবঞ্চকের দ্বারা। অন্যদের কাজকেও নিজের কাজের মত দেখানোর ভাণ করিয়া সকালেই ভিক্ষুগণ যখন চৈত্যাঙ্গণাদির ব্রত সম্পাদন করিয়া 'কর্মস্থান' ভাবনার জন্য স্বল্পক্ষণ বসিয়া উঠিয়া গ্রামে প্রবেশকালে স্বয়ং মুখ প্রক্ষালন করিয়া হরিদ্রাভ রঙের কাষায়বস্ত্র পরিধান করিয়া চোখের কাজল এবং মাথার তেল ইত্যাদির দ্বারা নিজেকে মণ্ডিত করিয়া সম্মার্জন করিতেছে ভাণ করিয়া দুই তিন বার সম্মার্জনীর শব্দ করিয়া দ্বারকোষ্ঠাভিমুখী হয়। মনুষ্যগণ সকালেই 'চৈত্য বন্দনা করিবে, মালাপূজা করিব' বলিয়া আসিয়া তাহাকে দেখিয়া 'এই বিহার এই তরুণ ভিক্ষুর কারণেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, ইহাকে অবহেলা করা উচিত নহে' বলিয়া তাহাকে দান দিয়া থাকে। এইরূপ ভণ্ড প্রবঞ্চকেরাও সুখে জীবনযাপন করে। 'পগব্ভেন' কায়-ঔদ্ধত্যাদি দোষের দ্বারা যুক্ত। 'সংকিলিট্ঠেন জীবিতং' এইভাবে জীবিকা নির্বাহকারী ব্যক্তির জীবিকাকে সংক্লিষ্টই বলা হয়। ইহাই দুঃজীবিত এবং পাপ।

'হিরীমতা চ' লজ্জা ও ভয়সম্পন্ন ব্যক্তির জীবিকা কষ্টসাধ্য। তিনি অমাতাকে 'মাতা' ইত্যাদি সম্বোধন করিয়া আহারাদি সংগ্রহ করেন না। অধর্মত লব্ধ দ্রব্যকে বিষ্ঠাবৎ পরিত্যাগ করিয়া ধর্মানুসারে ও শমানুসারে প্রতি গৃহে ভিক্ষার দ্বারা লব্ধ আহারাদির দ্বারা কৃচ্ছ্রতাসহকারে তিনি জীবিকা নির্বাহ করেন।

http://kalpataruboi.org

'সুচিগবেসিনা' তিনি কায়-বাক্য-মনের শুচিতা অনুসন্ধান করেন। 'অলীনেন জীবিকা-বৃত্তির প্রতি অসংলীন বা অনাসক্ত হইয়া। 'সুদ্ধাজীবেন পস্সতা' এইরূপ ব্যক্তিকে শুদ্ধাজীব বলা হয় অর্থাৎ শুদ্ধজীবী। এইরূপ শুদ্ধ জীবিকার দ্বারা সেই শুদ্ধাজীবকে সাররূপে গ্রহণ করার কারণে তাঁহার জীবন কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ এবং কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

চূলশারির উপাখ্যান সমাপ্ত

পঞ্চ উপাসকের উপাখ্যান (ক)—৭

১২. যো পাণং অতিপাতেতি মুসাবাদঞ্চ ভাসতি,
লোকে অদিন্নং আদিযতি পরদারঞ্চ গচ্ছতি।
১৩. সুরামেরযপানঞ্চ যো নরো অনুযুঞ্জতি,
ইধেবমেসো লোকস্মিং মূলং খণতি অত্তনো।
১৪. এবং ভো পুরিস, জানাহি পাপধম্মা অসঞ্ঞতা,
মা তং লোভো অধম্মো চ চির দুক্খায রন্ধয্যুং।...২৪৬-২৪৮

অনুবাদ : যে ব্যক্তি প্রাণিহত্যা করে, মিথ্যাকথা বলে, পরের দ্রব্য অপহরণ করে, পরদার গমন করে, সুরা প্রভৃতি মাদকদ্রব্য সেবন করে সে ইহজীবনেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং হে মানুষ, এরূপ ব্যক্তি অসংযত ও পাপচারী একথা জেনে রেখো। লোভ ও অধর্ম যেন তোমাকে দীর্ঘকাল দুঃখে আবদ্ধ না করে।

অন্বয় : যো পাণং অতিপাতেতি (যে প্রাণিহত্যা করে) মুসাবাদং চ ভাসতি (এবং মিথ্যা কথা বলে), লোকে (জগতে) অদিন্নং আদিযতি (অদত্ত বস্তু গ্রহণ করে), পরদারং চ গচ্ছতি (এবং পরদার গমন করে), যো নরো সুরামেরয পানং চ অনুযুঞ্জতি (যে ব্যক্তি সুরা-মৈরেয় পান করে), এবং এসো (এরূপ লোক) ইধ লোকস্মিং (এই পৃথিবীতে) অত্তনো মূলং খণতি (আত্মার মূল খনন করে)। ভো পুরিস (হে মানব), এবং (এরূপ লোককে) অসঞ্ঞতা পাপধম্মা (অসংযত ও পাপধর্ম) জানাহি (জানিবে)। তং (তোমাকে) লোভো অধম্মো চ (লোভ ও অধর্ম) চির দুক্খায (চিরকাল দুঃখের জন্য) মা রুন্ধয্যুং (আবদ্ধ করে না রাখে)।

'যে প্রাণীকে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে পঞ্চ উপাসকদের উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

পঞ্চ উপাসকদের একজন 'প্রাণীহত্যা হইতে বিরতি' এই শিক্ষাপদ রক্ষা করে, অন্যান্যরা অবশিষ্ট শিক্ষাপদসমূহ রক্ষা করে। তাহারা একদিন 'আমিই দুষ্কর কর্ম করি, আমিই দুষ্কর রক্ষা করি' এই বলিয়া পরস্পর বিবাদাপন্ন হইয়া শাস্তার নিকট যাইয়া তাঁহাকে বন্দনা করিয়া ঐ বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। শাস্তা তাহাদের কথা শুনিয়া কোন শীলকেই ছোট মনে না করিয়া সমস্ত শীলই দূরক্ষণীয় বলিয়া এই গাথাগুলি ভাষণ করিলেন।

http://kalpataruboi.org

'জগতে যে জীবহিংসা করে, মিথ্যাকথা বলে, অদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করে, পরদার গমন করে, সুরা প্রভৃতি মাদকদ্রব্য সেবনে আসক্ত হয় ইহ জীবনেই সে নিজের সুখের মূল উৎপাটিত করে। ওহে পুরুষ, যাহারা অসংযত তাহারা পাপাচারী ইহা জানিও। লোভ ও অধর্ম যেন দীর্ঘকাল দুঃখভোগের নিমিত্ত তোমাকে অবরুদ্ধ না করে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২৪৬-২৪৮

অন্বয় : যো পাণমতিপাতেতি' যে স্বাহস্তিকাদি (অর্থাৎ নিজের হাতে প্রাণীবধ করে) ছয় প্রকার প্রয়োগের মধ্যে কোন একটি প্রয়োগের দ্বারা অন্যের জীবিতেন্দ্রিয় (প্রাণ) নষ্ট করে। 'মুসাবাদং' পরের কল্যাণনাশক মিথ্যা ভাষণ করে। 'লোকে অদিন্নমাদিয়তি' এই সত্ত্বলোকে চৌর্যাবহারাদি যে কোন একটি অপহরণকৃত্যের দ্বারা অন্যের গৃহীত দ্রব্য গ্রহণ করে। 'পরদারঞ্চগচ্ছতি' পরের রক্ষিত-গুপ্ত দ্রব্যসমূহে অপরাধ করিয়া মিথ্যাপথে বিচরণ করে (পরদারবৃত্তি প্রভৃতি)। 'সুরামেরয়পানং' যে কোন সুরা বা মেরয় (নেশাদ্রব্য) এর পচন। 'অনুযুঞ্জতি' যে এইসব সেবন করে ও বারবার এই পাপকর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। 'মূলং খণতি' পরলোকের কথা বাদই দিন, তাদৃশ ব্যক্তি ইহলোকেই ক্ষেত্রবস্তু প্রভৃতি মৌলিক কর্ম সম্পাদন না করিয়া, তাদৃশ কর্ম বিসর্জন দিয়া সুরাপানের দ্বারা নিজের সুখের মূল উৎপাটিত করে। তাদৃশ ব্যক্তি অনাথ, কৃপণ হইয়া বাঁচিয়া থাকে। 'এবং, ভো' পঞ্চদুঃশীলা কর্মকারক ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হইতেছে। 'পাপধম্মা' হীনধর্মসমূহ। 'অসঞ্ঞতা' কায়সংযমাদিরহিত। 'অচেতসা' (অচিত্তের দ্বারা) পাঠও আছে, অচিত্তক এই অর্থ। 'লোভো অধম্মো চ' লোভ এবং দ্বেষ, উভয়ই এখানে অকুশল। 'চিরং দুক্খায় রন্ধয়ুং' চিরকাল নরকদুঃখাদি ভোগ করিবার জন্য এই সকল ধর্ম তাহাকে অবরুদ্ধ না করুক, মথিত না করুক ইত্যর্থ। দেশনাবসানে পঞ্চ উপাসক স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, উপস্থিত জনগণের নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

পঞ্চ উপাসকের উপাখ্যান সমাপ্ত

তরুণ তিষ্যের উপাখ্যান—৮

১৫. দদাতি বে যথাসদ্ধং যথাপসাদনং জনো,
তত্থ যো মঙ্কু ভবতি পরেসং পানভোজনে,
ন সো দিবা বা রত্তিং বা সমাধিং অধিগচ্ছতি।

১৬. যস্স চেতং সমুচ্ছিন্নং মূলঘচ্চং সমূহতং,
স বে দিবা বা রত্তিং বা সমাধিং অধিগচ্ছতি।...২৪৯-২৫০

অনুবাদ : মানুষ স্বীয় শ্রদ্ধা ও রুচি অনুসারে দান করে থাকে। অপরের পান-ভোজন দেখে যে ঈর্ষান্বিত হয়, সে কি দিন কি রাত্রি কোন সময় সমাধি লাভ করতে পারে না। কিন্তু যাঁর এই ঈর্ষাভাব সমূলে উৎপাটিত ও বিনষ্ট হয়েছে, তিনি দিবা-রাত্রি সমাধি লাভ করে থাকেন।

অন্বয় : জনো বে যথাসদ্ধং যথাপসাদনং দদাতি (মানুষ যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা ও

http://kalpataruboi.org

আত্মপ্রসাদ অনুসারে দান করে)। তথ যো পরেসং পানভোজনে মঙ্কু ভবতি (যে পরের পানভোজনে ক্ষুদ্ধ হয়) সো দিবা রত্তিং বা (সে দিবা কিংবা রাত্রিতে) সমাধিং ন অধিগচ্ছতি (সমাধি লাভ করে না)। যস্স চ এতং (কিন্তু যাঁর এই ভাব) সমুচ্ছিন্নং মূলঘচ্চং সমূহতং (সমুচ্ছিন্ন ও মূলোৎপাটিত হয়ে বিনষ্ট হয়েছে) স বে দিবা বা রত্তিং বা সমাধিং অধিগচ্ছতি (তিনি দিবা বা রাত্রিতে সমাধি লাভ করেন)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : দানে যেমন দাতার উদারতার প্রয়োজন, তেমনি গ্রহীতার উদারতার প্রয়োজন আছে। সঙ্কীর্ণ মন নিয়ে দান গ্রহণ করলে লদ্ধ বস্তুর বিষয়ে নানা অসন্তোষ চিত্তকে আলোড়িত, অশান্ত করে তোলে। বিশেষত প্রব্রজিতের পক্ষে চিত্তের এই অশান্তি অত্যন্ত ক্ষতিকর। যথাপ্রাপ্ত বস্তুতে যিনি সন্তুষ্ট, প্রদত্ত দ্রব্যের গুণাগুণ বিচার করে যিনি চঞ্চল হন না, তিনিই শান্তি লাভ করে নির্বাণসুখ উপলব্ধি করেন।

'দান করে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে তরুণ তিষ্যকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

সেই তিষ্য অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠী, বিশাখা উপাসিকা প্রমুখ পাঁচকোটি আর্যশ্রাবকদের দানের নিন্দা করিয়া বেড়াইত, এমন কি অসদৃশ (অতুলনীয়) দানেরও নিন্দা করিত। দানশালায় যাইয়া 'শীতল' লাভ করিলে 'শীতল' বলিয়া নিন্দা করিত। 'উষ্ণ' লাভ করিলে 'উষ্ণ' বলিয়া নিন্দা করিত। অল্প দান করিলেও নিন্দা করিত 'ইহারা অল্পমাত্র দান করে কেন?' বেশি দান করিলেও নিন্দা করিত 'মনে হয়, ইহাদের গৃহে রাখার জায়গা নাই। ভিক্ষুদের যাপনমাত্রই ত দান করা উচিত, এত যাগুভাত নিরর্থক নষ্ট করিতেছে।' কিন্তু নিজের জ্ঞাতিদের নিন্দা না করিয়া প্রশংসাচ্ছলে বলিত—'অহো, আমার জ্ঞাতিদের গৃহে চতুর্দিক হইতে আগত ভিক্ষুদের জন্য যনে দানের ফোয়ারা ছোটে' ইত্যাদি। সে ছিল এক দৌবারিকের পুত্র। কয়েকজন ছুতোর মিস্ত্রীদের সঙ্গে জনপদে বিচরণ করিতে করিতে শ্রাবস্তীতে যাইয়া প্রব্রজিত হইয়াছিল। সে সর্বদা মনুষ্যগণের দানের নিন্দা করিত বলিয়া ভিক্ষুগণ একদিন 'তাহাকে পরীক্ষা করিব' বলিয়া চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আবুসো, তোমার জ্ঞাতিগণ কোথায় বাস করে?' 'ঐ গ্রামে।' ইহা শুনিয়া তাঁহারা কতিপয় তরুণ ভিক্ষুদের পাঠাইলেন ঐ গ্রামে। তাহারা সেখানে গেলে গ্রামবাসিরা তাহাদের আসনে বসাইয়া সৎকারাদি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'এই গ্রাম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রব্রজিত হইয়াছে, যাহার নাম তিষ্য দহর। তাহার জ্ঞাতিরা কাহারা?' মনুষ্যগণ চিন্তা করিল— 'এইখানের কোন গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কোন বালক প্রব্রজিত হইয়াছে এই কথা শুনি নাই। কিন্তু ইহারা কাহার কথা বলিতেছে?' এবং বলিল—'ভন্তে, আমরা শুনিয়াছি যে এখানকার জনৈক দৌবারিকের পুত্র ছুতোর মিস্ত্রীদের সঙ্গে ঘুরিতে ঘুরিতে প্রব্রজিত হইয়াছে। মনে হয় আপনারা তাহার কথাই বলিতেছেন।' সেই তরুণ ভিক্ষুগণ তিষ্যের কোন ধনী জ্ঞাতি নাই জানিয়া শ্রাবস্তীতে যাইয়া সেই সমস্ত ঘটনা

http://kalpataruboi.org

ভিক্ষুদের জানাইয়া বলিল—'ভন্তে, তিষ্য অকারণেই বড় বড় কথা বলে জ্ঞাতিদের সম্বন্ধে।' ভিক্ষুরাও সেই কথা তথাগতকে জানাইলেন।

শাস্তা বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, তিষ্য যে এইবারেই অহংকারী হইয়াছে তাহা নহে পূর্বেও সে অহংকারী ছিল' এবং ভিক্ষুদের দ্বারা যাচিত হইয়া 'কটাহক জাতক' (জাতক নং-১২৫) বর্ণনাচ্ছলে এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'বিদেশে যাইয়া অনেকে বড় বড় কথা বলে' কিন্তু পরে জানাজানি হইলে সব মিথ্যা ধরা পড়ে। হে কটাহক, (চুপ করিয়া) নিজের খাবার খাও।'

তারপর ভিক্ষুদের বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, যে ব্যক্তি অন্যের প্রদত্ত অল্প বা বেশি, ভাল বা মন্দ দান অন্যদের দিতে দেখিয়া এবং নিজেকে না দিলে অসন্তুষ্ট হয়। সেই ব্যক্তির শমথ ধ্যান, বিদর্শন ধ্যান বা মার্গফল প্রাপ্তি কিছুই হয় না।' এই কথা বলিয়া দুইটি গাথা ভাষণ করিলেন—

'মনুষ্য স্বীয় শ্রদ্ধা ও রুচি অনুসারে দান করে। অপরের পানভোজন দেখিয়া যাহার চিত্ত ক্ষুব্ধ হয়, সে দিবা বা রাত্রি কোন সময়েই সমাধিতে উপনীত হয় না।

কিন্তু যাঁহার সেই চিত্তক্ষোভ সমুচ্ছিন্ন, মূলোৎপাটিত ও সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়াছে, তিনিই দিবারাত্রি সমাধি লাভ করিয়া থাকেন।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২৪৯-২৫০

অন্বয় : 'দদাতি যে যথাসদ্ধং' ভালমন্দ যাহা কিছুই দান করার সময় মানুষ শ্রদ্ধাসহকারে নিজের শ্রদ্ধানুরূপ দান করে। 'যথাপসাদনং' স্থবির হউন বা তরুণ ভিক্ষু হউন যাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয় তাঁহাকে দান দিবার সময় নিজের শ্রদ্ধা অনুসারেই দান দিয়া থাকে। 'তত্থ' অপরের পানভোজন দেখিয়া 'আমি অল্প পাইয়াছি, আমি মন্দটা পাইয়াছি' ইত্যাদি চিন্তা করিয়া যাহার চিত্ত ক্ষুব্ধ হয়। 'সমাধিং' সেই ব্যক্তি দিবা বা রাত্রিতে ধ্যানোপচার ও অর্পণাবশে বা মার্গফলবশে সমাধি লাভ করিতে পারে না। 'যস্স চেতং' যেই ব্যক্তির উপরি উক্ত কোনও একটির ক্ষেত্রে যদি চিত্তক্ষোভ নামক অকুশল সমুচ্ছিন্ন হয়, ইহার মূল উৎপাটিত হয়, অর্হত্ত্বমার্গ জ্ঞানের দ্বারা সমুহত হয়, সে উক্তপ্রকার সমাধি লাভ করে—এই অর্থ। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছিলেন।

তরুণ তিষ্যের উপাখ্যান সমাপ্ত

পঞ্চ উপাসকের উপাখ্যান (খ)—৯

১৭. নত্থি রাগসমো অগ্‌গি, নত্থি দোসসমো গহো,
নত্থি মোহসমং জালং নত্থি তণ্‌হাসমা নদী।...২৫১

অনুবাদ : আসক্তির ন্যায় অগ্নি নেই, দ্বেষের ন্যায় গ্রহ বা গ্রাসকারী নেই, মোহের ন্যায় জাল নেই এবং তৃষ্ণার (আকাঙ্ক্ষার) সমান নদী নেই।

http://kalpataruboi.org

অন্বয় : রাগসমো অগ্‌গি নত্থি (রাগ বা আসক্তির ন্যায় অগ্নি নেই), দোসসমো গহো নত্থি (দ্বেষের ন্যায় গ্রহ বা গ্রাসকারী নেই), মোহসমং জালং নত্থি (মোহের ন্যায় জাল নেই), তণ্‌হাসমা নদী নত্থি (তৃষ্ণার সমান নদী নেই)।

'আসক্তির ন্যায় অগ্নি নাই' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে পঞ্চ উপাসককে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

সেই পাঁচজন উপাসক ধর্ম শুনিতে ইচ্ছুক হইয়া বিহারে যাইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। বুদ্ধগণের এইরূপ চিত্ত উৎপন্ন হয় না 'এই ব্যক্তি ক্ষত্রিয়, এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, এই ব্যক্তি ধনী, এই ব্যক্তি দুর্গত। ইহাকে উদারভাবে ধর্মদেশনা করিব, ইহাকে করিব না।' যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ধর্মদেশনা করুন না কেন তাঁহারা ধর্মগৌরবকে সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে রাখিয়া আকাশ হইতে গঙ্গা অবতরণের ন্যায় ধর্মদেশনা করেন। তথাগত যখন এইভাবে সেই পাঁচজন উপাসকের নিকট ধর্মদেশনা করিতেছিলেন, তাহাদের মধ্যে কেহ ধর্ম শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িল, কেহ অঙ্গুলির দ্বারা মাটিতে দাগ কাটিতে লাগিল, কেহ একটি গাছকে দোলাইতে লাগিল। কেহ বা আকাশের দিকে তাকাইয়া রহিল। শুধু একজন সাদরে ধর্ম শ্রবণ করিতেছিল।

আনন্দ স্থবির শাস্তাকে ব্যজন করাকালে ঐ পাঁচজনের অবস্থা দেখিয়া শাস্তাকে বলিলেন—'ভন্তে, আপনি মহামেঘের গর্জনের ন্যায় গর্জন করিয়া ইহাদের ধর্মদেশনা করুন, কারণ আপনার মত ব্যক্তি যখন ধর্মদেশনা করিতেছেন ইহারা এইরকম এইরকম করিতেছিল।'

'আনন্দ, তুমি ইহাদের জান না?'

'না ভন্তে, জানি না।'

'ইহাদের মধ্যে যে বসিয়া বসিয়া ঘুমাইতেছিল সে পাঁচশত জন্মে সর্পযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজভোগে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছিল, এখনও তাহার নিদ্রায় তৃপ্তি নাই, তাহার কর্ণে আমার শব্দ প্রবেশ করিতেছে না।'

'ভন্তে, প্রত্যেক জন্মেই সে কি তদ্রূপ করিয়াছিল না মাঝে মধ্যে?'

'আনন্দ, সে মাঝে মাঝে কখন মনুষ্যত্ব, কখন বা দেবত্ব এবং কখন কখন বা নাগত্ব লাভ করিয়াছিল তাহা সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের দ্বারাও জানা সম্ভব নহে। তবে নিরবচ্ছিন্নভাবে সে পাঁচশত জন্মে নাগত্ব লাভ করিয়া নিদ্রায় কাটাইলেও তাহার নিদ্রায় তৃপ্তি হয় নাই। আর যে ব্যক্তি বসিয়া বসিয়া মাটিতে দাগ কটিতেছিল সে পাঁচশত জন্মে কেঁচো হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া মাটি খনন করিয়াছিল, এই জন্মেও ভূমিতে দাগ কাটিতে কাটিতে আমার কথা শুনিতে পায় নাই। যে ব্যক্তি গাছ দোলাইতেছিল সে পরপর পাঁচশত জন্মে মর্কট হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, এখনও পূর্বের অভ্যাসবশত গাছকে দোলাইতেছে। তাহার কর্ণে আমার ধর্ম প্রবেশ করে নাই। যে ব্যক্তি আকাশের দিকে তাকাইয়া বসিয়াছিল সে পাঁচশত জন্মে জ্যোতির্বিদ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, অদ্যও পূর্বের অভ্যাসবশত সে আকাশের দিকে তাকাইয়াছিল, তাহার কর্ণেও আমার শব্দ প্রবেশ করে নাই।

http://kalpataruboi.org

আর যে ব্যক্তি সাদরে আমার ধর্মশ্রবণ করিতেছিল সে পরপর পাঁচশত জন্মে ত্রিবেদজ্ঞ মন্ত্রাধ্যাপক ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, এখনও সে মন্ত্র অধ্যয়নের ন্যায় সাদরে আমার ধর্ম শ্রবণ করিয়াছে।'

'ভন্তে, আপনার ধর্মদেশনা চর্ম ভেদ করিয়া অস্থিমজ্জা ভেদ করিয়া অবস্থান করে। কিন্তু আপনার ধর্মদেশনাও ইহারা সাদরে শুনিল না কেন?'

'আনন্দ, আমার ধর্ম সুশ্রবণযোগ্য বলিয়া তুমি মনে কর তাই না?'

'ভন্তে, দুঃশ্রবণীয় কি?'

'হ্যাঁ আনন্দ।'

'কেন ভন্তে?'

'আনন্দ, এই সত্ত্বগণ অনেক শত সহস্র কোটি কল্পে কখনও বুদ্ধ শব্দ ধর্ম শব্দ বা সঙ্ঘ শব্দ শ্রবণ করে নাই। যেহেতু এই ধর্ম শ্রবণ করিতে না পারিয়া অনন্ত সংসারে এই সত্ত্বগণ নানা প্রকার তির্যক কথাই শুনিয়া আসিয়াছে, তাই তাহারা সুরাপান-কেলি মণ্ডলাদিতে নৃত্যগীত করিয়া বিচরণ করিতেছে, ধর্ম শ্রবণ করিতে পারিতেছে না।'

'ভন্তে, কি কারণে ইহারা ধর্মশ্রবণ করিতে পারে না?'

তখন শাস্তা বলিলেন—'আনন্দ, আসক্তির কারণে, দ্বেষের কারণে, তৃষ্ণার কারণে ইহারা পারে না। আসক্তির ন্যায় অগ্নি নাই, ইহা সত্ত্বগণকে দগ্ধ করিয়া ভস্মাবশেষ করিয়া দেয়। সপ্তসূর্যের প্রাদুর্ভাবের কারণে উৎপন্ন কল্পবিনাশক অগ্নিও নিরবশেষ জগতকে দগ্ধ করে, তবে সেই অগ্নি কদাচিতই দগ্ধ করে (কারণ সপ্তসূর্যের প্রাদুর্ভাব কদাচিতই হয়)। রাগাসক্তির অদহনকাল বলিয়া কিছুই নাই, তাই আসক্তির ন্যায় অগ্নি, দ্বেষের ন্যায় গ্রহ, মোহের ন্যায় জাল এবং তৃষ্ণার ন্যায় নদী নাই' এই কথা বলিয়া শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'আসক্তির ন্যায় অগ্নি নাই, দ্বেষসম গ্রহ (গ্রাসকারী) নাই, মোহের ন্যায় জাল নাই ও তৃষ্ণার ন্যায় নদী নাই।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২৫১

অন্বয় : 'রাগসম' ধুমাদি কোন কিছু প্রদর্শন না করিয়া অভ্যন্তরে উত্থিত হইয়া দগ্ধ করে বলিয়া আসক্তির ন্যায় অগ্নি নাই। 'দ্বেষসম' যক্ষগ্রহ, অজগরগ্রহ, কুম্ভীর গ্রহাদি একই জন্মে গ্রাস করিতে পারে, কিন্তু দ্বেষরূপ গ্রহ সর্বত্র নিশ্চিতভাবে গ্রাস করে, তাই বলা হইয়াছে দ্বেষসম গ্রহ নাই।

'মোহসমং' বন্ধন করে সর্বতোভাবে বন্ধন করে বলিয়া বলা হইয়াছে মোহসম জাল নাই। 'তণ্হাসম' গঙ্গাদি নদীর পূর্ণকাল, ঊনকাল এবং শুষ্ককাল জানা যায়, কিন্তু তৃষ্ণার কোন পূর্ণকাল বা শুষ্ককাল নাই, নিত্যই ঊন বলিয়া প্রতিভাত হয়, পূরণ করা দুষ্কর বলিয়া তৃষ্ণার সমান নদী নাই বলা হইয়াছে।

দেশনাবসানে সাদরে ধর্মশ্রবণকারী উপাসক স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। উপস্থিত অনেকের নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

পঞ্চ উপাসকের উপাখ্যান সমাপ্ত

http://kalpataruboi.org

http://kalpataruboi.org

মেণ্ডক শ্রেষ্ঠীর উপাখ্যান—১০

১৮. সুদস্‌সং বজ্জমঞ্ঞেসং অত্তনো পন দুদ্দসং,
পরেসং হি সো বজ্জানি ওপুণাতি যথাভুসং
অত্তনো পন ছাদেতি কলিং'ব কিতবা সঠো।...২৫২

অনুবাদ : অপরের দোষ সহজেই দেখা যায়, কিন্তু নিজের দোষ চোখে পড়ে না। লোকে পরের দোষ ভুসির ন্যায় ছড়িয়ে বড় করে, আর ধূর্ত ব্যাধের আত্মগোপনের ন্যায় নিজের দোষগুলি গোপন করে।

অন্বয় : অঞ্ঞেসং বজ্জং সুদস্‌সং (অন্যের দোষ সহজেই চোখে পড়ে), অত্তনো পন দুদ্দসং (নিজের দোষ দেখা কঠিন)। সো পরেসং হি বজ্জানি (লোকে পরের দোষসকল) যথাভুসং ওপুণাতি (ভুসির ন্যায় ছড়িয়ে দেয়), সঠো কিতবা কলিং ইব (শঠের আত্মগোপনের ন্যায়) অত্তনো পন ছাদেতি (নিজের দোষ আচ্ছাদন বা গোপন করে)।

'দোষ সহজেই দৃষ্ট হয়' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা ভদ্দিয়নগরে অবস্থানকালে মেণ্ডক শ্রেষ্ঠীকে উপদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

শাস্তা অঙ্গুত্তরাপে বিচরণকালে মেণ্ডক শ্রেষ্ঠী, তদভার্যা চন্দপদুমা, তৎপুত্র ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী, পুত্রবধূ সুমনদেবী, নাতনি বিশাখা এবং পুন্ন নামক দাসের স্রোতাপত্তিফলের উপনিশ্রয় দেখিয়া ভদ্দিয়নগরে যাইয়া জাতিয়াবনে অবস্থান করিতেছিলেন। মেণ্ডক শ্রেষ্ঠী শাস্তার আগমনের কথা শুনিয়াছিলেন।

তাঁহার নাম 'মেণ্ডক শ্রেষ্ঠী' কেন হইয়াছিল? তাঁহার পশ্চিমগৃহে অষ্ট-করীষমাত্র স্থানে হস্তী-অশ্ব-বৃষভ প্রমাণের সুবর্ণ মেণ্ডকসমূহ পৃথিবী ভেদ করিয়া পিঠে পিঠ লাগাইয়া উত্থিত হইয়াছিল। ইহাদের মুখ একটি করিয়া পঞ্চবর্ণের সুতা দিয়া প্রস্তুত বল (গোলাকার খেলার বস্তু) দ্বারা বদ্ধ ছিল। ঘৃত-তৈল-মধু-গুড় প্রভৃতি বা বস্ত্রাচ্ছাদন ও হিরণ্যসুবর্ণাদির প্রয়োজন হইলে মেণ্ডকের মুখ হইতে উক্ত বল অপসারিত করা হইত। একটিমাত্র মেণ্ডকের মুখ হইতে যে ঘৃত-তৈল-মধু-গুড়-বস্ত্রাচ্ছাদন ও হিরণ্যসুবর্ণ বাহির হইত তদ দ্বারা সমগ্র জম্বুদ্বীপবাসি জনগণের প্রয়োজন সমাধা হইত। ইহার পর হইতে তাঁহার 'মেণ্ডক শ্রেষ্ঠী' নাম হইয়াছে।

তাঁহার পূর্বধর্ম কি ছিল? বিপশ্যী বুদ্ধের সময়ে তিনি অবরোজ নামক কুটুম্বিকের ভাগিনেয় ছিলেন; মাতুলের নামানুসারে তাঁহারও নাম হইয়াছিল অবরোজ। একদিন তাঁহার মাতুল শাস্তার জন্য গন্ধকুটি বানাইতে শুরু করিলেন। তিনি মাতুলের নিকট যাইয়া বলিলেন—'মামা, আসুন আমরা উভয়ে একত্রে এই কার্য সুসম্পন্ন করি।'

মামা বলিলেন—'আমি এই কাজ অন্যের সঙ্গে ভাগ করিতে চাহি না, শাস্তার গন্ধকুটি আমি একাই নির্মাণ করাইব।' এইভাবে মাতুলের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত

http://kalpataruboi.org

হইয়া তিনি চিন্তা করিলেন—'এই স্থানে গন্ধকুটি নির্মিত হইলে ইহার সম্মুখে একটি কুঞ্জরশালাও থাকা প্রয়োজন।' ইহা চিন্তা করিয়া তিনি অরণ্য হইতে দ্রব্যসম্ভার আনয়ন করাইয়া সুবর্ণ খচিত একটি স্তম্ভ, রজতখচিত একটি স্তম্ভ, মণিখচিত একটি স্তম্ভ এবং আর একটি সপ্তরত্ন খচিত স্তম্ভ নির্মাণ করাইয়া অনুরূপভাবে তুলাদণ্ড সদৃশ দ্বারকপাট, বাতপান, গোপানসী, আচ্ছাদনের ইষ্টক প্রভৃতি সমস্তই সুবর্ণাদির দ্বারা খচিত করাইয়া গন্ধকুটির সম্মুখভাগে তথাগতের জন্য সপ্তরত্নময় কুঞ্জরশালা নির্মাণ করাইলেন। ইহার উপরে ঘনরক্তসুবর্ণময় কম্বলসমূহ আচ্ছাদিত ছিল। এবং ইহার শিখর চূড়াসমূহ প্রবালময় ছিল। কুঞ্জরশালার মধ্যস্থানে রত্নমণ্ডপ প্রস্তুত করাইয়া ধর্মাসন প্রতিষ্ঠাপিত করা হইল। ইহার পাদসমূহ ছিল ঘনরক্তসুবর্ণময় এবং চারিটি কাঠামও তদ্রূপ ঘনরক্তসুবর্ণময় ছিল। চারিটি সুবর্ণময় মেণ্ডক নির্মাণ করাইয়া উক্ত ধর্মাসনের চারি পাদের নিচে স্থাপিত করিয়াছিলেন। দুইটি মেণ্ডক নির্মাণ করাইয়া পাদপীঠের নিচে স্থাপিত করিয়াছিলেন। ছয়টি সুবর্ণময় মেণ্ডক নির্মাণ করাইয়া মণ্ডপের চতুর্দিকে স্থাপিত করিয়াছিলেন। ধর্মাসনকে প্রথমে সূত্রময় রজ্জুর দ্বারা বয়ন করিয়া মধ্যে সুবর্ণময় সূত্রের দ্বারা এবং উপরে মুক্তাময় সূত্রের দ্বারা বয়ন করাইয়াছিলেন। ধর্মাসনের পশ্চাদ্দিকের আলম্ব (ঠেকনো) ছিল চন্দনকাঠ দ্বারা প্রস্তুত। এইভাবে কুঞ্জরশালার নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করিয়া শালার উদ্বোধনী উৎসবে আটষট্টি লক্ষ ভিক্ষুসহ শাস্তাকে নিমন্ত্রণ করিয়া চারিমাস ধরিয়া দান দিয়া অন্তিম দিবসে সকল ভিক্ষুকে ত্রিচীবর দান করিয়াছিলেন। সঙ্ঘের নবতম সদস্যও যাহা লাভ করিয়াছিলেন তাহার মূল্য এক লক্ষ (স্বর্ণ মুদ্রা)।

এইভাবে বিপশ্যী বুদ্ধের সময়ে পুণ্যকর্ম করিয়া তথা হইতে চ্যুত হইয়া দেবলোকে এবং মনুষ্যলোকে (বহুবার) সংসরণ করিতে করিতে তিনি এই ভদ্রকল্পে বারাণসীতে মহাভোগকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বারাণসী শ্রেষ্ঠী নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি একদিন রাজার সেবা করিতে গমনকালে রাজ পুরোহিতকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আচার্যদেব, এখন নক্ষত্রবিচারে কিছু পাইতেছেন কি?' 'হ্যাঁ, পাইতেছি, বৈকি! আমাদের আর অন্য কি কর্মই বা আছে!' এই জনপদের অদূর ভবিষ্যতে মন্দ কিছু দেখিতেছেন কি?'

'হ্যাঁ, এক প্রকার ভয় উৎপন্ন হইবে।'

'কি রকম ভয়?'

'হে শ্রেষ্ঠী, দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা আছে।'

'কবে হইবে?'

'এখন হইতে তিন বৎসর পরে।'

ইহা শুনিয়া শ্রেষ্ঠী পূর্বাপেক্ষাও অধিক কৃষিকর্ম করাইয়া এবং নিজের বর্তমান ধনের দ্বারা আরও অনেক ধান্য ক্রয় করিয়া সার্ধদ্বাদশ শত শস্যাগার ধান্যের দ্বারা পূর্ণ করিলেন। শস্যাগার পরিপূর্ণ হইলে মটকা প্রভৃতি পূর্ণ করিয়া অবশিষ্ট ধান্য মাটির নিচে প্রোথিত করিলেন এবং তথাপি যাহা অবশিষ্ট থাকিল

http://kalpataruboi.org

তাহা মাটির সহিত মিশাইয়া প্রাচীরসমূহ লেপন করাইলেন।

অন্য এক সময় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে যথারক্ষিত ধান্য পরিভোগ করিতে করিতে শস্যাগারসমূহ এবং মটকাসমূহে রক্ষিত ধান্য পরিক্ষীণ হইলে তিনি পরিজনদের ডাকিয়া বলিলেন—'বাবারা, তোমরা যাও, পর্বতপাদে প্রবেশ করিয়া জীবনধারণ কর এবং সুদিন আসিলে পুনরায় যাহারা আমার নিকট আসিতে চাও আসিবে, যাহারা চাও না তাহার সেইখানেই থাকিয়া জীবন ধারণ কর।' তাহারা ক্রন্দন করিতে করিতে অশ্রুমুখে শ্রেষ্ঠীকে বন্দনা করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া সপ্তাহকাল অবস্থান করিয়া চলিয়া গেল। তাঁহার নিকট বর্তমান ছিল একজন মাত্র কাজের লোক যাহার নাম 'পূর্ণ'। পূর্ণসহ পাঁচজন লইয়া শ্রেষ্ঠীর পরিবার বর্তমান থাকিল—শ্রেষ্ঠীভার্যা, শ্রেষ্ঠীপুত্র এবং শ্রেষ্ঠীর পুত্রবধূ। তাঁহারা মাটিতে প্রোথিত ধান্য পরিভোগ করিতে করিতে তাহাও নিঃশেষ হইলে প্রাচীর ভাঙ্গিয়া সিক্ত করিয়া তাহা হইতে ধান্য বাছিয়া লইয়া কিছুদিন কাটাইলেন। ক্রমে দুর্ভিক্ষ বাড়িতে থাকিলে প্রাচীরস্থ মাটিও ক্ষয় হইতে থাকে। শ্রেষ্ঠীজায়া তখন অবশিষ্ট মাটি লইয়া জলে সিক্ত করিয়া অর্ধাঢ়ক মাত্র ধান পাইয়া তাহা ভাঙ্গিয়া একপালি মাত্র তণ্ডুল পাইলেন। 'দুর্ভিক্ষের সময় চোরের উপদ্রব হয়' ভাবিয়া তিনি ঐ তণ্ডুল একটি কলসিতে রাখিয়া কলসির মুখ বন্ধ করিয়া মাটির নিচে প্রোথিত করিয়া রাখিলেন। এদিকে রাজার সেবা করিয়া ফিরিয়া শ্রেষ্ঠী ভার্যাকে বলিলেন—'ভদ্রে, আমি খুব ক্ষুধার্ত, কিছু আছে কি?' শ্রেষ্ঠীভার্যা 'নাই' কথাটা না বলিয়া বলিলেন—'এক নালিমাত্র তণ্ডুল আছে।'

'কোথায় তাহা রাখিয়াছ?'

'চোরের ভয়ে মাটির নিচে রাখিয়াছি।'

'তাহা হইলে তাহা বাহির করিয়া রান্না কর।'

'যদি যাগুপাক করি তাহা হইলে দুইবার খাওয়া যাইতে পারে, অন্নপাক করিলে একবার মাত্র খাওয়া যাইতে পারে। স্বামিন, বলুন কি রান্না করিব।' 'আমাদের ত আর অন্য কিছুই নাই। ভাত খাইয়াই মরিব, ভাতই রান্না কর।' শ্রেষ্ঠীভার্যা ভাত রান্না করিয়া পাঁচ ভাগ করিয়া শ্রেষ্ঠীর সম্মুখে একভাগ উপস্থাপিত করিলেন।

সেই মুহূর্তে গন্ধমাদন পর্বতে জনৈক প্রত্যেকবুদ্ধ সমাপত্তি ধ্যান হইতে উঠিলেন। সমাপত্তিতে থাকিলে সমাপত্তিবল প্রভাবে ক্ষুধার কষ্ট হয় না। কিন্তু সমাপত্তি হইতে উঠিলে ক্ষুধা বলবতী হইয়া উদরপটলকে যেন দগ্ধ করিতে থাকে। তাই কোথায় খাদ্য লাভ করিবেন সেই উদ্দেশ্যে চতুর্দিকে (বুদ্ধ দৃষ্টিতে) অবলোকন করিতে থাকেন। ঠিক এই দিনে যাঁহারা (তাঁহার ন্যায় প্রত্যেকবুদ্ধকে) দান করেন তাঁহারা সেনাপতি স্থান বা তদনুরূপ স্থান লাভ করিয়া থাকেন। সেইজন্য তিনিও দিব্যচক্ষুর দ্বারা অবলোকন করিতে করিতে দেখিলেন—'সমগ্র জম্বুদ্বীপে দুর্ভিক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে, শ্রেষ্ঠীগৃহেও পাঁচজনের উপযোগী নালিকমাত্র তণ্ডুলের অন্ন পক্ক হইয়াছে। ইহারা কতটা শ্রদ্ধাবান? ইহারা

http://kalpataruboi.org

আমার সৎকার করিতে পারিবে কি?' দিব্যচক্ষু দ্বারা তাঁহাদের সামর্থভাব দেখিয়া পাত্রচীবর লইয়া মহাশ্রেষ্ঠীর সম্মুখে দ্বারে দণ্ডায়মান অবস্থায় নিজেকে প্রদর্শন করিলেন। শ্রেষ্ঠী তাঁহাকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্ত হইয়া ভাবিলেন—'পূর্বেও দান না দিবার ফলে এখন এইরূপ দুর্ভিক্ষ দেখিলাম। এই অন্ন আমাকে মাত্র একদিন রক্ষা করিবে। যদি আমি ইহা আর্যকে দান করি তাহা হইলে ইহা আমার অনেক কল্পকোটি জন্মে হিতসুখের কারণ হইবে।' ইহা চিন্তা করিয়া ভাতের থালা সরাইয়া রাখিলেন এবং প্রত্যেকবুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া পঞ্চ প্রতিষ্ঠিতের দ্বারা বন্দনা করিয়া তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করাইয়া আসনে উপবিষ্ট হইলে তাঁহার পদধৌত করিয়া সুবর্ণপাদপীঠে প্রত্যেকবুদ্ধের পদদ্বয় সংস্থাপিত করিয়া ভাতের থালা লইয়া আসিয়া প্রত্যেকবুদ্ধের পাত্রে সমস্তই প্রদান করিতেছিলেন। অর্ধেকমাত্র প্রদত্ত হইলে প্রত্যেকবুদ্ধ হস্ত দ্বারা ভিক্ষাপাত্র ঢাকিয়া রাখিলেন। তখন তাঁহাকে শ্রেষ্ঠী বলিলেন—'ভন্তে, একটিমাত্র নালির তণ্ডুল পাঁচজনের জন্য রান্না করা হইয়াছে, ইহা তাহার পাঁচভাগের একভাগ মাত্র। ইহাকে ত আর দুইভাগ করা যায় না। ভন্তে, আমি বর্তমান জন্মের জন্য আপনার অনুগ্রহ চাহি না। আমি ইহার সমস্তটাই আপনাকে দান করিতে ইচ্ছুক' বলিয়া সমস্তটাই তাঁহার ভিক্ষাপাত্রে প্রদান করিলেন। প্রদান করিয়া এই প্রার্থনা করিলেন—'ভন্তে, আমি যেন ভবিষ্যৎ জন্ম-জন্মান্তরে এইরূপ দুর্ভিক্ষ না দেখি। ইহার পর হইতে আমি যেন সকল জম্বুদ্বীপবাসিদের বীজধান দান করিতে সমর্থ হই। আমাকে যেন নিজের হাতে কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে না হয়। সার্ধ ত্রয়োদশ শত কোষ্ঠাগার শোধন করাইয়া শীর্ষস্নাত হইয়া ঐ কোষ্ঠাগার সমূহের দ্বারদেশে বসিয়া উর্ধ্বদিকে অবলোকন করা মাত্রই যেন রক্তবর্ণের শালিধান্যের ধারা পতিত হইয়া সমস্ত কোষ্ঠাগার পরিপূর্ণ করে। জন্ম-জন্মান্তরে যেন আমার এই ভার্যা, এই পুত্র, এই পুত্রবধূ এবং এই দাস আমারই হইয়া থাকে।

তাঁহার ভার্যাও 'আমার স্বামি ক্ষুধায় পীড়িত থাকা অবস্থায় আমি ভোজন করিতে পারি না' চিন্তা করিয়া নিজের ভাগ প্রত্যেকবুদ্ধকে দান করিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিলেন—'ভন্তে, আমি যেন ভবিষ্যৎ জন্ম-জন্মান্তরে এইরূপ দুর্ভিক্ষ না দেখি। ভাতের থালা পূর্ণ করিয়া সকল জম্বুদ্বীপবাসিদের ভাত দিতে দিতে যতক্ষণ না আমি গাত্রোত্থান করি ততক্ষণ যেন আমি যাহা স্পর্শ করিব তাহা যেন পরিপূর্ণ হইয়া যায়। আর এই স্বামি, এই পুত্র, এই পুত্রবধূ এবং এই দাস যেন আমারই থাকে। পুত্রও নিজের ভাগ প্রত্যেকবুদ্ধকে দান করিয়া প্রার্থনা করিল—'ভন্তে, আমি যেন এইরূপ দুর্ভিক্ষ ভবিষ্যতে আর না দেখি। সহস্র কার্ষাপণ যুক্ত থলিকা লইয়া সকল জম্বুদ্বীপবাসিদের কার্ষাপণ বিতরণ করিয়াও যেন আমার থলিকা পরিপূর্ণই থাকে। আর এই মাতাপিতা, এই ভার্যা এবং এই দাস যেন আমারই থাকে (জন্ম-জন্মান্তরে)।'

পুত্রবধূও নিজের অংশ প্রত্যেকবুদ্ধকে দান দিয়া এই প্রার্থনা করিলেন—'ভন্তে, আমি যেন ভবিষ্যতে আর এইরূপ দুর্ভিক্ষ না দেখি। একটি

http://kalpataruboi.org

মাত্র ধান্যপেটিকা সম্মুখে রাখিয়া সমস্ত জম্বুদ্বীপবাসিদের বীজধান দিয়াও যেন নিঃশেষ না হয়, এবং জন্ম-জন্মান্তরে যেন ইহারাই আমার শ্বশুর-শাশুড়ী হন, এই স্বামিই যেন আমার স্বামি থাকেন এবং এই দাসই যেন আমার দাস থাকে।' দাসও নিজের অংশ প্রত্যেকবুদ্ধকে দান করিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিল—'ভন্তে, আমি যেন আর এইরূপ দুর্ভিক্ষ না দেখি। ইহারাই যেন (জন্ম-জন্মান্তরে) আমার প্রভু থাকেন, আর চাষ করার সময় প্রতিবারেই একদিকে তিন অপরদিকে তিন এবং মধ্যে এক—এইভাবে দারু-অম্বণমাত্রের (চারি একর জমি) সপ্ত সপ্ত সীতার সৃষ্টি হয় (অর্থাৎ ঐ পরিমাণ জমি কর্ষিত হয় প্রতিবারে)।' সে সেই দিনই ইচ্ছা করিলে সেনাপতিপদে অধিষ্ঠিত হইতে পারিত (ঐ দানের প্রভাবে) কিন্তু প্রভুদের প্রতি শ্রদ্ধাবশত সে প্রার্থনা করিল—'আমার প্রভুরাই এই সকল পদে অধিষ্ঠিত হউন।' প্রত্যেকবুদ্ধ সকলেরই বক্তব্যের শেষে 'বেশ তাহাই হউক' বলিয়া দুইটি গাথা ভাষণ করিলেন—

'তোমাদের প্রার্থনা শীঘ্রই পূর্ণ হউক।

পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় তোমাদের সকল সঙ্কল্প পূর্ণ হউক।

'তোমাদের প্রার্থনা শীঘ্রই পূর্ণ হউক। জ্যোতিষ্মান মণির ন্যায় তোমাদের সকল সঙ্কল্প পূর্ণ হউক।'

গাথাদ্বয়ের দ্বারা অনুমোদন করিয়া প্রত্যেকবুদ্ধ 'আমার উচিত ইহাদের চিত্ত প্রসন্ন করা' ইহা ভাবিয়া 'আমি গন্ধমাদন পর্বতে না পৌঁছা পর্যন্ত ইহারা আমাকে দর্শন করুক' এই অধিষ্ঠান করিয়া চলিয়া গেলেন। তাহারা সকলেই তাঁহার গমনমার্গের দিকে অবলোকন করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। প্রত্যেকবুদ্ধ যাইয়া ঐ অন্ন পাঁচশত প্রত্যেকবুদ্ধের সহিত ভাগ করিয়া গ্রহণ করিলেন। তাঁহার প্রভাবে ঐ অন্ন সকলেই লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহার গমন পথে তাকাইয়া রহিলেন।

মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হইলে শ্রেষ্ঠীভার্যা ভাতের হাঁড়ি ধুইয়া ঢাকিয়া রাখিয়া দিলেন। শ্রেষ্ঠীও ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া শুইয়া নিদ্রিত হইলেন। তিনি সায়াহ্নে ঘুম হইতে উঠিয়া ভার্যাকে বলিলেন—'ভদ্রে, আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত, ভাতের হাঁড়ির তলায় পুড়িয়া যাওয়া কিছু ভাত লাগিয়া আছে কিনা দেখ।' ভার্যা ভাতের হাঁড়ি ধুইয়া রাখিয়াছেন জানা সত্ত্বেও 'নাই' না বলিয়া 'হাঁড়ির মুখ খুলিয়া বলিব' বলিয়া উঠিয়া হাঁড়ির নিকট যাইয়া হাঁড়ির মুখ খুলিলেন। তৎক্ষণাৎ দেখা গেল সুমনপুষ্পের মুকুলসদৃশ বর্ণসম্পন্ন ভাত হাঁড়ির ঢাকা উপচাইয়া পড়িতেছে। তিনি তাহা দেখিয়া আনন্দে রোমাঞ্চিত কায়ে শ্রেষ্ঠীকে বলিলেন—'স্বামিন, উঠুন, দেখুন আমি ভাতের হাঁড়ি ধুইয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি তাহা সুমনপুষ্পের মুকুল সদৃশ বর্ণের ভাতের দ্বারা হাঁড়ি পূর্ণ হইয়াছে। পুণ্যকর্ম বিফলে যায় না। দানকর্মও বিফলে যায় না। স্বামিন, উঠুন, ভাত খান।' তিনি পিতাপুত্র উভয়কে ভাত খাইতে দিলেন। আহারান্তে তাহারা উঠিলে তিনি স্বয়ং পুত্রবধূকে লইয়া খাইলেন এবং পূর্ণকেও ভাত খাইতে দিলেন। এত ভাত পাত্র হইতে গ্রহণ

http://kalpataruboi.org

করিলেও পাত্র বিন্দুমাত্রও খালি হয় নাই, মনে হইতেছে যেন চামচ দ্বারা একবার মাত্র ভাত লওয়া হইয়াছে। সেইদিনই সমস্ত শস্যাগার (ধানের গোলা) পূর্বের ন্যায় পরিপূর্ণ হইল। নগরে ঘোষণা করা হইল—'শ্রেষ্ঠীর গৃহে ধান্য পাওয়া যাইতেছে, যাহাদের বীজধানের প্রয়োজন তাহারা আসিয়া লইয়া যাক।' মনুষ্যগণ তাঁহার গৃহ হইতে বীজধান গ্রহণ করিল। সকল জম্বুদ্বীপবাসি তাঁহারই কারণে প্রাণরক্ষা পাইল।

শ্রেষ্ঠী তথা হইতে চ্যুত হইয়া দেবলোকে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং দেবলোক-মনুষ্যলোকে পুনঃপুন জন্মগ্রহণ করিয়া বর্তমান বুদ্ধের উৎপত্তিকালে ভদ্দিয়নগরে শ্রেষ্ঠীকুলে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার ভার্যাও মহাভোগসম্পন্ন কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে (তাঁহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া) তাঁহার গৃহেই যাইলেন। তাঁহার পূর্ব সুকৃতির কারণে তাঁহার গৃহের পশ্চাতে (পূর্বে বর্ণিত প্রকারে) মেণ্ডকসমূহ উত্থিত হইল। পূর্বজন্মের পুত্র, পুত্রবধূ ও দাস এইজন্মেও তাঁহার নিকট আসিল। একদিন শ্রেষ্ঠী তাঁহার পুণ্যকে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়া সার্ধত্রয়োদশ শত শস্যাগার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া, স্বয়ং স্নান করিয়া গৃহদ্বারে উপবেশন করিয়া উর্ধ্বে অবলোকন করিলেন। পূর্বোক্ত প্রকারে সমস্ত শস্যাগার রক্তবর্ণের শালিধান্যে পরিপূর্ণ হইল। তিনি অন্যান্যদের পুণ্যফল পরীক্ষা করার জন্যও ভার্যা এবং পুত্রাদিকে বলিলেন—'তোমরাও তোমাদের পুণ্যফল পরীক্ষা কর।'

তাঁহার ভার্যাও সর্বালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া জনতার সম্মুখেই সামান্য তণ্ডুল মাপিয়া লইয়া ভাত রান্না করিয়া দ্বারকোষ্টকে উপযুক্ত আসনে বসিয়া সোনার চামচ লইয়া 'যাহাদের ভাতের প্রয়োজন তাহারা আসিয়া ভাত লইয়া যাক' বলিয়া ঘোষণা করাইয়া আগতাগত সকলের পাত্রপূর্ণ করিয়া ভাত প্রদান করিলেন। এইভাবে সারাদিন দিলেও মনে হইল যেন এক চামচ মাত্র ভাত লওয়া হইয়াছে। তিনি পূর্ব পূর্ব বুদ্ধগণের উৎপত্তিকালে ভিক্ষুসঙ্ঘকে বামহস্তে ভাতের পাত্র এবং দক্ষিণ হস্তে চামচ লইয়া সকলের পাত্রপূর্ণ করিয়া অন্নদানের ফলে তাঁহার বামহস্ততলের সর্বত্র পদ্মচিহ্ন উৎপন্ন হইয়াছে এবং দক্ষিণহস্ততলের সর্বত্র চন্দ্রচিহ্ন উৎপন্ন হইয়াছে। যেহেতু বামহস্তে ধর্মকরণ্ডক লইয়া ভিক্ষুসঙ্ঘকে জল ছাঁকিয়া দিতে দিতে বিচরণ করিয়াছিলেন, তদ্ধেতু তাঁহার দক্ষিণ পাদতলের সর্বত্র চন্দ্রচিহ্ন এবং বামপাদতলের সর্বত্র পদ্মচিহ্ন উৎপন্ন হইয়াছে। এই কারণে তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল চন্দপদুমা।

তাঁহার পুত্রও স্নান করিয়া সহস্র কার্ষাপণের থলিকা লইয়া 'যাহাদের কার্ষাপণের প্রয়োজন তাহারা আসুক' বলিয়া (ঘোষণা করিয়া) আগতাগত সকলকে পাত্রপূর্ণ করিয়া কার্ষাপণ প্রদান করিলেন। কিন্তু থলিকাতে এক সহস্র কার্ষাপণই থাকিয়া গেল। পুত্রবধূও সর্বালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া ধানের পেটিকা লইয়া উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বসিয়া 'যাহাদের বীজধানের প্রয়োজন তাঁহারা আসুন' বলিয়া আগতাগতগণের পাত্রপূর্ণ করিয়া ধান দিলেন। কিন্তু ধানের পেটিকা পূর্ববৎ পূর্ণই

http://kalpataruboi.org

থাকিয়া গেল। (পূর্ণ) দাসও সর্বালঙ্কারে নিজেকে অলঙ্কৃত করিয়া সুবর্ণ লাঙ্গলে এবং সুবর্ণ জোয়ালে গোদ্বয় যোজনা করিয়া সুবর্ণ যষ্টি লইয়া গোদ্বয়ের শরীরে সুগন্ধময় পঞ্চাঙ্গলিক চিহ্ন লাগাইয়া, ইহাদের শৃঙ্গে সুবর্ণময় ঝালর ঝুলাইয়া ক্ষেতে যাইয়া লাঙ্গল চালাইতে লাগিল। লাঙ্গল উভয়দিকে তিন তিন করিয়া ছয় এবং মধ্যে এক—এইভাবে সপ্ত সীতা ভেদ করিয়া চলিতে লাগিল। জম্বুদ্বীপবাসিরা ভাত, বীজধান, হিরণ্যসুবর্ণ যথেচ্ছভাবে শ্রেষ্ঠীগৃহ হইতে লইয়া আসিল। ইহারাই হইলেন পঞ্চ মহাপুণ্যবান ব্যক্তি।

এইরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন শ্রেষ্ঠী 'শাস্তা আসিয়াছেন' শুনিয়া 'শাস্তার প্রত্যুদ্গমন করিব' বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া পথিমধ্যে তীর্থিকগণ তাঁহাকে 'হে গৃহপতি, আপনি স্বয়ং ক্রিয়াবাদী হইয়া কেন অক্রিয়াবাদী শ্রমণ গৌতমের নিকট যাইতেছেন? এইভাবে নিবারিত হইয়াও তাঁহাদের কথায় আমল না দিয়া যাইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া একপাশে উপবেশন করিলেন। শাস্তা তখন আনুপূর্বিকভাবে (অর্থাৎ দানকথা, শীলকথা, স্বর্গকথা ইত্যাদি) ধর্মদেশনা করিলেন। দেশনাবসানে তিনি স্রোতাপত্তিফল লাভ করিয়া শাস্তাকে জানাইলেন কিভাবে তীর্থিকগণ শাস্তার দুর্নাম গাহিয়া তাঁহাকে নিবারিত করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। শাস্তা তখন তাঁহাকে বলিলেন—'হে গৃহপতি, এই সত্ত্বগণ নিজেদের অনেক দোষ থাকিলেও তাহা দেখেন না, লোকে যেমন বাতাসে শস্যের ভূষি উড়াইয়া দেয়, তেমনি অন্যের দোষ না থাকিলেও মিথ্যা তাহা প্রচার করিয়া থাকেন' ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'অপরের দোষ সহজেই দৃষ্ট হয়, নিজের দোষ দেখা কঠিন। মানুষ যেমন করিয়া বাতাসে শস্যের ভূষি উড়াইয়া দেয়, তেমনিভাবে (মিথ্যা) পরের দোষ প্রচার করিয়া থাকে। আর ধূর্ত ব্যাধের আত্মগোপনের ন্যায় মানুষ স্বীয় দোষ গোপন করিয়া থাকে।' (ধর্মপদ, শ্লোক-২৫২)

অন্বয় : 'সুদুদ্দসং বজ্জং' অন্যের সামান্যমাত্রও দুর্দর্শ (যাহা দেখা যায় না) দোষকে সহজেই দর্শন করিয়া থাকে, নিজের দোষ (বা অপরাধ) যত বড়ই হউক না কেন তাহা দেখিতে পায় না। 'পরেসং হি' সে কারণে সেই ব্যক্তি সঙ্ঘমধ্যে (অর্থাৎ বহুলোকের সমাবেশে) অন্যের দোষকে বড় করিয়া ভূষ উড়ানোর ন্যায় প্রচার করিয়া থাকে। 'কলিংব কিতবা সঠো' বিহঙ্গাদিকে মারিবার জন্য যে চেতনা তাহা হইতেছে 'কলি' (দোষ), শাখাদি ভগ্ন করিয়া তদ্দ্বারা যে আত্মগোপন তাহা হইতেছে 'কিতবা' (শঠ) ব্যাধ হইতেছে শঠ। যেমন পক্ষী শিকারকারী ব্যাধ পক্ষীদের ধরিয়া মারিবার ইচ্ছায় নিজেকে শঠের ন্যায় গোপন করে তদ্রূপ নিজের দোষকে গোপন করে। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মেণ্ডক শ্রেষ্ঠীর উপাখ্যান সমাপ্ত

http://kalpataruboi.org

উজ্ঝানসঞ্ঞি স্থবিরের উপাখ্যান—১১

১৯. পরবজ্জানুপস্সিস্স নিচ্চং উজ্ঝানসঞ্ঞিনো,
আসবা তস্স বড্ঢন্তি আরা সো আসবক্খযা।...২৫৩

অনুবাদ : যে সর্বদা পরের দোষ অন্বেষণ করে বেড়ায় এবং অপরকে ভর্ৎসনা করে, তার পাপরাশি কেবল বাড়তে থাকে, সে পাপক্ষয় থেকে দূরে অবস্থান করে।

অন্বয় : পরবজ্জানুপস্সিস্স (যে পরের ছিদ্র অনুসন্ধান করে বেড়ায়) নিচ্চং উজ্ঝানসঞ্ঞিনো (এবং নিত্য তিরস্কারপ্রিয়) তস্স আসবা বড্ঢন্তি (তার আস্রব বা পাপ বাড়তে থাকে)। সো আসবক্খযা আরা (সে পাপক্ষয় থেকে দূরে অবস্থান করে)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : (২৫২-২৫৩) বেশির ভাগ মানুষকে সেই চালুনির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে যে নাকি একটি ছিদ্র দেখে সূঁচকে পরিহাস করছিল। বাস্তবিক, পরছিদ্রান্বেষণে আর নিজের ছিদ্র আবরণে মানুষের সুগভীর আনন্দ, সেই আনন্দেই সবাই মশগুল। কিন্তু নিজের দোষকে ঢাকবার চেষ্টা করলে সব সময় ঢাকা যায় না, অথবা ঢাকা দিলেই দোষমুক্ত হওয়া যায় না। পরনিন্দা এক মহৎ দোষ যা ক্রমে মনকে অধিকার করে, অন্য গুরুতর দোষের পথকে সুগম করে। এতে সাধক তার লক্ষ্য থেকে ক্রমেই দূরে সরে যায়।

'পরের ছিদ্রান্বেষকারী' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে উজ্ঝানসঞ্ঞি নামক স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

এই ভিক্ষু নাকি অন্য ভিক্ষুদের দোষ অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেন। যেমন 'এই ভিক্ষু এইভাবে অন্তর্বাস পরিধান করে, ঐ ভিক্ষু এইভাবে বহির্বাস (উত্তরাসঙ্গ) পরিধান করে... ...ইত্যাদি।' ভিক্ষুরা শাস্তাকে এইরূপ জানাইলেন—'ভন্তে, ঐ ভিক্ষু এইরূপ করিয়া থাকে।' শাস্তা বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, কর্তব্যের খাতিরে যদি কেহ এইরূপ বলিয়া থাকে তাহা অপরাধ নহে, কিন্তু যদি কেহ নিত্যই অন্যদের দোষ খুঁজিয়া বেড়ায় এবং প্রকাশ্যে তাহা বলিয়া থাকে, তাহার ধ্যানাদি কোন বিশেষ সমাপত্তি লাভ হয় না। কেবলমাত্র আস্রবসমূহেই তাহার মধ্যে বৃদ্ধি পায়' ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'যে সর্বদা পরের ছিদ্রান্বেষণ ও অপরকে ভর্ৎসনা করে, তাহার দোষসমূহ (আস্রব) বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সে আস্রবক্ষয় হইতে দূরবর্তী হয়।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২৫৩

অন্বয় : 'উজ্ঝানসঞ্ঞিনো' 'এইভাবে অন্তর্বাস পরিধান করিতে হইবে, এইভাবে বহির্বাস পরিধান করিতে হইবে' এইপ্রকারে সর্বদা অন্যের দোষ দর্শনকারী ব্যক্তির ধ্যানাদি কোন সমাপত্তি বৃদ্ধি পায় না, অধিকন্তু আস্রবসমূহই

http://kalpataruboi.org

তাহার বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। সেই কারণে তাদৃশ ব্যক্তি অর্হত্ত্বমার্গ নামক আস্রবক্ষয় হইতে অনেক দূরেই থাকিয়া যায়। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

উজ্জানসঞ্ঞিঃ স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

সুভদ্র পরিব্রাজকের উপাখ্যান—১২

২০. আকাসে চ পদং নত্থি সমণো নত্থি বাহিরে,
পপঞ্চাভিরতা পজা নিপ্পপঞ্চা তথাগতা।
২১. আকাসে চ পদং নত্থি সমণো নত্থি বাহিরে,
সঙ্খারা সস্সতা নত্থি নত্থি বুদ্ধানম্ঞিঞ্জিতং।...২৫৪-২৫৫

অনুবাদ : আকাশে যেমন পথ নেই, সেরূপ শাসনে (সংঘের) বাইরে শ্রমণ হতে পারে না। সাধারণ লোক তৃষ্ণাদি প্রপঞ্চের[৩০] বশীভূত, কিন্তু তথাগতগণ এসব জাগতিক প্রপঞ্চের বাইরে। আকাশে যেমন পথ নেই, সেরূপ শাসনের বাইরে শ্রমণ হতে পারে না। পৃথিবীতে কিছুই নিত্য নয়, কিন্তু বুদ্ধগণের বিকার নেই।

অন্বয় : আকাসে চ পদং নত্থি (যেমন আকাশে পথ নেই), বাহিরে সমণো নত্থি [সেরূপ সঙ্ঘের] (বাইরে শ্রমণ নেই)। পজা (প্রজা বা সাধারণ মানুষ) পপঞ্চাভিরতা (প্রপঞ্চ বা জাগতিক ব্যাপারে অনুরক্ত), তথাগতা নিপ্পপঞ্চা (তথাগতগণ বা বুদ্ধগণ নিষ্প্রপঞ্চ)। আকাসে চ পদং ন অত্থি বাহিরে সমণো নত্থি (আকাশে যেমন পথ নেই সেরূপ সংঘের বাইরে কোন প্রকৃত শ্রমণ নেই) সঙ্খারা সস্সতা নত্থি (সংস্কারসকল শাশ্বত নয়), বুদ্ধানং ইঞ্জিতং ন অত্থি (বুদ্ধগণ কখনও বিচলিত হন না)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : সংসারে কাণ্ডারিহীন মানুষ অনন্ত আকাশে পথহারা পাখির মতই অসহায়। রিপুর বিক্ষোভে, তৃষ্ণার জ্বালায় উদভ্রান্ত হয়ে ক্ষয়স্থায়ি সুখের সন্ধানে সে নানা বিপথে ছুটে বেড়াচ্ছে। জলবুদ্বুদের মত, তরঙ্গশীর্ষে ফেনপুঞ্জের মত, মায়া-মরীচিকার মত অনিত্যের মধ্যে শাশ্বতের সন্ধান জানেন শুধু সেই মহাজনেরাই যাঁরা সংসারে থেকেও তৃষ্ণামুক্ত, স্থির, অচঞ্চল। তাঁরাই এই ধ্রুব আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত। এঁরাই তথাগত, বুদ্ধ।[৩১]

'আকাশে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা কুশীনগরের নিকট মল্লদের শালবনে

৩০। 'প্রপঞ্চ' শব্দে তৃষ্ণা (বাসনা), দৃষ্টি (মিথ্যাদর্শন) এবং মান (অহংকার) এই তিনটিকে বোঝায়।

৩১। ধর্মপদের টীকাকার বুদ্ধঘোষ 'বাহিরে' শব্দের অর্থ করেছেন—বুদ্ধের শাসনের বাইরে অধিকাংশ ইউরোপীয় পণ্ডিতরাও ঐ অর্থই গ্রহণ করেছেন। তবে ম্যাক্সমূলার ঐ অর্থ না নিয়ে 'বাহ্য ক্রিয়া' এই অর্থ নিয়েছেন, কারণ প্রথম অর্থটিতে কিছুটা সাম্প্রদায়িক দ্যোতনা আছে। ম্যাক্সমূলারের মতে বুদ্ধদেবের কোন সাম্প্রদায়িক ভাব ছিল না। এই ধারণাই বর্তমান ব্যাখ্যাটির ভিত্তি।

http://kalpataruboi.org

পরিনির্বাণমঞ্চে শায়িত থাকাকালীন সময়ে সুভদ্র পরিব্রাজককে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন।

অতীতে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নাকি যখন নতুন ফসল ঘরে আনিত তিনি নয়বার (ভিক্ষুসঙ্ঘকে) দান দিতেন, কিন্তু তিনি কখনও দান দিতে ইচ্ছুক হয় নাই; শেষের দিকে অবশ্য দান দিয়াছেন। তাই তিনি বুদ্ধের বোধি লাভের প্রথম দিকে বা মাঝামাঝি সময়ে শাস্তাকে দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। বোধিলাভের শেষ সময়ে অর্থাৎ বুদ্ধের পরিনির্বাণকালে 'আমার তিনটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা ছিল এবং বয়োজ্যেষ্ঠ পরিব্রাজকদের জিজ্ঞাসা করিয়াছি, শ্রমণ গৌতম 'ছেলেমানুষ' বলিয়া জিজ্ঞাসা করি নাই। এখন তাঁহার পরিনির্বাণকাল উপস্থিত, পাছে শ্রমণ গৌতমকে জিজ্ঞাসা না করিতে পারায় পরে আমাকে অনুতাপ করিতে হইবে' চিন্তা করিয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং আনন্দ বারণ করা সত্ত্বেও শাস্তার অনুমতি লাভ করিলেন—'আনন্দ, সুভদ্রকে বারণ করিও না। তিনি আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন।' সুভদ্র পর্দার অভ্যন্তরে যাইয়া বুদ্ধের পরিনির্বাণ মঞ্চের নীচে বসিয়া তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে গৌতম, আকাশে পদ নাই, আর্যমার্গের বহির্ভূত শ্রমণ (আর্যশ্রাবক) নাই এবং সংস্কারসমূহ শাশ্বত নহে।' অনন্তর শাস্তা ঐ তিনটি বিষয়ের অভাবের কথা জানিয়া এই দুইটি গাথার দ্বারা ধর্মদেশনা করিলেন—

'আকাশে যেমন পদচিহ্ন নাই, তদ্রূপ আর্যমার্গের বহির্ভূত শ্রমণ নাই। জনগণ (তৃষ্ণাদি) প্রপঞ্চে নিরত, কিন্তু তথাগত নিষ্প্রপঞ্চ হইয়াছে।

'আকাশে যেমন পদচিহ্ন নাই, তদ্রূপ আর্যমার্গের বহির্ভূত শ্রমণ নাই। সংস্কারসমূহ শাশ্বত নহে এবং বুদ্ধগণ নিয়তই অবিচলিত থাকেন।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২৫৪-২৫৫

অন্বয় : 'পদং' এই আকাশে বর্ণসংস্থানবশে 'ইহা এইরূপ' বলিবার মত কোন পদ নাই, স্থান নাই। 'বাহিরে' আমার শাসনের বাহিরে মার্গফলস্থ শ্রমণ নাই। 'পজা' এই যে সত্ত্বলোকনামক প্রজা (সাধারণ লোকেরা) তৃষ্ণাদি প্রপঞ্চসমূহেই অভিরত থাকে। 'নিপ্পপঞ্চা' বোধিমূলেই সমস্ত প্রকার প্রপঞ্চকে সমুচ্ছিন্ন করিয়া তথাগতগণ নিষ্প্রপঞ্চ হইয়াছেন। 'সঙ্খারা' পঞ্চস্কন্ধ। ইহাদের মধ্যে কোন স্কন্ধই শাশ্বত নহে। 'ইঞ্জিতং' তৃষ্ণামানাদি চাঞ্চল্যসমূহের কোন একটির দ্বারা 'সংস্কারসমূহ শাশ্বত' বলিয়া গ্রহণ করার মত কোন চাঞ্চল্য বুদ্ধগণের নাই। দেশনাবসানে সুভদ্র অনাগামীফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, উপস্থিত জনগণের নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

সুভদ্র পরিব্রাজকের উপাখ্যান সমাপ্ত

মলবর্গ বর্ণনা সমাপ্ত

অষ্টাদশ বর্গ

http://kalpataruboi.org

১৯. ধর্মস্থ বর্গ

বিচারামাত্যের উপাখ্যান—১

১. ন তেন হোতি ধম্মট্ঠো যেনত্থং সহসা নযে,
যো চ অত্থং অনত্থঞ্চ উভো নিচ্ছেয্য পন্ডিতো।
২. অসাহসেন ধম্মেন সমেন নযতী পরে,
ধম্মস্স গুত্তো মেধাবী ধম্মট্ঠো'তি পবুচ্চতি।...২৫৬-২৫৭

অনুবাদ : যদি কেউ অন্যায়ভাবে বা বলপূর্বক কার্যসাধন করে তবে সে ন্যায়পরায়ণ হতে পারে না। কিন্তু যিনি অর্থ ও অনর্থ উভয়ই বিচার করে দেখেন এবং বলপ্রয়োগের আশ্রয় না নিয়ে ধর্ম ও ন্যায়ের দ্বারা অপরকে চালিত করেন তিনিই ধর্মের (নীতির) অভিভাবক, পণ্ডিত ও ধার্মিক বলে আখ্যা পান।

অন্বয় : যেনত্থং সহসা নযে (যে সহসা কোন কিছুর অর্থ গ্রহণ করে) তেন ধম্মট্ঠো ন হোতি (সে ধর্মস্থ বা ধর্মপরায়ণ হতে পারে না)। যো চ অত্থং অনত্থং চ উভো নিচ্ছেয্য (যিনি অর্থ ও অনর্থ উভয়ই নিশ্চিত জানেন) [সো] পন্ডিতো (তিনিই পণ্ডিত)। [যো] অসাহসেন ধম্মেন সমেন পরে নযতী (যিনি সত্যাশ্রয় করে ধর্ম ও সাম্যের সঙ্গে অপর সকলকে পরিচালিত করে) ধম্মস্স গুত্তো মেধাবী [সো] (ধর্মের গোপ্ত সেই মেধাবী) ধম্মট্ঠো ইতি পবুচ্চতি (ধর্মস্থ বলে কথিত হন)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : ন্যায়বিচার দুর্লভ, কারণ আদর্শ বিচারকই মেলা শক্ত। পক্ষপাতশূন্যতা, বিচক্ষণতা, সমদৃষ্টি—বিচারকের এসব গুণ না থাকলে বিচার হবে প্রহসন। অনেক সমস্যা, অনেক প্রলোভন, ভীতি, বলপ্রয়োগ ন্যায়বিচারের অন্তরায় হয়ে বিচারককে নীতিভ্রষ্ট করে। তাই যাঁর সত্য-মিথ্যা নির্ণয়ের সামর্থ আছে, যিনি স্বেচ্ছাচারিতা, দ্বেষ, ভয় আর লোভ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, সেই ধর্মপরায়ণ ও পণ্ডিত ব্যক্তিই ন্যায়বিচারক হতে পারেন।

'ইহার দ্বারা হয় না' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে বিচারামাত্যদের উদ্দেশ্য করিয়া এই গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন।

একদিন ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তীতে উত্তরদ্বার গ্রামে পিণ্ডপাত শেষ করিয়া নগরের মধ্য দিয়া বিহারে ফিরিতেছিলেন। সেই মুহূর্তে বৃষ্টিপাত হইল। তাঁহারা সম্মুখাগত বিচারালয়ে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে বিনিচ্ছয় মহামাত্যগণ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া (জমির) মালিকদের মালিকানা হইতে চ্যুত করিতেছে। তাঁহারা চিন্তা করিলেন—'অহো, ইহারা অধার্মিক। আমরা মনে করিতাম যে ইহারা ধর্মোপায়ে বিচার করিয়া থাকে।' বৃষ্টি থামিলে তাঁহারা বিহারে যাইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করত ঐ বিষয় শাস্তাকে জানাইলেন। শাস্তা বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, যাহারা রাগদ্বেষাদি ছন্দবশত সত্যের অপলাপ করে

http://kalpataruboi.org

তাহারা ধর্মস্থ বা ন্যায় বিচারক হইতে পারে না। যাহারা সত্যকার অপরাধকে জানিয়া অপরাধানুরূপ এবং সত্যের অপলাপ না করিয়া বিচার করিয়া থাকে তাহারাই ধর্মস্থ বা ন্যায় বিচারক হইয়া থাকে' ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথাদ্বয় ভাষণ করিলেন—

'যিনি (রাগ-দ্বেষ-মোহ-ভয়বশত) বিচারে পক্ষপাতিত্ব করেন তদদ্বারা তিনি ধর্মস্থ (ন্যায় বিচারক) হইতে পারেন না। যে পণ্ডিত ব্যক্তি অর্থ ও অনর্থ উভয় দিক বিবেচনা করিয়া ন্যায়ত নিরপেক্ষ ও সমদর্শী হইয়া অপরাধানুরূপ অপরের জয়-পরাজয় নির্ধারণ করেন তিনি ন্যায়ধর্মের রক্ষক বুদ্ধিমান ও ন্যায় বিচারক বলিয়া উক্ত হন।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২৫৬-২৫৭

অন্বয় : 'তেন' এতটা কারণের দ্বারা। 'ধম্মট্‌ঠো' রাজা নিজের করণীয় বিচার ধর্মে থাকিয়াও ধর্মস্থ (ন্যায় বিচারক) হইতে পারেন না। 'যেন' যেই কারণে। 'অত্থং' বিচারণীয় কোন বিষয়। 'সাহসা নয়ে' রাগ-দ্বেষাদিবশত মিথ্যার আশ্রয় লইয়া বিচার করিয়া থাকেন। যিনি রাগ বা ছন্দের বশীভূত হইয়া 'আমার জ্ঞাতি', 'আমার মিত্র' এই বলিয়া মিথ্যার আশ্রয় লইয়া মালিকবিহীনকে মালিক করেন; দ্বেষের বশীভূত হইয়া মিথ্যার আশ্রয় লইয়া নিজের শত্রুকে মালিকানা হইতে চ্যুত করেন; মোহের বশীভূত হইয়া উৎকোচ গ্রহণপূর্বক বিচারকালে মতিচ্ছন্ন হইয়া এইদিকে ঐদিকে অবলোকন করিয়া মিথ্যার আশ্রয় লইয়া জয়ীকে পরাজিত এবং পরাজিতকে জয়ী করিয়া থাকেন, ভয়ের বশীভূত হইয়া বিত্তশালী লোকের পক্ষাবলম্বনপূর্বক অন্যায়ভাবে পরাজিতকে জয়ী করেন, এইরূপ ব্যক্তি ধর্মস্থ বা ন্যায় বিচারক নহেন। 'অত্থং অনত্থং চ' সত্য এবং মিথ্যা কারণ। 'উভো নিচ্ছেয্য' যে পণ্ডিত ব্যক্তি সত্য-মিথ্যা উভয় দিক বিবেচনা করিয়া সুবিচার করেন। 'অসাহসেন' মিথ্যার আশ্রয় না লইয়া। 'ধম্মেন' যথার্থ বিচারের দ্বারা, ছন্দাদিবসে নহে। 'সমেন' অপরাধানুযায়ী বিচার করেন এবং জয় বা পরাজয় সাব্যস্ত করেন। 'ধম্মস্‌স গুত্তো' তিনিই ধর্মগুপ্ত ধর্মরক্ষিত ধর্মোজ প্রজ্ঞাসমন্বিত মেধাবী ন্যায়বিচারে স্থিত—তাই তাঁহাকে ধর্মস্থ বা প্রকৃত ধার্মিক ও ন্যায়বিচারক বলা হয়। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বিচারামাত্যের উপাখ্যান সমাপ্ত

ষড়বর্গীয়গণের উপাখ্যান—২

৩.ন তেন পন্ডিতো হোতি যাবতা বহু ভাসতি,
খেমী অবেরী অভযো পন্ডিতো'তি পবুচ্চতি।...২৫৮

অনুবাদ : বাচালতা দ্বারা কেউ পণ্ডিত হয় না। যিনি সহিষ্ণু, শত্রুহীন ও ভয়মুক্ত তিনিই পণ্ডিত।

অন্বয় : যাবতা বহু ভাসতি তেন পন্ডিতো ন হোতি (যে বেশি কথা বলে সে

http://kalpataruboi.org

পণ্ডিত হয় না)। খেমী অবেরী অভযো পন্ডিতো ইতি পবুচ্চতি (ক্ষেমী, অবৈরী ও নির্ভয় ব্যক্তিকে লোকে পণ্ডিত বলে থাকে)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : গভীরতার, পূর্ণতার একটা শান্তি আছে যাতে কলরব কোলাহল লয় হয়ে যায়। কলসী যতক্ষণ শূন্য, ততক্ষণই সশব্দ। যতই তা পূর্ণ হতে থাকে শব্দ ততই কমে আসে, তারপর একেবারে পূর্ণ হয়ে গেলে তখন পরিপূর্ণ স্তব্ধতা। তাই বাগাড়ম্বর অন্তঃসারশূন্যতাই প্রকাশ করে। প্রকৃত পণ্ডিত বাক্যে সংযমী, নির্বৈর, নির্ভয়।

'তদদ্বারা পণ্ডিত হয় না' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে ষড়বর্গীয়দের উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন।

ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা বিহারে এবং গ্রামে সর্বত্র ভিক্ষুদের ভোজনশালায় যাইয়া বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। একদিন ভিক্ষুগণ গ্রামে ভোজনকৃত্য শেষ করিয়া আগত তরুণ শ্রামণেরগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আবুসো, ভোজনশালা কি প্রকার ছিল?'

ভন্তে, আর বলিবেন না, ষড়বর্গীয়রা 'আমরাই দক্ষ, আমরাই পণ্ডিত; ইহাদের প্রহার করিয়া মাথার নোংড়া মাখাইয়া বাহির করিয়া দিব' বলিয়া আমাদের ঘাড় ধরিয়া (মাথায়) নোংড়া মাখাইয়া ভোজনশালায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়াছিল।' ভিক্ষুগণ শাস্তার নিকট যাইয়া উক্ত বিষয় শাস্তাকে জানাইলেন। শাস্তা বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, যাহারা বহু ভাষণ করিয়া অন্যদের অপদস্থ করে তাহাদের আমি পণ্ডিত বলি না। যে সহিষ্ণু, অবৈরী ও নির্ভীক তাহাকেই আমি পণ্ডিত বলি' ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'বাচালতা দ্বারা কেহ পণ্ডিত হয় না, যে সহিষ্ণু, অবৈরী ও ভয়হীন সে-ই পণ্ডিত।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২৫৮

অন্বয় : 'যাবতা' সঙ্ঘমধ্যে বা অন্যত্র নানা কারণে যে বাচালতা করে, তদদ্বারা সে পণ্ডিত হয় না। যে সহিষ্ণু, পাঁচ প্রকার বৈরীতার অভাবে যে অবৈরী ও নির্ভয়, যাহার কারণে লোকের মধ্যে ভয় উৎপন্ন হয় না, সে-ই যথার্থ পণ্ডিত। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ষড়বর্গীয়গণের উপাখ্যান সমাপ্ত

একুদান অর্হৎ স্থবিরের উপাখ্যান—৩

৪. ন তাবতা ধম্মধরো যাবতা বহু ভাসতি,
যো চ অপ্পম্পি সুত্বান ধম্মং কাযেন পস্সতি;
স বে ধম্মধরো হোতি যো ধম্মং নপ্পমজ্জতি।...২৫৯

অনুবাদ : বাচালতা দ্বারা কেউ ধর্মধর হয় না। যিনি অল্পশ্রুত হয়েও ধর্মের আচরণ করেন এবং তা থেকে কখনও ভ্রষ্ট হন না, তিনিই প্রকৃত ধর্মধর।

http://kalpataruboi.org

অন্বয় : যাবতা বহু ভাসতি (যদি কেহ বহুকথা বলে) তাবতা [সো] ন ধম্মধরো (তাহলে সে ধর্মধর নয়)। যো চ অপ্পম্পি ধম্মং সুত্বান (যিনি অল্পমাত্র ধর্ম শ্রবণ করেন) কাযেন পস্সতি (দেহ দ্বারা দর্শন করেন অর্থাৎ জীবনে তা আচরণ করেন), যো ধম্মং ন পমজ্জতি (যিনি ধর্মে অপ্রমত্ত থাকেন), স বে ধম্মধরো হোতি (তিনিই নিশ্চয়ই ধর্মধর হন)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : প্রকৃত ধর্ম বহুপঠন বা বহুকথন দ্বারা লাভ হয় না। তা শ্রবণ, মনন এবং অন্তরের উপলব্ধির মধ্য দিয়ে লভ্য।

'তদদ্বারা' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে একুদান অর্হৎ স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

এক সময় তিনি একাকী এক বনে বাস করিতেছিলেন। তখন একটি উদান গাথা তাঁহার সব সময় মনে পড়িত—

'যে ভিক্ষু অবিচিত্তসম্পন্ন, অপ্রমাদী, মৌনব্রতী, উপশান্ত এবং সদা স্মৃতিমান, তাদৃশ ভিক্ষুর শোক-দুঃখ উৎপন্ন হয় না!' [উদান ৪।৭।৪৩]

তিনি উপোসথ দিনগুলিতে স্বয়ং ধর্মশ্রবণের কথা ঘোষণা করিয়া উপরি উক্ত গাথা ভাষণ করিতেন। ইহাতে দেবতারা (সন্তুষ্ট হইয়া) যে সাধুবাদ দিতেন তাহাতে মনে হইত যেন মেদিনী বিদীর্ণ হইতেছে। অনন্তর একদিন প্রত্যেকের পঞ্চশত পরিবারসম্পন্ন দুইজন ত্রিপিটকধর ভিক্ষু তাঁহার বাসস্থানে উপনীত হইলেন। তিনি তাঁহাদের দেখিয়াই সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—'আপনারা এখানে আসিয়া ভালই করিয়াছেন। অদ্য আমরা আপনাদের ধর্মকথা শ্রবণ করিব।'

আবুসো, এখানে ধর্ম শ্রবণ করার মত কে আছে?'

'হ্যাঁ ভন্তে, আছে। ধর্মশ্রবণ দিবসে এই বনে দেবতাদের সাধুবাদের দ্বারা নিনাদিত হয়।' একজন ত্রিপিটকধর ভিক্ষু ধর্ম আবৃত্তি করিলেন, একজন ব্যাখ্যা করিলেন। কিন্তু একজন দেবতাও সাধুবাদ দিলেন না। তখন ভিক্ষুগণ বলিলেন—'আবুসো, আপনি যে বলিলেন ধর্মশ্রবণ দিবসে এই বনে দেবতারা উচ্চশব্দে সাধুবাদ দিয়া থাকেন। কিন্তু, কই কেহ সাধুবাদ দিলেন না ত!'

'ভন্তে, অন্যান্য দিন সাধুবাদের শব্দে এই বন নিনাদিত হয়। কিন্তু অদ্য জানি না কেন তদ্রূপ হইতেছে না।'

'আবুসো, তাহা হইলে আপনি ধর্মশ্রবণ করুন।' তিনি ব্যজনী লইয়া আসনে বসিয়া সেই উদানগাথাটি ভাষণ করিলেন। দেবতারা মহাশব্দে সাধুবাদ দিলেন। ইহাতে আগন্তুক সকল ভিক্ষুগণ অসন্তুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন— 'এই বনে দেখিতেছি দেবতারা মুখ দেখিয়া সাধুবাদ দেন। ত্রিপিটকধর ভিক্ষুরা এইরূপ ধর্মশ্রবণ করাইলেও দেবতারা এতটুকু প্রশংসা করিলেন না, আর এই বৃদ্ধ ভিক্ষু একটিমাত্র গাথা ভাষণ করার সঙ্গে সঙ্গে দেবতারা মহাশব্দে সাধুবাদ দিলেন।' তাঁহারা বিহারে যাইয়া শাস্তাকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিলেন।

শাস্তা বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু বহু শিক্ষা করে ও ভাষণ করে তাহাকে আমি ধর্মধর বলি না। যে একটিমাত্র গাথাও শিক্ষা করিয়া চারি আর্যসত্য

http://kalpataruboi.org

বুঝিতে পারে, তাহাকেই আমি ধর্মধর বলি।' এই বলিয়া ধর্মদেশনাকালে শাস্তা এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'যিনি যত অধিক ভাষণ করুন না কেন তাহাতে তিনি ধর্মধর হইতে পারেন না। যিনি অল্পমাত্রও ধর্মকথা শুনিয়া নিজের জীবনে তাহা আচরণ করেন এবং ধর্মে অপ্রমত্ত থাকেন তিনিই প্রকৃত ধর্মধর।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২৫৯

অন্বয় : 'যাবতা' অনেক শিক্ষা-ধারণ-বাচনাদির কারণে বহু ভাষণ করিলে, তদদ্বারা কেহ ধর্মধর হন না, বংশানুরক্ষক ও বংশধারার পালক মাত্র হইয়া থাকেন। 'যো চ অপ্পম্পি' যে ব্যক্তি অল্পমাত্র শ্রবণ করিয়াও ধর্মার্থকে জানিয়া ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন হইয়া নামকায়ের দ্বারা দুঃখাদিকে জানিতে জানিতে চারি আর্যসত্যমূলক ধর্মকে উপলব্ধি করেন তাঁহাকেই ধর্মধর বলা হয়। 'যো ধম্মং নপ্পমজ্জতি' যিনি আরব্ধবীর্য হইয়া 'অদ্যই ধর্মকে উপলব্ধি করিব' এই আকাঙ্ক্ষায় ধর্মে অপ্রমত্ত থাকেন তিনিই যথার্থ অর্থে ধর্মধর আখ্যা লাভ করিয়া থাকেন। দেশনাবসানে বহু ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছিলেন।

একুদান অর্হৎ স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

লকুণ্ডক ভদ্দিয় স্থবিরের উপাখ্যান—৪

৫. ন তেন থেরো হোতি যেন'স্স পলিতং সিরো,
পরিপক্কো বযো তস্স মোঘজিণ্ণো'তি বুচ্চতি।
৬. যম্হি সচ্চঞ্চ ধম্মো চ অহিংসা সঞ্ঞমো দমো,
স বে বন্তমলো ধীরো থেরো'তি পবুচ্চতি।...২৬০-২৬১

অনুবাদ : পক্ককেশ দ্বারা কেউ স্থবির হয় না। তার বয়স পরিপক্ক বটে, কিন্তু সে 'বৃথাবৃদ্ধ' বলে কথিত হয়। যার মধ্যে সত্য, ধর্ম, অহিংসা, সংযম ও দম এই গুণগুলি বিদ্যমান[১১] সেই নির্মল ও ধীর ব্যক্তিই স্থবির পদবাচ্য।

অন্বয় : যেন অস্স সিরো পালিতং (যাঁর শির পলিত অর্থাৎ যিনি পক্ককেশ) তেন থেরো ন হোতি (তা দ্বারা সে স্থবির হয় না)। তস্স বযো পরিপক্কো (তার বয়স পরিপক্ক) মোঘজিণ্ণো ইতি বুচ্চতি [কিন্তু] (সে বৃথাজীর্ণ বলে কথিত হয় অর্থাৎ তার বার্ধক্য নিরর্থক)। যম্হি সচ্চঞ্চ ধম্মো চ অহিংসা সঞ্ঞমো দমো (যাঁর মধ্যে সত্য, ধর্ম, অহিংসা, সংযম এবং দম আছে) স বে বন্তমলো ধীরো (সেই নির্মল ও ধীর পুরুষ) থেরো ইতি পবুচ্চতি (স্থবির বলে উক্ত হন)।

'তদদ্বারা স্থবির হওয়া যায় না' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে লকুণ্ডক ভদ্দিয় স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

---

[১১]। বৃহদারণ্যক উপনিষদের সেই বিখ্যাত উক্তিটি এখানে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় দেওয়া হল : মেঘগর্জন এই দৈববাক্য প্রতিধ্বনিত করছে—'দ', 'দ', 'দ', দামাত, দত্ত, দয়ধ্বম্, অর্থাৎ 'দমন কর', 'দান কর', 'দয়া করা'। সুতরাং এই তিনটি গুণ শিক্ষা করবে—দম, দান, দয়া।

http://kalpataruboi.org

একদিন সেই স্থবির শাস্তার সেবা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি চলিয়া যাইবামাত্র ত্রিশজন আরণ্যিক ভিক্ষু তাঁহাকে দেখিয়া আসিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। তাঁহাদের অর্হত্ত্বলাভের উপনিশ্রয় দেখিয়া শাস্তা তাঁহাদের এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমরা আসিবার সময় এখান হইতে ফিরিয়া যাইতেছে এইরকম কোন স্থবিরকে দেখিয়াছ কি?'

'ভন্তে, দেখি নাই।'

'তোমরা কি দেখিয়াছ?'

'ভন্তে, আমরা একজন শ্রামণেরকে দেখিয়াছি।'

'হে ভিক্ষুগণ, সে শ্রামণের নহে, সে স্থবির ভিক্ষু।'

'ভন্তে, খুব অল্পবয়সের ত।'

'হে ভিক্ষুগণ, বার্ধক্যে উপনীত কেহ স্থবিরাসনে বসিলেই আমি তাহাকে স্থবির বলি না। যে সত্যসমূহ উপলব্ধি করিয়া অহিংসকচিত্তে (মৈত্রীচিত্তে) সকলের সহিত ব্যবহার করে, তাহাকেই আমি স্থবির বলি।' ইহা বলিয়া শাস্তা এই দুইটি গাথা ভাষণ করিলেন—

'শিরকেশ পক্ক হইয়াছে বলিয়া কেহ স্থবির হয় না। তাহার বয়স পরিপক্ক বটে, তবে তাহার সেই বার্ধক্য নিরর্থক।

সত্য, ধর্ম, অহিংসা, দম যাহাতে বিদ্যমান নাই নির্মল ও জ্ঞানবান পুরুষকেই স্থবির বলা হয়।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২৬০-২৬১

অন্বয় : 'পরিপক্কো' পরিণত বৃদ্ধভাব প্রাপ্ত। 'মোঘজিণ্ণো' স্থবিরকারক ধর্মসমূহের অভাববশত সে বৃথা জীর্ণমাত্র। 'যম্হি সচ্চঞ্চ ধম্মো চ' যে ব্যক্তি ষোল প্রকার উপায়ে চারি আর্যসত্য উপলব্ধি করিয়াছে, যে জ্ঞানের দ্বারা নব লোকোত্তর ধর্ম উপলব্ধি করিয়াছে। 'অহিংসো' অহিংসার ভাব। ইহা দেশনামাত্রই। যাহার মধ্যে চতুর্বিধ অপ্পমঞ্ঞা (মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা) বর্তমান। 'সংযমো দমো' শীলসংবর এবং ইন্দ্রিয়সংবর। 'বন্তমলো' মার্গজ্ঞানের দ্বারা চিত্তমল দূরীভূত। 'ধীরো' ধৃতিসম্পন্ন। 'থেরো' সে এইসকল স্থিরকারক (স্থবিরকারক) ধর্ম সমন্বাগত বলিয়া তাহাকে স্থবির বলা হয়। দেশনাবসানে সেই ভিক্ষুগণ অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

লকুণ্ডক ভদ্দিয় স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

বহু ভিক্ষুর উপাখ্যান—৫

৭.ন বাক্করণমত্তেন বণ্ণপোক্খরতায বা,
সাধুরূপো নরো হোতি ইস্সুকী মচ্ছরী সঠো।

৮. যস্স চেতং সমুচ্ছিন্নং মূলঘচ্চং সমূহতং,
স বন্তদোসো মেধাবী সাধুরূপো'তি বুচ্চতি।...২৬২-২৬৩

http://kalpataruboi.org

অনুবাদ : লোভী, মাৎসর্যপরায়ণ ও শঠ ব্যক্তি কেবল মিষ্টবাক্য ও দেহ সৌন্দর্য দ্বারা সাধু হতে পারে না। যাঁর এই তিন দোষ সমূলে উৎপাটিত ও বিনষ্ট হয়েছে সেই নিষ্কলুষ পণ্ডিত ব্যক্তিই সাধু বলে কথিত হন।

অন্বয় : ইস্‌সুকী মচ্ছরী সঠো নরো (ঈর্ষালু, মৎসরী ও শঠ ব্যক্তি) বাক্করণমত্তেন (শুধু বাক্যবিন্যাস দ্বারা) বণ্ণপোক্‌খরতায বা (কিংবা বর্ণসৌন্দর্যের দ্বারা) সাধুরূপো ন হোতি (সাধু হয় না)। যস্‌স চ এতং (যাঁর এই সকল দোষ) সমুচ্ছিন্নং মূলঘচ্চং সমূহতং (সমুচ্ছিন্ন, সমূলে উৎপাটিত ও বিনষ্ট হয়েছে) বন্তদোসো মেধাবী সো (সেই দোষরহিত মেধাবী ব্যক্তি) সাধুরূপো ইতি বুচ্চতি (সাধু বলে কথিত হন)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : সাধুতার পথ নানা বিঘ্নে আকীর্ণ। ঐ বিঘ্ন বা বাধাগুলির প্রায় সবই হল অন্তরের, বাইরের সামান্যই। পাণ্ডিত্য ও অনেক সময়ই একটা বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। আবার পরশ্রীকাতরতা, ঈর্ষা, লোভ প্রভৃতি নানা অবিলতায় ঘেরে মনকে। এই সব দোষ থেকে যিনি নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারেন সেই পণ্ডিত প্রকৃত সজ্জন।

'কেবল বাক্যবিন্যাস দ্বারা নহে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে বহু ভিক্ষুদের উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

এক সময় তরুণ ভিক্ষু এবং শ্রামণেরগণকে কেবল তাহাদের নিজ নিজ ধর্মাচার্যদেরই চীবর রঞ্জিত করা এবং অন্যান্য সেবাশুশ্রূষার কাজ করিতে দেখিয়া কোন কোন স্থবির চিন্তা করিলেন—'আমরাও ত ধর্ম ব্যাখ্যা করিতে পারি। অথচ আমাদের ত এইরূপ সেবক নাই। আমরা শাস্তাকে গিয়া বলিব—'ভন্তে, আমরাও ত ধর্মভাষণে দক্ষ। অতএব আপনি তরুণ ভিক্ষু এবং শ্রামণেরগণকে অনুমতি দিন যাহাতে তাহারা অন্যদের নিকট হইতে ধর্ম শিক্ষা করিলেও তাঁহাদের নিকট আসিয়া তাহা শোধন করিয়া লইয়াই যেন অন্যদের নিকট ব্যক্ত করে।' তাহা হইলে আমাদের লাভসৎকারও বৃদ্ধি পাইবে।' তাঁহারা যাইয়া শাস্তাকে তদ্রূপ বলিলেন।

শাস্তা তাঁহাদের কথা শুনিয়া ভাবিলেন—এই শাসনের বিধি অনুসারে ইহারা এইরূপ বলিতে পারে, কিন্তু ইহারা ত লাভসৎকারের উদ্দেশ্যেই এইরূপ বলিতেছে। তখন শাস্তা তাহাদের বলিলেন—'তোমাদের বাকচাতুর্যের জন্যই আমি তোমাদের উত্তম বলিতে পারি না। অর্হত্ত্বমার্গের দ্বারা যাহার মধ্যে ঈর্ষাদি অকুশল ধর্ম তিরোহিত হইয়াছে তাহাকেই আমি সাধু বলি।' এই কথা বলিয়া তিনি এই গাথাদ্বয় ভাষণ করিলেন—

'কেবল বাক্যবিন্যাস বা শারীরিক বর্ণসৌন্দর্য দ্বারা ঈর্ষুক, মাৎসর্য পরায়ণ ও শঠ ব্যক্তি কদাপি সাধু বা মহাত্মা হয় না।

'যাহার এই সকল দোষ সমূলে উৎপাটিত ও সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়াছে সেই নির্দোষ প্রজ্ঞাবান পুরুষই সাধু বলিয়া উক্ত হয়।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২৬২-২৬৩

অন্বয় : 'ন বাককরণমত্তেন' বাক্যবিন্যাস দ্বারা, শব্দলক্ষণসম্পন্ন বচনমাত্রের

http://kalpataruboi.org

দ্বারা। 'বণ্ণপোক্খরতায় বা' দেহবর্ণের সৌন্দর্যের দ্বারা। 'নরো' এই কারণে পরের লাভসৎকারের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ, পঞ্চবিধ মাৎসর্য সমন্বাগত এবং শাঠ্যভাবের দ্বারা শঠ ব্যক্তি উত্তম হইতে পারে না। 'যস্স চেতং' যে ব্যক্তির ঈদৃশ ঈর্ষাদিদোষ অর্হত্ত্বমার্গ জ্ঞানের দ্বারা সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে, মূলঘাত করিয়া সমূহত সেই নির্দোষ ধর্মোজ প্রজ্ঞাসমন্বাগত ব্যক্তিকেই সাধু বলা হয়। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছিলেন।

বহু ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত

হস্তকের উপাখ্যান—৬

৯. ন মুন্ডকেন সমণো অব্বতো অলিকং ভণং,
ইচ্ছালোভসমাপন্নো সমণো কিং ভবিস্সতি।
১০. যো চ সমেতি পাপানি অণুং থূলানি সব্বসো,
সমিতত্তা হি পাপানং সমণো'তি পবুচ্চতি।...২৬৪-২৬৫

অনুবাদ : মিথ্যাবাদী ও ব্রতহীন ব্যক্তি কেবল মস্তক মুণ্ডন দ্বারা শ্রমণ হয় না; কামুক ও লোভী ব্যক্তি কিরূপে শ্রমণ হবে? যিনি ছোট বড় সকল রকম পাপ দমন করতে পেরেছেন, তিনি পাপের শমন হেতু শ্রমণ বলে কথিত হন।

অন্বয় : অলিকং ভণং অব্বতো (মিথ্যাভাষী ও ব্রতহীন) মুন্ডকেন সমণো ন হোতি (কেবল মস্তক মুণ্ডন দ্বারা শ্রমণ হয় না)। ইচ্ছালোভসমাপন্নো সমণো কিং ভবিস্সতি (ইচ্ছা ও লোভসম্পন্ন কি শ্রমণ হতে পারে?) যো চ অণুং থূলানি পাপানি (যিনি অণু ও স্থূল অর্থাৎ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পাপসকল) সব্বসো সমেতি (সর্বপ্রকারে দমন করেন) [সো] হি পাপানং সমিতত্তা সমণো ইতি পবুচ্চতি (পাপের শমন হেতু শ্রবণ বলে কথিত হন)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : যার শীল আর সাধনা নেই সে শুধু মাথা মুড়ালেই শ্রমণ আখ্যা পায় না, কেন না মাথা মুড়ানোটা তার পক্ষে একটা কপটতা। যাবতীয় পাপকে যিনি দমন করেছেন প্রকৃত শ্রমণ তিনিই।

'কেবল শিরোমুণ্ডন দ্বারা শ্রমণ হয় না' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা শ্রাবস্তীতে অবস্থানকালে হস্তক নামক ভিক্ষুকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

তর্কে পরাস্ত সেই ভিক্ষু 'তোমরা অমুকদিন অমুক জায়গায় আসিও, তোমাদের সহিত তর্ক করিব' ঘোষণা করিয়া (নির্দিষ্ট সময়ের) পূর্বেই সেখানে উপস্থিত হইয়া 'দেখিলে ত, তীর্থিকেরা আমার ভয়ে আসে নাই। ইহা তাহাদের পরাজয় নহে কি? এইভাবে সে একের পর এক (অনেককে) তর্কে আহ্বান করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল। শাস্তা হস্তক (ভিক্ষু) এইরূপ করিতেছে শুনিয়া তাহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে হস্তক, সত্যই কি তুমি এইরূপ করিতেছ?'

'হ্যাঁ ভন্তে।'

http://kalpataruboi.org

'কেন করিতেছ? এইভাবে শিরোমুণ্ডন করিয়া মিথ্যাকথা ভাষণের দ্বারা শ্রমণ হওয়া যায় না। যে ব্যক্তি অণু বা বৃহৎ কোন পাপকর্ম করে না, তাহাকেই শ্রমণ বলা হয়' এই কথা বলিয়া শাস্তা দুইটি গাথা ভাষণ করিলেন—

'মিথ্যাকথনশীল ব্রতহীন (ধুতাঙ্গ ব্রতবিহীন) বাসনা ও লোভযুক্ত ব্যক্তি কেবল মস্তক মুণ্ডন দ্বারা শ্রমণ হয় না।

'যিনি ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ সমস্ত পাপ দূরীভূত করেন, পাপের প্রশমন হেতু তিনিই শ্রমণ বলিয়া কথিত হন।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২৬৪-২৬৫

অন্বয় : 'মুণ্ডকেন' অর্থাৎ শিরোমুণ্ডন মাত্রের দ্বারা। 'অম্বতো' শীলব্রত এবং ধুতাঙ্গব্রত বিরহিত। অলিকং ভণং' মিথ্যাকথা বলিতে বলিতে অসম্প্রাপ্ত আলম্বনসমূহে বাসনা উৎপন্ন করে এবং লোভসহগত হয়। সে কি করিয়া শ্রমণ হইবে? 'সমেতি' অর্থাৎ যে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সমস্ত পাপকে প্রশমন করিয়াছে, সেই প্রশমনতা হেতু তাহাকে 'শ্রমণ' আখ্যা দেওয়া হয়। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

হস্তকের উপাখ্যান সমাপ্ত

জনৈক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান—৭

১১. ন তেন ভিক্খু হোতি যাবতা ভিক্খতে পরে,
বিস্সং ধম্মং সমাদায ভিক্খু হোতি ন তাবতা।

১২. যো'ধ পুঞ্ঞঞ্চ পাপঞ্চ বাহেত্বা ব্রহ্মচরিযবা,
সঙ্খায লোকে চরতি সবে ভিক্খু'তি বুচ্চতি।...২৬৬-২৬৭

অনুবাদ : অপরের নিকট ভিক্ষা করলেই ভিক্ষু হওয়া যায় না। পাপাচার আশ্রয় করে কেউ কখনো ভিক্ষু হয় না। যিনি পাপ-পুণ্যের অতীত হয়ে ব্রহ্মচর্য পরায়ণ হন এবং ইহলোকে জ্ঞানসম্পন্ন হয়ে বিচরণ করেন তিনিই ভিক্ষু বলে অভিহিত হন।

অন্বয় : যাবতা পরে ভিক্খতে তেন সো ভিক্খু ন হোতি (কেবলমাত্র পরের নিকট ভিক্ষা করলে কেউ ভিক্ষু হয় না)। বিস্সং ধম্মং সমাদায ভিক্খু হোতি ন তাবতা (বিষম ধর্ম অনুশীলনের দ্বারা কেউ কখনো ভিক্ষু হয় না)। যো ইধ পুঞ্ঞঞ্চ পাপঞ্চ বাহেত্বা (যিনি ইহলোকে পাপ-পুণ্য অতিক্রম করে) ব্রহ্মচরিযবা হোতি (ব্রহ্মচর্যবান হন), যো লোকে সঙ্খায চরতি (এবং যে জগতে সজ্ঞানে বিচরণ করেন) স বে ভিক্খু ইতি বুচ্চতি (তিনি নিশ্চয়ই ভিক্ষু বলে কথিত হন)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : ভিক্ষুত্ব মানে শুধুই ভিক্ষুকত্ব নয়। ভিক্ষাচরণ ছাড়াও অন্যান্য সমস্ত পালনীয় কর্মে এবং ধর্মে সর্বান্তঃকরণে ব্রতী হলে তবেই প্রকৃত ভিক্ষু হওয়া যায়। প্রকৃত ভিক্ষু তিনিই যিনি পরিপূর্ণভাবে ব্রহ্মচর্যপরায়ণ আর

http://kalpataruboi.org

জ্ঞানবান হয়ে পাপ আর পুণ্য উভয়কেই অতিক্রম করতে পারেন।

'তদদ্বারা সে ভিক্ষু হইতে পারে না' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে জনৈক ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

সেই ব্রাহ্মণ সংসারধর্ম ত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইয়া ভিক্ষার জন্য বিচরণকালে চিন্তা করিলেন—'শ্রমণ গৌতম নিজের শিষ্যদের 'ভিক্ষু' বলিয়া থাকেন যেহেতু তাঁহারা ভিক্ষাচরণ করেন, তাহা হইলে আমাকেও 'ভিক্ষু' বলা উচিত!' তিনি শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'হে গৌতম, আমিও ভিক্ষাচরণ করিয়া জীবনধারণ করি, আমাকেও আপনি 'ভিক্ষু' সম্বোধন করুন।' তখন শাস্তা তাঁহাকে বলিলেন—'হে ব্রাহ্মণ, কেবল ভিক্ষাচরণের জন্য আমি 'ভিক্ষু' বলি না। বিষম (সদ্ধর্মের বিপরীত) ধর্মাচরণকারী কেহ ভিক্ষু হইতে পারে না। সমস্ত সংস্কারসমূহকে জ্ঞানসহকারে জানিয়া যে বিচরণ করে তাহাকেই 'ভিক্ষু' বলা হয়।' এই কথা বলিয়া শাস্তা এই দুইটি গাথা ভাষণ করিলেন—

'অপরের নিকট ভিক্ষা করা দ্বারা কেহ ভিক্ষু হইতে পারে না। সদ্ধর্মের বিপরীত ধর্মানুশীলনের দ্বারা কেহ ভিক্ষু হইতে পারে না।

জগতে যিনি পাপপুণ্য অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মচর্যবান হন এবং ইহলোকে (সমস্ত সংস্কারসমূহকে জানিয়া) সজ্ঞানে বিচরণ করেন তিনিই ভিক্ষু বলিয়া কথিত হন।—ধর্মপদ, শ্লোক-২৬৬-২৬৭

অন্বয় : 'যাবতা' যদি কেহ পরগৃহে ভিক্ষা করে, কেবল ভিক্ষাচর্যার জন্য কাহাকেও 'ভিক্ষু' বলা যায় না। 'বিস্‌সং' বিষম ধর্ম অর্থাৎ ধর্মনীতির বিরুদ্ধ কায়কর্মাদি ধর্ম আচরণ করিলেও ভিক্ষু বলা যায় না। 'যোধ' যে ব্যক্তি এই বুদ্ধশাসনে মার্গ এবং ব্রহ্মচর্য প্রভাবে পাপপুণ্যকে প্রবাহিত করিয়া, দূর করিয়া, ব্রহ্মচর্যশীলাচরণে রত থাকেন। 'সঙ্খায়' অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা। 'লোকে' এই পঞ্চস্কন্ধময় জগতে 'এইগুলি আধ্যাত্মিক ধর্ম এবং এইগুলি বাহ্যিক ধর্ম' এইভাবে সমস্ত ধর্ম পরিজ্ঞাত হইয়া যিনি বিচরণ করেন এবং যিনি সেই জ্ঞানের দ্বারা ক্লেশসমূহকে বিনাশ করেন, তাঁহাকেই 'ভিক্ষু' নামে অভিহিত করা হয়। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

জনৈক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান সমাপ্ত

তীর্থিকদের উপাখ্যান—৮

১৩. ন মোমেন মুনি হোতি মূল্‌হরূপো অবিদ্দসু,
যো চ তুলং'ব পগ্‌গয্‌হ বরমাদায পন্ডিতো।
১৪. পাপানি পরিবজ্জেতি স মুনি তেন সো মুনি,
যো মুনাতি উভো লোকে মুনি তেন পবুচ্চতি।...২৬৬-২৬৯

অনুবাদ : মূঢ় অবিদ্বান লোক কেবল মৌনাবলম্বন করে মুনি হয় না। যে

http://kalpataruboi.org

পণ্ডিত ব্যক্তি মানদণ্ড নিয়ে ভালমন্দ বিচারপূর্বক যা মঙ্গলজনক তাই গ্রহণ করেন, আর যা পাপ তা বর্জন করেন, তিনিই মুনি। এই কারণে তাঁকে মুনি বলা হয়। যিনি উভয় লোকে মনন করেন, তিনিই সেই কার্যের দ্বারা মুনি আখ্যা পান।

অন্বয় : মূল্হরূপো অবিদ্দসু (মূঢ় অবিদ্বান ব্যক্তি) মোমেন মুনি ন হোতি (মৌনের দ্বারা মুনি হয় না)। যো চ পন্ডিতো তুলং পগ্গয্হ ইব (যে পণ্ডিত ব্যক্তি তুলাদণ্ড ধারণ করে) বরমাদায (শ্রেয়কে গ্রহণ করেন) পাপানি পরিবজ্জেতি (এবং পাপকে পরিবর্জন করেন) স মুনি (তিনি মুনি), তেন সো মুনি (সেই কাঁচের দ্বারাই তিনি মুনি হন)। যো মুনাতি তেন উভো লোকে মুনি ইতি পবুচ্চতি (যিনি অন্তরে ও বাহিরে উভয় লোকে মনন করেন তিনিই মুনি পদবাচ্য)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : মুনির লক্ষণ কি শুধুই মৌনতা? তা নয়। মুনিকে কঠোর মানদণ্ডে ভালমন্দ পাপপুণ্যের বিচারে সমস্ত অকুশল কর্ম পরিহার করে শীলে, সমাধিতে একনিষ্ঠ হতে হবে। ধর্মের আচরণে প্রজ্ঞাযুক্ত হয়ে অন্তর, বাহ্য উভয় লোক যিনি মনন করেন তিনিই মুনি।

'মৌনব্রতের দ্বারা নহে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে তীর্থিকগণকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

তাঁহারা (তীর্থিকগণ) কোন স্থানে ভোজন করিয়া এইভাবে জনগণকে মঙ্গলবাণী শ্রবণ করাইয়া চলিয়া যাইতেন—'মঙ্গল হউক, সুখ হউক, আয়ু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক, অমুক স্থানে কলল আছে, অমুক স্থানে কন্টক আছে—ঐ সকল স্থানে যাইও না' ইত্যাদি। কিন্তু বুদ্ধের বোধিলাভের গোড়ার দিকে এই জাতীয় দানানুমোদনের ব্যবস্থা ভগবান প্রদান করেন নাই। তাই ভিক্ষুগণ (দানাশালায় ভোজন গ্রহণ করিয়া) জনগণের নিকট দানানুমোদন না করিয়া চলিয়া যাইতেন। জনগণ এই বলিয়া নিজেদের অসন্তোষ প্রকাশ করিত—'আমরা তীর্থিকগণের নিকট মঙ্গলকথা শুনি, কিন্তু ভদন্ত ভিক্ষুগণ চুপচাপ চলিয়া যান।' ভিক্ষুগণ এই বিষয় ভগবানকে জানাইলেন। শাস্তা এই বলিয়া অনুমোদন প্রদান করিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, এখন হইতে তোমরা যে স্থান হইতে দান গ্রহণ করিবে, দান অনুমোদন করিবে, উপবিষ্ট হইয়া কথা বলিবে এবং ধর্মকথা শ্রবণ করাইবে।' ভিক্ষুগণ তাহাই করিতে লাগিলেন। মনুষ্যগণ অনুমোদনাদি শ্রবণ করিয়া উৎসাহপ্রাপ্ত হইয়া ভিক্ষুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া সৎকারাদি করিতে লাগিল। তীর্থিকগণ এই বলিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন—'আমরা মুনির মৌনব্রত পালন করি। আর এই শ্রমণ গৌতমের শিষ্যগণ ভোজনক্ষেত্রে দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করিয়া বিচরণ করিতেছে।'

শাস্তা এই কথা শুনিয়া বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, কেবলমাত্র তুষ্ণীম্ভাবের জন্য আমি কাহাকেও 'মুনি' বলি না। কারণ কেহ কেহ জানে না বলিয়া বলে না, কেহ কেহ বিশারদ নহে বলিয়া বলে না। আবার কেহ কেহ বা কার্পণ্যবশত আমাদের বলে না এই ভাবিয়া যে, 'আমাদের বৈশিষ্ট্য অন্যরা না জানুক।' অতএব কেবল মৌনব্রত পালনের দ্বারা মুনি হওয়া যায় না। পাপ উপশমের

http://kalpataruboi.org

দ্বারাই মুনি হওয়া যায়।' ইহা বলিয়া শাস্তা দুইটি গাথা ভাষণ করিলেন—

'অতি মূঢ় এবং জ্ঞানহীন ব্যক্তি কেবল মৌনাবলম্বন দ্বারা মুনি হইতে পারে না, 'কিন্তু যে ব্যক্তি পণ্ডিত তিনি তুলাদণ্ড গ্রহণের ন্যায় ভালমন্দ পাপপুণ্য বিচার করিয়া যাহা শুভ, যাহা মঙ্গলজনক তাহাই গ্রহণ করেন এবং মন্দ বা অমঙ্গলজনক পাপ বর্জন করেন। তাদৃশ ব্যক্তিকেই উক্তরূপ কার্য দ্বারা মুনি বলা হয়। যিনি (অন্তর-বাহির) উভয়লোক মনন করিতে সমর্থ তিনিই মুনি বলিয়া অভিহিত হন।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২৬৮-২৬৯

অন্বয় : 'ন মোমেন' বাস্তবিক মৌন পন্থা অবলম্বনের দ্বারা যাহার মার্গজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তিনি 'মুনি' নামে খ্যাত হন। কিন্তু যে অবিজ্ঞ ব্যক্তি বৃথা মৌনতা অবলম্বন করে সে কখনও 'মুনি' হইতে পারে না। 'মূল্হরূপো' তুচ্ছরূপ। 'অবিদ্দসূ' অবিজ্ঞ। ঈদৃশ মৌনব্রতের দ্বারা মুনি হওয়া যায় না। জ্ঞানহীন ব্যক্তি তুচ্ছস্বভাব। 'যো চ তুলং ব পগ্গযহ' যেমন তুলাদণ্ডধারী ব্যক্তি অতিরিক্ত হইলে তুলিয়া লয়, উন হইলে বাড়াইয়া দেয়। তদ্রূপ যে ব্যক্তি অতিরিক্ত হইলে হরণ করার ন্যায় পাপকে হরণ করে, বর্জন করে এবং উন হইলে বাড়াইয়া দেওয়ার মত কুশল বৃদ্ধি করে অর্থাৎ সর্বতোভাবে অকুশল পরিত্যাগ করিয়া শীল-সমাধি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি ও বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন প্রভৃতি উত্তম ধর্ম গ্রহণ করে। 'স মুনী'তি অর্থাৎ সেই মুনি নামের যোগ্য। 'তেন সো মুনী'তি অর্থাৎ কেন তাহাকে মুনি বলা হইবে? উপরিউক্ত কারণেই তাহাকে মুনি বলা হয়। 'যো মুনাতি উভো লোকে' যে ব্যক্তি এই স্কন্ধাদি জগতকে তুলাদণ্ডে আরোপিত করিয়া মাপার ন্যায় 'এইগুলি আধ্যাত্মিক স্কন্ধ, এইগুলি বাহ্যিক' এইভাবে উভয়বিধ স্কন্ধসমূহকে জানিতে সমর্থ হয়। 'মুনি তেন পবুচ্চতি' অর্থাৎ সেই কারণে প্রকৃত 'মুনি' নামে খ্যাত হয়। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তীর্থিকদের উপাখ্যান সমাপ্ত

এক ধীবরের উপাখ্যান—৯

১৫. ন তেন অরিযো হোতি যেন পাণানি হিংসতি,
অহিংসা সব্বপাণানং অরিযো'তি পবুচ্চতি।...২৭০

অনুবাদ : যে প্রাণি হিংসা করে তদ্বারা সে আর্য হয় না। সর্বজীবে অহিংসা দ্বারা আর্যপদ লাভ হয়।

অন্বয় : যেন পাণানি হিংসতি তেন অরিযো ন হোতি (যে প্রাণি হিংসা করে তদ্বারা সে আর্য হতে পারে না)। সব্বপাণানং অহিংসা অরিযো ইতি পবুচ্চতি (সর্বপ্রাণীতে অহিংসা করলে আর্য বলে কথিত হয়)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : জীব হিংসা করলে আর্য বা নিষ্পাপ হওয়া যায় না। যার মন উদার বিশ্বের যাবতীয় জীবের প্রতি যিনি মৈত্রীতে পরিপূর্ণ তিনিই যথার্থ

http://kalpataruboi.org

আর্য।

'তদদ্বারা আর্য হওয়া যায় না' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে 'আর্য' নামধারী জনৈক ধীবরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

একদিন শাস্তা ঐ ধীবরের স্রোতাপত্তিমার্গ লাভের উপনিশ্রয় দেখিয়া শ্রাবস্তীর উত্তরদ্বারে গ্রামে পিণ্ডপাত করিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন। সেই মুহূর্তে সেই ধীবর বড়শি দিয়া মাছ ধরিতেছিল। সে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দেখিয়া বড়শি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। শাস্তাও নিকটে দাঁড়াইয়া সারিপুত্র প্রভৃতিকে 'তোমার নাম কি' বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারাও 'আমি সারিপুত্র, আমি মৌদগল্যায়ন' ইত্যাদি রূপে নিজ নিজ নাম প্রকাশ করিলেন। ধীবর চিন্তা করিল—'শাস্তা সকলের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। মনে হয় আমার নামও জিজ্ঞাসা করিবেন।' শাস্তা তাহার মনের কথা জানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে উপাসক, তোমার নাম কি?'

'ভন্তে, আমার নাম আর্য।'

'হে উপাসক, এইভাবে প্রাণীহত্যাকারিগণ আর্য নামধারী হইতে পারে না। যাহারা সকলের প্রতি অহিংসভাব মনে পোষণ করে তাহারাই 'আর্য' নামের উপযুক্ত।' ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'যে ব্যক্তি প্রাণিহিংসা করে তদদ্বারা সে আর্য হইতে পারে না; যিনি সকল প্রাণীর প্রতি অহিংসভাবাপন্ন তিনিই 'আর্য' বলিয়া কথিত হন।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২৭০

অন্বয় : 'অহিংসা' অহিংসার দ্বারা। ইহা উক্ত হয়—'যে ব্যক্তি প্রাণীহত্যা করে সে আর্য হইতে পারে না। যে ব্যক্তি হস্ত প্রভৃতি দ্বারা হিংসা না করিয়া সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করে, হিংসা হইতে দূরে থাকে, তাহাকেই আর্য বলা হইয়া থাকে। দেশনাবসানে সেই ধীবর স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইল। উপস্থিত সকলের নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

এক ধীবরের উপাখ্যান সমাপ্ত

বহু শীলাদিসম্পন্ন ভিক্ষুদের উপাখ্যান—১০

১৬. ন সীলব্বতমত্তেন বাহুসচ্চেন বা পুন,
অথবা সমাধিলাভেন বিবিচ্চ সযনেন বা।

১৭. ফুসামি নেক্খম্মসুখং অপুথুজ্জনসেবিতং,
ভিক্খু বিস্সাসমাপাদি অপ্পত্তো আসবক্খযং।...২৭১-২৭২

অনুবাদ : হে ভিক্ষু, বাসনার ক্ষয় না করে কেবলমাত্র শীলব্রত হয়ে অথবা

http://kalpataruboi.org

বহুশ্রুত হয়ে অথবা সমাধি লাভ বা নির্জনবাস করে তুমি সাধারণের অজ্ঞাত নির্বাণসুখ ভোগ করছ—এরূপ বিশ্বাস করো না।

অন্বয় : ন সীলব্বতমত্তেন (কেবলমাত্র শীল ও ব্রত দ্বারা) বাহুসচ্চেন (বা বহুশ্রুতি অর্থাৎ বহু শাস্ত্রাভিজ্ঞতা দ্বারা) বা পুন অথবা সমাধিলাভেন বিবিচ্চ সযনেন বা (অথবা সমাধি লাভ কিংবা নির্জনবাস দ্বারা) অপুথুজ্জনসেবিতং নেক্খম্মসুখং ফুসামি (আমি সাধারণের অনধিগম্য নিষ্কাম সুখ লাভ করেছি)। ভিক্খু, আসবক্খযং অপ্পত্তো বিস্সাসং মা আপাদি (হে ভিক্ষু, আস্রবক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বাস করো না অর্থাৎ ক্ষান্ত হয়ো না)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : শাস্ত্রজ্ঞান, শীল, সমাধি এগুলো মুক্তিপথের পাথেয়, কিন্তু অর্হত্ত্ব বা নির্বাণ এসবের অতীত বস্তু। কাজেই নিয়মপালন ব্রতাচরণের মধ্য দিয়ে কিছু উচ্চস্তরের (অনাগামী) ফল লাভ হলেও নির্বাণ প্রত্যক্ষ হয়েছে এরূপ ধারণা করা সঙ্গত নয়। পরিপূর্ণ তৃষ্ণাক্ষয়ে অর্হত্ত্ব লাভ না হওয়া পর্যন্ত মুক্তি লাভেচ্ছুর ক্ষান্ত হওয়া চলবে না, সদা তৎপর থেকে এগিয়ে যেতে হবে তাঁকে।

'শীলব্রতমাত্রের দ্বারা নহে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থান-কালে বহু শীলাদিসম্পন্ন ভিক্ষুদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন।

ঐ ভিক্ষুদের মধ্যে কাহারও কাহারও মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল—'আমরা শীলসম্পন্ন, আমরা ধুতাঙ্গধারী, আমরা বহুশ্রুত, আমরা দূরে এবং নির্জনস্থানে বাস করি, আমরা ধ্যানলাভী, আমাদের অর্হত্ত্ব দুর্লভ নহে, ঈপ্সিত দিবসেই আমরা অর্হত্ত্ব লাভ করিব।' তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা অনাগামী তাঁহারাও ভাবিতেন—'আমাদের পক্ষে এখন অর্হত্ত্ব লাভ করা কঠিন নহে।' তাঁহারা সকলে একই দিনে শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিলে শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—

'হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের প্রব্রজিতকৃত্য পরিসমাপ্ত হইয়াছে কি?'

তাঁহারা উত্তরে বলিলেন—'ভন্তে, আমরা এখন ঈদৃশ অবস্থায় উপনীত হইয়াছি, যখন ইচ্ছা তখনই আমরা অর্হত্ত্ব লাভ করিতে সমর্থ। এই মনে করিয়া আমরা অবস্থান করিতেছি।'

শাস্তা তাঁহাদের কথা শুনিয়া বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, পরিশুদ্ধ শীলাদিমাত্র প্রাপ্ত হইলে বা অনাগামীসুখমাত্র প্রাপ্ত হইলে 'আমাদের ভবদুঃখ অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে' ইহা বলা উচিত নহে। আস্রবক্ষয়প্রাপ্ত না হইলে 'আমি সুখী' এই কথা চিত্তে স্থান দেওয়া অনুচিত।' ইহা বলিয়া শাস্তা এই দুইটি গাথা ভাষণ করিলেন—

'কেবল শীল ও ব্রতপালন, বহুশাস্ত্রাভিজ্ঞতা, [লৌকিক] সমাধিলাভ, কিংবা নির্জনবাস দ্বারা অথবা 'আমি সাধারণের অনধিগম্য নিষ্কাম (অনাগামী) সুখ অনুভব করিতেছি' এই ভাবিয়া হে ভিক্ষু! আস্রবক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বাস করিও না অর্থাৎ ক্ষান্ত হইও না।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২৭১-২৭২

অন্বয় : শীলব্বতমত্তেন' চতুর্পরিশুদ্ধিশীল পাত্রের দ্বারা বা ত্রয়োদশ

http://kalpataruboi.org

ধুতাঙ্গমাত্রের দ্বারা। 'বাহুসচ্চেন বা' অর্থবা ত্রিপিটকের শিক্ষামাত্রের দ্বারা। 'সমাধিলাভেন' অষ্টসমাপত্তি লাভের দ্বারা। 'নেক্খম্মসুখং' অনাগামীসুখ। সেই অনাগামী সুখ অনুভব করিতেছি এইটুকু মাত্রের দ্বারা। 'অপুথুজ্জন সেবিতং' সাধারণ লোকের দ্বারা অসেবিত অর্থাৎ আর্যসেবিত। 'ভিক্খুতি' ভিক্ষুগণের মধ্যে যেন একজনকে সম্বোধন করা হইতেছে। [প্রকৃতপক্ষে একজনকে সম্বোধন করা হইলেও সকল ভিক্ষুকেই সম্বোধন করা হইতেছে বুঝিতে হইবে] 'বিস্সাসমপাদি' বিশ্বাস করা উচিত নহে। ইহা এইরূপ উক্ত হইয়াছে—'ভিক্ষু এই সম্পন্ন শীলাদি ভাবমাত্রের দ্বারা 'আমাদের ভব (পুনর্জন্ম) স্বল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে' ইহা আস্রবক্ষয় নামক অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত না হইয়া কোন ভিক্ষু বিশ্বাস করিবে না। যেমন অল্পমাত্র গূথও দুর্গন্ধ হয়, তদ্রূপ অল্পমাত্র ভবও দুঃখজনক।' দেশনাবসানে সেই ভিক্ষুগণ অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। উপস্থিত সকলের নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

বহু শীলাদিসম্পন্ন ভিক্ষুদের উপাখ্যান সমাপ্ত
ধর্মস্থ বর্গ বর্ণনা সমাপ্ত
একুনবিংশতিতম বর্গ

http://kalpataruboi.org

২০. মার্গ বর্গ

পঞ্চশত ভিক্ষুর উপাখ্যান—১

১. মগ্‌গাগনট্‌ঠঙ্গিকো সেট্‌ঠো, সচ্চানং চতুরো পদা,
বিরাগো সেট্‌ঠো ধম্মানং দ্বিপদানঞ্চ চক্‌খুমা।
২. এসো ব মগ্‌গো নত্থঞ্‌ঞো দস্‌সনস্‌স বিসুদ্ধিযা,
এতং হি তুম্‌হে পটিপজ্জথ মারস্‌সেতং পমোহনং।
৩. এতং হি তুম্‌হে পটিপন্না দুক্‌খস্‌সন্তং করিস্‌সথ,
অক্‌খাতো বে মযা মগ্‌গো অঞ্‌ঞায সল্লসন্থনং।
৪. তুম্‌হেহি কিচ্চং আতপ্পং অক্‌খাতারো তথাগতা,
পটিপন্না পমোক্‌খন্তি ঝাযিনো মারবন্ধনা।...২৭৩-২৭৬

অনুবাদ : সকল মার্গের মধ্যে অষ্টাঙ্গিক মার্গ শ্রেষ্ঠ, সত্যসকলের মধ্যে চার আর্যসত্য শ্রেষ্ঠ, ধর্মের মধ্যে বৈরাগ্য শ্রেষ্ঠ, মানুষের মধ্যে চক্ষুষ্মান শ্রেষ্ঠ। এই একমাত্র পথ। সম্যকজ্ঞানের অন্য পথ নেই। তোমরা এই পথই অনুসরণ কর, এ পথ মারকে সম্মোহিত করবে। তোমরা এই পথ অবলম্বন কর, এতেই দুঃখ ঘুচবে। শল্য উৎপাটনকারী (দুঃখ নাশকারী) পথ জানতে পেরে আমি তা প্রচার করছি। অধ্যবসায় তোমাদেরই করতে হবে, তথাগতগণ প্রচারকমাত্র। ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিগণই মারের বন্ধন থেকে মুক্ত হন।

অন্বয় : মগ্‌গাগনং অট্‌ঠঙ্গিকো সেট্‌ঠো (মার্গ সকলের মধ্যে অষ্টাঙ্গিক মার্গ শ্রেষ্ঠ), সচ্চানং চতুরো পদা [সেট্‌ঠো] (সত্যের চারিপদ শ্রেষ্ঠ), ধম্মানং বিরাগো সেট্‌ঠো (ধর্মের মধ্যে বৈরাগ্য শ্রেষ্ঠ), দ্বিপদানঞ্চ চক্‌খুমা (আর দ্বিপদের মধ্যে চক্ষুষ্মান)। এসো এব মগ্‌গো (ইহাই একমাত্র পথ)। দস্‌সনস্‌স বিসুদ্ধিযা অঞ্‌ঞো নত্থি (বিশুদ্ধ দর্শনের অর্থাৎ সম্যকদৃষ্টির অন্য পথ নেই)। তুম্‌হে এতং হি পটিপজ্জথ (তোমরা ইহাই অবলম্বন কর); এতং হি মারস্‌স পমোহনং (ইহাই মারের সম্মোহনকারী)। তুম্‌হে এতং হি পটিপন্না দুক্‌খস্‌সন্তং করিস্‌সথ (তোমরা এ অবলম্বন করে দুঃখের অন্ত করতে পারবে)। সল্লসন্থনং অঞ্‌ঞায মযা মগ্‌গো বে অক্‌খাতো (শল্য উৎপাটনকারী মার্গ জ্ঞাত হয়ে আমা দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়েছে)। তুম্‌হেহি আতপ্পং কিচ্চং (তোমাকেই উদ্যম করতে হবে) তথাগতা অক্‌খাতারো (তথাগতগণ ধর্ম ব্যাখ্যাতা মাত্র)। পটিপন্না ঝাযিনো মারবন্ধনা পমোক্‌খন্তি (মার্গ প্রতিপন্ন ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিগণ মারের বন্ধন থেকে মুক্ত হন)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : মুক্তির অনেক পথই নির্দেশিত হয়েছে। অষ্টাঙ্গিক

http://kalpataruboi.org

আর্যমার্গ[২৩] তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কেননা এপথে চতুরার্য সত্য[২৪] উপলব্ধ হয়। এই সত্য উপলব্ধিতেই দুঃখের অবসান হয়ে পরম শান্তি লাভ হয়, তাই এই সত্যই শ্রেষ্ঠ। সমস্ত প্রাপ্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল বৈরাগ্য বা নির্বাণ। কেননা নির্বাণ মানুষকে জরা-মৃত্যুর অতীত, শান্তি ও আনন্দের লোকে উত্তীর্ণ করে। আর সমস্ত মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলে জ্ঞান চক্ষুষ্মান তথাগত বুদ্ধ যিনি মানুষকে এই আনন্দলোকের পথের সন্ধান দেন। বুদ্ধের নির্দেশিত পথই দুঃখ নিবৃত্তির পথ, মুক্তির পথ। বহুজনের হিত আর বহুজনের সুখের জন্য এই পথের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যাত্রীকেই উদ্যোগী হয়ে দৃঢ় সঙ্কল্পের এই পথে চলতে হবে। এরই শেষে আছে মুক্তি আর অক্ষয় আনন্দলোক।

'মার্গসমূহের মধ্যে অষ্টাঙ্গিক মার্গ' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে পঞ্চশত ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন।

শাস্তা জনপদচারিকায় বিচরণ করিয়া পুনরায় শ্রাবস্তীতে ফিরিয়া আসিলে সেই (পঞ্চশত) ভিক্ষুগণ অতিথিশালায় বসিয়া এইভাবে নিজ নিজ বিচরিত মার্গের কথা উত্থাপিত করিয়া মার্গকথা বলিতে লাগিলেন—'ঐ গ্রাম হইতে ঐ গ্রামের মার্গ সম, অমুক গ্রামের মার্গ বিষম, কংকরযুক্ত বা কংকরমুক্ত।' শাস্তা তাঁহাদের অর্হত্ত্বের উপনিশ্রয় দেখিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া প্রজ্ঞাপ্তাসনে উপবেশন করিয়া—'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখন কি বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছিলে' জিজ্ঞাসা করিলে 'এই বিষয়ে' বলিলে ভগবান বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, ইহা বাহ্যিক মার্গ। ভিক্ষুর উচিত আর্যমার্গে কর্ম সম্পাদন করা। এইরূপ করিলেই ভিক্ষু সর্বদুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারে' ইহা ব্যক্ত করিয়া এই চারিটি গাথা ভাষণ করিলেন—

'মার্গসমূহের মধ্যে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ শ্রেষ্ঠ। সত্যসমূহের মধ্যে চারি আর্যসত্য শ্রেষ্ঠ। ধর্মসমূহের মধ্যে বিরাগই শ্রেষ্ঠ। দ্বিপদ (মনুষ্যগণের) মধ্যে চক্ষুষ্মান (প্রজ্ঞাচক্ষুসম্পন্ন) বুদ্ধই শ্রেষ্ঠ।

ইহাই (অর্থাৎ অষ্টাঙ্গিক মার্গ) একমাত্র পথ দৃষ্টি বিশুদ্ধির জন্য, অন্য কোন পথ নাই। তোমরা ইহাই অবলম্বন কর। ইহাই মারের (মায়াময় বিশ্বসৃষ্টির) সম্মোহনকারী (মারের প্রপঞ্চ বিস্তারের পথ রুদ্ধকারী)।

তোমরা ইহাই অনুসরণ করিয়া দুঃখের অন্তঃসাধন করিতে পারিবে। (দুঃখ) শৈল্য উৎপাটনকারী উপায় জানিয়াই আমি এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ উপদেশ করিয়াছি।

উদ্যম তোমাদিগকেই করিতে হইবে। তথাগতগণ ধর্মের উপদেষ্টামাত্র। এই মার্গাবলম্বী ধ্যানিগণ মারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২৭৩-২৭৬

---

[২৩]। সম্যকদৃষ্টি, সম্যকসঙ্কল্প, সম্যকবাক্য, সম্যককর্মান্ত, সম্যকজীবিকা, সম্যক উদ্যাম, সম্যকস্মৃতি, সম্যকসমাধি।

[২৪]। দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখনিরোধ আর দুঃখনিরোধের উপায়।

http://kalpataruboi.org

অন্বয় : 'মগ্গানট্ঠঙ্গিকো' চলার পথসমূহই হউক বা ৬২ প্রকার মিথ্যাদৃষ্টিগত মার্গই হউক, বা অন্যান্য মার্গ হউক, সকলের মধ্যে সম্যকদৃষ্টি প্রভৃতি অষ্টাঙ্গিক মার্গের দ্বারা মিথ্যাদৃষ্টি প্রভৃতি আট প্রকার মার্গ পথকে পরিত্যাগ করত নিরোধ বা নির্বাণকে আলম্বন করিয়া চতুরার্যসত্য প্রত্যক্ষ করিবার উপায় পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায়। সেইজন্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ শ্রেষ্ঠ, উত্তম।

'সচ্চানং চতুরো পদা' 'সত্য বলিবে, ক্রোধ করিবে না' (ধর্মপদ শ্লোক-২২৪) ইত্যাদি বাকসত্যই হউক, 'সত্যই ব্রাহ্মণ, সত্যই ক্ষত্রিয়' ইত্যাদি সম্মতি সত্যই হউক, 'ইহাই সত্য, অন্য সব মিথ্যা' (ধর্মপদ, শ্লোক-১১৪৪) ইত্যাদি দৃষ্টিসত্যই হউক, 'দুঃখ আর্যসত্য' ইত্যাদি পরমার্থ সত্যই হউক, এই সকল সত্যের মধ্যে যথার্থভাবে জানার জন্য, উপলব্ধি করার জন্য, (মিথ্যাদৃষ্টিসমূহ) দূর করার জন্য, ভাবনা করার জন্য, এক সত্য (নির্বাণকে) পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উপলব্ধির জন্য এবং তথতাকে (দুঃখমুক্তিরূপ উপলব্ধিকে) জানিবার জন্য 'দুঃখ আর্যসত্য' ইত্যাদি চারি সত্যপথ শ্রেষ্ঠ। 'বিরাগো সেট্ঠো ধম্মানং' হে ভিক্ষুগণ সংস্কৃত বা অসংস্কৃত সর্বপ্রকার স্বভাবধর্মসমূহের মধ্যে নির্বাণপ্রবণ বিরাগই শ্রেষ্ঠ।

'দ্বিপদানঞ্চ চক্খুমা' দেবমনুষ্যাদি ভেদে দ্বিপদ প্রাণীগণের মধ্যে পঞ্চচক্ষুসমন্বাগত (অর্থাৎ জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন) তথাগতই শ্রেষ্ঠ। 'চ' শব্দের দ্বারা অরূপধর্মী সত্ত্বগণের কথাও বুঝিতে হইবে। অতএব শুধু রূপী সত্ত্বগণ নহে, অরূপীসত্ত্বগণের মধ্যেও তথাগত শ্রেষ্ঠ উত্তম।

'দস্সনস্স বিসুদ্ধিয়া' মার্গফল দর্শনের বিশুদ্ধির জন্য যাহাকে আমি 'শ্রেষ্ঠ' বলিয়াছি ইহাই একমাত্র মার্গ, অন্য কোন মার্গ নাই।

'এতংহি তুম্হে' অতএব তোমরা ইহারই অবলম্বন কর। 'মারসেনস্সেতং পমোহনং' এই মার্গই মারমোহন এবং মারমন্থন অর্থাৎ ইহাই মারকে সম্মোহিত করিয়া ধ্বংস করে। 'দুক্খস্সন্তং' সকল প্রকার সংসার দুঃখের অন্তঃসাধন কর। 'অঞ্ঞায় সল্লকন্তনং' রাগশৈল্যের সমূলে উৎপাটনের জন্য এই মার্গ স্বয়ং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দ্বারা জানিয়া আমি (বুদ্ধ) তোমাদের নির্দেশ করিতেছি। ক্লেশসমূহ দূর করার জন্য তোমাদেরকেই উদ্যোগী হইতে হইবে, সম্যক প্রচেষ্টা এবং বীর্যকৃত্য সম্পাদন করিতে হইবে। তথাগতগণ মার্গনির্দেশক মাত্র। যাহারা এই পথ অবলম্বন করিয়া দুই প্রকার ধ্যানে (শমথ ধ্যান ও বিদর্শন ধ্যান) ধ্যানী হয় তাহারা ত্রিভূম্যক সংসার নামক মারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবে। দেশনাবসানে সেই সকল ভিক্ষু অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। উপস্থিত সকলের নিকট এই দেশনা সার্থক হইয়াছিল।

পঞ্চশত ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত

অনিত্য লক্ষণ বস্তু—২

http://kalpataruboi.org

৫. সব্বে সঙ্খারা অনিচ্চা'তি যদা পঞ্ঞায পস্সতি,
অথ নিব্বিন্দতি দুক্খে এস মগ্গো বিসুদ্ধিযা।
৬. সব্বে সঙ্খারা দুক্খা'তি যদা পঞ্ঞায পস্সতি,
অথ নিব্বিন্দতি দুক্খে এস মগ্গো বিসুদ্ধিযা।
৭. সব্বে ধম্মা অনত্তা'তি যদা পঞ্ঞায পস্সতি,
অথ নিব্বিন্দতি দুক্খে এস মগ্গো বিসুদ্ধিযা।...২৭৭-২৭৯

অনুবাদ : সকল সংস্কার (সৃষ্ট পদার্থ) অনিত্য—এ সত্য যখন লোক জ্ঞানের আলোকে দেখতে পান, তখন তিনি সর্বদুঃখে নির্বেদপ্রাপ্ত হন। এ-ই বিশুদ্ধি মার্গ। সকল সংস্কার দুঃখজনক—এ সত্য যখন মানুষ জ্ঞানের আলোকে দেখতে পান, তখন তিনি সর্বদুঃখে নির্বেদপ্রাপ্ত হন। এ-ই বিশুদ্ধি মার্গ। সকল পদার্থ অনাত্ম—এ সত্য যখন মানুষ সম্যকজ্ঞান (প্রজ্ঞা) দ্বারা দর্শন করেন, তখন তিনি সর্বদুঃখে নির্বেদপ্রাপ্ত হন। এ-ই বিশুদ্ধি লাভের উপায়।

অন্বয় : সব্বে সঙ্খারা অনিচ্চা (সকল সংস্কার অনিত্য) ইতি যদা পঞ্ঞায পস্সতি অথ [সো] দুক্খে নিব্বিন্দতি (ইহা যখন লোকে প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করেন, তখন তিনি সকল দুঃখে নির্বেদ লাভ করেন)। এস বিসুদ্ধিযা মগ্গো (ইহাই বিশুদ্ধ মার্গ)। সব্বে সঙ্খারা দুক্খা ইতি যদা [নরো] পঞ্ঞায পস্সতি (সকল সংস্কার দুঃখজনক—ইহা যখন মানুষ প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করেন); অথ দুক্খে নিব্বিন্দতি (তখন তিনি দুঃখে নির্বিণ্ন হন)। এস বিসুদ্ধিযা মগ্গো (ইহাই বিশুদ্ধি মার্গ)। সব্বে ধম্মা অনত্তা ইতি যদা পঞ্ঞায পস্সতি (সকল ধর্ম বা পদার্থ অনাত্ম, ইহা যখন প্রজ্ঞা দ্বারা মানুষ দর্শন করেন), অথ দুক্খে নিব্বিন্দতি (তখন তিনি দুঃখে নির্বিণ্ন হন)। এস বিসুদ্ধিযা মগ্গো (এই বিশুদ্ধির পথ)।

'সমস্ত সংস্কার অনিত্য' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে (উক্ত) পঞ্চশত ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন।

সেই ভিক্ষুগণ শাস্তার নিকট 'কর্মস্থান' গ্রহণ করিয়া অরণ্যে যাইয়া অনেক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অর্হত্ত্ব লাভ করিতে না পারিয়া 'বিশেষভাবে কর্মস্থান গ্রহণ করিব' চিন্তা করিয়া শাস্তার নিকট আসিলেন। শাস্তা চিন্তা করিলেন—'ইহাদের উপযুক্ত কর্মস্থান কি হইতে পারে?' তিনি (বুদ্ধ দৃষ্টিতে অতীত) দেখিলেন—'ইহারা কশ্যপ বুদ্ধের সময় কুড়ি হাজার বছর অনিত্য লক্ষণ ভাবনা করিয়াছিল। অতএব অনিত্য লক্ষণের দ্বারা একটি গাথা তাহাদের দেশনা করিতে হইবে।' ইহা চিন্তা করিয়া বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, কামভবাদিতে সমস্ত সংস্কার অবাস্তবহেতু অনিত্য।' ইহা বলিয়া গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'যাবতীয় সংস্কার অনিত্য ইহা বলিয়া লোকে প্রজ্ঞাদ্বারা উপলব্ধি করেন তখন তিনি দুঃখের প্রতি বিরাগগ্রস্ত হন, ইহাই বিশুদ্ধির মার্গ।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২৭৭

অন্বয় : 'সব্বে সংখারা' কামভবাদিতে উৎপন্ন স্কন্ধসমূহ উৎপত্তি স্থানেই নিরুদ্ধ হয় বলিয়া 'অনিচ্চা'তি যখন সাধক বিদর্শন প্রজ্ঞার দ্বারা পঞ্চস্কন্ধে

http://kalpataruboi.org

অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মলক্ষণ দর্শন করেন, তখন তিনি স্কন্ধ রক্ষণাবেক্ষণে অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়েন। এই উৎকণ্ঠায় সমাধিমগ্ন হইয়া তিনি চারি আর্যসত্যকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। 'এস মগ্‌গো বিসুদ্ধিয়া' বিশুদ্ধি এবং নির্বাণ প্রত্যয়ের ইহাই একমাত্র পথ। দেশনাবসানে ঐ ভিক্ষুগণ অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। উপস্থিত পরিষদের নিকটও এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

অনিত্য লক্ষণ বস্তু সমাপ্ত

http://kalpataruboi.org

দুঃখলক্ষণ বস্তু—৩

দ্বিতীয় গাথাতেও একই প্রকার বস্তু বা ঘটনা। তখন ভগবান সেই ভিক্ষুদের দুঃখলক্ষণ কৃত অনুশীলনভাব জানিয়া বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, সমস্ত সংস্কার আমাদের দুর্দশাগ্রস্ত করে বলিয়া দুঃখই।' ইহা বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

সকল সংস্কার দুঃখময় ইহা যখন সাধক প্রজ্ঞাদ্বারা দর্শন করেন, তখন তিনি দুঃখের প্রতি বিরক্ত হন, ইহাই বিশুদ্ধির মার্গ।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২৭৮

অন্বয় : 'দুক্খা' উৎপীড়িত করে, দুর্দশাগ্রস্ত করে বলিয়া দুঃখ। অবশিষ্ট পূর্ববৎ... ...

দুঃখলক্ষণ বস্তু সমাপ্ত

অনাত্মলক্ষণ বস্তু—৪

তৃতীয় গাথারও একই ভূমিকা। শুধু এই ক্ষেত্রেই ভগবান সেই ভিক্ষুরা পূর্বজন্মে অনাত্মলক্ষণ বিষয়ে অনুশীলন করিয়াছিলেন জানিয়া সরাসরি তাঁহাদের বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, সমস্ত স্কন্ধ স্বকীয়তাহীনতার অভাবে অনাত্ম' তারপর এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'সকল ধর্ম (পদার্থ) অনাত্ম। ইহা যখন ধ্যানী প্রজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করেন তখন তিনি দুঃখের প্রতি উৎকণ্ঠিত হন—ইহাই বিশুদ্ধিলাভের পথ।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২৭৯

অন্বয় : 'সব্বে ধম্মা' এই স্থলে পঞ্চস্কন্ধই অভিপ্রেত। 'অনত্তা' 'না বাঁচুক, না মরুক' এইভাবে বশে আনা সম্ভব নহে বলিয়া অবশীভূতত্বের কারণে অনাত্ম, আত্মশূন্য, অস্বামিক এবং অনীশ্বর এই অর্থ। অবশিষ্ট পূর্ববৎ... ...।

অনাত্মলক্ষণ বস্তু সমাপ্ত

পধানকম্মিক তিষ্য স্থবিরের উপাখ্যান—৫

৮. উট্ঠানকালম্হি অনুট্ঠহানো যুবা বলী আলসিযং উপেতো,
সংসন্নসঙ্কপ্পমনো কুসীতো পঞ্ঞায মগ্গং অলসো ন বন্দতি।...২৮০

অনুবাদ : উত্থানকালে যে উত্থানরহিত, যুবা ও শক্তিমান হয়েও যে আলস্য পরায়ণ, যার চিত্ত অবসন্ন, সেই নির্বীর্য ও অলস ব্যক্তি জ্ঞানমার্গ লাভে অসমর্থ।

অন্বয় : উট্ঠানকালম্হি অনুট্ঠহানো (যে উত্থানকালে উত্থানরহিত), যুবা বলী আলসিযং উপেতো (যুবা ও বলবান হয়েও আলস্যপরায়ণ),

http://kalpataruboi.org

সংসন্নসঙ্কপ্পমনো কুসীতো (যার চিত্ত অবসন্ন ও মন নির্বীর্য) অলসো পঞ্ঞায মগ্গং ন বিন্দতি (সেই অলস ব্যক্তি প্রজ্ঞামার্গ লাভ করতে পারে না)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : সুপ্ত সিংহের মুখে মৃগ নিজে এসে প্রবেশ করে না। তৎপর হলে তবেই সিংহ হরিণকে বধ করতে পারে। আলস্যের তুল্য প্রতিবন্ধক নেই, সমস্ত সৎকর্মকেই তা ব্যাহত করে। আলস্যের সঙ্গে সঙ্গেই আরো অজস্র অসৎ চিন্তা এসে প্রজ্ঞামার্গকে আড়াল করে।

'উত্থানকালে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে প্রধান-কম্মিক তিষ্য স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

শ্রাবস্তীবাসি পঞ্চশত কুলপুত্র শাস্তার নিকট প্রব্রজিত হইয়া কর্মস্থান গ্রহণ করত অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন সেখানেই হতোদ্যম হইয়া কর্মস্থানচ্যুত হইলেন। অন্যান্যরা অরণ্যে শ্রমণধর্ম পালন করিয়া অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন এবং 'আমাদের প্রতিলব্ধ গুণের কথা শাস্তাকে জানাইব' বলিয়া পুনরায় শ্রাবস্তীতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহারা শ্রাবস্তী হইতে এক যোজন দূরে একটি গ্রামে ভিক্ষাচরণ করিতেছিলেন। একজন উপাসক তাঁহাদিগকে যাগুভাত প্রভৃতি প্রদান করিয়া দানানুমোদন শ্রবণ করিয়া পরের দিনের জন্যও তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহারা সেইদিনই শ্রাবস্তীতে যাইয়া পাত্রচীবর সামলাইয়া রাখিয়া সায়াহ্নসময়ে শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া (শাস্তাকে) বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। শাস্তা তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহাদের সহিত সৌজন্যমূলক সম্ভাষণ করিলেন।

তখন তাঁহাদের সঙ্গী সেই কর্মস্থানচ্যুত ভিক্ষু চিন্তা করিলেন—'ইহাদের সহিত প্রীতিসম্ভাষণে শাস্তার যেন মুখই বন্ধ হইতেছে না, অথচ মার্গফল লাভ করি নাই বলিয়া শাস্তা আমার সঙ্গে কথাই বলেন না। আমি অদ্যই অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া শাস্তাকে আমার সহিত কথা বলাইব।' সেই ভিক্ষুরাও—'ভন্তে, আমরা আসিবার সময় এক উপাসক আগামীকল্যের জন্য আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, আমরা আগামীকল্য প্রাতকালেই সেখানে যাইব' বলিয়া শাস্তার অনুমতি চাহিয়া রাখিলেন। এদিকে তাঁহাদের সহায়ক ভিক্ষু সারারাত্রি চংক্রমণ করাকালে নিদ্রাবশত চংক্রমণকোটির এক পাষাণফলকে পতিত হইয়া উরুদেশের অস্থি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তিনি মহাশব্দে চিৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার সহায়ক ভিক্ষুগণ তাঁহার গলার শব্দ চিনিতে পারিয়া এদিকে সেদিকে তাঁহার খোঁজ করিতে লাগিলেন। প্রদীপ জ্বালিয়া তাঁহার কর্তব্যকৃত্য করিতে করিতে অরুণোদয় হইয়া গেল। তাঁহারা আর সেই গ্রামে যাইবার সুযোগ পাইলেন না। তখন শাস্তা তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা ভিক্ষাচরণের জন্য সেই গ্রামে যাইবে না?'

'না, ভন্তে!' বলিয়া তাঁহারা সমস্ত ঘটনা জানাইলেন। শাস্তা বলিলেন— 'হে ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষু শুধু এইবারই যে তোমাদের লাভান্তরায় ঘটাইয়াছে তাহা নহে, পূর্বেও তদ্রূপ করিয়াছিল।' ভিক্ষুগণের দ্বারা অতীতের ঘটনা জানিতে

http://kalpataruboi.org

প্রার্থিত হইয়া ভগবান অতীত উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন—

'যে ব্যক্তি পূর্বে করণীয় কর্ম পরে করিবে বলিয়া ফেলিয়া রাখে, তাহাকে অনুতপ্ত হইতে হয়, যেমন বরুণ বৃক্ষের শাখা ভঙ্গ করিয়া ঐ ব্যক্তি অনুতপ্ত হইয়াছিল।' এবং জাতক (সংখ্যা-৭১) বর্ণনা করিলেন। এখনকার পঞ্চশত ভিক্ষু অতীতে ছিলেন সেই পঞ্চশত মাণবক, এই ভিক্ষু ছিল সেই অলস মাণবক এবং আচার্য ছিলেন তথাগত।

শাস্তা এই ধর্মদেশনা আহরণ করিয়া বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, যে ব্যক্তি উত্থানকালে উত্থিত হয় না, যাহার সঙ্কল্প দুর্বল, যে অলস, সে কখনও ধ্যানাদি ভেদে বিশেষ কোন ফল লাভ করিতে পারে না।' ইহা বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'উদ্যমের সময় যে উদ্যমহীন, যুবা ও শক্তিমান হইয়াও যে আলস্য পরায়ণ, যে সঙ্কল্প ও চিন্তায় অবসাদগ্রস্ত, সেই হীনবীর্য ও নিরুৎসাহী ব্যক্তি প্রজ্ঞামার্গ লাভ করিতে পারে না।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২৮০

অন্বয় : 'অনুট্‌ঠহানো' উদ্যম না করিয়া, চেষ্টা না করিয়া। 'যুবা বলী' প্রথম যৌবনে স্থিত ও বলসম্পন্ন হইয়াও যে আলস্যপরায়ণ, সে ভোজন করিয়াই শয়ন করে। 'সংসন্নসংকপ্পমনো' যে তিন প্রকার মিথ্যা বিতর্কের দ্বারা চিত্তকে জর্জরিত করিয়া অবসন্ন ও দুর্বল হইয়া পড়ে। 'কুসীতো' অর্থাৎ বীর্যহীন। 'অলসো' মহা অলস ব্যক্তি প্রজ্ঞার দ্বারা দ্রষ্টব্য আর্যমার্গ দর্শন না করার ফলে উপলব্ধি করিতে পারে না। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছিলেন।

পধানকম্মিক তিষ্য স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

http://kalpataruboi.org

শূকর প্রেতের উপাখ্যান—৬

৯.বাচানুরক্খী মনসা সুসংবুতো কাযেন চ অকুসলং ন কযিরা,
এতে তযো কম্মপথে বিসোধ যে আরাধযে মগ্গমিসিপ্পবেদিতং। ২৮১

অনুবাদ : বাক্যে সংযম রক্ষা করবে, চিত্তে সংযত থাকবে আর অকুশল কাজ করবে না। এই তিন কর্মপন্থা বিশুদ্ধ রাখবে এবং ঋষিগণ প্রদর্শিত পথে বিচরণ করবে।

অন্বয় : বাচানুরক্খী মনসা সুসংবুতো (বাক্যকে রক্ষা করবে, মনকে সংযত করবে), কাযেন চ অকুসলং ন কযিরা (শরীর দ্বারা কোন অকুশল কাজ করবে না)। এতে তযো কম্মপথে বিসোধযে (এই তিনটি কর্মপথ বিশুদ্ধ রাখবে)। ইসিপ্পবেদিতং মগ্গং আরাধযে (ঋষি প্রদর্শিত পথের আরাধনা করবে)।

'বাক্যে সংযম রক্ষা করিবে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থান-কালে একটি শূকর প্রেতকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

একদিন মহামৌদগল্যায়ন স্থবির লক্ষণ স্থবিরকে সঙ্গে লইয়া গৃধ্রকূট হইতে অবতরণকালে এক স্থানে দাঁড়াইয়া মুচকি হাসিলেন। লক্ষণ স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন—'আবুসো, আপনার স্মিত হাসির কারণ কি?'

'আবুসো, এখন এই প্রশ্ন করার সময় নহে। শাস্তার নিকট উপস্থিত হইলে জিজ্ঞাসা করিও।'

তারপর তিনি লক্ষণ স্থবিরের সঙ্গে রাজগৃহে পিণ্ডপাত করিয়া পিণ্ডপাতের শেষে বেণুবনে যাইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া উপবেশন করিলেন। তখন লক্ষণ স্থবির তাঁহাকে সেই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন—'আবুসো, আমি একটি প্রেতকে দেখিয়াছি, যাহার শরীর ত্রিগাবুত প্রমাণ (আনুমানিক তিন যোজন এবং ছয় মাইল), কিন্তু মনুষ্যাকৃতিবিশিষ্ট। মস্তক শূকরের ন্যায়, তাহার মুখে আছে লেজ যাহা হইতে কৃমি নির্গত হইতেছে। ইতিপূর্বে এইরূপ সত্ত্ব আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই, তাই তাহাকে দেখিয়া আমি স্মিত হাসি হাসিয়াছি।' শাস্তা বলিলেন—'আমার শ্রাবকগণ চক্ষুষ্মানই বটে। আমিও এইরূপ সত্ত্ব বোধিমণ্ডপে অবস্থানকালে (অর্থাৎ বুদ্ধত্ব লাভ করিবার সময় যখন আমি বজ্রাসনে উপবিষ্ট ছিলেন) দর্শন করিয়াছি। যাহারা আমার কথায় অবিশ্বাস করিবে তাহাদের অহিত হইবে মনে করিয়া অন্যদের প্রতি অনুকম্পাবশত আমি এতদিন তাহা প্রকাশ করি নাই। এখন মৌদগল্যায়ন সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, অতএব আমার বলিতে বাধা নাই। 'হে ভিক্ষুগণ, মৌদগল্যায়ন সত্যই বলিয়াছে।' ইহা শুনিয়া ভিক্ষুগণ শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, তাহার পূর্বকর্ম কি ছিল?'

'তাহা হইলে, হে ভিক্ষুগণ, তোমরা শ্রবণ কর' বলিয়া শাস্তা অতীত আহরণ করিয়া ঐ প্রেতের পূর্বজন্ম বর্ণনা করিলেন।

ভগবান কাশ্যপ বুদ্ধের সময় কোন এক গ্রামীণ আবাসে দুইজন ভিক্ষু

http://kalpataruboi.org

একত্রে বাস করিতেন। তাঁহাদের একজনের বয়স ষাট এবং অন্যজনের বয়স ঊনষাট। ঊনষাট বছরের ভিক্ষু অপরজনের পাত্রচীবর লইয়া বিচরণ করিতেন। শ্রামণেরের ন্যায় তাঁহার (জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুর) যাবতীয় কর্তব্য সম্পাদন করিতেন। তাঁহারা এইভাবে সহোদর ভাইয়ের ন্যায় বাস করিতেছিলেন। একদিন একজন ধর্মকথিক তাঁহাদের বাসস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেইদিন ধর্মশ্রবণের দিন ছিল। ভিক্ষুদ্বয় আগন্তুকের প্রতি যথেষ্ট আতিথেয়তা প্রদর্শনপূর্বক তাঁহাকে বলিলেন—'হে সৎপুরুষ, আমাদের ধর্মকথা শ্রবণ করান।' তিনি ধর্মকথা শ্রবণ করাইলেন। ভিক্ষুদ্বয় 'আমরা ধর্মকথিক লাভ করিয়াছি' বলিয়া তুষ্টচিত্ত হইয়া পরের দিন তাঁহাকে লইয়া নিকটবর্তী গ্রামে পিণ্ডপাতের জন্য প্রবেশ করিয়া সেখানে ভোজনকৃত্যাবসানে বলিলেন—'আবুসো, গতকাল যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে কিছু ধর্মকথা শ্রবণ করান' বলিয়া মনুষ্যগণের নিকট ধর্ম শ্রবণ করাইলেন। মনুষ্যগণ ধর্মকথা শ্রবণ করিয়া পরের দিনের জন্যও তাঁহাদের নিমন্ত্রণ করিলেন। এই প্রকারে চতুর্দিকে যত গ্রাম আছে সর্বত্র দুইদিন দুইদিন করিয়া পিণ্ডপাত করিলেন।

ধর্মকথিক চিন্তা করিলেন—'ইহারা উভয়েই খুব কোমল স্বভাবের। আমি উভয়কে বিতাড়িত করিয়া আমি এই বিহারে বাস করিব।' সন্ধ্যাবেলায় তিনি ভিক্ষুদের পরিচর্যার জন্য যাইয়া ভিক্ষুরা উঠিয়া চলিয়া গেলে তিনি ফিরিয়া আসিয়া মহাস্থবিরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'ভন্তে, কিছু কথা আছে।'

'আবুসো, বল।'

পরে কিছুক্ষণ, চিন্তা করিয়া 'ভন্তে, কথাটা খুব গুরুতর' বলিয়া কিছু না বলিয়াই চলিয়া গেলেন। অনুস্থবিরের (মহাস্থবিরের পরবর্তী ভিক্ষু) নিকট যাইয়াও তদ্রূপ করিলেন। দ্বিতীয় দিবসে তিনি ঐরূপ করিয়া তৃতীয় দিবসে যখন তাঁহাদের অনেক কৌতুহল উৎপন্ন হইল, তিনি মহাস্থবিরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'ভন্তে, কিছু বক্তব্য আছে, কিন্তু আপনার নিকট বলিতে দ্বিধা হইতেছে।' মহাস্থবির বলিলেন—'তুমি বল বল, সংকোচের কারণ নাই।'

'ভন্তে, অনুস্থবিরের সহিত আপনার থাকিয়া লাভ কি?'

'হে সৎপুরুষ, তুমি কি বলিতেছ?' আমরা উভয়ে সহোদর ভ্রাতার মত। আমাদের মধ্যে একজন যাহা পাই, অন্যকেও তাহা ভাগ দিয়া থাকি। এতকাল যাবত ত আমি তাহার কোন দোষ দেখি নাই।'

'তাই নাকি ভন্তে!'

'হ্যাঁ আবুসো, তাই।'

'ভন্তে, অনুস্থবির আমাকে বলিয়াছেন—'হে সৎপুরুষ, তুমি কুলপুত্র, এই মহাস্থবির লজ্জী এবং সৎচরিত্র। তাঁহার সহিত বাস করিতে হইলে বুঝিয়া সুজিয়া করিও।' আমি যেদিন এখানে আসিয়াছি সেইদিন হইতে তিনি ঐ কথা বলিয়া আসিতেছেন।'

http://kalpataruboi.org

মহাস্থবির ইহা শুনিয়া ক্রুদ্ধমান হইয়া দণ্ডাভিহত কুলালভাজনের ন্যায় ভগ্ন হইলেন। ঐ ব্যক্তি অনুস্থবিরের নিকট যাইয়াও একই কথা বলিলেন। তাহাতে অনুস্থবিরও একেবারে ভাঙিয়া পড়িলেন। এতকাল যাবত তাঁহাদের কেহই আলাদাভাবে পিণ্ডপাতের জন্য গ্রামে প্রবেশ করেন নাই। পরের দিন একাকী পিণ্ডপাতে যাইয়া অনুস্থবির আগেভাগে ফিরিয়া আসিয়া অতিথিশালায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাস্থবির পরে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া অনুস্থবির চিন্তা করিলেন—'তাঁহার পাত্রচীবর গ্রহণ করা আমার উচিত হইবে কি?' তিনি 'এখন গ্রহণ করিব না' চিন্তা করিয়াও 'না, আমি গ্রহণ করিব। ইতিপূর্বে ত আমি এইরূপ কাজ করি নাই। আমার ব্রত হইতে আমি চ্যুত হইব কেন?'

চিত্তকে মৃদু করিয়া মহাস্থবিরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'ভন্তে, পাত্রচীবর আমাকে দিন।' মহাস্থবির 'যাও যাও, দুর্বিনীত, তুমি আমার পাত্রচীবর গ্রহণ করার উপযুক্ত নও' বলিয়া তুড়ি মারিলেন। অন্যজন বলিলেন—'ভন্তে, আমিও আপনার পাত্রচীবর গ্রহণ করিব না বলিয়া চিন্তা করিয়াছিলাম।'

'আবুসো নবক, তুমি কি মনে কর এই বিহারের প্রতি আমার কোন আসক্তি আছে!' অন্যজন বলিলেন—'ভন্তে, আপনি কি মনে করেন এই বিহারের প্রতি আমার কোন আসক্তি আছে! এইটা আপনার বিহার' এই কথা বলিয়া তিনি পাত্রচীবর লইয়া চলিয়া গেলেন। মহাস্থবিরও অনুরূপভাবে চলিয়া গেলেন। তাঁহারা উভয়ে এক রাস্তা দিয়া না যাইয়া একজন পশ্চিমদ্বারের রাস্তা ধরিয়া চলিলেন। অপরজন পূর্বদ্বারের রাস্তা ধরিয়া চলিলেন। ধর্মকথিক তাঁহাদের বলিলেন—'ভন্তে, এইরূপ করিবেন না, এইরূপ করিবেন না।' তাঁহারা বলিলেন—'আবুসো, তুমিই থাক।' তখন হইতে ধর্মকথিক সেই বিহারেই থাকিয়া গেলেন। পরের দিন তিনি ভিক্ষাচরণে বাহির হইলে গ্রামবাসিরা জিজ্ঞাসা করিলেন—

'ভন্তে, মাননীয় ভিক্ষুদ্বয় কোথায়?'

'উপাসকগণ, আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন না। আপনাদের কুলোপগ ভিক্ষুদ্বয় গতকল্য ঝগড়া করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহাদের ফিরাইতে পারি নাই।'

যাঁহারা নির্বোধ তাঁহারা ধর্মকথিকের কথা শুনিয়া নীরব রহিলেন। কিন্তু যাঁহারা বুদ্ধিমান তাঁহারা এই বলিয়া দুঃখিত হইলেন—'এতকাল যাবত আমরা ত তাঁহাদের কোন দোষ দেখি নাই। এই ধর্মকথিকের জন্য তাঁহারা ভীত হইয়া থাকিবেন।'

সেই বর্ষীয়ান ভিক্ষুদ্বয় যেখানে গিয়াছেন সেখানেও মনের শান্তি পাইলেন না। মহাস্থবির ভাবিলেন—'অহো, নবক অন্যায় কাজ করিয়াছে। আগন্তুক ভিক্ষুকে দেখামাত্রই বলিয়া দিল—'মহাস্থবিরের সঙ্গে কোন সংযোগ রাখিবেন না।' নবকও ভাবিলেন—'অহো, মহাস্থবির অন্যায় কাজ করিয়াছেন। আগন্তুক

http://kalpataruboi.org

ভিক্ষুকে দেখামাত্রই বলিয়া দিলেন—'ইহার সহিত কোন সম্পর্ক রাখিবেন না।' (ইহার পর হইতে) স্বাধ্যায় বা ধ্যান কোনটিতে তাঁহারা মনসংযোগ করিতে পারিলেন না। (এইভাবে) একশত বৎসর অতিবাহিত হইলে তাঁহারা একদিন পশ্চিম দিকে এক বিহারে গেলেন। কিন্তু সেখানে মাত্র একজনের থাকিবার বন্দোবস্ত আছে। মহাস্থবির ঐ বিহারে প্রবেশ করিয়া মঞ্চে উপবেশন করিলে নবকও প্রবেশ করিলেন। মহাস্থবির তাঁহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন এবং অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। নবকও মহাস্থবিরকে চিনিতে পারিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে চিন্তা করিলেন—'আমি কথা বলিব কি বলিব না।' তারপর ভাবিলেন—'কথা না বলাটা অসৌজন্যমূলক।' তাই তিনি মহাস্থবিরকে বন্দনা করিয়া বলিলেন—'ভন্তে, আমি এতকাল আপনার পাত্রচীবর গ্রহণ করিয়া বিচরণ করিয়াছি। আমার কায়িক ব্যবহারে অন্যায় কিছু দেখিয়াছেন কি?'

'আবুসো, দেখি নাই।'

'তাহা হইলে কেন ধর্মকথিককে বলিয়াছিলেন যেন আমার সঙ্গে তিনি সহবাস না করেন?'

'আবুসো, আমি ত তাহা বলি নাই। বরং তুমি ধর্মকথিককে অনুরূপ বলিয়াছ।'

'ভন্তে, আমি ত কিছু বলি নাই!'

তাঁহারা তখন বুঝিলেন যে তাঁহাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্যই ধর্মকথিক ঐরূপ বলিয়াছিল।

পরস্পর ভুল বুঝিতে পারিয়া তাঁহারা একে অন্যের নিকট দোষস্খলন দেশনা করিলেন। একশত বৎসর যাবত তাঁহারা মানসিক অশান্তিতে কাটাইয়াছিলেন। সেই দিন তাঁহারা পুনরায় একত্রিত হইয়া—'চল, আমরা তাহাকে (অর্থাৎ ধর্মকথিককে) ঐ বিহার হইতে বাহির করিয়া দিব।' ইহা বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ঐ বিহারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ধর্মকথিকও তাঁহাদের দেখিয়া পাত্রচীবর লইবার জন্য আগাইয়া আসিলেন। তাঁহারা 'তুমি এই বিহারে বাস করার অনুপযুক্ত।' বলিয়া তুড়ি মারিলেন।' তিনি থাকিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ নিষ্ক্রান্ত হইয়া পলায়ন করিলেন। যে ব্যক্তি বিংশতি সহস্র বৎসর শ্রমণধর্ম পালন করিয়াছেন, তিনি ঐ অপমান সহ্য করিতে পারিলেন না। সেখান হইতে চ্যুত হইয়া তিনি অবীচি নরকে উৎপন্ন হইয়া এক বুদ্ধান্তরকাল সেখানে পক্ক হইলেন। এখন গৃধ্রকূট পর্বতে (পূর্বোক্ত শূকর প্রেতরূপে) দুঃখ অনুভব করিতেছেন।

শাস্তা এইভাবে তাহার পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত আহরণ করিয়া বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর উচিত কায়-বাক্য-মনে উপশান্ত থাকা।' এই বলিয়া নিম্নোক্ত গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'বাক্যে সংযম রক্ষা করিবে, মনে সংযত থাকিবে, কায়ের দ্বারা কোন

http://kalpataruboi.org

অকুশল কাজ সম্পাদন করিবে না—এই ত্রিবিধ 'কর্মপথ' বিশুদ্ধ রাখিবে। এইভাবেই আর্য ঋষিগণ (বুদ্ধ ও আর্যশ্রাবকগণ) প্রদর্শিত মার্গে বিচরণ করিবে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২৮১

অন্বয় : চারি প্রকার বাক দুশ্চরিত (মিথ্যা, পিশুন, পরুষ ও সম্প্রলাপ) বর্জনের দ্বারা বাক্যে সংযত হওয়া যায়। অভিধ্যা (পরসম্পত্তিতে লোভ), ব্যাপাদ (দ্বেষ) এবং মিথ্যাদৃষ্টি (ভ্রান্তধারণা) এই ত্রিবিধ মানসিক পাপ চিত্তে উৎপাদন না করা এবং প্রাণিহত্যা, চুরি ও ব্যভিচার—এই ত্রিবিধ কায়িক পাপ সর্বতোভাবে পরিহার করিয়া তিনটি কর্মপথকে বিশুদ্ধ করিবে। এইভাবে ত্রিবিধ কর্মপথকে পবিত্র রাখিয়া বুদ্ধ কর্তৃক জ্ঞাত ও প্রচারিত আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গকে উপলব্ধি করিতে হইবে। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শূকর প্রেতের উপাখ্যান সমাপ্ত

পোট্ঠিল স্থবিরের উপাখ্যান—৭

১০. যোগা বে জাযতি ভূরি অযোগা ভূরিসঙ্খযো,
এতং দ্বেধাপথং ঞত্বা ভবায বিভবায চ,
তথ'ত্তানং নিবেসেয্য যথা ভূরি পবড্ঢতি।...২৮২

অনুবাদ : যোগ বা ধ্যান থেকে জ্ঞানের উৎপত্তি, অযোগ বা যোগের অভাব থেকে জ্ঞানের ক্ষয় হয়। বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের এই দুটি পথ জেনে আপনাকে এরূপভাবে নিয়োজিত করবে যাতে জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়।

অন্বয় : যোগা বে ভূরি জাযতি (যোগ থেকে প্রজ্ঞান জন্মায়) অযোগা ভূরি সঙ্খযো (যোগের অভাব থেকে জ্ঞানের ক্ষয় হয়)। ভবায বিভবায চ এতং দ্বেধাপথং ঞত্বা (জ্ঞানের বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের এই দুটি পথ জেনে) তথা অত্তানং নিবেসেয্য যথা ভূরি পবড্ঢতি (আপনাকে এমনভাবে নিবেশিত করবে যাতে প্রজ্ঞা বর্ধিত হয়)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : ধ্যান থেকেই জ্ঞান। ধ্যান আনে মনের একাগ্রতা, আর বিষয়ের সম্যক বিশ্লেষণে মনে জ্ঞানের আলোকপাত হয়। ধ্যানের সাধনা বা অনুশীলনের অভাব চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে মানুষের জ্ঞানার্জনের পথে বিঘ্ন ঘটায়। সেজন্য সাধককে এই দুটি পথ সম্যক জেনে জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য ধ্যান সাধনায় নিমগ্ন হতে হবে।

'যোগ হইতে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে পোট্ঠিল নামক স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

তিনি (পোট্ঠিল) সাতজন বুদ্ধের শাসনে ত্রিপিটকধর ছিলেন এবং পঞ্চশত ভিক্ষুর নিকট ধর্মব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। শাস্তা চিন্তা করিলেন—'এই ভিক্ষুর 'আমি নিজের দুঃখ দূর করিব' বলিয়া চিন্তাও নাই উদ্বেগও নাই।' ইহার পর হইতে

http://kalpataruboi.org

তাঁহার সেবার জন্য আগতকালে শাস্তা সেই ভিক্ষুকে—'এস তুচ্ছ পোট্ঠিল; বন্দনা কর তুচ্ছ পোট্ঠিল; বস তুচ্ছ পোট্ঠিল; যাও তুচ্ছ পোট্ঠিল' বলিলেন। উঠিয়া চলিয়া যাইবার সময়ও 'তুচ্ছ পোট্ঠিল চলিয়া গিয়াছে' বলিতেন। তিনি (পোট্ঠিল) চিন্তা করিলেন—'আমি অট্ঠকথাসহ ত্রিপিটক ধারণ করি, পঞ্চশত ভিক্ষু এবং অষ্টাদশ মহাগণকে (জনসাধারণকে) ধর্ম ব্যাখ্যা করি তথাপি শাস্তা আমাকে সর্বক্ষণ 'তুচ্ছ পোট্ঠিল' বলিয়া সম্বোধন করেন। নিশ্চয়ই আমার ধ্যান-সাধনা নাই বলিয়া শাস্তা ঐরূপ করেন।' তিনি তখন সংবেগ উৎপাদন করিয়া 'এখন অরণ্যে যাইয়া শ্রমণধর্ম পালন করিব' বলিয়া স্বয়ং পাত্রচীবর লইয়া প্রত্যুষকালে সকলের শেষে যে ভিক্ষু ধর্ম শিক্ষা করিয়াছেন তাঁহার সঙ্গে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পরিবেণে বসিয়া অধ্যয়নরত ভিক্ষুরা জানিতেই পারিলেন না যে তিনি তাঁহাদের আচার্য। পোট্ঠিল একশত কুড়ি যোজন রাস্তা অতিক্রম করিয়া যে অরণ্যাবাসে ত্রিশজন ভিক্ষু বাস করিতেছিলেন সেখানে উপস্থিত হইয়া সঙ্ঘস্থবিরকে বন্দনা করিয়া বলিলেন—'ভন্তে, আমাকে আশ্রয় দান করুন।' 'আবুসো, তুমি ধর্মকথিক, আমাদের ত তোমার নিকট কিছু জানিবার থাকিতে পারে। এইরূপ বলিতেছ কেন?' 'ভন্তে, এইরূপ বলিবেন না। আমাকে শরণ দান করুন।' তাঁহারা সকলেই ছিলেন ক্ষীণাস্রব অর্হৎ। তখন মহাস্থবির চিন্তা করিলেন—'এই ভিক্ষুর নিজের শিক্ষার জন্য কিছু থাকিতে পারে এবং অনুস্থবিরের নিকট পাঠাইলেন। অনুস্থবিরও তাঁহাকে তাহাই করিলেন। এই উপায়ে তাঁহাকে সকলের নিকট প্রেরণ করা হইল এবং সর্বশেষ সর্বনবক সপ্তবর্ষীয় শ্রামণেরের নিকট পাঠাইলেন যে শ্রামণের তখন দিবাস্থানে বসিয়া সুচিকর্ম করিতেছিলেন। এইভাবে তাঁহারা পোট্ঠিলের মান দূরীভূত করিলেন।

পোট্ঠিল মানশূন্য (নিরহংকার) হইয়া শ্রামণেরকে করজোড়ে বলিলেন—'হে সৎপুরিস, আপনি আমাকে শরণ দান করুন।'

'অহো, আচার্য, আপনি বলিতেছেন! আপনি বয়স্ক, বহুশ্রুত, আপনার নিকট আমার কিছু জানিবার থাকিতে পারে।'

'হে সৎপুরুষ, এইরূপ বলিবেন না। আমাকে আশ্রয় দিন।'

'ভন্তে, যদি উপদেশ পালনে সক্ষম হন, তাহা হইলে আশ্রয় প্রদান করিব।'

'হে সৎপুরুষ, আমি উপদেশ পালন করিব।

যদি বলেন—'আগুনে প্রবেশ কর' আমি আগুনে প্রবেশ করিব।

তখন শ্রামণের তাঁহাকে নিকটস্থ একটি সরোবর দেখাইয়া বলিলেন—'ভন্তে, পরিহিত চীবরগুলিসহ ঐ সরোবরে প্রবেশ করুন।' সেই শ্রামণের দেখিয়াছিলেন যে পোট্ঠিল স্থবির মূল্যবান দোপাট্টা অন্তর্বাস এবং বহির্বাস পরিহিত আছেন। কাজেই 'উপদেশ পালনে সক্ষম কিনা' যাচাই করিবার জন্যই শ্রামণের তাঁহাকে ঐ কথা বলিয়াছিলেন। স্থবিরও বলামাত্রই জলে অবতরণ করিলেন। যখন তাঁহার চীবরসমূহের প্রান্তদেশ সিক্ত হইল শ্রামণের বলিলেন—

http://kalpataruboi.org

'ভন্তে, আসুন।' পোট্ঠিল বলা মাত্রই আসিয়া দাঁড়াইলেন। শ্রামণের তখন তাঁহাকে বলিলেন—'ভন্তে, একটি বল্মীকে ছয়টি ছিদ্র আছে। তাঁহার একটি ছিদ্র দিয়া একটি গোধা (গুইসাপ) প্রবেশ করিয়াছে। গোধাকে ধরিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি পাঁচটি ছিদ্র বন্ধ করিয়া যে ছিদ্র দিয়া সে প্রবেশ করিয়াছে সেই ষষ্ঠ ছিদ্র ভেদ করিয়া গোধাকে ধরিয়া ফেলে। ঠিক তদ্রূপ আপনিও ষড়দ্বারিক আলম্বন সমূহের মধ্যে পঞ্চদ্বার বন্ধ করিয়া কেবল মনোদ্বারে (ষষ্ঠদ্বার) কর্ম সম্পাদন করুন।' এইটুকু উপদেশের দ্বারা বহুশ্রুত ভিক্ষুর যেন (জ্ঞান) প্রদীপের উজ্জ্বলন হইল। তিনি বলিলেন—'হে সৎপুরুষ, ইহাই যথেষ্ট' বলিয়া (অশুচি) কায়ে জ্ঞান নিবেশিত করিয়া 'শ্রমণধর্ম' আরম্ভ করিলেন।

শাস্তা একশত কুড়ি যোজন দূরে উপবিষ্ট থাকিয়াই সেই ভিক্ষুকে অবলোকন করিয়া—'যেমন এই ভিক্ষু ভূরিপ্রাজ্ঞ, তদ্রূপ এই প্রজ্ঞার দ্বারা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে' চিন্তা করিয়া যেন সেই ভিক্ষুর সহিত স্বয়ং কথা বলিতেছেন এইভাবে আলোকোদ্ভাসিত করিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'যোগ (মনসংযোগ) ধ্যান হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, অযোগ (ধ্যানরহিততা) হইতে জ্ঞানের ক্ষয় হয়। প্রজ্ঞাবৃদ্ধি ও প্রজ্ঞাক্ষয়ের এই দ্বিবিধ উপায় জ্ঞাত হইয়া যাহাতে প্রজ্ঞা বৃদ্ধি পায় তদ্রূপ কার্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখিবে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২৮২

অন্বয় : 'যোগা' আটত্রিশ প্রকার আলম্বনে গভীর মনসংযোগ। 'ভূরি' পৃথিবী (ভূ) সম বিস্তৃত প্রজ্ঞার এই নাম। 'সঙ্খযো' বিনাশ। 'এতং দ্বেধাপথং' এবম্বিধ যোগ এবং অযোগ (ধ্যান এবং ধ্যান রহিততা)। 'ভবায় বিভবায় চ' বৃদ্ধি এবং অবৃদ্ধির জন্য। 'তথা' যেমন এই ভূরি নামক প্রজ্ঞা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ নিজেকে নিয়োজিত রাখিবে এই অর্থ। দেশনাবসানে পোট্ঠিল স্থবির অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

পোট্ঠির স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

পঞ্চ বর্ষীয়ান ভিক্ষুর উপাখ্যান—৮

১১. বনং ছিন্দথ মা রুক্খং বনতো জাযতে ভযং,
ছেত্বা বনঞ্চ বনথঞ্চ নিব্বনা হোথ ভিক্খবো।

১২. যাবং হি বনথো ন ছিজ্জতি অণুমত্তো'পি নরস্স নারিসু,
পটিবদ্ধমনো'ব তাব সো বচ্ছো খীরপকো'ব মাতরি।...২৮৩-২৮৪

অনুবাদ : কেবলমাত্র একটি গাছ কেটে ক্ষান্ত হয়ো না, বাসনার সমুদয় বন উচ্ছেদ কর। বন থেকে ভয় জন্মে। হে ভিক্ষুগণ, তোমরা বন ও ঝোপ উচ্ছেদ কর। বাসনার অরণ্য থেকে মুক্ত হও। মানুষের যতক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীলোকের প্রতি কিছুমাত্র আসক্তি থাকে, ততক্ষণ স্তন্যপায়ী বৎস যেমন গাভীতে আবদ্ধচিত্ত

http://kalpataruboi.org

থাকে, সেরূপ মানুষও বদ্ধচিত্ত হয়।

অন্বয় : বনং ছিন্দথ, মা রুক্খং (বন ছেদন কর, কিন্তু বৃক্ষকে নয়)। বনতো ভযং জাযতে (বন থেকে ভয় জন্মায়) ভিক্খবো বনঞ্চ বনথঞ্চ[২৫] ছেত্বা নিব্বনা হোথ (হে ভিক্ষুগণ, বন ও ঝোপ ছিন্ন করে বনশূন্য হও)। যাবং হি নরস্স নারিসু অনুমত্তোপি বনথো ন ছিজ্জতি (যতক্ষণ না মানুষের নারীর প্রতি অণুমাত্র আসক্তিও ছিন্ন না হয়) তাব সো খীরপকো বচ্ছো মাতরি ইব পটিবদ্ধমনো হোতি (ততক্ষণ স্তন্যপায়ী বৎস যেমন মাতার প্রতি আবদ্ধচিত্ত থাকে তার অবস্থাও সেরূপ হয়)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : বাসনা, অনুরাগ বনের মতই মনভূমিকে আচ্ছন্ন করে। তাদের নির্মূল করলে তবে মন হবে নির্মল। কামনা-বাসনার বনে তাদের থেকেই উৎপন্ন নানা কলুষ, যথা জরা, ব্যাধি, মৃত্যু হল বনজ। বনের সঙ্গে বনজকেও ধ্বংস করে, সম্পূর্ণ তৃষ্ণামুক্ত হতে হবে। তার কিছুমাত্রও অবশিষ্ট থাকলে সংসার শৃঙ্খলে বাঁধা পড়তে হবে।

'বন ছেদন কর' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে অনেক বর্ষীয়ান ভিক্ষুদের উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

ঐ ভিক্ষুগণ গৃহী অবস্থায় শ্রাবস্তীতে মহাধনবান কুটুম্বিক ছিলেন। তাঁহারা পরস্পর সহায়ক ছিলেন এবং একত্রে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিয়া শাস্তার ধর্মদেশনা শুনিয়া 'আমরা এখন বৃদ্ধ হইয়াছি, ঘরাবাসে থাকিয়া লাভ কি?' চিন্তা করিয়া শাস্তার নিকট প্রব্রজ্যা যাচঞা করিয়া প্রব্রজিত হইলেন। বার্ধক্যহেতু যথাযথভাবে ধর্মচর্চা করিতে অক্ষম হইয়া বিহারের নিকটে পর্ণশালা নির্মাণ করিয়া একত্রে বাস করিতে লাগিলেন। পিণ্ডপাতের জন্য যাইলেও সকলে নিজ নিজ স্ত্রীপুত্রের গৃহে যাইয়া ভোজন করিতেন। তাঁহাদের একজনের গৃহীজীবনের ভার্যার নাম ছিল মধুরপাচিকা যিনি ইহাদের সকলের সেবা করিতেন। কেন তাঁহারা সকলে নিজ নিজ ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া তাঁহারই (অর্থাৎ মধুরপাচিকার) গৃহে বসিয়া ভোজন করেন? কারণ তিনি তাঁহার গৃহে মজুত সূপ-ব্যঞ্জনাদি তাঁহাদের দিতেন। একদিন তিনি অজানা এক রোগে আক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করিলেন। তখন সেই বৃদ্ধ ভিক্ষুগণ সহায়ক ভিক্ষুর পর্ণশালায় একত্রিত হইয়া পরস্পরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া 'মধুরপাচিকা উপাসিকা কালগত হইয়াছে' বলিয়া বিলাপ করিতে করিতে রোদন করিতে লাগিলেন। অন্যান্য ভিক্ষুরাও চতুর্দিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া 'আবুসো কি হইয়াছে' বলিয়া জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা বলিলেন—'ভন্তে, আমাদের সহায়কের (গৃহীজীবনের) ভার্যা কালগত হইয়াছে। সে আমাদের অত্যন্ত উপকারী ছিল। এখন কোথা হইতে আমরা তদ্রূপ একজনকে লাভ করিব ভাবিয়া রোদন করিতেছি।'

---

[২৫]। এখানে বৃহৎ বৃক্ষসমূহকে বন এবং সেই বনের ক্ষুদ্র বৃক্ষগুলিকে বনথ বলা হয়েছে। সেরূপ পূর্বে উৎপন্ন কলুষসমূহ বন এবং পরে উৎপন্ন কলুষ বনথ বলে কথিত।

http://kalpataruboi.org

ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় কথা সমুত্থাপিত করিলেন। শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখন এখানে বসিয়া কি বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছিলে?'

'এই বিষয়ে ভন্তে।'

'হে ভিক্ষুগণ, শুধু এইবারেই নহে, পূর্বেও তাহারা কাকযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া সমুদ্রতীরে বিচরণকালে সমুদ্রের ঢেউ আসিয়া একটি কাকীকে সমুদ্রে প্রবেশ করাইয়া মারিয়া ফেলিয়াছিল। তখন সেই কাকেরা রোদন করিয়া পরিদেবন করিয়া 'তাহাকে (কাকীকে) সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিব' বলিয়া ঠোঁটের দ্বারা সমুদ্রের জল সেচন করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।' এইভাবে অতীত উদ্ধৃত করিয়া কাকজাতক (১৪৬ নং) বর্ণনাচ্ছলে এই গাথাটি বলিলেন—

'আমাদের হনুদেশ ক্লান্ত হইয়াছে। মুখ শুষ্ক হইয়াছে। আমরা চেষ্টা করিয়াও জল কমাইতে পারিতেছি না। সমুদ্র পূর্ণই থাকিয়া যাইতেছে।'

তারপর সেই ভিক্ষুদের আহ্বান করিয়া বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, রাগ-দ্বেষ-মোহরূপ বনের জন্য তোমরা এই দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছ। সেই বনকে ছেদন করিতে হইবে। তাহা হইলেই তোমরা দুঃখমুক্ত হইবে।' বলিয়া এই গাথাদ্বয় ভাষণ করিলেন—

'হে ভিক্ষুগণ, (লালসার) বন ছেদন কর। বৃক্ষ কাটিও না। বন হইতেই ভয় উৎপন্ন হয়। বন ও বনথ (ঝোপ) ছেদন করিয়া তোমরা নির্বন (তৃষ্ণামুক্ত) হও।

'যতদিন নারীদের প্রতি নরের অণুমাত্র বাসনাও অচ্ছিন্ন থাকে, ততদিন মাতার প্রতি আসক্ত স্তন্যপায়ী বৎসের ন্যায় তাহার চিত্তও নারীতে আবদ্ধ থাকিবে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২৮৩-২৮৪

অন্বয় : 'মা রুক্খং' শাস্তার দ্বারা 'বনং ছিন্দথ' উক্ত হইলে সেই সকল নবপ্রব্রজিতগণের 'শাস্তা আমাদিগকে ছুরিকা প্রভৃতি লইয়া বন ছেদন করার কথা বলিতেছেন।' মনে করিয়া বৃক্ষছেদনের ইচ্ছা তাহাদের মনে জাগিল। তখন তাহাদিগকে 'আমার দ্বারা রাগাদি ক্লেশ বন ছেদন করার কথা উক্ত হইয়াছে, বৃক্ষ নহে' ইহা জ্ঞাপন করাইবার জন্যই 'মা রুক্খং' এই কথা বলা হইয়াছে। 'বনতো' যেমন প্রাকৃতিক বন হইতে সিংহাদির ভয় জাগ্রত হয়, তদ্রূপ জন্ম, জরা প্রভৃতি ভয়ও ক্লেশবন হইতেই উৎপন্ন হয়। 'বনঞ্চ বনথঞ্চ' এখানে বড় বড় বৃক্ষের সমবায়কে 'বন' বলা হইয়াছে এবং সেই বনস্থ ছোট ছোট বৃক্ষকে 'বনথ' বলা হইয়াছে। পূর্বে উৎপন্ন বৃক্ষসমূহ 'বন' এবং পরে উৎপন্ন বৃক্ষসমূহ 'বনথ' মাত্র। এই প্রকারে ভব বা পুনর্জন্মের দিকে আকর্ষণকারী বড় বড় ক্লেশসমূহকে 'বন' বলা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে বিপাকদায়ক ক্লেশসমূহকে 'বনথ' বলা হইয়াছে। পূর্বোৎপত্তিক হইতেছে 'বন' এবং পরোৎপত্তিক হইতেছে 'বনথ'। চতুর্থ মার্গজ্ঞানের দ্বারা উভয়কেই ছেদন করিতে হইবে। তাই বলা হইয়াছে— 'ছেত্ব বনঞ্চ, বনথঞ্চ, নিব্বনা হোথ ভিক্খবো।' 'নিব্বনা হোথ' ক্লেশশূন্য হও। 'যাব হি

http://kalpataruboi.org

বনথো' যতদিন নারীর প্রতি নরের অণুমাত্রও ক্লেশবন অছিন্ন থাকে, ততদিন মাতার প্রতি আসক্ত স্তন্যপায়ী বৎসের ন্যায় তাহার চিত্তও (নারীর প্রতি) আবদ্ধ থাকিবে। দেশনাবসানে সেই পঞ্চ বর্ষীয়ান ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। উপস্থিত সকলের নিকট সেই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

পঞ্চ বর্ষীয়ান ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত

সুবর্ণকার ভিক্ষুর উপাখ্যান—৯

১৩. উচ্ছিন্দ সিনেহমত্তনো কুমুদং সারদিকং'ব পাণিনা,
সন্তিমগ্‌গমেব ব্রুহয নিব্বানং সুগতেন দেসিতং।...২৮৫

অনুবাদ : স্বহস্তে শরৎকালীন কুমুদের ন্যায় নিজের স্নেহাসক্তি ছিন্ন কর; শান্তি পথ অনুসরণ কর। সুগত (বুদ্ধ) নির্বাণপথ দেখিয়েছেন।

অন্বয় : পাণিনা সারদিকং কুমুদং ইব অত্তনো সিনেহং উচ্ছিন্দ (হস্ত দ্বারা শরৎকালীন কুমুদের ন্যায় আত্মস্নেহ উচ্ছেদ কর)। সন্তিমগ্‌গং এব ব্রুহয (শান্তি মার্গই অনুসরণ কর) নিব্বানং সুগতেন দেসিতং (নির্বাণ সুগত কর্তৃক উপদিষ্ট হয়েছে)।

'উচ্ছেদ কর' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে সারিপুত্র স্থবিরের সার্ধবিহারিক ভিক্ষুকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

একজন সুদর্শন সুবর্ণকারপুত্র সারিপুত্র স্থবিরের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্থবির 'তরুণদের মধ্যে আসক্তি প্রবল থাকে' চিন্তা করিয়া তাহাকে আসক্তি দূরীকরণার্থ 'অশুভ কর্মস্থান' প্রদান করিলেন। কিন্তু উক্ত কর্মস্থান তাহার উপযোগী হয় নাই। তাই সে অরণ্যে প্রবেশ করিয়া তিন মাস যাবত চেষ্টা করিয়াও চিত্তের একাগ্রতামাত্রও লাভ করিতে না পারিয়া পুনরায় স্থবিরের নিকট আসিলে স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন—'আবুসো, তোমার কর্মস্থান ঠিকঠাক আছে ত?' সে তখন সব বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিল। তখন স্থবির 'আমার কর্মস্থান ঠিক হইতেছে না বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করা অনুচিত' বলিয়া পুনরায় সেই কর্মস্থানই তাহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। সে দ্বিতীয়বারও বিশেষ কিছু করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিয়া স্থবিরকে জানাইল। তখন স্থবির হেতু উপমাসহ সেই কর্মস্থানই তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন। সে পুনরায় আসিয়া তাহার অক্ষমতা জ্ঞাপন করিল। স্থবির তখন চিন্তা করিলেন—'একজন কারক ভিক্ষু (সাধনায় নিরত ভিক্ষু) নিজের মধ্যে কামচ্ছন্দাদি থাকিলেও জানিতে পারে, না থাকিলেও জানিতে পারে। এই ভিক্ষু (আমি জানি) কারক, অকারক নহে; প্রতিপন্ন, অপ্রতিপন্ন নহে। আমি তাহার অধ্যাশয় জানিতে পারিতেছি না। খুব সম্ভবত এই তরুণ ভিক্ষু স্বয়ং বুদ্ধের দ্বারা বিনেয়্য' ইহা চিন্তা করিয়া তিনি সায়াহ্নসময়ে তাহাকে লইয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া 'ভন্তে, এ আমার সার্ধবিহারিক।

http://kalpataruboi.org

আমি এই কারণে তাহাকে এই কর্মস্থান দিয়াছিলাম' বলিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা শাস্তাকে জানাইলেন।

তখন শাস্তা তাঁহাকে বলিলেন—'আশয়ানুশয় জ্ঞান হইতেছে সর্ব পারমিতা পূর্ণ করিয়া দশসহস্রী লোকধাতুকে উন্নাদিত করিয়া সর্বজ্ঞতাপ্রাপ্ত বুদ্ধগণেরই বিষয়।' তারপর 'কোন বংশ হইতে এই ভিক্ষু প্রব্রজিত হইয়াছে' ইহা চিন্তা করিতে করিতে বুদ্ধগুণের দ্বারা জানিতে পারিলেন যে সুবর্ণকার কুল হইতে সে প্রব্রজিত হইয়াছে। তখন তিনি তাহার অতীত জন্মসমূহ অবলোকন করিয়া দেখিলেন যে সে সুবর্ণকারকুলেই ক্রমান্বয়ে পাঁচশতবার জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এবং সেই তরুণ দীর্ঘকাল যাবত স্বর্ণকারকৃত্য সম্পাদনকালে 'আমি কর্ণিকারপুষ্প পদুমপুষ্পাদি নির্মাণ করিব' বলিয়া রক্তবর্ণের সোনার তালকে কাজে লাগাইয়াছে। অতএব 'অশুভ প্রতিকূল কর্মস্থান' তাহার উপযোগী হইবে না। ইহাকে 'শুভ কর্মস্থানই প্রদান করিতে হইবে' চিন্তা করিয়া বলিলেন— 'সারিপুত্র, তুমি কর্মস্থান দিয়া এই ভিক্ষুকে চারিমাস ক্লান্ত করিয়াছ। অদ্য তুমি দেখিবে ভোজনের শেষে অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছে। তুমি যাও' বলিয়া স্থবিরকে পাঠাইয়া দিয়া ঋদ্ধিপ্রভাবে চংক্রমণ সুবর্ণপদ্ম নির্মাণ করিলেন যাহার পত্র, নালিসমূহ হইতে উদকবিন্দু নির্গত হইতেছে। তারপর ঐ ভিক্ষুকে ডাকিয়া বলিলেন—'হে ভিক্ষু, এই পদ্ম লইয়া বিহারের প্রত্যন্তসীমায় বালুকারাশিতে পদ্মটিকে প্রোথিত করিয়া ইহার সম্মুখে পদ্মাসনে বসিয়া 'লোহিতক লোহিতক' বলিয়া ভাবনা কর।' শাস্তার হস্ত হইতে পদ্মটি গ্রহণ করা মাত্রই ভিক্ষুর চিত্ত প্রসন্ন হইল। সে বিহারের প্রত্যন্তসীমায় যাইয়া বালুকারাশি সরাইয়া তাহাতে পদ্মনাল প্রবেশ করাইয়া পদ্মাসনে ইহার সম্মুখে বসিয়া 'লোহিতক, লোহিতক' এই ভাবনা করিতে লাগিল। সেই মুহূর্তেই তাহার নীবরণসমূহ দূরীভূত হইল, উপচার ধ্যান উৎপন্ন হইল। ইহার পর প্রথম ধ্যান উৎপাদন করিয়া পঞ্চাকারে চিত্ত বশীভাব প্রাপ্ত হইয়া উপবিষ্ট অবস্থাতেই দ্বিতীয় ধ্যানাদি প্রাপ্ত হইয়া বশীভূত হইয়া চতুর্থ ধ্যানের দ্বারা ধ্যানক্রীড়া করিতে করিতে উপবেশন করিল।

শাস্তা তাহার ধ্যানসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে জানিয়া চিন্তা করিলেন—'এ কি নিজের ধর্মতার দ্বারা বিশেষ শ্রামণ্যফল লাভ করিতে পারিবে?' কিন্তু শাস্তা জানিলেন যে, সে পারিবে না। তখন শাস্তা অধিষ্ঠান করিলেন যেন সেই পদ্ম শুষ্ক হইয়া যায়। হস্তদ্বারা মর্দিত হইলে পদ্ম যেমন বিবর্ণ হইয়া যায়, তেমনি সেই পদ্ম বিবর্ণ হইয়া কাল হইয়া গেল। সে ধ্যান হইতে উঠিয়া সেই পদ্মের অবস্থা দেখিয়া 'ইহা কিরূপ হইল, পদ্মটি জরাভিভূত মনে হইতেছে। সংসারের প্রতি যে সকল বস্তুর কোন আসক্তি নাই তাহারা যদি এইরূপ জরাগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে যে সকল সত্ত্ব সংসারের প্রতি আসক্ত তাহারা কেন জরার দ্বারা অভিভূত হইবে না। তাহা হইলে এই শরীরও জরাগ্রস্ত হইবে' ইহা চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সম্মুখে 'অনিত্য লক্ষণ' প্রকট হইল। অনিত্য লক্ষণ প্রকট হইবার সঙ্গে সঙ্গে 'দুঃখ লক্ষণ' এবং 'অনাত্ম লক্ষণও' প্রকট হইল। তখন তাহার মনে হইল এই ত্রিভব যেন

http://kalpataruboi.org

প্রজ্বলিত অগ্নি, যেন গলবদ্ধ মৃতদেহ। সেই সময় তাহার নিকটে কয়েকজন কুমার সরোবরে অবতরণ করিয়া কুমুদসমূহ (বৃন্ত হইতে) ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া স্থলে রাশীকৃত করিতেছিল। সেই ভিক্ষু জলে এবং স্থলে কুমুদসমূহ অবলোকন করিল। জলের কুমুদসমূহ দর্শনীয়। যেন সেইগুলি হইতে উদকবিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে, অথচ স্থলের কুমুদসমূহের অগ্রভাগসমূহ শুষ্কপ্রায়। সে ভাবিল—'সংসারের প্রতি যাহাদের কোন আসক্তি নাই সেই সমস্ত বস্তু যদি ঈদৃশ জরাপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সংসারাসক্ত সত্ত্বগণ কেন জরাগ্রস্ত হইবে না' ইহা ভাবিতে ভাবিতে সে সুষ্ঠুভাবে অনিত্য লক্ষণাদিকে দর্শন করিল। শাস্তা 'এই ভিক্ষুর কর্মস্থান সম্পূর্ণরূপে প্রকটিত হইয়াছে' জানিয়া গন্ধকুটিতে উপবিষ্ট অবস্থাতেই অবভাস (আলোকচ্ছটা) মুঞ্চিত করিলেন। সেই অবভাস ঐ ভিক্ষুর মুখমণ্ডলকে উদ্ভাসিত করিল। ঐ ভিক্ষু ভাবিলেন—'ইহা কি হইল?' তাকাইয়া দেখিলেন যেন শাস্তা আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। তিনি উঠিয়া শাস্তার উদ্দেশ্যে করজোড়ে বন্দনা নিবেদন করিলেন। তখন শাস্তা ভিক্ষুর যথার্থ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে বুঝিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'হস্ত দ্বারা শারদীয় কুমুদ উৎপাটনের ন্যায় তোমার নিজের স্নেহাসক্তি (তৃষ্ণা) উচ্ছেদ কর। শান্তিমার্গ অনুশীলন কর। নির্বাণমার্গ সুগত কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২৮৫

অন্বয় : 'উচ্ছিন্দ' অর্হত্ত্বমার্গের দ্বারা উচ্ছেদ কর। 'সারদিকং' শরৎকালে জাত। 'সন্তিমগ্‌গং' নির্বাণগামী অষ্টাঙ্গিক মার্গ। 'ব্রুহয়' বৃদ্ধি কর (অনুশীলনের দ্বারা)। নির্বাণ সুগতের দ্বারা দেশিত, তাই তাঁহার মার্গ ভাবনা কর এই অর্থ। দেশনাবসানে সেই ভিক্ষু অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

সুবর্ণকার ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত

মহাধন বণিকের উপাখ্যান—১০

১৪. ইধ বস্‌সং বসিস্‌সামি ইধ হেমন্তগিম্‌হিসু,
ইতি বালো বিচিন্তেতি, অন্তরাযং ন বুজ্ঝতি।...২৮৬

অনুবাদ : এস্থানে বর্ষাকালে বাস করব, হেমন্ত ও গ্রীষ্মকালে এখানে বাস করব—নির্বোধ ব্যক্তিরা এরূপ চিন্তা করে। কিন্তু জীবনের অবসান সে জানতে পারে না।

অন্বয় : ইধ বস্‌সং বসিস্‌সামি (এখানে বর্ষাকালে বাস করব), ইধ হেমন্তগিম্‌হিসু ইতি বালো বিচিন্তেতি (এখানে হেমন্ত ও গ্রীষ্মকালে বাস করব, মূর্খেরা এরূপ চিন্তা করে)। অন্তরাযং ন বুজ্ঝতি (জীবনের অন্তরায় সে বোঝে না)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : মানুষ যেখানেই যাক মৃত্যুকে সে পিছনে ফেলে আসতে

http://kalpataruboi.org

পারে না। সে তার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে অনুক্ষণ। একসময় অলক্ষ্যেই সে দেহ থেকে শুষে নেয় প্রাণটুকু। অলক্ষ্যে থাকে বলেই মানুষ তার অস্তিত্ব ভুলে অনেক আশায় নানা পরিকল্পনায় জীবনকে সাজাতে চায়, কিন্তু মৃত্যু সবই বৃথা প্রতিপন্ন করে।

'এখানে বর্ষাবাস উদযাপন' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে মহাধন বণিককে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

সেই বণিক বারাণসী হইতে কুসুম্ভ (জাফনার) রঙে রঞ্জিত পঞ্চশত শকটপূর্ণ বস্ত্র বোঝাই করিয়া বাণিজ্যের জন্য শ্রাবস্তীতে আসিয়া নদীতীরে উপস্থিত হইয়া 'আগামীকল্য নদী পার হইব' বলিয়া সেই স্থানেই শকটসমূহকে বাহনমুক্ত করিয়া অবস্থান করিলেন। রাত্রে মহামেঘ উঠিয়া প্রবল বৃষ্টিপাত করিল। সাতদিন ধরিয়া নদী জলপূর্ণ থাকিল। নগরবাসিগণও সপ্তাহ ধরিয়া উৎসবে মাতিয়া উঠিল। বণিকের সেই জাফরানী রঙের বস্ত্র বিক্রয় হইল না। বণিক তখন চিন্তা করিলেন—'আমি বহুদূর চলিয়া আসিয়াছি। যদি ফিরিয়া যাই অনর্থ ঘটিবে। এই স্থানেই বর্ষা, হেমন্ত ও গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করিয়া এই বস্ত্রসমূহ বিক্রয় করিয়াই আমার কাজ শেষ করিব।' শাস্তা নগরে পিণ্ডপাতের জন্য বিচরণ করাকালে বণিকের মনের কথা জানিতে পারিয়া স্মিত হাসিলেন। আনন্দ স্থবির ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে শাস্তা বলিলেন—

'আনন্দ, মহাধন বণিককে দেখিতেছ ত?'

'হ্যাঁ ভন্তে।'

'তিনি নিজের জীবনের বিপদের কথা না জানিয়া সারা বৎসর এইখানেই অবস্থান করিয়া নিজের দ্রব্যসমূহ (বস্ত্ররাশি) বিক্রয়ের মনস্থ করিয়াছেন।'

'ভন্তে, তাহার কি বিপদ হইতে পারে?'

শাস্তা বলিলেন—'হ্যাঁ আনন্দ, তিনি সপ্তাহকাল মাত্র জীবনধারণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন' ইহা বলিয়া এই গাথাদ্বয় ভাষণ করিলেন—

'অদ্যই করণীয়কৃত্য সম্পন্ন কর, কে জানে আগামীকল্য তোমার মৃত্যুও হইতে পারে। আমরা নিত্যই ত মৃত্যু এবং তাহার মহতী সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত।

'এইভাবে যে ব্যক্তি দিবারাত্র অতন্দ্রিত হইয়া বীর্যসহকারে কৃত্য সম্পাদন করে, তাহার একরাত্রি বাসও শ্রেয়, শান্ত মুনি এই কথাই বলিয়া থাকেন।' [মজ্ঝিম নিকায় তৃতীয় খণ্ড, ভদ্দেকরত্ত সুত্ত দ্রষ্টব্য]

'ভন্তে, আমি যাইয়া তাহাকে সব জ্ঞাপন করিব কি?'

'হ্যাঁ আনন্দ, তুমি স্বচ্ছন্দে যাইয়া বলিতে পার।'

(আনন্দ) স্থবির সেই সকল শকটের কাছে যাইয়া পিণ্ডচরণ করিতে লাগিলেন। বণিক শ্রদ্ধা সহকারে স্থবিরকে আহার করাইলেন। স্থবির তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কতদিন এখানে থাকিবেন?'

'ভন্তে, আমি বহু দূর হইতে আসিয়াছি। যদি ফিরিয়া যাই, অনেক অসুবিধা

http://kalpataruboi.org

হইবে। তাই মনস্থ করিয়াছি সারাটা বৎসর এখানে থাকিয়া আমার বস্ত্রসমূহ বিক্রয় করিয়া ফিরিয়া যাইব।'

'হে উপাসক, জীবনে কখন কি বিপদ আসে কেহ বলিতে পারে কি? অতএব, অপ্রমাদ সহকারে কার্য সম্পাদন করুন।'

'ভন্তে, কি বিপদ হইতে পারে?'

'হ্যাঁ উপাসক, আপনি আর মাত্র সপ্তাহকাল জীবিত থাকিবেন।'

ইহা শুনিয়া বণিক উদ্বিগ্ন হইয়া বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে সপ্তাহকাল যাবত মহাদান দিয়া অনুমোদনের জন্য পাত্র গ্রহণ করিলেন। শাস্তা তাঁহার দান অনুমোদনকালে বলিলেন—'হে উপাসক, জ্ঞানী ব্যক্তি কখনও ইহা ভাবিবেন না যে, তিনি এইস্থানেই এক বৎসর কাটাইবেন, এই এই কর্ম সম্পাদন করিবেন। তিনি নিজের জীবনের অন্তরায়ের কথাই চিন্তা করিবেন।' ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'বর্ষায়, হেমন্তে ও গ্রীষ্মে এইস্থানে বাস করিব' নির্বোধ ব্যক্তি এইরূপ চিন্তা করে। সে (জীবনের) অন্তরায় (বিপদ) জানিতে পারে না।'

অন্বয় : 'ইধ বস্‌সং' এই স্থানে এই এই কাজ করিতে করিতে বর্ষার চারি মাস কাটাইয়া দিব। 'হেমন্তগিম্‌হিসু' হেমন্তকালে ও গ্রীষ্মকালেও 'ইহা ইহা সম্পাদন করিয়া এইখানেই অবস্থান করিব।' এইভাবে সম্মুখে যাহা ঘটিবে নির্বোধ ব্যক্তি তাহা চিন্তা করিতে পারে না। 'অন্তরায়ং' 'অমুক সময়ে বা দেশে বা বয়সে মরিব' এইভাবে নিজের জীবনের অন্তরায়ের কথা জানিতে পারে না।

দেশনাবসানে সেই বণিক স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। উপস্থিত সকলের নিকটও এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল। বণিক শাস্তার অনুগমন করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তারপর 'আমার মাথার যন্ত্রণা হইতেছে' বলিয়া শয়ন করিলেন এবং সেই শায়িত অবস্থাতেই কালগত হইয়া তুষিত বিমানে উৎপন্ন হইলেন।

মহাধন বণিকের উপাখ্যান সমাপ্ত

কিসা গৌতমীর উপাখ্যান—১১

১৫. তং পুত্তপসুসম্মত্তং ব্যাসত্তমনসং নরং,
সুত্তং গামং মহোঘো'ব মচ্চু আদায গচ্ছতি।...২৮৭

অনুবাদ : মহাপ্লাবন যেমন সুপ্ত গ্রামকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, সেরূপ পুত্র ও পশুতে আসক্তচিত্ত মানুষকে মৃত্যু এসে নিয়ে যায়।[২৬]

[২৬]। এই গাথাটি পুষ্পবর্গের চতুর্থ গাথার অনুরূপ। এরূপ অর্থযুক্ত আরেকটি শ্লোক মহাভারতে আছে। তার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হল : নেকড়ে যেমন মেষ নিয়ে পলায়ন করে মৃত্যুও তেমনি সঞ্চয়নিরত অতৃপ্তকাম লোকদের নিয়ে প্রস্থান করে।

http://kalpataruboi.org

অন্বয় : পুত্তপসুসম্মত্তং ব্যাসত্তমনসং তং নরং (পুত্র ও পশুতে মত্ত ও আসক্তচিত্ত মানুষকে) মহোঘো সুত্তং গামং ইব (মহাপ্লাবন দ্বারা সুপ্ত গ্রামের ন্যায়) মচ্চু আদায গচ্ছতি (মৃত্যু নিয়ে যায়)।

'পুত্রপশুসম্পদে মত্ত ব্যক্তিকে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে কিসা গৌতমীকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন। এই উপাখ্যান ধর্মপদের 'সহস্রবর্গে'—

'অমৃতপদ দর্শন না করিয়া যে ব্যক্তি শতবর্ষ জীবিত থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা অমৃতপদদর্শীর এক দিবসের জীবনও শ্রেয়' (শ্লোক-১১৪) ইত্যাদি গাথা ভাষণকালে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তখন শাস্তা কিসা গৌতমীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'কিসা গৌতমী, তুমি এক চিমটা মাত্র শ্বেতসর্ষপ পাইয়াছ কি?'

'ভন্তে, পাইনি, সমস্ত গ্রামে জীবিতের সংখ্যা অপেক্ষা মৃতের সংখ্যাই বেশি।'

তখন শাস্তা তাহাকে বুঝাইলেন—'তুমি 'আমারই পুত্র মৃত হইয়াছে' বলিয়া ধারণা করিয়াছিলে। সমস্ত সত্ত্বেরই ধ্রুবধর্ম হইতেছে মৃত্যু। মৃত্যুরাজ সত্ত্বগণকে তাহাদের ইচ্ছা পূর্ণ হইবার পূর্বেই মহাস্রোতের ন্যায় ভাসাইয়া লইয়া অপার সমুদ্রে নিক্ষেপ করে' ইহা বলিয়া ধর্মদেশনাকালে এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'পুত্র, পশু আদি বিষয় সম্পদে যে ব্যক্তি প্রমত্ত ও আসক্তমনা, এমন ব্যক্তিকে মৃত্যু (অতৃপ্ত অবস্থাতেই হঠাৎ) লইয়া যায়। যেমন মহাপ্লাবন সুপ্তগ্রামকে (ভাসাইয়া) লইয়া যায়।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২৮৭

অন্বয় : 'তং পুত্তপসুসম্মত্তং' সেই রূপবলাদি সম্পন্ন পুত্র-কন্যাগণ এবং পশুগুলি লাভ করিয়া 'আমার পুত্র-কন্যারা দর্শনীয়, বলসম্পন্ন, পণ্ডিত, সমস্ত কাজে পারদর্শী; আমার গরুগুলি দর্শনীয় নীরোগ মহাভারবহনসমর্থ; আমার গাভীগুলি বহুক্ষীরা' এইভাবে পুত্রকন্যা ও পশুসম্পদে প্রমত্ত ব্যক্তিকে। 'ব্যাসত্তমনসং' হিরণ্যসুবর্ণাদি বা পাত্রচীবরাদি কিছু লাভ করিয়া আরও অধিক প্রার্থনাহেতু আসক্তমানস ব্যক্তিকে বা চক্ষু বিজ্ঞেয়াদি আলম্বনসমূহে উক্ত প্রকার দ্রব্যসমূহের মধ্যে যাহা যাহা লাভ করা যায়, তাহাতে চিত্তকে লগ্ন করিয়া, আসক্ত রাখে যে ব্যক্তি তাহাকে। 'সুত্তং গামং' নিদ্রা-উপগত সত্ত্বকুলকে। 'মহোঘোব' যথা এইরূপ গ্রামকে গভীর এবং বিস্তৃত মহানদীসমূহের স্রোত এমনকি কুকুর (বিড়াল) নির্বিশেষে সকলকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। তদ্রূপ পূর্বোক্ত ব্যক্তিকে মৃত্যু বহন করিয়া লইয়া যায়। দেশনাবসানে কিসা গৌতমী স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। উপস্থিত জনগণের নিকটও এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

কিসা গৌতমীর উপাখ্যান সমাপ্ত

http://kalpataruboi.org

পটাচারার উপাখ্যান—১২

১৬. ন সন্তি পুত্তা তাণায ন পিতা নপি বন্ধবা,
অন্তকেনাধিপন্নস্স নত্থি ঞাতীসু তাণতা।
১৭. এতমত্থবসং ঞত্বা পন্ডিতো সীলসংবুতো,
নিব্বানগমনং মগ্গং খিপ্পমেব বিসোধযে।...২৮৮-২৮৯

অনুবাদ : পুত্র, পিতা ও বন্ধুবান্ধব কেউই মৃত্যুর কবল থেকে ত্রাণ করতে পারে না মানুষ মৃত্যুর কবলে পড়লে জ্ঞাতিগণও তাকে রক্ষা করতে অক্ষম।[২৭] এ কথার তাৎপর্য জানতে পেরে জ্ঞানী ও শীলসম্পন্ন ব্যক্তি অবিলম্বে নির্বাণপ্রাপ্তির পথ সুগম করবেন।

অন্বয় : ন তাণায পুত্তা সন্তি (ত্রাণ করতে পুত্রগণ নেই), ন পিতা ন পি বন্ধবা (পিতাও নেই, বন্ধুরাও নেই)। অন্তকেন অধিপন্নস্স ঞাতীসু তাণতা নত্থি (মৃত্যু কবলে পড়লে জ্ঞাতিদের দ্বারা ত্রাণ সম্ভব নয়)। পন্ডিতো সীলসংবুতো (পণ্ডিত ও শীলসম্পন্ন ব্যক্তি) এতং অত্থবসং ঞত্বা (এ কথার ভাবার্থ জানতে পেরে) খিপ্পং এব নিব্বানগমনং মগ্গং বিসোধযে (ক্ষিপ্র নির্বাণপ্রাপ্তির পথ পরিষ্কার করেন)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : মৃত্যুর শীতল হাত সবকিছুকেই স্পর্শ করে। তার কাছে কোন পাত্রাপাত্র বিচার নেই, তার হাত থেকে ত্রাণ করবারও কেউ নেই।[২৮] রূপ, যৌবন, ধনসম্পদ, ক্ষমতা, জনবল, সবকিছুর গর্বকেই সে ধুলিসাৎ করে চলে যায়। তাই পণ্ডিত ব্যক্তি মিথ্যা মায়ামোহ ত্যাগ করে নির্বাণপথের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করেন, কেননা নির্বাণেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়—তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুম্ এতি।

'ত্রাণকল্পে পুত্রগণও নাই' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে পটাচারাকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন। এই উপাখ্যানও সহস্রবর্গে (ধর্মপদ, শ্লোক-১১৩)

'যে ব্যক্তি (পঞ্চস্কন্ধের) উদয়-বিলয় পর্যবেক্ষণ না করিয়া শতবর্ষ বাঁচিয়া থাকে তাহার জীবন অপেক্ষা উদয়-বিলয় দর্শনকারীর একদিবসের জীবনও

---

[২৭]। এখানে রবীন্দ্রনাথের 'মৃত্যু' কবিতা থেকে তুলনীয় অংশ উদ্ধৃত হল :

...ওরে মূঢ়, জীবন সংসার
কে করিয়া রেখেছিল এত আপনার
জ্ঞানমুহূর্ত হতে তোমার অজ্ঞাতে,
তোমার ইচ্ছার পূর্বে। মৃত্যুর প্রভাতে
সেই অচেনার মুখ হেরিবি আবার
মুহূর্তে চেনার মতো।

[২৮]। নিজের কর্মের ফলে দুঃখ পেলে মাতা, পিতা, পুত্রবধূ, ভ্রাতা, স্ত্রী, পুত্র ও পৌত্র কেউ আমাকে ত্রাণ করতে পারে না।

http://kalpataruboi.org

শ্রেয়।' ইত্যাদি গাথা বর্ণনায় বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে।

পটাচারার শোক স্তিমিত হইয়াছে জানিয়া শাস্তা তাহাকে বলিলেন—'পটাচারে, মারলোকগমনের সময় পুত্রকন্যাদি কাহারও ত্রাণ, আশ্রয় বা শরণ হইতে পারে না। অতএব, তাহারা থাকিলেও নাই (মনে করিতে হইবে)। তাই বিজ্ঞ ব্যক্তির উচিত শীল বিশুদ্ধ করিয়া নিজের নির্বাণগামি মার্গকে শুদ্ধ করা।' ইহা বলিয়া ধর্মদেশনাকালে শাস্তা এই গাথাদ্বয় ভাষণ করিলেন—

'(মৃত্যু হইতে) ত্রাণকল্পে পুত্রগণও নাই, পিতাও নাই, বন্ধুগণও নাই। মৃত্যু দ্বারা আক্রান্ত হইলে জ্ঞাতিগণের কেহ ত্রাণ করিতে পারে না।

'(নিজেই নিজের ত্রাণকর্তা, অপর কেহ নহে) এই তত্ত্ব অবগত হয়ে বিজ্ঞ ও শীলসংযত ব্যক্তি নির্বাণমার্গ অবিলম্বে বিশোধিত করিবেন।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২৮৮-২৮৯

অন্বয় : 'তাণায়' ত্রাণভাবের জন্য। আশ্রয়ের জন্য। 'বন্ধবা' পুত্রকন্যা এবং মাতাপিতা ব্যতিরেকে আর সকলেই হইতেছে জ্ঞাতি-সুহৃদ। 'অন্তকেনাধি-পন্নস্স' মৃত্যুর দ্বারা অভিভূত। জীবনকালে পুত্রকন্যাদি অন্নপানাদি দানের দ্বারা উৎপন্ন কৃত্য (সমূহ) সম্পাদনের দ্বারা 'ত্রাণ' হইলেও মৃত্যুকালে কোন উপায়ে মৃত্যুকে দূরে রাখিতে বা মৃত্যুকে প্রতিহত করিতে অসমর্থতাহেতু তাহারও ত্রাণ বা আশ্রয় হইতে পারে না। তাই উক্ত হইয়াছে—'নত্থি ঞাতীসু তাণতা'। 'এতমত্থবসং' এইভাবে তাহাদের পরস্পরের ত্রাণ হইতে অসমর্থভাব নামক কারণ জানিয়া বিজ্ঞ ব্যক্তির উচিত চতুপারিশুদ্ধি শীলের দ্বারা সংযত হইয়া, রক্ষিত ও গুপ্ত হইয়া, নির্বাণগামী অষ্টাঙ্গিক মার্গ শীঘ্র শীঘ্র বিশুদ্ধ করা।

দেশনাবসানে পটাচারার স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইল। অন্যান্য বহু লোক স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পটাচারার উপাখ্যান সমাপ্ত

মার্গবর্গ বর্ণনা সমাপ্ত

বিংশতিতম বর্গ

http://kalpataruboi.org

ধর্মপদ অর্থকথা

অষ্টম খণ্ড (প্রকীর্ণবর্গ - ভিক্ষুবর্গ)

২১. প্রকীর্ণক বর্গ

স্বকীয় পূর্বকর্মের উপাখ্যান—১

১. মত্তাসুখপরিচ্চাগা পস্সে চে বিপুলং সুখং,
চজে মত্তাসুখং ধীরো সম্পস্সং বিপুলং সুখং।...২৯০

অনুবাদ : জ্ঞানী ব্যক্তি যদি স্বল্পমাত্র সুখ পরিত্যাগের ফলে বিপুল সুখ দেখতে পান, তবে তিনি বিপুল সুখের সম্ভাবনা দেখে সামান্য সুখ অবশ্যই ত্যাগ করবেন।[২৯]

অন্বয় : ধীরো মত্তাসুখপরিচ্চাগা চে (ধীর ব্যক্তি যদি স্বল্পমাত্র সুখ পরিত্যাগপূর্বক) বিপুলং সুখং পস্সে (বিপুল সুখ দেখেন), বিপুলং সুখং সম্পস্সং (তবে তিনি বিপুল সুখ প্রত্যক্ষ করে) মত্তাসুখং চজে (সামান্য সুখ ত্যাগ করবেন)।

'স্বল্পমাত্র সুখ পরিত্যাগ হেতু' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে নিজের এক পূর্বজন্মের কর্মকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

একসময় বৈশালী ছিল ধনসম্পদে পরিপূর্ণ, সমৃদ্ধ, বহুজনপূর্ণ এবং পথঘাট (সর্বদা) বহু মনুষ্যাকীর্ণ। সেখানে পালাক্রমে রাজত্ব করিয়াছেন সাত হাজার সাতশত সাতজন ক্ষত্রিয়। তাঁহাদের বসবাসের জন্য সমপরিমাণ প্রাসাদ, সমপরিমাণ কূটাগার এবং (তাঁহাদের) উদ্যান বিহারের জন্য সমপরিমাণ আরাম এবং পুষ্করিণী ছিল। একবার সেখানে দুর্ভিক্ষ হইল, শস্যাদির অভাব ঘটিল। সেখানে ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া প্রথমে দুর্গত মানুষেরা মৃত্যুমুখে পতিত হইল। যত্রতত্র বিক্ষিপ্ত তাহাদের মৃতদেহের গন্ধে অমনুষ্যগণ নগরে প্রবেশ করিল। অমনুষ্যের উপদ্রবে বহুলোক প্রাণ দিল। মৃতদেহের প্রতিকূল গন্ধে মনুষ্যগণ অহিবাতরোগে (এক প্রকার প্লেগ যাহাতে গ্রন্থিস্ফীতি দেখা দেয়) আক্রান্ত হইল। এই প্রকারে দুর্ভিক্ষ ভয়, অমনুষ্য ভয় এবং রোগভয়—এই তিন প্রকার ভয়

---

[২৯]। জ্ঞানী পুরুষ সম্যক বিবেচনা করে শ্রেয় (কল্যাণকর বস্তু) ও প্রেয় (আপাতমধুর বস্তু) এই দুইটিকে পৃথক মনে করে প্রেয় হতে শ্রেয়কে বেছে নেন। আর অজ্ঞ ব্যক্তি পার্থিব বস্তুর লাভ ও রক্ষণের আশায় প্রেয়কেই গ্রহণ করে।

http://kalpataruboi.org

উৎপন্ন হইল।

নগরবাসিগণ সম্মিলিত হইয়া রাজাকে জানাইল—'মহারাজ, এই নগরে তিন প্রকার ভয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইতিপূর্বে সপ্তম রাজবংশের রাজত্বকালে এইরূপ ভয় উৎপন্ন হয় নাই। অধার্মিক রাজাদেরই রাজত্বকালে এইরূপ ভয় উৎপন্ন হইয়া থাকে।' রাজা সভাগৃহে সকলকে সম্মিলিত করিয়া বলিলেন—'যদি আমার কোন অধার্মিকভাব থাকে, আপনারা বিচার করুন।' বৈশালীবাসিগণ প্রথম হইতে শুরু করিয়া বর্তমান পর্যন্ত রাজার সমস্ত কিছু বিচার করিয়াও রাজার কোন দোষ না দেখিয়া বলিল—'মহারাজ, আপনার কোন দোষ নাই।' তখন তাহারা মন্ত্রণায় বসিল—'কিভাবে আমাদের এই ভয়ের উপশম হইবে?' কেহ কেহ বলিল 'বলি কর্মের দ্বারা', কেহ বা বলিল 'দেবগণের নিকট প্রার্থনার দ্বারা', অন্য কেহ বা বলিল 'মাঙ্গলিক ক্রিয়া অনুষ্ঠানের দ্বারা'। কিন্তু সমস্ত প্রকার বিধি প্রয়োগ করিয়াও ভয় হইতে অব্যাহতি পাওয়া গেল না। তখন অন্যরা বলিল—'ছয়জন মহাপ্রভাবশালী শাস্তা আছেন, তাঁহারা এখানে আসা মাত্রই ভয় দূরীভূত হইবে।' অন্যরা বলিল—'জগতে সম্যকসম্বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন। সেই ভগবান সমস্ত প্রাণীর হিতের জন্য ধর্মদেশনা করিতেছেন। তিনি মহাঋদ্ধিসম্পন্ন এবং মহাপ্রভাবশালী। তিনি এখানে আসিলে এই সকল ভয় দূরীভূত হইবে। সকলেই তাহাদের বচনকে অভিনন্দিত করিয়া বলিল—'সেই ভগবান এখন কোথায় অবস্থান করিতেছেন?' তখন বর্ষাবাস সন্নিকট হওয়াতে শাস্তা রাজা বিম্বিসারের প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে বেণুবনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় বিম্বিসার সমাগমে বিম্বিসারের সহিত স্রোতাপত্তিফলপ্রাপ্ত মহালি নামক লিচ্ছবীও সেই পরিষদে উপবিষ্ট ছিলেন।

বৈশালীবাসিগণ জাঁকজমকপূর্ণ উপঢৌকন সাজাইয়া মহালি লিচ্ছবী এবং পুরোহিতপুত্রকে রাজা বিম্বিসারের নিকট পাঠাইলেন এবং অনুরোধ জানাইলেন—'শাস্তাকে এখানে লইয়া আসুন।' তাঁহারা যাইয়া রাজার জন্য আনীত উপঢৌকন রাজাকে দিয়া নিবেদন করিলেন—'মহারাজ, শাস্তাকে আমাদের নগরে প্রেরণ করুন।' রাজা 'আপনারাই শাস্তাকে জানান' বলিয়া স্বয়ং অনুমতি দিলেন না। তাঁহারা ভগবানের নিকট যাইয়া বন্দনা করিয়া প্রার্থনা করিলেন—'ভন্তে, বৈশালীতে তিন প্রকার ভয় উৎপন্ন হইয়াছে। আপনি আসিলে সেই সকল ভয় দূরীভূত হইবে। ভন্তে, চলুন যাই।' শাস্তা তাঁহাদের কথা শুনিয়া চিন্তা করিলেন—'বৈশালীতে 'রতনসুত্ত' পাঠ করিলে তাহা শত সহস্র কোটি চক্রবালকে অভিভূত করিবে এবং সূত্রপাঠ শেষ হইলে চুরাশি হাজার প্রাণীর ধর্মবোধ জাগ্রত হইবে। সেই সকল ভয়ও দূরীভূত হইবে' এবং তাঁহাদের কথায় সম্মতি প্রদান করিলেন (অর্থাৎ তাঁহাদের প্রার্থনা স্বীকার করিলেন)।

রাজা বিম্বিসার 'শাস্তা নাকি বৈশালীতে যাইবার সম্মতি প্রদান করিয়াছেন' শুনিয়া নগরে ঘোষণা করাইয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

http://kalpataruboi.org

'ভন্তে, বৈশালীতে যাইবার সম্মতি প্রদান করিয়াছেন কি?'

'হ্যাঁ মহারাজ।'

'ভন্তে, তাহা হইলে অপেক্ষা করুন। আমি আপনার গমনমার্গ সজ্জিত করিতেছি' বলিয়া রাজগৃহ এবং গঙ্গার মাঝখানে পঞ্চযোজন ভূমি সমান করাইয়া যোজনে যোজনে বিহার (বিশ্রামাগার) প্রতিষ্ঠাপিত করাইয়া শাস্তাকে গমনকাল জানাইলেন। শাস্তা পঞ্চশত ভিক্ষু সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। রাজা প্রতি যোজন মার্গে জানুপ্রমাণ গম্ভীর পঞ্চবর্ণের পুষ্পরাশি ছড়াইয়া দিলেন। ধ্বজা-পতাকা-কদলি বৃক্ষাদি প্রোথিত করাইলেন। ছোট এবং বড় দুইটি শ্বেতছত্র ভগবানের মস্তকোপরি ধারণ করিয়া এবং প্রত্যেক ভিক্ষুর মস্তকোপরি এক একটি শ্বেতছত্র ধারণ করিয়া সপরিবার পুষ্পগন্ধাদির দ্বারা পূজা করিতে করিতে শাস্তাকে এক একটি বিহারে বিশ্রাম করাইয়া মহাদানাদি প্রদান করিয়া পাঁচ দিনে গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া সেখানে নৌকা সজ্জিত করিয়া বৈশালীবাসিদের সংবাদ পাঠাইলেন—'গমনমার্গ প্রস্তুত করিয়া শাস্তার প্রত্যুদ্‌গমন করুন।' তাঁহারাও 'দ্বিগুণ পূজা করিব' বলিয়া বৈশালী এবং গঙ্গার মাঝখানে ত্রিযোজন ভূমি সমান করিয়া ভগবানের উপরে চারিটি শ্বেতছত্র এবং অন্যান্য ভিক্ষুদের প্রত্যেকের মস্তকোপরি দুইটি দুইটি শ্বেতছত্র ধারণ করিয়া ছোট বড় ছত্রসমূহ সজ্জিত করিয়া 'এইগুলো দ্বারা শাস্তাকে পূজা করিব' বলিয়া আসিয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। বিম্বিসার দুইটি নৌকা একত্রে বাঁধিয়া তাহার উপরে মণ্ডপ সজ্জিত করিয়া পুষ্পমালাদি দ্বারা সজ্জিত করিয়া সর্বরত্নময় বুদ্ধাসন প্রস্তুত করিলেন। ভগবান তাহাতে উপবেশন করিলেন। ভিক্ষুগণও নৌকায় আরোহণ করিয়া ভগবানকে পরিবেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন। রাজা (শাস্তার) অনুগমন করিতে করিতে গলঃপ্রমাণ জলে নামিয়া বলিলেন—'ভন্তে, যতদিন আপনি ফিরিয়া না আসিবেন ততদিন আমি এই গঙ্গাতীরেই অবস্থান করিব' বলিয়া শাস্তার নৌকা যাত্রা করাইয়া স্বয়ং প্রত্যাবর্তন করিলেন। শাস্তা গঙ্গাপথে যোজনমাত্র পথ যাইয়া বৈশালীবাসিদের সীমায় উপস্থিত হইলেন।

লিচ্ছবিরাজগণ শাস্তার প্রত্যুদ্‌গমন করিতে গলঃপ্রমাণ জলে অবতরণ করিয়া নৌকাকে তীরে আনয়ন করিয়া শাস্তাকে নৌকা হইতে নামাইয়া লইলেন। শাস্তা (নৌকা হইতে) নামিয়া ভূমিতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে মহামেঘ উত্থিত হইয়া অস্বাভাবিক বারিবর্ষণ করিল। সর্বত্র কোথাও জানুপ্রমাণ, কোথাও ঊরুপ্রমাণ, কোথাও বা কটিপ্রমাণ জল প্রবাহিত হইয়া সমস্ত মৃতদেহ গঙ্গায় ভাসাইয়া লইয়া গেল। সমস্ত ভূমিভাগ পরিশুদ্ধ হইয়া গেল। লিচ্ছবিরাজগণ শাস্তাকে এক যোজন অন্তরে বিশ্রাম করাইয়া মহাদান দিয়া দ্বিগুণ পূজা করিতে করিতে তিন দিনের মাথায় বৈশালীতে আনয়ন করিলেন। দেবরাজ শক্র দেবগণ পরিবৃত হইয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। মহেশাখ্য (ঋদ্ধিমান) দেবগণের উপস্থিতিতে অমনুষ্যগণ সকলেই পলায়ন করিল। শাস্তা সন্ধ্যাবেলায় নগরদ্বারে দাঁড়াইয়া আনন্দ স্থবিরকে বলিলেন—'হে আনন্দ, এই রতনসুত্ত শিখিয়া লইয়া

http://kalpataruboi.org

লিচ্ছবিকুমারদের সঙ্গে পরিক্রমা করিতে করিতে বৈশালীর তিন প্রাকারের অভ্যন্তরে 'পরিত্তসুত্ত'রূপে পাঠ কর।'

আনন্দ স্থবির শাস্তা প্রদত্ত রতনসুত্ত শিখিয়া শাস্তার শিলাময় পাত্রে জল লইয়া নগরদ্বারে দাঁড়াইয়া (বোধিলাভের জন্য) প্রণিধান হইতে শুরু করিয়া তথাগতের দশ পারমিতা, দশ উপপারমিতা ও দশ পরমার্থ পারমিতা—এই সমত্রিংশৎ পারমিতা, (তথাগতের) পঞ্চ মহাপরিত্যাগ, লোকার্থ চর্যা, জ্ঞাত্যর্থ চর্যা এবং বুদ্ধত্ব চর্যা—এই তিন প্রকার চর্যা, অন্তিমভবে মাতৃগর্ভে প্রবেশ, জন্ম, মহাভিনিষ্ক্রমণ (গৃহত্যাগ), প্রধান চর্যা (কঠোর তপস্যা), বোধিপর্যঙ্কে মারবিজয়, সর্বজ্ঞতা জ্ঞানলাভ, ধর্মচক্র প্রবর্তন, নবলোকোত্তর ধর্ম ইত্যাদি সকল বুদ্ধগুণ স্মরণ করিতে করিতে নগরে প্রবেশ করিয়া রাত্রির ত্রিযামে বৈশালীর প্রাকারাভ্যন্তরে 'রতনসুত্ত'পরিত্রাণ পাঠ করিতে করিতে বিচরণ করিলেন। তিনি 'যং কিঞ্চি' কথাটি উচ্চারণ করা মাত্রই উর্ধ্বে ক্ষিপ্ত জল অমনুষ্যগণের উপরে পতিত হইল। 'যানীধ ভূতানি' ইত্যাদি গাথা পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে রজতশুভ্র পুষ্পমাল্যের ন্যায় জলবিন্দুসমূহ আকাশপথে যাইয়া রোগগ্রস্ত মনুষ্যগণের উপর পতিত হইল। তৎক্ষণাৎ রোগমুক্ত মনুষ্যগণের একে একে গাত্রোত্থান করিয়া স্থবিরকে পরিবৃত করিল। 'যং কিঞ্চি' এই কথাটি উক্ত হইবার মুহূর্ত হইতে যে সকল অমনুষ্য পলায়ন করে নাই, আবর্জনারাশি, গৃহকূট, গৃহভিত্তি প্রদেশাদিতে আত্মগোপন করিয়াছিল—তাহারা উদকাঘাতে জর্জরিত হইয়া যে যে দ্বার দিয়া ইচ্ছা পলায়ন করিল। নগরদ্বার পর্যাপ্ত না থাকায় এবং পলায়নের পথ না পাইয়া তাহারা প্রাকার ভেদ করিয়া পলায়ন করিল।

বিশাল জনতা নগরমধ্যস্থিত গণভবনটিকে সমস্ত প্রকার সুগন্ধ দ্রব্যের দ্বারা উপলিপ্ত করিয়া, উপরে সুবর্ণ তারকাদি বিচিত্র বিতান বন্ধন করিয়া বুদ্ধাসন সজ্জিত করিয়া শাস্তাকে আনয়ন করিলেন। শাস্তা প্রজ্ঞপ্তাসনে উপবেশন করিলেন। ভিক্ষুসঙ্ঘ এবং লিচ্ছবীগণ শাস্তাকে পরিবেষ্টন করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। দেবরাজ শক্র দেবগণ পরিবৃত হইয়া শূন্যে উপযুক্ত স্থানে অবস্থান করিলেন। আনন্দ স্থবিরও সকল নগর অনুবিচরণ করিয়া রোগমুক্ত মনুষ্যগণের সহিত আসিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। শাস্তা পরিষদ অবলোকন করিয়া সেই রতনসুত্তই ভাষণ করিলেন। দেশনাবসানে চতুরাশীতি সহস্র প্রাণীর ধর্মবোধ জাগ্রত হইল। এইভাবে পরের দিন, তার পরের দিন—ক্রমান্বয়ে সাতদিন ধরিয়া সেই রতনসুত্ত দেশনা করিয়া সমস্ত প্রকার ভয় অন্তর্হিত হইয়াছে দেখিয়া লিচ্ছবীগণকে আমন্ত্রিত করিয়া বৈশালী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। লিচ্ছবীরাজগণ দ্বিগুণ সৎকার প্রদর্শন করিয়া পুনরায় তিন দিনের রাস্তা অতিক্রম করিয়া শাস্তাকে গঙ্গাতীরে লইয়া আসিলেন।

গঙ্গায় উৎপন্ন নাগরাজগণ চিন্তা করিলেন—'মনুষ্যগণ তথাগতের সৎকার করিতেছে, আমরা কেন করিব না?' তাঁহারা সুবর্ণময়, রজতময় এবং মণিময় নৌকাসমূহ প্রস্তুত করিয়া সুবর্ণ-রজত-মণিময় পর্যঙ্কসমূহ সজ্জিত করিয়া পঞ্চবর্ণের

http://kalpataruboi.org

পদ্মদ্বারা নদীর জল আচ্ছাদিত করিয়া—'ভন্তে, আমাদের অনুগ্রহ করুন' বলিয়া নিজ নিজ নৌকায় আরোহণ করার জন্য শাস্তাকে যাচঞা করিলেন। 'মনুষ্যগণ এবং নাগেরা তথাগতের পূজা করিতেছে, আমরা কেন করিব না' ভাবিয়া ভূমিবাসী দেবগণ হইতে শুরু করিয়া অকনিষ্ঠ ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সকল দেবগণ তথাগতের সৎকার করিলেন। নাগগণ এক যোজন উচ্চ ছত্রের পর ছত্র আকাশে উড়াইলেন। অধোভাগে বসবাসকারী নাগগণ তদ্রূপ ভূমিতলে (ছত্রের পর ছত্র) উড়াইলেন। ভূমিবাসী দেবগণ বৃক্ষ, গুল্ম ও পর্বতাদিতে, আকাশস্থ দেবগণ অন্তরীক্ষে, এইভাবে নাগভবন হইতে আরম্ভ করিয়া চক্রবালের মধ্যে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত ছত্রের পর ছত্র উড়াইলেন। ছত্রসমূহের মধ্যস্থলে ধ্বজা, ধ্বজাসমূহের মধ্যস্থলে পতাকা, তাহাদের ভিতরে ভিতরে পুষ্পদাম, সুবাসিত চূর্ণ ও সুবাসিত ধূপের দ্বারা তথাগতের সৎকার করা হইল। সর্বালঙ্কার প্রতিমণ্ডিত দেবপুত্রগণ উৎসববেশ ধারণ করিয়া ঘোষণা করিতে করিতে আকাশে বিচরণ করিতেছিলেন। তিন প্রকার সমাগম সর্ববৃহৎ ছিল—যমক প্রাতিহার্য সমাগম, দেবাবরোহণ সমাগম এবং গঙ্গাবরোহণ সমাগম।

পরতীরে রাজা বিম্বিসারও লিচ্ছবীদের দ্বারা কৃত সৎকার অপেক্ষা দ্বিগুণ সৎকার সজ্জিত করিয়া ভগবানের আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলেন। শাস্তা গঙ্গার উভয়তীরে রাজাদের মহাদান দেখিয়া নাগাদিরও অধ্যাশয় জানিয়া প্রতিটি নৌকায় পঞ্চশত ভিক্ষু পরিবার এবং একজন নির্মিত বুদ্ধের ব্যবস্থা করিলেন। তিনি এক একটি শ্বেতছত্র, কল্পবৃক্ষ এবং পুষ্পদামের নিচে নাগগণ পরিবৃত হইয়া সমাসীন ছিলেন। ভূমিবাসী দেবতাদের জন্যও অনুরূপভাবে পঞ্চশত ভিক্ষু পরিবার এবং নির্মিত বুদ্ধের ব্যবস্থা করিলেন। [সমগ্র চক্রবালাভ্যন্তরে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত অনুরূপ ব্যবস্থা করিলেন] এইভাবে যখন মনে হইতেছিল সমগ্র চক্রবালগর্ভে যেন একই উৎসব, একই সজ্জা এবং একই সমারোহ চলিতেছে, তখন শাস্তা নাগগণকে অনুগৃহীত করিবার জন্য একটি রত্নময় নৌকায় আরোহণ করিলেন। ভিক্ষুগণও এক একজন এক একটি নৌকায় আরোহণ করিলেন। নাগরাজগণ বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নাগভবনে প্রবেশ করাইয়া সারারাত ধরিয়া শাস্তার ধর্মকথা শ্রবণ করিয়া দ্বিতীয় দিবসে দিব্য খাদ্যভোজ্যের দ্বারা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে পরিবেশন করিলেন। শাস্তা দানানুমোদন করিয়া নাগভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সকল চক্রবাল দেবগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া পঞ্চশত নৌকায় করিয়া গঙ্গানদী অতিক্রম করিলেন।

রাজা প্রত্যুদ্গমন করিয়া শাস্তাকে নৌকা হইতে অবতরণ করাইয়া আগমনকালে লিচ্ছবীগণের দ্বারা কৃতসৎকারের দ্বিগুণ সৎকার করিয়া পূর্বের ন্যায় পাঁচ দিনে (শাস্তাকে) রাজগৃহে লইয়া আসিলেন। দ্বিতীয় দিবসে ভিক্ষুগণ পিণ্ডপাত শেষে সায়াহ্ন সময়ে ধর্মসভায় সম্মিলিত হইয়া এই কথা উত্থাপিত করিলেন—'অহো, বুদ্ধগণের কি প্রভাব! অহো শাস্তার প্রতি দেবমনুষ্যগণের কি শ্রদ্ধা! গঙ্গার এপারে এবং ওপারে অর্ধযোজন পথে বুদ্ধগত শ্রদ্ধার দ্বারা

http://kalpataruboi.org

(প্রণোদিত হইয়া) নৃপগণের দ্বারা ভূমি সমতল করা হইয়াছে, বালুকা ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, জানুমাত্র গভীর নানাবর্ণের পুষ্প বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে, গঙ্গার জল নাগগণের প্রভাবে পঞ্চবর্ণের অসংখ্য পদ্মদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছে, (পৃথিবীতল হইতে আরম্ভ করিয়া) অকনিষ্ঠ দেবলোক পর্যন্ত ক্ষুদ্র-বৃহৎ ছত্র (রাশি) উড্ডীন করা হইয়াছে, সকল চক্রবালগর্ভে যেন একই সজ্জা, একই উৎসব সমুৎপন্ন হইয়াছে।'

শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বিষয় আলোচনার জন্য এখানে সমবেত হইয়াছ?'

'এই বিষয়ে (ভন্তে)।'

'হে ভিক্ষুগণ, এই পূজা সৎকার আমার বুদ্ধগুণ প্রভাবে বা নাগদেবব্রহ্মাগণের প্রভাবে উৎপন্ন হয় নাই। আমার অতীত জন্মের সামান্যতম দানের প্রভাবে ইহা উৎপন্ন হইয়াছে।' ভিক্ষুগণের দ্বারা প্রার্থিত হইয়া শাস্তা অতীতের সেই ঘটনা বিবৃত করিলেন।

অতীতে তক্ষশিলায় শঙ্খ নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার ষোড়শ বর্ষীয় পুত্র সুসীম মাণব একদিন পিতার নিকট আসিয়া বলিলেন—'পিতঃ, আমার ইচ্ছা বারাণসীতে যাইয়া মন্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করিব।' তখন পিতা তাঁহাকে বলিলেন—'তাহা হইলে বৎস, আমার ঐ ব্রাহ্মণ বন্ধুর নিকট যাইয়া অধ্যয়ন কর।' পুত্র 'বেশ, তাহাই হউক' বলিয়া পিতাকে সম্মতি দিয়া ক্রমে পিতার দ্বারা প্রেরিত হইয়াছেন। তখন সেই ব্রাহ্মণ তাঁহাকে 'তুমি আমার বন্ধুপুত্র' বলিয়া সম্মতি প্রদান করিয়া পথের ক্লান্তি দূরীভূত হইলে এক শুভদিনে তাঁহাকে মন্ত্রশিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। যুবক স্বল্পদিনের মধ্যে নিজের অধিগত বিদ্যা সুবর্ণপাত্রে রক্ষিত সিংহতৈলের ন্যায় অক্ষয়ভাবে ধারণ করিতে করিতে অচিরেই আচার্যের নিকট হইতে শিক্ষণীয় সমস্ত কিছু শিক্ষা করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া নিজে অধিগত বিদ্যার শেষ দেখিতে পাইলেন না, শুধু আদি এবং মধ্যভাগই দেখিলেন।

তিনি তখন আচার্যের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'আমি এই শিক্ষার আদি এবং মধ্যভাগই দেখিতেছি, অন্তোভাগ দেখিতেছি না।' আচার্যও বলিলেন—'বৎস, আমিও দেখিতেছি না।'

'হে আচার্যদেব, কে ইহার অন্ত জানেন?'

'হে বৎস, ঋষিপতনে ঋষিগণ বাস করেন, তাঁহারাই জানিয়া থাকিবেন। তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা কর।' এইভাবে আচার্যের দ্বারা উক্ত হইয়া তিনি (ঋষিপতনে) প্রত্যেকবুদ্ধগণের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'আপনারা কি এই শিক্ষার অন্ত জানেন?'

'হ্যাঁ জানি।'

'তাহা হইলে আমাকে বলুন।'

'যাহারা প্রব্রজিত নহে তাহাদের আমরা বলি না। যদি তোমার শিক্ষার অন্ত

http://kalpataruboi.org

জানিতে হয় তাহা হইলে তোমাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে হইবে।' তিনিও 'বেশ, তাহাই হউক' বলিয়া সম্মতি প্রদান করিয়া তাঁহাদের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা তখন তাঁহাকে 'এখন হইতে ইহাই শিক্ষা কর' বলিয়া 'তোমাকে এইভাবে অন্তর্বাস পরিধান করিতে হইবে, এইভাবে বহির্বাস পরিধান করিতে হইবে ইত্যাদি উপায়ে আনুপূর্বিকভাবে শিক্ষাপদসমূহ শিক্ষা দিলেন। তিনি সেখানে শিক্ষা করিতে করিতে যেহেতু তিনি (বোধিলাভের) উপনিশ্রয়সম্পন্ন ছিলেন তাই অচিরেই প্রত্যেক সম্বোধি (অর্থাৎ প্রত্যেকবুদ্ধত্ব) লাভ করিয়া সকল বারাণসীনগরে আকাশে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিমান হইলেন এবং শ্রেষ্ঠ লাভ ও যশের অধিকারী হইলেন। অল্পায়ু সংবর্তনিক কর্ম করিয়াছেন বলিয়া তিনি অচিরেই পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর প্রত্যেকবুদ্ধগণ এবং নগরবাসিগণ তাঁহার দেহ সৎকার করিয়া অস্থিধাতুসমূহ সংগ্রহ করিয়া নগরদ্বারে স্তূপ নির্মাণ করাইলেন।

শঙ্খ ব্রাহ্মণও চিন্তা করিলেন—'বহুদিন হইল আমার পুত্র বারাণসী গিয়াছে, কি হইল জানিতে হইবে' এবং স্বয়ং পুত্রদর্শন কামনায় তক্ষশিলা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আনুপূর্বিকভাবে বারাণসীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সম্মিলিত মহাজনকায়কে দেখিয়া 'নিশ্চয়ই ইহাদের মধ্যে কেহ আমার পুত্রের ব্যাপার জানিবে' চিন্তা করিয়া তাহাদের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'সুসীম নামক মাণব এখানে আসিয়াছিল, তোমরা তাহার কোন সংবাদ জান কি?'

'হ্যাঁ ব্রাহ্মণ, জানি। ঐ ব্রাহ্মণের নিকট ত্রিবেদ শিক্ষা করিয়া প্রব্রজিত হইয়া প্রত্যেক সম্বোধি লাভ করিয়া সম্প্রতি পরিনিবৃত হইয়াছেন। তাঁহার জন্যই এই স্তূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।' ব্রাহ্মণ মাটিতে লুটাইয়া রোদন করিয়া ক্রন্দন করিয়া চৈত্যাঙ্গনে যাইয়া চারিপার্শ্ব হইতে তৃণসমূহ উৎপাটিত করিয়া উত্তর শাটকের দ্বারা বালুকা আহরণ করিয়া চৈত্যাঙ্গণে ছড়াইয়া দিয়া কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া চতুর্দিকে সিঞ্চন করিয়া বনপুষ্পের দ্বারা পূজা করিয়া, নিজের শাটককে পতাকারূপে স্তূপের চতুষ্পার্শ্বে বিছাইয়া দিয়া নিজের ছত্র স্তূপের উপরে বাঁধিয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন।

শাস্তা এই অতীতের ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, তখন আমিই ছিলাম শঙ্খ ব্রাহ্মণ। আমিই সুসীম প্রত্যেক বুদ্ধের চৈত্যাঙ্গণ হইতে তৃণসমূহ উৎপাটিত করিয়াছিলাম। আমার সেই অতীত কর্মের ফল স্বরূপ এই জন্মে (দেবমনুষ্যগণ) আমার জন্য অর্ধযোজন পথ গোঁজকাঁটামুক্ত করিয়া শুদ্ধ এবং সমতল করিয়াছিল। আমিই সেখানে (ঐ স্তূপের চতুষ্পার্শ্বে) বালুকা ছড়াইয়া দিয়াছিলাম। তাহারই ফলস্বরূপ এখন আমার জন্য অর্ধযোজন পথে বালুকা আকীর্ণ করা হইয়াছে। আমি (সেই স্তূপে) বনপুষ্পের দ্বারা পূজা করিয়াছিলাম, তাহারই ফলস্বরূপ অর্ধযোজন পথে আমার জন্য নানা বর্ণের পুষ্প আকীর্ণ করা হইয়াছে। একযোজন পরিমিত গঙ্গার জল পঞ্চবর্ণের পদ্মদ্বারা আচ্ছাদিত করা হইয়াছে। (আমি সেই স্তূপে) কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া

http://kalpataruboi.org

দিয়াছিলাম তাহারই ফলস্বরূপ বৈশালীতে পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল। আমি (সেই স্তূপে) পতাকা বিছাইয়া দিয়াছিলাম, ছাতা বাঁধিয়া দিয়াছিলাম। তাহারই পরিণামে পৃথিবী প্রদেশ হইতে অকনিষ্ঠ দেবলোক পর্যন্ত স্থানে ধ্বজা-পতাকা-ছত্র-চন্দ্রাতপাদি দ্বারা সমগ্র চক্রবালগর্ভ এমনভাবে পরিপূর্ণ করা হইয়াছিল। মনে হইতেছিল যেন সর্বত্র একই উৎসব হইতেছে। হে ভিক্ষুগণ, এই পূজা-সৎকার আমার বুদ্ধগুণ প্রভাবে উৎপন্ন হয় নাই, নাগ-দেব-ব্রহ্মাদের প্রভাবে উৎপন্ন হয় নাই, অতীতে সামান্যমাত্র যে ত্যাগকর্ম (দানকর্ম) করিয়াছিলাম তাহারই প্রভাবে উৎপন্ন হইয়াছে' বলিয়া ধর্মদেশনাকালে এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'যদি স্বল্পমাত্র সুখ পরিত্যাগ হেতু বিপুল সুখের সম্ভাবনা দেখা যায়, তবে জ্ঞানী ব্যক্তি বিপুল সুখের সম্ভাব্যতা বিবেচনা করিয়া সামান্য সুখ (অবশ্যই) ত্যাগ করিবেন।' (ধর্মপদ, শ্লোক-২৯০)

অন্বয় : 'মত্তসুখপরিচ্চাগা'। 'মত্তসুখং' অর্থাৎ প্রমাণযুক্ত সামান্য সুখ, তাহার পরিত্যাগের দ্বারা। 'বিপুলং সুখং' বিপুল সুখ অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে নির্বাণসুখ। সেই সুখের যদি সম্ভাবনা থাকে। ইহা উক্ত হইয়াছে—একটি ভোজনপাত্র সজ্জিত করিয়া ভোজনকারীর অল্পমাত্র সুখ লাভ হইতে পারে। তাহা ত্যাগ করিয়া যদি উপোসথ পালন করা যায়, দান দেওয়া যায় তাহা হইলে বিপুল প্রকৃত নির্বাণসুখ উৎপন্ন হইতে পারে। তাই যদি এইরূপ সামান্যসুখ পরিত্যাগের দ্বারা কাহারও বিপুল সুখ লাভের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে জ্ঞানী ব্যক্তি সেই বিপুল সুখকে সম্যকভাবে কামনা করিয়া অল্পসুখ ত্যাগ করিবেন। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

স্বকীয় পূর্বকর্মের উপাখ্যান সমাপ্ত

কুক্কুট ডিম্ব খাদিকার উপাখ্যান—২

২. পরদুক্খপদানেন যো অত্তনো সুখমিচ্ছতি,
বেরসংসগ্গসংসট্ঠো বেরা সো ন পরিমুচ্চতি।...২৯১

অনুবাদ : যে পরকে দুঃখ দিয়ে নিজের সুখ অন্বেষণ করে সে বৈরজড়িত হয়ে বৈর থেকে মুক্তি পায় না।

অন্বয় : পরদুক্খপদানেন যো অত্তনো সুখং ইচ্ছতি (যে পরকে দুঃখ দিয়ে নিজের সুখ ইচ্ছা করে) বেরসংসগ্গসংট্ঠো সো (বৈরসংসর্গ সংশ্লিষ্ট সেই ব্যক্তি) বেরা ন পরিমুচ্চতি (বৈর হতে মুক্তি পায় না)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : এই গাথাটি যমকবর্গের পঞ্চম গাথার অনুরূপ। উক্ত গাথার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

'পরকে দুঃখ দিয়া' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে এক কুক্কুট ডিম্ব খাদিকাকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

http://kalpataruboi.org

শ্রাবস্তীর নিকটে পণ্ডুর গ্রামে একজন ধীবর বাস করিত। সে শ্রাবস্তীতে যাইবার সময় অচিরবতী নদীতে কচ্ছপের ডিম দেখিয়া সেইগুলি লইয়া শ্রাবস্তীতে পৌঁছিয়া একটি গৃহে সেই ডিমগুলি সিদ্ধ করিয়া খাইবার সময় ঐ গৃহের একটি বালিকাকেও একটি ডিম খাইতে দিয়াছিল। সেই বালিকা ঐ ডিম খাইবার পর হইতে অন্য কিছু খাইতে চাহিত না। তখন তাহার মাতা কুক্কুটির ডিম্ব প্রসব স্থান হইতে একটি ডিম আনিয়া তাহাকে খাইতে দিল। বালিকা তাহা খাইয়া আরও লোভাতুরা হইল এবং তাহার পর হইতে কুক্কুটির ডিম স্বয়ং লইয়া খাইয়া ফেলিত। কুক্কুটি দেখিল যে যখনই সে ডিম্ব প্রসব করে তখনই ঐ মেয়েটি খাইয়া ফেলে। স্বভাবতই সেই বালিকার প্রতি কুক্কুটির ক্রোধ জন্মিল। সে তখন প্রার্থনা করিল—'পরজন্মে আমি যেন রাক্ষসী হইয়া তোমার সমস্ত সন্তানকে খাইতে সমর্থ হই।' তারপরই কুক্কুটির মৃত্যু হইল এবং ঐ গৃহেই মার্জারী (বিড়াল) হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। সেই বালিকাও মৃত্যুর পর সেই গৃহে কুক্কুটি হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। কুক্কুটি ডিম পাড়ে, ঐ মার্জারী তাহা খাইয়া ফেলে। এইভাবে তিনবার একই ঘটনা ঘটিল। তখন কুক্কুটি প্রতিজ্ঞা করিল— 'পরপর তিনবার তুমি আমার ডিমগুলি খাইয়া এখন আমাকে খাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। এইস্থান হইতে চ্যুত হইয়া আমি যেন তোমার সন্তানাদিসহ তোমাকে খাইতে সমর্থ হই।' তার পর সে মৃত্যুর পর দ্বীপিন হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। মার্জারীও মৃত্যুর পর মৃগী হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। মৃগী সন্তান প্রসবকালে দ্বীপিনী আসিয়া সন্তানসহ তাহাকে খাইয়া ফেলিল। এইভাবে একে অন্যকে খাইতে খাইতে পরপর পাঁচশত জন্মে পরস্পরের দুঃখ উৎপাদন করিয়া অবশেষে একজন যক্ষিণী হইয়া জন্মগ্রহণ করিল, অন্যজন শ্রাবস্তীতে এক কুলকন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিল।

[ইহার পরের ঘটনার জন্য ধর্মপদট্ঠকথার ১/৫ সংখ্যক উপাখ্যান অর্থাৎ 'কালিযক্ষিণীর উপাখ্যান' দ্রষ্টব্য]

এখানে শাস্তা 'অবৈরীতার দ্বারাই বৈরীতার উপশম হয়, বৈরীতার দ্বারা নহে' ইত্যাদি বলিয়া উভয়ের নিকট ধর্মদেশনাকালে এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'যে পরকে দুঃখ দিয়া নিজের সুখ ইচ্ছা করে সেই বৈরসংসর্গ সৃষ্ট ব্যক্তি বৈর হইতে মুক্ত হইতে পারে না।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২৯১

অন্বয় : 'পরদুক্খপধানেন' অন্যের দুঃখ উৎপাদনের দ্বারা। 'বেরসংসগ্গ-সংসট্ঠ' যে ব্যক্তি আক্রোশ-প্রত্যাক্রোশ, প্রহার-প্রতিপ্রহার ইত্যাদিবশে পরস্পরকে বৈরসংসর্গের দ্বারা সংসৃষ্ট করে। 'বেরা সো ন পরিমুচ্চতি' নিত্যকাল বৈরবশে দুঃখই প্রাপ্ত হয়। বৈর হইতে সে মুক্ত হইতে পারে না। দেশনাবসানে যক্ষিণী ত্রিশরণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পঞ্চশীল পালন করিয়া বৈরীতা হইতে মুক্ত হইয়াছিল। অন্যজনও স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উপস্থিত জনগণের নিকটও এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

কুক্কুট ডিম্ব খাদিকার উপাখ্যান সমাপ্ত

http://kalpataruboi.org

ভদ্দিয় ভিক্ষুদের উপাখ্যান—৩

৩. যং হি কিচ্চং তদপবিদ্ধং অকিচ্চং পন কযিরতি,
উন্নলানং পমত্তানং তেসং বড্ঢন্তি আসবা।
৪. যেসঞ্চ সুসমারদ্ধা নিচ্চং কাযগতা সতি,
অকিচ্চং তে ন সেবন্তি কিচ্চে সাতচ্চকারিনো,
সতানং সম্পজানানং অত্থং গচ্ছন্তি আসবা।...২৯২-২৯৩

অনুবাদ : যা কর্তব্য তা পরিত্যাগ করে যা অকর্তব্য তা যদি সাধন করা হয়, তাহলে এরূপ অহঙ্কারী ও প্রমত্ত ব্যক্তিদের পাপ বৃদ্ধি পায়। যাঁরা নিত্য দেহের কলুষের কথা চিন্তা করে থাকেন, যাঁরা অকর্তব্য কর্ম ত্যাগ করে সর্বদা কৃতকর্মে রত থাকেন এরূপ সুধী ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের পাপ ক্রমশ ক্ষয় পেতে থাকে।

অন্বয় : যং হি কিচ্চং তৎ অপবিদ্ধং (যা কৃত্য তা পরিত্যক্ত) অকিচ্চং পন কযিরতি (এবং যা অকৃত্য তা করা হয়) উন্নলানং পমত্তানং তেসং আসবা বড্ঢন্তি (সেই উদ্ধত এবং প্রমত্তদের আস্রবসমূহ বৃদ্ধি পায়)। যেসঞ্চ কাযগতা সতি নিচ্চং সুসমারদ্ধা (যাঁদের কায়গতাস্মৃতি নিত্য সুসমারদ্ধ) অকিচ্চং তে ন সেবন্তি (তাঁরা অকৃত্যের সেবা করেন না) কিচ্চে সাতচ্চকারিনো (কৃত্যে সততই রত থাকেন)। সতানং সম্পজানানং আসবা অত্থং গচ্ছন্তি (এরূপ স্মৃতিমান ও সুধী ব্যক্তিদের আস্রবসমূহ অস্তগত হয়)।

'যে কৃত্য' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা ভদ্দিয় প্রদেশের জাতিয়াবনে অবস্থানকালে ভদ্দিয় ভিক্ষুগণকে উদ্দেশ্য করিয়া এই গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন।

ঐ ভিক্ষুগণ পাদুকামণ্ডনে (পাদুকাকে অলঙ্কৃত করায়) অভ্যস্ত ছিলেন। বলা হইয়াছে—'সেই সময় ভদ্দিয় ভিক্ষুগণ নানা প্রকার পাদুকা অলংকরণে অভ্যস্ত ছিলেন। যেমন তৃণপাদুকা নিজেরাও প্রস্তুত করিতেন, অন্যদের দ্বারাও প্রস্তুত করাইতেন। মুঞ্জময় পাদুকা নিজেরাও প্রস্তুত করিতেন, অন্যদের প্রস্তুত করাইতেন। তদ্রূপ বল্কলজপাদুকা, হিপ্তালজপাদুকা, কমলতৃণজপাদুকা, কম্বলপাদুকা নিজেরাও প্রস্তুত করিতেন, অন্যদের দ্বারাও প্রস্তুত করাইতেন। তাঁহারা ধর্মীয় শিক্ষা, পরিপৃচ্ছা, অধিশীল, অধিচিত্ত ও অধিপ্রজ্ঞা সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতেন। ভিক্ষুগণ তাঁহাদের কীর্তিকলাপের কথা জানিয়া বিরক্ত হইয়া শাস্তাকে জানাইলেন। শাস্তা সেই ভিক্ষুদের নিন্দা করিয়া বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এক কাজের জন্য আসিয়া নিজেদের জন্য কাজে নিযুক্ত করিতেছ' এবং ধর্মদেশনাকালে এই গাথাদ্বয় ভাষণ করিলেন—

'যাহাদের দ্বারা কৃত্য পরিত্যক্ত অথচ অকৃত্য কর্ম সম্পাদিত হয় সেই উদ্ধত ও প্রমত্তগণের আস্রবসমূহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

'যাঁহাদের কায়গত স্মৃতি নিত্যই সুখভ্যস্ত, তাঁহারা কদাপি অকৃত্যের সেবা করেন না, সততই কৃত্যকর্মে রত থাকেন। ঈদৃশ স্মৃতিমান প্রাজ্ঞদের আস্রবসমূহ

http://kalpataruboi.org

অস্তমিত হয়।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২৯২-২৯৩

অন্বয় : 'যং হি কিচ্চং' ভিক্ষু প্রব্রজিতকাল হইয়া শুরু করিয়া অপরিমাণ শীল পালন, অরণ্যবাস, ধুতাঙ্গব্রত সংরক্ষণ এবং ধ্যানধারণায় আত্মনিয়োগ করিবে এইগুলিই তাহার কৃত্য। কিন্তু এই ভদ্দিয় ভিক্ষুগণ নিজেদের যাহা কৃত্য তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন। 'অকিচ্চং' ছত্রমণ্ডন, উপাহনমণ্ডন, পাদুকা-পাত্র-স্থালী-ধর্মকারক (জলছাকনীর ব্যবস্থাসহ জলপাত্র)-কায়বন্ধন-অংসবন্ধন-মণ্ডন হইতেছে। অকৃত্য যাহারা এইসব করিয়া থাকে তাহারা অহংকারী, উদ্ধত, স্মৃতিভ্রষ্ট এবং প্রমত্ত। তাহাদের চারিপ্রকার আস্রব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। 'সুসমারদ্ধা' সু-উপধারিত, সুঅভ্যস্ত। 'কায়গতা সতি' কায়ানুপশ্যনা ভাবনা। 'অকিচ্চং' প্রব্রজিতকাল হইতে আরম্ভ করিয়া কতর্ব্যে অপরিমাণ শীলস্কন্ধাদি রক্ষাদি করণীয়ে। 'সাতচ্চকারিনো' সততকারিগণ, নিরন্তরকর্মকারিগণ। তাঁহাদের স্মৃতি সর্বদা জাগ্রত থাকার জন্য চারি প্রকার সম্প্রজন্য (বিশেষ উপলব্ধি) তাঁহাদের অধিগত হয়, যথাসার্থক সম্প্রজন্য (অর্থাৎ উদ্দেশ্য বিষয়ে সম্প্রজন্য), সপ্পায়-সম্প্রজন্য (অর্থাৎ উপযুক্ততা বিষয়ে সম্প্রজন্য), গোচর-সম্প্রজন্য (অর্থাৎ ধ্যানের গোচরীভূত করা বিষয়ে সম্প্রজন্য) এবং অসম্মোহ-সম্প্রজন্য। এই চারি প্রকার সম্প্রজন্য যাঁহারা অধিগত করিয়াছেন তাঁহাদের চারিপ্রকার আস্রব অস্তমিত হয়, পরিক্ষয় প্রাপ্ত হয়। দেশনাবসানে সেই ভিক্ষুগণ অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। উপস্থিত জনগণের নিকটও এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

ভদ্দিয় ভিক্ষুদের উপাখ্যান সমাপ্ত

লকুন্টক ভদ্দিয় স্থবিরের উপাখ্যান—৪

৫. মাতরং পিতরং হন্ত্বা রাজানো দ্বে চ খত্তিযে,
রট্‌ঠং সানুচরং হন্ত্বা অনীঘো যাতি ব্রাহ্মণো।

৬. মাতরং পিতরং হন্ত্বা রাজানো দ্বে চ সোত্থিযে,
বেয্যাগ্‌ঘপঞ্চমং হন্ত্বা অনীঘো যাতি ব্রাহ্মণো।...২৯৪-২৯৫

অনুবাদ : বাসনারূপ মাতা ও অজ্ঞানরূপ পিতা এই দুই ক্ষত্রিয় রাজাকে হত্যা করে এবং ইন্দ্রিয়াদি রূপ সানুচর রাষ্ট্রের[৩০] বিনাশ সাধন করে ব্রাহ্মণ পাপমুক্ত হন। বাসনারূপ মাতা, অজ্ঞানরূপ পিতা, শাশ্বত ও উচ্ছেদদৃষ্টিরূপ[৩১] দুজন শ্রোত্রিয় রাজা এবং ধর্মজীবনের বিঘ্নরূপ পঞ্চ ব্যাঘ্র[৩২] এই সকলের বিনাশ

৩০। সানুচর রাষ্ট্র : দ্বাদশ আয়তন, যথা—চক্ষু, কর্ণ, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ও ধর্ম।

৩১। যাঁদের মতে সকল বস্তুই অনাদি ও অনন্ত তাঁদের শাশ্বতবাদী বলা হয় এবং যাঁরা মনে করেন মৃত্যুর সঙ্গে জীবন বিনাশ হয়, তাঁরা উচ্ছেদবাদী বলে কথিত। এই দুটি মতই বৌদ্ধধর্মের বিরোধী।

৩২। পঞ্চব্যাঘ্র : কাম, অহংকার, হিংসা, অলসতা ও সন্দেহ, এই পঞ্চ বিঘ্ন।

http://kalpataruboi.org

সাধন করে ব্রাহ্মণ নিষ্পাপ হয়ে বিচরণ করেন।[৩৩]

অন্বয় : মাতরং পিতরং দ্বে খত্তিযে রাজানো হন্ত্বা (মাতারূপী তৃষ্ণা ও পিতারূপী অহঙ্কার এই দুই ক্ষত্রিয় রাজাকে হত্যা করে) সানুচরং রট্‌ঠং চ হন্ত্বা (এবং অনুচরসহ রাষ্ট্রের বিনাশ সাধন করে) ব্রাহ্মণো অনীঘো যাতি (ব্রাহ্মণ অনঘ বা পাপমুক্ত হন)। মাতরং পিতরং দ্বে সোত্থিযে রাজানো হন্ত্বা (মাতা, পিতা ও দুই শ্রোত্রিয় রাজাকে হত্যঅ করে) বেয্যগ্‌ঘপঞ্চমং হন্ত্বা (এবং ব্যাঘ্রপঞ্চমকে বিনাশ করে) ব্রাহ্মণো অনীঘো যাতি (ব্রাহ্মণ নিষ্পাপ হন)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : তৃষ্ণা হল মাতা আর অহঙ্কার পিতা। কেননা তৃষ্ণার থেকেই সংসারের উৎপত্তি। আর পিতৃগর্ব তুল্য অভিমান নেই। শাশ্বত আর উচ্ছেদ হল দুই রাজা। কারণ, জগতে সব মতবাদ এদের প্রজা অর্থাৎ এই দুয়ের অন্তর্গত। রাষ্ট্র হল দ্বাদশ আয়তন, তার অনুচর নন্দীরাগ বা তৃষ্ণা। পাঁচটি বাঘ মানে পঞ্চ বিঘ্ন। যাঁর বাসনাসমূহের ক্ষয় হয়েছে সেই ব্রাহ্মণ বা অর্হৎ জ্ঞানের তীক্ষ্ণ অস্ত্রে তাঁর মুক্তি পথের বিঘ্নসমূহ উচ্ছেদ করে নিষ্পাপ হন। তখন তিনি পরম শান্তি লাভ করেন।

'মাতাকে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে লকুন্টক ভদ্দিয় স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

একদিন অনেক আগন্তুক ভিক্ষু শাস্তা যেখানে দিবাবিহারের জন্য উপবিষ্ট ছিলেন সেখানে উপস্থিত হইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। সেই সময় লকুন্টক ভদ্দিয় স্থবির ভগবানের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। শাস্তা ঐ সকল (আগন্তুক) ভিক্ষুগণের চিত্তাচার জানিয়া লকুন্টক স্থবিরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন—'ভিক্ষুগণ, দেখ, এই ভিক্ষু মাতাপিতাকে হত্যা করিয়া দুঃখহীন অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।' 'শাস্তা কি বলিতেছেন' বলিয়া ভিক্ষুগণ পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং সংশয়ান্বিত হইয়া ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, আপনি ইহা কি বলিতেছেন?' শাস্তা তখন তাঁহাদের ধর্মদেশনাকালে এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'মাতা (তৃষ্ণা), পিতা (অহংকার), দুইজন ক্ষত্রিয় রাজা (শাশ্বতদৃষ্টি ও উচ্ছেদদৃষ্টি) এবং সানুচর রাষ্ট্রকে (ইন্দ্রিয় ও বিষয়ানুরাগকে) বিনাশ করিয়া ব্রাহ্মণ অনীঘ (পাপমুক্ত) হন।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২৯৪

---

[৩৩]। তিলক তাঁর 'গীতারহস্য' গ্রন্থে (পৃ. ৩৩৯, হরফ প্রকাশনী প্রকাশিত সংস্করণ) উল্লেখ করেছেন যে ধর্মপদের এই গাথা দুটির উৎস কৌষীতকি উপনিষদ। সেখানে আছে 'যো মাং বিজানীয়ান্নাস্য কেনচিৎ কর্মণা লোকে মীযতে। ন মাতৃবধেন ন পিতৃবধেন ন স্তেযেন না ভ্রূণহত্যায়।' উক্ত মন্ত্রে প্রত্যক্ষ মাতৃবধ পিতৃবধের কথা বলা হয়েছে। তাই তিলক মনে করেন যে ধর্মপদেও রূপকহীন প্রত্যক্ষ বধই সূচিত হয়েছে। তবে সুপণ্ডিত ঔধসবং অষরিং-এর মতে যিনি নির্বাণ ধর্ম জগতে প্রচার করেছেন, অহিংসা ধর্ম লোককে শিক্ষা দিয়েছেন, যাঁর দয়া সর্বপ্রাণীতে প্রবাহিত হয়েছে, তিনি কিরূপে হত্যার প্রশ্রয় দিতে পারেন? বাস্তবিকই এদুটি শ্লোক রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

http://kalpataruboi.org

অন্বয় : 'সানুচরং' আয়সাধক আযুক্তকের সহিত। এখানে 'তৃষ্ণা পুরুষের জন্ম দেয়' এই বচন অনুসারে ত্রিভবে সত্ত্বগণের জন্মদাত্রী তৃষ্ণাই মাতা। 'আমি অমুক রাজা বা রাজমহামাত্যের পুত্র' এখানে পিতার কারণে অস্মিমান উৎপন্ন হয় বলিয়া অস্মিমান (অহংকার) হইতেছে পিতা। যেমন রাজাকে সর্বশ্রেণীর লোক ভজনা করে, সেইরূপ জগতে যত প্রকার মতবাদ আছে সেইগুলিকে শাশ্বত ও উচ্ছেদ দৃষ্টির অন্তর্গত করা হয়। সুতরাং উক্ত মতবাদদ্বয়কে ক্ষত্রিয় রাজদ্বয় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। দ্বাদশ প্রকারের আয়তন রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক তুল্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া ইহাদের রাষ্ট্র নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ঐ রাষ্ট্রের কোষাধ্যক্ষ মন্ত্রীর ন্যায় নন্দীরাগ বা পুনঃপুন অভিনন্দনকারিণী' বিষয়াসক্তিতে অনুচররূপে অভিহিত করা হইয়াছে। 'অনীঘো' দুঃখহীন। 'ব্রাহ্মণো' ক্ষীণাস্রব অর্হৎ। অর্হত্ত্বমার্গরূপ জ্ঞানাসি দ্বারা এই সকল তৃষ্ণাকে ক্ষয় করিয়া ক্ষীণাস্রব দুঃখহীন হয় এই অর্থ। দেশনাবসানে সেই ভিক্ষুগণ অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় গাথার বস্তুও পূর্বের ন্যায়। তখন শাস্তা লকুন্টক ভদ্দিয় স্থবিরকেই উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন। তাহাদের ধর্মদেশনা করাকালে শাস্তা এই গাথাটি ভাষণ করিয়াছিলেন—

'তৃষ্ণারূপ মাতা, অহংকাররূপ পিতা, শাশ্বত ও উচ্ছেদদৃষ্টিরূপ দুইজন ক্ষত্রিয় রাজা এবং পঞ্চম ব্যাঘ্ররূপ ধ্যানাবরণসমূহ (কাম, হিংসা, আলস্য, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য ও সন্দেহ) উচ্ছেদ করিয়া ব্রাহ্মণ নিষ্পাপ হন।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২৯৫

অন্বয় : 'দ্বে চ সোত্থিয়ে' দুইজন ব্রাহ্মণকে। এই গাথার দ্বারা শাস্তা স্বীয় ধর্মেশ্বরতা ও দেশনাবিধিকুশলতার দ্বারা শাশ্বতদৃষ্টি ও উচ্ছেদদৃষ্টি এই দ্বিবিধ মতবাদকে ব্রাহ্মণ-রাজদ্বয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 'ব্যগ্ঘপঞ্চমং' যে পথে ব্যাঘ্র থাকে, যে পথ ভয়সঙ্কুল, যে পথ দুষ্প্রতিপন্ন সেই পথকে 'বেযগ্ঘ' বলা হইয়াছে। পঞ্চনীবরণের মধ্যে সংশয়-নীবরণকে ব্যাঘ্র বলা হইয়াছে। ইহা পঞ্চম বলিয়া নীবরণপঞ্চককে ব্যাঘ্রপঞ্চম বলা হইয়াছে। এই ব্যাঘ্রপঞ্চমকে অর্হত্ত্বমার্গরূপ জ্ঞানাসির দ্বারা নিংশেষে হত্যা করিয়া (দূরীভূত করিয়া) ব্রাহ্মণ 'অনীঘ' (সর্বদুঃখমুক্ত) হইয়া বিচরণ করেন—এই অর্থ। অবশিষ্ট পূর্বগাথা সদৃশ।

লকুন্টক ভদ্দিয় স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

দারুশাকটিক পুত্রের উপাখ্যান—৫

৭. সুপ্পবুদ্ধং পবুজ্ঝন্তি সদা গোতমসাবকা,
যেসং দিবা চ রত্তো চ নিচ্চং বুদ্ধগতা সতি।

৮. সুপ্পবুদ্ধং পবুজ্ঝন্তি সদা গোতমসাবকা,

http://kalpataruboi.org

যেসং দিবা চ রত্তো চ নিচ্চং ধম্মগতা সতি।
৯. সুপ্পবুদ্ধং পবুজ্ঝন্তি সদা গোতমসাবকা,
যেসং দিবা চ রত্তো চ নিচ্চং সঙ্ঘগতা সতি।
১০. সুপ্পবুদ্ধং পবুজ্ঝন্তি সদা গোতমসাবকা,
যেসং দিবা চ রত্তো চ নিচ্চং কাযগতা সতি।
১১. সুপ্পবুদ্ধং পবুজ্ঝন্তি সদা গোতমসাবকা,
যেসং দিবা চ রত্তো চ অহিংসায রতো মনো।
১২. সুপ্পবুদ্ধং পবুজ্ঝন্তি সদা গোতমসাবকা,
যেসং দিবা চ রত্তো চ ভাবনায রতো মনো।...২৯৬-৩০১

অনুবাদ : যাঁদের মনে দিবারাত্র নিত্য বুদ্ধের স্মৃতি জাগরুক থাকে সেই সব গৌতমশিষ্য সদা জাগরণশীল। যাঁদের মন দিবারাত্র ধর্মগত সেই গৌতমশিষ্যগণ সর্বদা জাগরণশীল। যাঁদের চিত্ত দিবারাত্র সঙ্ঘলগ্ন সেই গৌতমশিষ্যগণ সদা জাগ্রত। যাঁদের মনে কায়গতাস্মৃতি দিবারাত্র সক্রিয় সেই সব গৌতমশিষ্যগণ সর্বদা জাগ্রত আছেন। যাঁদের মন দিবারাত্র অনুক্ষণ ধ্যানে রত সেই গৌতমশিষ্যগণ সদাজাগ্রত।

অন্বয় : যেসং দিবা চ রত্তো চ নিচ্চং বুদ্ধগতা সতি (যাঁদের স্মৃতি দিবারাত্র নিত্য বুদ্ধগত) তে গোতমসাবকা সদা সুপ্পবুদ্ধং পবুজ্ঝন্তি (সেসব গৌতম শ্রাবক সদা উত্তমরূপে জাগ্রত আছেন)। যেসং দিবা চ রত্তো চ নিচ্চং ধম্মগতা সতি (যাঁদের স্মৃতি নিত্য দিবারাত্র ধর্মগত) তে গোতমসাবকা সদা সুপ্পবুদ্ধং পবুজ্ঝন্তি (সেই গৌতমশিষ্যগণ সর্বদা জাগরিত থাকেন)। যেসং দিবা রত্তো চ নিচ্চং সঙ্ঘগতা সতি তে গোতমসাবকা সদা সুপ্পবুদ্ধং পবুজ্ঝন্তি (যাঁরা সর্বদা দিবারাত্র সঙ্ঘানুস্মৃতি ভাবনা করেন সেই গৌতমশিষ্যগণ উত্তমরূপে জাগরিত আছেন)। যেসং দিবা চ রত্তো চ কাযগতা সতি (দিবারাত্র যাঁদের কায়গতস্মৃতি নিত্য সক্রিয়) তে গোতমসাবকা সদা সুপ্পবুদ্ধং পবুজ্ঝন্তি (সেই গৌতমশিষ্যগণ সর্বদা জাগরণশীল)। যেসং মনো দিবা চ রত্তো চ অহিংসায রতো (যাঁদের মন দিবারাত্র অহিংসায় রত) তে গোতমসাবকা সদা সুপ্পবুদ্ধং পবুজ্ঝন্তি (সেই গৌতমশিষ্যগণ সদা জাগরণশীল)। যেসং মনো দিবা চ রত্তো চ ভাবনায রতো তে গোতমসাবকা সদা সুপ্পবুদ্ধং পবুজ্ঝন্তি (যাঁদের মন দিবারাত্র ধ্যানে রত সেই গৌতমশিষ্যগণ সর্বদা জাগরণশীল)।

'সুপ্রবুদ্ধ' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে জনৈক কাষ্ঠবাহকের পুত্রকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

রাজগৃহে সম্যকদৃষ্টিকপুত্র এবং মিথ্যাদৃষ্টিকপুত্র নামে দুইজন বালক সর্বদা গুড়ক (মার্বেল-বল) খেলিয়া দিন কাটাইত। তাহাদের মধ্যে সম্যকদৃষ্টিকপুত্র গুড়ক ক্ষেপণকালে 'বুদ্ধকে নমস্কার' বলিয়া বুদ্ধগুণ স্মরণ করিয়া ক্ষেপণ করিত। অন্যজন তীর্থিকদের গুণের কথা স্মরণ করিয়া 'অরহন্তগণকে নমস্কার' বলিয়া গুড়ক ক্ষেপণ করিত। উভয়ের মধ্যে সম্যকদৃষ্টিকপুত্র সর্বদা জয়ী হইত, অন্যজন

http://kalpataruboi.org

পরাজিত হইত। পরাজিত বালক এই ব্যাপার দেখিয়া চিন্তা করিল— 'এ এইপ্রকারে বুদ্ধানুস্মৃতি করিয়া আমাকে বারবার পরাজিত করিতেছে, আমিও ঐরূপ করিব' এবং সে বুদ্ধানুস্মৃতির সঙ্গে পরিচিত হইতে লাগিল। একদিন তাহার পিতা শকট যোজনা করিয়া কাষ্ঠের সন্ধানে যাইবার সময় ছেলেকেও লইয়া অটবীতে যাইয়া কাষ্ঠের দ্বারা শকট পূর্ণ করিয়া ফিরিবার সময় নগরের বাহিরে শ্মশানের নিকট অনেক জলবিশিষ্ট স্থানে গরুদের মুক্ত করিয়া আহারকৃত্য সম্পন্ন করিল। সন্ধ্যাকালে নগরের দিকে গমনরত গরুদের সঙ্গে এই গরুদ্বয়ও মিলিয়া গেল এবং নগরে প্রবেশ করিল। শাকটিকও গরুদ্বয়কে সন্ধান করিতে করিতে গরুর পালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নগরে প্রবেশ করিয়া সন্ধ্যার সময় গরুদ্বয়কে দেখিতে পাইয়া তাহাদের লইয়া ফিরিবার সময় নগরদ্বার খুঁজিয়া পাইল না। সে পৌঁছিবার পূর্বেই নগরদ্বার বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

এইদিকে তাহার পুত্র একাকী রাত্রিভাগে শকটের নীচে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। রাজগৃহ বরাবরই অমনুষ্যবহুল অর্থাৎ অমনুষ্যের উপদ্রব খুব বেশি ছিল। বালকটিও শ্মশানের নিকটেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। দুইজন অমনুষ্য তাহাকে দেখিতে পাইল। একজন ছিল বুদ্ধশাসনের বিরোধী মিথ্যাদৃষ্টিক অন্যজন সম্যকদৃষ্টিক। উভয়ের মধ্যে মিথ্যাদৃষ্টিক বলিল—'এ আমাদের ভক্ষ্য, চল আমরা উহাকে ভক্ষণ করি।' অন্যজন 'এইরূপ করিও না' বলিয়া তাহাকে নিবারিত করিল। বারণ করা সত্ত্বেও তাহার কথায় আমল না দিয়া মিথ্যাদৃষ্টিক বালকটির পা ধরিয়া টানিল। বালক বুদ্ধানুস্মৃতির সহিত পরিচিত হইয়াছিল। তাই সে বলিল—'নমো বুদ্ধস্স' (বুদ্ধকে নমস্কার)। অমনুষ্য (বুদ্ধ শব্দ শুনিয়া) মহাভয়ভীত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। অন্যজন বলিল—'আমরা অন্যায় করিয়াছি, অতএব প্রায়শ্চিত্ত করিব' বলিয়া তাহাকে পাহারা দিতে লাগিল। মিথ্যাদৃষ্টিক নগরে যাইয়া রাজার ভোজনপাত্র পূর্ণ করিয়া ভোজন লইয়া আসিল। তারপর উভয়ে মাতাপিতার স্নেহ দিয়া তাহাকে উঠাইয়া ভোজন করাইয়া এক অক্ষরগুলি শুধু রাজাই যেন দেখেন, অন্য কেহ যেন না দেখে' বলিয়া সেই ঘটনা বিবৃত করিয়া যক্ষপ্রভাবে ভোজনপাত্রে অক্ষরসমূহ ক্ষোদিত করিয়া পাত্রটি দারুশকটে নিক্ষেপ করিয়া সারারাত্রি বালকটিকে পাহারা দিয়া (প্রাতকালে) চলিয়া গেল।

পরের দিন 'রাজবাড়ি হইতে চোরেরা ভোজনভাণ্ড চুরি করিয়াছে' বলিয়া কোলাহল করিতে করিতে নগরদ্বারসমূহ বন্ধ করিয়া চতুর্দিকে কাহাকেও না দেখিয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এদিক-সেদিক তাকাইতে তাকাইতে দারুশকটে সুবর্ণথালী দেখিয়া 'এই চোর' বলিয়া বালকটিকে ধরিয়া লইয়া রাজাকে দেখাইলেন। রাজা তাহাতে ক্ষোদিত অক্ষরসমূহ দেখিয়া 'বৎস, এই সব কি?' জিজ্ঞাসা করিলে বালকটি বলিল—'মহারাজ, আমি জানি না। আমার মাতাপিতা আসিয়া রাত্রে আমাকে ভোজন করাইয়া আমাকে পাহারা দিয়াছিলেন। আমিও আমার মাতাপিতা আমাকে রক্ষা করিতেছেন ভাবিয়া নির্ভয়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। আমি এইটুকু মাত্র জানি।' অনন্তর বালকের মাতাপিতাও সেখানে

http://kalpataruboi.org

আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা সমস্ত ঘটনা জানিয়া তিনজনকে লইয়া শাস্তার নিকট যাইয়া শাস্তাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, বুদ্ধানুস্মৃতিই কি একমাত্র রক্ষামন্ত্র, না ধর্মানুস্মৃতি প্রভৃতিও রক্ষামন্ত্র। তখন শাস্তা বলিলেন—'মহারাজ, কেবল বুদ্ধানুস্মৃতিই রক্ষামন্ত্র নহে, ছয়প্রকারে যাহাদের চিত্ত সুভাবিত, তাহাদের অন্য কোন রক্ষাবরণ বা মন্ত্রৌষধের প্রয়োজন নাই।' তারপর সেই ছয় প্রকার বিধি প্রদর্শনকালে শাস্তা এই গাথাসমূহ ভাষণ করিয়াছিলেন।

১. যাঁহাদের স্মৃতি দিবারাত্রি নিত্য বুদ্ধগত, সেই গৌতম শ্রাবকগণ সতত উত্তমরূপে জাগ্রত আছেন।

২. যাঁহাদের স্মৃতি দিবারাত্রি নিত্য ধর্মগত, সেই গৌতম শ্রাবকগণ সতত উত্তমরূপে জাগ্রত আছেন।

৩. যাঁহাদের স্মৃতি দিবারাত্রি নিত্য সঙ্ঘগত, সেই গৌতম শ্রাবকগণ সতত উত্তমরূপে জাগ্রত আছেন।

৪. যাঁহাদের কায়গতাস্মৃতি দিবারাত্রি সক্রিয়, সেই গৌতম শ্রাবকগণ সতত উত্তমরূপে জাগ্রত আছেন।

৫. যাঁহাদের মন দিবারাত্রি অহিংসায় নিরত, সেই গৌতম শ্রাবকগণ সতত উত্তমরূপে জাগ্রত আছেন।

৬. যাঁহাদের মন দিবারাত্রি ভাবনায় (ধ্যানে) রত থাকে, সেই গৌতম শ্রাবকগণ সতত উত্তমরূপে জাগ্রত আছেন।—ধর্মপদ, শ্লোক-২৯৬-৩০১

অন্বয় : 'সুপ্পবুদ্ধং পবুজ্ঝন্তি' বুদ্ধগত স্মৃতি লইয়া শয়ন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবুদ্ধ হয়, জাগ্রত হয় বলিয়া বলা হয় দিবারাত্রি জাগ্রত থাকে। 'তদা গোতমসাবকা' গৌতমগোত্রসম্পন্ন বুদ্ধের ধর্মপ্রবাহে জাত হইয়া তাঁহারই অনুশাসনী শ্রবণহেতু বলা হয় গৌতম শ্রাবক। 'বুদ্ধগতা সতি' যাহাদের 'ইতিপি সো ভগবা' ইত্যাদি প্রভেদে বুদ্ধগুণাবলী স্মরণহেতু উৎপদ্যমান স্মৃতি নিত্য জাগ্রত থাকে, তাঁহারা সর্বদা দিবারাত্রি জাগ্রত থাকেন বলা হয়। তদ্রূপ সম্ভব না হইলে অন্তত দিনে তিনবার, দুইবার এমন কি একবারও বুদ্ধানুস্মৃতি মনে জাগ্রত হইলে তাঁহারা সর্বদা দিবারাত্রি জাগ্রত থাকেন বলা হয়। 'ধম্মগতা সতি' 'স্বাক্খাতো ভগবতা ধম্মো' ইত্যাদি প্রভেদে ধর্মগুণাবলী স্মরণহেতু উৎপদ্যমান স্মৃতি। 'সঙ্ঘগতা সতি' 'সুপ্পটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো' ইত্যাদি প্রভেদে সঙ্ঘগুণাবলী স্মরণহেতু উৎপদ্যমান স্মৃতি। 'কায়গতা সতি' দ্বাত্রিংশ আকারবশে অথবা নয় প্রকার শ্মশানবিষয়ক অশুভ দ্রব্যবশে অথবা চারি ধাতুব্যবস্থাপনবশে অথবা আধ্যাত্মিক নীল-কৃৎস্নাদি (দশ কৃৎস্নভাবনা) রূপধ্যানবশে উৎপদ্যমান স্মৃতি হইতেছে কায়গতা স্মৃতি। 'অহিংসায় রতো' 'তিনি করুণাসহগতচিত্তে একদিক পরিব্যাপ্ত করিয়া বিহার করেন' ঈদৃশ করুণাভাবনায় রত। 'ভাবনায়' মৈত্রীভাবনায়। যেহেতু উপরে করুণাভাবনার কথা উক্ত হইয়াছে, এই স্থলে করুণাভাবনা ব্যতীত অবশিষ্ট অন্যান্য ভাবনার কথা বলা হইয়াছে। অবশ্য এই

http://kalpataruboi.org

স্থলে মৈত্রীভাবনাই অভিপ্রেত। অবশিষ্ট প্রথম গাথায় উক্তপ্রকারে জানিতে হইবে।

দেশনাবসানে সেই বালক মাতাপিতার সঙ্গে স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইল। পরে সকলেই প্রব্রজিত হইয়া অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন! উপস্থিত জনগণের নিকটও এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

দারুশাকটিক পুত্রের উপাখ্যান সমাপ্ত

বজ্জিপুত্তক ভিক্ষুর উপাখ্যান—৬

১৩. দুপ্পব্বজ্জং দুরভিরমং দুরাবাসা ঘরা দুখা,
দুক্খো' সমানসংবসো দুক্খানুপতিতদ্ধগু;
তস্মা ন চ 'অদ্ধগূ সিযা ন চ দুক্খানুপতিতো সিযা।...৩০২

অনুবাদ : গৃহত্যাগ ও প্রব্রজ্যা সুকঠিন ও নিরানন্দময়; আর অপ্রীতিকর গার্হস্থ্যজীবন দুঃখের। অসমান লোকের সহবাস দুঃখকর। পথপর্যটন (সংসার লাভ) দুঃখের কারণ। সুতরাং পথিক হয়ো না, দুঃখেও পড়ো না।

অন্বয় : দুপ্পব্বজ্জং দুরভিরমং (প্রব্রজ্যা দুঃসাধ্য ও দুরভিরম্য) দুরাবাসা ঘরা দুখা (বাসের অযোগ্য গৃহবাসও দুঃখকর) অসমানসংবসো দুক্খো (অসমান সহবাসও দুঃখজনক), অদ্ধগূ দুক্খানুপতিতো (পথিক দুঃখে পতিত হয়)। তস্মা অদ্ধগূ ন চ সিযা দুক্খানুপতিতো ন চ সিযা (সুতরাং পথিক হয়ো না, দুঃখেও পড়ো না)।

'প্রব্রজ্যা দুঃসাধ্য' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বৈশালীর নিকটে মহাবনে অবস্থানকালে জনৈক বজ্জিপুত্তক ভিক্ষুকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে বলা হইয়াছে—জনৈক বজ্জিপুত্তক ভিক্ষু বৈশালীতে কোন এক বনে বাস করিতেছিলেন। সেই সময় বৈশালীতে সারারাত্রি ধরিয়া উৎসব চলিতেছিল। তখন সেই ভিক্ষু বৈশালীর তূর্য-তাড়িত-বাদিত-নির্ঘোষ শব্দ শুনিয়া পরিদেবনা করিতে করিতে ঐ সময় এই গাথাটি ভাষণ করিয়াছিলেন—

'পরিত্যক্ত কাষ্ঠের ন্যায় আমরা অরণ্যে একাকী বিহার করিতেছি। এইরূপ রাত্রিতে আমরা ব্যতীত পাপী (এইস্থলে দুর্ভাগা) আর কেই বা আছে?'

তিনি (সেই বজ্জিপুত্তক ভিক্ষু) বৃজিরাষ্ট্রে রাজপুত্র ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব করার সময় উপস্থিত হইলে তিনি প্রাপ্ত রাজ্য ত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইয়াছিলেন। এক পূর্ণিমার রাত্রিতে বৈশালীতে সারারাত্রি ব্যাপী উৎসবের আয়োজন করা হইয়াছিল। চাতুর্মহারাজিক দেবলোকের ন্যায় সমগ্র নগরীকে ধ্বজাপতাকার দ্বারা সজ্জিত করা হইয়াছিল। ভেরী-তাড়িত-তূর্যাদির নির্ঘোষ, বীণাদি বাদ্যযন্ত্রসমূহের শব্দ শুনিয়া বৈশালীর সাত হাজার সাত শত সাতজন রাজা এবং তত সংখ্যক উপরাজ-সেনাপতি প্রভৃতি উৎসবে যোগদানোপযোগী শ্রেষ্ঠ সাজে সজ্জিত হইয়া নক্ষত্রক্রীড়ার জন্য (অর্থাৎ উৎসবে যোগদান করার জন্য) রাজপথে অবতীর্ণ

http://kalpataruboi.org

হইয়াছেন। তখন সেই ভিক্ষু ষষ্টিহস্ত পরিমিত চংক্রমণ স্থানে চংক্রমণ করিতে করিতে গগণমধ্যস্থ পূর্ণচন্দ্র দেখিয়া চংক্রমণকোটির ফলকের নিকট দাঁড়াইয়া নিজের দিকে তাকাইলেন। উৎসবের সাজসজ্জা-বিরহিত নিজেকে বনে পরিত্যক্ত কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় মনে করিয়া চিন্তা করিলেন—

'আমাদের অপেক্ষাও নিকৃষ্ট আর কেহ আছে কি?' আরণ্যকাদিগুণযুক্ত হইলেও (অর্থাৎ অরণ্যে থাকিয়া ধ্যান করার যোগ্যতা থাকিলেও) সেই মুহূর্তে নিরানন্দের দ্বারা পীড়িত হইয়া তিনি ঐ কথা বলিয়াছিলেন। সেই বনে বসবাসকারী দেবতা চিন্তা করিলেন—'এই ভিক্ষুকে শান্ত করিয়া ধ্যানে তৎপর করিব' এবং ঐ অভিপ্রায়ে বলিলেন—

'তুমি একাকী অরণ্যে বাস করিতেছ, যেন বনে পরিত্যক্ত কাষ্ঠখণ্ড। কিন্তু নৈরয়িকগন যেমন স্বর্গগামীদের ঈর্ষা করে (কারণ তাহারা স্বর্গে যাইতে পারিতেছে না), তদ্রূপ তোমাকেও সকলে ঈর্ষা করিতেছে (যেহেতু তাহারা তোমার মত অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে না)। [স. নি. ১.১.২২৯]

এই গাথা শুনিয়া সেই ভিক্ষু পরের দিন শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। শাস্তা সেই ব্যাপার অবগত হইয়া গৃহবাসের দুঃখকে প্রকট করিবার জন্য পঞ্চ দুঃখের সমন্বয়ে এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'প্রব্রজ্যা দুঃসাধ্য ও দূরভিরম্য (নিরানন্দময়); গার্হস্থ্য জীবন দুঃসাধ্য ও দুঃখময়। অসমান লোকের সঙ্গে বাস দুঃখজনক। [জন্মান্তরের] পথিক দুঃখে পতিত হয়। সুতরাং পথিক, পুনর্জন্মের পথে যাইয়া দুঃখে পতিত হইও না।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩০২

অন্বয় : 'দুপ্পব্বজ্জং' অল্প বা বেশি ভোগৈশ্বর্য ও জ্ঞাতিবর্গ পরিত্যাগ করিয়া এই বুদ্ধশাসনে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ দুঃখজনক। 'দুরভিরমং' এইরূপ প্রব্রজিতের দ্বারা ভিক্ষাচর্যার দ্বারা জীবিকানির্বাহ, অপরিমাণ শীলস্কন্ধপালন, ধর্মানুধর্ম প্রতিপত্তি পূরণবশে দুঃখময় (দূরভিরম্য)। 'দুরাবাসা' যেহেতু গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিলে রাজাদের রাজকৃত্য, ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের ধনোৎপাদন কর্ম, পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ, ধার্মিক শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের উপকার সাধন ইত্যাদি অন্যতম কর্তব্য পালন করিতে হয়। তথাপি গৃহবাস ছিদ্রযুক্ত ঘট ও মহাসমুদ্রতুল্য নিত্যই অপূর্ণ থাকে। তাই ঘরাবাসকে দূরাবাস বলা হইয়াছে, কারণ 'দুঃখে বাস করিতে হয়।' 'দুক্খো সমানসংবাসো' গৃহী হউক বা জাতি-গোত্র-কুলশীলত্যাগী প্রব্রজিতই হউক তাহারা শীলাচার বহু শাস্ত্রজ্ঞানে সমান হইলেও 'তুমি কে, আমিই বা কে?' ইত্যাদি বলিয়া বিবাদাপন্ন হয়। যাহারা অসমান, তাহাদের সহিত সহবাস দুঃখময়। 'দুক্খানুপতিতদ্ধগূ' সংসার (পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু) মার্গে প্রতিপন্ন বলিয়া অধ্বগূ, তাহারা দুঃখে পতিত হইয়াছে ইহা মনে করিতে হইবে। 'তস্মা ন চ অধ্বগূ' যেহেতু দুঃখানুপতিতভাবও দুঃখ, অধ্বগূভাবও দুঃখ তাই সংসারপথে গমনের দ্বারা অধ্বগূ হইবে না, তদ্রূপ দুঃখে

http://kalpataruboi.org

অনুপতিতও হইবে না। [অর্থাৎ এই সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করাও দুঃখজনক। সেইজন্যই সমস্ত দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি সাধন পূর্বক নির্বাণপথের যাত্রী হইয়া পরম শান্তিতে বাস করা উচিত।

দেশনাবসানে সেই ভিক্ষু পাঁচ প্রকার দুঃখে বিরক্ত হইয়া পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন (যথা : সক্কায়দিট্‌ঠি, বিচিকিচ্ছা, সীলব্বত-পরামাস, কামরাগ, ব্যাপাদ) এবং পঞ্চ উর্ধ্বভাগীয় সংযোজন (যথা : রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, উদ্ধচ্চ, অবিজ্জা) এই দশ প্রকার সংযোজন বা বন্ধনকে পদদলিত করিয়া অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

বজ্জিপুত্তক ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত

চিত্তগৃহপতির উপাখ্যান—৭

১৪. সদ্ধো সীলেন সম্পন্নো যসোভোগসমপ্পিতো,
যং যং পদেসং ভজতি তত্থ তত্থেব পূজিতো।...৩০৩

অনুবাদ : শ্রদ্ধাবান, শীলসম্পন্ন, যশস্বী বিত্তবান পুরুষ যেখানেই যান সেখানেই পূজিত হন।

অন্বয় : সদ্ধো সীলেন সম্পন্নো যসোভোগসমপ্পিতো (শ্রদ্ধাবান, শীলসম্পন্ন, যশস্বী ও ভোগসম্পন্ন পুরুষ) যং যং পদেসং ভজতি (যে যে প্রদেশে গমন করেন) তত্থ তত্থ এব পূজিতো (সেই সেই স্থানে তিনি পূজিত হন)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : সচ্চরিত্রের সৌরভ চতুর্দিক সুরভিত করে—'সতঞ্চ গন্ধো পটিবাতমেতি, সব্বা দিসা সপ্পুরিসো পবাতি' এবং তা ফুলের সুগন্ধকেও হার মানায়—'এতেসং গন্ধজাতানং সীলগন্ধো অনুত্তরো'। তাই শ্রদ্ধা যাঁর অন্তরকে পূর্ণতা দিয়েছে, যিনি শীলের, চরিত্রের ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান—তিনিই সবার পূজনীয়, সম্মানীয় বলে গণ্য হন।

'শ্রদ্ধাবান' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে চিত্তগৃহপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন। এই উপাখ্যান 'বালবর্গে' 'অসন্তং ভাবনমিচ্ছেয্য' ইত্যাদি গাথাবর্ণনায় (ধর্মপদ, শ্লোক-৭৩) বিস্তারিত হইয়াছে। সেখানে উক্ত হইয়াছে—

'ভন্তে, এই উপাসকের লাভসৎকার কি আপনার নিকট আসিলেই উৎপন্ন হয়, নাকি অন্যত্র যাইলেও উৎপন্ন হয়?'

'আনন্দ, আমার নিকট আসিলেও উৎপন্ন হয়, অন্যত্র যাইলেও উৎপন্ন হয়। এই উপাসক শ্রদ্ধাবান, প্রসন্ন, শীলসম্পন্ন, এইরূপ ব্যক্তি যেখানেই যান না কেন, সেখানেই তাঁহার জন্য লাভসৎকার উৎপন্ন হয়।' ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'শ্রদ্ধাবান, শীলসম্পন্ন, যশস্বী ও ধনবান পুরুষ যে যে প্রদেশে উপস্থিত হন,

http://kalpataruboi.org

সেখানেই তিনি সম্মানিত হন।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩০৩

অন্বয় : 'সদ্ধো' লোকিয় ও লোকোত্তর শ্রদ্ধার দ্বারা সমন্বিত। 'সীলেন' আগারিয়শীল এবং অনাগারিয় শীল—এই দ্বিবিধ শীল। ইহাদের মধ্যে এখানে আগারিয় শীলই অভিপ্রেত ইহার দ্বারা সমন্বিত। 'যসোভোগসমপ্পিতো' যেমন অনাথপিণ্ডিক প্রভৃতি পঞ্চশত উপাসক পরিবার আগারিয় যশসম্পন্ন, তাদৃশ যশের দ্বারা দুই প্রকার ভোগের দ্বারা, যেমন ধনধান্যাদিক ভোগ এবং সপ্তবিধ আর্যধন ভোগসমন্বিত এই অর্থ। 'যং যং পদেসং' পূর্বাদি দিক সমূহে এইরূপ কুলপুত্র যেখানেই গমন করেন না কেন, সেখানেই ঈদৃশ লাভসৎকারের দ্বারা পূজিত হন। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

চিত্তগৃহপতির উপাখ্যান সমাপ্ত

ছোট সুভদ্রার উপাখ্যান—৮

১৫. দূরে সন্তো পকাসেন্তি হিমবন্তো'ব পব্বতো,
অসন্তে'থ ন দিস্‌সন্তি রত্তিখিত্তা যথা সরা।...৩০৪

অনুবাদ : সাধু ব্যক্তি দূর থেকে হিমবান পর্বতের ন্যায় প্রকাশিত হন। কিন্তু অসৎ লোক রাত্রিকালে নিক্ষিপ্ত শরের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হয় না।

অন্বয় : সন্তো দূরে হিমবন্তো পব্বতো ইব পকাসেন্তি (সাধু ব্যক্তি দূর থেকে হিমবান পর্বতের ন্যায় প্রকাশিত হন)। এথ অসন্তে রত্তিখিত্তা সরা যথা ন দিস্‌সন্তি (কিন্তু অসৎ লোক রাত্রিকালে নিক্ষিপ্ত শরের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হয় না)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : সূর্য উদিত হলে তাকে চিনিয়ে দিতে হয় না, কোটি যোজন দূরে থেকেও অপরূপ আলোক উদ্ভাসে চতুর্দিক পরিব্যপ্ত করে সবার অন্তরে সে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়। সমস্ত মহতের ধর্মই এই। হিমালয়ের সুউচ্চ শিখর বহুদূরবর্তীর অন্তরাকাশের উচ্চতম বিন্দুকে স্পর্শ করে। কিন্তু মহত্ত্বে যে গরীয়ান নয়, কোন উপায়েই জনচিত্তে তার না লাভ হয় প্রতিষ্ঠা, না স্থায়িত্ব। তার সব চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

'সৎপুরুষ দূরে থাকিয়াও' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে অনাথপিণ্ডিকের কন্যা ছোট সুভদ্রাকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

তরুণ বয়স হইতেই উগ্রনগরবাসি উগ্র নামক শ্রেষ্ঠীপুত্র অনাথপিণ্ডিকের বন্ধু ছিলেন। তাঁহারা একই আচার্যের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করাকালে পরস্পর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন—'আমাদের বয়ঃপ্রাপ্তিকালে যখন পুত্র-কন্যা জন্মগ্রহণ করিবে, তখন যে পুত্রের জন্য অন্যের কন্যা প্রার্থনা করিবে, তাহাকে কন্যা দান করিতে হইবে।' তাঁহারা উভয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া নিজ নিজ নগরে শ্রেষ্ঠীস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। একবার উগ্রশ্রেষ্ঠী বাণিজ্যের প্রয়োজনে পঞ্চশত শকট লইয়া শ্রাবস্তীতে আসিলেন। অনাথপিণ্ডিক নিজকন্যা ছোট সুভদ্রাকে ডাকিয়া আদেশ

http://kalpataruboi.org

দিলেন—'মা, তোমার পিতা উগ্রশ্রেষ্ঠী আসিয়াছেন তাঁহার কর্তব্যকৃত্য সমস্তই তোমার ভার।' কন্যাও 'বেশ, তাহাই হউক' বলিয়া পিতার আদেশ পালন করিয়া উগ্রশ্রেষ্ঠী আসার দিন হইতে স্বহস্তে সূপ-ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিত, মালা-গন্ধ-বিলেপনাদির ব্যবস্থা করিত, ভোজনকালে তাঁহার জন্য স্নানোদকের ব্যবস্থা করিয়া স্নানকাল হইতে সর্বকৃত্য ভালভাবে সম্পন্ন করিত।

উগ্রশ্রেষ্ঠী তাহার আচারসম্পত্তি দেখিয়া প্রসন্নচিত্ত হইয়া একদিন অনাথপিণ্ডিকের সঙ্গে বসিয়া সুখদুঃখের আলোচনাকালে 'আমরা তরুণ বয়সে এইরূপ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলাম' বলিয়া স্মরণ করাইয়া ছোট সুভদ্রাকে তাঁহার পুত্রের জন্য প্রার্থনা করিলেন। উগ্রশ্রেষ্ঠী ছিলেন স্বভাবে মিথ্যাদৃষ্টিক। তাই অনাথপিণ্ডিক এই বিষয় ভগবানকে জানাইলেন, শাস্তা উগ্রশ্রেষ্ঠীর উপনিশ্রয়-সম্পত্তি দেখিয়া অনুমতি দেওয়াতে শ্রেষ্ঠী ভার্যার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কথা দিলেন এবং বিবাহের দিন ধার্য করিয়া ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী যেমন কন্যা বিশাখাকে (মিগার শ্রেষ্ঠীর পুত্র পূর্ণবর্ধন কুমারের হস্তে) মহাসমারোহে এবং বরযাত্রীর মহাসৎকার করিয়া সমর্পণের সময় দশবিধ উপদেশ দিয়াছিলেন, অনাথপিণ্ডিকও কন্যা সুভদ্রাকে ডাকিয়া বলিলেন—'মা শ্বশুরকুলে বাস করিবার সময় ঘরের আগুন বাহিরে লইয়া যাইও না'...ইত্যাদি দশবিধ উপদেশ [ধর্মপদ অট্‌ঠকথায় বিশাখার উপাখ্যান দ্রষ্টব্য (১/৫২)] দিয়া 'যদি শ্বশুরকুলে আমার কন্যার কোন দোষ উৎপন্ন হয়, তোমরা শুদ্ধ করিয়া দিবে' বলিয়া আটজন কুটুম্বিককে তত্ত্বাবধায়ক নির্বাচিত করিয়া কন্যার শ্বশুরকুল উদ্দেশ্যে যাত্রা করার দিন বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে মহাদান দিয়া পূর্বজন্মে কন্যার দ্বারা কৃত সুকর্মসমূহের ফল বিভূতি জনগণের নিকট প্রকটিত করিয়া দর্শন করাইবার ন্যায় মহাসৎকার সহকারে কন্যাকে বিদায় দিলেন। ক্রমে উগ্রনগর প্রাপ্ত হইলে শ্বশুরকুলের সহিত বিশাল জনতা তাহার প্রত্যুদ্‌গমন করিলেন।

কন্যাও নিজের শ্রীবৈভব প্রকটিত করিবার জন্য বিশাখার ন্যায় সকল নগরবাসিকে নিজেকে প্রদর্শিত করিবার জন্য রথে দাঁড়াইয়া নগরে প্রবেশ করিয়া নাগরিকগণ কর্তৃক প্রেষিত উপঢৌকনাদি গ্রহণ করিয়া অনুরূপভাবে উপঢৌকন তাহাদের নিকট প্রেরণ করিয়া সকল নগরবাসিকে নিজ গুণের দ্বারা আপন করিয়া লইলেন। মঙ্গল-দিবসসমূহে তাঁহার শ্বশুর অচেলক (দিগম্বর) সাধুদের সেবাসৎকার করাকালে বধূমাতার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন—'এখানে আসিয়া আমাদের শ্রমণদের বন্দনা কর।' কন্যা লজ্জায় নগ্ন সন্ন্যাসীদের দর্শন করিতে অসমর্থ হইয়া যাইতে চাহিলেন না। শ্বশুর পুনঃপুন সংবাদ পাঠাইয়াও বধূমাতার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—'ইহাকে আমার গৃহ হইতে বাহির করিয়া দাও।' সুভদ্রা বলিলেন—'আমাকে অকারণে দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে না' বলিয়া কুটুম্বিকগণকে ডাকাইয়া ঐসব বিষয় তাঁহাদের কর্ণগোচর করিলেন। তাঁহারা কন্যার নির্দোষভাব জানিয়া শ্রেষ্ঠীকে বুঝাইলেন। শ্রেষ্ঠী ভার্যাকে জানাইলেন—'এই বধু আমার শ্রমণদের নির্লজ্জ বলিয়া বন্দনা করিতেছে

http://kalpataruboi.org

না।' ভার্যা 'তাহার শ্রমণগণই বা কিরূপ, যাহাদের সে এত প্রশংসা করিতেছে?' বলিয়া বধূকে ডাকাইয়া বলিলেন—'তোমার শ্রমণরা কীদৃশ, তুমি যে তাহাদের এত প্রশংসা করিতেছ? আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি বল তাঁহাদের শীলই বা কি, আচারই বা কি?'

তখন সুভদ্রা বুদ্ধগণ এবং বুদ্ধ শ্রাবকগণের গুণাবলী প্রকাশ করিতে করিতে বলিলেন—

'আমার শ্রমণগণ শান্তেন্দ্রিয়, শান্তমানস, তাঁহাদের গমন, স্থিতি শান্ত; তাঁহারা অধোচক্ষু (হইয়া চলেন) এবং মিতভাষী।

'তাঁহাদের কায়কর্ম বিশুদ্ধ, বাককর্ম অনাবিল। মনকর্ম সুবিশুদ্ধ...তাদৃশ আমার শ্রমণগণ।

'তাঁহারা শঙ্খ-মুক্তাভার ন্যায় বিমল, ভিতরে বাহিরে শুদ্ধ, শুদ্ধ ধর্মের দ্বারা পরিপূর্ণ...তাদৃশ আমার শ্রমণগণ।

'এই জগতের লোকেরা লাভ হইলে অহংকারী হয়। অলাভ হইলে মুহ্যমান হয়। লাভ এবং অলাভে তাঁহারা সমতা প্রদর্শন করেন...তাদৃশ আমার শ্রমণগণ।

'এই জগতের লোকেরা যশ পাইলে অহংকারী হয়, অযশ লাভ হইলে মুহ্যমান হয়। যশ এবং অযশে তাঁহারা সমতা প্রদর্শন করে...তাদৃশ আমার শ্রমণগণ।

'এই জগতের লোকেরা প্রশংসা পাইলে অহংকারী হয়, নিন্দা লাভ করিলে মুহ্যমান হয়। তাঁহারা নিন্দা-প্রশংসায় সমদর্শী...তাদৃশ আমার শ্রমণগণ।

'এই জগতের লোকেরা সুখলাভ করিলে দাম্ভিক হয়, দুঃখলাভ করিলে মুহ্যমান হয়। তাঁহারা সুখ-দুঃখে অবিচল থাকেন। তাদৃশ আমার শ্রমণগণ।' ইত্যাদি বচনের দ্বারা সুভদ্রা শাশুড়ী মাতাকে তুষ্ট করিলেন।

তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল : 'তুমি তোমার শ্রমণদের আমাদিগকে দেখাইতে পার?'

'হ্যাঁ পারি!'

'তাহা হইলে, ব্যবস্থা কর যাহাতে আমরা তাঁহাদের দর্শন লাভ করি।'

'বেশ, তাহাই হউক' বলিয়া সুভদ্রা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘের জন্য মহাদান সজ্জিত করিয়া প্রাসাদোপরি দাঁড়াইয়া জেতবনাভিমুখী হইয়া সাদরে পঞ্চ প্রতিষ্ঠিতের দ্বারা বন্দনা করিয়া বুদ্ধগণসমূহ স্মরণ করিয়া গন্ধ-বাস-পুষ্প-ধূপাদির দ্বারা পূজা করিয়া এই সঙ্কল্প করিয়া আটটি সুমনপুষ্প আকাশে ক্ষেপণ করিলেন—'ভন্তে, আগামীকল্যের জন্য আমি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিতেছি। এই চিহ্নের দ্বারা (অর্থাৎ ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত অষ্ট সুমনপুষ্প) শাস্তা নিমন্ত্রিতভাব জানুন।' পুষ্পসমূহ যাইয়া চারি পরিষদ মধ্যে ধর্মদেশনারত শাস্তার মস্তকোপরি মালাবিতানের ন্যায় অবস্থান করিল। সেই মুহূর্তে অনাথপিণ্ডিকও ধর্মকথা শ্রবণ করিয়া পরদিবসের জন্য শাস্তাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। শাস্তা বলিলেন—'হে গৃহপতি, আমি ত আগামীকল্যের জন্য (অন্যত্র) নিমন্ত্রণ স্বীকার

http://kalpataruboi.org

করিয়াছি।'

'ভন্তে, আমায় আগে নিশ্চয়ই কেহ নিমন্ত্রণ করে নাই। আপনি কাহার নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়াছেন?'

'হে গৃহপতি, আমি ছোট সুভদ্রার দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়াছি।'

'ভন্তে, ছোট সুভদ্রা ত অনেক দূরে থাকে, এই স্থান হইতে বিশশত যোজনের মাথায়।'

'হ্যাঁ গৃহপতি, দূরে থাকিলেও সৎপুরুষগণ সম্মুখে দণ্ডায়মান আছেন বলিয়া প্রতিভাত হয়।' ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'সৎপুরুষগণ হিমালয় পর্বতের ন্যায় দূর হইতেও প্রকাশিত হন, কিন্তু অসৎ ব্যক্তি রাত্রে নিক্ষিপ্ত শরের ন্যায় দৃষ্ট হয় না।' (ধর্মপদ, শ্লোক-৩০৪)

অন্বয় : 'সন্তো' রাগাদিকে শান্ত করিয়াছেন বলিয়া বুদ্ধাদিকে 'সন্ত' বলা হয়। এই স্থলে অবশ্য পূর্ব বুদ্ধগণের প্রতি কৃতাধিকার, পর্যাপ্ত কুশলমূল, ভাবিত ভাবনা সত্ত্বগণকে 'সন্ত' বলা হইয়াছে। 'পকাসেন্তি' দূরে স্থিত হইলেও বুদ্ধগণের জ্ঞানপথে আসিয়া প্রকটিত হয়। 'হিমবন্তো বা' যেমন ত্রিসহস্র যোজন বিস্তৃত, পঞ্চশত যোজন উচ্চ, চতুরাশীতি সহস্র কূট প্রতিমণ্ডিত হিমালয় পর্বত দূরে স্থিত হইলেও সম্মুখে বর্তমানরূপে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ প্রকাশিত হয়। 'অসন্তেত্থ' যাহারা পার্থিব ভোগসম্পদে পরিতৃপ্ত থাকিতে চায়, অথচ পারলৌকিক কর্তব্যকর্মে অবহেলা করে এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রব্রজিত হইয়া থাকে। তাঁহারা বুদ্ধগণের জানুমণ্ডলের নিকটে অবস্থান করিলেও তাঁহাদের জ্ঞানপথে প্রকাশিত হয় না। 'রত্তিং খিত্তা' রাত্রিবেলায়, চতুরঙ্গসমন্বাগত অন্ধকারে ক্ষিপ্ত শরের ন্যায় তদ্রূপ উপনিশ্রয়ভূত ব্যক্তির পূর্বহেতুর অভাবে জানিতে পারে না। সেই অপকর্মরত মূর্খগণ পূর্বজন্মের পুণ্যহেতুর অভাবে বুদ্ধগণের সদ্ধর্ম শ্রবণ করিয়াও মার্গফল লাভী হইয়া নির্বাণ উপলব্ধি করিতে পারে না। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

দেবরাজ শক্র 'সুভদ্রার নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়াছেন' জানিয়া বিশ্বকর্মাকে আদেশ দিলেন—'পঞ্চশত কূটাগার নির্মাণ করিয়া আগামীকল্য বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে উগ্রনগরে লইয়া যাও।' বিশ্বকর্মা পরের দিন পঞ্চশত কূটাগার নির্মাণ করিয়া জেতবনদ্বারে অবস্থান করিতেছিলেন। শাস্তা বাছিয়া বাছিয়া বিশুদ্ধ অর্হৎগণ হইতে পঞ্চশত সঙ্গে লইয়া সপরিবার কূটাগারে বসিয়া উগ্রনগরে গমন করিলেন। উগ্রশ্রেষ্ঠীও সপরিবার সুভদ্রা নির্দেশিত দিশায় তথাগতের আগমনপথ অবলোকন করিয়া শাস্তাকে মহা শ্রীবৈভবের দ্বারা আসিতে দেখিয়া প্রসন্নচিত্ত হইয়া মালাদির দ্বারা মহাসৎকার করিয়া সপরিবার শাস্তাকে স্বাগত জানাইয়া বন্দনা করিয়া মহাদান দিয়া পুনঃপুন নিমন্ত্রণ করিয়া এক সপ্তাহ যাবত মহাদান প্রদান করিলেন। শাস্তাও তাঁহাকে কুশলকর্মাদি সম্পাদনের জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়া ধর্মদেশনা করিলেন। উগ্রশ্রেষ্ঠী হইতে শুরু করিয়া চতুরাশীতি সহস্র প্রাণীর ধর্মবোধ জাগ্রত হইল। শাস্তা 'ছোট সুভদ্রাকে অনুগৃহীত করিবার জন্য তুমি এখানেই থাক' বলিয়া

http://kalpataruboi.org

অনুরুদ্ধ স্থবিরকে রাখিয়া শ্রাবস্তীতে চলিয়া গেলেন। ইহার পর হইতে সেই নগরবাসিগণ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছিল।

ছোট সুভদ্রার উপাখ্যান সমাপ্ত

একবিহারী ভিক্ষুর উপাখ্যান—৯

১৬. একাসনং একসেয্যং একো চরমতন্দিতো,
একো দমযমত্তানং বনন্তে রমিতো সিযা।...৩০৫

অনুবাদ : এক আসনে উপবিষ্ট, এক শয্যায় শয়ান, অনলস ও একাকী বিচরণশীল ব্যক্তি আত্মসংযম করে নির্জনবাসের প্রীতি লাভ করেন।

অন্বয় : একাসনং একসেয্যং একো চরং অতন্দিতো (এক আসনে উপবিষ্ট, একশয্যায় শয়ান, অনলস ও একাকী বিচরণশীল) একো অত্তানং দমযং বনন্তে রমিতো সিযা (আত্মসংযমী ব্যক্তি বনান্তে প্রীতি লাভ করেন)।

'একাসন' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে জনৈক এক বিহারী ভিক্ষুকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

সেই ভিক্ষু একাকীই শয়ন করিতেন, একাকীই উপবেশন করিতেন, একাকী বিচরণ করিতেন এবং একাকী দণ্ডায়মান হইতেন ইত্যাদি ঘটনা চারি পরিষদের মধ্যে প্রকটিত হইয়াছিল। তখন ভিক্ষুগণ তথাগতকে জানাইলেন—'ভন্তে, এই ভিক্ষু এই প্রকার।' শাস্তা 'সাধু সাধু' বলিয়া তাহাকে সাধুবাদ দিয়া 'ভিক্ষুদের উচিত জনশূন্য স্থানে থাকা' বলিয়া শাস্তা একাকীত্বের (নির্জন স্থানের) সুফলের কথা বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'যিনি একাসন নিষণ্ন, একশয্যাশায়ী ও অতন্দ্র একচারী হইয়া একান্তভাবে নিজেকে দমন করেন, তিনি বনান্তে (নির্জনবাসে) প্রীতিলাভ করেন।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩০৫

অন্বয় : 'একাসনং একসেয্যং' ভিক্ষু সহস্র মধ্যেও মূল কর্মস্থান ত্যাগ না করিয়া সেই মনস্কারের দ্বারা নিষণ্ন ব্যক্তির আসন একাসন। লৌহপ্রাসাদ সদৃশ প্রাসাদেও ভিক্ষু সহস্র মধ্যে প্রজ্ঞাপ্ত বিচিত্র চাদর ও উপাধানযুক্ত মহার্ঘ শয্যায় স্মৃতি উপস্থাপিত করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে মূল কর্মস্থান মনস্কারের দ্বারা নিপন্ন ভিক্ষুর শয্যা 'একশয্যা'। ঈদৃশ একাসন ও একশয্যায় ভজনা কর—এই অর্থ। 'অতন্দিতো' জঙ্ঘাবল হেতু আরব্ধ বীর্যের দ্বারা জীবিত থাকিয়া সমস্ত ঈর্যাপথে একাকীই বিচরণ করেন—এই অর্থ। 'একো দমযং' রাত্রি স্থানাদিতে কর্মস্থান পালন করিয়া মার্গফল অধিগমবশে একাকী নিজেকে দমন করেন। 'বনান্তে রমিতো সিয়া' এইভাবে নিজেকে দমন করিয়া স্ত্রী-পুরুষাদির শব্দশূন্য নির্জন বনান্তে অভিরমিত হইবে। বহুজনাকীর্ণ হইয়া বিহার করিলে এইভাবে নিজেকে দমন করা সম্ভব নহে। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত

http://kalpataruboi.org

হইয়াছিলেন। ইহার পর হইতে জনগণ একবিহারিক ভিক্ষুকেই প্রার্থনা করিতেন, পাইতে অভিলাষী হইতেন।

একবিহারী ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত

প্রকীর্ণকবর্গ বর্ণনা সমাপ্ত

একবিংশতিতম বর্গ

http://kalpataruboi.org

২২. নরক বর্গ

সুন্দরী পরিব্রাজিকার উপাখ্যান—১

১. অভূতবাদী নিরযং উপেতি যো বা'পি কত্বা ন করোমী'তি চাহ
উভো'পি তে পেচ্চ সমা ভবন্তি নিহীনকম্মা মনুজা পরত্থ।...৩০৬

অনুবাদ : যা ঘটেনি সেকথা যে রটনা করে সে এবং যে কাজ করে বলে, 'আমি তা করিনি' এরা উভয়ে নরকগামী হয়। এরূপ হীনকর্মা মানুষ মরণের পর পরলোকে সমান অবস্থান লাভ করে।

অন্বয় : অভূতবাদী নিরযং উপেতি (যা ঘটেনি সেকথা যে রটনা করে সে নরকে যায়) বাপি যো কত্বা ন করোমী ইতি চ আহ (আর যে কাজ করে বলে 'আমি তো করিনি') [সেও যায়] নিহীনকম্মা তে উভোপি মনুজা পেচ্চ পরত্থ সমা ভবন্তি (এই উভয় হীনকর্মা মানুষই মরণান্তে পরলোকে সমান গতি লাভ করে)।

'অভূতবাদী' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে সুন্দরী (নাম্নী) পরিব্রাজিকাকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

'সেই সময় ভগবান সৎকৃত, গুরুকৃত, মানিত এবং পূজিত' ইত্যাদি উপাখ্যান বিস্তৃতভাবে 'উদান' গ্রন্থে (উদান-৩৮) বর্ণিত হইয়াছে। এখানে তাহার সারসংক্ষেপ প্রদত্ত হইতেছে, ভগবানের ভিক্ষুসঙ্ঘের পঞ্চ মহানদীর মহৌঘসদৃশ লাভসৎকার উৎপন্ন হইলে অন্যতীর্থিকগণ লাভসৎকারশূন্য হইয়া সূর্যোদয়কালে খদ্যোতের (জোনাকি পোকা) ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়া একত্রে সম্মিলিত হইয়া মন্ত্রণা করিলেন—'আমরা শ্রমণ গৌতমের উৎপত্তিকাল হইতে লাভসৎকারশূন্য হইয়াছি, আমরা জীবিত আছি কি নাই তাহাও কেহ খোঁজ করে না। কাহার সহিত মিলিত হইলে আমরা শ্রমণ গৌতমের দুর্নাম উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে তাঁহার লাভসৎকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারি।' তখন তাঁহারা চিন্তা করিলেন—'সুন্দরীর সঙ্গে মিলিত হইলে আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে।' তাঁহারা একদিন সুন্দরীর তীর্থিকারামে প্রবেশ করিলে সুন্দরী বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইল, কিন্তু তাঁহারা কোন কথা বলিলেন না। সুন্দরী বারবার জিজ্ঞাসা করিলেও কোন উত্তর না পাইয়া শেষে জিজ্ঞাসা করিল—'আর্যরা কি কাহারও দ্বারা অপমানিত হইয়াছেন?'

'ভগিনি, তুমি কি দেখিতেছ না শ্রমণ গৌতম আমাদের অপমানিত করিয়া লাভসৎকারশূন্য করিয়া বিচরণ করিতেছেন?'

'তাহা হইলে এখানে আমাকে কি করিতে হইবে?'

'ভগিনি, তুমি হইতেছ অভিরূপা সৌভাগ্যপ্রাপ্তা। তুমি শ্রমণ গৌতমের নিন্দা প্রচার করিয়া জনগণের আস্থা অর্জন কর এবং শ্রমণ গৌতমকে লাভসৎকার হইতে

http://kalpataruboi.org

বঞ্চিত কর।' সুন্দরী এই কথা শুনিয়া 'বেশ তাহাই হউক' বলিয়া তাঁহাদের সম্মতি প্রদান করিল। তীর্থিকগণ চলিয়া গেলেন। তাহার পর হইতে সন্ধ্যায় জনগণ শাস্তার ধর্মদেশনা শ্রবণ করিয়া নগরে প্রবেশকালে সুন্দরী মালা-গন্ধ-বিলেপন-কর্পূর-কটুক ফলাদি লইয়া জেতবনাভিমুখী হইত। 'সুন্দরী, তুমি কোথায় যাইতেছ?' জিজ্ঞাসা করিলে বলিত—'শ্রমণ গৌতমের নিকট যাইতেছি, আমি তাঁহার সঙ্গে রাত্রে একই গন্ধকুটিতে বাস করি।' এবং অন্য কোন তীর্থিকারামে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালেই জেতবনমার্গে অবতরণ করিয়া নগরাভিমুখী হইত। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিত—'সুন্দরি, তুমি কোথায় গিয়াছিলে?'

'শ্রমণ গৌতমের সঙ্গে একই গন্ধকুটিতে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া তাঁহাকে রতিসম্ভোগের দ্বারা তৃপ্ত করিয়া ফিরিয়া যাইতেছি।'

কিছুকাল পরে তীর্থিকগণ ধূর্তদের টাকা দিয়া বলিলেন—'যাও, সুন্দরীকে হত্যা করিয়া শ্রমণ গৌতমের গন্ধকুটির নিকটে আবর্জনা স্তূপে নিক্ষেপ করিয়া আইস।' তাহারা তাহাই করিল। তখন তীর্থিকগণ 'আমাদের সুন্দরীকে পাওয়া যাইতেছে না' বলিয়া কোলাহল শুরু করিয়া দিলেন এবং রাজাকে জানাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনাদের আশঙ্কা কোথায়?'

'এই কয়দিন সে জেতবনেই থাকিত। তাহার পর তাহার আর কোন খবর পাওয়া যাইতেছে না।'

'তাহা হইলে যান, খোঁজ করুন' এইভাবে রাজার দ্বারা আদিষ্ট হইয়া তাঁহারা নিজেদের শিষ্যদের লইয়া জেতবনে যাইয়া খোঁজ করিতে করিতে আবর্জনা স্তূপে তাহার মৃতদেহ দেখিয়া মঞ্চে উঠাইয়া নগরে আনিয়া—'শ্রমণ গৌতমের শ্রাবকগণ 'শাস্তাকৃত পাপকর্ম গোপন করিব' বলিয়া সুন্দরীকে হত্যা করিয়া আবর্জনা স্তূপে নিক্ষেপ করিয়াছে' বলিয়া রাজাকে জানাইলেন। রাজা বলিলেন—'তাহা হইলে যান (সুন্দরীর দেহ লইয়া) নগর পরিক্রমা করুন।' তাঁহারা নগরের সমস্ত রাস্তায় ঘুরিয়া বলিয়া বেড়াইলেন—'দেখুন, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদের কর্ম' ইত্যাদি বলিয়া পুনরায় রাজার প্রাসাদদ্বারে আসিলেন। রাজা সুন্দরীর দেহ শ্মশানে উচ্চবেদীতে স্থাপিত করাইয়া রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। আর্য শ্রাবকগণ ব্যতিরেকে সকল শ্রাবস্তীবাসি 'দেখ, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদের কর্ম' ইত্যাদি বলিয়া নগরের ভিতরে ও বাহিরে ভিক্ষুদের তীব্রভাবে গালাগালি দিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ এই ঘটনা তথাগতকে জানাইলেন। শাস্তা বলিলেন—'তাহা হইলে তোমরাও মনুষ্যগণকে এইরূপ জানাও' এবং এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'অসত্যবাদী নরকে যায় এবং যে (অন্যায়) করিয়া 'আমি করি নাই' বলে, সেও নরকে গমন করে। এই উভয় হীনকর্মা মানুষই পরলোকে সমগতি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ নরক যন্ত্রণা ভোগ করে।' (ধর্মপদ, শ্লোক-৩০৬)

অন্বয় : 'অভূতবাদী' পরের দোষ না দেখিয়াই মিথ্যা কথা বলিয়া বৃথা অন্যকে অভিযুক্ত করে। 'কত্বা' যে ব্যক্তি পাপকর্ম করিয়া 'আমি ইহা করি নাই'

http://kalpataruboi.org

বলে। 'পেচ্চ সমা ভবন্তি' এই উভয় প্রকার ব্যক্তিই পরলোকে যাইয়া নরকে যাইয়া সমগতি প্রাপ্ত হয়। তাহাদের গতি নির্দিষ্ট, কিন্তু আয়ু নির্দিষ্ট নহে। বহু পাপকর্ম করিয়া তাহারা নরকে বহুকাল পক্ক হয়, অল্প পাপকর্ম করিলে অল্পকাল পক্ক হয়। যেহেতু উভয়েরই কর্ম পাপকর্ম তাই বলা হইয়াছে—'নিহীনকম্মা মনুজা পরত্থ'। 'পরত্থ' এই পদের পূর্বে 'পেচ্চ' পদের সম্বন্ধ। মরণান্তর (পেচ্চ) পরলোকে (পরত্থ) এই স্থান হইতে যাইয়া হীনকর্মা মনুষ্যগণ পরলোকে সমগতি প্রাপ্ত হয়। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রাজা চরদের নিযুক্ত করিয়া বলিলেন—'সুন্দরীকে অন্য কাহারা হত্যা করিয়াছে, খোঁজ নাও।' তখন সেই ধূর্তগণ (তীর্থিকগণ প্রদত্ত) ঐ টাকার দ্বারা সুরাপান করিয়া পরস্পর ঝগড়া আরম্ভ করিয়াছিল। একে অন্যকে বলিল—'তুমি সুন্দরীকে এক আঘাতে হত্যা করিয়া আবর্জনা স্তূপে নিক্ষেপ করিয়া লব্ধ টাকায় সুরাপান করিতেছ। বেশ, বেশ।' রাজপুরুষগণ সেই ধূর্তদের লইয়া রাজাকে দেখাইলেন। রাজা তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমরা সুন্দরীকে হত্যা করিয়াছ?'

'হ্যাঁ, মহারাজ।'

'কাহাদের কথায় হত্যা করিয়াছ?'

'মহারাজ, অন্যতীর্থিকদের কথায়।'

রাজা তীর্থিকগণকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারাও তাহাই বলিলেন।

রাজা বলিলেন—'তাহা হইলে আপনারা যান। সমগ্র নগরে এই বলিয়া পরিক্রমা করুন 'এই সুন্দরীকে আমরাই হত্যা করিয়াছি। আমরাই সুন্দরীকে দিয়া শ্রমণ গৌতমের দুর্নাম প্রচার করিয়াছি। শ্রমণ গৌতমেরও কোন অপরাধ নাই, তাঁহার শিষ্যদেরও কোন অপরাধ নাই। আমাদেরই অপরাধ।' তাঁহারা তাহাই করিলেন। মূর্খ জনগণ তখন বিশ্বাস করিল। তীর্থিকগণ এবং ধূর্তগণ মনুষ্য হত্যার দণ্ডপ্রাপ্ত হইল। ইহার পর হইতে বুদ্ধ ও তাঁহার শিষ্যগণের সেবাসৎকার আরও বৃদ্ধি পাইল।

সুন্দরী পরিব্রাজিকার উপাখ্যান সমাপ্ত

দুচ্চরিতফল পীড়িতের উপাখ্যান—২

২. কাসাবকণ্ঠা বহবো পাপধম্মা অসঞ্ঞতা,
পাপা পাপেহি কম্মেহি নিরযং তে উপ্পজ্জরে।...৩০৭

অনুবাদ : যারা কাষায়বস্ত্র পরিধান করেও অসংযত হয় এবং পাপাচরণ করে সে সব পাপীদের পাপকর্মের ফলে নরকগতি হয়।

অন্বয় : কাসাবকণ্ঠা বহবো পাপধম্মা অসঞ্ঞতা (অনেক কাষায়বস্ত্র

http://kalpataruboi.org

পরিধানকারী পাপধর্মা ও অসংযত হয়)। তে পাপা পাপেহি কম্মেহি (সেই সব পাপী পাপকর্মের দ্বারা) নিরযং উপ্পজ্জরে (নরকে জন্ম নেয়)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : (৩০৬-৩০৭) মিথ্যার তুল্য দোষ নেই। এক মিথ্যা সহস্র মিথ্যার, অপরিমেয় অমঙ্গলের জন্ম দেয়। তেমনি প্রবঞ্চনামাত্রই পাপ। ধর্মের নামে, সাধুতার নামে প্রবঞ্চনা আরো বড় পাপ যা পাপকর্মাকে অপরিসীম যন্ত্রণায় বিদ্ধ করে। এদের জন্য অপেক্ষা করে থাকে এক সীমাহীন দুঃখের ভবিষ্যত।

'কাসাবকণ্ঠা' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে দুচ্চরিতফল প্রভাবে পীড়িত সত্ত্বগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন।

আয়ুষ্মান মৌদগল্যায়ন লক্ষণ স্থবিরের সঙ্গে গৃধ্রকূট হইতে অবতরণের সময় কঙ্কালরূপী প্রেতগণকে দেখিয়া স্মিত হাসিলেন। লক্ষণ স্থবির ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—'আবুসো, এই প্রশ্নের জন্য এখন সময় নহে। তথাগতের সম্মুখে তুমি আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে। তারপর তথাগতের সম্মুখে উপস্থিত হইলে লক্ষণ স্থবির ঐ প্রশ্ন মৌদগল্যায়ন স্থবিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। (মৌদগল্যায়ন বলিলেন—) 'আবুসো, আমি গৃধ্রকূট পর্বত হইতে অবতরণের সময় আকাশমার্গে গমনরত ভিক্ষুকে দেখিয়াছি যাঁহার সঙ্ঘাটিও আদীপ্ত, প্রজ্বলিত, সজ্যোতিভূত... ...কায়ও আদীপ্ত' ইত্যাদি রূপে গাত্র-চীবর-কায়বন্ধনাদিসহ দহ্যমান পাঁচজন সহধর্মিকের কথা তাঁহাকে জানাইলেন। শাস্তা জানাইলেন যে, কাশ্যপ বুদ্ধের সময় তাহারা প্রব্রজিত হইয়া প্রব্রজ্যার অনুরূপ বিধিনিষেধ পালন করিতে না পারিয়া প্রেত হইয়া দহ্যমান হইতেছে। তারপর সেই মুহূর্তে সেখানে উপবিষ্ট বহু পাপী ভিক্ষুর দুশ্চরিত কর্মের বিপাক প্রদর্শন করিতে যাইয়া এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'পাপধর্মী (পাপাচারী) ও অসংযত ইন্দ্রিয়সম্পন্ন ব্যক্তিগণ কাষায়বস্ত্র পরিধানকারী হইলেও সেই বহুসংখ্যক পাপীরা পাপকর্মের ফলে নরকে উৎপন্ন হয়।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩০৭

অন্বয় : 'কাসাবকণ্ঠা' কাষায়ের দ্বারা পরিবেষ্টিত কণ্ঠ যাহাদের। 'পাপধম্মা' হীনধর্মা। 'অসঞ্ঞতা' কায়াদিসংযমরহিত। তদ্রূপ পাপী ব্যক্তিগণ স্বকৃত অকুশল কর্মের ফলে নরকে উৎপন্ন হয়। নরকে পক্ক হইয়া তাহারা সেইস্থান হইতে চ্যুত হইয়া বিপাকাবশেষে প্রেতলোকেও উৎপন্ন হইয়া পক্ক হয়। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

দুচ্চরিতফল পীড়িতের উপাখ্যান সমাপ্ত

বগ্গুমুদাতীরিয় ভিক্ষুর উপাখ্যান—৩

৩. সেয্যো অযোগুলো ভুত্তো তত্তো অগ্গিসিখূপমো,
যঞ্চে ভুঞ্জেয্য দুস্সীলো রট্ঠপিণ্ডং অসঞ্ঞতো।...৩০৮

http://kalpataruboi.org

অনুবাদ : দুশ্চরিত্র ও অসংযত ব্যক্তি রাষ্ট্রের দান (ভিক্ষান্ন) ভোগ করার চেয়ে বরং অগ্নিশিখার ন্যায় তপ্ত লোহার গুলি খাওয়া ভাল।

অন্বয় : দুস্‌সীলো অসঞ্ঞতো (দুঃশীল ও অসংযত ব্যক্তির) রট্‌ঠপিন্ডং চে ভূঞ্জেয্য (রাষ্ট্রের দান ভোগ করা অপেক্ষা) অগ্‌গিসিখূপমো অযোগুলো ভুত্তো সেয্যো (অগ্নিশিখোপম তপ্ত লৌহগোলক ভক্ষণ শ্রেয়)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : মানুষ শুধু উদরপূর্তির জন্য বাঁচে না, বাঁচার জন্যই তার উদরপূর্তির দরকার। ভিক্ষুর পক্ষে চরিত্রহীন আর অসংযমী হয়ে গৃহস্থের শ্রদ্ধাদত্ত অন্ন ভোগ করা এক বিরাট মিথ্যাচার। তার থেকে বরং উত্তপ্ত লৌহ গলধঃকরণ শ্রেয়, কেননা তার ফল শুধু মৃত্যু। প্রবঞ্চনার পাপ কিন্তু মানুষকে অত শীঘ্র নিষ্কৃতি দেয় না, অনন্তকাল দগ্ধ করে তাকে।

'সেয্যো অযোগুলো' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বৈশালীর নিকটে মহাবনে অবস্থানকালে বগ্‌গুমুদাতীরিয় ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন। 'উত্তরিমনুস্‌সধম্মপারাজিকায়' (পারাজিকা, ১৯৩ ইত্যাদি) এই উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে।

তখন শাস্তা সেই ভিক্ষুদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, সত্যই কি তোমরা উদরপূর্তির জন্য গৃহীদের নিকট পরস্পরের উত্তরিমনুষ্যধর্মের প্রশংসা করিয়া থাক?'

'হ্যাঁ ভন্তে।'

শাস্তা তখন নানা প্রকারে সেই ভিক্ষুদের নিন্দা করিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিয়াছিলেন—

'যিনি দুঃশীল ও অসংযত (ভিক্ষু) তাঁহার পক্ষে অগ্নিশিখোপম তপ্ত লৌহগোলক গলাধঃকরণ শ্রেয়, তথাপি পরদত্ত ভিক্ষাপিণ্ড ভক্ষণ করা অনুচিত।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩০৮

অন্বয় :'যঞ্চে ভূঞ্জেয্য' যে নিজেকে শ্রমণ বলিয়া জানে অথচ দুঃশীল, নিঃশীল, কায়াদিতে অসংযত তাহার পক্ষে জনসাধারণ কর্তৃক শ্রদ্ধাপ্রদত্ত অন্ন-ব্যঞ্জন, খাদ্যভোজ্য ইত্যাদি ভোগ করা অপেক্ষা তপ্ত লৌহগোলক গলাধঃকরণ করাই উত্তম। কেন? কারণ ইহাতে একজন্মমাত্র দেহখানি দগ্ধ হইবে। কিন্তু যে দুঃশীল হইয়াও সুশীল ভিক্ষুরূপে প্রবঞ্চনা করিয়া জনসাধারণের শ্রদ্ধাপ্রদত্ত দ্রব্যাদি পরিভোগ করে, তাহাকে বহু শত জন্ম নরকে দুঃখভোগ করিতে হয়। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বগ্‌গুমুদাতীরিয় ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত

খেমক শ্রেষ্ঠীপুত্রের উপাখ্যান—৪

৪. চত্তারি ঠানানি নরো পমত্তো আপজ্জতি পরদারূপসেবী,

http://kalpataruboi.org

অপুঞ্ঞলাভং ন নিকামসেয্যং নিন্দং ততিযং নিরযং চতুত্থং।

৫. অপুঞ্ঞলাভো চ গতি চ পাপিকা ভীতস্স ভীতায র তি চ থোকিকা,
রাজা চ দন্ডং গরুকং পণেতি তস্মা পরদারং ন সেবে।...৩০৯-৩১০

অনুবাদ : পরদার গমনকারী প্রমত্ত ব্যক্তি অমঙ্গল, অনিদ্রা, নিন্দা ও নরক—এই চার গতিপ্রাপ্ত হয়। এরূপ ব্যক্তি পুণ্যহীন হয় এবং পাপগতি লাভ করে। ভীতা নারীর সঙ্গে ভীত ব্যক্তির রতিও ক্ষণস্থায়ি; তারা গুরুদণ্ড ভোগ করে। অতএব পরদার গমন করো না।

অন্বয় : পরদারূপসেবী পমত্তো নরো (পরদারসেবী প্রমত্ত ব্যক্তি) চত্তারি ঠানানি আপজ্জতি (চার স্থানে পতিত হয়), অপুঞ্ঞলাভং ততিযং নিন্দং (তৃতীয় নিন্দা) চতুত্থং নিরযং (চতুর্থ নরক)। অপুঞ্ঞলাভো চ পাপিকা চ গতি (তার অপুণ্য লাভ ও পাপগতি হয়)। ভীতস্স ভীতায রতি থোকিকা (ভীতার সঙ্গে ভীতের রতিও ক্ষণস্থায়ি), রাজা চ গরুকং দন্ডং পণেতি (রাজা তাহলে গুরুতর দণ্ড বিধান করেন) তস্মা নরো পরদারং ন সেবে (সুতরাং মানুষের পরদার গমন উচিত নয়)।

'চত্তারি ঠানানি' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে অনাথপিণ্ডিকের ভাগিনেয় খেমক নামক শ্রেষ্ঠীপুত্রের উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন।

খেমক ছিল সুদর্শন যুবক। চতুর্দিক হইতে যুবতী মেয়েরা তাহাকে দেখিয়া রাগাভিভূত হইয়া নিজেদের সংবরণ করিতে পারিত না। খেমকও তাই পরদার কর্মাভিরত ছিল। একদিন রাত্রে রাজপুরুষেরা তাহাকে ধরিয়া রাজার নিকট লইয়া গেল। রাজা মহাশ্রেষ্ঠীর প্রতি লজ্জাবশত তাহাকে কিছু না বলিয়া ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু সে তাহাতেও ক্ষান্ত হয় নাই। তখন রাজপুরুষেরা দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার তাহাকে ধরিয়া রাজার নিকট লইয়া গেল। রাজা তখন তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। মহাশ্রেষ্ঠী সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া তাহাকে লইয়া শাস্তার নিকট লইয়া গেলেন এবং শাস্তাকে সমস্ত ঘটনা জানাইয়া বলিলেন—'ভন্তে, ইহাকে ধর্মোপদেশ প্রদান করুন।' শাস্তা তাহার মধ্যে বিবেকবোধ জাগ্রত করিয়া পরদারসেবায় দোষ প্রদর্শন করিয়া এই গাথাদ্বয় ভাষণ করিলেন—

'পরদারসেবী প্রমত্ত মানুষ দুঃখের চারি অবস্থা প্রাপ্ত হয়—অপুণ্য লাভ, নিদ্রাহীন অতৃপ্ত শয়ন, লোকনিন্দা এবং তৃতীয় ও চতুর্থ হইতেছে নরক গমন। তাহার অপুণ্য লাভ এবং নরকাদি পাপগতি হয়। ভীত নরনারীর রতিও ক্ষণস্থায়ী হয়। রাজা ইহাতে গুরুতর দণ্ড বিধান করেন, সুতরাং কেহ পরদার (কিংবা পরপুরুষ) সংসর্গ করিবে না।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩০৯-৩১০

অন্বয় : 'ঠানানি' দুঃখের কারণসমূহ। 'পমত্তো' স্মৃতিভ্রষ্টতা। 'আপজ্জতি' প্রাপ্ত হয়। 'পরদারুপসেবী' পরদার উপসেবী, বিপথচারী। 'অপুঞ্ঞলাভং' অকুশল লাভ। 'ন নিকামসেয্যং' যথেচ্ছা শয়ন করিতে না পারিয়া অনীপ্সিত সামান্য সময়মাত্র শয়ন করিতে পারে। 'অপুঞ্ঞলাভী চ' এইভাবে তাহার অপুণ্য

http://kalpataruboi.org

লাভ হয়, সেই অপুণ্য বা পাপের প্রভাবে নরক নামক পাপিকা গতি প্রাপ্ত হয়। 'রতী চ থোকিকা' ভীত ব্যক্তির ভীতা স্ত্রীলোকের সঙ্গে যে রতি তাহাও স্কল্পকাল মাত্র স্থায়ী হয়। 'গরুকং' রাজাও হস্তচ্ছেদনাদি দণ্ড প্রদান করে। 'তস্মা' যেহেতু পরদার সেবন করিলে এইসব অপুণ্য লাভ হইয়া থাকে, অতএব, পরদার সেবন করা উচিত নহে।

দেশনাবসানে খেমক স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার পর হইতে সে সুখে কালাতিপাত করিয়াছে। তাহার পূর্বধর্ম কি ছিল? সে কাশ্যপ বুদ্ধের সময়ে উত্তম মল্লবীর ছিল এবং দুইটি স্বর্ণপতাকা দশবলের (বুদ্ধের) কাঞ্চন স্তূপে আরোপিত করিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিল—'আমার জ্ঞাতি স্ত্রীলোকগণ ব্যতিরেকে অন্যান্য সকলে যেন আমাকে দেখিয়া অনুরাগযুক্তা হয়।' ইহাই তাহার পূর্বকর্ম। তাই তাহার জন্ম-জন্মান্তরে তাহাকে দেখিয়া স্ত্রীলোকগণ নিজেদের সংবরণ করিতে পারিত না।

খেমক শ্রেষ্ঠীপুত্রের উপাখ্যান সমাপ্ত

দুর্বিনীত ভিক্ষুর উপাখ্যান—৫

৬. কুসো যথা দুগ্‌গহিতো হত্থমেবানুকন্ততি,
সামঞ্‌ঞং দুপ্পরামট্‌ঠং নিরযায উপকড্‌ঢতি।
৭. যং কিঞ্চি সিথিলং কম্মং সঙ্কিলিট্‌ঠঞ্চ যং বতং,
সঙ্কস্‌সরং ব্রহ্মচরিযং ন তং হোতি মহপ্‌ফলং।
৮. কযিরা চে কযিরাত্থেনং দল্‌হমেনং পরক্কমে,
সিথিলো হি পরিব্বাজো ভিয্যো আকিরতে রজং।...৩১১-৩১৩

অনুবাদ : অসাবধানে কুশতৃণ ধরলে যেমন হাত কেটে যায়, সেরূপ দুরাচরিত শ্রামণ্যধর্ম নরকের দিকে নিয়ে যায়। যে কর্ম শিথিল, যে ব্রত কলুষিত এবং যে ব্রহ্মচর্য সশঙ্কে পালিত হয়, তাদের ফল কখনও ভাল হয় না। যা করা উচিত তা দৃঢ়চিত্তে সাধন করবে। কারণ শিথিলভাবে অনুষ্ঠিত সন্ন্যাস অধিকতর ধুলিই বিকীরণ করে থাকে।

অন্বয় : যথা কুসো দুগ্‌গহিতো হত্থং এবং অনুকন্ততি (কুশতৃণ অসাবধানে ধরলে যেমন হাত কেটে যায়) [এবং তথা] সামঞ্‌ঞং দুপ্পরামট্‌ঠং নিরযায উপকড্‌ঢতি (সেরূপ দূরাচরিত শ্রামণ্য নরকের অভিমুখে নিয়ে যায়)। যং কিঞ্চি কম্মং সিথিলং (যে কর্ম শিথিল) যং বতং সঙ্কিলিট্‌ঠং (যে ব্রত সংশ্লিষ্ট বা কলুষিত) সঙ্কস্‌সরং ব্রহ্মচরিযং (এবং সশঙ্ক ব্রহ্মচর্য) তং মহপ্‌ফলং ন হোতি (এরা মহৎ ফলদায়ক হয় না)। কযিরা চে এনং দল্‌হং পরক্কমে কযিরাথ (যা করবে তা দৃঢ় পরাক্রমে করবে) সিথিলো হি পরিব্বাজো ভিয্যো রজং আকিরতে (শিথিল পরিব্রাজক শুধু ধুলিরাশি বিকীর্ণ করে)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : সাধনপথে প্রমাদ বা অনবধানতার স্থান নেই। সামান্য

http://kalpataruboi.org

অবহেলা, বিচ্যুতি অনেক গুরুতর পরিণতি ডেকে আনে। আপাতদৃষ্টিতে সহজ মনে হলেও ঐ পথ ক্ষুরের ধারের মতই সঙ্কীর্ণ, দুর্গম। তাই স্খলনের সমস্ত সম্ভাবনা থেকেই সাধককে সাবধান হতে হবে।

'কুসো যথা' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে জনৈক দুর্বিনীত ভিক্ষুকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

জনৈক ভিক্ষু চিন্তা না করিয়া একটি তৃণ ছেদন করিয়া অনুতাপগ্রস্ত হইয়া একজন ভিক্ষুর নিকট যাইয়া বলিলেন—'আবুসো, যে তৃণ ছেদন করে তাহার কি হয়?' তিনি নিজের কুকর্মের কথা ঐ ভিক্ষুকে জানাইলেন। ঐ ভিক্ষু তাঁহাকে বলিলেন—'তুমি তৃণ ছেদন করাতে তোমার কোন অন্যায় হইয়াছে কিনা জানিতে ইচ্ছুক। কিন্তু ইহাতে কিছুই হয় না। দেশনা করিলেই (পাপচিন্তা হইতে) মুক্ত হওয়া যায়।' ইহা বলিয়া তিনি নিজে দুই হাতে তৃণ উৎপাটন করিয়া গ্রহণ করিলেন। ভিক্ষু এই বিষয় শাস্তাকে জানাইলেন। শাস্তা দ্বিতীয় ভিক্ষুটিকে নানা প্রকারে নিন্দা করিয়া ধর্মদেশনাকালে এই গাথাগুলি ভাষণ করিয়াছিলেন—

'যেমন অসাবধানে গৃহীত কুশতৃণ হস্তকেই কর্তন করে, এইরূপ দুরাচরিত শ্রামণ্য নরকাভিমুখে আকর্ষণ করে।

'শিথিল (উদ্যমহীন) কর্ম, কলুষিত ব্রত এবং আশঙ্কা-স্মৃত (পরিশংকিত) ব্রহ্মচর্যের ফল ভাল হয় না।

'যদি কুশলকর্ম করিতে হয়, তবে উহা দৃঢ় পরাক্রম সহকারেই করিবে। কারণ শিথিলভাবে অনুষ্ঠিত সন্ন্যাস অধিকতর রজঃই বিকিরণ করে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩১১-৩১৩

অন্বয় : 'কুসো' যাহা কিছু তীক্ষ্ণধার তৃণ, এমনকি তালপত্র, কুশ যদি দুর্গৃহীত হয়, গ্রহীতার হস্ত কর্তন করে, তদ্রূপ শ্রমণধর্ম নামক শ্রামণ্যও যদি শীলভঙ্গাদি কারণে দুরাচরিত হয় তাহা 'নিরয়ায়ুপকড্ডতি' নরকে জন্মগ্রহণ করায়। 'শিথিলং' আলস্যবশত করণের দ্বারা শিথিলভাবে কৃত যাহা কিছু কর্ম। 'সংকিলিট্ঠং' বেশ্যাদি অগোচরে গমনের দ্বারা সংক্লিষ্ট (কলুষতার সহিত ব্রতানুষ্ঠান)। 'সঙ্কস্সরং' শঙ্কার দ্বারা স্মর্তব্য, উপোসথকৃত্যাদি বা অন্য কোন কৃত্যের জন্য একত্রিত সঙ্ঘকে দেখিয়া 'নিশ্চয়ই ইহারা আমার চরিত্র জানিয়া আমাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য একত্রিত হইয়াছে' এইভাবে নিজের আশঙ্কার দ্বারা স্মৃত উৎশঙ্কিত পরিশঙ্কিত। (শঙ্কিত দোলায়মান চিত্তে উপোসথাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিলে মহাফলদায়ক হয় না)। 'ন তং হোতি' এইরূপ শঙ্কিত শ্রমণধর্ম নামক ব্রহ্মচর্য সেই ব্যক্তির নিকট মহাফলদায়ক হয় না। তাহার মহৎ ফলাভাবের কারণে যাহারা এতাদৃশ দুঃশীল ব্যক্তিকে দান করে, তাহারাও উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিতে পারে না। 'কয়িরা চ' অতএব, যাহা করিলে দৃঢ়তার সহিত করিবে। 'দল্হমেনং পরক্কমে' সৎকর্ম অনুষ্ঠান করিলে দৃঢ় পরাক্রম সহকারে সম্পাদন করা উচিত। 'পরিব্বাজো' শিথিলভাবে কৃত খণ্ডাদিভাবপ্রাপ্ত শ্রমণধর্ম। 'ভিয্যো আকিরতে রজং' এইরূপ শ্রমণধর্ম অভ্যন্তরে বিদ্যমান রাগরজাদিকে দূর করিতে

http://kalpataruboi.org

সমর্থ হয় না। অধিকন্তু ইহার উপরে আরও অধিক রাগরজাদি বিকীর্ণ হয়। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই ভিক্ষু সংবর পালন করিয়া পরে বিদর্শন বর্ধিত করিয়া অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

দুর্বিনীত ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত

ঈর্ষাপরায়ণার উপাখ্যান—৬

৯. অকতং দুক্কতং সেয্যো, পচ্ছা তপতি দুক্কতং,
কতঞ্চ সুকতং সেয্যো, যং কত্বা নানুতপ্পতি।...৩১৪

অনুবাদ : কুকর্ম না করাই শ্রেয়, কারণ তা পরে অনুতাপের কারণ হয়। সৎকর্ম করাই শ্রেয়, যেহেতু তা করলে পরে অনুতাপ করতে হয় না।

অন্বয় : দুক্কতং অকতং সেয্যো (দুষ্কর্ম না করাই শ্রেয়), দুক্কতং পচ্ছা তপতি (কারণ দুষ্কর্ম পশ্চাৎ অনুতাপ দেয়)। সুকতং কতং চ সেয্যো (সুকর্ম করাই শ্রেয়) যং কত্বা না অনুতপ্পতি (যা করলে পরে অনুতাপ করতে হয় না)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : যে কাজ করলে পরিণামে অনুতপ্ত হতে হয় তা প্রথমে যত সুখকরই মনে হোক, প্রকৃতপক্ষে তা দুষ্কর্ম। আর পরিণাম যার আনন্দময় তার অনুষ্ঠান কষ্টকর হলেও তাই সৎকর্ম। ফল দিয়েই কর্মের বিচার করে সবসময় দুষ্কর্ম পরিহার করে সৎকর্মের অনুষ্ঠান কর্তব্য।

'অকতং' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে কোন এক ঈর্ষালু স্ত্রীলোককে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

তাহার স্বামী এক গৃহদাসীর সঙ্গে ব্যভিচার করিয়াছিল। সে তখন ঈর্ষাবশত সেই দাসীকে হাত-পা বাঁধিয়া নাক-কান কাটিয়া একটি গুপ্ত ঘরে নিক্ষেপ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল এবং স্বকৃত কর্মকে গোপন করিবার জন্য—'আর্য, চলুন আমরা ধর্মশ্রবণ করিতে যাই' বলিয়া স্বামীকে সঙ্গে লইয়া বিহারে যাইয়া বসিয়া ধর্মশ্রবণ করিতে লাগিল। এদিকে তাহার আগন্তুক জ্ঞাতিরা গৃহে আসিয়া দ্বার খুলিয়া দাসীর দূরবস্থা দেখিয়া তাহাকে মুক্ত করিল। দাসী বিহারে যাইয়া চারি পরিষদ মধ্যে দাঁড়াইয়া ঐ ঘটনা দশবল বুদ্ধকে জানাইল। শাস্তা তাহার কথা শুনিয়া বলিলেন—'অল্পমাত্র হইলেও দুষ্কর্ম করা উচিত নহে এই ভাবিয়া যে 'অন্যেরা জানে না আমি কি করিয়াছি।' আর অন্যেরা জানুক বা না জানুক সুকর্ম করা উচিত। দুষ্কর্ম গোপন করিলে পশ্চাত্তাপ হয়, আর সুকর্ম গোপন করিলেও পরে সুখই প্রদান করে' ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'দুষ্কর্ম না করাই শ্রেয়, কারণ দুষ্কর্ম পশ্চাতে অনুতাপ দেয়; তাদৃশ সৎকর্ম করাই শ্রেয় যাহা করিয়া পরে অনুতাপ করিতে হয় না।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩১৪

অন্বয় : 'দুক্কটং' যে কর্ম দোষাবহ ও নরকের দিকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ কর্ম না করাই উত্তম। 'পচ্ছা তপ্পতি' কারণ লোকে ইহা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া

http://kalpataruboi.org

সন্তাপ ভোগ করে। 'সুকতং' অনবদ্য, সুখদায়ক, সুগতিপ্রদায়ী কর্ম করাই শ্রেয়। 'যং কত্বা' যেই কর্ম করিয়া পরে অনুস্মরণকালে অনুতাপ করিতে হয় না, পুনঃ পুনঃ স্মরণে শান্ত ও আনন্দ আসে, সেরূপ সৎকর্ম অনুষ্ঠান করা উচিত। দেশনাবসানে উপাসক এবং তাহার স্ত্রী স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইল। সেই দাসীকেও সেই মুহূর্তে মুক্ত করিয়া দিয়া ধর্মচারিণী করা হইল।

ঈর্ষাপরায়ণার উপাখ্যান সমাপ্ত

আগন্তুক ভিক্ষুগণের উপাখ্যান—৭

১০. নগরং যথা পচ্চন্তং, গুত্তং সন্তরবাহিরং,
এবং গোপেথ অত্তানং খণো বে মা উপচ্চগা,
খণাতীতা হি সোচন্তি নিরযম্হি সমপ্পিতা।...৩১৫

অনুবাদ : অভ্যন্তর ও বহির্ভাগে সুরক্ষিত সীমান্তবর্তী নগরের ন্যায় নিজেকে সর্বদা রক্ষা ক রবে। ক্ষণকালও বৃথা নষ্ট করো না; কারণ যে সময় বৃথা নষ্ট করে সে নরকে পতিত হয়ে অশেষ দুঃখ পায়।

অন্বয় : পচ্চন্তং নগরং যথা সন্তরবাহিরং গুত্তং (প্রত্যন্ত নগর যেরূপ অভ্যন্তর ও বহির্ভাগে সুরক্ষিত থাকে) এবং অত্তানং গোপেথ (সেরূপ নিজেকে রক্ষা করবে); খণো বে মা উপচ্চসা (ক্ষণকালও বৃথা নষ্ট করবে না) হি খণাতীতা নিরযম্ হি সমপ্পিতা সোচন্তি (যে সময় বৃথা নষ্ট করে সে নরকে পতিত হয়ে দুঃখ পায়)।

'নগরং যথা' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে বহু আগন্তুক ভিক্ষুদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

এই ভিক্ষুগণ একটি প্রত্যন্ত গ্রামে বর্ষাবাস উদ্‌যাপন করিতে যাইয়া প্রথম মাস সুখেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। মধ্যমমাসে চোরেরা আসিয়া তাঁহাদের গোচরগ্রাম (অর্থাৎ যেই গ্রামে তাঁহারা ভিক্ষা করিতেন) আক্রমণ করিয়া কিছু গ্রামবাসিদের বাঁধিয়া লইয়া গেল। তখন হইতে মনুষ্যেরা প্রত্যন্ত গ্রামটিকে চোরদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিত্য প্রহরার ব্যবস্থা করিতে যাইয়া সুষ্ঠুভাবে ঐ ভিক্ষুদের সেবাসৎকার করিতে পারিতেন না। তাঁহারা অতিকষ্টে দিন যাপন করিয়া বর্ষাবাসের শেষে শাস্তাকে দর্শন করিবার জন্যে শ্রাবস্তীতে যাইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। শাস্তা তাঁহাদের সহিত প্রীতিসম্ভাষণ বিনিময় করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা সুখে ছিলে ত?'

'ভন্তে, আমরা প্রথম মাস ভালই ছিলাম। মধ্যমমাসে চোরেরা গ্রাম লুণ্ঠন করিয়াছে। তখন হইতে মনুষ্যগণ নগরে সর্বদা প্রহরার ব্যবস্থা করিতে যাইয়া আমাদের সেবা-সৎকারের প্রতি যত্ন লইতে পারে নাই। তাই আমরা অতিকষ্টে বর্ষাবাস শেষ করিয়াছি।'

http://kalpataruboi.org

'হে ভিক্ষুগণ, চিন্তা করিও না, সুখবিহার সবসময় সুলভ হয় না যেমন সেই মনুষ্যগণ নগরের রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিল তদ্রূপ ভিক্ষুর উচিত নিজেকে রক্ষা করা' এই কথা বলিয়া শাস্তা এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'প্রত্যন্ত (সীমান্তবর্তী) নগর যেমন অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে সুরক্ষিত করা হয়, সেইরূপ তোমরা নিজেকে সতত রক্ষা করিও। সময় নষ্ট করিও না। যাহাদের সময় নষ্ট হইয়াছে তাহারা নরকে সমাগত হইয়া অনুতাপ করে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩১৫

অন্বয় : 'সন্তরবাহিরং' হে ভিক্ষুগণ, সীমান্ত নগরের মনুষ্যগণ যেমন বহিঃশত্রুর আক্রমণভয়ে দ্বারপ্রাকারাদি দ্বারা অভ্যন্তরভাগ এবং পরিখা অট্টালিকাদি দ্বারা বহির্ভাগ সুদৃঢ়ভাবে রক্ষা করে, তদ্রূপ তোমরাও স্মৃতিকে জাগ্রত রাখিয়া দেহরূপ নগরের ছয়দ্বার (চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মনোদ্বার) বন্ধ করিয়া উত্তমরূপে স্মৃতিরূপ দ্বাররক্ষক দ্বারা সুরক্ষিত করিবে যাহাতে উহারা ছয় প্রকারে বাহিরায়তন (রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্প্রষ্টব্য ও মনোধর্ম) দ্বারা আক্রান্ত হইতে না পারে। 'খণো বো ম উপচ্চগা' যে এইভাবে নিজেকে সুরক্ষিত না করে, সে ক্ষণসম্পদ লাভ করিয়াও বৃথা নষ্ট করে। ক্ষণসম্পদ কি কি? বুদ্ধের উৎপত্তিক্ষণ, মধ্যদেশে উৎপত্তিক্ষণ, সম্যকদৃষ্টির প্রাদুর্ভাবক্ষণ, ষড়ায়তনের বৈকল্যহীনতার ক্ষণ। এই ক্ষণসম্পদ তোমরা নষ্ট করিও না। 'খণাতীতা' যাহারা সেই ক্ষণ নষ্ট করে তাহারা নরকে গমনপূর্বক অপরিসীম দুঃখ ভোগ করে। অতএব শুভক্ষণ অতিক্রম করিয়া অনুশোচনায় জর্জরিত হইও না। দেশনাবসানে সেই ভিক্ষুগণ সংবেগ উৎপন্ন করিয়া অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

আগন্তুক ভিক্ষুগণের উপাখ্যান সমাপ্ত

নির্গ্রন্থগণের উপাখ্যান—৮

১১. অলজ্জিতাযে লজ্জন্তি লজ্জিতাযে ন লজ্জরে,
মিচ্ছাদিট্‌ঠিসমাদানা সত্তা গচ্ছন্তি দুগ্‌গতিং।

১২. অভযে চ ভযদস্‌সিনো, ভযে চাভযদস্‌সিনো,
মিচ্ছাদিট্‌ঠিসমাদানা সত্তা গচ্ছন্তি দুগ্‌গতিং।...৩১৬-৩১৭

অনুবাদ : অলজ্জাকর কাজে লজ্জা করে এবং লজ্জাকর কাজে লজ্জা করে না এরূপ মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা দুর্গতি ভোগ করে। ভয়রহিত কাজে যারা ভয় পায় আর ভয়যুক্ত কাজে যাদের ভয় নেই এরূপ মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা দুর্গতি ভোগ করে।

অন্বয় : অলজ্জিতাযে লজ্জন্তি (অলজ্জাকর কাজে যারা লজ্জা করে), লজ্জিতায ন লজ্জরে (লজ্জাকর কাজে যারা লজ্জা করে না) মিচ্ছাদিট্‌ঠি সমাদানা সত্তা দুগ্‌গতিং গচ্ছন্তি (মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা দুর্গতিপ্রাপ্ত হয়)। অভযে চ

http://kalpataruboi.org

ভযদস্সিনো (অভয় কাজে যারা ভয় দর্শন করে) ভযে চ অভযদস্সিনো (এবং ভয়ের কাজে অভয় দর্শন করে) মিচ্ছাদিট্ঠি সমাদানা সত্তা দুগ্গতিং গচ্ছন্তি (এরূপ মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ দুর্গতিগ্রস্ত হয়)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : কটিতটের আচ্ছাদনটুকু মানুষের অনেক কলুষ, গ্লানিকে আবৃত করে, মনকে রক্ষা করে অনেক কুচিন্তা, পাপ প্রবৃত্তি থেকে। তাই লজ্জা শুধু আবরণের জন্যই নয়, তা নিবারণের জন্যও। তা কেবল ভূষণ বা ভদ্রতাই নয়, তা এক অপরিহার্য প্রয়োজনও। সত্যদৃষ্টি আলোকেই বস্তুর প্রকৃত রূপটি পরিস্ফুট হয়—মানুষ উপলব্ধি করে কোথায় ভয় আর কোথায় অভয়। ঐ দৃষ্টির অভাবই দুঃখের কারণ।

'অলজ্জিতায়' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে নির্গ্রন্থগণকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

একদিন ভিক্ষুগণ নির্গ্রন্থদিগকে দেখিয়া কথা সমুত্থাপিত করিয়াছিলেন—'আবুসো, অচেলকগণ (দিগম্ব সন্ন্যাসিগণ) অপেক্ষা এই নির্গ্রন্থগণ শ্রেষ্ঠতর কারণ ইহারা অন্তত সম্মুখভাগ আবৃত করেন। এই মুনিগণ একটু লজ্জাশীল বলিয়া মনে হয়।' ইহা শুনিয়া নির্গ্রন্থগণ বলিলেন—'আমরা এই কারণে আচ্ছাদিত করি না, এই যে পাংশু-রজাদি ইহাদেরও প্রাণ আছে। ইহারাও পুদ্গলবিশেষ। কাজেই ইহারা যাহাতে আমাদের ভিক্ষাপাত্রে পতিত না হয়, তাই আমরা সম্মুখভাগ আচ্ছাদিত করিয়া থাকি।' এইভাবে ভিক্ষুদের সহিত বাদ-বিসংবাদ করিয়া তাঁহারা অনেক কথাই বলিলেন। ভিক্ষুগণ শাস্তার নিকট যাইয়া উপবেশন করিয়া শাস্তাকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। শাস্তা বলিলেন— 'হে ভিক্ষুগণ, যাহারা অলজ্জিতব্য স্থানে লজ্জা করে এবং লজ্জিতব্য স্থানে লজ্জা না করে তাহারা দুর্গতিপরায়ণ হয়।' ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথাদ্বয় ভাষণ করিলেন—

'যে স্থলে লজ্জা করিতে নাই এমন স্থলে লজ্জা করে এবং যেখানে লজ্জা করা উচিত সেখানে লজ্জা করে না, ঈদৃশ ভ্রান্তদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ দুর্গতি প্রাপ্ত হয়।

'যাহারা অভয়ের কার্যে ভয় দর্শন করে, কিন্তু ভয়ের কার্যে নির্ভয় হয় সেই মিথ্যাবলম্বী ব্যক্তিরা দুর্গতি প্রাপ্ত হয়।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩১৬-৩১৭

অন্বয় : 'অলজ্জিতায়' অলজ্জিতব্য স্থানে। ভিক্ষাপাত্র হইতেছে অলজ্জিতব্য। তাহারা ইহাকে আচ্ছাদন করিয়া বিচরণ করে, অর্থাৎ অলজ্জিতব্য স্থানে তাহারা লজ্জিত হয়। 'লজ্জিতায়ে' যে পুরুষাঙ্গ লজ্জাজনক স্থান তাহাকে তাহারা অপ্রতিচ্ছন্ন রাখিয়া (আবৃত না করিয়া) বিচরণ করে অর্থাৎ লজ্জিতব্য স্থানে লজ্জা অনুভব করে না। তাহাদের অলজ্জিতব্য স্থানে লজ্জা এবং লজ্জিতব্য স্থানে লজ্জাহীনতা মিথ্যাদৃষ্টিরই নামান্তর। এইরূপ বিবেক-বিচারহীন ব্যক্তিগণ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া নরক গমন করিয়া অশেষ দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে। 'অভয়ে' ভিক্ষাপাত্রে রাগ, দ্বেষ, মোহ, ভ্রান্তদৃষ্টি, কলুষ, অসদাচরণ ও মায়া ইত্যাদি কিছুই উৎপন্ন হয় না, সেইজন্য ভিক্ষাপাত্র ভয়হীন। কিন্তু ভয়ে তাহারা উহাই আচ্ছাদিত করিয়া রাখে, অর্থাৎ তাহারা 'অভয়ে ভয়দর্শী'। লজ্জাযুক্তস্থান (যেমন

http://kalpataruboi.org

পুরুষাঙ্গ) দ্বারা কাম, রাগ, (আসক্তি) ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়া মন কলুষিত করে। কিন্তু ঐ সমস্ত স্থান তাহারা অনাবৃত রাখে। অর্থাৎ তাহারা 'ভয়ে অভয়দর্শী'। ইহার পরিণাম হইতেছে মৃত্যুর পর নরক যন্ত্রণা ভোগ করা। দেশনাবসানে বহু নির্গ্রন্থ ব্যক্তি সংবিগ্নমানস হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। উপস্থিত জনগণের নিকটও এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

নির্গ্রন্থগণের উপাখ্যান সমাপ্ত

তীর্থিক শ্রাবকগণের উপাখ্যান—৯

১৩. অবজ্জে বজ্জমতিনো বজ্জে চা'বজ্জদস্সিনো,
মিচ্ছাদিট্ঠিসমাদানা সত্তা গচ্ছন্তি দুগ্গতিং।

১৪. বজ্জঞ্চ বজ্জতো ঞত্বা, অবজ্জঞ্চ অবজ্জতো,
সম্মাদিট্ঠিসমাদানা সত্তা গচ্ছন্তি সুগ্গতিং।...৩১৮-৩১৯

অনুবাদ : যে সব লোক যা মন্দ নয় তাকে মন্দ মনে করে এবং যা মন্দ তাকে মন্দরূপে দেখে না তারা মিথ্যাদৃষ্টি আশ্রয় করে দুর্গতিগ্রস্ত হয়। আর যারা মন্দকে মন্দই মনে করে এবং যা মন্দ নয় তাকে মন্দরূপে দেখে না তারা সত্য আশ্রয় করে সুগতি লাভ করে।

অন্বয় : অবজ্জে বজ্জমতিনো (যারা অবর্জনীয় বিষয়কে বর্জনীয় মনে করে) বজ্জে চ অবজ্জদস্সিনো (বর্জনীয় বিষয়কে অবর্জনীয় মনে করে) মিচ্ছাদিট্ঠি সমাদানা সত্তা দুগ্গতিং গচ্ছন্তি (এরূপ মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ দুর্গতিপ্রাপ্ত হয়)। বজ্জং চ বজ্জতো অবজ্জং চ অবজ্জতো ঞত্বা (বর্জনীয়কে বর্জনীয় এবং অবর্জনীয়কে অবর্জনীয় জ্ঞান করে) সম্মাদিট্ঠিসমাদানা সত্তা সুগ্গতিং গচ্ছন্তি (সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সুগতি লাভ করেন)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : মিথ্যা নানাভাবে নানারূপে মানুষকে ভোলায়, চোখে ধাঁধা লাগায়। তার মায়ার সাদাকে কালো দেখায়, কালোকে দেখায় সাদা। কাজেই মিথ্যাদৃষ্টিতে যে আচ্ছন্ন তার দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী। আর সর্বতোভাবে মিথ্যাকে বর্জন করে 'সত্য, সত্য, সত্য জপি, সকল বুদ্ধি সত্যে সঁপি' যিনি কর্মে প্রবৃত্ত হন, তিনিই লাভ করেন সুগতিকে।

'অবজ্জে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে তীর্থিক শ্রাবকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন।

এক সময় অন্য তীর্থিক শ্রাবকগণ নিজেদের পুত্রদের সম্যকদৃষ্টিক উপাসকদের পুত্রগণের সহিত সপরিবার খেলা করিতে দেখিয়া তাহারা গৃহে ফিরিলে—'তোমরা শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদের বন্দনা করিবে না, তাহাদের বিহারেও প্রবেশ করিবে না বলিয়া শপথ করাইল। একদিন তাহারা জেতবন বিহারের বহির্দ্বারকোষ্ঠকের চতুর্দিকে খেলা করিতে করিতে পিপাসার্ত হইল। তখন একজন

http://kalpataruboi.org

উপাসকের ছেলেকে—'তুমি ভিতরে যাইয়া জলপান করিয়া আমাদের জন্যও লইয়া আইস' বলিয়া পাঠাইয়া দিল। সে বিহারে প্রবেশ করিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া জলপান করিয়া অন্যদের জন্য জল লইয়া যাইবার কথা জানাইল। তখন শাস্তা তাহাকে বলিলেন—'তুমি জল পান করিয়া যাইয়া অন্যদেরও জলপানের জন্য এখানে পাঠাইয়া দাও।' সে তাহাই করিল। তাহারাও আসিয়া জল পান করিল। শাস্তা তাহাদের ডাকাইয়া তাহাদের উপযোগী ধর্মকথা ভাষণ করিয়া তাহাদিগকে অচলশ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া ত্রিশরণ এবং পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাহারা নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া মাতাপিতাদের সমস্ত ঘটনা জানাইল। তখন তাহাদের মাতাপিতা 'আমাদের ছেলেরা ভুল পথের স্বীকার হইয়াছে' বলিয়া দুর্মনা হইয়া পরিদেবন করিতে লাগিল। অনন্তর কয়েকজন বুদ্ধিমান প্রতিবেশি আসিয়া তাহাদের দৌর্মনস্যভাব দূর করিবার জন্য ধর্মোপদেশ দিলেন। তাহারা তাঁহাদের কথা শুনিয়া 'এই ছেলেদের আমরা শ্রমণ গৌতমের নিকটই লইয়া যাইব' ভাবিয়া অনেক জ্ঞাতিগণকে সঙ্গে লইয়া তাহাদের বিহারে লইয়া গেল। শাস্তা তাহাদের অধ্যাশয় জানিয়া ধর্মদেশনাকালে এই দুইটি গাথা ভাষণ করিলেন—

'যাহারা অবর্জনীয় বিষয়কে বর্জনীয় মনে করে এবং বর্জনীয় বিষয়কে অবর্জনীয় মনে করে, সেই মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা দুর্গতি প্রাপ্ত হয়।

'দোষকে দোষরূপে ও নির্দোষকে নির্দোষরূপে জ্ঞাত হইয়া যাঁহারা সম্যকদৃষ্টিপরায়ণ হন, তাঁহারা সুগতি প্রাপ্ত হন।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩১৮-৩১৯

অন্বয় : 'অবজ্জে' দশবস্তুকে সম্যকদৃষ্টি এবং ইহার উপনিশ্রয়ভূত ধর্মসমূহ। 'বজ্জমতিনো' ইহা বর্জনীয় বলিয়া যাহাদের বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত হইয়াছে। দশবস্তুকে মিথ্যাদৃষ্টি এবং ইহার উপনিশ্রয়ভূত ধর্মসমূহে অবর্জ্যদর্শী। যাহারা মিথ্যাদৃষ্টির (ভ্রান্ত ধারণার) বশবর্তী হইয়া নির্দোষ বিষয়ে দোষদর্শন এবং দোষাবহ বিষয়ে দোষহীনতা দর্শন করিয়া ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া দোষযুক্ত পাপপন্থা অনুসরণ করে, তাহারা দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়া দুঃখ ভোগ করে।

(দ্বিতীয় শ্লোক) পক্ষান্তরে যাহারা সত্য দৃষ্টির আশ্রয় করিয়া দোষকে দোষরূপে এবং নির্দোষ ধর্মকে নির্দোষরূপে জ্ঞাত হইয়া সত্যযুক্ত পুণ্য পন্থা অনুসরণ করিয়া চলেন তাঁহারা ইহজগতেও সুখী হন এবং মৃত্যুর পরও সুগতি লাভ করিয়া মহান সুখের অধিকারী হইতে পারেন। দেশনাবসানে তাহারা সকলেই ত্রিশরণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অন্যান্য ধর্মোপদেশ শুনিয়া স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

তীর্থিক শ্রাবকগণের উপাখ্যান সমাপ্ত

নরক বর্ণনা সমাপ্ত

দ্বাবিংশতিতম বর্গ

http://kalpataruboi.org

২৩. নাগবর্গ

আত্মদান্ত উপাখ্যান—১

১. অহং নাগো'ব সঙ্গামে চাপতো পতিতং সরং,
অতিবাক্যং তিতিক্খিস্সং দুস্সসীলো হি বহুজ্জনো।
২. দন্তং নযন্তি সমিতিং দন্তং রাজাভিরূহতি,
দন্তো সেট্ঠো মনুস্সেসু যো'তিবাক্যং তিতিক্খতি।
৩. বরমস্সতরা দন্তা আজানীযা চ সিন্ধবা,
কুঞ্জরা চ মহানাগা, অত্তদন্তো ততো বরং।...৩২০-৩২২

অনুবাদ : যুদ্ধক্ষেত্রে হাতী যেমন ধনুক নিঃসৃত শরের আঘাত সহ্য করে, সেরূপ আমি অপরের দুর্বাক্য সহ্য করব; কারণ পৃথিবীতে দুষ্টলোকের সংখ্যাই অধিক। বশীকৃত হাতী যুদ্ধক্ষেত্রে চালিত হয়, রাজা তাতে আরোহণ করেন। যিনি নিন্দাবাক্য সহ্য করতে সক্ষম মানুষের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ। বশীভূত অশ্বতর, আজানেয় অশ্ব, কুঞ্জরা নামক বিশাল হাতী এরা সকলেই উত্তম। কিন্তু যিনি আত্মজয়ী তিনি সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।[৩৪]

অন্বয় : সঙ্গামে চাপতো পতিতং সরং নাগো ইব (সংগ্রামে অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে হস্তীর উপর পতিত শরের ন্যায়) অহং অতিবাক্যং তিতিক্খিস্সং (আমি দুর্বাক্য সহ্য করব); হি বহুজ্জনো দুস্সীলো (কারণ বহুলোকই দুঃশীল)। যথা দন্তং সমিতিং নযন্তি (যেমন বশীকৃত হস্তী যুদ্ধক্ষেত্রে নেওয়া হয়) রাজাপি দন্তং অভিরূহতি (রাজাও বশী হাতীর উপর আরোহণ করেন), যো অতিবাক্যং তিতিক্খতি সো মনুস্সেসু সেট্ঠো (যে নিন্দাবাক্য সহ্য করতে সক্ষম সে মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ)। দন্তা অস্সতরা আজানীযো সিন্ধবা চ মহানাগা কুঞ্জরা চ বরং (বশীকৃত অশ্বতর, আজানেয় অশ্ব, কুঞ্জর নামক হস্তী এরা উত্তম)। ততো অত্তদন্তো বরং (আত্মদমনকারী এদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ)।

'অহং নাগো বা' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা কোশম্বীতে অবস্থানকালে নিজেকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন। এই উপাখ্যান অপ্রমাদবর্গের আদিগাথা বর্ণনায় বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। সেখানে (ধর্মপদ অট্ঠকথা, শ্যামাবতী উপাখ্যান) উক্ত হইয়াছে—

মাগন্দিয়া তাহাদের কিছুই করিতে না পারিয়া 'শ্রমণ গৌতমেরই কর্তব্য করিব (অর্থাৎ শ্রমণ গৌতমকেই শিক্ষা দিব)' বলিয়া নগরবাসিগণকে ঘুষ দিয়া আদেশ দিলেন—'শ্রমণ গৌতম নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে দাস-কর্মকর লোকদিগের সহিত মিলিত হইয়া (শ্রমণ গৌতমকে) আক্রোশ করিয়া নিন্দা

[৩৪]। এ প্রসঙ্গে এই প্রবাদটি স্মরণীয় : 'হাতি চলে বাজার তো কুত্তা ভুখে হাজার'।

http://kalpataruboi.org

করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য কর।' ত্রিরত্নের প্রতি অপ্রসন্ন মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ ব্যক্তিগণ নগরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট শাস্তাকে অনুসরণ করিয়া 'তুমি চোর, তুমি মূর্খ, তুমি মূঢ়, তুমি স্তেন (চোর), তুমি উট, তুমি গরু, তুমি গাধা, তুমি নারকী, তুমি তির্যক যোনিগত; তোমার সুগতি নাই, তোমার কপালে দুর্গতিই আছে।' এইভাবে দশ প্রকার আক্রোশের বিষয় দ্বারা বুদ্ধকে আক্রোশ করিতে লাগিল এবং বুদ্ধের নিন্দা করিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ শাস্তাকে বলিলেন—'ভন্তে, এই নগরবাসিগণ আমাদের আক্রোশ করিতেছে, নিন্দা করিতেছে, চলুন আমরা এই স্থান হইতে অন্যত্র যাই।' 'আনন্দ, কোথায় যাইবে?' 'ভন্তে, অন্য নগরে যাইব।' 'আনন্দ, যদি সেখানেও লোকেরা আক্রোশ করে এবং গালমন্দ করে তখন কোথায় আমরা যাইব।' 'ভন্তে, সেই স্থান হইতে অন্য নগরে যাইব!' 'আনন্দ, সেখানেও যদি লোকেরা আমাদের আক্রোশ করে, গালমন্দ করে তখন কোথায় যাইব?' 'ভন্তে, সেই স্থান হইতে অন্য নগরে যাইব!' 'আনন্দ, এইরূপ করা উচিত নহে। যেখানে বিবাদের উৎপত্তি সেখানেই বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়া অন্যত্র যাওয়া উচিত। আনন্দ, কাহারা আক্রোশ করিতেছে?' 'ভন্তে, দাস-কর্মকর হইতে শুরু করিয়া সকলেই গালমন্দ করিতেছে।' 'আনন্দ, আমি সংগ্রামে অবতীর্ণ হস্তীসদৃশ। সংগ্রাম অবতীর্ণ হস্তীর দায়িত্ব হইতেছে চতুর্দিক হইতে আগত শরকে সহ্য করা। তদ্রূপ বহু দুঃশীল ব্যক্তির দ্বারা কথিত কথাকে সহ্য করার দায়িত্ব আমার।' এই কথা বলিয়া নিজেকে উদ্দেশ্য করিয়া ধর্মদেশনাচ্ছলে এই গাথাগুলো ভাষণ করিলেন—

'সংগ্রামে হস্তী যেভাবে ধনুনিক্ষিপ্ত শর সহ্য করে, আমিও তেমনই (দুর্জনদের) অতিবাক্য (দুর্বাক্য) সহ্য করিব; কারণ দুঃশীলের সংখ্যাই অধিক।

সুশিক্ষিত হস্তী জনসমাবেশের মধ্যেও চালিত হয়, তাহাতেও রাজা আরোহণ করেন। মানুষের মধ্যেও যিনি অতিবাক্য (দুর্বাক্য) সহ্য করেন, তিনিই দান্ত এবং সর্বোত্তম। শিক্ষিত অশ্বতর, সিন্ধুদেশজাত আজানেয় অশ্ব এবং কুঞ্জর জাতীয় মহানাগ (হস্তী) ইহারা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যিনি আত্মসংযম করিয়াছেন তিনি তদপেক্ষা উত্তম।' (ধর্মপদ, শ্লোক—৩২০-৩২২)

অন্বয় : 'নাগোব' হস্তীর ন্যায়। 'চাপতো পতিতং' ধনু হইতে মুক্ত। 'অতিবাক্যং' আট প্রকার অনার্য ব্যবহারবশে প্রবৃত্ত ত্যাজ্য বচন।

'তিতিক্খিসং' যেমন সংগ্রামে অবতীর্ণ সুদান্ত মহাহস্তী শক্তি প্রহারাদি (বর্শা, বল্লম প্রভৃতি শক্তির প্রহার) সহনক্ষম, চাপ হইতে মুক্ত নিজের শরীরে পতিত শরগুলোকে নিরুদ্বেগে সহ্য করে, তদ্রূপ এইরূপ অতিবাক্য আমি সহ্য করিব। 'দুস্সীলো হি' এই লৌকিক জনসাধারণ বহু দুঃশীল, নিজ নিজ অভিপ্রায় অনুসারে দুর্বাক্য বলিতে বলিতে বিচরণ করে, তাহাকে সহ্য করা এবং তাহাকে জানা আমার দায়িত্ব। 'সমিতিং' উদ্যান ক্রীড়া মণ্ডলাদিতে জনগণের মধ্য দিয়া যাইবার সময় সুদান্ত গো-জাতি এবং অশ্ব-জাতিকে (শকটে) যোজনা করিয়া লোকে গমন করিয়া থাকে। তদ্রূপ বাহনাদি লইয়া যাইবার সময় রাজাও সুদান্ত বাহনেই

http://kalpataruboi.org

আরোহণ করেন। 'মনুস্‌সেসু' মনুষ্যগণের মধ্যেও চারি আর্যমার্গের দ্বারা সুদান্ত ও শান্ত মনুষ্যই শ্রেষ্ঠ। 'যোজিবাক্যং' যে ব্যক্তি এইরূপ দুর্বাক্য পুনঃ পুনঃ শুনিয়াও সহ্য করে, প্রতিবাদ করে না, বিরক্ত হয় না, এইরূপ সুদান্ত ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ।

'অস্‌সতরা' মোটকীর সহিত গদ্রভের মিলনে জাতকে অশ্বতর বলা হয়। 'আজানীয়া' অশ্বদমনকারী সারথি যে পন্থা প্রয়োগ করে তাহাকে শীঘ্র জাননসমর্থকে আজানীয় বলা হয়। 'সিন্ধবা' সিন্ধবরাষ্ট্রের অশ্বসমূহ। 'মহানাগা' কুঞ্জরসদৃশ মহা হস্তীসমূহ। 'অত্তদন্তো' এই সকল অশ্বতর, সিন্ধব এবং কুঞ্জরগণ দান্ত হইলেই ভাল, অদান্ত হইলে নহে। যে ব্যক্তি চারি প্রকার আর্যমার্গের দ্বারা নিজেকে দান্ত করিয়াছে বলিয়া আত্মদন্ত এবং শান্ত, ইনি তাহাদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, ইহাদের সকল হইতে উত্তরিতর বা শ্রেষ্ঠ—এই অর্থ। দেশনাবসানে ঘুষ লইয়া বীথি, চৌরাস্তা প্রভৃতি স্থলে দাঁড়াইয়া যে জনতা আক্রোশ করিয়াছে, নিন্দা করিয়াছে তাহারা সকলেই স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

আত্মদান্ত উপাখ্যান সমাপ্ত

হন্ত্যাচার্যপূর্বক ভিক্ষুর উপাখ্যান—২

৪. ন হি এতেহি যানেহি গচ্ছেয্য অগতং দিসং,
যথাত্তনা সুদন্তেন দন্তো দন্তেন গচ্ছতি।...৩২৩

অনুবাদ : সংযমী পুরুষ আত্মসংযমের সাহায্যে নির্বাণের পথে অগ্রসর হন। কারণ এসকল যানবাহন (হস্তী, অশ্ব ইত্যাদি) সেখানে যেতে পারে না।

অন্বয় : দন্তো দন্তেন সুদন্তেন অত্তনা যথা অগতং দিসং গচ্ছতি (সংযমী পুরুষ দম ও আত্মসংযম দ্বারা অগম্য দিকে অগ্রসর হন); এতেহি যানেহি ন হি গচ্ছেয্য (এ সকল যানের সাহায্যে যান না)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : নিজেকে দমন করার মত কঠিন কাজ আর নেই। অথচ আত্মদমন না করতে পারলে সবই বৃথা। কেননা ইন্দ্রিয়জয়ের দ্বারাই নির্বাণের লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব, অন্য উপায় নেই—নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

'ন হি এতেহি' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে এক হন্ত্যাচার্যপূর্বক ভিক্ষুকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

সে একদিন অচিরবতী নদীতীরে জনৈক হস্তীদমনকারীকে 'আমি একটি হস্তী দমন করিব' বলিয়া নিজের ঈপ্সিত উপায় শিক্ষা দিতে অসমর্থ দেখিয়া নিকটে অবস্থানকারী ভিক্ষুদের ডাকিয়া বলিল—'আবুসো, যদি এই হন্ত্যাচার্য অমুক স্থানে এই হস্তীকে বিদ্ধ করিতে পারে, তাহা হইলে শীঘ্র সে এই উপায় শিক্ষা করিতে পারিবে।' সে তাহার কথা শুনিয়া তদ্রূপ করিয়া সেই হস্তীকে সুদান্ত করিল। ভিক্ষুগণ এই বিষয়টা শাস্তাকে জানাইলেন। শাস্তা সেই ভিক্ষুকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

http://kalpataruboi.org

'তুমি কি সত্যই এইরূপ বলিয়াছ?'

'সত্য, ভন্তে।' তখন ভগবান তাহার নিন্দা করিয়া বলিলেন—

'মূর্খ, হাতীঘোড়া প্রভৃতিকে দমন করিয়া তোমার কি হইবে? এই সকল যানের দ্বারা তুমি অগতপূর্বস্থানে যাইতে সমর্থ হইবে না। নিজেকে সুদান্ত করিতে পারিলেই অগতপূর্বস্থানে যাইতে পারিবে। অতএব নিজেকেই দমন কর। ইহাদের দমন করিয়া লাভ কি?' এই কথা বলিয়া শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'যে অগতস্থানে (অর্থাৎ নির্বাণে) এই সকল যান—হস্তীযান, অশ্বযান, (ইত্যাদি) যাইতে পারে না, সেই নির্বাণপারে সম্যক, আত্মসংযমশীল ব্যক্তি ইন্দ্রিয়াদি সংযম প্রভাবে অক্লেশে চলিয়া যান।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩২৩

অন্বয় : হস্তীযান প্রভৃতি যে সকল যান আছে (অর্থাৎ বাহন আছে) এই সকল কোন যানের দ্বারা কোন ব্যক্তি স্বপ্নেও ইতিপূর্বে অগতপূর্ব হেতু 'অগত' নামক নির্বাণের দিকে যাইতে পারে না, যেমন পূর্বভাগে ইন্দ্রিয়দমনের দ্বারা এবং অপরভাগে আর্যমার্গ ভাবনার দ্বারা সুদান্তের দ্বারা (শাস্তার দ্বারা) দান্ত শান্ত প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ঐ অগতপূর্ব দিকে যাইতে পারে, দান্তভূমি প্রাপ্ত হইতে পারে। তাই আত্মদমনকেই অন্যান্য সবকিছুকে দমন করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

হস্ত্যাচার্যপূর্বক ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত

পরিজীর্ণ ব্রাহ্মণের পুত্রগণের উপাখ্যান—৩

৫. ধনপালকো নাম কুঞ্জরো কটুকপ্পভেদনো দুন্নিবারযো,
বদ্ধো কবলং ন ভুঞ্জতি সুমরতি নাগবনস্‌স কুঞ্জরো।...৩২৪

অনুবাদ : ধৃত অবস্থায় ধনপালক নামক হস্তী দুর্নিবার হস্তী তৃণও গ্রহণ করে না; তখন সে নাগবনের কথা স্মরণ করে।

অন্বয় : কটুকপ্পভেদনো দুন্নিবারযো ধনপালকো নাম কুঞ্জরো বদ্ধো কবলং ন ভুঞ্জতি (তীক্ষ্ণ মদস্রাবী, দুর্নিবার ধনপালক নামক হস্তী বদ্ধ অবস্থায় তৃণও ভক্ষণ করে না), কুঞ্জরো নাগবনস্‌স সুমরতি (হস্তী তখন নাগবনের কথা স্মরণ করে)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : তীক্ষ্ণ, মদমত্ত, দুর্ধর্ষ ধনপাল একটি হাতী রমণীয় হস্তিবন থেকে কাশীরাজের আদেশে ধৃত হয়ে হস্তিশালায় আনীত হয়। সেখানে তাকে বিচিত্র যবনিকায় আবৃত করে সৌরভমণ্ডিত ও বিস্তৃত চন্দাতপযুক্ত রমণীয় প্রকোষ্ঠে রাখা হল এবং উপাদেয় খাদ্যদ্রব্যে তাকে আপ্যায়িত করা হল। কিন্তু তার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হওয়ার সে মনঃকষ্টে আহার গ্রহণে বিরত হল। কেবলমাত্র সে নাগবন ও মাতৃচ্ছেদের কথা স্মরণ করছিল।

'ধনপালো' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা শ্রাবস্তীতে অবস্থানকালে জনৈক পরিজীর্ণ ব্রাহ্মণের পুত্রগণকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

http://kalpataruboi.org

শ্রাবস্তীতে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন যাঁহার ধনসম্পদ ছিল অষ্টশত সহস্র। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত চারিজন পুত্রের বিবাহ দিয়া চারি শতসহস্র প্রদান করিয়াছিলেন। তারপর ব্রাহ্মণীর মৃত্যু হইলে পুত্রগণ মন্ত্রণা করিল—'যদি পিতা অন্য একজন ব্রাহ্মণী লইয়া আসেন তাহা হইলে সেই ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত সন্তানদের কারণে পিতার অবশিষ্ট ধন বিনষ্ট হইবে। অতএব, চল আমরা পিতার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করি' বলিয়া প্রত্যহ তাঁহার জন্য উৎকৃষ্ট গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া, হস্তপদাদি মর্দন করিয়া সেবা করিতে লাগিল। একদিন পিতা দিবানিদ্রা হইতে উত্থিত হইলে তাহারা পিতার হস্তপাদ মর্দন করিতে করিতে একাকী গৃহবাসের অসুবিধার কথা জানাইয়া তাঁহাকে বলিল—'আমরা যাবজ্জীবন আপনাকে এইভাবেই সেবা করিব। আপনি অবশিষ্ট ধন আমাদের হস্তে প্রদান করুন।' ব্রাহ্মণ পুনরায় প্রত্যেক পুত্রকে এক শতসহস্র প্রদান করিয়া নিজের পরিধেয় বস্ত্র মাত্র রাখিয়া অবশিষ্ট গৃহসামগ্রী চারভাগ করিয়া পুত্রদের প্রদান করিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র কিছুদিন তাঁহার সেবা করিল। একদিন তিনি স্নান করিয়া ফিরিবার সময় দ্বারকোষ্ঠকে দাঁড়াইয়া পুত্রবধূ বলিল—'আপনি কি জ্যেষ্ঠপুত্রকে একশত বা এক সহস্র অর্থ বেশি প্রদান করিয়াছেন? প্রত্যেক পুত্রকে দুই দুই শত সহস্র করিয়া দেন নাই কি? তাহা হইলে অন্য পুত্রগণের নিকট যাইয়া থাকিতেছেন না কেন?' তিনিও 'বৃষলি, তুই মর' বলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া অন্য পুত্রের গৃহে চলিয়া আসিলেন। কিছুদিন পরে ঐ একই উপায়ে সেই স্থান হইতেও বিতাড়িত হইয়া তৃতীয় পুত্রের গৃহে আসিলেন। এইভাবে চলিতে থাকিল। শেষে কোন পুত্রের গৃহেই তাঁহার স্থান হইল না। অবশেষে তিনি গৈরিক বস্ত্র ধারণ করিয়া সাধুবেশে ভিক্ষাচর্যার দ্বারা জীবন কাটাইতে লাগিলেন। কিছুদিন গত হইলে তাঁহার শরীর জরাজীর্ণ হইয়া গেল। দুর্ভোজন এবং দুঃখে (যত্রতত্র) শয়নের কারণে শরীর রুগ্ন হইল। একদিন ভিক্ষাচর্যা হইতে ফিরিয়া আসিয়া একটি বেঞ্চিতে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। ঘুম হইতে উঠিয়া নিজের দিকে তাকাইলেন এবং পুত্রগণের নিকট তাঁহার কোন স্থান নাই দেখিয়া চিন্তা করিলেন—'শ্রমণ গৌতম নাকি দয়ালু, স্পষ্টবাদী, সুখস্বভাবী (ভালভাবে সকলকে সম্ভাষণ করেন) এবং সকলকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করেন। আমি শ্রমণ গৌতমের নিকট যাইয়া তাঁহার করুণাপ্রার্থী হইব'। তিনি অন্তর্বাস এবং বহির্বাস উত্তমরূপে পরিধান করিয়া ভিক্ষাপাত্র লইয়া দণ্ডহস্তে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

অনন্তর জনৈক ব্রাহ্মণমহাশাল (অর্থাৎ খ্যাতিমান ব্রাহ্মণ) যাঁহার রুক্ষবেশ এবং রুক্ষশরীর তিনি ভগবানের নিকট আসিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। শাস্তা একপার্শ্বে উপবিষ্ট তাঁহার সহিত প্রীতিসম্ভাষণ করিয়া বলিলেন—'ব্রাহ্মণ, আপনি রুক্ষদেহ এবং রুক্ষবেশী কেন?' ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন—'ভন্তে, আমার চার পুত্র। তাহারা তাহাদের ভার্যাদের কথায় আমাকে বহিষ্কার করিয়াছে।' শাস্তা বলিলেন—'হে ব্রাহ্মণ, তাহা হইলে আপনি এই গাথাগুলি শিখিয়া সভাস্থলে

http://kalpataruboi.org

অনেক জনসমাগম হইলে এবং আপনার পুত্রেরাও আসিয়া উপস্থিত হইলে গাথাগুলি ভাষণ করিবেন—

'যাঁহাদের জন্ম হইলে আমি আনন্দিত হইয়াছিলাম এবং যাহাদের বাঁচিয়া থাকা আমার অভীষ্ট ছিল, তাহারা আজ পত্নীদের পরামর্শে কুকুর যেমন শূকরকে তাড়াইয়া দেয় তেমনি আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছে।

'অসৎ এবং নীচ পুত্ররূপী রাক্ষসগণ তখন আমাকে 'বাবা বাবা' বলিয়া ডাকিত, এখন তাহারা বয়োবৃদ্ধ আমাকে পরিত্যাগ করিতেছে।'

'জীর্ণ অব্যবহার্য অশ্ব যেমন খাদ্যলাভ হইতে বঞ্চিত হয়, তেমনি পুত্রদের এই বৃদ্ধ পিতা (স্বগৃহে আহার হইতে বঞ্চিত হইয়া) পরগৃহে ভিক্ষা করিতেছে।'

'আমার অবাধ্য পুত্রগণ অপেক্ষা আমার এই যষ্টিই শ্রেয় যাহা চণ্ড গরুকে এবং চণ্ড কুকুরকে বিতাড়িত করে। অন্ধকারে আমার সম্মুখে থাকিয়া আমাকে চলিতে সাহায্য করে, গভীর জলে আমার জন্য ঠাঁই খোঁজে এবং এই যষ্টির প্রভাবে স্খলিত হইলেও আবার উঠিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হই।' [সংযুক্ত নিকায় ৭/২/৪]

তিনি ভগবানের নিকট সেই গাথাগুলি শিখিয়া ব্রাহ্মণদের সমাগম দিবসে সর্বালঙ্কারভূষিত হইয়া তাঁহার পুত্রগণ সভামধ্যে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণগণমধ্যে মহার্ঘ আসনে উপবেশন করিলে 'ইহাই আমার উপযুক্ত সময়' মনে করিয়া তিনি (ব্রাহ্মণ) সভামধ্যে প্রবেশ করিয়া হাত তুলিয়া বলিলেন—'আপনারা শ্রবণ করুন, আমি আপনাদের নিকট কয়েকটি গাথা ভাষণ করিতে ইচ্ছুক। শ্রবণ করুন।'

'হে ব্রাহ্মণ, ভাষণ করুণ, আমরা শুনিব।' ব্রাহ্মণ দণ্ডায়মান অবস্থাতেই ভাষণ করিলেন। সেই কালে মনুষ্যদের ব্রত ছিল—'যে মাতাপিতার নিকট যাইয়া মাতাপিতার সেবা না করে (মাতাপিতাকে পোষণ না করে), তাহার মৃত্যুদণ্ড।' তাই ভয়ে ব্রাহ্মণপুত্রগণ পিতার পদতলে পতিত হইয়া বলিল—'পিত, আমাদের জীবন দান করুন।' পিতার কোমল হৃদয়বৃত্তিবশে তিনি বলিলেন—'ওহে, আপনারা আমার পুত্রগণকে মারিবেন না। তাহারা আমাকে পোষণ করিবে।' তখন মনুষ্যগণ তাঁহার পুত্রগণকে বলিলেন—'ওহে যদি অদ্য হইতে তোমরা তোমাদের পিতার পোষণ না কর, তোমাদের হত্যা করিব।' তাহারা ভীত হইয়া পিতাকে পৃষ্ঠদেশে বসাইয়া নিজেরা তাঁহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইয়া তাঁহার শরীরে তৈলমর্দন করিয়া সুবাসিত দ্রব্য ম্রক্ষিত করিয়া সুগন্ধ চূর্ণাদি দ্বারা স্নান করাইয়া ব্রাহ্মণীদের ডাকাইয়া অদ্য হইতে আমাদের পিতাকে উত্তমরূপে সেবা করিবে, যদি তোমরা বিপরীত আচরণ কর, তাহা হইলে তোমাদের শাস্তিবিধান করিব।' বলিয়া উৎকৃষ্ট ভোজ্যদ্রব্যাদি তাঁহাকে ভোজন করাইলেন।

ব্রাহ্মণ সুখভোজন ও সুখশয়ন পাইয়া অল্পদিনের মধ্যে শক্তি লাভ করিলেন, তাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ প্রশান্ত হইল। একদিন তিনি নিজের দিকে

http://kalpataruboi.org

তাকাইয়া—'আমার এই সম্পত্তি শ্রমণ গৌতমের কারণেই লাভ করিয়াছি' চিন্তা করিয়া ভগবানকে উপহার দিবার জন্য একজোড়া চীবর লইয়া ভগবানের নিকট যাইয়া স্বাগতাভিনন্দন লাভ করিয়া একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া চীবর জোড়া ভগবানের পাদমূলে রাখিয়া বলিলেন—'হে গৌতম, আমরা ব্রাহ্মণগণ আচার্যকে আচার্য দক্ষিণা দিয়া থাকি। আপনি আমার আচার্য, অতএব আমার এই আচার্য দক্ষিণা গ্রহণ করুন।' ভগবান ব্রাহ্মণকে অনুগৃহীত করিবার জন্য ব্রাহ্মণের দান গ্রহণ করিয়া ধর্মদেশনা করিলেন। দেশনাবসানে ব্রাহ্মণ ত্রিশরণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এইরূপ বলিলেন—'হে গৌতম, আমার পুত্রগণ আমার জন্য প্রত্যহ চারিটি আহারের ব্যবস্থা করিয়াছে। তাহা হইতে আমি দুইটি আহার প্রত্যহ আপনাকে দান করিব। শাস্তা তাঁহাকে এই বলিয়া বিদায় দিলেন—'হে ব্রাহ্মণ, যাহারা আমাদের সাদরে আহ্বান করে আমরা তাহাদের নিকট যাই।' ব্রাহ্মণ গৃহে যাইয়া পুত্রদের বলিলেন—'বৎসগণ, শ্রমণ গৌতম আমার সহায়। তাঁহাকে আমি নিত্য দুইজনের আহার দান করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছি। তিনি আসিলে তোমরা বিরূপ আচরণ করিও না।' তাহারা 'বেশ তাহাই হউক' বলিয়া সম্মতি প্রদান করিল।

শাস্তা পরের দিন ভিক্ষায় বাহির হইয়া ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠপুত্রের গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে শাস্তাকে দেখিয়া পাত্র গ্রহণ করিয়া গৃহে তাঁহাকে প্রবেশ করাইয়া মহার্ঘ পালংকে বসাইয়া উৎকৃষ্ট ভোজন প্রদান করিল। শাস্তা পরের দিন অন্য পুত্রের নিকট, এইভাবে সকলের গৃহে গমন করিলেন। সকলেই তাঁহাকে তদ্রূপভাবে সৎকার করিল। একদিন কোন এক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান উপস্থিত হইলে জ্যেষ্ঠপুত্র পিতার নিকট যাইয়া বলিল—'পিত, মঙ্গলদিবসে আমরা কাহাদের দান করিব?'

'আমি অন্য কাহারও কথা জানি না, শ্রমণ গৌতমই আমাদের বন্ধু।'

'তাহা হইলে তাঁহাকে আগামীকল্যের জন্য পঞ্চশত ভিক্ষুসহ নিমন্ত্রণ করুন।'

ব্রাহ্মণ তাহাই করিলেন। শাস্তা পরের দিন সপরিবার তাঁহার গৃহে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণ হরিতোপলিপ্ত সর্বালঙ্কার প্রতিমণ্ডিত গৃহে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে বসাইয়া জলশূন্য মধুপায়স এবং উত্তম খাদ্যভোজ্য পরিবেশন করিলেন। তাঁহাদের আহারকৃত্য সম্পন্ন না হইতেই ব্রাহ্মণের চারিপুত্র শাস্তার নিকট বসিয়া বলিল—'হে গৌতম, আমরা আমার পিতার সেবা করি, আমাদের কোন ত্রুটি হয় না। তাঁহার দিকে তাকাইয়াই দেখুন না।'

শাস্তা বলিলেন—'তোমাদের কল্যাণজনক কাজই করিয়াছ। প্রাচীন পণ্ডিতেরাও মাতাপিতার পোষণ করিতেন।' ইহা বলিয়া 'সেই হস্তীর অন্যমনস্কতার কারণে শল্লকী এবং কুটজ উৎপন্ন হইয়াছিল' ইত্যাদি একাদশ নিপাতে 'মাতুপোসকনাগরাজ জাতক' (জাতক সংখ্যা-৪৫৫) বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

http://kalpataruboi.org

'ধনপাল নামক তীব্রমদস্রাবী দুর্নিবার কুঞ্জর অবরুদ্ধ অবস্থায় আহার্য ভক্ষণ করে না। কুঞ্জর তাহার নাগবনকেই স্মরণ করিতে থাকে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩২৪

অন্বয় : 'ধনপালো নাম' তখন কাশিরাজের দ্বারা প্রেষিত হস্ত্যাচার্যের দ্বারা রমণীয় নাগবনে ধৃত হস্তীর এই নাম। 'কটুকভেদন' তীক্ষ্ণমদ। মদকালে হস্তীদের কর্ণচূড়িকা ভিন্ন হয় কাজেই স্বভাবত তাহারা অঙ্কুশ বা বল্লমের আঘাতকে উপেক্ষা করে এবং চণ্ডরূপ ধারণ করে। সে তখন অতি চণ্ড। তাই উক্ত হইয়াছে—'কটুকভেদনো দুন্নিবারয়ো'। 'বদ্ধো কবলং ন ভুঞ্জতি।' তাহাকে বাঁধিয়া হস্তিশালায় লইয়া যাইয়া বিচিত্র পর্দার দ্বারা চতুর্দিকে ঢাকিয়া দেওয়া হইল। বাঁধানো সুগন্ধ মেঝের উপর বিচিত্ররকমের বিতান খাটানো হইয়াছে। রাজযোগ্য নানাগ্ররসযুক্ত ভোজন রাজার দ্বারা রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু হস্তী কিছুই ভোজন করিতে ইচ্ছা করিল না। তাই বলা হইয়াছে—'বদ্ধো কবলং ন ভুঞ্জতী'তি। 'সুমরতি নাগবনস্স' সে 'আমার রমণীয় বাসস্থান' বলিয়া নাগবনের কথাই স্মরণ করিতেছে। 'আমার মতো অরণ্যে পুত্রবিয়োগদুঃখে কাতর। মাতাপিতাকে সেবা করার ধর্ম আমার পূর্ণ হইতেছে না। আমার এই ভোজনের প্রয়োজন নাই' এইভাবে মাতাপিতার সেবা করার ধর্মের কথাই হস্তী স্মরণ করিয়াছিল। কেবলমাত্র নাগবনে থাকিয়াই এই সেবাধর্ম পূরণ করা সম্ভব। তাই বলা হইয়াছে—'সুমরতি নগ্গবনস্স কুঞ্জরো'। শাস্তা যখন এইভাবে নিজের পূর্বজন্মের কথা বর্ণনা করিতেছিলেন সকলেই অশ্রু সংবরণ করিতে পারে নাই। সকলেরই হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়াছিল এবং মনোযোগ সহকারে শাস্তার ধর্মদেশনা শুনিতেছিল। অনন্তর ভগবান তাহাদের উপকার হইয়াছে জানিয়া সত্যসমূহ প্রকাশ করিবার ধর্মদেশনা করিয়াছিলেন। দেশনাবসানে পুত্র-পুত্রবধূগণসহ সেই ব্রাহ্মণ স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

পরিজীর্ণ ব্রাহ্মণের পুত্রগণের উপাখ্যান সমাপ্ত

পসেনদি কোশলের উপাখ্যান—৪

৬. মিদ্ধী যদা হোতি মহগ্ঘসো চ নিদ্দাযিতা সম্পরিবত্তসাযী,
মহাবরাহো'ব নিবাপপুট্ঠো পুনপ্পুনং গব্ভমুপেতি মন্দো।...৩২৫

অনুবাদ : যখন মানুষ অলস ও লোভী হয় তখন সে নিবাপপুষ্ট মহাবরাহের ন্যায় ইতস্তত গড়াগড়ি দেয়। সেই নির্বোধ ব্যক্তি পুন পুন জন্মগ্রহণ করে।

অন্বয় : যদা মিদ্ধী মহগ্ঘসো চ হোতি (যে অলস ও অতিলোভী হয়ে) নিবাপপুট্ঠো মহাবরাহো ইব নিদ্দাযিতা সম্পরিবত্তসাযী (নিবাপপুষ্ট মহাবরাহের ন্যায় নিদ্রায় ইতস্তত পার্শ্ব পরিবর্তন করে) সো মন্দো পুনপ্পুনং গব্ভং উপেতি (সেই মন্দবুদ্ধি পুন পুন জন্মগ্রহণ করে)।

kalpataru boi.PDF

http://kalpataruboi.org

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : জিহ্বার লোভ থেকে অনেক অনিষ্টের উৎপত্তি হয়। লোভলিপ্সা মানুষকে অন্য বিষয়ে অমনোযোগী করে তোলে। অপরিমিত ভোজনের সঙ্গে সঙ্গে আসে আলস্য আরামপ্রিয়তা ও নিদ্রাতুরতা। এভাবে মানুষ সমস্ত সৎকর্মের অনুপযুক্ত হয়ে পশুর তুল্য হয়ে পড়ে। নানা অকল্যাণে পরিপূর্ণ হয় তার জীবন। পরিণামে সংসার শৃঙ্খল ক্রমেই শক্ত করে বাঁধে তাকে, মুক্তি কঠিন থেকে কঠিনতর হয়।

'মিদ্ধী যদা হোতি' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে রাজা পসেনদি কোশলকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

এক সময় রাজা এক দ্রোণ তণ্ডুলের ভাত তদনুরূপ সূপব্যঞ্জন সহযোগে ভোজন করিতেন। একদিন তিনি আহারান্তে ভাতঘুম না ঘুমাইয়া শাস্তার নিকট যাইয়া ক্লান্ত হইয়া এদিকে-সেদিকে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। নিদ্রায় অভিভূত হইয়া ঋজুভাবে (শুইতে) অসমর্থ হইয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। তখন শাস্তা তাঁহাকে বলিলেন—'মহারাজ, আপনি কি বিশ্রাম না করিয়াই চলিয়া আসিয়াছেন?'

'হ্যাঁ ভন্তে, ভোজনের পর হইতে আমার খুব কষ্ট হইতেছে।' তখন শাস্তা তাঁহাকে বলিলেন—'মহারাজ, অতিবাহু, ভোজনই কষ্টের কারণ' ইহা বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'যখন মনুষ্য স্বভাবত অলস এবং অত্যন্ত ভোজনপটু হয়, তখন সে নিবাপপুষ্ট গৃহপালিত স্থূল শূকরের ন্যায় নিদ্রালু হইয়া পড়ে এবং ইতস্তত গড়াগড়ি দেয়। (তজ্জন্য সে অনিত্যাদি ত্রিলক্ষণসম্পন্ন ভাবনা করিতে পারে না) এবং (তদ্ধেতু) পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩২৫

অন্বয় : 'মিদ্ধী' আলস্য-তন্দ্রাভিভূত। 'মহগ্ঘসো চ' মহাভোজনকারী আহরহস্তক (অতিরিক্ত ভোজনহেতু স্বয়ং আসন হইতে উঠিতে সমর্থ না হইয়া 'আমার হাত ধরিয়া উঠাও' যে বলিয়া থাকে), অলংসাটক (অতিরিক্ত ভোজন হেতু উদর স্ফীতির জন্য স্বয়ং বস্ত্র পরিধান করিতে অক্ষম), তত্রবট্টক (উঠিতে অক্ষম হইয়া সেইস্থানেই গড়াগড়ি দেয়), কাকমাসক (কাকের ন্যায় মুখগহ্বর পূর্ণ করিয়া আহার কর), ভূক্তবমিতক (মুখে ধারণ করিতে অক্ষম হইয়া বমি করে) এই পাঁচ প্রকার ব্রাহ্মণের ভোজন সুখকর নহে।

'নিবাপপুট্ঠো' কুণ্ডকাদি শূকরভোজ্যের দ্বারা পুষ্ট। গৃহপালিত শূকর তরুণবয়স হইতে পালিত হইয়া স্থূলশরীরকালে গৃহ হইতে বাহিরে যাইতে না পারিয়া মঞ্চাদির নীচে গড়াগড়ি দিয়া (অতিকষ্টে) নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস যোগে শয়ন করে। এইরূপ উক্ত হইয়াছে—'যখন মানুষ অলস এবং ভোজনপটু হয়, তখন সে নিবাপপুষ্ট মহাবরাহের ন্যায় অন্য কোন ঈর্যাপথে গমনে অসমর্থ হইয়া নিদ্রালু হইয়া ইতস্তত গড়াগড়ি দিতে থাকে। তখন সে 'অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম' এই ত্রিলক্ষণ স্মরণ করিতে পারে না। ইহাদের স্মরণ করিতে না পারিয়া মন্দপ্রাজ্ঞ ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে, গর্ভবাস হইতে মুক্ত হইতে পারে না।

http://kalpataruboi.org

দেশনাবসানে শাস্তা রাজার উপকারের জন্য এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'যে ব্যক্তি সদা স্মৃতিমান এবং ভোজনে যাহার মাত্রা জানা আছে, তাহার (দুঃখ) বেদনা হ্রাস পায়, (ভূক্ত অন্ন) ধীরে ধীরে জীর্ণ হয় এবং আয়ুকে পালন করে।' [সংযুক্ত নিকায়, ১/১/১২৪] এবং উত্তমমাণবকে গাথা শিখাইয়া বলিলেন—'এই গাথা রাজার ভোজনের সময় পাঠ করিবে। এই উপায়ে রাজার ভোজন হ্রাস করিবে' এইভাবে উপায় বলিয়া দিলেন। উত্তমমাণব তাহাই করিল। পরে নাড়িকমাত্র অন্ন ভোজনে রত থাকিয়া রাজা একদিন লঘুশরীরযুক্ত হইয়া শরীরে সুখ অনুভব করিলেন। এই কারণে শাস্তার প্রতি বিশ্বাস উৎপন্ন হওয়াতে রাজা সপ্তাহকাল যাবত (বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে) অসদৃশ দান (অতুলনীয়) দান দিলেন। দানানুমোদনের সময় জনতা মহাফল প্রাপ্ত হইয়াছিল।

পসেনদি কোশলের উপাখ্যান সমাপ্ত

সানু শ্রামণের উপাখ্যান—৫

৭. ইদং পুরে চিত্তমচারি যেনিচ্ছকং যথকামং যথাসুখং,
তদজ্জ'হং নিগ্‌গহেস্‌সামি যোনিসো
হত্থিপ্পভিন্নং বিয অঙ্কুসগ্‌গহো।...৩২৬

অনুবাদ : এই চিত্ত পূর্বে আপন অভিলাষ ও কামনা অনুযায়ী যথেচ্ছ ঘুরে বেড়িয়েছে। মত্ত হাতীকে যেমন অঙ্কুশ দ্বারা দমন করা হয়, সেরূপ আজ আমি চিত্তকে সম্পূর্ণ বশে আনব।

অন্বয় : ইদং চিত্তং পুরে যেনিচ্ছকং যথকামং যথাসুখং চারিকং অচারি (এই চিত্ত পূর্বে নিজ অভিলাষ ও কামনা অনুযায়ী যথেচ্ছ ভ্রমণ করে বেড়িয়েছে), তৎ অজ্জ অহং যোনিসো (তাকে আজ আমি সম্পূর্ণ দমন করব) পভিন্নং হত্থি অঙ্কুসগ্‌গহো বিয নিগ্‌গহেস্‌সামি (যেমন মদস্রাবী হস্তীকে অঙ্কুশ দ্বারা দমন করা হয়)।

'ইদং পুরে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে সানু নামক শ্রামণেরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

সে ছিল এক উপাসিকার একমাত্র পুত্র। উপাসিকা তাহার তরুণ বয়সেই তাহাকে প্রব্রজিত করিয়াছিলেন। প্রব্রজিত হওয়ার পর হইতে সে ছিল শীলবান, ব্রতসম্পন্ন এবং আচার্য-উপাধ্যায়-আগন্তুক ভিক্ষুদের ব্রত সম্পাদন করিত। প্রতি মাসের অষ্টম দিনে সে সকালেই উঠিয়া উদক-আঢ়কে উদক স্থাপিত করিয়া, ধর্মশ্রবণের স্থান সম্মার্জিত করিয়া, আসন বিছাইয়া, দীপ জ্বালিয়া মধুরস্বরে ধর্মশ্রবণের কথা ঘোষণা করিত। ভিক্ষুগণ তাহার ক্ষমতার কথা জানিয়া অনুরোধ করিতেন—'হে শ্রামণের, তুমি সুর করিয়া বল।' সে 'আমার বুক কাঁপে, শরীরে কষ্ট হয়' ইত্যাদি কোন অজুহাত না দিয়া ধর্মাসনে উঠিয়া আকাশ হইতে গঙ্গাকে

http://kalpataruboi.org

অবতরণ করানোর ন্যায় সুর করিয়া ঘোষণা করিয়া (ধর্মাসন হইতে) অবতরণকালে বলিত—'এই সরভঞ্ঞঞ্জনিত পুণ্য আমি আমার মাতাপিতাকে প্রদান করিতেছি।' লোকেরা বুঝিতে পারিত না যে সে তাহার পুণ্যফল মাতাপিতাকে দান করিতেছে। তাহার পূর্বজন্মের মাতা যক্ষিণী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দেবতাদের সঙ্গে আসিয়া ধর্ম শ্রবণ করিয়া বলিতেন—'বৎস, শ্রামণের প্রদত্ত পুণ্যফল আমি অনুমোদন করিতেছি।' 'শীলসম্পন্ন ভিক্ষু দেবলোকসহ মনুষ্যলোকে সকলের প্রিয় হয়।' দেবতারা শ্রামণেরের প্রতি লজ্জাশীল, শ্রদ্ধাসম্পন্ন। তাঁহারা তাহাকে মহাব্রহ্মা এবং অগ্নিস্কন্ধের ন্যায় মনে করিতেন। শ্রামণেরের প্রতি সম্মানবশত দেবতারা সেই যক্ষিণীকেও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। তাঁহারা ধর্মশ্রবণের সময় এবং যক্ষসমাগমের সময় 'সানুমাতা সানুমাতা' বলিয়া যক্ষিণীকে অগ্রাসন, অগ্রজল এবং অগ্রপিণ্ড প্রদান করিতেন। ঋদ্ধিমান যক্ষগণও তাঁহাকে দেখিলে রাস্তা হইতে সরিয়া দাঁড়াইতেন এবং আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইতেন।

বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে শ্রামণেরের ইন্দ্রিয়সমূহ পরিপক্ক হইল এবং সে দৌর্মনস্যের দ্বারা পীড়িত হইল এবং দৌর্মনস্যকে দূর করিতে না পারিয়া দীর্ঘকেশনখ ও ক্লিষ্টনিবাসন-পারুপন হইয়া কাহাকেও না জানাইয়া পাত্রচীবর লইয়া একাকী মাতার নিকট চলিয়া গেল। উপাসিকা পুত্রকে দেখিয়া বন্দনা করিয়া বলিলেন—'বৎস, তুমি পূর্বে আচার্য-উপাধ্যায়ের সঙ্গে অথবা তরুণ শ্রামণেরদের সঙ্গে লইয়া এখানে আসিতে। অদ্য তুমি একাকী আসিয়াছ কেন?' সে তাঁহার উৎকণ্ঠিতভাবের কথা জানাইল। সেই উপাসিকা নানাভাবে গৃহবাসের দোষের কথা জানাইয়া পুত্রকে উপদেশ দেওয়া সত্ত্বেও তাহাকে বুঝাইতে অসমর্থ হইয়া 'একদিন নিজের ধর্মতার দ্বারাই সে বুঝিতে পারিবে' মনে করিয়া পুত্রকে বলিলেন—'বৎস, একটু অপেক্ষা কর, আমি তোমার জন্য যাগুভাত প্রস্তুত করিতেছি। তুমি যাগু পান করিয়া আহারকৃত্যের শেষে ভাল ভাল কাপড় বাহির করিয়া দিব' বলিয়া আসন বিছাইয়া দিলেন। শ্রামণের আসন গ্রহণ করিল। উপাসিকা মুহূর্তের মধ্যে যাগু এবং শুষ্ক খাদ্য তাহাকে দিলেন। তারপর 'ভাত রান্না করিব' বলিয়া নিকটে বসিয়া চাউল ধুইতে লাগিলেন। সেই সময় যক্ষিণী—'শ্রামণের কোথায়? সে ভিক্ষাহার পাইয়াছে কি পায় নাই?' চিন্তা করিতে করিতে সে বিভ্রান্ত হইয়া প্রব্রজ্যা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইয়া বসিয়া আছে জানিয়া—'শ্রামণের আমাকে ঋদ্ধিমান দেবগণের মধ্যে লজ্জিত করিবে। আমি যাই তাহাকে বিভ্রান্ত হইতে দিব না।' চিন্তা করিয়া আসিয়া তাহার শরীর অধিগ্রহণ করিয়া তাহার গ্রীবা বাঁকাইয়া দিল। তাহার মুখ হইতে লালা ঝরিয়া পড়িতেছে। যক্ষিণী তাহাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিল। উপাসিকা পুত্রের ঐ দুর্দশা দেখিয়া বেগে যাইয়া পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া কোলে শোয়াইয়া দিলেন। সকল গ্রামবাসিগণ আসিয়া বলিকর্মাদি করিল। উপাসিকা কাঁদিতে কাঁদিতে এই গাথাদ্বয়

http://kalpataruboi.org

ভাষণ করিলেন—

'চতুর্দশী, পঞ্চদশী, দুই পক্ষের অষ্টমী, পাটিহারিয় পক্ষ বা অষ্টাঙ্গ সুসমাগত হইলে যাহারা উপোসথ করে, ব্রহ্মচর্য পালন করে যক্ষগণ তাহাদের সহিত ক্রীড়া করেন না। এই কথা আমি অর্হৎগণের মুখে শুনিয়াছি। অদ্য আমি দেখিতেছি যক্ষগণও সানুর সহিত ক্রীড়া করিতেছে!'

উপাসিকার কথা শুনিয়া (যক্ষিণী বলিল)—'চতুর্দশী, পঞ্চদশী, দুই পক্ষের অষ্টমী, পাটিহারিয় পক্ষ এবং অষ্টাঙ্গ সুসমাগত হইলে যাহারা উপোসথ করে, ব্রহ্মচর্য পালন করে, যক্ষগণ তাহাদের সহিত ক্রীড়া করেন না। অর্হৎদের নিকট আপনি যথার্থই শ্রবণ করিয়াছেন।' তারপর আবার বলিলেন—

'সানু প্রবুদ্ধ হইলে তাহাকে বলিও যক্ষদের ইহাই অভিপ্রায়' যে তুমি প্রকাশ্যে বা গোপনে পাপ করিবে না।

যদি পাপ কর্ম এখন বা ভবিষ্যতে কর, তাহা হইলে দুঃখ হইতে তোমার নিষ্কৃতি নাই, উড়িয়া পলায়ন করিলেও নিষ্কৃতি নাই।' [সংযুক্ত নিকায় ১০/৫]

'এইভাবে পাপকর্ম করিয়া পক্ষীর ন্যায় উড়িয়া পলায়ন করিলেও তোমার মুক্তি নাই' এই কথা বলিয়া যক্ষিণী শ্রামণেরকে মুক্ত করিয়া দিলেন। সে চোখ খুলিয়া মাতাকে আলুথালুকেশে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে দেখিয়া এবং সকল গ্রামবাসিগণকে সেখানে উপস্থিত থাকিতে দেখিয়া এবং স্বয়ং যে যক্ষের দ্বারা গৃহীত হইয়াছিল তাহা না জানিয়া শোয়া অবস্থাতেই মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলে—'আমি ত পূর্বে পীঠিকায় উপবিষ্ট ছিলাম, আমার মাতা নিকটে বসিয়া চাউল ধুইতেছিলেন, আমি এখন দেখিতেছি মাটিতে শুইয়া আছি, ব্যাপার কি?'

'মা, মৃতের জন্য লোকে রোদন করে, কারণ তাহাকে জীবন্ত দেখা যায় না। মা, আমাকে জীবন্ত দেখিয়াও আমার জন্য রোদন করিতেছ কেন?' [থেরাগাথা-৪৪; সংযুক্ত নিকায় ১০/৫]

তখন তাহার মাতা বস্তুকাম এবং ক্লেশকাম ত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইয়া পুনরায় বিভ্রান্ত হইয়া (গৃহবাসের জন্য) আগমন করিলে কি অপরাধ হয় তাহা প্রদর্শন করিতে যাইয়া বলিলেন—

'বৎস, মৃতের জন্যই লোকে রোদন করে, যেহেতু তাহাকে দেখা যায় না। কিন্তু যে কাম্য বিষয় ত্যাগ করিয়া পুনরায় সংসারে ফিরিয়া আসে, তাহার জন্যও রোদন করা হয়, কারণ সে জীবন ধারণ করিলেও মৃত।' [সংযুক্ত নিকায় ১০/৫]

এইভাবে বলিয়া গৃহবাসকে কুকূলসদৃশ (এক প্রকার নরক যেখানে সর্বদা উষ্ণ ভস্ম বর্ষিত হয়) এবং নরকসদৃশ (যন্ত্রণাদায়ক) বলিয়া গৃহবাস করিলে কি অপরাধ হয় তাহা প্রদর্শন করিতে পুনরায় বলিলেন—

'বৎস, তুমি কুকূল (নরক) হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া আবার কুকূলে পতিত হইতে ইচ্ছা করিতেছ। নরক হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া আবার নরকে পতিত হইতে ইচ্ছা করিতেছ।' [সংযুক্ত নিকায় ১০/৫]

http://kalpataruboi.org

তাহার পর পুত্রকে বলিলেন—'পুত্র, তোমার কল্যাণ হউক। আমাদের এই পুত্র সংসার অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে' দেখিয়া আমি তোমাকে দ্রব্যবৎ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত করিয়া বুদ্ধশাসনে প্রব্রজিত করিয়াছিলাম। আর তুমি আবার এই গৃহবাসে দগ্ধ হইতে ইচ্ছা করিতেছ। 'সম্মুখপানে অগ্রসর হও, আমাদের পরিত্রাণ কর।' কোন কি উপায় আছে যাহাতে আমি তাহার ঘৃণা উৎপাদন করিতে পারি তাহার প্রতিকূলতা উৎপাদন করিতে পারি।' ইহা প্রকাশ করিতে এই গাথা বলিলেন—

'ভন্তে, সম্মুখ পানে অগ্রসর হও, তোমার মঙ্গল হউক; প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে বাহির করা দ্রব্য তুমি আবার দগ্ধ করিতে চাও?' [সংযুক্ত নিকায় ১০/৫]

মাতা যখন বারবার এইরূপ বলিতেছিলেন তাহা লক্ষ্য করিয়া পুত্র বলিল—'আমার আর গৃহবাসের প্রয়োজন নাই।' তখন মাতা 'বৎস, সাধু সাধু' বলিয়া তুষ্ট হইয়া পুত্রকে উত্তম খাদ্যভোজ্য ভোজন করাইয়া 'তোমার বয়স কত জিজ্ঞাসা করিয়া' পরিপূর্ণ বর্ষভাব (অর্থাৎ কুড়ি বছর) জানিয়া ত্রিচীবর দান করিলেন। সে পরিপূর্ণ পাত্রচীবর লইয়া উপসম্পদা (ভিক্ষুত্ব) লাভ করিল। সে উপসম্পন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গে শাস্তা তাহার চিত্তদমনের জন্য তাহাকে উৎসাহিত করিতে বলিলেন—'চিত্ত নানা আলম্বনে সুদীর্ঘকাল বিচরণ করিতেই থাকে। ইহাকে নিগৃহীত (দান্ত) করিতে না পারিলে স্বস্তি নাই। তাই অঙ্কুশের দ্বারা যেমন মত্তহস্তীকে দমন করে তদ্রূপ চিত্তকে নিগৃহীত (দমিত) করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে' ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'এই চিত্ত পূর্বে যথেচ্ছরূপে যথাসুখে কাম্যবস্তুতে বিচরণ করিয়াছে। অঙ্কুশগ্রাহীর মদমত্তহস্তী দমনের ন্যায় আজ আমি ইহাকে তত্ত্বজ্ঞানযোগে সম্পূর্ণরূপে দমন করিব।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩২৬

অন্বয় : এই চিত্ত ইতিপূর্বে রূপাদি আলম্বনসমূহে রাগাসক্ত হইয়া যেখানে কাম উৎপন্ন হয় সেখানে যথারুচি বিচরণ করিয়া সুখ অনুভব করিয়া দীর্ঘকাল যথাসুখে বিচরণ করিয়াছে। সেই চিত্তকে অদ্য আমি সুদক্ষ অঙ্কুশগ্রাহী হস্ত্যাচার্য যেমন অঙ্কুশের দ্বারা দুর্দমনীয় মত্তহস্তীকে দমন করে, তেমনিভাবে উত্তম স্মৃতিসহকারে চিত্তকে নিগৃহীত (দমিত) করিব। ইহাকে আমার অধিকারের বাহিরে যাইতে দিব না।

দেশনাবসানে সানুসহ ধর্মশ্রবণের জন্য উপস্থিত বহু দেবগণের ধর্মাভিসময় হইয়াছিল। সেই আয়ুষ্মানও (অর্থাৎ সানু ভিক্ষু) ত্রিপিটক বুদ্ধবচন শিক্ষা করিয়া মহাধর্মকথিক হইয়া বিংশতি বর্ষাধিক একশত বৎসর অবস্থান করিয়া সকল জম্বুদ্বীপকে আলোড়িত করিয়া পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন।

সানু শ্রামণেরের উপাখ্যান সমাপ্ত

http://kalpataruboi.org

পাবেয়্যক হস্তীর উপাখ্যান—৬

৮. অপ্পমাদরতা হোথ সচিত্তমনুরক্খথ,
দুগ্গা উদ্ধরথত্তানং পঙ্কে সন্তো'ব কুঞ্জরো।...৩২৭

অনুবাদ : সজাগ হয়ে আপন চিত্তকে রক্ষা কর। কর্দম নিমগ্ন হস্তীর ন্যায় আত্মাকে পাপের পথ থেকে উদ্ধার কর।

অন্বয় : অপ্পমাদরতা হোথ (অপ্রমত্ত হও), সচিত্তম্ অনুরক্খথ (নিজ চিত্তকে রক্ষা কর), অথ সন্তো কুঞ্জরো ইব অত্তানং দুগ্গা উদ্ধরথ (পঙ্কে মগ্ন হস্তীর ন্যায় আত্মাকে দুর্গতি থেকে উদ্ধার কর)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : মানুষের নানা ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে আবদ্ধ হওয়া হাতীর পঙ্কে বদ্ধ হওয়ার সঙ্গে তুলনীয়। সদ্ধর্মের অনুপ্রেরণা তাকে দেয় নতুন শক্তি ও উদ্যম, যার সাহায্যে সে ঐ পঙ্ক থেকে নিজেকে উদ্ধার করতে পারে।

'অপ্পমাদরতা' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে কোশলরাজের 'পাবেয়্যক' নামক হস্তীকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

সেই হস্তী তরুণকালে খুব বলশালী ছিল, কিন্তু পরে জরাবাতবেগে ক্লিষ্ট হইয়া এক বৃহৎ সরোবরে অবতরণ করিয়া কল্ললে নিমগ্ন হইয়া উপরে উঠিতে সক্ষম হয় নাই। মহাজনেরা তাহাকে দেখিয়া 'এইরূপ হস্তীও এইরকম দুর্বল হইতে পারে' ইত্যাদি চর্চা করিতে লাগিল। রাজা ইহা শুনিয়া হস্ত্যাচার্যকে আদেশ দিলেন 'আচার্য, যাও সেই হস্তীকে কল্লল হইতে উদ্ধার কর।' তিনি যাইয়া সেখানে সংগ্রামশীর্ষ প্রদর্শন করিয়া সংগ্রাম ভেরীবাদন করাইলেন। মানজাতিক (অর্থাৎ মান সম্বন্ধে সজাগ) হস্তী দ্রুতবেগে উঠিয়া স্থলে আসিয়া দাঁড়াইল। ভিক্ষুগণ এই ঘটনা দেখিয়া শাস্তাকে জানাইলেন। শাস্তা বলিলেন— 'হে ভিক্ষুগণ, সেই হস্তী প্রাকৃতিক পঙ্কে দুর্গত হইয়া নিজেকে উদ্ধার করিয়াছিল। তোমরা ক্লেশদূর্গে পতিত হইয়াছ। তাই স্মৃতিসহকারে (ক্লেশের বিরুদ্ধে) প্রয়াস চালাইয়া তোমরাও নিজেদের উদ্ধার কর' ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'অপ্রমাদে রত হও, স্বীয় চিত্তকে সাবধানে রক্ষা কর এবং আপনাকে পঙ্কে মগ্ন কুঞ্জরের ন্যায় দুর্গতি হইতে উদ্ধার কর।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩২৭

অন্বয় : 'অপ্পমাদরতা' স্মৃতির অবিপ্রবাসে (স্মৃতির সতত জাগরুকতায়) অভিরত হও। 'সচিত্তং' রূপাদি আলম্বনসমূহে নিজের চিত্ত যাহাতে গ্রস্ত না হয়, তজ্জন্য চেষ্টা কর, চিত্তকে রক্ষা কর। 'দুগ্গা' যেমন সেই পঙ্কময় হস্তী স্বীয় হস্তপাদের দ্বারা প্রয়াস করিয়া পঙ্ক হইতে নিজেকে উদ্ধার করিয়া স্থলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তদ্রূপ তোমরাও ক্লেশদূর্গত, নিজেদের উদ্ধারের জন্য প্রয়াস কর, নির্বাণরূপ স্থলে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত কর। দেশনাবসানে সেই ভিক্ষুগণ অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পাবেয়্যক হস্তীর উপাখ্যান সমাপ্ত

http://kalpataruboi.org

বহু ভিক্ষুর উপাখ্যান—৭

৯. সচে লভেথ নিপকং সহাযং সদ্ধিং চরং সাধু বিহারিধীরং,
অভিভুয্য সব্বানি পরিস্সযানি চরেয্য তেন'ত্তমনো সতীমা।

১০. নো চে লভেথ নিপকং সহাযং সদ্ধিং চরং সাধুবিহা রিধীরং,
রাজা'ব রট্ঠং বিজিতং পহায একো চরে মাতঙ্গ'রঞ্ঞেব নাগো।

১১. একস্স চরিতং সেয্যো নত্থি বালে সহাযতা,
একো চরে ন পাপনি কযিরা;
অপ্পোস্সুক্কো মাতঙ্গ'রঞ্ঞে'ব নাগো।...৩২৮-৩৩০

অনুবাদ : যদি তুমি জ্ঞানী, সদাচারী ও ধীর ব্যক্তিকে বন্ধুরূপে লাভ কর, তাহলে সকল বিঘ্ন অতিক্রম করে সানন্দে অবহিতচিত্তে তাঁর অনুগমন করবে। আর যদি তুমি জ্ঞানী, সদাচারী ও ধীর ব্যক্তিকে বন্ধুরূপে না পাও, তাহলে বিজিত রাষ্ট্রত্যাগী রাজা অথবা অরণ্যে মাতঙ্গহস্তীর ন্যায় একাকী ভ্রমণ করবে। একাকী বাস শ্রেয়স্কর; নির্বোধের সাহচর্য অনুচিত। অরণ্যের হস্তীর ন্যায় অনাসক্ত হয়ে একাকী বিচরণ করবে। কখনো পাপ আচরণ করবে না।

অন্বয় : নিপাকং সদ্ধিং চরং সাধুবিহারিধীরং সহাযং স চে লভেথ (যদি তুমি সহযাত্রীস্বরূপ প্রজ্ঞাবান, সদাচারী ও ধীর বন্ধু লাভ কর) সব্বানি পরিস্সযানি অভিভুয্য তেন অত্তমনো সতীমা চরেয্য (তাহলে স্মৃতিমান ব্যক্তি সকল বিপদ অতিক্রম করে সন্তুষ্টচিত্তে বিচরণ করবে) নিপকং সদ্ধিং চরং সাধুবিহারিধীরং সহাযং চে নো লভেথ (যদি তুমি সহযাত্রীস্বরূপ প্রজ্ঞাবান, সদাচারী ও ধীর বন্ধু লাভ না কর) বিজিতং রট্ঠং পহায (বিজিত রাষ্ট্র ত্যাগ করে) রাজা ইব (রাজার ন্যায়) অরঞ্ঞে মাতঙ্গনাগো ইব একো চরে (কিংবা অরণ্যে মুক্ত হস্তীর ন্যায় একা বিচরণ করবে)। একস্স চরিতং সেয্যো (একাকী বাস করা শ্রেয়), বালে সহাযতা নত্থি (মূর্খের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় না), একো চরে (একা বিচরণ করবে), পাপানি ন চ কযিরা (পাপ আচরণ করবে না), অরঞ্ঞে মাতঙ্গনাগো ইব অপ্পোস্সুক্কো চরে (অরণ্যে মাতঙ্গ হস্তীর ন্যায় অল্পোৎসুক হয়ে বিচরণ করবে)।

'সচে লভেথ' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা পারিলেয়্যের নিকট রক্ষিতবনে অবস্থানকালে অনেক ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন। এই উপাখ্যান 'যমকবর্গে' 'পরে চ ন বিজানন্তি' ইত্যাদি গাথা বর্ণনাকালে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বলা হইয়াছে (কোসম্বকবত্থু, ধম্মপদ অট্ঠকথা ১/৫)।

সমগ্র জম্বুদ্বীপে এই কথা প্রকটিত হইয়াছিল যে, পারিলেয়্যের রক্ষিতবনে হস্তীশ্রেষ্ঠের দ্বারা সেবিত হইয়া তথাগত বসবাস করিয়াছিলেন। শ্রাবস্তী নগর হইতে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠী এবং মহাউপাসিকা বিশাখা এবং অন্যান্য আরও অনেক বড় বড় পরিবার আনন্দ স্থবিরের নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন—'ভন্তে, আমাদের শাস্তাকে দর্শন করান।' বর্ষাবাস অতিক্রান্ত হইলে দিগ্‌বিদিক হইতে পঞ্চশত ভিক্ষু উপস্থিত হইয়া আনন্দ স্থবিরকে প্রার্থনা করিলেন—'আবুসো,

http://kalpataruboi.org

আনন্দ, বহুদিন হইল আমরা ভগবানের মুখে ধর্মকথা শুনিতে পাইতেছি না। আবুসো আনন্দ, খুব ভাল হয় যদি আমরা ভগবানের মুখে ধর্মদেশনা শুনিবার সৌভাগ্য অর্জন করি।' তখন আনন্দ স্থবির সেই ভিক্ষুদের সঙ্গে লইয়া সেখানে যাইয়া—'তথাগত তিনমাস একাকী বাস করিয়াছেন। এমতাবস্থায় এতজন ভিক্ষুকে সঙ্গে লইয়া তথাগতের নিকট যাওয়া উচিত হইবে না' চিন্তা করিয়া সেই ভিক্ষুদের বাহিরে রাখিয়া একাকী শাস্তার নিকট উপস্থিত হইলেন। পারিলেয়্যেক হস্তী তাঁহাকে দেখিয়া দণ্ড লইয়া তাড়া করিল। শাস্তা আনন্দকে দেখিয়া বলিলেন—'পারিলেয়্যেক, সরিয়া যাও, সরিয়া যাও, বারণ করিও না। এও বুদ্ধসেবক।' পারিলেয়্যেক সেখানেই দণ্ড ছুঁড়িয়া ফেলিয়া পাত্রচীবর গ্রহণ করিবেন কিনা ইঙ্গিত করিল। স্থবির দিলেন না। হস্তী চিন্তা করিল—'যদি ব্রত শিখিয়া থাকে তাহা হইলে শাস্তার বসিবার পাষাণফলকে নিজের পাত্রচীবরাদি রাখিবেন না।' স্থবির পাত্রচীবর মাটিতেই রাখিলেন। ব্রতসম্পন্ন ভিক্ষুগণ গুরুদের আসনে বা শয্যায় নিজেদের পাত্রচীবরাদি রাখেন না।

স্থবির শাস্তাকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে বসিলেন। শাস্তা 'তুমি কি একাকীই আসিয়াছ' জিজ্ঞাসা করিয়া পঞ্চশত ভিক্ষু সঙ্গে আসিয়াছে শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'তাহারা কোথায়?'

'ভন্তে, আপনার মনের কথা না জানিয়া তাহাদিগকে বাহিরে রাখিয়া আসিয়াছি।'

'তাহাদিগকে ডাক।'

স্থবির তাহাই করিলেন। শাস্তা সেই ভিক্ষুদের প্রতি প্রীতিসম্ভাষণ করিলেন। ভিক্ষুগণ বলিলেন—'ভন্তে, ভগবান বুদ্ধ সুকুমার এবং ক্ষত্রিয় সুকুমার, এই তিনমাস একাকী এখানে উঠা বসাতে আপনার কতই না কষ্ট হইয়াছে। মনে হয় ব্রত-প্রতিব্রতকারকও ছিল না। মুখোদকদাতাও ছিল না।' বুদ্ধ বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, পারিলেয়্যেকহস্তী আমার সর্বকৃত্য সম্পাদন করিয়াছে। এইরূপ সহায় লাভ করিলে তাহার সঙ্গে বাস করাই যুক্তিযুক্ত। তাহা না হইলে একাকী বাস করাই শ্রেয়' ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথাগুলি ভাষণ করিলেন—

'যদি জ্ঞানবান সচ্চরিত্র ও ধীর সহায় লাভ হয়, তবে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অভিভূত করিয়া স্মৃতিমান ব্যক্তি সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহার সহিত বিচরণ করেন।

'যদি জ্ঞানবান সচ্চরিত্র ও ধীর সহায় লাভ না হয়, তাহা হইলে বিজিত রাজ্যত্যাগী রাজার ন্যায় কিংবা মাতঙ্গ হস্তীর ন্যায় একাকী অরণ্যে বিচরণ করিবে।'

'একাকী বিচরণ করাই শ্রেয়, তথাপি মূর্খের সঙ্গে সহবাস করা উচিত নহে। মাতঙ্গ হস্তী যেভাবে একাকী অরণ্যে বাস করে তদ্রূপ অনাসক্ত হইয়া একাকী বিচরণ করিবে। কদাচ পাপ করিবে না।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩২৮-৩৩০

অন্বয় : 'নিপকং' নিপুণ প্রজ্ঞাসম্পন্ন। 'সাধুবিহারি ধীরং' ভদ্রক বিহারী,

http://kalpataruboi.org

পণ্ডিত। 'পরিস্‌সয়ানি' তাদৃশ মৈত্রীবিহারী সহায় লাভ করিলে সিংহ ব্যাঘ্রাদি উপস্থিত ভয়ের কারণ এবং রাগভয়-দ্বেষভয়-মোহভয়াদি প্রতিচ্ছন্ন ভয়ের কারণ—এইভাবে সকল প্রকার ভয়কে ভয় করিয়া তাহার সহিত আনন্দে স্মৃতিমান হইয়া বাস করা যায়।

'রাজাব রট্‌ঠং' রাজ্যত্যাগী মহাজনক রাজার ন্যায়। উক্ত হইয়াছে—যেমন বিজিত ভূমিপ্রদেশ রাজা 'এই রাজ্য মহাবিপদের কারণ, রাজ্য দিয়া আমার কি হইবে?' চিন্তা করিয়া বিজিত রাজ্য ত্যাগ করিয়া একাকীই মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া চারি ঈর্যাপথে একাকীই বিচরণ করেন, তদ্রূপ একাকী বিচরণ করাই শ্রেয়। 'মাতঙ্গরঞ্‌ঞেব নাগো' যেমন 'আমি সকলের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করি যেমন হস্তীসমূহ, হস্তিনীসমূহ, হস্তিকলভসমূহ, হস্তীশাবকসমূহ দ্বারা (পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করি)। অগ্রভাগ ছিন্ন এমন তৃণ ভক্ষণ করি, আমি শাখা-প্রশাখা ভাঙ্গিলে অন্যেরা ভক্ষণ করে, আবিল জল পান করি, অবগাহন করিয়া উঠিলে হস্তিনীগণ আমার গাত্র ঘর্ষণ করিয়া চলিয়া যায়। অতএব আমি নিশ্চয়ই গণ হইতে পৃথক হইয়া একাকী বিহার করিব [মহাবগ্‌গ ৪৬৭; উদান ৩৫] এইভাবে ত্যাগ করিয়া গমন করে বলিয়া 'মাতঙ্গ' এই নাম লাভ করিয়া এই অরণ্যে এই হস্তিনাগ (হস্তিশ্রেষ্ঠ) দল ত্যাগ করিয়া সমস্ত ঈর্যাপথে একাকীই সুখে বিচরণ করে, তদ্রূপ একাকী বাস করাই শ্রেয়।

'একস্‌স' যে প্রব্রজিত তাহার উচিত প্রব্রজিত কাল হইতে একাকীত্ব গ্রহণ করিয়া তাহাতেই অভিরত হইয়া বাস করা। 'নত্থি বালে সহায়তা' চূলশীল, মধ্যমশীল, মহাশীল, দশ কথাবস্তু, তের ধুতাঙ্গগুণ, বিপশ্যনা জ্ঞান, চারিমার্গ, চারিফল, ত্রিবিদ্যা, ষড়ভিজ্ঞা, অমৃতরূপ মহানির্বাণ—ইহারই নাম সহায়তা। ঈদৃশ সহায়তা মূর্খসহবাসে লাভ করা সম্ভব নহে। তাই বলা হইয়াছে 'নত্থি বালে সহায়তা'। 'একো' এই কারণে সর্ব ঈর্যাপথে একাকী বিচরণ করাই শ্রেয়, অল্পমাত্র পাপও সম্পাদন করিবে না। সেই অল্পোৎসুক (তৃষ্ণাবিহীন) নিরালয় মাতঙ্গনাগ এই অরণ্যে যথেচ্ছ স্থানে সুখেই বিচরণ করে তদ্রূপ একাকী হইয়াই বিচরণ করা উচিত। বিন্দুমাত্র পাপও সম্পাদন করিবে না। অতএব, উপযুক্ত লাভ না করিলে তোমাদের একচারী হওয়াই শ্রেয়—এই কথা প্রদর্শন করিবার জন্য শাস্তা সেই ভিক্ষুদের নিকট এই ধর্মদেশনা করিয়াছেন। দেশনাবসানে সেই পঞ্চশত ভিক্ষু অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিরেন।

মারের উপাখ্যান—৮

১২. অত্থম্‌হি জাতম্‌হি সুখা সহাযা তুট্‌ঠি সুখা যা ইতরীতরেন,
পুঞ্‌ঞং সুখং জীবিতসঙ্খযম্‌হি, সব্বস্‌স দুক্‌খস্‌স সুখং পহা নং।

১৩. সুখা মত্তেয্যতা লোকে অথো পেত্তেয্যতা সুখা,

http://kalpataruboi.org

সুখা সামঞ্ঞতা লোকে অথো ব্রহ্মঞ্ঞতা সুখা।

১৪. সুখং যাব জরা সীলং সুখা সদ্ধা পতিট্ঠিতা,

সুখো পঞ্ঞায পটিলাভো পাপানং অকরণং সুখং।...৩৩১-৩৩৩

অনুবাদ : প্রয়োজনকালে বন্ধুবর্গ সুখকর, মৃত্যুকালে পুণ্যই সুখদায়ী আর সর্বদুঃখের পরিহার সুখকর। জগতে মাতা ও পিতার প্রতি ভক্তি সুখপ্রদ, জগতে শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণত্ব সুখাবহ। বার্ধক্য অবধি চরিত্রবান থাকা সুখকর, অটল শ্রদ্ধা সুখকর। প্রজ্ঞালাভ কল্যাণসাধক এবং পাপের বর্জন সুখকর।

অন্বয় : অত্থম্হি জাতম্হি সহাযা সুখা (প্রয়োজনকালে বন্ধুবর্গ সুখকর), ইতরীতরেন যা তুট্ঠি সা সুখা (অল্পাধিক তুষ্টিও সুখকর)। জীবিতসঙ্খযম্হি পুঞ্ঞং সুখং (জীবন ক্ষয়ে বা মরণান্তে পুণ্য সুখপ্রদ) সব্বস্স দুক্খস্স পহানং সুখং (আর সর্বদুঃখ পরিহার সুখকর)। লোকে মত্তেয্যতা সুখা (জগতে মাতৃসেবা সুখের), অথো পেত্তেয্যতা সুখা (এখানে পিতৃসেবা সুখের), লোকে সামঞ্ঞতা সুখা (জগতে শ্রামণ্য সুখকর), অথো ব্রহ্মঞ্ঞতা সুখা (এখানে ব্রাহ্মণত্ব সুখকর)। সীলং যাব জরা সুখং (বার্ধক্য অবধি পালিত শীল সুখাবহ), পতিট্ঠিতা সদ্ধা সুখা (প্রতিষ্ঠিত শ্রদ্ধা সুখকর), পঞ্ঞায পটিলাভো সুখো (প্রজ্ঞালাভ করা সুখকর), পাপানং অকরণং সুখং (পাপ না করা সুখকর)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : মানুষ তার নিজের অবস্থানুযায়ী যা লভ্য তা লাভ করে বা যে কর্ম তার পক্ষে শোভন তা অনুষ্ঠান করে যদি সন্তুষ্ট থাকে, তবেই সে সুখী হয়। কেননা সুখ তো শুধু কতকগুলি প্রাপ্তির সমষ্টি নয়। সুখ তার অতিরিক্ত একটা মানসিক অবস্থা, যা লাভ করতে হলে মানুষকে সুনীতিতে আস্থাবান হতে হবে। সমস্ত মঙ্গল বা পুণ্যকর্মে উৎসাহ, অমঙ্গল বা পাপকর্ম পরিহার, শীলপালন—এগুলিই সুখের সোপান। প্রজ্ঞালাভ করে অর্হত্ত্বে উপনীত হলে যে সুখ তার অবশ্য কোন তুলনা নেই।

'অত্থম্হি' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা হিমবন্তপ্রদেশে অরণ্য কুটিকায় অবস্থানকালে মারকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন।

সেই সময় রাজারা মনুষ্যগণকে উৎপীড়িত করিয়া রাজত্ব করিতেন। অনন্তর ভগবান অধার্মিক রাজাদের রাজ্যে দণ্ডকরণপীড়িত মনুষ্যগণকে দেখিয়া করুণাবশত এইরূপ চিন্তা করিলেন—'হত্যা না করিয়া এবং না করাইয়া, জয় না করিয়া এবং না করাইয়া, দুঃখিত না করিয়া এবং না করাইয়া রাজত্ব করা যায় কি?' পাপী মার ভগবানের এই পরিবিতর্কের কথা জানিয়া 'শ্রমণ গৌতম রাজত্ব করা যায় কিনা চিন্তা করিতেছেন। নিশ্চয়ই এখন তাঁহার রাজত্ব করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। এই রাজত্ব করা হইতেছে প্রমাদস্থান (অর্থাৎ ইহার দ্বারা সহজেই প্রমাদগ্রস্ত হওয়া যায়)। রাজত্ব করিলে আমি তাঁহাকে আমার বশে আনিতে পারিব। অতএব আমি যাইয়া তাঁহাকে (এই বিষয়ে) উৎসাহিত করিব।' ইহা চিন্তা করিয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—'ভন্তে, ভগবান রাজত্ব করুন, সুগত আপনি হত্যা না করিয়া এবং না করাইয়া, জয় না করিয়া এবং জয়

http://kalpataruboi.org

করাইয়া, দুঃখিত না হইয়া এবং না করাইয়া ধর্মোপায়ে রাজত্ব করুন।' শাস্তা তখন তাহাকে বলিলেন—'হে পাপী, আমার মধ্যে তুমি কি দেখিলে যে এইরূপ বলিতেছ?' মার বলিল—'ভন্তে, ভগবানের দ্বারা চারি প্রকার ঋদ্ধিপাদ সুভাবিত হইয়াছে। ইচ্ছা করিলে ভগবান সমগ্র হিমালয় পর্বতকে সুবর্ণে রূপান্তরিত করিতে পারেন। তাহা সুবর্ণে রূপান্তরিত হইলে আমিও সেই ধনের দ্বারা ধনকৃত্য সম্পাদন করিতে পারিব। আপনিও ধর্মোপায়ে রাজত্ব করিতে পারিবেন'। শাস্তা বলিলেন—

'কেবল বিশুদ্ধ স্বর্ণের দুইটি পর্বতও একজনের পক্ষে যথেষ্ট নহে (অর্থাৎ তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না)। ইহা জানিয়া (বিজ্ঞ ব্যক্তির) উচিত সমচর্যা বা ধর্মচর্যা অবলম্বন করা।'

'যিনি যে কামনাকে দুঃখের কারণ বা উৎস বলিয়া দেখিয়াছেন, সেই ব্যক্তি কাম্যবস্তুর দিকে কিরূপে নত হইবেন? উপধি বা কামনাকে আসক্তির মূলরূপে জানিয়া তাহার বিনোদনের জন্য ব্যক্তির শিক্ষা করা উচিত।' [মারসংযুক্ত, সংযুক্ত নিকায় ৪/২/১০]

এই গাথাদ্বয়ের দ্বারা মারের মধ্যে সংবেগ উৎপাদন করিয়া শাস্তা বলিলেন—'হে মার, তোমার উপদেশ এক, আমার উপদেশ অন্য। তোমার সঙ্গে ধর্মালোচনায় লাভ নাই। আমিই তোমাকে ধর্মোপদেশ দিতেছি' বলিয়া তিনটি গাথা ভাষণ করিলেন—

'প্রয়োজনকালে সহায় (বন্ধুত্ব) সুখকর, অল্পাধিক লাভে তুষ্টিও সুখকর; জীবিতসংক্ষয়ে (জীবনান্তে) পুণ্য সুখকর, আর (জীবিতকালে) সর্বদুঃখ পরিহার (উত্তম) সুখ।

'জগতে মাতৃভক্তি সুখকর, পিতৃভক্তিও সুখকর, তেমনি শ্রমণ এবং ব্রাহ্মণ পরিচর্যা সুখদায়ক।

'বার্ধক্য পর্যন্ত শীলবিশুদ্ধতা (সচ্চরিত্রতা) সুখকর, অটল শ্রদ্ধা সুখকর, প্রজ্ঞালাভ সুখকর, পাপাচরণ না করাই সুখকর।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩৩১-৩৩৩

অন্বয় : 'অত্থস্মি' প্রব্রজিতের ক্ষেত্রে চীবর প্রস্তুত, পাত্ররঞ্জন, উপস্থিত বিবাদ নিষ্পত্তি প্রভৃতি বিষয়ে এবং গৃহস্থগণের পক্ষে কৃষি, শিল্প ও গুরুত্বপূর্ণ বিবাদ মীমাংসা প্রভৃতি ক্ষেত্রে যাহারা সেই সকল কৃত্য সম্পাদন করিতে পারে এবং বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে পারে, তাদৃশ বন্ধুর উপস্থিতি সুখকর। 'তুট্‌ঠী সুখা' গৃহস্থগণ যেমন স্বীয় ধনে সন্তুষ্টি লাভ করিতে না পারিয়া চৌর্য ও দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ধনার্জন করে, প্রব্রজিতগণও যথালব্ধ বস্তুতে সন্তুষ্ট না হইয়া যাচঞাবহুল হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে ঐ উপায় অবলম্বন করিয়াও তাহারা যথার্থ সুখের অধিকারী হইতে পারে না। তাই স্বোপার্জিত যথালব্ধ সম্পদে সন্তুষ্ট থাকিলেই পরম সুখ লাভ করা যায়। 'পুঞ্ঞং' মৃত্যু উপস্থিত হইলে পুণ্য অনুষ্ঠান ও তাদৃশ কর্মের স্মরণেও বিপুল সুখ লাভ করা যায়। 'সব্বস্‌স' সর্বশেষে অর্হত্ত্ব লাভ করিয়া সমস্ত ভবদুঃখের অবসান করা হইলে পরম সুখের অধিকারী হওয়া যায়।

http://kalpataruboi.org

'মত্তেয্যতা' মাতার সম্যক সেবা। 'পেত্তেয্যতা' পিতার সম্যক সেবা। উভয়ের দ্বারা মাতাপিতার সেবার কথাই বলা হইয়াছে। পুত্রগণের সেবা পরিচর্যায় কোন কোন মাতাপিতা বঞ্চিত হইয়া স্বীয় সম্পত্তি মাটিতে পুতিয়া রাখে, অথবা অপরের হস্তে সমর্পণ করে। মাতাপিতার যথোচিত সেবা-শুশ্রূষা না করিয়া পুত্রগণ সকলের নিন্দাভাজন হয় এবং মৃত্যুর পর গূথনরকে পতিত হইয়া দুঃখ ভোগ করে। মাতৃপিতৃভক্ত পুত্রগণ উত্তরাধিকারসূত্রে পিতৃধন লাভ করে, প্রশংসা লাভ করে এবং মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়। অতএব উভয়ক্ষেত্রেই সুখ লাভ করা যায়। 'সামঞ্ঞতা' 'প্রব্রজিতগণের পক্ষে সম্যক প্রতিপত্তি লাভ হয়। 'ব্রহ্মঞ্ঞতা' বাহিতপাপো তি ব্রাহ্মণো অর্থাৎ যাহার পাপ ধ্বংস হইয়াছে তিনি ব্রাহ্মণ, তাহার ভাব ব্রাহ্মণ্যতা। এই ক্ষেত্রে পাপশূন্য বুদ্ধ প্রত্যেকবুদ্ধ শ্রাবকগণের পক্ষে সম্যক প্রতিপত্তির কথা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ 'সামঞ্ঞতা' এবং 'ব্রহ্মঞ্ঞতা' উভয়ের দ্বারা তাঁহাদের চতুর্প্রত্যয়ের দ্বারা (অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-ভৈষজ্য) সেবার কথা বলা হইয়াছে। ইহাও জগতে সুখ নামে কথিত।

'সীলং' মণিকুণ্ডলা-রক্তাম্বরাদি অলংকার সেই সেই বয়সেই শোভা পায়। তরুণদের যাহা অলংকার তাহা বার্ধক্যে, বৃদ্ধদের অলংকার তরুণ বয়সে শোভা পায় না। 'ইহা মনে হয় উন্মত্ততা' বলিয়া নিন্দার্হ হয় এবং দৌর্মনস্য উৎপাদন করে। পঞ্চশীল দশশীলাদিভেদে যে শীল তাহা তরুণ বয়স, বৃদ্ধ বয়স সর্ব বয়সেই শোভা পায়। 'অহো! এই ব্যক্তি শীলবান এইভাবে প্রশংসিত হইয়া সৌমনস্যই উৎপাদন করে। তাই উক্ত হইয়াছে—'সুখং যাব জরা সীলং'। 'সদ্ধা পতিট্ঠিতা' লোকিয় এবং লোকোত্তর উভয় প্রকার শ্রদ্ধাই অচল হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। সুখোপঞ্ঞার পটিলাভো' লোকিয় এবং লোকোত্তর প্রজ্ঞালাভ সুখকর।' পাপানং অকরণং' পাপাচরণে বিমুক্তির পথ রুদ্ধ হয়। সেইজন্য পাপাচরণ সর্বতোভাবে পরিহার করিলেই পরম সুখ লাভ হইয়া থাকে। দেশনাবসানে বহু দেবগণের ধর্মাভিসময় হইয়াছিল।

মারের উপাখ্যান সমাপ্ত

নাগবর্গ বর্ণনা সমাপ্ত

ত্রিবিংশতিতম বর্গ

http://kalpataruboi.org

২৪. তৃষ্ণা বর্গ

কপিল মৎস্যের উপাখ্যান—১

১. মনুজস্স পমত্তচারিনো তণ্হা বড্ঢতি মালুবা বিয,
সো পলবতি হুরাহুরং ফলমিচ্ছং'ব বনস্মিং বানরো।
২. যং এসা সহতী জম্মী তণ্হা লোকে বিসত্তিকা
সোকা তস্স পবড্ঢন্তি অভিবট্ঠং'ব বীরণং।
৩. যো চে'তং সহতী জম্মিং তণ্হং লোকে দুরচ্চযং,
সোকা তম্হা পপতন্তি উদবিন্দু'ব পোক্খরা।
৪. তং যো বদামি ভদ্দং বো যাবন্তে'থ সমাগতা,
তণ্হায মূলং খণথ উসীরত্থো'ব বীরণং,
মা বো নলং'ব সোতো'ব মারো ভঞ্জি পুনপ্পুনং।...৩৩৪-৩৩৭

অনুবাদ : প্রমত্ত মানুষের তৃষ্ণা (আসক্তি) মালুবলতার ন্যায় বেড়েই যায়। বনের ফলান্বেষী লম্ফমান বানরের ন্যায় সে পুন পুন জন্মগ্রহণ করে থাকে। সংসারে এই হীন ও বিষাক্ত তৃষ্ণা যাকে অভিভূত করে, নিয়ত বর্ধমান বীরণ তৃণের ন্যায় তার তৃষ্ণা কেবল বাড়তেই থাকে। যিনি এই বর্ধনশীল ও দুর্দম তৃষ্ণাকে অতিক্রম করতে পারেন, পদ্মপত্র থেকে জলবিন্দুর ন্যায় তাঁর শোকও দূর হয়। সেজন্য এখানে যাবতীয় সমাগত লোকের মঙ্গলার্থ বলছি : সুগন্ধি উসীরের অন্বেষণে বীরণমূল খননের ন্যায় আসক্তির মূল উচ্ছেদ কর, যাতে নদীস্রোতে ভগ্ন নলের ন্যায় মার তোমাদের বারংবার বিনষ্ট না করে।

অন্বয় : পমত্তচারিনো মনুজস্স তণ্হা মালুবা বিয বড্ঢতি (প্রমত্তচারী মানুষের তৃষ্ণা মালুবলতার ন্যায় বৃদ্ধি পায়), সো বনস্মিং ফলম্ ইচ্ছং বানরো ইব, হুরাহুরং পলবতি (বনের ফলান্বেষী বানরের ন্যায় সে বারংবার জন্মগ্রহণ করে)। লোকে বিসত্তিকা জম্মী এসা যং সহতী (সংসারে বিষময় ও বর্ধনশীল তৃষ্ণা যাকে অভিভূত করে) তস্স সোকা অভিবট্ঠং বীরণং ইব পবড্ঢন্তি (তার শোকসমূহ নিয়ত বর্ধমান বীরণ তৃণের ন্যায় বাড়তে থাকে)। লোকে জম্মিং দুরচ্চযং তং তণ্হং যো চে সহতী (সংসারে যিনি এই বর্ধমান ও দুরতিক্রম্য তৃষ্ণাকে অভিভূত করতে পারেন) পোক্খরা উদবিন্দু ইব তম্হা সোকা পপতন্তি (পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায় তাঁরও শোক অপসৃত হয়)। তং যাবন্তেথ সমাগতা বো ভদ্দং বদামি (সেজন্য এখানে যাবতীয় সমাগত সকলকে সদুপদেশ দিচ্ছি) উসীরত্থো বীরণং ইব তণ্হায মূলং খণথ (সুগন্ধি উসীরের নিমিত্ত বীরণমূল খননের ন্যায় তৃষ্ণার মূল ছেদন কর), সোতো নলং ইব মারো বো মা পুনপ্পুনং ভঞ্জি (স্রোতে ভগ্ন নলের মত মার যেন তোমাদের পুন পুন বিনষ্ট না করে)।

'মনুজস্সাতি' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে একটি

http://kalpataruboi.org

কপিল মৎস্যকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

অতীতে কশ্যপ বুদ্ধের পরিনির্বাণকালে দুইজন কুলীন বংশের ভ্রাতা গৃহত্যাগ করিয়া বুদ্ধ শ্রাবকদিগের নিকট প্রব্রজিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠভ্রাতার নাম ছিল সাগত[৩৫] এবং কনিষ্ঠভ্রাতার নাম ছিল কপিল। তাঁহাদের মাতার নাম ছিল সাধিনী এবং কনিষ্ঠ ভগিনীর নাম ছিল তাপনা। তাঁহারাও ভিক্ষুণীদের নিকট প্রব্রজিত হইয়াছিলেন। এইভাবে তাঁহারা প্রব্রজিত হইলে উভয় ভ্রাতা আচার্য-উপাধ্যায় ব্রতসমূহ সম্পাদন করিয়া অবস্থান করিতে করিতে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, এই (বুদ্ধ) শাসনে কয়টি ধূর (মার্গ) আছে?'

'গ্রন্থধূর এবং বিপশ্যনা ধূর।' ইহা শুনিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতা 'আমি বিপশ্যনা ধূর পরিপূর্ণ করিব' বলিয়া পাঁচ বৎসর আচার্য-উপাধ্যায়ের নিকট থাকিয়া অর্হত্ত্ব লাভের কর্মস্থান গ্রহণ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করত চেষ্টার দ্বারা অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন। কনিষ্ঠ—'আমি ত এখন তরুণ, বৃদ্ধ বয়সে বিপশ্যনাধূর পূর্ণ করিব' বলিয়া গ্রন্থধূর গ্রহণ করিয়া ত্রিপিটক শিক্ষা করিলেন। শাস্ত্রাধ্যয়নে পারঙ্গম হওয়াতে তাঁহার মহাপরিবার (অনেক অনুচর) হইল এবং মহাপরিবারের কারণে লাভ-সৎকারও উৎপন্ন হইল। তিনি পাণ্ডিত্যমদে মত্ত হইয়া লাভসৎকারে অভিভূত হইয়া অতিপণ্ডিতমন্যতার কারণে অন্যরা কোন কিছু যথাযথ বলিলেও তিনি বলিতেন—'ঠিক হয় নাই।' আর অন্যের কোন কিছু বেঠিক বলিলে তিনি বলিতেন 'এইটাই ঠিক।' অন্যরা দোষযুক্ত কথা বলিলেও তিনি বলিতেন 'নির্দোষ' আর নির্দোষ কথা বলিলে তিনি বলিতেন 'এইটা দোষযুক্ত'। সদাচারী ও দয়ালু ভিক্ষুগণ তাঁহাকে 'আবুসো কপিল, এইরূপ বলিও না' বলিয়া যথার্থ ধর্ম-বিনয় তাঁহাকে উপদেশ দিলেও তিনি বলিতেন—'আপনারা কি জানেন? আপনারা ত রিক্তমুষ্টিসদৃশ (অর্থাৎ অজ্ঞ)' এইভাবে নানাভাবে তাঁহাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিয়া সদর্পে বিচরণ করিতে থাকেন। তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সাগত স্থবিরের ভিক্ষুগণও তাঁহাকে ঐ কথা জানাইলেন। তিনিও তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া উপদেশ দিলেন—'আবুসো কপিল, তোমাদের মত ভিক্ষুদের সদাচরণই (বুদ্ধ) শাসনের আয়ু। অতএব সদাচার ত্যাগ করিয়া 'যাহা যথার্থ' তাহাকে ভুল প্রতিপন্ন করিয়া এইরূপ বলিও না।' তিনি (কনিষ্ঠ) তাঁহার কথাও রক্ষা করিলেন না। এইরূপ চলিতে থাকিলে (সাগত) স্থবির দুই তিনবার তাঁহাকে উপদেশ দিয়া উপদেশ গ্রহণ না করিলে 'এ আমার কথা শুনিতেছে না' জানিয়া বলিলেন—'আবুসো, তুমি স্বকীয় কর্মফল ভোগ করিবে' এবং চলিয়া গেলেন। ইহার পর হইতে সদাচারী ভিক্ষুগণও তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন।

তিনি দূরাচারী হইয়া এবং দূরাচারীদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া একদিন উপোসথাগারে যাইয়া বলিলেন—'আমি পাতিমোক্ষ উদ্দেশ করিব' এবং ব্যজনী লইয়া ধর্মাসনে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আবুসো, এইখানে

[৩৫]। পাঠান্তর 'সোধন'।

http://kalpataruboi.org

উপস্থিত ভিক্ষুদের মধ্যে প্রাতিমোক্ষ আছে কি? (অর্থাৎ অপরাধ স্বীকার করার কেহ আছে কি?)' ভিক্ষুগণ তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া নীরব রহিয়াছেন দেখিয়া তিনি বলিলেন—'আবুসো, ধর্ম বা বিনয় বলিয়া কিছুই নাই। প্রাতিমোক্ষ শুনিলেও বা কি, না শুনিলেও বা কি!' এই বলিয়া আসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন। এইভাবে তিনি কশ্যপ বুদ্ধের পরিয়ত্তিশাসনকে দুর্বল করিয়া দিয়াছিলেন। সাগত স্থবির সেইদিনই পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কপিল আয়ুশেষে অবীচি মহানরকে উৎপন্ন হইলেন। তাঁহার মাতা এবং ভগিনীও তাঁহার পন্থা অনুসরণ করিয়া সদাচারী ভিক্ষুদের নিন্দা ও গালমন্দ করিয়া অবীচি মহানরকে উৎপন্ন হইলেন।

সেই সময় পঞ্চশত ব্যক্তি ডাকাতি করিয়া জীবনধারণ করিত। একদিন জনপদ মনুষ্যগণ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলে তাহারা পলায়ন করিতে করিতে অরণ্যে প্রবেশ করিয়াও কোন আশ্রয় না পাইয়া একজন আরণ্যিক ভিক্ষুকে দেখিয়া বলিল—'ভন্তে, আমাদের আশ্রয় দিন।' স্থবির বলিলেন—'শীলের মত কোন শ্রেষ্ঠ শরণ নাই। তোমরা কোন পঞ্চশীল রক্ষা কর।' তাহারা 'বেশ তাহাই হউক' বলিয়া তাঁহার কথামত শীলসমূহ পালন করিতে থাকে। শেষে স্থবির তাহাদের ডাকিয়া বলিলেন—'তোমরা এখন শীলবান। নিজের প্রাণরক্ষার জন্যও কখনও শীলভঙ্গ করিবে না, মনপ্রদোষ করিবে না (অর্থাৎ কোন দুষ্ট চিন্তাকে মনে প্রশ্রয় দিবে না)।' তাহারা 'বেশ তাহাই হউক' বলিয়া সম্মতি প্রদান করিল। এদিকে জনপদ মনুষ্যগণ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া এদিকে সেদিকে খুঁজিয়া ডাকাতদের দেখিয়া সকলকেই হত্যা করিল। তাহারা মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হইল। চোরস্বামী (ডাকাত সর্দার) জ্যেষ্ঠ দেবপুত্র হইলেন।

তাঁহারা অনুলোম প্রতিলোমবশে (অর্থাৎ একবার মনুষ্যলোকে, পরের বার দেবলোকে এইভাবে) অসংখ্যবার জন্মগ্রহণ করিয়া এবং এক বুদ্ধান্তরকাল (অর্থাৎ এক বুদ্ধের তিরোধান এবং পরবর্তী বুদ্ধের আবির্ভাবের মাঝখানে) দেবলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া বর্তমান বুদ্ধের আবির্ভাবকালে শ্রাবস্তী নগরের দ্বারে পঞ্চশতকুলিক কৈবর্ত গ্রামে জন্মগ্রহণ করিলেন। জ্যেষ্ঠ দেবপুত্র জ্যেষ্ঠ কৈবর্তের গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন, অন্যান্যরা অন্যান্য গৃহে। এইভাবে একই দিনে তাঁহাদের (মাতৃকুক্ষিতে) প্রতিসন্ধি গ্রহণ এবং একই দিনে (অর্থাৎ সকলে একসঙ্গে) মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কৈবর্তস্বামী খোঁজ করিলেন—'এই গ্রামে অদ্য কোন জাতকের জন্ম হইয়াছে কি?' তাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে জানিয়া 'ইহারা আমার পুত্রের বন্ধু হইবে' ভাবিয়া তাহারা সকলের ভরণপোষণের দায়িত্ব লইলেন। জাতকগণসহ পাংশুক্রীড়ক বন্ধু (অর্থাৎ শৈশব হইতে একত্রে থাকিয়া) হইয়া ক্রমশ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে কৈবর্ত স্বামীর পুত্রই যশ এবং তেজঃ প্রভাবে সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করিল।

কপিলও এক বুদ্ধান্তরকাল নরকে পক্ক হইয়া বিপাকাবশেষে সেই সময়

http://kalpataruboi.org

অচিরবতী নদীতে সুবর্ণবর্ণসম্পন্ন অথচ মুখে দুর্গন্ধযুক্ত মৎস্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। একদিন সেই (পঞ্চশত) কৈবর্তবন্ধুরা 'মাছ ধরিব' বলিয়া জালাদি লইয়া নদীতে ক্ষেপণ করিল। সেই কপিল মৎস্য তাহাদের জালে ধরা পড়িল। তাহাকে দেখিয়া সকল কৈবর্তগ্রামবাসি আনন্দে চিৎকার করিয়া বলিল—'আমাদের পুত্রগণ প্রথমে মাছ ধরিতে যাইয়া সোনালী মৎস্য লাভ করিয়াছে। ইহাকে পাইলে রাজা আমাদের অনেক ধন দিবেন।' সেই বন্ধুগণ মৎস্যটিকে নৌকায় রাখিয়া নৌকাসহ রাজার নিকট উপস্থিত হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন— 'এইটা কি?'

'মহারাজ, মৎস্য।'

রাজা সুবর্ণবর্ণের মৎস্য দেখিয়া 'শাস্তা ইহার সুবর্ণবর্ণের কারণ জানিবেন' ভাবিয়া মৎস্যটিকে লইয়া শাস্তার নিকট গেলেন। মৎস্যটির মুখ খোলামাত্রই দুর্গন্ধে সমগ্র জেতবন দূষিত হইল। রাজা শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, ইহার গায়ের রং সোনালী, অথচ ইহার মুখ হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হইতেছে কেন?'

'মহারাজ, এই মৎস্য কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে কপিল নামক ভিক্ষু ছিল। সে ছিল পণ্ডিত এবং তাহার অনুচরও ছিল অনেক। সে লাভতৃষ্ণায় অভিভূত হইয়া যাহারা তাহার বচন অগ্রাহ্য করিত তাহাদের ভর্ৎসনা এবং নিন্দা করিত। এইভাবে সে ভগবান কশ্যপের শাসনের অবমাননা করিয়াছিল। সেই কর্মের বিপাকে সে নরকে জন্মগ্রহণ করিয়া বিপাকাবশেষে এখন মৎস্য হইয়া জাত হইয়াছে। যেহেতু সে দীর্ঘকাল বুদ্ধবচন ভাষণ করিয়াছিল এবং বুদ্ধের গুণাবলী কীর্তন করিয়াছিল, ইহারই কারণে সে সুবর্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে। যেহেতু সে ভিক্ষুদের ভর্ৎসনা ও নিন্দা করিত তাই তাহার মুখ হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হইতেছে।

'মহারাজ, ইহাকে কথা বলাইব কি?'

'ভন্তে, কথা বলান।'

তখন শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কপিল ত?'

'হ্যাঁ ভন্তে, আমি কপিল।'

'কোথা হইতে আসিয়াছ?'

'ভন্তে, অবীচি মহানরক হইতে।'

'তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সাগত কোথায় গিয়াছে?'

'ভন্তে, তিনি পরিনির্বৃত হইয়াছেন।'

'তোমার মাতা সাধিনী কোথায়?'

'ভন্তে, মহানরকে উৎপন্ন হইয়াছেন।'

'তোমার কনিষ্ঠভগিনী তাপনা কোথায়?'

'ভন্তে, সেও মহানরকে উৎপন্ন হইয়াছে।'

'এখন তুমি কোথায় যাইবে?'

'ভন্তে, অবীচি মহানরকে'। এই কথা বলিয়া অনুতাপদগ্ধ হইয়া স্বীয় মস্তকের দ্বারা নৌকাটিকে প্রহার করিয়া সেই মুহূর্তে মৃত্যুবরণ করিয়া নরকে উৎপন্ন হইল। জনগণ ইহা দেখিয়া উদ্বিগ্ন ও লোমহর্ষণজাত হইল।

http://kalpataruboi.org

অনন্তর ভগবান সেই মুহূর্তে উপস্থিত পরিষদের চিত্তাচার অবলোকন করিয়া সেই ক্ষণানুরূপ ধর্মদেশনা করিতে যাইয়া '(গৃহনিষ্ক্রান্ত অনাগারীর) ধর্মচর্য ও ব্রহ্মচর্যই সর্বোৎকৃষ্ট রত্ন' ইত্যাদি 'সুত্তনিপাত' কপিলসূত্ত (ধম্মচরিয় সুত্ত) বর্ণনা করিয়া এই গাথাগুলি ভাষণ করিলেন—

'প্রমত্তচারী মানুষের তৃষ্ণা মালুবালতার ন্যায় বৃদ্ধি পায়। বনের ফলান্বেষী বানর যেমন বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লম্ফ প্রদান করে, তদ্রূপ প্রমত্ত ব্যক্তিও (তৃষ্ণার প্রেরণায় জন্ম হইতে জন্মান্তরে) ধাবিত হয়।

জগতে এই অপকৃষ্ট বিষাত্মিকা তৃষ্ণা যাহাকে অভিভূত করে, তাহার শোক (সংসারদুঃখ) বর্ষণসিক্ত বীরণ তৃণের ন্যায় বৃদ্ধি পায়।

'সংসারে যিনি এই নিকৃষ্ট ও দূরতিক্রম্য তৃষ্ণাকে অভিভূত করিতে পারেন, পদ্মপত্র হইতে পতিত জলবিন্দুর ন্যায় তাঁহার শোক অপসৃত হয়।

'তোমরা এখানে যাহারা সমাগত হইয়াছ, তোমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত বলিতেছি উষীরার্থীর বীরণ তৃণের মূল খননের ন্যায় তোমরা তৃষ্ণার মূল খনন কর, স্রোতের দ্বারা বিনষ্ট নলের মত মার যেন তোমাদিগকে বারবার বিধ্বস্ত না করে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩৩৪-৩৩৭

অন্বয় : 'পমত্তচারিনো' স্মৃতিসাধনায় অসতর্ক প্রমত্ত মানব ধ্যান, বিদর্শন কিংবা মার্গফল কিছুই লাভ করিতে পারে না। মালুবালতা যেমন বৃক্ষকে জড়াইয়া ধরিয়া, পরিবেষ্টিত করিয়া বর্ধিত হয় এবং শেষে বৃক্ষকেই নষ্ট করে, তদ্রূপ প্রমত্ত মানবের ষড়ইন্দ্রিয়দ্বারে তৃষ্ণা পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং মানবকে ধ্বংসের মুখে পতিত করে। 'সো লবতি হুরাহুরং' সেই তৃষ্ণা বশীভূত মানব ভবে ভবে জন্ম-জন্মান্তরে ধাবিত হইয়া অশেষ দুর্গতি ভোগ করে। কীদৃশ? 'ফলমিচ্ছংব বনস্মি বানরো' ফলাভিলাষী বানর যেমন বনে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লম্ফ প্রদান করে, বিভিন্ন বৃক্ষের শাখা গ্রহণ করে, একটিকে ছাড়িয়া অন্যটি গ্রহণ করে, সেইটিকে ছাড়িয়া আবার আর একটি গ্রহণ করে, 'শাখা ধারণ না করিয়া বানর চুপচাপ বসিয়া আছে' এইরূপ ঘটনা ঘটে না। তদ্রূপ তৃষ্ণা-বশীভূত মানব এদিকে সেদিকে ধাবিত হইয়া 'আলম্বন না পাইলে তৃষ্ণার গতি রুদ্ধ হইল' তাহার ক্ষেত্রে এই কথা বলার অবকাশ নাই।

'যং' যে মানবকে এই বিষময়ী বর্ধনশীলা ষড়দ্বারিক তৃষ্ণা বিষাহারতা, বিষপুষ্পতা, বিষফলতা, বিষপরিভোগতা, রূপাদিতে বিষাত্মতা ও আসক্ততার কারণে বিষাত্মিকা নামে অভিভূত করে। কীদৃশ? যেমন বর্ষাকালে পুনঃ পুনঃ মেঘের বর্ষণে সিক্ত বীরণ তৃণ শীঘ্র শীঘ্রই বর্ধিত হয়, তদ্রূপ সেই মানবের অভ্যন্তরে সংসার শোক বাড়িতে থাকে।

'দুবচ্চয়ং' জগতে যে মানব এই দূরতিক্রম্য ও বর্ধনশীল দুষ্করা ও দূরত্যয়া তৃষ্ণাকে অভিভূত করিতে পারে, তাদৃশ মানব হইতে সংসার শোক দূরীভূত হয়। কীদৃশ? যেমন পদ্মপত্রে পতিত উদকবিন্দু প্রতিষ্ঠা লাভ করে না, তদ্রূপ তাদৃশ ব্যক্তির নিকট সংসার শোকও প্রতিষ্ঠা লাভ করে না।

http://kalpataruboi.org

'তং বো বদামি' এই কারণে আমি তোমাদের বলিতেছি। 'ভন্দং বো' তোমাদের কল্যাণ হউক। এই কপিলের মত বিনাশ প্রাপ্ত হইও না। 'মূলং' অর্হত্ত্বমার্গ জ্ঞানের দ্বারা এই ষড়দ্বারিক তৃষ্ণার মূল খনন কর। কীদৃশ? 'উসীরত্থোব বীরণং' উষীরার্থী ব্যক্তি যেমন বৃহৎ কুদ্দালের দ্বারা বীরণ তৃণের মূল খনন করে, তদ্রূপ তোমরা তৃষ্ণার মূল খনন কর। 'মা বো নলং ব সোতোব, মারো ভঞ্জি পুনপ্পুনং' নদীস্রোতে জাত নলখাগড়াকে মহাবেগে আগত নদীস্রোত যেমন ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়, তদ্রূপ ক্লেশমার মৃত্যুমার ও দেবপুত্রমার যেন তোমাদের বশীভূত করিয়া পুনঃ পুনঃ ধ্বংসমুখে পতিত না করে।

দেশনাবসানে পঞ্চশত কৈবর্তপুত্র ধর্মসংবেগ লাভ করিয়া (সংসার) দুঃখের অন্তসাধন প্রার্থনা করিয়া শাস্তার নিকট প্রব্রজিত হইয়া অচিরেই দুঃখের অন্তসাধন করিয়া শাস্তার সহিত আনেঞ্জ বিহারসমাপত্তিধর্ম পরিভোগের (অর্থাৎ অর্হত্ত্বের) অংশীদার হইলেন।

কপিল মৎস্যের উপাখ্যান সমাপ্ত

শূকরছানার উপাখ্যান—২

৫. যথাপি মূলে অনুপদ্দবে দল্হে ছিন্নো'পি রুক্খো পুনরেব রূহতি,
এবম্পি তণ্হানুসযে অনূহতে নিব্বত্ততি দুক্খমিদং পুনপ্পুনং।

৬. যস্স ছত্তিংসতী সোতা মনাপস্সবনা ভুসা,
বাহা বহন্তি দুদ্দিট্ঠং সঙ্কপ্পা রাগনিস্সিতা।

৭. সবন্তি সব্বধি সোতা লতা উব্ভিজ্জ তিট্ঠতি,
তঞ্চ দিস্বা লতং জাতং মূলং পঞ্ঞায ছিন্দথ।

৮. সরিতানি সিনেহিতানি চ সোমনস্সানি ভবন্তি জন্তুনো,
তে সাতসিতা সুখেসিনো তে বে জাতিজরূপগা নরা।

৯. তসিণায পুরক্খতা পজা পরিসপ্পন্তি সসো'ব বাধিতো,
সঞ্ঞোজনসঙ্গসত্তকা দুক্খমুপেন্তি পুনপ্পুনং চিরায।

১০. তসিণায পুরক্খতা পজা পরিসপ্পন্তি সসো'ব বাধিতা,
তস্মা তসিণং বিনোদযে ভিক্খু আকঙ্খী বিরাগ মত্তনো।..৩৩৮-৩৪৩

অনুবাদ : যেরূপ মূল অখণ্ড ও দৃঢ় থাকলে ছিন্ন গাছও আবার গজিয়ে ওঠে, সেরূপ তৃষ্ণারূপ আসক্তি মূল ছিন্ন না হলে বারংবার আবির্ভাব ঘটে। যার ভোগতৃষ্ণা ছত্রিশটি ইন্দ্রিয়দ্বারে[৩৩] অতিশয় প্রবল, রাগমিশ্রিত সঙ্কল্পসমূহ সেই ভ্রান্তদৃষ্টি লোককে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তৃষ্ণাস্রোত সর্বত্র প্রবাহিত হয়, আর তৃষ্ণালতা সর্বত্র অঙ্কুরিত হয়ে থাকে। সেই লতাকে জন্মাতে দেখে প্রজ্ঞাবলে তার

[৩৩]। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায়, মন, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ এবং ধর্ম—এই দ্বাদশ দ্বার কাম, ভব ও বিভব এই ত্রিবিধ তৃষ্ণার প্রত্যেকটির জন্য কর্মপরায়ণ।

http://kalpataruboi.org

মূলোৎপাটন কর। মানুষের নিকট সুখ ও ভোগস্পৃহা খুব মনোরম বলে মনে হয়। যে সব মানুষ ভোগে নিমগ্ন এবং সুখান্বেষণে ব্যস্ত তারা বারংবার পরজন্মে অধীন হয়ে থাকে। জালবদ্ধ শশকের ন্যায় তৃষ্ণাচালিত মানুষ ইতস্তত ঘুরে বেড়ায়; শৃঙ্খলিত হয়ে তারা দীর্ঘকাল বারংবার দুঃখ পায়। জালবদ্ধ শশকের ন্যায় তৃষ্ণাচালিত মানুষ বিক্ষিপ্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়; অতএব তৃষ্ণা (আকাঙ্ক্ষা) নিবারণের জন্য ভিক্ষু বৈরাগ্য অভিলাষ করবে)।

অন্বয় : যথা অপি মূলে অনুপদ্দবে দল্হে (যেমন মূল অখণ্ড ও দৃঢ় থাকলে) ছিন্নো রুক্খো অপি পুনরেব রূহতি (ছিন্ন বৃক্ষও পুনরায় জন্মায়)। এবম্পি তণ্হানুসযে অনূহতে (সেরূপ তৃষ্ণামূল বিনষ্ট না হলে) দুক্খমিদং পুনপ্পুনং নিব্বত্ততি (দুঃখ পুন পুন আবির্ভূত হয়)। যস্স ছত্তিংসতি সোতা মনাপস্সবনা ভূসা (যার ছত্রিশটি স্রোত সুখভোগের নিমিত্ত ধাবিত হয়), রাগনিস্সিতা সঙ্কপ্পা বাহা দুদ্দিট্ঠিং বহন্তি (রাগনিঃসৃত সঙ্কল্পসকল সেই ভ্রান্তদৃষ্টি লোককে বহন করে নিয়ে যায়)। সোতা সব্বধি সব্বন্তি (তৃষ্ণাস্রোত সর্বত্র প্রবাহিত হয়), লতা উব্ভিজ্জ তিট্ঠতি (তৃষ্ণালতা অঙ্কুরিত হয়ে থাকে) তঞ্চ লতং জাতং দিস্বা মূলং পঞ্ঞায ছিন্দথ (সেই লতাকে জন্মাতে দেখে প্রজ্ঞা দ্বারা তার মূল ছেদন কর)। জন্তুনো সোমনস্সানি সরিতানি সিনেহিতানি চ ভবন্তি (জীবগণের সুখ ও ভোগস্পৃহা খুব স্নিগ্ধ বলে বোধ হয়)। তে সাতসিতা সুখেসিনো তে নরা বে জাতিজরূপগা (যে সকল মানুষ ভোগস্রোতে নিমগ্ন সুখান্বেষী তারা বারংবার জন্ম ও জরা ভোগ করে থাকে)। বাধিতো সসো ইব তসিণায পুরক্খতা পজা পরিসপ্পন্তি (জালবদ্ধ শশকের ন্যায় তৃষ্ণাচালিত মানুষ চতুর্দিকে ধাবমান হয়)। সঞ্ঞোজনং সঙ্গসত্তকা চিবায পুনপ্পুনং দুক্খং উপেন্তি (সংযোজনে আবদ্ধ তারা চিরকাল পুন পুন দুঃখ পায়)। বাধিতো সসো ইব তসিণায পুরক্খতা পজা পরিসপ্পন্তি (জালবদ্ধ শশকের ন্যায় তৃষ্ণাচালিত মানুষ ইতস্তত ধাবিত হয়)। তস্মা তসিণং বিনোদযে ভিক্খু অত্তনো বিরাগম্ আকঙ্খী (অতএব তৃষ্ণা উপশমের নিমিত্ত ভিক্ষু আত্মার বৈরাগ্য আকাঙ্ক্ষা করবে।

'যথাপি মূলে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে একটি গৃধ্রক্ষিত শূকরছানাকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

একসময় শাস্তা রাজগৃহে পিণ্ডপাতের জন্য প্রবেশ করিলে একটি গৃধ্রক্ষিত শূকরছানাকে দেখিয়া স্মিত হাসিলেন। তিনি স্মিত হাসি হাসিবার সময় তাঁহার মুখবিবরনির্গত দন্তশোভামণ্ডল দেখিয়া আনন্দ স্থবির তাঁহার স্মিত হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, আপনার স্মিত হাসির কারণ কি?' তখন শাস্তা তাঁহাকে বলিলেন—'আনন্দ, তুমি এই শূকরছানাটিকে দেখিতেছ কি?'

'হ্যাঁ ভন্তে।'

এই শূরকছানা ভগবান ককুসন্ধের শাসনকালে একটি আসনশালার নিকট কুক্কুটি ছিল। সে জনৈক যোগাবচরের (ধ্যানী ভিক্ষুর) 'বিদর্শন কর্মস্থান' পূর্ণ করাকালে ধর্মঘোষ শুনিয়া সেইস্থান হইতে চ্যুত হইয়া উব্বরী নামক রাজকন্যা

http://kalpataruboi.org

হইয়াছিল। একদিন সে শৌচাগারে প্রবেশ করিয়া গূথকীটসমূহ দেখিয়া কীটসংজ্ঞা উৎপাদন করিয়া প্রথম ধ্যান লাভ করিল। সে সেই জন্মে যথায়ুষ্কাল থাকিয়া সেখান হইতে চ্যুত হইয়া ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইল। সেখান হইতে চ্যুত হইয়া পুনঃ গতিবশে একবার এই জন্ম, আর একবার এ জন্ম—এইভাবে বহু জন্মশেষে এখন শূকরজন্ম লাভ করিয়াছে।' ইহা দেখিয়া আমি স্মিত হাসিয়াছি।' ইহা শুনিয়া আনন্দ স্থবির প্রমুখ ভিক্ষুগণ মহাসংবেগ লাভ করিলেন। শাস্তা তাঁহাদের সংবেগ উৎপাদন করিয়া ভবতৃষ্ণার দোষ প্রকাশ করিতে অন্তরবীথিতে (অর্থাৎ রাস্তার মধ্যখানে) দণ্ডায়মান হইয়া এই গাথাগুলি ভাষণ করিলেন—

'যেমন মূল অখণ্ডিত ও দৃঢ় থাকিলে বৃক্ষ ছিন্ন হইলেও পুনরায় অঙ্কুরিত ও বর্ধিত হয়, সেইরূপ তৃষ্ণাধার সমুচ্ছিন্ন না হইলে দুঃখ পুনঃ পুনঃ আগমন করিয়া থাকে।

'যাহার ছত্রিশটি (তৃষ্ণা) স্রোত (তৃষ্ণার অষ্টাদশ বহির্দ্বার ও অষ্টাদশ আন্তরদ্বার) সুখভোগের নিমিত্ত ধাবমান হয়, তৃষ্ণোদ্ভব অভিলাষ তরঙ্গ সেই দৃষ্টিহীন ভ্রান্ত ব্যক্তিকে বিপথে পরিচালিত করে।

'তৃষ্ণাস্রোত সর্বদিকে প্রবাহিত হয়, তৃষ্ণালতা সর্বদা অঙ্কুরিত হইতে থাকে; যখনই সেই লতাকে অঙ্কুরিত হইতে দেখিবে তখনই উহার মূল প্রজ্ঞা দ্বারা ছিন্ন করিবে।

'দেহীর পক্ষে সুখ অতি স্নিগ্ধ বলিয়া বোধ হয়, সে সকল বস্তুতেই সুখ অন্বেষণ করে; এই প্রকারের মনুষ্যেরাই সুখস্রোতে নিমগ্ন ও সুখান্বেষী হইয়া বারংবার জন্ম ও জরা ভোগ করিয়া থাকে।

'জালবদ্ধ শশকের ন্যায় তৃষ্ণা পরিবৃত মনুষ্য বারংবার (সংসারচক্রে) আবর্তিত হয়; পঞ্চেন্দ্রিয় ও পঞ্চবিষয় এই দশ প্রকার শৃঙ্খলে আসক্ত হইয়া দীর্ঘকাল পুনঃ পুনঃ দুঃখ প্রাপ্ত হয়।

'জালবদ্ধ শশকের ন্যায় তৃষ্ণা পরিবৃত মনুষ্য বারংবার (সংসারচক্রে) আবর্তিত হয়; অতএব তৃষ্ণা নিবারণের জন্য ভিক্ষু স্বীয় বৈরাগ্য আকাঙ্ক্ষা করিবে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩৩৮-৩৪৩

অন্বয় : 'মূলে' যে বৃক্ষের চতুর্দিকে এবং অধোভাগে ঋজুগত পঞ্চবিধ মূল ছেদন-ফালন-পাচন-বিদ্ধনাদি কোন কারণের দ্বারা অনুপদ্রুত হইলে তাহা স্থির ও দৃঢ় থাকে, ইহার উপরিভাগ অর্থাৎ শাখা-প্রশাখা ছিন্ন হইলেও পুনরায় অঙ্কুরিত হইয়া শাখা-প্রশাখায় বর্ধিত হইয়া থাকে তদ্রূপ ষড়দ্বারে উৎপন্ন তৃষ্ণা-অনুশয় অর্হত্ত্বমার্গ জ্ঞানে সমূলে উচ্ছিন্ন না হইলে ভব হইতে ভবান্তরে জন্ম-জরা প্রভৃতি দুঃখ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

'যস্স' যে ব্যক্তির মধ্যে আভ্যন্তরিক অষ্টাদশ ও বাহ্যিক অষ্টাদশ মোট ছত্রিশটি তৃষ্ণাস্রোত বিদ্যমান তাহার সেই তৃষ্ণাস্রোত মনোমুগ্ধকর রূপাদিতে অনুক্ষণ প্রবাহিত হয় বলিয়া তৃষ্ণা অধিকমাত্রায় বলবতী হইয়া থাকে। সেই ভ্রান্তদৃষ্টিপরায়ণ ব্যক্তি শমথ ও বিদর্শন ভাবনার অভাবে তৃষ্ণানুশয় শক্তি সংকল্পে

http://kalpataruboi.org

সংসারস্রোতে ভাসমান হইয়া পুনঃ পুনঃ দুঃখভোগ করে।

'সবন্তি সব্বধি সোতা' এই তৃষ্ণাস্রোত চক্ষু প্রভৃতি ষড়িন্দ্রিয় দ্বারের মধ্য দিয়া রূপ প্রভৃতি ষড়বিধ আলম্বনের (বিষয় বস্তুর) সাহায্যে তৃষ্ণারূপ ধারণ করে। তখন ইহা রূপতৃষ্ণা, শব্দতৃষ্ণা... ...ধর্মতৃষ্ণা ইত্যাদিতে রূপান্তরিত হয়। তৃষ্ণাস্রোত সর্বদিকে সর্বভবে সর্বদা প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ সর্বদা নব নব রূপে এই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। 'লতা'তি। লতা যেমন বৃক্ষকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকে, সেরূপ তৃষ্ণাও পঞ্চস্কন্ধকে জড়াইয়া রাখে। 'উপ্পজ্জ তিট্‌ঠতি' ষড়দ্বার হইতে তৃষ্ণা উৎপন্ন হইয়া রূপ প্রভৃতি আলম্বনে (বিষয়বস্তুতে) প্রবাহিত হয়। 'তঞ্চ দিস্বা' সেই তৃষ্ণালতাকে 'এইখানে উৎপদ্যমান তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়' বলিয়া ইহাকে জাতস্থানবশে দেখিয়া। 'পঞ্ঞায়' উৎপন্নশীলা এই তৃষ্ণা উৎপন্ন হইতেছে দেখিয়া অস্ত্রের সাহায্যে বনজাত লতা ছেদন করার ন্যায় মার্গপ্রজ্ঞার দ্বারা দেহজাত তৃষ্ণার মূল উৎপাটন কর—এই অর্থ।

'সরিতানি' বিস্তৃতিপ্রাপ্ত 'সিনেহিতানি' চীবরাদিতে উৎপন্ন স্নেহবশে স্নিগ্ধ, তৃষ্ণারূপ স্নেহ দ্বারা স্রক্ষিত এই অর্থ। 'সোমনস্‌সানি' তৃষ্ণাবশিক ব্যক্তির ঈদৃশ সুখ হইয়া থাকে। 'তে সাতসিতা' সেই তৃষ্ণাবশিক ব্যক্তিগণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্বাদে প্রলুব্ধ হইয়া সুখ অন্বেষণে লিপ্ত হইয়া পড়ে। 'তে বে' যাহারা ঈদৃশ মানব তাহারা জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর কবলিত হইয়া বারংবার সংসারদুঃখ ভোগ করে। 'পজা' এই তৃষ্ণাবদ্ধ সত্ত্বগণ। 'সসোব বদ্ধিতো' অরণ্যে ব্যাধকবলিত শশকের ন্যায় সন্ত্রস্ত হয়। 'সংযোজনসঙ্গসত্তকা' সেই জীবগণ দশবিধ সংযোজনসঙ্গ ও সপ্তবিধ রাগসঙ্গে (অনুরাগ সংস্পর্শে) আবদ্ধ হইয়া সংসারাবর্তে লগ্ন হয়। 'চিরায়' দীর্ঘকাল ধরিয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর কবলে পতিত হইয়া অপরিসীম দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। 'তস্মা' যেহেতু সত্ত্বগণ তৃষ্ণাবদ্ধ ও তৃষ্ণাপরিবেষ্টিত, অতএব স্বীয় বিরাগ রাগাদিমুক্ত নির্বাণ অভিলাষী ভিক্ষু অর্হত্ত্বমার্গের দ্বারা এই বিষাত্মিকা তৃষ্ণাকে চিরতরে ছিন্ন করিয়া পরমসুখ নির্বাণের অধিকারী হন।

সেই শূকরছানাও তথা হইতে চ্যুত হইয়া সুবর্ণভূমিতে রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিল। সেস্থান হইতে চ্যুত হইয়া বারাণসীতে, তথা হইতে চ্যুত হইয়া সুপ্পারক বন্দরে এক অশ্ববণিকের গৃহে জন্মগ্রহণ করিল। সে স্থান হইতে চ্যুত হইয়া কাবীর বন্দরে এক নাবিকের গৃহে জন্মগ্রহণ করিল। সেই স্থান হইতে চ্যুত হইয়া অনুরাধপুরে (শ্রীলংকায়) এক সম্ভ্রান্তকুলে জন্মগ্রহণ করিল। সেখান হইতে চ্যুত হইয়া অনুরাধপুরের দক্ষিণদিকে ভোক্কন্তগ্রামে সুমন নামক গৃহপতির কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। তাহার নাম হইল সুমনা। সকলে (কোন কারণে) সেই গ্রাম পরিত্যাগ করিলে সুমনার পিতাও ঐ গ্রাম ছাড়িয়া দীঘবাপি রাজ্যে যাইয়া মহামুনি গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। রাজা দুট্‌ঠাগামণির অমাত্য লকুণ্ডক অতিম্বর কোন কার্যব্যপদেশে ঐ গ্রামে যাইয়া সুমনাকে দেখিয়া জাকজমক সহকারে তাহাকে বিবাহ করিয়া মহাপুণ্ন গ্রামে চলিয়া আসিলেন। একদিন কোটিপব্বতে

http://kalpataruboi.org

মহাবিহারবাসি মহা অনুরুদ্ধ স্থবির (মতান্তরে অনুল স্থবির) ঐ গ্রামে পিণ্ডপাতের জন্য যাইয়া সুমনার গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া সুমনাকে দেখিয়া ভিক্ষুদের বলিলেন—'আবুসো, শূকরশাবিকা লকুণ্ডক অতিম্বর অমাত্যের ভার্যা হইয়াছে, অহো কি আশ্চর্য!' সুমনা সেই কথা শুনিয়া অতীত জন্মসমূহ উদ্‌ঘাটন করিয়া জাতিস্মর জ্ঞান লাভ করিল। সেই মুহূর্তে উৎপন্ন সংবেগা সুমনা স্বামীর অনুমতি লইয়া জাকজমক সহকারে পঞ্চবলকে থেরীদের নিকট যাইয়া প্রব্রজিত হইয়া তিষ্য মহাবিহারে 'মহাসতিপট্‌ঠান সূত্রকথা' শ্রবণ করিয়া স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। পরে দমিলদের পতন হইলে জ্ঞাতিদের বাসস্থান ভোক্কন্ত গ্রামে যাইয়া সেখানে কল্লমহাবিহারে বাস করার সময় 'আসীবিসোপম সুত্তন্ত' শ্রবণ করিয়া অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

তিনি পরিনির্বাণ দিবসে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত ভিক্ষুণীসঙ্ঘের নিকট নিরন্তরভাবে ব্যক্ত করিয়া উপস্থিত ভিক্ষুসঙ্ঘের মাঝখানে মণ্ডলারামবাসি ধম্মপদভাণক মহাতিষ্য স্থবির যেমন ভাষণ করিয়াছিলেন তেমনভাবে বলিতে লাগিলেন—'আমি পূর্বে মনুষ্যযোনিতে জন্ম লইয়াছিলাম। সেখান হইতে চ্যুত হইয়া কুক্কুটি হইয়াছিলাম, তখন একটি শ্যেনপক্ষী আমার মস্তক ছিন্ন করিয়া আমাকে বধ করিয়াছিল। সেখান হইতে চ্যুত হইয়া রাজগৃহে জন্ম লইয়াছি। পরিব্রাজিকাদের নিকট প্রব্রজিত হইয়া প্রথম ধ্যানভূমিতে উৎপন্ন হইয়াছিলাম। সেখান হইতে চ্যুত হইয়া শ্রেষ্ঠীকুলে উৎপন্ন হইয়াছিলাম এবং অচিরেই সেস্থান হইতে চ্যুত হইয়া শূকরযোনিতে জন্ম লইয়াছি। সেখান হইতে চ্যুত হইয়া সুবর্ণভূমিতে, তারপর বারাণসীতে। সেখান হইতে চ্যুত হইয়া সপ্পারক বন্দরে, সেখান হইতে চ্যুত হইয়া কাবীর বন্দরে, সেখান হইতে চ্যুত হইয়া অনুরাধপুরে, সেখান হইতে চ্যুত হইয়া ভোক্কন্তগ্রামে উৎপন্ন হইয়াছি' এইভাবে ভালমন্দ তেরটি জন্ম লাভ করিয়া 'এখন উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রব্রজিত হইয়া অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছি। অতএব সকলে অপ্রমাদের সহিত যথাকর্তব্য সম্পাদন করুন।' ইহা বলিয়া চারি পরিষদকে আলোড়িত করিয়া পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলেন।

শূকরছানার উপাখ্যান সমাপ্ত

বিভ্রান্ত ভিক্ষুর উপাখ্যান—৩

১১. যো নিব্বনথো বনাধিমুত্তো বনমুত্তো বনমেব ধাবতি,
তং পুগ্‌গলমেব পস্‌সথ মুত্তো বন্ধনমেব ধাবতি।...৩৪৪

অনুবাদ : যে নির্বাণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি কামবদ্ধ চিত্তকে মুক্ত করে নিষ্কাম হয়ে পুনরায় কামবনের[৩৭] দিকে ধাবিত হয়, দেখ, সেই ব্যক্তি মুক্ত হয়েও বন্ধনের

[৩৭]। এই প্রসঙ্গে ২৩৮ সংখ্যক গাথা দ্রষ্টব্য।

http://kalpataruboi.org

দিকে অগ্রসর হয়।[৩৮]

অন্বয় : যো নিব্বনথো বনাধিমুত্তো বনমুত্তো বনমেব ধাবতি (যে নির্বাণার্থী আসক্তিরূপ বন থেকে মুক্তি লাভ করে বনমুক্ত হয়ে পুনরায় সেই বনের প্রতি ধাবিত হয়) তং পুগ্গলং এব পস্সথ (সেই পুরুষকে দেখ), মুত্তো বন্ধনমেব ধাবতি (সে মুক্ত হয়েও বন্ধনের দিকে অগ্রসর হয়)।

'যো নিব্বনথো' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে এক বিভ্রান্ত ভিক্ষুকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

মহাকাশ্যপ স্থবিরের জনৈক সার্ধবিহারিক চারি ধ্যান উৎপাদন করিয়াও নিজের মাতুল স্বর্ণকারের গৃহে মনোহর দ্রব্যাদি দেখিয়া প্রলুব্ধ হইল এবং ভিক্ষুত্ব ছাড়িয়া দিল। কিন্তু সে এত অলস ছিল যে কোন কাজ করিতে চাহিত না। তখন তাহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। সে তখন পাপমিত্র সংসর্গে পড়িয়া চৌরকর্মের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিল। [একদিন সে চুরিতে ধরা পড়িল] তাহাকে পিছমোড়া করিয়া বাঁধিয়া প্রতিটি চৌরাস্তার মোড়ে কশাঘাত করিয়া বধ্যভূমিতে লইয়া যাওয়া হইতেছিল। (মহাকাশ্যপ) স্থবির পিণ্ডপাতের জন্য প্রবেশ করিয়া তাহাকে নগরের দক্ষিণদ্বার দিয়া লইয়া যাইবার সময় তাঁহার বন্ধন শিথিল করাইয়া বলিলেন—'তোমার পূর্বের পরিচিত 'কর্মস্থান' পুনরায় মনে মনে স্মরণ কর।' তাঁহার উপদেশ শুনিয়া সে স্মৃতি উৎপাদন করিয়া পুনরায় চতুর্থ ধ্যান লাভ করিল। অনন্তর 'বধ্যভূমিতে লইয়া যাইয়া হত্যা করিব' বলিয়া তাহাকে ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিল। সে তাহাতে ভীতও হইল না, সন্ত্রস্তও হইল না। তখন চতুর্দিকে দণ্ডায়মান ঘাতকগণ তাহার দিকে অসি, বর্শা তোলয়ারাদি আয়ুধ উত্তোলন করিয়া ভয় দেখাইল। কিন্তু ইহাতেও তাহাকে ভীত হইতে না দেখিয়া তাহারা 'ওহে এই লোকটিকে দেখ। অনেক শত আয়ুধহস্ত ব্যক্তির মাঝখানে এই ব্যক্তি একটুও ভীত বা কম্পিত হইতেছে না, কি আশ্চর্য!' বলিয়া আশ্চর্যান্বিত ও স্তম্ভিত হইয়া মহাশব্দ করিয়া রাজাকে সমস্ত ঘটনা জানাইল। রাজা ইহা শুনিয়া বলিলেন—'উহাকে ছাড়িয়া দাও।' শাস্তার নিকটও যাইয়া তাহারা ঐ বিষয়টি জানাইল। শাস্তা স্বীয় দেহ হইতে অবভাস নির্গত করিয়া ধর্মদেশনাকালে এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'যে (মুক্তিকামী) ব্যক্তি বন (তৃষ্ণা) হইতে মুক্তিলাভ করিতে প্রয়াসী হইয়া বন ত্যাগ করিয়া পুনরায় বনেই ধাবমান হয়, দেখ সেই ব্যক্তি মুক্ত হইয়াও বন্ধনের দিকে ধাবিত হইতেছে।' (অর্থাৎ যে মুক্তিকামী) ব্যক্তি তৃষ্ণা নিবৃত্তি করিয়াও পুনরায় তৃষ্ণা দ্বারা অভিভূত হয়, সেই মনুষ্য যথার্থত মুক্ত হয় নাই, সে বদ্ধই রহিয়াছে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩৪৪

অন্বয় : যে ব্যক্তি গার্হস্থ্য জীবনে আলয় নামক বন ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা লাভ হেতু নির্বাণ হইয়াছে, দিব্যবিহার নামক তপোবনে অধিমুক্ত, গৃহাবাসবন্ধন নামক

---

[৩৮]। 'মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।'—রবীন্দ্রনাথ, আবর্তন (উৎসর্গ)।

http://kalpataruboi.org

তৃষ্ণাবন হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় গৃহাবাসবন্ধন নামক তৃষ্ণাবনের দিকেই ধাবিত হয়, আইস তাদৃশ ব্যক্তিকে দেখ। এই ব্যক্তি গৃহাবাসবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় গৃহাবাসবন্ধনের দিকেই ধাবিত হইতেছে।

এই ধর্মদেশনা শুনিয়া সেই ব্যক্তি রাজপুরুষদের মাঝখানে শূলাগ্রে উপবিষ্ট হইয়াও উদয়-ব্যয় (উৎপন্ন হইয়া নিরুদ্ধ হয়) ভাবনা করিয়া ত্রিলক্ষণ (অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম) উৎপন্ন করিয়া সংস্কারসমূহকে সম্যকভাবে অবগত হইয়া স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন এবং সমাপত্তিরূপে সুখ অনুভব করিতে করিতে আকাশে লম্ফ প্রদান করিয়া আকাশপথেই শাস্তার নিকট যাইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া রাজাসহ চারি পর্ষদের মধ্যে অবস্থান করিয়া অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

বিভ্রান্ত ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত

বন্ধনাগারের উপাখ্যান—৪

১২. ন তং দল্হং বন্ধনমাহু ধীরা যদাযসং দারুজং বব্বজঞ্চ
সারত্তরত্তা মণিকুন্ডলেসু পুত্তেসু দারেসু চ যা অপেক্খা।

১৩. এতং দল্হং বন্ধনমাহু ধীরা ওহারিনং সিথিলং দুপ্পমুঞ্চং,
এতম্পি ছেত্বান পরিব্বজন্তি অনপেক্খিনো কামসুখং পহায।

...৩৪৫-৩৪৬

অনুবাদ : জ্ঞানী ব্যক্তিগণ লোহ, কাঠ বা তৃণনির্মিত বন্ধনকে দৃঢ় বন্ধন বলেন না, মণিকুণ্ডল ও স্ত্রী-পুত্রের প্রতি আসক্তিকেই তাঁরা দৃঢ় বন্ধন বলে থাকেন। এই বন্ধন নিম্নগামী এবং তা শিথিল হলেও দুশ্ছেদ্য। পণ্ডিতগণ এই বন্ধনকে ছেদন করেন এবং কামসুখ ত্যাগ করে অনাসক্তভাবে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।

অন্বয় : ধীরা তং দল্হং বন্ধনং ন আহু যদাযসং দারুজং বব্বজঞ্চ (ধীর ব্যক্তি সেই বন্ধনকে দৃঢ় বলেন না যা লোহ, কাঠ বা তৃণনির্মিত)। মণিকুন্ডলেসু পুত্তেসু দারেসু চ যা অপেক্খা সারত্তরত্তা (মণিকুণ্ডল, পুত্র ও পত্নীকে তাঁরা আরো বেশি সার জ্ঞানে অনুরক্ত হয়)। ওহারিনং সিথিলং দুপ্পমুঞ্চং এতং বন্ধনং (এই নিম্নগামী এবং শিথিল ও দুশ্ছেদ্য বন্ধনকে) ধীরা দল্হং আহু (পণ্ডিতগণ দৃঢ় বলে থাকেন)। এতম্পি ছেত্বান কামসুখং পহায অনপেক্খিনো পরিব্বজন্তি (এই বন্ধন ছিন্ন করে কামসুখ ত্যাগ করে অনাসক্ত পুরুষ প্রব্রজ্যায় যান)।

'ন তং দল্হং' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে বন্ধনাগারকে উপলক্ষ করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

এক সময় বহু সন্ধিছেদক, পান্থঘাতক এবং মনুষ্যঘাতক চোরদের আনিয়া কোশলরাজকে দেখানো হইল। রাজা তাহাদের পাদ-বেড়িবন্ধন, রজ্জুবন্ধন এবং শৃঙ্খল-বন্ধনের দ্বারা আবদ্ধ করিলেন। ত্রিশজন জনপদ ভিক্ষু শাস্তার দর্শনে আসিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিয়া পরের দিন শ্রাবস্তীনগরে পিণ্ডপাতের জন্য

http://kalpataruboi.org

বিচরণকালে বন্ধনাগারে (কারাগারে) ঐ চোরদের দেখিয়া পিণ্ডপাত শেষে সায়াহ্নকালে তথাগতের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, অদ্য আমরা পিণ্ডপাতের জন্য বিচরণকালে কারাগারে বহু চোরদের পাদ-বেড়ি ইত্যাদির দ্বারা আবদ্ধ অবস্থায় অশেষ দুঃখ অনুভব করিতে দেখিলাম। তাহারা সেই সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া পলায়ন করিতে অসমর্থ। ভন্তে এই সকল বন্ধন অপেক্ষাও দৃঢ়তর বন্ধন আছে কি?' শাস্তা বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, এই সকল বন্ধন ত কিছুই নহে। ধনধান্য পুত্রদারাদির প্রতি তৃষ্ণানামক যে ক্লেশবন্ধন, ইহা এই সকল বন্ধন অপেক্ষা শতগুণ, সহস্রগুণ এবং লক্ষগুণ দৃঢ়। এই সকল দুচ্ছেদ্য মহাবন্ধনকেও ছিন্ন করিয়া প্রাচীন পণ্ডিতগণ হিমালয়ে প্রবেশ করত প্রব্রজিত হইয়াছিলেন।' ইহা বলিয়া অতীতের ঘটনা ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন—'অতীতে বারাণসীতে রাজা ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব কোন এক দুর্গত গৃহপতিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার পিতা কালগত হন। তিনি মজুরী করিয়া মাতাকে পোষণ করিয়াছিলেন। অনন্তর মাতা বোধিসত্ত্বের অনিচ্ছা সত্ত্বেও এক কুলকন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিয়া কালগত হন। যথাকালে বোধিসত্ত্বের ভার্যার কুক্ষিতে গর্ভ সমুপস্থিত হইল। তিনি তাহার গর্ভিনী হওয়ার কথা না জানিয়াই একদিন বলিলেন—'ভদ্রে, তুমি মজুরী করিয়া জীবন ধারণ কর, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।' ভার্যা বলিল— 'প্রভু, আমার গর্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, আমি পুত্রের জন্ম দিলে পরে আপনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেন।' তিনি বেশ, তাহাই হউক' বলিয়া সম্মতি প্রদান করিয়া সে সন্তানের জন্ম দিলে বোধিসত্ত্ব বলিলেন—'ভদ্রে, তুমি সুখেই প্রসব করিয়াছ। এখন আমি প্রব্রজিত হইব।' তখন ভার্যা তাঁহাকে বলিল—'পুত্র স্তন্যপান ত্যাগ না করা পর্যন্ত অবস্থান করুন।' বলিয়া পুনরায় গর্ভবতী হইল। বোধিসত্ত্ব তখন চিন্তা করিলেন—'ইহার অনুমতি লইয়া গৃহত্যাগ সম্ভব নহে, অতএব ইহাকে না জানাইয়া পলায়ন করিয়া প্রব্রজিত হইব।' তিনি তাহাকে না জানাইয়া রাত্রে উঠিয়া পলায়ন করিলেন। কিন্তু নগররক্ষীরা তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিল। সে তখন 'আমি মাতার ভরণপোষণ করি, আমাকে ছাড়িয়া দাও' বলিয়া নিজেকে ছাড়াইয়া একস্থানে অবস্থান করিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং অভিজ্ঞা-সমাপত্তি প্রভৃতি লাভ করিয়া ধ্যানক্রীড়া করিতে করিতে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি সেখানে বাস করা কালেই চিন্তা করিলেন—'আমি ঈদৃশ দুচ্ছেদ্য দারাপুত্ররূপ ক্লেশবন্ধনকে ছিন্ন করিয়াছি' বলিয়া এই উদানগাথা উদ্গীত করিলেন।

শাস্তা অতীতের ঘটনা উল্লেখ করিয়া তাঁহার দ্বারা উদ্গীত উদান প্রকাশচ্ছলে এই গাথা দুইটি ভাষণ করিলেন—

'বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ লৌহ, কাষ্ঠ ও তৃণনির্মিত বন্ধনকে দৃঢ় বন্ধন বলেন না। মণিকুণ্ডল, দারাপুত্র প্রভৃতিকে সারবান পদার্থ মনে করিয়া সেই সকলের প্রতি যে আসক্তি, পণ্ডিতেরা তাহাকেই দৃঢ় বন্ধন বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।

http://kalpataruboi.org

'এই বন্ধন মানুষকে নিম্নদিকে আকর্ষণ করে এবং এই বন্ধন শিথিল হইলেও ইহা দুচ্ছেদ্য। পণ্ডিতেরা এই বন্ধনকেও ছেদন করিয়া কামসুখ বর্জন করত অনাসক্তভাবে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩৪৫-৩৪৬

অন্বয় : 'ধীরা' বুদ্ধ প্রভৃতি বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ লৌহবন্ধন, কাষ্ঠবন্ধন ও শণ ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুত রজ্জুবন্ধনকে দৃঢ়বন্ধন বলিয়া বর্ণনা করেন না, কারণ সেই সমস্ত বন্ধনকে অসি প্রভৃতি দ্বারা ছিন্ন করা যায়। এই সকল বন্ধন দৃঢ় নহে। 'সারত্তরতা' সারক্ত হইয়া রক্ত বহুতর রাগরক্ত এই অর্থ। 'মণিকুণ্ডললেসু' মণি এবং কুণ্ডলসমূহে। 'এতং দল্হং' যাহারা মণিকুণ্ডলাদিতে আরক্ত আসক্ত তাহাদের সেই রাগ এবং পুত্রদারের প্রতি যে তৃষ্ণা—এই ক্লেশময় বন্ধনকে পণ্ডিত ব্যক্তিগণ দৃঢ় বলিয়াছেন। 'ওহারিনং' আকর্ষণ করিয়া চারি অপায়ে পতিত করে, নিম্নদিকে টানে বলিয়া অবহারী বলা হইয়াছে। 'সিথিলং' বন্ধনস্থানে ছবি-চর্ম-মাংস ছিন্ন হয় না, রক্ত ক্ষরিত হয় না, বন্ধনভাবকেও না জানাইয়া স্থলপথ এবং জলপথাদিতে কর্ম করিতে দেয় বলিয়া শিথিল। 'দুপ্পমুঞ্চং' লোভবশে একবারও উৎপন্ন ক্লেশবন্ধন দষ্টস্থান হইতে কচ্ছপের ন্যায় দুমোচ্য হয় বলিয়া 'দুপ্পমুঞ্চং'। 'এতম্পি ছেত্বান' এইরূপ দৃঢ় ক্লেশবন্ধনকেও জ্ঞানরূপ খড়্গের দ্বারা ছেদন করিয়া অনপেক্ষী হইয়া কামসুখকে ত্যাগপূর্বক পরিব্রাজক হয়, প্রব্রজিত হয় এই অর্থ। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তি ফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বন্ধনাগারের উপাখ্যান সমাপ্ত

ক্ষেমা থেরীর উপাখ্যান—৫

১৪. যে রাগরত্তানুপতন্তি সোতং সযং কতং মক্কটকো'ব জলং,
এতম্পি ছেত্বান বজন্তি ধীরা অনপেক্খিনো সব্বদুক্খং পহায। ৩৪৭

অনুবাদ : মাকড়সা যেরূপ স্বনির্মিত জালে বদ্ধ হয়ে তার মধ্যে পতিত হয়, সেরূপ রাগাসক্ত লোকেরা স্বয়ংকৃত রাগস্রোতের অনুগামী হয়। পণ্ডিতগণ এই রাগজাল ছিন্ন করে আসক্তিশূন্য হয়ে সর্বক্লেশ থেকে মুক্ত হন।

অন্বয় : যে রাগরত্তা সযং কতং মক্কটকো ইব জালং সোতং অনুপতন্তি (যারা রাগযুক্ত হয় তারা মাকড়সার ন্যায় স্বয়ংকৃত রাগস্রোতে নিপতিত হয়)। ধীরা এতম্পি ছেত্বান সব্বদুক্খং পহায (জ্ঞানীগণ এইসব ছিন্ন করে সর্বদুঃখ পরিহার করেন) অনপেক্খিনো বজন্তি (এবং অনাসক্তভাবে বিচরণ করেন)।

'যে রাগরত্তা' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে রাজা বিম্বিসারের অগ্রমহিষী ক্ষেমাকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

তিনি (ক্ষেমা) পদুমুত্তর বুদ্ধের পাদমূলে প্রার্থনা করার ফলে অতিশয় অভিরূপা ও দর্শনীয়া হইয়াছিলেন। 'শাস্তা রূপের দোষ বিষয়ে বলিয়া থাকেন' ইহা শুনিয়া তিনি শাস্তার নিকট যাইতে ইচ্ছা করিতেন না। রাজা তাঁহার

http://kalpataruboi.org

রূপমদমত্তভাবের কথা জানিয়া বেণুবনের প্রশংসাসূচক গীত রচনা করাইয়া নাটদের দিয়াছিলেন গান করিবার জন্য। তাহাদের গীতশব্দ শুনিয়া ক্ষেমার মনে হইল বেণুবন যেন তাঁহার নিকট অদৃষ্টপূর্ব এবং অশ্রুতপূর্ব। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'ইহারা কোন উদ্যানের বিষয়ে গান করিতেছে?'

'দেবী, আপনাদের বেণুবন উদ্যানেরই প্রশংসাসূচক গীত গাহিতেছে।'

শুনিয়া তিনি বেণুবনে যাইতে ইচ্ছা করিলেন। শাস্তা তাঁহার আগমনের কথা শুনিয়া (চতুঃ) পরিষদের মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া ধর্মদেশনাকালে তালব্যজনী লইয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতেছে এইরূপ একটি সুন্দর স্ত্রীরূপ নির্মাণ করিলেন। ক্ষেমা দেবীও বেণুবনে প্রবেশকালে সেই স্ত্রীরূপ দেখিয়া চিন্তা করিলেন—'লোকে বলে সম্যকসম্বুদ্ধ রূপের নিন্দা করিয়া থাকেন। কিন্তু যে স্ত্রীরূপ তাঁহাকে ব্যজন করিতেছে তাঁহার রূপ অপেক্ষা আমার রূপ ষোলভাগের একভাগও নহে। ইতিপূর্বে আমি এমন সুন্দর স্ত্রীরূপ কখনও দেখি নাই। মনে হয় লোকেরা শাস্তা সম্বন্ধে মিথ্যা কথাই বলিয়া থাকেন।' ইহা চিন্তা করিয়া তথাগতের ধর্মকথা না শুনিয়া ঐ স্ত্রীরূপের প্রতি অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। শাস্তা সেই নির্মিত রূপের প্রতি ক্ষেমা আকৃষ্ট হইয়াছেন দেখিয়া সেই রূপে প্রথম, মধ্যম এবং অন্তিম বয়স পর পর দর্শন করাইয়া অবশেষে ইহার অস্থিমাত্র অবশেষ দেখাইলেন। ক্ষেমা ইহা দেখিয়া চিন্তা করিলেন—'ঈদৃশ রূপও মুহূর্তমধ্যে ক্ষয়-ব্যয় প্রাপ্ত হইল। এই রূপে তাহা হইলে কোন সারবস্তু নাই।' শাস্তা তাঁহার মনের কথা জানিয়া বলিলেন—'ক্ষেমে, তুমি এই রূপে সার আছে বলিয়া জানিতে, এখন ইহার অসারভাব প্রত্যক্ষ কর।' বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'ক্ষেমে, আতুর, অশুচি, পূতিময় এই দেহকে দেখ। (ইহার নবদ্বার দিয়া) নিয়তই অশুচি দ্রব্যসমূহ ক্ষরিত হইতেছে। মূর্খরাই ঈদৃশ দেহ কামনা করে।' (থেরী অপদান, ২/২/৩৫৪)

গাথার শেষে ক্ষেমা স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তখন শাস্তা তাঁহাকে বলিলেন—'ক্ষেমে, এই (জগতে) সত্ত্বগণ রাগরক্ত, দ্বেষপ্রদুষ্ট, মোহমূঢ় নিজেদের তৃষ্ণাস্রোতকে অতিক্রম করিতে পারে না। তাহাতেই লগ্ন হইয়া থাকে।' এই কথা বলিয়া ধর্মদেশনাচ্ছলে বলিলেন—

'যাহারা রাগাসক্তিবশত (তৃষ্ণা) স্রোতের অনুবর্তন করে তাহারা মাকড়সার ন্যায় স্বরচিত জালে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। জ্ঞানীগণ ইহাও ছেদন করেন এবং সমস্ত দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া অনাসক্তভাবে বিচরণ করেন।' (ধর্মপদ, শ্লোক-৩৪৭)

অন্বয় : 'মক্কটোব জালং' যেমন মাকড়সা সূত্রজাল নির্মাণ করিয়া মধ্যস্থলে নাভিমণ্ডলে বসিয়া থাকে এবং জালে কোন পতঙ্গ বা মক্ষিকা ধরা পড়িলে দ্রুতবেগে যাইয়া তাহাকে বিদ্ধ করিয়া রস পান করিয়া পুনরায় ঐ স্থানেই (জালের মধ্যস্থলে) যাইয়া অবস্থান করে, ঠিক তদ্রূপ যে সকল সত্ত্ব রাগাসক্ত দ্বেষপ্রদুষ্ট এবং মোহমূঢ় তাহারা স্বয়ংকৃত তৃষ্ণাস্রোতে পতিত হয়, তাহারা সেই

http://kalpataruboi.org

স্রোত অতিক্রম করিতে পারে না—তাই বলা হইয়াছে দূরতিক্রম্য। 'এবম্পি ছেত্বান বজন্তি ধীরা' পণ্ডিত ব্যক্তিগণ এইরূপ বন্ধনকেও ছেদন করিয়া অনাসক্ত হইয়া অর্হত্ত্ব মার্গজ্ঞানে সর্বদুঃখের অবসান করিয়া চলিয়া যান।

দেশনাবসানে ক্ষেমা অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। জনগণের নিকটও এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল। শাস্তা রাজাকে বলিলেন—'মহারাজ, ক্ষেমাকে হয় প্রব্রজিত হইতে হইবে অথবা পরিনির্বাপিত হইতে হইবে।' 'ভন্তে, ক্ষেমাকে প্রব্রজিত করুন। এখন পরিনির্বাণের প্রয়োজন নাই।' তিনি প্রব্রজিত হইয়া অগ্রশ্রাবিকা হইয়াছিলেন।

ক্ষেমা থেরীর উপাখ্যান সমাপ্ত

উগ্রসেনের উপাখ্যান—৬

১৫. মুঞ্চ পুরে মুঞ্চ পচ্ছতো মজ্ঝে মুঞ্চ ভবস্স পারগূ,
সব্বত্থ বিমুত্তমানসো ন পুন জাতিজরং উপেহিসি।...৩৪৮

অনুবাদ : সম্মুখ, পশ্চাৎ ও মধ্যভাগের অর্থাৎ ভবিষ্যত, অতীত ও বর্তমানের যা কিছু ত্যাগ করে সংসারের পরপারে যাও। সর্বপ্রকারে মুক্ত পুরুষের জন্ম ও জরা-ব্যাধি ভোগ করতে হয় না।

অন্বয় : পুরে মুঞ্চ পচ্ছতো মুঞ্চ মজ্ঝে মুঞ্চ (পুরোভাগ ত্যাগ কর, পশ্চাৎ ত্যাগ কর ও মধ্যভাগ ত্যাগ কর)। ভবস্স পারগূ সব্বত্থ বিমুত্তমানসো (ভব পারগামী সর্বথা বিমুক্তচিত্ত ব্যক্তির) জাতিজরং ন পুন উপেহিসি (জন্ম-জরা পুনরায় হয় না)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : তৃষ্ণা মানুষকে পেছনে ফেলে আসা অতীত থেকে মধ্যবর্তী বর্তমান পেরিয়ে সামনের এক অদৃষ্ট ভবিতব্যের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে মানুষের এই চলার বিরাম নেই, দুঃখ ভোগেরও শেষ নেই। সাধনায় একনিষ্ঠ হয়ে জ্ঞানের সাহায্যে সংস্কারমুক্ত হতে পারলেই জন্ম-জরা-মৃত্যুর অধীনতা থেকেও মুক্ত হওয়া যায়, সংসার শৃঙ্খল ছিন্ন করা যায়।

'মুঞ্চ পুরে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে উগ্রসেনকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

পঞ্চশত নট এক বৎসর অন্তে বা ছয় মাস অন্তে রাজগৃহে যাইয়া রাজার সম্মুখে সপ্তাহকালব্যাপী তামাশা দেখাইয়া অনেক হিরণ্যসুবর্ণ লাভ করিত। মাঝেমধ্যে যে সকল উপহার তাহাদের দিকে নিক্ষেপ করা হইত তাহার কোন সীমা-পরিসীমা ছিল না। জনগণ বিভিন্ন মঞ্চে অবস্থান করিয়া এই তামাশা দেখিত। একদিন এক উলঙ্ঘনকারিণী কন্যা বংশর অগ্রভাগে আরোহণ করিয়া নানাবিধ ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখাইতেছিল এবং শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করিয়া নৃত্য-

http://kalpataruboi.org

গীতাদি প্রদর্শন করিতেছিল। সেই সময় উগ্রসেন নামক শ্রেষ্ঠীপুত্র তাহার এক বন্ধুর সঙ্গে মঞ্চাতিমঞ্চে অবস্থান করিয়া ঐ কন্যার ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখিয়া ও তাহার হস্তপদবিক্ষপাদি দেখিয়া মোহিত হইয়া তাহার প্রতি প্রেমাসক্ত হইল। সে গৃহে যাইয়া 'তাহাকে লাভ করিলে জীবনধারণ করিব, নচেৎ এখানেই মৃত্যুবরণ করিব' বলিয়া আহার ত্যাগ করিয়া শয্যা গ্রহণ করিল। তাহার মাতাপিতা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'বাবা, তোমার কি হইয়াছে?' সে বলিল—'ঐ নটীকে লাভ করিলে আমি জীবনধারণ করিব, নচেৎ এখানেই আমি মৃত্যুবরণ করিব।'

'বাবা, এইরূপ করিও না। আমরা তোমার জন্য আমাদের কুলবংশ এবং ভোগৈশ্বর্যের অনুরূপ কন্যা আনিব।' কিন্তু সে তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া শয্যাগতই থাকিল। তখন তাহার পিতা পুত্রকে বহু যাচঞা করিয়াও বুঝাইতে না পারিয়া তাহার বন্ধুকে ডাকাইয়া এক সহস্র কার্ষাপণ দিয়া বলিলেন—'তুমি যাও, এই কার্ষাপণের বিনিময়ে ঐ নটীর পিতাকে বল তাহার কন্যাকে আমার পুত্রের জন্য দিতে।' নটীর পিতা বলিল—'আমি কার্ষাপণের বিনিময়ে আমার কন্যাকে দিব না। যদি সে আমার কন্যা বিনা বাঁচিতে না পারে তাহা হইলে সে আমাদের সঙ্গে বিচরণ করুক। আমি আমার কন্যাকে তাহার হস্তে সম্প্রদান করিব।' মাতাপিতা পুত্রকে ঐ কথা বলিলেন। সে 'আমি তাহাদের সহিত বিচরণ করিব' বলিয়া বারণ করা সত্ত্বেও তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঐ নটের নিকট চলিয়া গেল। নট তাহার কন্যাকে তাহার হস্তে সম্প্রদান করিল এবং তাহাকে সঙ্গে লইয়া গ্রাম-নিগম-রাজধানীসমূহে তামাশা দেখাইয়া বিচরণ করিতে লাগিল।

সেই নটীও তাহার সহিত সংবাসহেতু অচিরেই পুত্রসন্তান লাভ করিয়া তাহাকে খেলাইবার সময় গান করিয়া বলিত—'শকট চালকের পুত্র, মুটিয়ার পুত্র, মূর্খের পুত্র' ইত্যাদি। তাহারা যখন শকট থামাইয়া বিশ্রাম করিত সেও গরুদের জন্য তৃণ আহরণ করিত। যেখানে ক্রীড়াপ্রদর্শনী হইত সেখানে সে বিভিন্ন বস্তু আগাইয়া দিত। এই সকল কারণেই সেই স্ত্রী পুত্রকে খেলাইবার সময় ঐ কথাগুলি বলিয়া গান করিত। একদিন সে বুঝিল সে তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়াই নটী ঐ কথাগুলি বলিয়া গান করে। সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—

'আমার সম্বন্ধেই বলিতেছ?'

'হ্যাঁ, তোমার সম্বন্ধেই বলিতেছি।'

'তাহা হইলে আমি পলায়ন করিব।'

'তুমি পলায়ন কর বা থাক তাহাতে আমার কি?' এই কথা বলিয়া সে বারবার ঐ কথাগুলি বলিয়া পুত্রকে গান করিয়া শুনাইত। সম্ভবত তাহার রূপসম্পত্তি এবং ধন উপার্জনের কারণেই সে (নটী) উদাসীন থাকিত। একদিন সে চিন্তা করিল—'কি কারণে নটীর এত অহংকার?' সে বুঝিল যে যেহেতু তাহার (উগ্রসেনের) কোন শিল্পবিদ্যা জানা নাই তাই সে (নটী) ঐরূপ করে। সে তখন

http://kalpataruboi.org

মনস্থির করিল—'আমি শিল্প শিক্ষা করিব' এবং শ্বশুরের নিকট উপস্থিত তাঁহার জ্ঞাত সমস্ত শিল্প শিক্ষা করিয়া গ্রাম নিগমাদিতে শিল্প প্রদর্শন করিতে করিতে ক্রমে রাজগৃহে আসিয়া ঘোষণা করিল—'অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে শ্রেষ্ঠীপুত্র উগ্রসেন নগরবাসিদের স্বীয় শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শন করিবে।'

নগরবাসিরাও মঞ্চের উপর মঞ্চ বাঁধিয়া সপ্তম দিবসে সম্মিলিত হইল। উগ্রসেনও ষষ্ঠিহস্ত দীর্ঘ বংশে আরোহণ করিয়া ইহার মস্তকোপরি দণ্ডায়মান হইল। সেই দিন শাস্তা যখন প্রত্যুষকালে জগত অবলোকন করিতেছিলেন তখন উগ্রসেনকে তাঁহার জ্ঞানজালে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া চিন্তা করিলেন—'কি হইতে পারে।' দেখিলেন 'আগামীকল্য শ্রেষ্ঠীপুত্র শিল্প প্রদর্শন করিব' বলিয়া বংশমস্তকে স্থিত হইবে। তাহাকে দেখিবার জন্য বহু লোকের সমাগম হইবে। সেখানে আমি চতুষ্পদিক গাথা ভাষণ করিব। ইহা শুনিয়া চতুরাশীতি সহস্র প্রাণীর ধর্মাভিসময় হইবে। উগ্রসেনও অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবে।' শাস্তা পরের দিন কাল নির্ণয় করিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত হইয়া রাজগৃহে পিণ্ডপাতের জন্য প্রবেশ করিলেন। উগ্রসেনও শাস্তা নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ না করিতেই যাহাতে উপস্থিত বিশাল জনতা হাততালি দিয়া উচ্চশব্দ করে সেইজন্য বংশমস্তকে স্থিত হইয়া আকাশমার্গেই সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া অবতরণ করিয়া আবার বংশমস্তকে স্থিত হইল। সেই মুহূর্তে শাস্তা নগরে প্রবেশকালে যাহাতে জনগণ উগ্রসেনের দিকে না তাকাইয়া তাঁহার দিকেই তাকায় এইরূপ করিলেন। উগ্রসেন পরিষদের দিকে তাকাইয়া দেখিল যে কেহই তাহার দিকে তাকাইতেছে না। তখন সে দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিল—'ইহা আমার সংবৎসরে করণীয় শিল্প। শাস্তা নগরে প্রবেশ করিলে লোকেরা আমার দিকে না তাকাইয়া শাস্তাকেই দেখিতেছেন। আমার শিল্প প্রদর্শন নিষ্ফলই হইল।'

শাস্তা তাহার মনের কথা জানিয়া মহামৌদ্গল্যায়নকে ডাকিয়া বলিলেন—'যাও, মৌদ্গল্যায়ন, শ্রেষ্ঠীপুত্রকে বল 'তুমি শিল্প প্রদর্শন কর।' স্থবির যাইয়া বংশদণ্ডের অধোভাগে স্থির হইয়া শ্রেষ্ঠীপুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন—

'হে নটপুত্র মহাবলী উগ্রসেন! আমার দিকে তাকাও। তুমি জনগণের জন্য তোমার শিল্প প্রদর্শন কর। তুমি এই বিশাল জনতাকে হাসাও।'

উগ্রসেন স্থবিরের কথা শুনিয়া তুষ্টচিত্ত হইয়া 'মনে হয় শাস্তা আমার শিল্প দেখিতে ইচ্ছুক' ইহা চিন্তা করিয়া বংশমস্তকে স্থিতাবস্থাতেই এই গাথা ভাষণ করিল—

'হে মহাপ্রাজ্ঞ, মহাঋদ্ধিমান মহামৌদগল্যায়ন! দেখুন, আমি পরিষদের নিকট আমার শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শন করিব এবং বিশাল জনতাকে হাসাইব।' ইহা বলিয়া বংশমস্তক হইতে আকাশে লম্ফ প্রদান করিয়া চৌদ্দবার আকাশপথে ঘুরিল এবং অবতরণ করিয়া আবার বংশমস্তকে স্থিত হইল। তখন শাস্তা তাহাকে বলিলেন—'উগ্রসেন, পণ্ডিত ব্যক্তির উচিত অতীত-অনাগত-বর্তমান স্কন্ধসমূহের প্রতি তৃষ্ণা দূর করিয়া জন্ম-জরা ইত্যাদি হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করা।' ইহা

http://kalpataruboi.org

বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'সম্মুখে পশ্চাতে বা মধ্যভাগে তোমার যাহা কিছু আছে তাহা ত্যাগ কর। ত্যাগ করিয়া সংসারের পরপারে গমন কর। সর্বপ্রকারে বিমুক্তচিত্ত হইলে পুনরায় তোমাকে জন্ম ও জরা ভোগ করিতে হইবে না।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩৪৮

অন্বয় : 'মুঞ্চ পুরে' অতীত স্কন্ধের প্রতি যে আলয়, সূক্ষ্ম তৃষ্ণা, কামনা, প্রবল আগ্রহ, দৃঢ় গ্রহণ, দৃষ্টি ও তৃষ্ণা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হও। 'পচ্ছতো' অনাগত স্কন্ধ ও যে আসক্তিসমূহ উৎপন্ন হইবে, তাহা হইতে মুক্তি লাভ কর। 'মজ্ঝে' বর্তমান স্কন্ধসমূহের প্রতিও যে তৃষ্ণা উৎপন্ন হইতেছে তাহা হইতেও মুক্ত হও। 'ভবস্স পারগূ' এই প্রকারেই ত্রিবিধ ভবদুঃখ হইতে মুক্তিলাভ কর। অভিজ্ঞা-পরিজ্ঞা-প্রহান-ভাবনা-সাক্ষাৎ ক্রিয়াবশে পারগামী পারঙ্গত হইয়া স্কন্ধ-ধাতু-আয়তনাদি ভেদে সকল সংস্কৃতধর্মে বিমুক্তমানস হইয়া বিহার করিতে করিতে পুনরায় জন্ম-জরা-মৃত্যুর অধীন হইয়া তোমাকে দুঃখভোগ করিতে হইবে না।

দেশনাবসানে চতুরাশীতি সহস্র প্রাণীর ধর্মাভিসময় হইয়াছিল। শ্রেষ্ঠীপুত্রও বংশমস্তকে স্থিতাবস্থাতেই চারি প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করিয়া বংশ হইতে অবতরণ করিয়া শাস্তার নিকট আসিয়া পঞ্চ প্রতিষ্ঠিতের দ্বারা শাস্তাকে বন্দনা করিয়া প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন। শাস্তা তাঁহার দিকে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিলেন—'আইস ভিক্ষু।' তৎক্ষণাৎ উগ্রসেন অষ্টপরিষ্কারধারী ষষ্ঠিবর্ষীয় স্থবিরের ন্যায় প্রতিভাত হইলেন। তখন ভিক্ষুগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন— 'আবুসো উগ্রসেন, ষষ্ঠিহস্তবিশিষ্ট বংশের মস্তক হইতে অবতরণ করিবার সময় তোমার ভয় হয় নাই?'

'আবুসো, আমার ভয় হয় নাই।' তাঁহারা শাস্তাকে বলিলেন—'ভন্তে, উগ্রসেন বলিতেছেন তিনি ভয় পান নাই। মনে হয় সে সত্য বলিতেছে না।' শাস্তা বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, আমার পুত্র উগ্রসেনের ন্যায় যে সকল ভিক্ষু সর্ববন্ধন ছিন্ন করিয়াছে তাহাদের ভয় বা ত্রাস হয় না।' ইহা বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'সর্ববিধ বন্ধন ছিন্ন করিয়া যিনি সন্ত্রস্ত নহেন এবং যিনি সঙ্গাতীত (অর্থাৎ আসক্তি রহিত) ও বন্ধনমুক্ত—তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।' [ধর্মপদ, শ্লোক-৩৯৭/ব্রাহ্মণবর্গ]

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তির ধর্মাভিসময় হইয়াছিল। পুনরায় একদিন ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় কথা উত্থাপিত করিলেন—'এইরূপ অর্হত্ত্বের উপনিশ্রয়সম্পন্ন ভিক্ষুর নট-দুহিতার কারণে নটদের সঙ্গে বিচরণের কি হেতু? তাঁহার অর্হত্ত্ব উপনিশ্রয়েরও বা কি হেতু?' শাস্তা আসিয়া 'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখন সম্মিলিত হইয়া কি বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছ?'

'এই বিষয়ে, ভন্তে।'

http://kalpataruboi.org

'হে ভিক্ষুগণ, উভয়ই (অতীতের) একই ঘটনাপ্রসূত।' এই বলিয়া তাহা প্রকাশ করিবার জন্য অতীত উদ্ধৃত করিলেন।

অতীতে কশ্যপ বুদ্ধের সুবর্ণচৈত্য নির্মাণকালে বারাণসীবাসি কুলপুত্রগণ বহু খাদ্যভোজ্য শকটযানে তুলিয়া লইয়া 'নিজেদের হাতেই কাজ করিব' বলিয়া চৈত্যস্থানে যাইবার সময় মাঝপথে দেখিলেন একজন স্থবির পিণ্ডপাতের জন্য নগরে প্রবেশ করিতেছেন। এক কুলদুহিতা স্থবিরকে দেখিয়া স্বামীকে বলিলেন—'প্রভু, আর্য পিণ্ডপাতের জন্য প্রবেশ করিতেছেন। আমাদের শকটযানে ত বহু খাদ্যভোজ্য আছে। (স্থবিরের) ভিক্ষাপাত্র লইয়া আইস। আমরা ভিক্ষা দিব।' তিনি সেই ভিক্ষাপাত্র লইয়া তাহা খাদ্যভোজ্যের দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া স্থবিরের হাতে দিয়া উভয়েই প্রার্থনা করিলেন—'ভন্তে, আমরা যেন আপনার দৃষ্টধর্মের (অর্থাৎ আপনি যাহা লাভ করিয়াছেন) ভাগী হইতে পারি।' স্থবির ছিলেন অর্হৎ, তাই তাঁহাদের দিকে তাকাইয়া তাঁহাদের প্রার্থনা পূর্ণ হইবে দেখিয়া স্মিত হাসিলেন। ইহা দেখিয়া সেই স্ত্রী স্বামীকে বলিলেন—'আমাদের আর্য স্মিত হাসি হাসিলেন। উনি নিশ্চয়ই নাট্যকার হইবেন।' স্বামীও বলিলেন—'ভদ্রে, হয়ত তাহাই হইবে।' এবং প্রস্থান করিলেন। ইহাই তাহাদের পূর্বকর্ম। তাঁহারা সেই জন্মে যথায়ুষ্কাল অবস্থান করিয়া দেবলোকে জন্ম লইয়া তথা হইতে চ্যুত হইয়া সেই স্ত্রী নটগৃহে জন্ম লইলেন এবং সেই পুরুষ শ্রেষ্ঠীগৃহে। তিনি 'হ্যাঁ, ভদ্রে, এইরূপ হইতে পারে' বলিবার কারণে নটগণের সঙ্গে বিচরণ করিয়াছিলেন, যেহেতু অর্হৎ স্থবিরকে পিণ্ডপাত প্রদান করিয়াছিলেন সেই পুণ্যফলে তিনি অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই নটদুহিতাও 'আমার স্বামীর যা গতি, আমরাও সেই গতি' বলিয়া প্রব্রজিত হইয়া অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

উগ্রসেনের উপাখ্যান সমাপ্ত

চূল্ল-ধনুগ্‌গহ পণ্ডিতের উপাখ্যান—৭

১৬. বিতক্কপমথিতস্‌স জন্তুনো তিব্বরাগস্‌স সুভানুপস্‌সিনো,
ভিয্যো তণ্‌হা পবড্‌ঢতি এস খো দল্‌হং করোতি বন্ধনং।

১৭. বিতক্কুপসমে চ যো রতো অসুভং ভাবযতি সদা সতো,
এস খো ব্যন্তিকাহিতি এস ছেজ্জতি মারবন্ধনং।...৩৪৯-৩৫০

অনুবাদ : সংশয় উদ্বেলিত, তীব্র অনুরাগে আবদ্ধ এবং সুখান্বেষী ব্যক্তির তৃষ্ণা উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকে; ফলে সে বন্ধনকেই দৃঢ় করে। যিনি সংশয় পীড়িত নন, যিনি দেহাদির অশুভ ভাবনায় রত থাকেন, তিনি মারের বন্ধনকে ছিন্ন করে তাকে সমূলে বিনষ্ট করেন।

অন্বয় : বিতক্কপমথিতস্‌স তিব্বরাগস্‌স সুভানুপস্‌সিনো জন্তুনো (বিতর্ক

http://kalpataruboi.org

পীড়িত, তীব্ররাগে অনুরক্ত ও শুভদর্শী ব্যক্তির) তণ্হা ভিয্যো পবড্ঢতি (তৃষ্ণা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে)। এস খো বন্ধনং দল্হং করোতি (সে বন্ধনকেই দৃঢ় করে)। যো চ বিতক্কুপসমে রতো (যিনি বিতর্কের উপশমে রত), সতো সদা অসুভং ভাবযতি (সদা স্মৃতিমান হয়ে দেহাদির অশুভ চিন্তা করেন), এস খো মারবন্ধনং ব্যন্তিকাহিতি (তিনিই মারবন্ধন অতিক্রম করেন) এস ছেজ্জতি (তিনি তা ছেদন করেন)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : বিষয়চিন্তা আর কামচিন্তা দেহের আশ্রয়ে বাস করে, দেহের প্রশ্রয়ে বেড়ে চলে। ইন্দ্রিয়সুখ যতক্ষণ মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে ততক্ষণ ধ্যানসাধনায় মনকে লগ্ন করা, তাতে মগ্ন হওয়া অসম্ভব। দেহের প্রকৃত স্বরূপ, তার নশ্বরতা সম্বন্ধে স্মৃতি নিত্য জাগ্রত হলে তবে মানুষের তৃষ্ণা সমূলে ধ্বংস হয়, সংসারের দুঃখতাপ থেকে মুক্তি ঘটে।

'বিতক্কমথিতস্সা'তি ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে চূল্ল-ধনুগ্গহ পণ্ডিতকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

এক তরুণ ভিক্ষু শলাকা বিতরণ স্থানে (আধুনিক ভাষায় বলা যাইত যেখানে আহারাদির জন্য 'কুপন' দেওয়া হয়) নিজের শলাকা (কুপন) লইয়া ইহার বিনিময়ে যাগু গ্রহণ করিয়া আসনশালায় যাইয়া পান করিলেন। সেখানে জল না পাইয়া জলের জন্য একটি গৃহে গমন করিলেন। সেখানে ছিল এক কুমারী, সে তরুণ ভিক্ষুকে দেখিয়া প্রেমাসক্ত হইয়া বলিল—'ভন্তে, পুনরায় জলের দরকার হইলে এখানেই আসিবেন।' ইহার পর হইতে সেই ভিক্ষু কোথাও জল না পাইলে ঐ গৃহেই জলের জন্য যাইতে আরম্ভ করিলেন। ঐ কুমারীও পাত্র লইয়া তাহাকে জল দেয়। এইভাবে দিন যাইতে লাগিল। ইহার পর ভিক্ষুকে যাগুও দেয় এবং গৃহে বসাইয়া অন্নদানও করে। তাঁহার নিকটে বসিয়া একদিন কথা সমুত্থাপিত করিল—'ভন্তে, এই গৃহে সমস্তই আছে, কিন্তু থাকার লোক পাই না।' তাহার (এই জাতীয়) কথা শুনিয়া একদিন সেই তরুণ ভিক্ষু উৎকণ্ঠিত হইল। একদিন আগন্তুক ভিক্ষুগণ তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আবুসো, তোমাকে কৃশ এবং পাণ্ডুরবর্ণের দেখাইতেছে, ব্যাপার কি?'

'আবুসো, আমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছি।' তখন তাঁহারা তাঁহাকে আচার্য উপাধ্যায়ের নিকট লইয়া গেলেন। তাঁহারাও তাঁহাকে শাস্তার নিকট লইয়া যাইয়া শাস্তাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভিক্ষু, তুমি কি সত্যই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?'

'হ্যাঁ ভন্তে, সত্য।'

'মৎসদৃশ আরব্ধবীর্য বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজিত হইয়া কোথায় অন্যরা বলিবে তুমি স্রোতাপন্ন বা সকৃদাগামী হইয়াছ। তা না, তাহারা বলিতেছে তুমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছ! তুমি খুবই অন্যায় করিয়াছ।' তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন—

'তুমি কেন উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?'

'ভন্তে, এক কুমারী আমাকে এইরকম এইরকম বলিয়াছে।'

http://kalpataruboi.org

'হে ভিক্ষু, তাহার মত স্ত্রীলোক এইরূপ বলিবে ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই। সে অতীতে সমগ্র জম্বুদ্বীপে খ্যাত শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ পণ্ডিতকে ত্যাগ করিয়া মুহূর্তমাত্র একজন অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহার প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়া ঐ তীরন্দাজ পণ্ডিতকে হত্যা করাইয়াছিল। এই বিষয়ে বিস্তৃতভাবে জানিবার জন্য ভিক্ষুগণ শাস্তাকে প্রার্থনা করিলে শাস্তা অতীতের ঘটনা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

অতীতে একজন তীরন্দাজ পণ্ডিত ছিলেন যাঁহার নাম চূল্লধনুগ্গহ। তিনি তক্ষশিলায় যাইয়া বিশ্বখ্যাত আচার্যের নিকট ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। আচার্য তাঁহার শিল্পনৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়া নিজের কন্যাকে তাঁহার হস্তে সম্প্রদান করিলেন। তিনি একবার সপত্নীক বারাণসী যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে অটবিমুখে দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হইলে তিনি ঊনপঞ্চাশটি তীরের দ্বারা ঊনপঞ্চাশ জন দস্যুকে হত্যা করিলেন। তাঁহার তীর শেষ হইয়া গেলে তিনি দস্যুসর্দারকে মাটিতে ফেলিয়া পত্নীকে বলিলেন—'ভদ্রে, আমার তরবারিটা লইয়া আইস।' কিন্তু তাঁহার পত্নী তন্মুহূর্তে দস্যুসর্দারের প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়া তরবারি (নিজের স্বামীকে না দিয়া) দস্যুসর্দারের হাতে দিলে সে তীরন্দাজ পণ্ডিতকে তদদ্বারা হত্যা করিল। দস্যুসর্দার পণ্ডিতের পত্নীকে সঙ্গে লইয়া যাইবার সময় ভাবিল—'যে নিজের স্বামীকে হত্যা করিতে পারে, অন্য আর একজনের প্রতি প্রেমাসক্ত হইলে সে আমাকেও হত্যা করাইবে। অতএব, ইহাকে সঙ্গে লইয়া আমার লাভ নাই।' সম্মুখে একটি নদী দেখিয়া এই পারে স্ত্রীকে রাখিয়া এবং তাহার দ্রব্যাদি স্বয়ং লইয়া তাহাকে বলিল—'তুমি এখানেই থাক, আমি ততক্ষণ তোমার জিনিসপত্রগুলি ঐ পারে রাখিয়া আসি।' সে কিন্তু আর ফিরিয়া আসে নাই। স্ত্রীলোকটি বলিল—

'হে ব্রাহ্মণ, তুমি সমস্ত জিনিসপত্র লইয়া নদীর ঐ পারে চলিয়া গিয়াছ। তুমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিয়া আমাকেও ঐ পারে লইয়া যাও।'

ইহা শুনিয়া নদীর ওপার হইতে দস্যু বলিল—'আমি তোমার অপরিচিত, তবু আমার জন্য নিজের একান্ত পরিচিত (তোমার স্বামী) ব্যক্তিকে ত্যাগ করিয়াছ। যে ধ্রুবকে ত্যাগ করিয়া অধ্রুবের সেবন করে সে কখনও বিশ্বাসের পাত্র হইতে পারে না। কে বলিতে পারে অন্য আর একজনকে পাইলে তুমি আমারও জীবননাশ করিবে না? অতএব, আমি এই স্থান হইতে দূরদেশে গমন করিব।'

[ইহার পরের গাথাগুলি বুঝিতে হইবে 'চূল্লধনুগ্গহ জাতকের' (জাতক সংখ্যা-৩৭৪) শেষের দিকের কিছু প্রসঙ্গের অবতারণা করা প্রয়োজন।

দস্যুকর্তৃক নদীর এই পারে পরিত্যক্তা হইয়া চূল্লধনুগ্গহের পাপিষ্ঠা স্ত্রী অনাথা হইয়া এক এড়গজ গুল্মের (Cassia Tora) নিকট বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। ঠিক ঐ সময়ে দেবরাজ শক্র ভূলোক পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। স্বামিবিহীনা ও জারপরিত্যক্তা সেই রমণীকে কাঁদিতে দেখিয়া শক্র সংকল্প করিলেন 'ঐ রমণীকে নিগ্রহ করিয়া লজ্জা দিতে হইবে।' তিনি মাতলি ও

http://kalpataruboi.org

পঞ্চশিখকে সঙ্গে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং নদীতীরে গিয়া বলিলেন—'মাতলি, তুমি মৎস্য হও; পঞ্চশিখ, তুমি শকুন হও; আমি নিজে শৃগাল হইয়া মাংসপিণ্ড মুখে লইয়া এই রমণীর সম্মুখ দিয়া যাইব। আমাকে যাইতে দেখিলে মৎস্যরূপী মাতলি জল হইতে লম্ফ দিয়া আমার পুরোভাগে আসিয়া পড়িবে। আমি তখন আমার মুখধৃত মাংসপিণ্ড ত্যাগ করিয়া মৎস্য ধরিবার জন্য লম্ফ দিব। তখন শকুনরূপী পঞ্চশিখ ঐ মাংসপিণ্ড লইয়া আকাশে উড়িয়া যাইবে। মৎস্যরূপী মাতলিও লম্ফ দিয়া পুনরায় নদীতে গিয়া পড়িবে।' তাঁহারা উভয়েই 'যে আজ্ঞা, দেবরাজ' বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। মাতলি মৎস্য লইলেন, পঞ্চশিখ হইলেন শকুন, আর দেবরাজ শৃগাল হইয়া মুখে মাংসপিণ্ড লইয়া ঐ রমণীর পুরোভাগে গমন করিলেন। তখন মৎস্যরূপী মাতলি জল হইতে উল্লম্ফন করিয়া শৃগালের সম্মুখে পড়িল। শৃগালরূপী শক্র মুখের মাংসপিণ্ড ফেলিয়া মৎস্য ধরিবার জন্য লম্ফ প্রদান করিলেন। তৎক্ষণাৎ শকুনরূপী পঞ্চশিখ মাংসপিণ্ড লইয়া আকাশে উড়িয়া গেল। শৃগাল মাংসপিণ্ড ও মৎস্য উভয়ই হারাইয়া সেই এড়গজ গুল্মের দিকে বিষণ্ণবদনে চাহিয়া রহিল। ঐ রমণী তখন ভাবিল—'এই শৃগাল অতিলালসাবশত মৎস্য এবং মাংস উভয়ই হারাইল।' অনন্তর সে যেন একটা কূটপ্রশ্নের সমাধান করিয়াছে এইভাবে অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া শৃগালরূপী শক্র বলিলেন—

'এড়গজ গুল্ম হতে আমি কাহার অট্টহাস্য শুনিতেছি? এখানে ত নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি কোন হাস্যের কারণ নাই। হে সুন্দরী! তোমার বিপরীত চরিত্র দেখিতেছি। ক্রন্দনের কালে হাস্য—এ অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতেছি।' [রমণী তখন বলিল—]

'হে শৃগাল, তুমি মূর্খ। হে জম্বুক, তোমার ঘটে কোন বুদ্ধি নাই। মৎস্য এবং মাংস উভয়ই হারাইয়া ভিখারীর মত তাকাইয়া আছ!' [শৃগাল বলিলেন—]

'অন্যের ছিদ্র (দোষ) সহজেই আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু নিজের ছিদ্র দেখিতে পাই না। নিজদোষে পতি এবং জার উভয়কেই হারাইয়াছ! দুঃখ তোমার বেশি না আমার?' [রমণী বলিল—]

'হে মৃগরাজ, হে জম্বুক, তুমি যাহা বলিলে তাহাই ঠিক। আমি এখন এইস্থান হইতে গমন করিয়া অন্য ভর্তা গ্রহণ করিয়া তাঁহার বশানুগ হইয়া বাস করিব।'

[সেই অনাচারিণী দুঃশীলার কথা শুনিয়া শক্র শেষের গাথাটি ভাষণ করিলেন—] 'যে মাটির থালা হরণ করিয়াছে, সে কাঁসার থালাও হরণ করিবে। যে পাপে লিপ্ত হইয়াছ পুনরায় সেই পাপই করিতে যাইতেছ।' [চূল্লধনুগ্গহ জাতক]

এইভাবে শাস্তা জাতকের পঞ্চকনিপাতে বর্ণিত চূল্লধনুগ্গহ জাতক বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়া জাতকের সমাধান করিয়া বলিলেন—'তখন চূল্লধনুগ্গহ

http://kalpataruboi.org

পণ্ডিত ছিলে তুমি। সেই রমণী ছিল বর্তমানের কুমারিকা। শৃগালরূপে আসিয়া তাহার নিগ্রহকারক দেবরাজ শক্র ছিলাম আমি।' ইহা বলিয়া তাঁহাকে উপদেশদানচ্ছলে বলিলেন—'এই প্রকারে সেই রমণী তন্মুহূর্তে দৃষ্ট অজ্ঞাতকুশলীল ব্যক্তির প্রতি প্রণয়বশত সমগ্র জম্বুদ্বীপে অগ্রস্থানীয় পণ্ডিতকে হত্যা করাইয়াছিল। হে ভিক্ষু, সেই রমণীর প্রতি উৎপন্ন তোমার তৃষ্ণাকে ছিন্ন করিয়া অবস্থান কর।' তারপর আরও ধর্মদেশনাকালে এই দুইটি গাথা ভাষণ করিলেন—

'সন্দেহদোলা' দোলায়মান অথবা রাগ-দ্বেষ-মোহ এই ত্রিবিধ বিতর্ক দ্বারা উৎপীড়িত ও উৎকট অনুরাগ দ্বারা আক্রান্ত ইন্দ্রিয় সুখান্বেষী ব্যক্তির তৃষ্ণা অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সে নিশ্চয়ই নিজের বন্ধনকেই সুদৃঢ় করে।

'যে ব্যক্তি বিতর্কের অথবা রাগ, দ্বেষ ও মোহের উপশমে আনন্দ লাভ করেন ও সর্বদা স্মৃতিমান হইয়া দেহাদির অপবিত্রতার বিষয় চিন্তা করেন, সেইরূপ ব্যক্তি মারবন্ধন সমূলে ছেদন করিতে সমর্থ হইবেন।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩৪৯-৩৫০

অন্বয় : 'বিতক্কমথিতস্‌স' কামবিতর্কাদির দ্বারা উৎপীড়িত। 'তিম্বরাগস্‌স' তীব্র আসক্তিযুক্ত মানবের। 'সুভানুপস্‌সিনো' মনোজ্ঞ বস্তুর আকর্ষণে আকৃষ্ট ব্যক্তি সমস্ত কিছুর মধ্যে শুভদর্শী হয়। 'তণ্‌হা' ঈদৃশ ব্যক্তির ধ্যানাদি শুভনিমিত্ত কিছুই বর্ধিত হয় না, ষড়দ্বারিক তৃষ্ণাই কেবল অধিকমাত্রায় বর্ধিত হইয়া থাকে। 'এস খো' এইরূপ ব্যক্তিই তৃষ্ণাবন্ধনকে সুদৃঢ় করে। 'বিতক্কুপসমে সদা' মিথ্যা বিতর্কাদির উপশমে অর্থাৎ রাগ-দ্বেষ-মোহসমূহের নিবারণে সর্বদা রত থাকিয়া দেহের দশ অশুভাদি বিষয়ে স্মৃতি জাগ্রত করিয়া প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া প্রীতিসুখ অনুভব করেন। 'ব্যন্তি কাহিতি' ঈদৃশ ভিক্ষু ত্রিভবে উৎপদ্যমান তৃষ্ণার সমূলে অন্তঃসাধন করিবেন। 'মারবন্ধনং' ঈদৃশ ভিক্ষুই ত্রিভূমিকবর্ত নামক মারবন্ধনকে ছিন্ন করিবেন। দেশনাবসানে সেই ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। উপস্থিত সকলের নিকটও এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

চূল্লধনুগ্‌গহ পণ্ডিতের উপাখ্যান সমাপ্ত

মারের উপাখ্যান—৮

১৮. নিট্‌ঠঙ্গতো অসন্তাসী বীততণ্‌হো অনঙ্গণো,
অচ্ছিদ্দি ভবসল্লানি অন্তিমো'যং সমুস্‌সযো।

১৯. বীততণ্‌হো অনাদানো নিরুত্তিপদকোবিদো,
অক্‌খারানং সন্নিপাতং জঞ্‌ঞা পুব্বাপরানি চ;
স বে অন্তিমসারীরো মহাপঞ্‌ঞো (মহাপুরিসো) 'তি বুচ্চতি।

...৩৫১-৩৫২

অনুবাদ : যিনি নিষ্ঠাবান, ভয়শূন্য, অনাসক্ত ও নিষ্পাপ, যাঁর সংসার কন্টক

http://kalpataruboi.org

নির্মূল হয়েছে, তাঁর আর পুনর্জন্ম হয় না। যিনি বীতরাগ, অনাসক্ত, যিনি শব্দ ও পদের সম্যক অর্থ গ্রহণে সমর্থ এবং যিনি অক্ষরসমূহের সন্নিবেশ কৌশল ও পৌর্বাপর্য প্রয়োগ জানেন তিনিই মহাপ্রজ্ঞাবান, মহাপুরুষ। এই তাঁর শেষ জন্ম।

অন্বয় : নিট্‌ঠঙ্গতো অসন্তাসী বীততণ্‌হো অনঙ্গণো (যিনি নিষ্ঠারত, সন্ত্রাসহীন, বীততৃষ্ণা ও নিষ্পাপ), ভবসল্লানি অচ্ছিদ্দি (তিনি সংসারশল্য উচ্ছেদ করেছেন), অযং অন্তিমো সমুস্‌সযো (এই তাঁর অন্তিম দেহধারণ)। বীততণ্‌হো অনাদানো নিরুত্তিপদকোবিদো (যিনি বীততৃষ্ণা, অনাসক্ত, নিরুক্তিপদকুশল) অক্‌খরানং সন্নিপাতং পুব্বাপরানি চ জঞ্‌ঞা (অক্ষরসমূহের সন্নিবেশ কৌশল ও পৌর্বাপর্য প্রয়োগ জানেন) স বে অন্তিমসারীরো মহাপঞ্‌ঞো, মহাপুরিসো ইতি বুচ্চতি (সেই অন্তিম দেহধারী মহাপ্রজ্ঞাই মহাপুরুষ নামে অভিহিত হন)।

'নিট্‌ঠংগতো' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে মারকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

একদিন বিকালে অনেক ভিক্ষু জেতবনবিহারে প্রবেশ করিয়া রাহুল স্থবিরের বাসস্থানে যাইয়া তাঁহাকে উঠাইলেন। তিনি অন্যত্র থাকিবার জায়গা না দেখিয়া তথাগতের গন্ধকুটির সম্মুখে শয়ন করিয়াছিলেন। তখন সেই আয়ুষ্মান (রাহুল) উপযুক্ত বয়স না হইতেই (অর্থাৎ মাত্র আট বৎসর বয়সে) অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। পাপী মার বশবর্তীভবনে থাকিয়াই আয়ুষ্মান রাহুলকে গন্ধকুটির সম্মুখে শয়ান দেখিয়া চিন্তা করিল—'শ্রমণ গৌতমের পীড়াদায়ক অঙ্গুলী (অর্থাৎ রাহুল) বাহিরে শয়ান, স্বয়ং (বুদ্ধ) গন্ধকুটির অভ্যন্তরে শয়ান। অঙ্গুলির পীড়া হইলে নিজেও পীড়িত হইবেন।' মার তখন বিশাল হস্তীরাজের আকার নির্মাণ করিয়া আসিয়া শুঁড়ের দ্বারা রাহুল স্থবিরের মস্তকের চতুর্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিকটশব্দে ক্রৌঞ্চনাদ (বৃংহণ) করিতে লাগিল। শাস্তা গন্ধকুটিতে অবস্থান করিয়াই মারকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন—'মার, তাদৃশ শতসহস্র হস্তীও আমার পুত্রের ভয় উৎপাদন করিতে পারিবে না। আমার পুত্র নির্ভীক, বীততৃষ্ণ, মহাবীর্য, মহাপ্রাজ্ঞ'—ইহা বলিয়া এই গাথা দুইটি ভাষণ করিলেন—

'যিনি লক্ষ্যে উপনীত, সন্ত্রাসহীন, তৃষ্ণামুক্ত ও নিষ্কলুষ হইয়াছেন, যাঁহার ভবশল্য উচ্ছিন্ন হইয়াছে, ইহাই তাঁহার অন্তিম দেহধারণ (অর্থাৎ তাঁহার আর পুনর্জন্ম হইবে না।)

'যিনি তৃষ্ণামুক্ত, অনাসক্ত, নিরুক্তিপদকুশল (শব্দ ও অর্থের মর্মাজ্ঞ) এবং অক্ষরসমূহের সন্নিবেশকৌশল ও পৌর্বাপর্ব প্রয়োগ জানেন, সেই অন্তিমদেহধারী মহাপ্রাজ্ঞই মহাপুরুষ নামে অভিহিত হন।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩৫১-৩৫২

অন্বয় : 'নিট্‌ঠংগতো' এই বুদ্ধশাসনে প্রব্রজিতদের অর্হত্ত্ব লাভ হইতেছে চরম লক্ষ্য। তাহা যিনি গত বা প্রাপ্ত হইয়াছে। 'অসন্তাসী' অভ্যন্তরে রাগসন্ত্রাদির অভাবে অসন্ত্রস্ত। 'অচ্ছিন্দি ভবসল্লানি' সমস্ত ভবগামী শল্যকে ছেদন করিয়াছেন। 'সমুস্‌সয়ো' ইহাই তাঁহার অন্তিম শরীর।

'অনাদানো' স্কন্ধাদির প্রতি আসক্তিশূন্য। 'নিরুক্তিপদকোবিদো' তিনি অর্থ,

http://kalpataruboi.org

ধর্ম, নিরুক্তি ও প্রতিভাণ—এই চারি প্রকার প্রতিসম্ভিদাজ্ঞানে দক্ষ। 'অক্খরানং সন্নিপাতং, জঞ্ঞা পুব্বাপরানি চ' অক্ষরসমূহের সন্নিপাতনামক অক্ষরপিণ্ডকে জানেন, পূর্বাক্ষরের দ্বারা পরের অক্ষর, পরের অক্ষরের দ্বারা পূর্বাক্ষর জানেন। 'পূর্বাক্ষরের দ্বারা পরের অক্ষর জানেন' এই কথার অর্থ কি? অর্থাৎ তিনি যখন অক্ষরসমূহের আদি জানেন, তাঁহার নিকট মধ্য ও অন্ত প্রতিভাত না হইলেও তিনি বলিতে পারেন—'এই সকল অক্ষরের ইহাই মধ্য এবং ইহাই অন্ত।' 'পরের অক্ষরের দ্বারা পূর্বাক্ষর জানেন' এই কথার অর্থ কি? অর্থাৎ অক্ষরসমূহের অন্ত তাঁহার নিকট প্রতিভাত হইল, অথচ আদি ও মধ্য প্রতিভাত হইল না, তথাপি তিনি বলিতে পারেন—'এই সকল অক্ষরের ইহাই মধ্য, ইহাই আদি।' মধ্যে প্রতিভাত হইলেও তিনি জানেন—'ইহাই অক্ষরসমূহের আদি, ইহাই অন্ত।' এইজন্যই তিনি মহাপ্রাজ্ঞ। 'স বে অন্তিমসারীরো' তাহার শরীর এখন অন্তিমভাগে স্থিত। তিনি অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি ও প্রতিভাণ—এই চারি প্রকার প্রতিসম্ভিদাজ্ঞানে দক্ষ, শাস্ত্র-বিশ্লেষণে নিপুণ।' এই সকল প্রজ্ঞার দ্বারা তিনি সমন্বাগত বলিয়া মহাপ্রাজ্ঞ। 'হে সারিপুত্র, বিমুক্তচিত্ত বলিয়াই আমাকে মহাপুরুষ বলা হয়'—এই বুদ্ধবাক্য প্রভাবে বিমুক্তচিত্ত বলিয়া রাহুলও মহাপুরুষ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পাপী মারও 'শ্রমণ গৌতম আমাকে চিনিয়া ফেলিয়াছেন' বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্ধান করিল।

মারের উপাখ্যান সমাপ্ত

উপক আজীবকের উপাখ্যান—৯

২০. সব্বাভিভূ সব্ববিদূ'হম্মি সব্বেসু ধম্মেসু অনূপলিত্তো
সব্বঞ্জহো তণ্হক্খযে বিমুত্তো সযং অভিঞ্ঞায কমুদ্দিসেয্যং?

...৩৫৩

অনুবাদ : আমি সর্বজয়ী, সর্বদর্শী, সর্বাবস্থায় নির্লিপ্ত, সর্বত্যাগী এবং তৃষ্ণাক্ষয়ে মুক্ত পুরুষ। সর্বোচ্চ জ্ঞান লাভ করে আমি কার নিকট শিক্ষা নেব?

অন্বয় : অহং সব্বাভিভূ (আমি সর্বজয়ী) সব্ববিদু (সর্ববিৎ) সব্বেসু ধম্মেসু অনূপলিত্তো অস্মি (সর্বধর্মে অনুলিপ্ত) সব্বঞ্জহো তণ্হক্খযে বিমুত্তো (সর্বত্যাগী ও তৃষ্ণাক্ষয়ে মুক্ত)। সযং অভিঞ্ঞায কং উদ্দিসেয্যং (স্বয়ং অভিজ্ঞ হয়ে কার উদ্দেশ করব)।

'সব্বাভিভূ' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা (বোধিমণ্ড হইতে বারাণসী যাইবার) পথিমধ্যে উপক আজীবককে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

শাস্তা সর্বজ্ঞতাজ্ঞান লাভ করিয়া বোধিমণ্ডে সপ্ত সপ্তাহ অতিবাহিত করিয়া নিজের পাত্রচীবর লইয়া ধর্মচক্র প্রবর্তনের জন্য বারাণসী অভিমুখে অষ্টাদশ যোজন মার্গ অতিক্রমকালে পথিমধ্যে উপক আজীবককে দেখিতে পাইলেন।

http://kalpataruboi.org

উপকও শাস্তাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আবুসো, আপনার ইন্দ্রিয়সমূহ প্রসন্ন, পাত্রবর্ণ পরিশুদ্ধ এবং অতি সুন্দর। আবুসো আপনি কাহার উদ্দেশ্যে প্রব্রজিত হইয়াছেন? কেই বা আপনার শাস্তা, কাহার ধর্ম আপনি গ্রহণ করিয়াছেন?' তখন শাস্তা 'আমার উপাধ্যায়ও নাই, আচার্যও নাই' বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'আমি সর্বজয়ী, সর্ববিদ্, সর্বধর্মে (সর্বাবস্থায়) নির্লিপ্ত, সর্বত্যাগী ও তৃষ্ণাক্ষয়হেতু বিমুক্ত হইয়াছি। সুতরাং স্বয়ং অভিজ্ঞ হইয়া আমি কাহাকে (গুরু) নির্দেশ করিব?'[৩]—ধর্মপদ, শ্লোক-৩৫৩

অন্বয় : 'সব্বাভিভূ' ত্রিভূম্যক (কামভূমি, রূপভূমি, অরূপভূমি) সকল ধর্মকে জয় করিয়াছেন বলিয়া সর্বাভিভূ। 'সব্ববিদ্', সকল চতুভূম্যকধর্ম (কাম, রূপ, অরূপ, লোকোত্তর ভূমি) বিদিত হইয়াছেন বলিয়া সর্ববিদ্।

'সব্বেসু ধম্মেসু' ত্রিভূম্যক ধর্মসমূহে তৃষ্ণা-দৃষ্টির দ্বারা অনুপলিপ্ত। 'সব্বঞ্জহো' সকল ত্রিভূম্যকধর্ম ত্যাগ করিয়া যিনি স্থিত। 'তণ্হক্খয়ে বিমুত্তো' তৃষ্ণাক্ষয়ের শেষে উৎপন্ন তৃষ্ণাক্ষয় নামক অর্হত্ত্ব অশৈক্ষ্য বিমুক্তির দ্বারা বিমুক্ত। 'সয়ং অভিঞ্ঞায়' অভিজ্ঞেয়াদিভেদে ধর্মসমূহকে স্বয়ং জানিয়া। 'কমুদ্দিসেয্যং' 'ইনি আমার উপাধ্যায় বা আচার্য' এইভাবে উদ্দেশ করার মত আমার কেহ নাই। [আমি স্বয়ম্ভূ) জগতে আমার গুরু বা আচার্য কেহ নাই]। দেশনাবসানে উপক আজীবক তথাগতের বচনের প্রশংসাও করিলেন না, নিন্দাও করিলেন না। মাথা নাড়িয়া এবং জিহ্বাকে উর্ধ্বদিকে ও অধোদিকে দোলাইয়া উন্মার্গ অবলম্বন করিয়া জনৈক ব্যাধের বাসস্থানের দিকে চলিয়া গেলেন।

উপক আজীবকের উপাখ্যান সমাপ্ত

শক্র প্রশ্নের উপাখ্যান—১০

২১. সব্বদানং ধম্মদানং জিনাতি সব্বং রসং ধম্মরসো জিনাতি,
সব্বং রতিং ধম্মরতি জিনাতি তণ্হক্খযো সব্বদুক্খং জিনাতি। ৩৫৪

অনুবাদ : ধর্মদান সকল দানের উপর। ধর্মমাধুর্য সকল মাধুর্যের শ্রেষ্ঠ। ধর্মজনিত আনন্দ নিখিল আনন্দকে অতিক্রম করে। তৃষ্ণাক্ষয় সর্বদুঃখ জয় করে।

অন্বয় : ধম্মদানং সব্বদানং জিনাতি (ধর্মদান সর্বদানকে জয় করে), ধম্মরসো সব্বং রসং জিনাতি (ধর্মরস সর্বরসকে অতিক্রম করে), ধম্মরতি সব্বং রতিং জিনাতি (ধর্মরতি সকল রতিকে পরাভূত করে), তণ্হক্খযো সব্বদুক্খং জিনাতি (তৃষ্ণাক্ষয় সর্বদুঃখ জয় করে)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : ধর্ম বা সত্যের মূল্য অপরিমেয়। তাই ধর্মদানের কোন

[৩]। বিনয় মহাবগ্গ এবং থেরীগাথা অট্ঠকথাতেও এই শ্লোকটি দৃষ্ট হয়।

http://kalpataruboi.org

তুলনা নেই। সবদানের ক্ষয় আছে, কিন্তু পুণ্যধর্ম একটি দীপশলাকার মত মানুষের হৃদয়বর্তিকাকে প্রজ্বলিত করে তাকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তোলে। এভাবে এ দান আলোকে, আনন্দে পূর্ণ থেকে পূর্ণতর হয়। সত্যানন্দে যিনি প্রতিষ্ঠিত অন্য সব আনন্দই তাঁর কাছে অকিঞ্চিৎকর। তিনি সংসার থেকেও মুক্ত বা অর্হৎ। সংসারের কোন দুঃখ-তাপ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না; অর্হত্ত্বজ্ঞানে তাঁর তৃষ্ণাক্ষয় হয়েছে বলে সমস্ত দুঃখই তার কাছে পরাভূত।

'সব্বদানং' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে দেবরাজ শক্রকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

একসময় তাবতিংস দেবলোকে দেবগণ সম্মিলিত হইয়া চারিটি প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন—

১. দানসমূহের মধ্যে কোন দান শ্রেষ্ঠ?

২. রসসমূহের মধ্যে কোন রস শ্রেষ্ঠ?

৩. রতিসমূহের মধ্যে কোন রতি শ্রেষ্ঠ?

৪. কেন তৃষ্ণাক্ষয়কে সমস্ত কিছুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা হয়?'

কোন দেবতাই ইহার কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নাই। এক দেবতা আর একজন দেবতাকে, তিনি আর একজনকে এইভাবে পরস্পর জিজ্ঞাসা করিতে করিতে দশসহস্র চক্রবালের মধ্যে দ্বাদশ বৎসর তাহারা ঘুরিয়া বেড়াইলেন। এত সময়ের মধ্যে প্রশ্নের সমাধান খুঁজিয়া না পাইয়া দশসহস্র চক্রবালবাসি দেবগণ একত্রিত হইয়া চারি মহারাজের (চারিটি দিকের অধীশ্বরগণ) নিকট উপস্থিত হইলেন। চারিজন মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন— 'বৎসগণ দেবগণের মহাসম্মেলনের কারণ কি?'

'চারিটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু কেহই তাহার উত্তর দিতে না পারায় আমরা আপনাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি।'

'বৎসগণ, সেই চারিটি প্রশ্ন কি কি?' 'দান, রস এবং রতিসমূহের মধ্যে কোন দান, কোন রস এবং কোন রতি শ্রেষ্ঠ। তৃষ্ণাক্ষয়ই বা কেন শ্রেষ্ঠ? এই সকল প্রশ্নের উত্তর না পাওয়াতে আমরা এখানে সমাগত হইয়াছি।'

'বৎসগণ, আমরাও এই সকল প্রশ্নের উত্তর জানি না। আমাদের দেবরাজ সহস্রজনের দ্বারা চিন্তিত (ও জিজ্ঞাসিত) প্রশ্নের উত্তর সেই মুহূর্তেই দিয়া থাকেন। তিনি প্রজ্ঞায় এবং পুণ্যে আমাদের অপেক্ষা বিশিষ্ট। চল আমরা তাঁহার নিকট যাই' বলিয়া দেবগণকে সঙ্গে লইয়া দেবরাজ শক্রের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলে তিনিও জিজ্ঞাসা করিলেন—'বৎসগণ, এই মহা দেবসম্মেলনের কারণ কি?' তখন দেবরাজকে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করা হইল।

'বৎসগণ, এই প্রশ্নগুলি বুদ্ধবিষয়। (বুদ্ধ ব্যতীত) অন্য কেহ এই সকল প্রশ্নের উত্তর জানেন না। শাস্তা এখন কোথায় অবস্থান করিতেছেন?'

'জেতবনে।'

'চল, আমরা তাঁহার নিকট যাই' বলিয়া দেবগণকে সঙ্গে লইয়া রাত্রিভাগে

http://kalpataruboi.org

সমস্ত জেতবনকে আলোকোদ্ভাসিত করিয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—

'কি মহারাজ, বিশাল দেবসঙ্ঘ লইয়া আপনার উপস্থিতির কারণ কি?' 'ভন্তে, দেবগণের মনে এই সকল প্রশ্ন উদিত হইয়াছে। কেহই ঐগুলির উত্তর জানে না। এইগুলির অর্থ আপনি আমাদের নিকট ব্যাখ্যা করুন।'

শাস্তা বলিলেন—'মহারাজ, বেশ বেশ। আমি পারমীসমূহ পূর্ণ করিয়া, মহাপরিত্যাগসমূহ পরিত্যাগ করিয়া আপনাদের মত সকলের সংশয় নিরসনের জন্যই সর্বজ্ঞতাজ্ঞান লাভ করিয়াছি। আপনি যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন সেইগুলির উত্তর এই—

'সকল দানের মধ্যে ধর্মদানই শ্রেষ্ঠ।

সকল রসের মধ্যে ধর্মরসই শ্রেষ্ঠ।

সকল রতির মধ্যে ধর্মরতিই শ্রেষ্ঠ।

তৃষ্ণাক্ষয়ের দ্বারা অর্হত্ত্ব লাভ করা যায় বলিয়া ইহা শ্রেষ্ঠ।' ইহা বলিয়া তিনি এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'ধর্মদান সকল দানকে জয় করে। ধর্মরস সর্বরস অপেক্ষা উত্তম। ধর্মরতি সকল রতিকে পরাভূত করে। তৃষ্ণাক্ষয় সর্বদুঃখকে জয় করে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩৫৪

অন্বয় : 'সব্বদানং ধম্মদানং' যদিও চক্রবালগর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মলোক পর্যন্ত নিরন্তরভাবে উপবিষ্ট বুদ্ধ, প্রত্যেকবুদ্ধ ও ক্ষীণাস্রবগণকে কদলিগর্ভ সদৃশ (কদলীর মোচার যে রঙ) চীরবসমূহ দান করা হয়, সেই সমাগমে চতুষ্পদিক গাথার দ্বারা যে দানানুমোদন করা হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ। সেই দানের ফল ঐ গাথার ফলের ষোল ভাগের একভাগও হয় না। এইরূপ ধর্মের দেশনা, বাচন এবং শ্রবণও শ্রেয়। যে ব্যক্তি বহু ধর্মশ্রবণ করিয়াছে, তাহার মহাফল। তদ্রূপ পরিষদকে (অর্থাৎ বুদ্ধ, প্রত্যেকবুদ্ধ, ক্ষীণাস্রবের পরিষদকে) পাত্র পূর্ণ করিয়া উৎকৃষ্ট পিণ্ডপাত দান অপেক্ষা, ঘৃততৈলাদির দ্বারা পাত্র পূর্ণ করিয়া ভৈষজ্য দান অপেক্ষা, মহাবিহারসদৃশ বিহারসমূহের এবং লৌহপ্রাসাদ সদৃশ প্রাসাদসমূহের অনেক শতসহস্র নির্মাণ করাইয়া সেই গুলিতে প্রদত্ত শয়নাসন দান অপেক্ষা, অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠী প্রভৃতির বিহারাদি দান হইতে শুরু করিয়া যত ত্যাগ আছে তদপেক্ষাও—এমনকি চতুষ্পদিক গাথার দ্বারা অনুমোদনবশে প্রবর্তিত ধর্মদানই শ্রেষ্ঠ। কেন? এইরকম পুণ্য সম্পাদন করার সময় ধর্মশ্রবণ করিয়াই করিয়া থাকে, ধর্ম না শুনিয়া নহে। যদি এই সত্ত্বগণ ধর্মশ্রবণ না করিত তাহা হইলে একহাতা যাগু বা এক চামচ অন্নও দান করিত না। এই কারণেই বলা হইয়াছে সকল দান অপেক্ষা ধর্মদানই শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধগণ এবং প্রত্যেকবুদ্ধগণ ব্যতিরেকে সারিপুত্র প্রভৃতিও যাঁহারা সকল কল্পে যত বারিবর্ষণ হয় তাহার জলবিন্দু গণনা করিতে সমর্থ প্রজ্ঞাসমন্বিত হইলেও নিজেদের ধর্মতার দ্বারা স্রোতাপত্তিফলাদি লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। অস্সজি স্থবিরাদির দ্বারা

http://kalpataruboi.org

কথিত ধর্ম শ্রবণ করিয়াই স্রোতাপত্তিফল লাভ করিয়াছিলেন, শাস্তার ধর্মদেশনা শুনিয়া শ্রাবক পারমীজ্ঞান (অর্হত্ত্ব) লাভ করিয়াছিলেন। মহারাজ, এই কারণেও ধর্মদানই শ্রেষ্ঠ। তাই বলা হইয়াছে—'ধর্মদান সমস্ত দানকে জয় করে।'

সকল প্রকার গন্ধরসাদি রসই হউক বা দেবগণের উৎকৃষ্ট সুধাভোজনরসই হউক, সমস্ত রসই সত্ত্বগণকে সংসারবর্তে ফেলিয়া দুঃখানুভব করার কারণ বা হেতু। কিন্তু সপ্তত্রিংশৎ বোধিপক্ষীয় ধর্ম এবং নবলোকোত্তর ধর্ম নামক যে ধর্মরস, ইহাই সকল রসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাই বলা হইয়াছে—'সব্বরসং ধম্মরসো জিনাতি।' (পৃথিবীতে) যাহা কিছু পুত্ররতি, কন্যারতি, ধনরতি, স্ত্রীরতি, নৃত্য-গীত-বাদ্য প্রভৃতিতে রতি আছে (আরও অনেক প্রকার রতি আছে), তাহাও সংসারাবর্তে নিক্ষেপ করিয়া দুঃখানুভবই করায়। কিন্তু ধর্মভাষণকারীর বা শ্রবণকারীর মনোমধ্যে উৎপন্ন প্রীতি যে আনন্দ প্রদান করে, আনন্দাশ্রু প্রবাহিত করে লোমহর্ষণ উৎপাদন করায়, তাহা সংসারাবর্তের অন্তঃসাধন করিয়া অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করায়। তাই বলা হইয়াছে সকল রতির মধ্যে ঈদৃশ ধর্মরতিই শ্রেষ্ঠ। 'তণ্হক্খয়ো' তৃষ্ণার (নিরবশেষ) ক্ষয়ের পরে উৎপন্ন অর্হত্ত্ব সকল প্রকার সংসারদুঃখের অবসান করায় বলিয়া তৃষ্ণাক্ষয় সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই বলা হইয়াছে—'তণ্হক্খয়ো সব্বদুক্খং জিনাতি।'

যখন শাস্তা উক্ত গাথার অর্থ ব্যাখ্যা করিতেছিলেন তখন চতুরাশীতিসহস্র প্রাণীর ধর্মাভিসময় হইয়াছিল। (দেবরাজ) শক্রও শাস্তার ধর্মকথা শ্রবণ করিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া এইরূপ বলিলেন—

'ভন্তে, এইরূপ শ্রেষ্ঠ ধর্মদান আপনি আমাদের উপর বর্ষণ করিতেছেন না কেন? ভন্তে, ইহার পর হইতে আপনি যখন ভিক্ষুসঙ্ঘের নিকট ধর্মদেশনা করিবেন, তাহার ভাগ যেন আমরাও পাইতে পারি।' শাস্তা তাঁহার (শক্রের) বচন শুনিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘকে সম্মিলিত করিয়া বলিলেন—

'হে ভিক্ষুগণ, অদ্য হইতে মহাধর্মশ্রবণ হউক বা সাধারণ ধর্মশ্রবণ হউক বা বিধিবহির্ভূত ধর্মকথা হউক, এমন কি দানানুমোদন হউক যে প্রকার ধর্মদেশনাই তোমরা করিয়া থাক না কেন, তাহার আনিসংস (দানফল) তোমরা সকল সত্ত্বগণের উপর বর্ষিত করিবে।'

শক্র-প্রশ্নের উপাখ্যান সমাপ্ত

অপুত্রক শ্রেষ্ঠীর উপাখ্যান—১১

২২. হনন্তি ভোগা দুম্মেধং নো চে পারগবেসিনো,
ভোগতণ্হায দুম্মেধো হন্তি অঞ্ঞেঞ্ঞ'ব অত্তনং।...৩৫৫

অনুবাদ : সংসারের পরপারে যেতে অনিচ্ছুক এমন নির্বোধ ব্যক্তি ভোগসুখে

http://kalpataruboi.org

মত্ত হয়ে বিনষ্ট হয়। সেই নির্বোধ ব্যক্তি ভোগতৃষ্ণা হেতু অন্য ব্যক্তির সর্বনাশ করছে মনে করে নিজেরই বিনাশ সাধন করে।

অন্বয় : ভোগা দুম্মেধং হনন্তি (ভোগসুখ নির্বোধকে হনন করে), নো চ পারগবেসিনো (সে যদি সংসারের পরপারে যেতে ইচ্ছুক না হয়)। দুম্মেধো ভোগতণ্হায অঞ্ঞ ইব অত্তনং হন্তি (নির্বোধ ভোগতৃষ্ণা হেতু অন্যের ন্যায় আপনাকে হত্যা করে)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : জ্ঞানহীনের লোভ আর ভোগতৃষ্ণা ক্রমশ বেড়েই চলে। ক্রমবর্ধমান তৃষ্ণার নিবৃত্তি যে ভোগের পথে আসতে পারে না তা সে জানে না। তাই একসময় তৃষ্ণার আগুনে দগ্ধ হয়ে সে নিজেই নিজের সর্বনাশ ডেকে আনে। পার্থিব ভোগসম্পদের তুচ্ছতা উপলব্ধি করে প্রকৃত সম্পদ মুক্তির অন্বেষণে যিনি মনপ্রাণ সমর্পণ করেন তিনিই দুঃখময় ভবসাগরের পারে যেতে পারেন।

'হনন্তি ভোগা' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে জনৈক অপুত্রক শ্রেষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

ঐ শ্রেষ্ঠীর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া রাজা পসেনদি কোসল জিজ্ঞাসা করিলেন—'অপুত্রকের ধনসম্পদের অধিকারী কে হয়?'

'রাজা।'

ইহা শুনিয়া সাতদিন ধরিয়া তাঁহার গৃহ হইতে ধনসম্পদ রাজকুলে আনয়ন করাইয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত হইলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—'মহারাজ, এই দ্বিপ্রহরে আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন?' রাজা বলিলেন—

'ভন্তে, শ্রাবস্তীতে শ্রেষ্ঠী কালগত হইয়াছেন। তিনি অপুত্রক হওয়াতে তাঁহার ধনসম্পদ রাজকুলে আনাইয়া এখানে আসিলাম।' [সংযুক্ত নিকায়ে বর্ণিত সূত্রানুসারে সমস্ত জানিতে হইবে]

তাঁহার সম্বন্ধে রাজা শুনিয়াছেন যখন সোনার থালায় তাঁহার জন্য নানাবিধ উত্তমরসযুক্ত ভোজন উপস্থিত করা হইত তিনি বলিতেন—'ইহা কি মানুষের খাদ্য, তোমরা আমারই গৃহে আমার সঙ্গে তামাশা করিতেছ' বলিয়া যাহারা ভোজন লইয়া আসিত তাহাদের লোষ্ট্র-দণ্ডাদির দ্বারা প্রহার করিয়া বিতাড়িত করিতেন এবং 'ইহাই মানুষের উত্তম ভোজন' বলিয়া যাগু এবং আমানি ভোজন করিতেন। সুন্দর সুন্দর বস্ত্র-যান-ছত্রাদি তাঁহার নিকট আনয়ন করা হইলে তিনি যাহারা আনয়ন করিত তাহাদের লোষ্ট্র-দণ্ডাদি দ্বারা প্রহার করিয়া বিতাড়িত করিতেন এবং শণনির্মিত বস্ত্র পরিধান করিতেন, জীর্ণ রথে আরোহণ করিতেন এবং পত্রনির্মিত ছাতা মাথার উপর ধারণ করিতেন। রাজা এইভাবে শ্রেষ্ঠীর কথা শাস্তাকে জানাইলে শাস্তা শ্রেষ্ঠীর পূর্বজন্মকথা রাজাকে জানাইলেন।

'মহারাজ, অতীতে সেই শ্রেষ্ঠী গৃহপতি তগরশিখি নামক প্রত্যেকবুদ্ধকে পিণ্ডপাত প্রদানের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। 'শ্রমণকে পিণ্ডপাত দাও' বলিয়া তিনি আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। সেই অশ্রদ্ধ মূর্খ এইরূপ বলিয়া চলিয়া গেলে তাঁহার শ্রদ্ধাবতী প্রসন্না ভার্যা 'বহুকাল পরে তাঁহার মুখ হইতে 'দাও' কথাটা

http://kalpataruboi.org

শুনিলাম। অতএব অদ্য আমি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া (প্রত্যেকবুদ্ধকে) পিণ্ডপাত প্রদান করিব' চিন্তা করিয়া প্রত্যেকবুদ্ধের হস্ত হইতে পাত্র লইয়া উত্তম খাদ্যভোজ্যের দ্বারা পাত্রটি পূর্ণ করিয়া দিলেন। গৃহপতি প্রত্যাবর্তনকালে প্রত্যেকবুদ্ধকে দেখিয়া 'হে শ্রমণ, কিছু পাইয়াছেন কি?' জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার ভিক্ষাপাত্রটি উত্তম খাদ্যভোজ্যে পূর্ণ দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া চিন্তা করিলেন—

'ঈদৃশ উত্তম পিণ্ডপাত বরং দাস এবং কর্মকর পুরুষেরা ভোজন করুক। তাহারা ইহা ভোজন করিয়া আমার কাজকর্ম (আরও ভাল করিয়া) করিবে। আর ইনি ত যাইয়া ভোজন করিয়া নিদ্রাসুখ ভোগ করিবেন। আমার পিণ্ডপাত নষ্টই হইল।' তিনি (ঐ জন্মে) সম্পত্তির কারণে তাঁহার একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করিয়াছিলেন। ঘটনাটি ছিল এইরূপ—শৈশবে একদিন ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার অঙ্গুলি ধরিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে বলিল—'ইহা আমার পিতার শকট, এইগুলি আমার পিতার গরু' ইত্যাদি। ইহা শুনিয়া শ্রেষ্ঠী চিন্তা করিলেন—'এই অল্প বয়সে এ যদি এইরূপ বলে, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে এই গৃহে (তাহার হস্ত হইতে) এই সম্পত্তি কে রক্ষা করিবে?' এবং ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে অরণ্যে লইয়া যাইয়া একটি বৃক্ষমূলে তাহার গ্রীবাদেশে হাত দিয়া মূলকন্দবৎ (অর্থাৎ লোকে যেমন মূল হইতে কন্দ ছেদন করিয়া নেয় তদ্রূপ) তাহার গ্রীবাচ্ছেদন করিয়া হত্যা করিয়া সেখানেই নিক্ষেপ করিলেন। ইহাই তাঁহার পূর্বকর্ম। তাই বলা হইয়াছে—

'মহারাজ, এই শ্রেষ্ঠী গৃহপতি তগরশিখি নামক প্রত্যেকবুদ্ধকে পিণ্ডপাতের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই সুকৃত কর্মের বিপাকে তিনি সাতবার সুগতি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ একই কর্মের বিপাকে এই শ্রাবস্তীতেই সাতবার শ্রেষ্ঠীপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহারাজ যেহেতু এই শ্রেষ্ঠী গৃহপতি (প্রত্যেকবুদ্ধকে) দান দিয়া অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন 'বরং এই পিণ্ডপাত আমার দাস কর্মকর পুরুষেরা ভোজন করিলে ভাল হইত' এই কর্মের বিপাকে উত্তম খাদ্যভোজ্য, উত্তম বস্ত্র, উত্তম যান, উত্তম পঞ্চকামগুণ ভোগের দিকে তাঁহার চিত্ত নমিত হইত না। মহারাজ যেহেতু এই শ্রেষ্ঠী গৃহপতি সম্পত্তির কারণে একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করিয়াছিলেন সেই কর্মের বিপাকে বহু শত বৎসর, বহু সহস্র বৎসর, বহু লক্ষ বৎসর নরকে পক্ক হইয়াছিলেন। সেই কর্মেরই বিপাকাবশেষে তিনি সাতবার অপুত্রক হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সাতবার তাঁহার ধনসম্পদ রাজকোষে প্রেরিত হইয়াছিল। মহারাজ, সেই শ্রেষ্ঠী গৃহপতির অতীতের পুণ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, নতুন পুণ্য সঞ্চিত হয় নাই। মহারাজ, এই শ্রেষ্ঠী গৃহপতি বর্তমানে মহারোরুব নামক নরকে পক্ক হইতেছেন।' [সংযুক্ত নিকায় দ্রষ্টব্য]

রাজা শাস্তার বচন শুনিয়া বলিলেন—'ভন্তে, অহো, পাপকর্মের কি পরিণাম! এত ভোগসম্পদ থাকা সত্ত্বেও নিজেও ভোগ করিতে পারিলেন না, আপনার মত বুদ্ধ নিকটস্থ বিহারে থাকিলেও (আপনাদের দান দিয়া) কোন

http://kalpataruboi.org

পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিতে পারিলেন না।' শাস্তা বলিলেন—

'মহারাজ, এই প্রকারে মূর্খজনেরা ভোগসম্পদ লাভ করিয়া নির্বাণের সন্ধান করে না; ভোগের কারণে উৎপন্ন তৃষ্ণা ইহাদিগকে দীর্ঘকাল (জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া) দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করায়।' ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'লোক যদি সংসারের পরপারে গমনেচ্ছু না হয়, তাহা হইলে সেই অজ্ঞ ব্যক্তি ভোগসুখের কারণে বিনষ্ট হয়। দুর্মেধা ব্যক্তি ভোগতৃষ্ণাবশত অন্যান্যদের ন্যায় নিজেরই অনিষ্ট করে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩৫৫

অন্বয় : 'নো চ পারগবেসিনো' যাহারা নির্বাণপারগবেষী তাহাদের ভোগসম্পদ নষ্ট করিতে পারে না। 'অঞ্ঞেঞব অত্তনং' ভোগের কারণে উৎপন্ন তৃষ্ণার দ্বারা অজ্ঞ ব্যক্তি অন্যান্যদের ন্যায় নিজেকেও বিনষ্ট করে, ধ্বংস করে। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছিলেন।

অপুত্রক শ্রেষ্ঠীর উপাখ্যান সমাপ্ত

অঙ্কুরের উপাখ্যান—১২

২৩. তিণদোসানি খেত্তানি, রাগদোসো অযং পজা,
তস্মা হি বীতরাগেসু দিন্নং হোতি মহপ্ফলং।
২৪. তিণদোসানি খেত্তানি, দোসদোসো অযং পজা,
তস্মা হি বীতদোসেসু দিন্নং হোতি মহপ্ফলং।
২৫. তিণদোসানি খেত্তানি, মোহদোসা অযং পজা,
তস্মা হি বীতমোহেসু দিন্নং হোতি মহপ্ফলং।
২৬. তিণদোসানি খেত্তানি, ইচ্ছাদোসা অযং পজা,
তস্মা হি বিগতিচ্ছেসু দিন্নং হোতি মহপ্ফলং।...৩৫৬-৩৫৯

অনুবাদ : তৃণদুষ্ট ক্ষেতের ন্যায় লালসা মানুষের অনিষ্ট সাধন করে। সুতরাং লালসাহীন লোককে প্রদত্ত দান মহাফল প্রদান করে। তৃণদুষ্ট ক্ষেতের ন্যায় দ্বেষ মানুষের অপকার সাধন করে। সেজন্য দ্বেষহীন লোককে প্রদত্ত দান মহাফল প্রদান করে। তৃণদুষ্ট ক্ষেতের ন্যায় মোহ মানুষের অপকার সাধন করে। সেজন্য মোহশূন্য লোককে প্রদত্ত দান মহাফল প্রদান করে। তৃণদুষ্ট ক্ষেতের ন্যায় মানুষ কামনাদোষে দুষ্ট হয়। সেহেতু কামনাশূন্য ব্যক্তিকে প্রদত্ত দান মহাফল প্রদান করে।

অন্বয় : খেত্তানি তিণদোসানি (তৃণ ক্ষেতের অনিষ্টকারী) অযং পজা রাগদোসো (রাগ মানুষের অনর্থকারী) তস্মা হি বীতরাগেসু দিন্নং মহপ্ফলং হোতি (সেই হেতু বীতরাগ ব্যক্তিকে প্রদত্ত দান মহাফলপ্রদ হয়)। খেত্তানি

http://kalpataruboi.org

তিণদোসানি, অযং পজা দোসদোসা (তৃণবহুল ক্ষেত নিষ্ফল হয়, দ্বেষ মানুষের অনিষ্ট করে) তস্মা হি বীতদোসেসু দিন্নং মহপ্ফলং হোতি (সেজন্য দ্বেষহীন ব্যক্তিদিগকে দান মহাফলপ্রদ হয়)। তিণদোসানি খেত্তানি, মোহদোসা অযং পজা (তৃণদুষ্ট ক্ষেতের ন্যায় মানুষ মোহপরায়ণ হলে বিনষ্ট হয়), তস্মা হি বীতমোহেসু দিন্নং মহপ্ফলং হোতি (সেইজন্য মোহশূন্য লোককে দান মহাফলপ্রসূ হয়)। তিণদোসানি খেত্তানি ইচ্ছাদোসা অযং পজা (তৃণদুষ্ট ক্ষেতের ন্যায় মানুষের স্নেহপরায়ণ হলে বিনষ্ট হয়), তস্মা হি বিগতিচ্ছেসু দিন্নং মহপ্ফলং হোতি (সেহেতু নিরাকাঙ্ক্ষা ব্যক্তিকে দান মহাফলপ্রসূ হয়)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : জমি যদি উপযুক্ত বা অনুকূল না হয়, তবে শুধু ভাল বীজ বপন করলেই ভাল ফসল ফলবে না, সেখানে আগাছার ভিড়ে কোথায় তা হারিয়ে যাবে। সেরূপ রাগ, দ্বেষ, মোহ ও আসক্তিপূর্ণ ব্যক্তিকে দান করলে সে দানের ফল মহৎ হয় না, গ্রহীতার মনের কলুষ দাতার সুফল লাভের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু যদি তেমন রাজভিখারীকে দান করা হয়, তখন সামান্য কণাটুকুও স্বর্ণ হয়ে ফিরে আসে, দানের ফল শতগুণ ঐশ্বর্যে দাতাকে পরিপূর্ণ করে।[৪০]

'তিণদোসানি' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা দেবরাজ ইন্দ্রের পাণ্ডুকম্বল শিলাসনে অবস্থানকালে অঙ্কুরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনা 'যে ধীরগণ সতত ধ্যাননিরত' (ধর্মপদ, শ্লোক-১৮১) ইত্যাদি গাথায় বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। সেখানে ইন্দককে উদ্দেশ্য করে বলা হইয়াছে। অনুরুদ্ধ স্থবির পিণ্ডপাতের জন্য গ্রামে প্রবেশ করিলে ইন্দক নিজের আহৃত এক চামচ ভিক্ষা স্থবিরকে প্রদান করিয়াছিলেন। অঙ্কুর দশসহস্র বৎসর ধরিয়া দ্বাদশযোজনিক উধ্বানপংক্তি নির্মাণ করিয়া যে দান দিয়াছিলেন তদপেক্ষা ইন্দকের এ সামান্য দান মহাফলপ্রদ হইয়াছিল। তাই এইরূপ বলা হইয়াছে। ইহা উক্ত হইলে শাস্তা—'হে অঙ্কুর, দান বিচার করিয়া দিতে হইবে। তাহা হইলে সুক্ষেত্রে সুউপ্ত বীজের ন্যায় তাহা মহাফলপ্রদ হয়। তুমি তদ্রূপ কর নাই, তাই তোমার দান মহাফলপ্রদ হয় নাই।' ইহা প্রকাশ করিবার জন্য শাস্তা এই গাথাটি ভাষণ করিয়াছিলেন—

'বিচার করিয়া দান দেওয়া কর্তব্য (অর্থাৎ পাত্র বিচার করিয়া দান দেওয়া উচিত), যাহাতে প্রদত্ত দান মহাফলদায়ী হয়। বিচারপূর্বক দানকে সুগতও প্রশংসা করিয়াছেন। এই জীবলোকে যাঁহারা দক্ষিণার্হ তাঁহাদের দান করিলে মহাফলপ্রদ হয়। যেমন সুক্ষেত্রে সুউপ্ত বীজ উত্তম ফলদান করে। [পেতবত্থু ৩২৯]

ইহা বলিয়া শাস্তা ধর্মদেশনাকালে এই সকল গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন—

'তৃণদূষিত ক্ষেত্রে ভাল ফসল জন্মায় না, তদ্রূপ ভোগানুরাগবশত এই

৪০। দান করা কর্তব্য—এই বুদ্ধিতে অনুপকারী ব্যক্তিকে উপযুক্ত স্থানে, কালে বা পাত্রে যে দান করা হয় তা সাত্ত্বিক দান।

http://kalpataruboi.org

জনসমাজ কলুষিত হয়। সুতরাং বীতরাগ ব্যক্তিদিগকে দান দিলে মহাফলপ্রদ হয়।

'তৃণদূষিত ক্ষেত্রে ভাল ফসল জন্মায় না, তদ্রূপ দ্বেষবশত এই জনসমাজ কলুষিত হয়। সুতরাং বীতদ্বেষ ব্যক্তিদিগকে দান দিলে মহাফলপ্রদ হয়।

'তৃণদূষিত ক্ষেত্রে ভাল ফসল জন্মায় না, তদ্রূপ মোহবশত এই জনসমাজ কলুষিত হয়। সুতরাং মোহমুক্ত ব্যক্তিদিগকে দান দিলে মহাফলপ্রদ হয়।

'তৃণদূষিত ক্ষেত্রে ভাল ফসল জন্মায় না, তদ্রূপ এই জনসমাজ ইচ্ছা বা তৃষ্ণাদ্বারা কলুষিত হয়। সুতরাং ইচ্ছা বা তৃষ্ণাবিহীন ব্যক্তিদিগকে দান দিলে মহাফলপ্রদ হয়।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩৫৬-৩৫৯

অন্বয় : 'তিণদোসানি' শ্যামাক প্রভৃতি তৃণ পূর্বাহ্নে ও অপরাহ্নে ক্ষেত্রসমূহকে দূষিত করে, তাই ঐ সকল ক্ষেত্রে ভাল ফসল হয় না। তদ্রূপ সত্ত্বগণের অভ্যন্তরেও রাগ বা আসক্তি উৎপন্ন হইলে তাহা সত্ত্বগণকে কলুষিত করে। সুতরাং তাহাদিগকে দান দিলে তাহা মহাফলপ্রদ হয় না। ক্ষীণাস্রব বা অর্হৎদিগকে দান দিলে তাহা মহাফলপ্রদ হয়। তাই বলা হইয়াছে—

'তৃণদূষিত ক্ষেত্রে ফসল ভাল জন্মায় না, ভোগানুরাগবশত এই জনসমাজ কলুষিত হয়। সুতরাং বীতরাগ ব্যক্তিদিগকে দান দিলে তাহা মহাফলপ্রদ হয়।' [অবশিষ্ট গাথাগুলির বক্তব্যবিষয়ও প্রায় একই প্রকার]

দেশনাবসানে অঙ্কুর এবং ইন্দক স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। উপস্থিত জনগণের নিকটও এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

অঙ্কুরের উপাখ্যান সমাপ্ত

তৃষ্ণাবর্গ বর্ণনা সমাপ্ত

চতুর্বিংশতিশত বর্গ

http://kalpataruboi.org

২৫. ভিক্ষুবর্গ

পঞ্চ ভিক্ষুর উপাখ্যান—১

১. চক্‌খুনা সংবরো সাধু, সাধু সোতেন সংবরো,
ঘাণেন সংবরো সাধু, সাধু জিব্‌হায সংবরো।
২. কাযেন সংবরো সাধু, সাধু বাচায সংবরো,
মনসা সংবরো সাধু, সাধু সব্বত্থ সংবরো;
সব্বত্থ সংবুতো ভিক্‌খু সব্বদুক্‌খা পমুচ্চতি।...৩৬০-৩৬১

অনুবাদ : চোখকে সংযত রাখা মঙ্গলকর, কানকে সংযত রাখা মঙ্গলজনক, নাসিকার সংযম মঙ্গলকর, জিহ্বার সংযম মঙ্গলকর। কায় সংযম হিতকর, বাক সংযম হিতকর, চিত্তসংযম হিতকর, সকল বিষয়ে সংযম হিতকর। সর্বরূপে সংযত ভিক্ষু সকল দুঃখ থেকে মুক্ত হন।

অন্বয় : চক্‌খুনা সংবরো সাধু (চক্ষুর সংযম হিতকর), সোতেন সংবরো সাধু (শ্রোত্রের অর্থাৎ কর্ণের সংযম হিতকর) ঘাণেন সংবরো সাধু (ঘ্রাণের সংযম মঙ্গলকর), জিব্‌হায সংবরো সাধু (জিহ্বার সংযম মঙ্গলকর)। কাযেন সংবরো সাধু (কায় বা শরীরের সংযম হিতকর), বাচায সংবরো সাধু (বাক্যের সংযম হিতকর), মনসা সংবরো সাধু (মনের সংযম হিতকর), সব্বত্থ সংবরো সাধু (সর্বসংযম হিতকর), সব্বত্থ সংবুতো ভিক্‌খু সব্বদুক্‌খা পমুচ্চতি (সর্বথা সংযত ভিক্ষু সর্বদুঃখ থেকে মুক্ত হয়)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : মানুষের পাঁচ ইন্দ্রিয়ের পাঁচ বাসনা। আর যতক্ষণ মানুষ এদের বশ এরাই তাকে পাঁচ দিকে নিয়ে বেড়ায়। এদের সবকটিকে বশে আনতে না পারলে ঐ ছোটাছুটি থেকে নিস্তার নেই, দুঃখেরও শেষ নেই। যিনি ইন্দ্রিয়দমন করতে পেরেছেন এবং বাক্য ও মনে সংযত তিনিই দুঃখভোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে শান্তি পান।

'চক্‌খুনা সংবরো' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে পাঁচজন ভিক্ষুকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

সেই পাঁচজনের মধ্যে একজন চক্ষুদ্বারাদি পঞ্চদ্বারের মধ্যে মাত্র একটি দ্বারই রক্ষা করিতেন। একদিন ঐ ভিক্ষুগণ নিজেদের মধ্যে এই লইয়া বিবাদাপন্ন হইলেন—'আমিই সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যাহা দূরক্ষ্য তাহাই রক্ষা করি।' সকলেই একই কথা বলিলে বিবাদের সূত্রপাত হয়। তখন তাঁহারা 'আমরা শাস্তার নিকট যাইয়াই সত্য জানিব' বলিয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, আমরা চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয়কে পৃথক পৃথক ভাবে রক্ষা করি এবং যে যে ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, সে মনে করে যে তাহার ইন্দ্রিয়ই দূরক্ষ্য।' ভন্তে, আপনিই বলুন কোন ইন্দ্রিয় দূরক্ষ্য।' শাস্তা কোন ভিক্ষুকেই প্রাধান্য না

http://kalpataruboi.org

দিয়া বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, সমস্ত ইন্দ্রিয়ই দূরক্ষ্য। কিন্তু তোমরা যে শুধু এইবারই পঞ্চ ইন্দ্রিয় বিষয়ে অসংযত তাহা নহে, পূর্বেও অসংযত ছিলে। অসংযতের কারণেই পণ্ডিতদের কথায় মূল্য না দিয়া নিজেদের প্রাণ নষ্ট করিয়াছিলে। তাহারা 'কবে ভন্তে' বলিয়া জানিতে শাস্তাকে নিবেদন করিলে শাস্তা অতীতের তক্ষশিল জাতক বর্ণনা করিয়া কিভাবে রাক্ষসীদের কারণে রাজকুল বিনষ্ট হইয়াছিল এবং মহাসত্ত্ব কিভাবে অভিষেক প্রাপ্ত হইয়া শ্বেতচ্ছত্রের নীচে রাজাসনে বসিয়া নিজের শ্রীসম্পত্তি অবলোকন করিয়া বলিয়াছিলেন—'সত্ত্বগণের উচিত বীর্য রক্ষা করা।' এবং উদানবশে এই গাথা উদ্‌গীত করিয়াছিলেন—'যেহেতু সজ্জনদের কুশল উপদেশ আমি ধৃতি ও দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করিয়াছি, আমি ভীত বা সন্ত্রস্ত হইবার কোন লক্ষণই প্রদর্শন করি নাই। তাই আমি রাক্ষসীদের কবলে পতিত হই নাই এবং অনেক বিপদের মধ্য দিয়াও আমি স্বস্তিলাভ করিয়াছি।' [তক্ষশিল জাতক]

এই গাথা ভাষণ করিয়া বলিলেন—'তখনও তোমরা পাঁচজন মহাসত্ত্ব যখন তক্ষশিলাতে রাজ্য অধিগ্রহণ করিতে যাইতেছিলে আয়ুধহস্তে তাহাকে প্রহরা দিয়া লইয়া যাইতেছিলে। কিন্তু পথিমধ্যে রাক্ষসীদের দ্বারা প্রদর্শিত চক্ষুদ্বারাদিবশে রূপালম্বনাদি দেখিয়া অসংযত হইয়াছিলে এবং পণ্ডিতের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া মিথ্যা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া রাক্ষসীদের দ্বারা ভক্ষিত হইয়া নিজেদের প্রাণ নষ্ট করিয়াছিলে। মহাসত্ত্ব ঐ সকল আলম্বনে না ভুলিয়া সুসংযত ছিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এক অপ্সরাবৎ যক্ষিণী আসিতেছিল। মহাসত্ত্ব তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বস্তিতে তক্ষশিলায় যাইয়া রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই মহাসত্ত্ব ছিলাম আমি।' এই বলিয়া জাতকের সমাধান করিয়া বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর উচিত সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার রক্ষা করিয়া চলা। এইগুলি সংযত হইলে সমস্ত দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিবে।' বলিয়া ধর্মদেশনাকালে এই দুইটি গাথা ভাষণ করিলেন—

'চক্ষুসংযম সাধু (হিতকর), শ্রোত্রসংযম সাধু, ঘ্রাণেন্দ্রিয় সংযম সাধু, জিহ্বা সংযম সাধু।

'কায়িক সংযম সাধু, বাক্ সংযম সাধু, মনসংযম সাধু, সমস্ত কিছুতে সংযম সাধু। সর্বথা সংযত ভিক্ষু যাবতীয় দুঃখ হইতে বিমুক্ত হয়।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩৬০-৩৬১

অন্বয় : 'চক্‌খুনা' যখন ভিক্ষুর চক্ষুদ্বারে রূপালম্বন আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন ইষ্টালম্বনের প্রতি অনুরাগ উৎপন্ন না করিয়া এবং অনিষ্টালম্বনের প্রতি ঘৃণা উৎপাদন না করিয়া এবং অসমালম্বনের প্রতি মোহ উৎপাদন না করিয়া সেই চক্ষুদ্বারে সংযম, আবরণ, পর্দা ও গুপ্তি দেওয়া উচিত। এইভাবে তাহার চক্ষুদ্বারে সংযম রক্ষিত হইবে। শ্রোত্রদ্বারাদির ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। চক্ষুদ্বারাদিতে কিন্তু সংবর বা অসংবর উৎপন্ন হয় না, বরং পরে জবনবীথিতে ইহা উপলব্ধ হয়।

http://kalpataruboi.org

তখন অসংবর উৎপন্ন হইলে অশ্রদ্ধা, অক্ষান্তি, কৌসীদ্য (আলস্য), স্মৃতিবিভ্রম এবং অজ্ঞান এই পাঁচটি অকুশলবীথিতে উপলব্ধি হয়। আর সংবর উৎপন্ন হইলে শ্রদ্ধা, ক্ষান্তি, বীর্য, স্মৃতি এবং জ্ঞান এই পঞ্চবিধ কুশলবীথিতে উপলব্ধ হয়।

'কায়েন সংবরো' এইস্থলে প্রসাদকায় এবং 'বিক্ষিপ্তকায়' উভয়ই প্রযোজ্য। উভয়ই কায়দ্বার। প্রসাদকায়দ্বারে সংবর এবং অসংবরের কথা বলা হইয়াছে। বিক্ষিপ্তকায়দ্বারেও তদ্বস্তুক প্রাণাতিপাত অদত্তদান-কামবিষয়ে মিথ্যাচার। ইহাদের সহিত অকুশলবীথিতে উৎপন্ন সেই দ্বার অসংবৃত। কুশলবীথিতে উৎপন্ন হইলে প্রাণীহত্যা হইতে বিরতি ইত্যাদির দ্বারা সেই সেই দ্বার সংবৃতই।

'সাধু বাচায়' এখানে বিক্ষিপ্তবাকও বাক। ইহার সহিত উৎপন্ন মৃষাবাদাদির সহিত ঐ দ্বার অসংবৃতই হয়, মৃষাবাদাদি হইতে বিরতি হইতে সংবৃতই বলা যায়। 'মনসা সংবরো' এখানেও জবনমন ব্যতিরেকে অন্য মনের সহিত অভিধ্যাদি নাই। মনোদ্বারে কিন্তু জবনক্ষণে উৎপদ্যমান অভিধ্যাদির সহিত সেই দ্বার অসংবৃতই হয়; অনভিধ্যাদির সহিত সংবৃতই বলা যায়। 'সাধু সব্বত্থা'তি চক্ষুদ্বার প্রভৃতি সকল দ্বারেই সংবর সাধু। এযাবত অষ্ট সংবরদ্বার এবং অষ্ট অসংবরদ্বারের কথা বলা হইয়াছে। এই সকল অষ্টবিধ অসংবরদ্বারে স্থিত ভিক্ষু সকল প্রকার সংসারমূলক দুঃখ হইতে মুক্ত হয় না, অষ্ট সংবরদ্বারে স্থিত ভিক্ষু কিন্তু সকল প্রকার সংসারমূলক দুঃখ হইতে মুক্ত হয়। তাই বলা হইয়াছে—'সর্বত্র সংযত ভিক্ষু সমস্ত দুঃখ হইতে মুক্ত হয়।' দেশনাবসানে সেই পাঁচজন ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। উপস্থিত জনগণের নিকটও এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

পঞ্চভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত

হংসঘাতক ভিক্ষুর উপাখ্যান—২

৩. হত্থসঞ্ঞতো পাদসঞ্ঞতো বাচায সঞ্ঞতো সঞ্ঞুত্তমো,
অজ্ঝত্তরতো সমাহিতো একো সন্তুসিতো তমাহু ভিক্খুং।...৩৬২

অনুবাদ : যিনি হস্তে সংযত, পদে সংযত, বাক্যে সংযত তিনিই শ্রেষ্ঠ সংযমী। যিনি আধ্যাত্মিক সাধনায় সমাহিত, শান্ত ও সন্তুষ্টচিত্ত তিনি ভিক্ষু নামে পরিচিত।

অন্বয় : হত্থসঞ্ঞতো পাদসঞ্ঞতো বাচায সঞ্ঞতো সঞ্ঞুত্তমো (যিনি হস্ত সংযত, পদসংযত, বাক সংযত তিনি উত্তম সংযমী), অজ্ঝত্তরতো সমাহিতো একো সন্তুসিতো (যিনি অধ্যাত্মরত, সমাহিত, একাকী ও সন্তুষ্টচিত্ত) তং ভিক্খুং আহু (তাঁকেই ভিক্ষু বলা হয়)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : যিনি হস্তের দ্বারা অপরকে প্রহার কিংবা কোন প্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ করেন না, যাত্রাপথে নিজের পদযুগলকে স্মৃতিসহকারে পরিচালনা করেন, মিথ্যাভাষণ প্রভৃতি দ্বারা অপরকে বঞ্চনা বা মানসিক দুঃখ দেন না, যিনি

http://kalpataruboi.org

ধ্যানধারণায় রত থেকে একচারী হয়ে ও আনন্দিতচিত্তে বিরাজ করেন, সেই সদানন্দময় অর্হৎ পুরুষকেই ভিক্ষু বলা হয়।

'হত্থসংযতো' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে জনৈক হংসঘাতক ভিক্ষুকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

শ্রাবস্তীবাসি দুইজন বন্ধু ভিক্ষুদের নিকট প্রব্রজিত ও উপসম্পন্ন হইয়া সর্বক্ষণ একসঙ্গেই থাকিতেন। একদিন তাঁহারা অচিরবতী নদীতে যাইয়া স্নান করিয়া রৌদ্র সেবন করিতে করিতে সারাণীর (পরস্পরের ভালমন্দ, ধর্মীয় জীবনযাপন ইত্যাদি) বিষয়ে আলাপে রত ছিলেন। সেই মুহূর্তে দুইটি হংস আকাশপথ দিয়া যাইতেছিল। তখন একজন তরুণ ভিক্ষু একটি লোষ্ট্র লইয়া বলিলেন—'আমি এই দুইটি হংস শাবকের একটির চোখে আঘাত করিব।' অন্য ভিক্ষুটি বলিলেন—'তুমি পারিবে না।' তিনি বলিলেন—'দাঁড়াও, আমি প্রথমে ইহার এই পাশের চোখে আঘাত করিব, পরে অন্য দিকের চোখে আঘাত করিব।' অন্যজন বলিলেন—'তুমি পারিবে না।' 'তাই নাকি! তাহা হইলে দেখ' বলিয়া দ্বিতীয় একটি লোষ্ট্র লইয়া হংসটির পশ্চাতে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিল। হংস লোষ্ট্রশব্দ শুনিয়া ঘুরিয়া তাকাইল। তখন ভিক্ষুটি বর্তুলাকারের একটি লোষ্ট্র লইয়া নিক্ষেপ করিলেন। ঐ লোষ্ট্র হংসটির উভয় চক্ষুকে বিদ্ধ করিল। হংসটি বিরব করিতে করিতে ঘুরপাক খাইতে খাইতে তাঁহাদের পাদমূলে আসিয়া পড়িল। সেখানে অন্য ভিক্ষুরা এই দৃশ্য দেখিয়া বলিলেন—'আবুসো, বুদ্ধশাসনে প্রব্রজিত হইয়া প্রাণীহত্যা করা অন্যায়।' বলিয়া তাঁহাদের তথাগতের নিকট লইয়া গেলেন।

শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—

'হে ভিক্ষু, তুমি কি সত্য সত্যই প্রাণীহত্যা করিয়াছ?'

'হ্যাঁ ভন্তে সত্য।'

'হে ভিক্ষু, এইরূপ মুক্তিপথে নয়নকারী বুদ্ধশাসনে প্রব্রজিত হইয়া তুমি এই কাজ করিলে কেন? বুদ্ধ উৎপন্ন হইবার পূর্বে প্রাচীন পণ্ডিতগণ গৃহমধ্যে অবস্থান করিয়া সামান্য বিষয়েও অনুতপ্ত হইতেন, আর তুমি এইরূপ বুদ্ধশাসনে প্রব্রজিত হইয়া একটুও অনুতপ্ত নও।' ইহা বলিয়া তাঁহাদের দ্বারা প্রার্থিত হইয়া অতীতের ঘটনা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

অতীতে কুরুরাষ্ট্রে ইন্দপত্তনগরে রাজা ধনঞ্জয়ের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব রাজার অগ্রমহিষীর গর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করিয়া যথাক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তক্ষশিলাতে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া পিতাকর্তৃক উপরাজত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাহার পর পিতার মৃত্যু হইলে রাজা হইয়া দশপ্রকার রাজধর্ম রক্ষা করিয়া কুরুরোজ্যের ধর্মসমূহ পালন করিয়া চলিতেন। কুরুরাজ্যের ধর্ম হইতেছে পঞ্চশীল। বোধিসত্ত্ব সেইগুলি পরিশুদ্ধভাবে রক্ষা করিতেন। বোধিসত্ত্বের ন্যায় বোধিসত্ত্বের মাতা, অগ্রমহিষী, উপরাজ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, পুরোহিত ব্রাহ্মণ, ভূমিমাপক অমাত্য (আমিন), সারথি, শ্রেষ্ঠী, দ্রোণমাপক মহামাত্য, দৌবারিক,

http://kalpataruboi.org

এমনকি নগরশোভিনী বর্ণদাসী—এই একাদশ প্রকার লোক কুরুধর্ম রক্ষা করিয়া চলিতেন। একসময় কলিঙ্গরাষ্ট্রের দন্তপুরনগরে কলিঙ্গরাজাদের রাজত্বকালে সেই রাজ্যে বৃষ্টিপাত হয় নাই। বোধিসত্ত্ব মহাসত্ত্বের অঞ্জনসন্নিভ নামক একটি মহাপুণ্যবান মঙ্গলহস্তী ছিল। কলিঙ্গরাষ্ট্রবাসিগণ 'ঐ মঙ্গলহস্তী আনয়ন করিতে পারিলে বৃষ্টিপাত হইবে' মনে করিয়া রাজাকে তাহা জানাইলেন। রাজা সেই হস্তিকে আনয়নের জন্য ব্রাহ্মণদের প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা যাইয়া মহাসত্ত্বের নিকট মঙ্গলহস্তী প্রার্থনা করিলেন। শাস্তা তাঁহাদের যাচঞার কারণ প্রদর্শন করিতে গাথাদ্বারা বলিলেন—

'হে জনাধিপ, আপনার শ্রদ্ধা এবং শীলবত্তার কথা জানিয়া আমার অঞ্জনবর্ণের মঙ্গলহস্তীকে কলিঙ্গরাজ্যে প্রেরণ করিতেছি।' [তিকনিপাতে 'কুরুধম্ম জাতক' দ্রষ্টব্য]

হস্তী আনীত হইলেও বৃষ্টিপাত হইল না। কলিঙ্গরাজ চিন্তা করিলেন 'কুরুরাজ মহাসত্ত্ব কুরুধর্ম রক্ষা করিয়া চলেন। তাই তাঁহার রাষ্ট্রে বৃষ্টিপাত হয়।' তখন তিনি অমাত্য ব্রাহ্মণদের এই নির্দেশ দিয়া আবার কুরুরাষ্ট্রে প্রেরণ করিলেন, 'কুরুরাজ যে কুরুধর্ম রক্ষা করিয়া চলেন তাহা সুবর্ণপাত্রে খোদাই করিয়া লইয়া আইস।' তাঁহারা যাইয়া প্রার্থনা করিলে রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই নিজ নিজ শীলপরিশুদ্ধি বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—'আমাদের শীল অপরিশুদ্ধ' এবং তাঁহাদের প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন তাঁহারা বারবার জিজ্ঞাসা করিলেন—'কিছুই না করিয়াও শীলবিপত্তি কি করিয়া হয়?' তখন তাঁহারা নিজ নিজ শীলসমূহের কথা বলিলেন। কলিঙ্গরাজ সুবর্ণপত্রে ঐ শীলসমূহ খোদাই করাইয়া আনাইয়া ঐ সকল কুরুধর্ম ভালভাবে পালন করিলেন। তখন তাঁহার রাজ্যে বৃষ্টিপাত হইল। রাষ্ট্র ক্ষেমযুক্ত ও সুভিক্ষ হইল। শাস্তা এই অতীতের ঘটনা উল্লেখ করিয়া জাতকের সমাধান করিয়া বলিলেন—

'উৎপলবর্ণা ছিলেন সেই গণিকা, পূর্ণ ছিলেন সেই দৌবারিক। কাত্যায়ন ছিলেন রজ্জুগ্রাহক (আমিন), কোলিত ছিলেন দ্রোণমাপক অমাত্য, সারিপুত্র ছিলেন সেই শ্রেষ্ঠী, অনুরুদ্ধ ছিলেন রাজার সারথি, কাশ্যপ স্থবির ছিলেন সেই ব্রাহ্মণ পুরোহিত, নন্দপণ্ডিত ছিলেন সেই উপরাজ, রাহুলমাতা ছিলেন রাজমহিষী, মায়াদেবী ছিলেন জননী, বোধিসত্ত্ব ছিলেন যুবরাজ, এইভাবে জাতককে ধারণ কর।' জাতকের সমাধান করিয়া তিনি বলিলেন—'হে ভিক্ষু, পূর্বেও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ অল্পমাত্র সন্দেহ উৎপন্ন হইলেও নিজের শীলবিপত্তি সম্বন্ধে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, আর তুমি আমার মত বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজিত হইয়া প্রাণীহত্যা করিয়া গুরুতর অপরাধ করিয়াছ, ভিক্ষুর উচিত হস্ত, পদ, বাক্য সর্বদিকে সংযত হওয়া' ইহা বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'যিনি হস্ত, পদ ও বাক্যে সর্বোত্তম সংযমী, যিনি অধ্যাত্মরত, সমাহিতচিত্ত ও সন্তোষপরায়ণ তাঁহাকে ভিক্ষু বলা হয়।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩৬২

http://kalpataruboi.org

অন্বয় : 'হত্থসংযতো' হস্তক্রীড়াপনাদি বা হস্তের দ্বারা অন্যদের প্রহরণাদির অভাবে হস্তসংযত। দ্বিতীয় পদের ক্ষেত্রেও তাহাই প্রযোজ্য। বাক্যের ক্ষেত্রে মৃষাবাদাদি হইতে বিরত থাকিলেই বাকসংযত। 'সংযতুত্তমো' সংযতাত্মভাব। কায়চালনা, মস্তকের উৎক্ষেপন, ভ্রুবিকারাদির অকারক এই অর্থ। 'অজ্ঝত্তরতো' গোচর অধ্যাত্ম নামক কর্মস্থান ভাবনায় রত। 'সমাহিতো' সুষ্ঠুভাবে স্থাপিত। 'একো সন্তুসিতো' একবিহারী হইয়া সুষ্ঠুভাবে তুষ্ট হইয়া 'বিপশ্যনা আচরণের দ্বারা নিজের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির দ্বারা তুষ্টমানস। সাধারণ জনগণের কল্যাণজনক কর্মাদি হইতে শুরু করিয়া সকল শৈক্ষ্যগণ নিজের অধিগত জ্ঞানের দ্বারা সন্তোষ লাভ করে, কিন্তু অর্হৎগণ একান্ত সন্তুষ্ট, একবিহারী হইয়া সন্তুষ্ট ইত্যর্থ। এই উদ্দেশ্যেই ইহা বলা হইয়াছে। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছিলেন।

হংসঘাতক ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত

কোকালিকের উপাখ্যান—৩

৪. যো মুখসঞ্ঞতো ভিক্খু মন্তভাণী অনুদ্ধতো,
অত্থং ধম্মঞ্চ দীপেতি, মধুরং তস্স ভাসিতং।...৩৬৩

অনুবাদ : যে ভিক্ষু বাকসংযমী, জ্ঞানগর্ভ কথা বলেন, যিনি ঔদ্ধত্য প্রকাশ না করে ধর্ম ও তাঁর যথার্থ অর্থ ব্যাখ্যা করেন, তাঁর বাক্য স্বভাবতই মধুর।

অন্বয় : যো ভিক্খু মুখসঞ্ঞতো মন্তভাণী অনুদ্ধতো (যে ভিক্ষু সংযতমুখ, মন্ত্রভাষী ও অনুদ্ধত) অত্থং ধম্মঞ্চ দীপেতি (যিনি অর্থ ও ধর্ম ব্যাখ্যা করেন), তস্স ভাসিতং মধুরং (তাঁর ভাষণ মধুর)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : দেহে মনে সংযত হলে তবেই ভিক্ষু হওয়া যায়। ঐরকম ব্যক্তি কখনই কোন প্রকারে কারো মনে আঘাত দেবার কথা চিন্তা করতে পারেন না, না কর্মে না বাক্যে। বরঞ্চ স্থৈর্যে, শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি সর্বপ্রকার লোকের হিতসাধনে রত থাকেন। ধর্মের বাণী আর তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে তিনি লোককে সৎপথের নির্দেশ দেন, সেই পথে থাকার প্রেরণা দেন।

'যো মুখসংযতো' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে কোকালিককে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন। ইহার উপাখ্যান সুত্তনিপাতের 'কোকালিক সুত্তে' পাওয়া যায়। 'অনন্তর কোকালিক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন' ইত্যাদি। ইহার অর্থও অট্ঠকথাতে যেরূপ উক্ত হইয়াছে তদ্রূপ জানিতে হইবে।

কোকালিক পদুম নরকে উৎপন্ন হওয়াতে ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় এই কথা উত্থাপিত করিলেন—'অহো, কোকালিক ভিক্ষু নিজের মুখের কারণে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। দুই অগ্রশ্রাবককে আক্রোশ করার কারণেই পৃথিবী তাহাকে গ্রাস

http://kalpataruboi.org

করিয়াছিল। শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বিষয়ে আলোচনার জন্য এখন সমবেত হইয়াছ?'

'এই বিষয়ে ভন্তে।'

'হে ভিক্ষুগণ, শুধু এই জন্মেই নহে, পূর্বেও কোকালিক ভিক্ষু নিজের মুখের কারণে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল।' উক্ত বিষয়ে জানিতে ইচ্ছুক ভিক্ষুদের দ্বারা প্রার্থিত হইয়া শাস্তা অতীতের ঘটনা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

অতীতে হিমালয় প্রদেশে এক সরোবরে একটি কচ্ছপ বাস করিত। দুই হংসপোতক গোচরে যাইবার সময় তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিল। বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ় হইলে একদিন হংসপোতকেরা কচ্ছপকে বলিল—'সৌম্য, আমাদের বাসস্থান হইতেছে হিমালয়ে চিত্রকূট পর্বতের নীচে কাঞ্চনগুহায়। খুব সুন্দর জায়গা। তুমি কি আমাদের সঙ্গে যাইবে?'

'সৌম্য, আমি কিভাবে যাইব?'

'আমরা তোমাকে লইয়া যাইব, যদি মুখ বন্ধ রাখিতে পার।'

'হ্যাঁ রাখিতে পারিব। তোমরা আমাকে ভালভাবে লইয়া যাও।'

তাহারা 'বেশ তাহাই হউক' বলিয়া একটি দণ্ড আনিয়া কচ্ছপকে বলিল ঐ দণ্ডটি কামড়াইয়া ধরিতে এবং নিজেরা দণ্ডের দুই পাশে ঠোঁটে কামড়াইয়া ধরিয়া আকাশপথে চলিতে লাগিল। গ্রামবালকেরা হংসদ্বয়ের দ্বারা নীয়মান কচ্ছপকে দেখিয়া বলিতে লাগিল—'দুইটি হংস একটি কচ্ছপকে দণ্ড দ্বারা লইয়া যাইতেছে।' কচ্ছপ বলিতে চাহিয়াছিল—'যদি আমার বন্ধুরা আমাকে লইয়া যায়, তোদের কি হে বদমাস ছেলে কোথাকার?' কিন্তু বলিতে যাইয়া হংসদ্বয়ের দ্রুতবেগের কারণে বারাণসী নগরে রাজনিবাসনের উপরিভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহার দট্‌ঠস্থান হইতে দণ্ডটি সরিয়া গেল এবং সে আকাশাঙ্গণে পতিত হইয়া দ্বিধাবিভক্ত হইল। শাস্তা এই অতীতের ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিলেন—

'কচ্ছপ কথা বলিতে যাইয়া নিজেকে বিনষ্ট করিয়াছে। যদিও সে কাষ্ঠখণ্ডটিকে ভালভাবে ধারণ করিয়াছিল তথাপি স্বকীয় বাক্যের কারণে হত হইয়াছে।'

'হে নরবীরশ্রেষ্ঠ, ইহা দেখিয়া যথাকালে ভাল কথা বলিবে। দেখ, কচ্ছপটি বহু কথা বলিতে যাইয়া ব্যসনপ্রাপ্ত হইয়াছে।' এইভাবে দুকনিপাতের 'বহুভাণি জাতক' বর্ণনা করিয়া বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুকে মুখসংযত, সমচারী, অনুদ্ধত এবং ক্লেশমুক্তচিত্ত হইতে হইবে।' বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'যে ভিক্ষু বাকসংযমী ও মন্ত্রভাষী (প্রজ্ঞাভাষী), যিনি অনুদ্ধতভাবে অর্থ ও ধর্ম ব্যাখ্যা করেন, তাঁহার ভাষণ মধুর হয়।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩৬৩

অন্বয় : 'মুখসংযতো' দাস-চণ্ডাল প্রভৃতিরাও 'তুমি নীচজাত, তুমি দুঃশীল' ইত্যাদি মুখে না বলিয়া মুখে সংযত থাকে। 'মন্তভাণী' এইস্থলে মন্ত্র হইতেছে প্রজ্ঞা, তদদ্বারা ভাষণশীল। 'অনুদ্ধতো' নির্বৃতচিত্ত। 'অত্থং ধম্মং চ দীপেতি' যাহা

http://kalpataruboi.org

ভাবিত হইয়াছে তাহার অর্থ এবং দেশনাধর্ম প্রকট করিয়া থাকে। 'মধুরং' এইরূপ ভিক্ষুর ভাষণ মধুরই। যে শুধু অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া থাকে, পালি নহে অর্থাৎ মূল নহে, অথবা পালি বা মূল ভাষণ করিয়া থাকে, মূল নহে, অথবা যে উভয়ের কোনটাই সম্পাদন করে না তাহার ভাষণ মধুর হইতে পারে না। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছিলেন।

কোকালিকের উপাখ্যান সমাপ্ত

ধম্মারাম স্থবিরের উপাখ্যান—৪

৫. ধাম্মারামো ধম্মরতো ধম্মং অনুবিচিন্তযং,
ধম্মং অনুস্সরং ভিক্খু সদ্ধম্মা ন পরিহাযতি।...৩৬৪

অনুবাদ : যে ভিক্ষু ধর্মে আনন্দ লাভ করেন, যিনি ধর্মানুরক্ত, সদা ধর্মচিন্তা ও ধর্মানুসরণে রত, তিনি সদ্ধর্ম থেকে বিচ্যুত হন না।

অন্বয় : ধাম্মারামো ধম্মরতো ধম্মং অনুবিচিন্তযং (যিনি ধর্মারাম, ধর্মরত, যিনি অনুক্ষণ ধর্মচিন্তা করেন) ধম্মং অনুস্সরং (যিনি সদা ধর্ম অনুসরণ করেন), ভিক্খু সদ্ধম্মা ন পরিহাযতি (সেই ভিক্ষু সদ্ধর্ম থেকে পতিত হন না)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : ধর্ম শুধু শরণাগতকে ধারণই করে না, তাকে আনন্দে, ভাবে পরিপূর্ণ করে, পোষণ করে, লক্ষ্যপথে পরিচালিত করে। ধর্মের এইরকম আশ্রয় যিনি লাভ করেছেন তাঁর পতন নেই।

'ধম্মারামো' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে ধম্মারাম স্থবিরকে উপলক্ষ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

শাস্তা 'এখন হইতে চারিমাস পরে আমার পরিনির্বাণ হইবে' এই কথা ঘোষণা করাতে অনেক সহস্র ভিক্ষু শাস্তাকে পরিবেষ্টন করিয়া চলিতেন। তন্মধ্যে পৃথগ্জন অর্থাৎ সাধারণ ভিক্ষুগণ অশ্রুসংবরণ করিতে পারেন নাই। ক্ষীণস্রব অর্হৎ ভিক্ষুগণের ধর্মসংবেগ উৎপন্ন হইয়াছিল। সকলেই 'আমাদের কি করা উচিত?' এই চিন্তায় দলে দলে বিভক্ত হইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ধম্মারাম নামক ভিক্ষু ভিক্ষুদের নিকট উপস্থিত হইতেন না। ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসা করিতেন—'আবুসো, আপনার কি হইয়াছে?' তিনি কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া 'শাস্তা চারিমাস পরে পরিনির্বাণ লাভ করিবেন, আমি অবীতরাগ, শাস্তা বর্তমান থাকিতেই চেষ্টা করিয়া আমি অর্হত্ত্ব লাভ করিব' চিন্তা করিয়া একাকী অবস্থান করিয়া শাস্তা দেশিত ধর্মোপদেশ মনে মনে আবৃত্তি করিতেন, চিন্তা করিতেন এবং ধর্মবাণী অনুসারে নিজেকে চালিত করিতেন। ভিক্ষুগণ তথাগতকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিতে যাইয়া বলিলেন—'ভন্তে, ধম্মারাম স্থবিরের আপনার প্রতি বিন্দুমাত্র মমতা নাই। শাস্তা পরিনির্বাণ লাভ করিবেন, আমাদের কি করা উচিত? আমরা এইরূপ মন্ত্রণা করিতে থাকিলেও তিনি আমাদের সঙ্গে যোগদান করেন

http://kalpataruboi.org

না।' শাস্তা তাঁহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কি সত্যই এইরূপ করিতেছ?'

'হ্যাঁ ভন্তে, সত্য।'

'কেন?'

'ভন্তে, চারিমাস পরে আপনি পরিনির্বাণ লাভ করিবেন অথচ আমি এখনও অবীতরাগ, আপনি বর্তমান থাকিতেই চেষ্টা করিয়া অর্হত্ত্ব লাভ করিব এই চিন্তা করিয়া আপনার উপদিষ্ট ধর্মোপদেশ মনে মনে আবৃত্তি করি, চিন্তা করি এবং ইহাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করি।'

শাস্তা 'বেশ, বলিয়া তাহাকে সাধুবাদ দিয়া বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, আমার প্রতি মমতাসম্পন্ন ভিক্ষুর উচিত ধম্মারামের মত হওয়া। আমাকে মালাগন্ধাদির দ্বারা পূজা করিলে আমার পূজা করা হয় না। যাহারা ধম্মানুধর্ম প্রতিপালন করে, রক্ষা করে তাহারাই আমাকে সত্যকার পূজা করিয়া থাকে।' ইহা বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'যিনি ধর্মে তন্ময়, যিনি সতত ধর্মচিন্তা করিয়া তাহাতে আনন্দ লাভ করেন এবং যিনি ধর্ম অনুসরণ করেন, সেই ভিক্ষু সদ্ধর্ম হইতে বিচ্যুত হন না।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩৬৪

অন্বয় : নিবাসনার্থে শমথ এবং বিপশ্যনারূপ আরাম (বাসস্থান) যাঁহার তিনি ধম্মারাম। সেই ধর্মে রত বলিয়া ধম্মরত। সেই ধর্মেরই পুনঃপুন বিচিন্তনের দ্বারা 'ধম্মং অনুবিচিন্তয়ং', সেই ধর্মকে মনে মনে আবৃত্তি করিয়া ধারণ করেন এই অর্থ। 'অনুস্সরং', সেই ধর্মকে অনুসরণ করিয়া। 'সদ্ধম্মা' এইরূপ ভিক্ষু সপ্তত্রিংশৎ বোধিপক্ষীয় ধর্ম এবং নববিধ লোকোত্তর ধর্ম হইতে 'ন পরিহায়তি' চ্যুত হন না—এই অর্থ। দেশনাবসানে সেই ভিক্ষু অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। উপস্থিত জনগণের নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

ধম্মারাম স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

বিপক্ষ সেবক ভিক্ষুর উপাখ্যান—৫

৬. সলাভং না'তিমঞ্ঞেয্য, না'ঞ্ঞেসং পিহযং চরে,
অঞ্ঞেসং পিহযং ভিক্খু সমাধিং নাধিগচ্ছতি।

৭. অপ্পলাভো'পি চে ভিক্খু সলাভং নাতিমঞ্ঞতি,
তং বে দেবা পসংসন্তি সুদ্ধাজীবিং অতন্দিতং।...৩৬৫-৩৬৬

অনুবাদ : নিজে যা লাভ করেছ তা অবজ্ঞা করো না, অপরের লাভের স্পৃহা করো না। অন্যের লাভে স্পৃহা করলে ভিক্ষু সমাধি লাভে অক্ষম হন। অল্প লাভ করেও যে ভিক্ষু স্বলাভকে অবজ্ঞা করেন না, শুদ্ধজীবী সদাজাগ্রত সেই ভিক্ষুকেই দেবতারা প্রশংসা করেন।

http://kalpataruboi.org

অন্বয় : সলাভং ন অতিমঞ্ঞেয্য (স্বলাভকে অবজ্ঞা করো না) অঞ্ঞেসং পিহযং ন চরে (অন্যের লাভে স্পৃহা করবে না), অঞ্ঞেসং পিহযং ভিক্খু সমাধিং ন অধিগচ্ছতি (অন্যের লাভে স্পৃহা করলে ভিক্ষু সমাধি লাভ করতে পারেন না)। অপ্পলাভো অপি চ ভিক্খু সলাভং ন আতিমঞ্ঞতি (অল্পলাভ করেও যে ভিক্ষু স্বলাভকে অবমাননা করেন না) দেবা বে তং সুদ্ধাজীবিং অতন্দিতং পসংসন্তি (দেবগণ সেই শুদ্ধজীবী অতন্দ্রিত ভিক্ষুকে প্রশংসা করেন)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : ভিক্ষুর আহার্য সংগ্রহ করে ভিক্ষাচরণ দ্বারা। কিন্তু তিনি যদি উত্তম আহার্যের আশায় শুধু নির্বাচিত কিছু গৃহে ভিক্ষাপ্রার্থী হন তাহলে লোভের তাড়নায় তিনি ভিক্ষুধর্ম থেকে চ্যুত হবেন। গৃহ পর্যায়ক্রমে লব্ধ বস্তুকে সমাদরে গ্রহণ করে তাতেই তৃপ্ত হবেন প্রকৃত ভিক্ষু। তিনি লুব্ধ হবেন না, অপরের লাভে ঈর্ষিতও হবেন না। ঈর্ষামুক্ত হয়ে যিনি শুদ্ধ জীবনযাপন করেন তিনিই বরেণ্য।

'সলাভং' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে জনৈক বিপক্ষ সেবক ভিক্ষুকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

সেই ভিক্ষুর একজন বন্ধু ভিক্ষু ছিল যে দেবদত্তের পক্ষ অবলম্বন করিত। ভিক্ষুদের সহিত পিণ্ডচরণ করিয়া ভোজনকৃত্যাবসানে আগমনরত সেই ভিক্ষুকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কোথায় গিয়াছিলে?'

'অমুক স্থানে পিণ্ডচরণের জন্য।'

'পিণ্ডপাত লাভ করিয়াছ?'

'হ্যাঁ, লাভ করিয়াছি।'

'এখানে আমাদের লাভ-সৎকার অনেক, কিছুদিন এখানেই থাক না কেন!' তিনি তাহার কথামত কিছুদিন সেখানে বাস করিয়া নিজের স্থানেই ফিরিয়া আসিলেন। তখন ভিক্ষুগণ তথাগতকে জ্ঞাপন করিলেন—'ভন্তে, এই ভিক্ষু দেবদত্তের উৎপন্ন লাভ-সৎকার ভোগ করে, নিশ্চয়ই এ দেবদত্তের পক্ষের ভিক্ষু।' শাস্তা তাহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'তুমি সত্যই এইরূপ কর?'

'হ্যাঁ ভন্তে, আমি একজন তরুণ ভিক্ষুর কারণে কিছুদিন সেখানে বাস করিয়াছিলাম, কিন্তু দেবদত্তের মতবাদকে আমি সমর্থন করি না।' তখন ভগবান তাহাকে বলিলেন—'বুঝিলাম যে তুমি মিথ্যাদৃষ্টি সমর্থন কর না, কিন্তু যত্রতত্র তুমি এমন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াও যেন সকলেরই মতবাদ তোমার পছন্দ। তুমি যে কেবল এই জন্মেই এইরূপ করিতেছ তাহা নহে, অতীতেও এইরূপ করিয়াছিলে।'

ভিক্ষুগণ ভগবানকে বলিলেন—'ভন্তে, আমরা স্বয়ং দেখিয়াছি এখন তিনি কি করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বজন্মে তিনি কি করিয়াছিলেন, কাহাদের মতবাদ সমর্থন করিতেন, আমাদের অনুগ্রহ করিয়া বলুন।'

ভিক্ষুদের দ্বারা প্রার্থিত হইয়া শাস্তা অতীতের ঘটনা বর্ণনা করিতে যাইয়া 'মহিলামুখ জাতক' ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন—

http://kalpataruboi.org

'প্রাচীন চোরদের কথা শুনিয়া মহিলামুখ (শান্ত প্রকৃতির) হস্তী ক্ষিপ্ত হইয়া মাহুতকে হত্যা করিয়াছিল। আবার সেই গজোত্তম সংযতগণের (সাধু-সন্তদের) কথা শুনিয়া পুনরায় সর্বগুণের অধিকারী হইয়াছিল।' তারপর বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর উচিত স্বলাভের দ্বারা সন্তুষ্ট থাকা, পরলাভের জন্য লালায়িত না হওয়া। পরলাভ যাহারা প্রার্থনা করে তাহাদের ধ্যান, বিপশ্যনা, মার্গফল কিছুই লাভ হয় না। যাহারা নিজেদের লাভের দ্বারা সন্তুষ্ট তাহারাই ধ্যানাদি লাভ করিতে পারে' বলিয়া ধর্মদেশনাকালে এই গাথা দুইটি ভাষণ করিলেন—

'স্বীয় লাভকে অবজ্ঞা করিবে না এবং পরের লাভে স্পৃহা করিবে না। অন্যদের লাভ স্পৃহাকারী ভিক্ষুর সমাধি লাভ হয় না।'

'লাভ অল্প হইলেও যে ভিক্ষু স্বীয় লাভকে অবজ্ঞা না করে, সেই শুদ্ধজীবী, অতন্দ্র ভিক্ষুই দেবগণের প্রশংসা লাভ করে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩৬৫-৩৬৬

অন্বয় : 'সলাভং' নিজের চেষ্টার দ্বারা উৎপন্ন লাভ। সপদানচারিকা (অর্থাৎ কোন গৃহ বাদ না দিয়া প্রতিটি গৃহের সম্মুখে ভিক্ষান্নের জন্য যাওয়া) ত্যাগ করিয়া অন্য কিছুর দ্বারা জীবিকা নির্বাহকারী ভিক্ষু স্বলাভকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে, নিন্দা করিয়া থাকে এবং ঘৃণা করিয়া থাকে। তাই এইরূপ করা না হইলে স্বলাভকে অবজ্ঞা করা হয় না। 'অঞ্ঞেসং পিহয়ং' অন্যদের লাভ প্রার্থনা করিয়া বিচরণ করিবে না—এই অর্থ। 'সমাধিং নাধিগচ্ছতি' অন্যদের লাভ স্পৃহা করিয়া তাহাদের চীবরাদি দ্রব্যে ঔৎসুক্য লাভ করিয়া ভিক্ষু অর্পণা সমাধি বা উপচার সমাধি কোনটাই লাভ করিতে পারে না। 'সলাভং নাতিমঞ্ঞতি' লাভ স্বল্প হইলেও উচ্চ-নীচকুলে সপদানচারিকার দ্বারা ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিলে ভিক্ষুর স্বলাভকে অবজ্ঞা করা হয় না। 'তং বে' স্বীয় জঙ্ঘাবলের দ্বারা কষ্টকর জীবিকার দ্বারা যথার্থ সারজীবী ও অকুৎসিৎজীবী হয় বলিয়া সেই শুদ্ধাজীবী অতন্দ্রিত ভিক্ষুকে দেবতারাও প্রশংসা করিয়া থাকেন, তাহার স্তুতিগান করিয়া থাকেন—এই অর্থ। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছিলেন।

বিপক্ষ সেবক ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত

পঞ্চাগ্রদাতা ব্রাহ্মণের উপাখ্যান—৬

৮. সব্বসো নামরূপস্মিং যস্স নত্থি সমাযিতং,
অসতা চ ন সোচতি স বে ভিক্খূ'তি বুচ্চতি।...৩৬৭

অনুবাদ : নামরূপময় সকল বস্তুতে যাঁর মমত্ববোধ ('আমার' এই ভ্রান্ত ধারণা) নেই, এদের অভাবে যিনি শোক করেন না, তিনিই ভিক্ষু নামে অভিহিত হন।

অন্বয় : সব্বসো নামরূপস্মিং যস্স মমাযিতং ন অত্থি (নামরূপময় সকল

http://kalpataruboi.org

বস্তুতে যাঁর মমতাবোধ নেই), অসতা চ ন সোচতি (যা নেই তার জন্য যিনি শোক করেন না) স বে ভিক্খু ইতি বুচ্চতি (তিনিই ভিক্ষু নামে কথিত হন)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : মানুষের 'আমি' বা 'আমার' বোধ একটা ভ্রান্তধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান আর রূপের সমবায় মানুষের চিত্তে একটা মিথ্যা আমিত্বের বোধ জাগায়। যিনি ঐ মিথ্যাবোধ থেকে মুক্ত হয়েছেন, তিনি ঐ নাম-রূপের উদ্ভবে কি ক্ষয়ে আনন্দ বা বেদনা কোনটাই অনুভব করেন না; শোকতাপের অতীত তিনি। ঐ রকম ধীর, স্থির, অবিচলিত ব্যক্তিই প্রকৃত ভিক্ষু।[৩]

'সব্বসো' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে পঞ্চাগ্রদায়ক জনৈক ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

[ইহা তাঁহার সম্বন্ধে বলা হয় যে] তিনি যখন ফসল ক্ষেতেই পক্ক অবস্থায় থাকে তখন ক্ষেত্রাগ্র দান করিতেন, যখন ফসল মাড়ান হয় তখন খলাগ্র দান করিতেন, যখন ফসল গোলায় ভরা হয় তখন খলভাণ্ডাগ্র দান করিতেন, যখন খাদ্যশস্য কুম্ভে সিদ্ধ করা হয় তখন কুম্ভাগ্র দান করিতেন, যখন পাত্রে পরিবেশন করা হয়, তখন পাত্রাগ্র দান করিতেন—এইভাবে তিনি পঞ্চ অগ্রভাগ্র দান করিতেন, যাহাই প্রাপ্ত হইতেন দান না করিয়া স্বয়ং ভোগ করিতেন না। সেইজন্য তাঁহার নাম হইয়াছিল পঞ্চাগ্রদাতা ব্রাহ্মণ। শাস্তা সেই ব্রাহ্মণ ও তদীয় পত্নীর তিনটি ফলের (অর্থাৎ স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীফল ও অনাগামিফল) উপনিশ্রয় দেখিয়া একদিন ব্রাহ্মণের ভোজনবেলায় তাঁহার দ্বারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি গৃহের প্রমুখদ্বারে অন্তঃগৃহাভিমুখ হইয়া বসিয়া ভোজন করিতেছিলেন, তাই তিনি দ্বারে আগত বুদ্ধকে দেখিতে পান নাই। ব্রাহ্মণী স্বামীকে পরিবেশনকালে শাস্তাকে দেখিয়া চিন্তা করিলেন—'এই ব্রাহ্মণ পঞ্চবিধ অগ্রদান দিয়া ভোজন করিতেছেন, এখন শ্রমণ গৌতম আসিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান। যদি ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দেখিয়া নিজের অন্ন তাঁহাকে প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি পুনরায় রন্ধন করিতে পারিব না।' তাই যাহাতে ব্রাহ্মণ শ্রমণ গৌতমকে দেখিতে না পান শাস্তার দিকে পিছন ফিরিয়া স্বামীর পশ্চাতে একটু ঝুঁকিয়া দাঁড়াইলেন, হাত দিয়া পূর্ণচন্দ্রকে আবৃত করার ভঙ্গীতে দাঁড়াইলেন। সেই অবস্থায় থাকিয়া তিনি 'শাস্তা চলিয়া গিয়াছেন কিনা' আড়ালে দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু শাস্তা ঐ অবস্থাতেই দণ্ডায়মান ছিলেন। পাছে ব্রাহ্মণ শুনিয়া ফেলেন তাই 'চলিয়া যান' কথাটা বলিতে পারিলেন না। শাস্তার একেবারে কাছে আসিয়া খুব নিম্নস্বরে বলিলেন—'চলিয়া যান।' শাস্তাও মাথা নাড়িয়া ভাব দেখাইলেন যে তিনি যাইবেন না। জগতগুরু বুদ্ধ 'যাইব না' ইহা বুঝাইবার জন্য শির সঞ্চালন করিলে ব্রাহ্মণী তাহা বুঝিতে না

---

[৩]। এরূপ পুরুষের কথা গীতায়ও আছে : যিনি সকল বস্তুতেই স্নেহ বা মমতাশূন্য, যিনি কোন শুভ বা প্রিয় বস্তু পেয়েও হর্ষ প্রকাশ করেন না, অশুভ বা অপ্রিয় বস্তু পেয়েও বিরক্তি প্রকাশন করেন না, তিনিই প্রজ্ঞাবান পুরুষ।

http://kalpataruboi.org

পারিয়া অট্টহাস্য করিলেন। সেই মুহূর্তে শাস্তা ব্রাহ্মণের গৃহাভিমুখে আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত করিলেন। ব্রাহ্মণও গৃহের সম্মুখদিকে পিঠ দিয়া বসিলেও ব্রাহ্মণীর হাসির শব্দ শুনিয়া ষড়বর্ণ রশ্মির আলোকোদ্ভাস দেখিয়া শাস্তাকে দর্শন করিলেন। বুদ্ধগণের স্বাভাবিক ধর্ম এই যে গ্রামে বা অরণ্যে হেতুসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে (অর্থাৎ যাহাদের মার্গফল লাভের হেতু আছে) তাহাদের দর্শন না দিয়া প্রস্থান করেন না। ব্রাহ্মণও শাস্তাকে দেখিয়া ব্রাহ্মণীকে গালমন্দ করিতে করিতে বলিলেন—'ভোতি, তুমি আমার সর্বনাশ করিয়াছ। রাজপুত্র গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন। অথচ তুমি আমাকে জানাইলে না। তুমি অত্যন্ত অন্যায় কাজ করিয়াছ' বলিয়া অর্ধভূক্ত ভোজনের থালা লইয়া শাস্তার নিকট যাইয়া বলিলেন—'হে গৌতম, আমি পঞ্চ অগ্রদান দিয়াই ভোজন করিতেছি। আমি এই ভোজন হইতে মধ্যস্থানে ভাগ করিয়া এক ভাগ মাত্র ভোজন করিয়াছি, একভাগ অবশিষ্ট আছে। আপনি আমার এই ভোজন গ্রহণ করিবেন কি?'

'আপনার উচ্ছিষ্ট ভোজনের আমার প্রয়োজন নাই' শাস্তা এই কথা না বলিয়া বলিলেন—'হে ব্রাহ্মণ, ভোজনের অগ্রভাগও আমার উপযুক্ত, মধ্যভাগে ভাগ করিয়া অর্ধভূক্ত অন্নও আমার উপযুক্ত, শেষের অন্নপিণ্ডও আমার উপযুক্ত। হে ব্রাহ্মণ, আমরা হইলাম পরদত্তোপজীবী প্রেতসদৃশ।' এই কথা বলিয়া শাস্তা গাথায় বলিলেন—

'পরদত্তোপজীবী হইয়া যিনি পিণ্ডের উপরাংশ, মধ্যাংশ অথবা শেষাংশ গ্রহণ করেন এবং দাতার স্তুতি বা নিন্দায় বিরত থাকেন, জ্ঞানীগণ তাঁহাকেই মুনি আখ্যা দিয়া থাকেন।' (দ্রঃ সুত্তনিপাত, মুনি সুত্ত, শ্লোক-১১)

ব্রাহ্মণ এই গাথা শোনামাত্রই প্রসন্নচিত্ত হইয়া 'অহো কি আশ্চর্য, দ্বীপস্বামী (পৃথিবীরূপ দ্বীপের অধীশ্বর) রাজপুত্র 'তোমার উচ্ছিষ্ট অন্নের আমার প্রয়োজন নাই' এই কথা না বলিয়া এইরূপ বলিতেছেন' ইহা চিন্তা করিয়া গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়াই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে গৌতম, আপনি আপনার শ্রাবকদের ভিক্ষু বলিয়া থাকেন, কিসের দ্বারা ভিক্ষু হওয়া যায়?' শাস্তা 'কি প্রকার ধর্মদেশনা ইহার উপযুক্ত' চিন্তা করিয়া দেখিলেন—'এই দুইজন কশ্যপ বুদ্ধের সময় 'নামরূপ' সম্বন্ধে ভাষণকারীদের কথা শুনিয়াছিলেন অতএব নামরূপকে বাদ না দিয়াই ইহাদের ধর্মদেশনা করিতে হইবে 'চিন্তা করিয়া বলিলেন—'হে ব্রাহ্মণ, নামরূপে অনাসক্ত, অননুরক্ত এবং (নামরূপের অভাবে) যিনি শোক করেন না, তিনিই 'ভিক্ষু' নামে অভিহিত হন' ইহা বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'নামরূপের সর্ববস্তুতে যাঁহার মমত্ববোধ ('আমার' এই ভ্রান্ত ধারণা নাই), উহাদের অভাবে যিনি শোক করেন না, তিনিই 'ভিক্ষু' নামে অভিহিত হন।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩৬৭

অন্বয় : 'সব্বসো' বেদনাদি চারি নামস্কন্ধ (বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান) ও রূপস্কন্ধ, এই পঞ্চ স্কন্ধ বশে প্রবর্তিত নামরূপে। 'মমায়িতং' যাহার

http://kalpataruboi.org

'আমি' বা 'আমার' ইত্যাদি ভাব নাই। 'অসতা চ ন সোচতি' সেই নামরূপ ক্ষয়-ব্যয় প্রাপ্ত হইলে 'আমার রূপ ক্ষয়প্রাপ্ত হইল... ...আমার বিজ্ঞান ক্ষয়প্রাপ্ত হইল' ইত্যাদির দ্বারা যে শোক করে না, মনকষ্ট পায় না এবং শুধু মনে করে 'যাহা ক্ষয়ব্যয়ধর্মী তাহাই ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে'। 'স বে' সে এইরূপ নামরূপ বিদ্যমান থাকিলেও মমত্বরহিত থাকে এবং না থাকিলেও শোকগ্রস্ত হয় না— তাহাকেই ভিক্ষু বলা হয়। দেশনাবসানে উভয় দম্পতি অনাগামি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। উপস্থিত সকলের নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

পঞ্চাগ্রদাতা ব্রাহ্মণের উপাখ্যান সমাপ্ত

বহুভিক্ষুর উপাখ্যান—৭

৯. মেত্তাবিহারী যো ভিক্খু পসন্নো বুদ্ধসাসনে,
অধিগচ্ছে পদং অন্তং সঙ্খারূপসমং সুখং।

১০. সিঞ্চ ভিক্খু ইমং নাবং সিত্তা তে লহুমেস্সতি,
ছেত্বা রাগঞ্চ দোসঞ্চ ততো নিব্বানামেহিসি।

১১. পঞ্চ ছিন্দে পঞ্চ জহে পঞ্চ চুত্তারি ভাবযে,
পঞ্চসঙ্গাতিগো ভিক্খু 'ওঘতিণ্ণো'তি বুচ্চতি।

১২. ঝায ভিক্খু, মা চ পমাদো, মা তে কামগুণে ভমস্সু চিত্তং,
মা লোহগুলং গিলী পমত্তো, মা কন্দি দুক্খমিদন্তি ডয্হমানো।

১৩. নত্থি ঝানং অপঞ্ঞস্স পঞ্ঞা নত্থি অঝাযতো
যম্হি ঝানঞ্চ পঞ্ঞা চ স বে নিব্বানসন্তিকে।

১৪. সুঞ্ঞগারং পবিট্ঠস্স সন্তচিত্তস্স ভিক্খুনো,
অমানুসী রতী হোতি সম্মা ধম্মং বিপস্সতো।

১৫. যতো যতো সম্মসতি খন্ধানং উদযব্বযং,
লভতি পীতিপামোজ্জং অমতং তং বিজানতং।

১৬. তত্রাযমাদি ভবতি ইধ পঞ্ঞস্স ভিক্খুনো,
ইন্দ্রিযগুত্তি সন্তুট্ঠী পাতিমোক্খে চ সংবরো,
মিত্তে ভজস্সু কল্যাণে সুদ্ধাজীবে অতন্দিতে।

১৭. পটিসন্থারবুত্যস্স আচারকুসলো সিযা,
ততো পামোজ্জবহুলো দুক্খস্স'ন্তং করিস্সতি।...৩৬৮-৩৭৬

অনুবাদ : যে ভিক্ষু মৈত্রী সাধনায়[৯৯] রত, বুদ্ধের শাসনে শ্রদ্ধাশীল, সংস্কার

[৯৯]। বৌদ্ধধর্মে চারপ্রকার ব্রহ্মবিহারের কথা উল্লেখ আছে, যথা : মেত্তাবিহার, করুণাবিহার, মুদিতাবিহার ও উপেক্খাবিহার। তৃতীয় এবং চতুর্থধ্যান লাভ করে মৈত্রী বা প্রেমমিশ্রিত করুণার বিষয়ে যে ধ্যান তাই মেত্তাবিহার।

http://kalpataruboi.org

ক্ষয় হয়ে তিনি পরম শান্তি আর আনন্দ[৪৬] লাভ করেন। হে ভিক্ষু, এই তরীখানি[৪৭] সেচন কর। সেচিত হলে তীর লঘু হবে, রাগ-দ্বেষের বন্ধন ছিন্ন করে তুমি নির্বাণ লাভ করবে। পাঁচটিকে[৪৮] ছেদন কর, পাঁচটি[৪৯] পরিত্যাগ কর, আর পাঁচটি[৫০] ভাবনা কর। যে ভিক্ষু পাঁচের বন্ধন[৫১] কাটিয়েছেন, তাঁকে বলা হয় ওঘোত্তীর্ণ।[৫২] হে ভিক্ষু ধ্যানে রত হও, প্রমত্ত হয়ো না। তোমার চিত্ত যেন বিষয়ভোগে আসক্ত না হয়। প্রমত্ত হয়ে লৌহগোলক গিলো না আর দগ্ধ হতে হতে বলো না—হায়, কি দুঃখই না ভোগ করছি।[৫৩]

যাঁর প্রজ্ঞা নেই তাঁর ধ্যান হয় না, যাঁর ধ্যান নেই তাঁর প্রজ্ঞালাভ হয় না। ধ্যান আর প্রজ্ঞা এই দুই-ই যাঁর আছে তাঁর নির্বাণ দূরে নয়। যে ভিক্ষু নির্জনে ধ্যানশীল, যাঁর চিত্ত শান্ত, যিনি ধর্মকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছেন, তিনিই স্বর্গীয় আনন্দের[৫৪] অধিকারী হন। পঞ্চস্কন্ধের উৎপত্তি আর বিনাশ সম্বন্ধে ধ্যানে মগ্ন হয়ে তিনি নির্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তির মতই প্রীতি আর আনন্দ লাভ করেন।[৫৫] প্রাজ্ঞ ভিক্ষুর প্রথম কর্তব্য হল ইন্দ্রিয়সংযম, সন্তুষ্টি, প্রাতিমোক্ষ[৫৬] পালন; তারপর শুদ্ধজীবী, নিরলস কল্যাণমিত্রের[৫৭] ভজনা করা। সৌহার্দ্যপরায়ণ এবং আচারে কুশলী হয়ে তিনি আনন্দে পরিপূর্ণ হন এবং দুঃখকে নাশ করেন।

অন্বয় : যো ভিক্খু মেত্তাবিহারী (যে ভিক্ষু মৈত্রীভাবনা করে), বুদ্ধসাসনে পসন্নো (যিনি বুদ্ধের অনুশাসনে প্রসন্ন), সংখারূপসমং সুখং সন্তং পদং অধিগচ্ছে (তিনি সংস্কার উপশম ও সুখময় শান্তপদ লাভ করেন)। ভিক্খু ইমং নাবং সিঞ্চ (হে ভিক্ষু, এই নৌকা সেচন কর), সিত্তা তে লহুং এস্সতি (সেচিত হলে তোমার নৌকা লঘু হবে)। ততো রাগঞ্চ দোসঞ্চ ছেত্বা নিব্বাণং এহিসি (তাহলে রাগ-দ্বেষ ছেদন করে নির্বাণ লাভ করবে)। পঞ্চ ছিন্দে পঞ্চ জহে পঞ্চ চুত্তরি ভাবযে (পাঁচটি বিষয় ছেদন কর, পাঁচটি ত্যাগ কর, তদুপরি পাঁচটি ভাবনা

---

[৪৬]। অর্থাৎ নির্বাণ।

[৪৭]। মানুষের দেহখানি তরীস্বরূপ। মিথ্যা বিতর্ক, সন্দেহ ইত্যাদি রূপজল জমে বা ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে দেহতরী টাল-মাতাল। তার যাত্রা যাতে নিরাপদ হয় সেজন্য ঐ সমস্ত আবর্জনা বাইরে নিক্ষেপ করে তাকে ভারমুক্ত করা দরকার।

[৪৮]। ইহলোকে পঞ্চবন্ধন : সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত পরামর্শ, কামরাগ ও প্রতিঘ।

[৪৯]। পরলোকের পঞ্চবন্ধন : রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা।

[৫০]। পঞ্চগুণ : শ্রদ্ধা, স্মৃতি, বীর্য, সমাধি ও প্রজ্ঞা।

[৫১]। পঞ্চদোষ : রাগ, দ্বেষ, মোহ, মান ও মিথ্যাদৃষ্টি।

[৫২]। কাম, ভব, দৃষ্টি আর অবিদ্যা এই চার মনোবৃত্তি হল ওঘ। এরা মানুষকে সংসারের আবর্তে কখনো ভাসিয়ে কখনো ডুবিয়ে সবলে টেনে নিয়ে চলে।

[৫৩]। লৌহগোলক গেলা আর অগ্নিদগ্ধ হওয়া নরকের দুটি শাস্তি। প্রমত্ত হয়ে জীবনযাপন করলে তার ফল অশেষ দুর্গতিলাভ।

[৫৪]। অষ্টসমাপত্তি : চার রূপ ধ্যান আর চার অরূপ ধ্যান।

[৫৫]। যেহেতু ঐ পথই নির্বাণের পথ।

[৫৬]। ভিক্ষুদের পালনীয় ২২৭টি প্রথম নিয়ম।

[৫৭]। কল্যাণকামী, ধর্মোপদেশক গুরুস্থানীয় ব্যক্তি।

http://kalpataruboi.org

কর)। পঞ্চসঙ্গাতিগো ভিক্খু ওঘতিণ্ণো ইতি বুচ্চতি (যে ভিক্ষু পঞ্চসঙ্গ অতিক্রম করেছেন তাঁকে 'ওঘোত্তীর্ণ' বলে)। ভিক্খু ঝায (হে ভিক্ষু, ধ্যান কর), মা চ পমাদো (প্রমাদ করো না), তে চিত্তং মা কামগুণে ভমস্সু (তোমার চিত্ত কামগুণে ভ্রমণ না করে), পমত্তো লোহগুলং মা গিলী (প্রমত্ত হয়ে তোমাকে যেন লৌহগোলক গিলতে না হয়), ডয্হমানো দুক্খং ইদং ইতি মা কন্দি (দাহ্যমান হয়ে 'হায়, এই দুঃখ' বলে ক্রন্দন করো না)। অপঞ্ঞস্স ঝানং নত্থি (প্রজ্ঞাহীনের ধ্যান হয় না); অঝাতো পঞ্ঞা নত্থি (ধ্যানহীনের প্রজ্ঞা নেই); যম্হি ঝানঞ্চ পঞ্ঞা চ স বে নিব্বানসন্তিকে (যাঁর ধ্যান ও প্রজ্ঞা উভয়ই আছে তিনিই নির্বাণের সমীপে)। সুঞ্ঞাগারং পবিট্ঠস্স (শূন্যাগারে প্রবিষ্ট), সন্তচিত্তস্স সম্মাধম্মং বিপস্সতো ভিক্খুনো (শান্তচিত্ত, সম্যক ধর্মদর্শী ভিক্ষুর) অমানুসী রতি হোতি (অলৌকিক আনন্দ হয়)। যতো যতো খন্ধানং উদযব্বযং সম্মসতি (যখন তিনি স্কন্ধের উদয়-বিলয় চিন্তা করেন) অমতং বিজানতং তং পীতিপামোজ্জং লভতি (তখন তিনি অমৃতদর্শীর প্রীতি ও প্রমোদ লাভ করেন)। ইন্দ্রিযগুত্তি সন্তুট্ঠি পাতিমোক্খে চ সংবারো (ইন্দ্রিয়সংযম, সন্তুষ্টি ও প্রাতিমোক্ষ পালন) ইধ পঞ্ঞস্স ভিক্খুনো তত্র অযং আদি ভবতি (ইহাই প্রাজ্ঞ ভিক্ষুর আদি কর্তব্য)। সুদ্ধাজীবে অতন্দিতে কল্যাণে মিত্তে ভজস্সু (শুদ্ধজীবী অতন্দ্রিত কল্যাণকারী মিত্রের ভজন করবে)। পটিসন্থারবুত্যস্স আচারকুসলো সিযা (প্রতিসেবাশীল ও আচারকুশল হবে), ততো পামোজ্জবহুলো দুক্খস্স অন্তং করিস্সতি (তাহলে আনন্দবহুল ভিক্ষুর দুঃখের অন্ত হবে)।

'মেত্তাবিহারী' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে বহু ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন।

একসময় আয়ুষ্মান মহাকচ্চান স্থবির অবন্তিজনপদে কুররঘর নগরের নিকটবর্তী একটি পর্বতের পাদদেশে বাস করিতেছিলেন। তখন সোণকোটিকন্ন নামক উপাসক স্থবিরের ধর্মকথায় প্রসন্ন হইয়া তাঁহার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইলে স্থবির বলিলেন—'সোণ, ব্রহ্মচর্য জীবন কষ্টকর, যাবজ্জীবন তোমাকে একাহারী ও একবিহারী হইতে হইবে।' এইভাবে দুইবার প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও সোণ প্রব্রজ্যালাভের জন্য অত্যন্ত উৎসাহী হইয়া তৃতীয়বার প্রার্থনা করিয়া প্রব্রজিত হইলেন। কিন্তু দক্ষিণাপথে প্রয়োজনসংখ্যক ভিক্ষুর অভাবে তিন বৎসর পরে উপসম্পদা লাভ করিলেন। তারপর চাক্ষুষভাবে শাস্তাকে দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইয়া উপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার প্রেরিত সংবাদ অনুধাবন করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া ক্রমে জেতবনে যাইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া শাস্তার দ্বারা অভ্যর্থিত হইলেন এবং শাস্তার সহিত একই গন্ধকুটিতে শয়ন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু অধিক রাত্রি অবধি উন্মুক্ত আকাশের নীচে অতিবাহিত করিয়া গন্ধকুটিতে প্রবেশ করিয়া অবশিষ্ট রাত্রি তাঁহার জন্য ব্যবস্থাপিত শয্যায় শয়ন করিয়া রাত্রিশেষে প্রত্যুষসময়ে শাস্তার আদেশে অষ্টবর্গিক ষোড়শটি গাথা স্বরভঙ্গির দ্বারা (অর্থাৎ সুর করিয়া গাথা আবৃত্তির দ্বারা) আবৃত্তি

http://kalpataruboi.org

করিলেন (সুত্তনিপাত, গাথা-৭৭২-৭৮৭)। তাঁহার স্বরভঙ্গি আবৃত্তি শেষ হইলে ভগবান তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে যাইয়া 'সাধু সাধু, ভিক্ষু' বলিয়া সাধুবাদ দিলেন। শাস্তার সাধুবাদ শুনিয়া ভূমিবাসি দেব, নাগ এবং সুপর্ণগণ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সকলেই একই সাধুবাদ শব্দ ধ্বনিত করিলেন।

সেই সময় জেতবন হইতে বিংশতি শত যোজন দূরত্বে কুররঘর নগরে সোণ স্থবিরের মাতা উপাসিকার গৃহে অধিবাসকারী দেবতাও মহাশব্দে সাধুবাদ প্রদান করিলেন। তখন উপাসিকা জিজ্ঞাসা করিলেন—'কে এইরূপ সাধুবাদ দিতেছে?'

[দেবতা বলিলেন] 'আমি ভগিনি।'

'তুমি কে?' 'আপনার গৃহে বসবাসকারী দেবতা।'

'ইতিপূর্বে ত তুমি আমাকে সাধুবাদ দাও নাই, অদ্য কেন দিতেছ?'

'আমি আপনাকে সাধুবাদ দিতেছি না।'

'তাহা হইলে তুমি কাহাকে সাধুবাদ দিলে?'

'আপনার পুত্র সোণকোটিকণ্ণকে।' 'আমার পুত্র কি করিয়াছে?'

'আপনার পুত্র অদ্য শাস্তার সহিত একই গন্ধকুটিতে বাস করিয়া ধর্মদেশনা করিয়াছেন। শাস্তা আপনার পুত্রের ধর্মদেশনা শুনিয়া প্রসন্ন হইয়া সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন। তাই আমিও সাধুবাদ দিলাম।

সম্যকসম্বুদ্ধের সাধুবাদকে অনুমোদন করিয়া ভূমিবাসি দেবগণ হইতে শুরু করিয়া ব্রহ্মলোকবাসি দেবগণ পর্যন্ত একই সাধুবাদ ধ্বনিত করিয়াছেন।'

'প্রভু, আমার পুত্রই কি শাস্তার নিকট ধর্মকথা ভাষণ করিয়াছে, না শাস্তা আমার পুত্রের নিকট ধর্মদেশনা করিয়াছেন?'

'আপনার পুত্রই শাস্তার নিকট ধর্মকথা ভাষণ করিয়াছেন।'

এইভাবে দেবতা যখন সোণ স্থবির সম্বন্ধে বলিতেছিলেন তখন উপাসিকার সমগ্র দেহ পঞ্চবর্ণের প্রীতিতে রোমাঞ্চিত হইল।

তখন উপাসিকা চিন্তা করিলেন—'যদি আমার পুত্র শাস্তার সহিত একই গন্ধকুটিতে বাস করিয়া শাস্তাকে ধর্মকথা শুনাইতে পারে, তাহা হইলে আমার নিকটও ধর্মকথা ভাষণ করিতে পারিবে। আমার পুত্র আসিলে আমি ধর্মশ্রবণের ব্যবস্থা করিব এবং নিজেও ধর্মশ্রবণ করিব।'

শাস্তা সাধুবাদ প্রদান করিলে সোণ স্থবিরও 'এখনই আমার উপাধ্যায় প্রদত্ত সংবাদ শাস্তাকে জানাইবার উপযুক্ত সময়' চিন্তা করিয়া প্রত্যন্ত জনপদে পাঁচজন বিনয়ধর ভিক্ষুর সমষ্টির দ্বারা উপসম্পদা-দান অসম্ভব (অর্থাৎ পাঁচজন বিনয়ধর ভিক্ষুকে একসঙ্গে পাওয়া কষ্টকর) ইত্যাদি উপাধ্যায় কথিত পাঁচটি বর শাস্তার নিকট প্রার্থনা করিয়া কিছুদিন শাস্তার সহিত থাকিয়া 'উপাধ্যায়কে দর্শন করিতে যাইব' বলিয়া শাস্তার অনুমতি লইয়া জেতবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আনুপূর্বিকভাবে চলিতে চলিতে উপাধ্যায়ের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

'মহাকচ্চান) স্থবির পরের দিন তাঁহাকে (সোণকে) লইয়া পিণ্ডচরণ করিতে করিতে (সোণ স্থবিরের) মাতা উপাসিকার গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

http://kalpataruboi.org

মাতাও পুত্রকে দেখিয়া তুষ্টচিত্ত হইয়া তাঁহাকে বন্দনা করিয়া সাদরে ভোজন পরিবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'বৎস, সত্যই কি তুমি শাস্তার সহিত একই গন্ধকুটিতে থাকিয়া শাস্তার নিকট ধর্মকথা ভাষণ করিয়াছ?'

'উপাসিকে, আপনাকে এই কথা কে বলিল?'

'বৎস, আমার গৃহে বসবাসকারী দেবতা মহাশব্দে সাধুবাদ দেওয়াতে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—'তুমি কে?' তিনি 'আমি' বলিয়া তোমার সম্বন্ধে এইরূপ এইরূপ বলিয়াছেন। ইহা শুনিয়া আমার এই চিন্তা হইয়াছিল—আমার পুত্র যদি শাস্তার নিকট ধর্মভাষণ করিতে পারে, তাহা হইলে আমার নিকটও ধর্ম ভাষণ করিতে পারিবে।' তখন তিনি পুত্রকে বলিলেন—'বৎস, যেহেতু তুমি শাস্তার সম্মুখে ধর্ম ভাষণ করিয়াছ, আমার নিকটও ভাষণ করিতে পারিবে। বৎস, অমুক দিন ধর্ম শ্রবণের ব্যবস্থা করিয়া আমি তোমার ধর্ম শ্রবণ করিব।' তিনি (পুত্র) সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। উপাসিকায় ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান দিয়া পূজা করিয়া 'আমি আমার পুত্রের ধর্মকথা শুনিব' বলিয়া একটি মাত্র দাসীকে গৃহরক্ষার দায়িত্ব দিয়া সমস্ত পরিজনকে লইয়া নগরের অভ্যন্তরে ধর্ম শ্রবণের জন্য কৃত মণ্ডপে অলঙ্কৃত ধর্মাসনে উপবেশন করিয়া ধর্মদেশনাকারী পুত্রের ধর্ম শ্রবণ করিবার জন্য যাইলেন।

সেই সময়ে নয়শত চোর ঐ উপাসিকার গৃহে চুরি করার সুযোগ খুঁজিতেছিল। তাঁহার গৃহ সপ্ত প্রাকারের দ্বারা পরিক্ষিপ্ত এবং সপ্তদ্বার কোষ্ঠকযুক্ত ছিল। শুধু তাহাই নহে বিশেষ বিশেষ স্থানে হিংস্র কুকুরদের বাঁধিয়া রাখা হইত। গৃহাভ্যন্তরে যেখানে ছাদ হইতে বৃষ্টির জল পতিত হয় সেখানে পরিখা খনন করিয়া সাঁসার দ্বারা পূর্ণ করা হইয়াছিল যাহা দিনের বেলায় সূর্যের উত্তাপে বিগলিত হইয়া অতিশয় প্রবাহ প্রতিরোধী শক্তিসম্পন্ন হয়, আর রাত্রিবেলায় ইহা নিরেট পাথরের মত কঠিন হইয়া যায়। পরিখার নিকটে বিশাল বিশাল লোহার পাত পরপর মাটিতে ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল। উপাসিকার গৃহে এই সকল রক্ষা ব্যবস্থা থাকাতে চোরেরা কখনও তাঁহার গৃহে চুরি করিতে পারে নাই। সেইদিন উপাসিকার অনুপস্থিতির কথা জানিয়া চোরেরা সিঁধ কাটিয়া সাঁসার পরিখা এবং লোহার পাতগুলির অধোভাগ দিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া চোর সর্দারকে উপাসিকার নিকট পাঠাইল তাঁহাকে পাহাড়া দিবার জন্য এবং বলিয়া দিল—'যদি উপাসিকা জানেন যে আমরা তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়াছি এবং তিনি গৃহাভিমুখে আসিতেছেন তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে অসি আঘাতে তাহাকে হত্যা করিবে।' চোরসর্দার যাইয়া উপাসিকাকে পাহাড়া দিতে লাগিল।

এদিকে চোরেরা গৃহাভ্যন্তরে প্রদীপ জ্বালাইয়া কার্ষাপণগর্ভের দ্বার উন্মোচিত করিল। সেই দাসী চোরদের দেখিয়া উপাসিকার নিকট যাইয়া জানাইল—'আর্যে, বহু চোর গৃহে প্রবেশ করিয়া কার্ষাপণগর্ভের দ্বার উন্মোচন করিয়াছে।' তিনি বলিলেন—'চোরেরা যত পারে কার্ষাপণ লইয়া যাক, আমি আমার পুত্রের ধর্মকথা

http://kalpataruboi.org

শুনিতেছি, আমার ধর্মশ্রবণের অন্তরায় সৃষ্টি করবি না, তুই ঘরে যা।'

চোরেরাও কার্ষাপণগর্ভ নিঃশেষ করিয়া রজতগর্ভ উন্মোচিত করিল। দাসী পুনরায় যাইয়া ঐ বৃত্তান্ত উপাসিকাকে জানাইল। উপাসিকাও বলিলেন—'চোরেরা তাহাদের ইচ্ছামত সব কিছু লইয়া যাক। তুই আমার (ধর্মশ্রবণের) ব্যাঘাত সৃষ্টি করবি না, তুই ঘরে যা।' চোরেরা রজতগর্ভ নিঃশেষ করিয়া সুবর্ণগর্ভ উন্মোচিত করিল। দাসী পুনরায় যাইয়া উপাসিকাকে জানাইল। তখন উপাসিকা তাহাকে ডাকিয়া ধমক দিয়া বলিলেন—'তুই কেমন মেয়েছেলে রে! তোকে বারবার বলিয়াছি 'চোরেরা যথেচ্ছ লইয়া যাক, আমি আমার পুত্রের ধর্মকথা শ্রবণ করিতেছি। তুই বিরক্ত করিবি না।' বলা সত্ত্বেও আমার কথা গ্রাহ্য না করিয়া বারবার এখানে আসিতেছিস। যদি আবার আসিস দেখ তোকে কি করি। এখন বাড়ি যা।'

চোরস্বামী (আড়াল হইতে) উপাসিকার কথা শুনিয়া ভাবিল—'এইরূপ স্ত্রীলোকের দ্রব্য যাহারা চুরি করে তাহাদের মাথায় বজ্রাঘাত হইবে' এবং চোরদের নিকট যাইয়া বলিল—'শীঘ্রই উপাসিকার জিনিসপত্র যেমন যেমন ছিল তেমন তেমন ভাবে গুছাইয়া রাখ।' তাহারা কার্ষাপণ রাশি দিয়া কার্ষাপণগর্ভ এবং রজতসুবর্ণরাশি দিয়া রজতসুবর্ণগর্ভসমূহ পুনরায় পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়া দিল। তাই ত বলা হইয়া থাকে যে, ধর্ম ধর্মচারীকে রক্ষা করিয়া থাকে। বলা হইয়াছে—

'সুচরিত ধর্ম ধর্মচারীকে সর্বদা রক্ষা করে। উত্তমরূপে সঞ্চিত ধর্ম (ধর্মচারীর জন্য) সুখই আনয়ন করে। ধর্মাচরণকারী ব্যক্তি সুসঞ্চিত ধর্মলাভের ফলস্বরূপ দুর্গতিতে গমন করে না।' [থেরগাথা, শ্লোক-৩০৩]

চোরেরাও যাইয়া ধর্মশ্রবণস্থানে দাঁড়াইয়া পড়িল। স্থবির ধর্মকথা শেষ করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইলে ধর্মাসন হইতে অবতরণ করিলেন। সেই সময় চোরস্বামী উপাসিকার পাদমূলে পতিত হইয়া বলিল—'আর্যে, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।'

'ব্যাপার কি বাবা?'

'আমি আপনাকে আঘাত করিয়া হত্যা করিতে এখানে দাঁড়াইয়া আছি।'

'বাবা, তাহা হইলে আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম।'

অন্যান্য চোরেরাও তদ্রূপ বলিলে তিনি তাহাদেরও ক্ষমা করিলেন। তখন চোরেরা বলিল—'আর্যে, যদি আমাদের ক্ষমা করিয়া থাকেন, তাহলে আপনার পুত্রের নিকট আমাদের প্রব্রজিত করান।'

তিনি তখন পুত্রকে বন্দনা করিয়া বলিলেন—'বাবা, এই চোরেরা আমার গুণ এবং তোমার ধর্মকথায় প্রসন্ন হইয়া প্রব্রজ্যা ভিক্ষা করিতেছে। ইহাদিগকে প্রব্রজিত কর।' স্থবির 'বেশ তাহাই হউক' বলিয়া তাহারা যে সকল বস্ত্র পরিধান করিয়াছিল সেইগুলির পাড় ছিঁড়িয়া লইয়া তাম্রবর্ণের মৃত্তিকার দ্বারা সেইগুলিকে

http://kalpataruboi.org

রঞ্জিত করিয়া তাহাদের প্রব্রজিত করিলেন এবং শীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। উপসম্পন্নকালে তাহাদিগকে (ধ্যানের জন্য) পৃথক পৃথক কর্মস্থান প্রদান করিলেন। সেই নয়শত ভিক্ষু পৃথক পৃথক নয়শত কর্মস্থান গ্রহণ করিয়া একটি পর্বতে আরোহণ করিয়া এক একটি গাছের ছায়ায় বসিয়া শ্রমণধর্ম পালন করিয়াছিল।

শাস্তা বিংশতি শত যোজন দূরে জেতবন মহাবিহারে উপবিষ্ট থাকিয়াই সেই ভিক্ষুদের অবলোকন করিয়া তাহাদের চরিত্রবশে ধর্মদেশনার ব্যবস্থা করিয়া আলোকোদ্ভাসিত করিয়া যেন তাহাদের সম্মুখে বসিয়াই কথা বলিতেছেন এইভাবে এই গাথাগুলি ভাষণ করিলেন—

'যে ভিক্ষু মৈত্রীবিহারী, যিনি প্রসন্নচিত্তে বুদ্ধের উপদেশ অনুশীলন করেন, তিনি সংস্কার উপশম ও সুখময় শান্তপদ লাভ করেন।

'হে ভিক্ষু, এই (জীবন) তরী সেচন কর। (মিথ্যা বিতর্কাদিরূপ জল) সেচিয়া ফেলিলে উহা লঘু হইবে। রাগদ্বেষাদির বন্ধন ছেদন করিয়া তুমি নির্বাণ লাভ করিবে।

'পঞ্চ ছেদন কর (অর্থাৎ রূপ, রাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যারূপ বন্ধন ছেদন কর)। পঞ্চ পরিত্যাগ কর (অর্থাৎ সক্কায়দিট্‌ঠি, বিচিকিচ্ছা, সীলব্বত পরামাস, কামরাগ ও পটিঘ এই পঞ্চ দোষ পরিত্যাগ কর)। পঞ্চ গুণের সাধন কর (অর্থাৎ শ্রদ্ধা, স্মৃতি, বীর্য, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই পঞ্চ গুণের সাধন কর)। যে ভিক্ষু পঞ্চ সঙ্গ অতিক্রম করিয়াছেন (অর্থাৎ যিনি রাগ, দ্বেষ, মোহ, মান ও মিথ্যাদৃষ্টিরূপ আসক্তিকে অতিক্রম করিয়াছেন) তাঁহাকেই প্লাবনোত্তীর্ণ (অর্থাৎ কাম, ভব, দৃষ্টি ও অবিদ্যারূপ সংসার প্লাবনকে যিনি অতিক্রম করিয়াছেন) বলা হয়।

'হে ভিক্ষু, ধ্যান কর, প্রমাদী হইও না, তোমার চিত্ত যেন কামগুণে (অর্থাৎ কাম্যবিষয়ে) ভ্রমণ না করে। প্রমত্ত হইয়া (নরকে) লৌহগোলক গ্রাস করিও না। (দুঃখাগ্নিতে) প্রজ্বলিত হইয়া 'হায় দুঃখ' বলিয়া যেন তোমাকে ক্রন্দন করিতে না হয়।

'প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তির ধ্যান নাই, আবার ধ্যানহীনের প্রজ্ঞালাভ হয় না। যাঁহার ধ্যান ও প্রজ্ঞা উভয়ই আছে তিনি নির্বাণলাভে সমর্থ।

'যিনি নির্জনস্থানে ধ্যানপ্রিয়, যাঁহার চিত্ত শান্তভাব ধারণ করিয়াছে, যিনি সম্যকরূপে ধর্ম উপলব্ধি করিয়াছেন, সেই ভিক্ষু অমানুষী অর্থাৎ দিব্য আনন্দ লাভ করেন।

'যতই তিনি স্কন্ধসমূহের উৎপত্তি ও বিলয়ের বিষয় ভাবনা করেন, ততই তিনি অমৃতজ্ঞের (নির্বাণদর্শীর) প্রীতি ও আনন্দ লাভ করেন।

'(এই বুদ্ধশাসনে) প্রাজ্ঞ ভিক্ষুর প্রাথমিক কর্তব্য হইতেছে—ইন্দ্রিয় সংযম, চিত্ত-সন্তোষ এবং প্রাতিমোক্ষ ধর্ম প্রতিপালন। ইহা ব্যতীত তিনি হইবেন শুদ্ধজীবী, নিরলস এবং কল্যাণমিত্রের ভজনাকারী।

http://kalpataruboi.org

'বুদ্ধিবৃত্তির স্থৈর্য সম্পাদন করিয়া ও কর্তব্য পালনে নিপুণ হইয়া, আচার-পালনজনিত সুখ অনুভব করিতে করিতে ভিক্ষু দুঃখের ধ্বংস করিতে পারিবে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩৬৮-৩৭৬

অন্বয় : 'মেত্তাবিহারী' মৈত্রীকর্মস্থান ভাবনা করিয়া অর্থাৎ মৈত্রীভাবনা অনুশীলন করিয়া তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্যানপ্রাপ্ত ভিক্ষুই মৈত্রীবিহারী।

'পসন্নো' যে ভিক্ষু বুদ্ধশাসনে প্রসন্নতা লাভ করে, বুদ্ধশাসনে প্রসাদ উৎপন্ন করে এই অর্থ। 'পদং সন্তং' নির্বাণেরই এই নাম। এইরূপ ভিক্ষুই সমস্ত সংস্কারের উপশম করিয়া, সমস্ত কামনা-বাসনার অতীত হইয়া পরম শান্ত এবং সুখকর নির্বাণ উপলব্ধি করেন।

'সিঞ্চ ভিক্খু ইমং নাবং' হে ভিক্ষু, তোমার দেহরূপ নৌকা হইতে মিথ্যা বিতর্করূপ (কামচিন্তা প্রভৃতি) উদক সিঞ্চন কর। 'সিত্তা তে লহুমেস্সতি' যেমন মহাসমুদ্রে উদকপূর্ণ নৌকার ছিদ্রসমূহ বন্ধ করিয়া উদক সিঞ্চন করিলে নৌকা লঘুভাব প্রাপ্ত হয় এবং নৌকা মহাসমুদ্রে ডুবিয়া না যাইয়া শীঘ্রই সুবন্দরে আসিয়া উপস্থিত হয়, তদ্রূপ তোমার মিথ্যাবিতর্করূপ উদকপূর্ণ দেহরূপ নৌকায় চক্ষুদ্বারাদি ছিদ্রসমূহ উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া উৎপন্ন মিথ্যা-বিতর্করূপ জল সিঞ্চন করিলে দেহরূপ নৌকা লঘুভাব প্রাপ্ত হইবে, এই জীবনতরী সংসারাবর্তে নিমগ্ন না হইয়া শীঘ্রই নির্বাণরূপ পোতাশ্রয় লাভ করিবে।

'ছেত্বা' রাগদ্বেষের বন্ধনসমূহ ছেদন কর। এইগুলি ছিন্ন করিয়া অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইয়া অপরভাগে অনুপাদিশেষ নির্বাণ লাভ করিবে।

'পঞ্চ ছিন্দে' অধোদিকে অপায় (নরক) সম্প্রাপক পঞ্চ নিম্নভাগীয় সংযোজন (বন্ধন) (সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা বা সন্দেহ, শীলব্রত, কামরাগ ও ব্যাপাদ) মানুষকে পায়ে রজ্জুবন্ধন করিয়া যেন বাঁধিয়া রাখে, স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামি এবং অনাগামি এই তিনটি নিম্ন মার্গের দ্বারা ঐ বন্ধনকে ছেদন করিতে হইবে। উর্ধ্বদিকে দেবলোক সম্প্রাপক পঞ্চ উর্ধ্বভাগীয় সংযোজন (যথা : রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা) অর্হত্ত্বমার্গের দ্বারা পরিহার করিতে হইবে, ছেদন করিতে হইবে এই অর্থ।

পঞ্চচুত্তরি ভাবয়ে' পঞ্চ উর্ধ্বভাগীয় সংযোজন দূর করার জন্য শ্রদ্ধাদি পঞ্চেন্দ্রিয়কে (শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা) উত্তরোত্তর অনুশীলন এবং অনুধ্যান করিতে হইবে। 'পঞ্চ সঙ্গাতিগো' এইরূপ হইলে রাগ, দ্বেষ, মোহ, মান এবং দৃষ্টি—এই সঙ্গ বা আসক্তিকে দূরীভূত করিয়া ভিক্ষু 'ওঘতিণ্ণোতি বুচ্চতি' চারি প্রকার ওঘ (যথা : কাম ওঘ, ভব ওঘ, দৃষ্টি ওঘ এবং অবিদ্যা ওঘ) হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

'ঝায় ভিক্খু' হে ভিক্ষু, তুমি শমথ ও বিপশ্যনা ধ্যানে মগ্ন হও। কায়কর্মাদিতে অপ্রমত্ত বিহারিতার দ্বারা অপ্রমত্ত হও।

'রমস্সু=ভমস্সু' পঞ্চবিধ কামগুণ (যথা : রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ) চিত্তকে রমিত করিবে না। 'মা লোহগুলং' যে ব্যক্তি স্মৃতি সাধনায় রত নহে এবং

http://kalpataruboi.org

প্রমাদে প্রমত্ত সে নরকে গমন করিয়া তপ্ত লৌহগোলক গলাধঃকরণ করে। তাই আমি তাদৃশ ব্যক্তিকে বলি—'প্রমত্ত হইয়া লৌহগোলক গলাধঃকরণ করিও না, নরকে দগ্ধ হইতে হইতে 'হায় দুঃখ, হায় দুঃখ' বলিয়া ক্রন্দন করিও না।'

'নত্থি ঝানং' ধ্যান-উৎপাদিকা ব্যায়ামরূপ প্রজ্ঞার দ্বারা যে প্রজ্ঞাবান নহে তাহার ধ্যানলাভ হয় না। 'পঞ্ঞা নত্থি' 'সমাহিত ভিক্ষু যথাভূতকে জানে, দেখে' তাই যাহার ধ্যান নাই, তাহার প্রজ্ঞাও নাই। 'যম্হি ঝানং চ পঞ্ঞা চ' যে ব্যক্তির মধ্যে ধ্যান এবং প্রজ্ঞা উভয়ই আছে, সেই ব্যক্তি নির্বাণের নিকটেই দণ্ডায়মান বুঝিতে হইবে।

'সুঞ্ঞাগারং পবিট্ঠস্স' জনসঙ্গ পরিহার করিয়া নির্জনস্থানে 'একাকী ধ্যান-সাধনায় নিমগ্ন যোগী।' 'সন্তচিত্তস্স' নির্বৃতচিত্ত ব্যক্তির। 'সম্মা' সেই যোগী ভিক্ষু সম্যকরূপে ধর্মের সত্যতত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিতে সমর্থ হইয়া বিদর্শন ধ্যান বা রূপারূপ ধ্যানজনিত অমানুষী রতি এবং অষ্টসমাপত্তি নামক দিব্য রতির অধিকারী হইয়া অবস্থান করেন।

'যতো যতো সম্মসতি' আটত্রিশ প্রকার আলম্বনে কর্ম করাকালে যে যে আকারে উদয়-ব্যয়কে জানেন অর্থাৎ ভোজনের পূর্বে বা নিজের অভিরুচিত সময়ে 'কর্মস্থান' কর্ম (অর্থাৎ ধ্যান) করাকালে উদয়-ব্যয়কে জানেন। 'উদয়ব্বয়ং' পঞ্চস্কন্ধের পঞ্চবিংশতি প্রকার লক্ষণের দ্বারা উদয় (উৎপত্তি) এবং পঞ্চবিংশতি প্রকার লক্ষণের দ্বারা ব্যয় (লয়)।

'পীতিপামোজ্জং' এই প্রকারে স্কন্ধসমূহের উদয়-ব্যয়কে জানার সময় ধর্মপ্রীতি এবং ধর্ম প্রামোদ্য লাভ হয়। 'অমতং' সপ্রত্যয় নামরূপসমূহ প্রকট হইয়া উপলদ্ধ হইলে যে প্রীতি-প্রামোদ্য উৎপন্ন হয় তাহা অমৃতময় নির্বাণের সম্প্রাপকহেতু পণ্ডিতগণ তাহাকে অমৃত বলিয়া জানিয়া থাকেন।

'তত্রায়মাদি ভবতি' আদি কর্তব্য, পূর্বভাগে কর্তব্য। 'ইধ পঞ্ঞস্স' এই বুদ্ধশাসনে পণ্ডিত ভিক্ষুর। এখন 'ইহা আদি' ইতি উক্ত পূর্বস্থান প্রদর্শন করিতে 'ইন্দ্রিয়গুপ্তি' ইত্যাদিকে আদি বলা হইয়াছে। চতুর্পারিশুদ্ধি শীলই এখানে 'আদি'। সেখানে ইন্দ্রিয়গুপ্তি হইতেছে ইন্দ্রিয়-সংযম। 'সন্তুট্ঠি' চারি প্রত্যয়ে সন্তোষ (অর্থাৎ আহার, বাসস্থান, বস্ত্র ও ভৈষজ্য বিষয়ে সন্তোষ)। তাই আজীব পারিশুদ্ধি এবং প্রত্যয়সংমিশ্রিতকে শীল বলা হইয়াছে। 'পাতিমোক্খে' প্রাতিমোক্ষ নামক শ্রেষ্ঠশীলে পরিপূর্ণতার কথা বলা হইয়াছে।

'মিত্তে ভজস্সু কল্যাণে' অপ্রতিরূপ সহায়দের বর্জন করিয়া সাধুজীবিকার দ্বারা শুদ্ধজীবী, স্বীয় দৈহিক শক্তির দ্বারা জীবিকা নির্বাহকারী, আলস্য তন্দ্রাশূন্য কল্যাণমিত্রের সাহচর্য অবলম্বন করা উচিত—এই অর্থ।

'পট্টিসন্থারবুতাস্স' আমিষ-প্রতিসেবা ও ধর্ম প্রতিসেবার দ্বারা সম্পন্ন বৃত্তিহেতু প্রতিসেবাশীলতা থাকা উচিত, প্রতিসেবার কারক হওয়া উচিত এই অর্থ। 'আচারকুসলো' শীলও আচার ব্রত-প্রতিব্রতও আচার। তাহাতে কুশলী হইবে, দক্ষ হইবে এই অর্থ। 'ততো পামোজ্জবহুলো' সেই প্রতিসেবাবৃত্তি ও

http://kalpataruboi.org

আচার কৌশল্যের দ্বারা উৎপন্ন ধর্মপ্রামোদ্যের দ্বারা প্রামোদ্য বহুল (আনন্দবহুল) হইয়া সকল সংসার দুঃখের অন্তঃসাধন করিবে—এই অর্থ।

এই প্রকারে শাস্তা কর্তৃক উপদিষ্ট এই সকল গাথার মধ্যে প্রত্যেকটি গাথার শেষে এক এক শত ভিক্ষু উপবিষ্ট অবস্থাতেই প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইয়া আকাশে উঠিয়া আকাশপথেই বিংশতি শত যোজনিক কান্তার অতিক্রম করিয়া তথাগতের সুবর্ণ বর্ণ শরীরের প্রশংসা ও স্তুতি গাহিতে গাহিতে যাইয়া তথাগতের পাদ বন্দনা করিলেন।

বহুভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত

পঞ্চশত ভিক্ষুর উপাখ্যান—৮

১৮. বস্‌সিকা বিয পুপ্‌ফানি মদ্দবানি পমুঞ্চতি,
এবং রাগঞ্চ দোসঞ্চ বিপ্পমুঞ্চেথ ভিক্‌খবো।...৩৭৭

অনুবাদ : যেমন পুষ্পিত বৃক্ষ ম্লান পুষ্পসকল ত্যাগ করে, সেরূপ ভিক্ষুগণও রাগ ও দ্বেষ ত্যাগ করবেন।

অন্বয় : বস্‌সিকা মদ্দবানি পুপ্‌ফানি পমুঞ্চতি বিয (যেমন বর্ষিকা বৃক্ষ মর্দিত পুষ্প ত্যাগ করে) এবং ভিক্‌খবো রাগঞ্চ দোসঞ্চ বিপ্পমুঞ্চেথ (সেরূপ ভিক্ষুগণও রাগ ও দ্বেষ ত্যাগ করবেন)।

'বস্‌সিকা বিয় পুপ্‌ফানি' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে বিহারকালে পঞ্চশত ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন।

সেই ভিক্ষুগণ শাস্তার নিকট হইতে কর্মস্থান গ্রহণ করিয়া অরণ্যে শ্রমণধর্ম পালন করাকালে প্রাতকালেই পুষ্পিত বার্ষিকী (যুঁই ফুল?) পুষ্পসমূহ সন্ধ্যাকালে বৃন্ত হইতে খসিয়া পড়ে দেখিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং প্রচেষ্টা চালাইলেন—'পুষ্পসমূহ বৃন্তচ্যুত হইবার পূর্বেই আমরা রাগাদি হইতে মুক্ত হইব।' শাস্তা গন্ধকুটিতে উপবিষ্ট অবস্থাতেই ঐ ভিক্ষুদের অবলোকন করিয়া বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, পুষ্প যেমন বৃন্তচ্যুত হয় তদ্রূপ ভিক্ষুকেও দুঃখ হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রয়াস চালাইয়া যাইতে হইবে' এবং (ঐ অরণ্যের দিকে) আলোক বিচ্ছুরিত করিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'যেমন পুষ্পিত সুমনবৃক্ষ ম্লান পুষ্পসমূহকে ত্যাগ করে, তদ্রূপ ভিক্ষুগণও রাগ-দ্বেষাদি ত্যাগ করিবেন।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩৭৭

অন্বয় : 'বস্‌সিকা' অর্থাৎ সুমন পুষ্প বৃক্ষ। 'মন্দবানি' যেগুলি ম্লান হইয়া গিয়াছে। ইহা উক্ত হয় যেমন সুমনপুষ্প বৃক্ষ গতকল্য পুষ্পিত পুষ্পসমূহকে পরের দিন পুরাণ হইয়া গিয়াছে (অর্থাৎ বাসি হইয়া গিয়াছে) বলিয়া সেইগুলিকে ত্যাগ করে, বৃন্ত হইতে খসাইয়া দেয় (বৃন্তচ্যুত করায়) তোমরাও তদ্রূপ রাগাদি 'দোষসমূহকে' পরিত্যাগ কর। দেশনাবসানে সেই সকল ভিক্ষু অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত

http://kalpataruboi.org

হইলেন।

পঞ্চশত ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত

সন্তকায় স্থবিরের উপাখ্যান—৯

১৯. সন্তকাযো সন্তবাচো সন্তবা সুসমাহিতো
বন্তলোকামিসো ভিক্খু উপসন্তো'তি বুচ্চতি।...৩৭৮

অনুবাদ : যে ভিক্ষু শান্তদেহ, শান্তচিত্ত, সুসমাহিত এবং সর্বপ্রকারে সংসার প্রলোভনমুক্ত, তিনিই 'উপশান্ত' বলে কথিত হন।

অন্বয় : ভিক্খু সন্তকাযো সন্তবাচো সন্তবা সুসমাহিতো (যে ভিক্ষু শান্তকায়, শান্তবাক, শান্তচিত্ত ও সুসমাহিত) বন্তলোকামিসো উপসন্তো ইতি বুচ্চতি (সেই সংসার প্রলোভনমুক্ত ব্যক্তি 'উপশান্ত' বলে কথিত হন)।

'সন্তকায়ো' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে সন্তকায় স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

সেই ভিক্ষুর নাকি হস্তপদ সঞ্চালনে কখনও কোন দোষ পরিলক্ষিত হইত না (অর্থাৎ বিনয় বহির্ভূত কিছু ছিল না), তিনি ছিলেন কায়-বিজৃম্ভনরহিত এবং সমস্ত কিছুতেই তাঁহার শান্তভাব দেখা যাইত। সেই স্থবির নাকি সিংহযোনি হইতে আগমন করিয়াছেন। সিংহেরা নাকি একদিন পশু শিকার করিয়া (আহারান্তে) রজতময়, সুবর্ণময়, মণিময় বা প্রবালময় গুহাসমূহের মধ্যে কোন একটি গুহায় প্রবেশ করিয়া মনোশিলাতলে (মসৃণ প্রস্তরবেদী) হরিতালচূর্ণের মধ্যে সপ্তাহকাল শয়ন করিয়া সপ্তম দিবসে উঠিয়া যদি দেখে যে লাঙ্গুল বা কর্ণ বা হস্তপাদ সঞ্চালনের কারণে মনোশিলার উপরে হরিতালচূর্ণ ইতস্তত ছড়াইয়াছে তাহা হইলে তাহারা মনে মনে 'ইহা তোমার জাতি বা গোত্রের উপযুক্ত কর্ম নহে' ইহা বলিয়া আবার সপ্তাহকাল নিরাহারে শয়ন করে। সপ্তাহকাল পরে যদি দেখে যে হরিতালচূর্ণ বিপ্রকীর্ণ হয় নাই তখন মনে মনে 'ইহা তোমার জাতি গোত্রের উপযুক্ত' ইহা বলিয়া আবাসস্থল হইতে বহির্গত হইয়া বিজৃম্ভণ করিয়া চতুর্দিকে অনুবিলোকন করিয়া তিনবার সিংহনাদ করিয়া শিকারের অন্বেষণে নিষ্ক্রান্ত হয়। এইরূপ সিংহযোনি হইতে এই ভিক্ষুর আগমন হইয়াছে। তাঁহার সর্বদা কায়িক শান্তভাব দেখিয়া ভিক্ষুগণ শাস্তাকে এই বিষয়ে জানাইলেন—'ভন্তে, আমরা ইতিপূর্বে সন্তকায় স্থবিরের ন্যায় কোন ভিক্ষু দেখি নাই। তাঁহার উপবেশন স্থানে হস্তসঞ্চালন বা পদসঞ্চালন বা কায়বিজৃম্ভনাদি পরিলক্ষিত হয় না।' ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর উচিত সন্তকায় স্থবিরের ন্যায় কায়াদি সঞ্চালনে (অর্থাৎ চারি ঈর্যাপথে) উপশান্ত থাকা।' ইহা বলিয়া তিনি এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'যাঁহার কায় শান্ত, বাক শান্ত, মন শান্ত ও সুসমাহিত হইয়াছে, যিনি

http://kalpataruboi.org

জাগতিক কামনা-বাসনাকে ত্যাগ করিয়াছেন, সেই ভিক্ষু উপশান্ত বলিয়া কথিত হয়।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩২৮

অন্বয় : 'সন্তকায়ো' প্রাণী হত্যা প্রভৃতি কায়িক পাপকর্মের অভাবে শান্তকায়, মৃষাবাদাদির অভাবে শান্তবাক, অভিধ্যাদির অভাবে শান্তচিত্ত, কায়-বাক-মনের সুষ্ঠু সমাহিত ভাবের জন্য সুসমাহিত, চারি মার্গে লোকমিষ (জাগতিক তৃষ্ণা) যিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন সেই লোকতৃষ্ণা ত্যাগী ভিক্ষু অভ্যন্তরে রাগাদির উপশম হেতু উপশান্ত বলিয়া কথিত হন। দেশনাবসানে সেই স্থবির অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। উপস্থিত জনগণের নিকটও এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

সন্তকায় স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

নঙ্গলকুল স্থবিরের উপাখ্যান—১০

২০. অত্তনা চোদযত্তানং পটিমাসে অত্তমত্তনা,
সো অত্তগুত্তো সতিমা সুখং ভিক্খু বিহাহিসি।

২১. অত্তা হি অত্তনো নাথো, অত্তা হি অত্তনো গতি,
তস্মা সঞ্ঞামযত্তানং অস্সং ভদ্রং'ব বাণিজো।...৩৭৯-৩৮০

অনুবাদ : নিজেই নিজের উত্থান সাধন কর। নিজেই নিজেকে পরীক্ষা কর। হে ভিক্ষু, স্বরক্ষিত ও বিচারশীল হয়ে তুমি সুখে কালযাপন করবে। মানুষ নিজেই নিজের প্রভু, নিজেই নিজের আশ্রয়। বণিক যেমন তার সুন্দর ঘোড়াকে বশে রাখে, তুমিও সেরূপ নিজেকে সংযত কর।

অন্বয় : অত্তনা অত্তানং চোদয (আত্মা দ্বারা আত্মাকে উত্থান কর) অত্তনা অত্তং পটিমাসে (আত্মা দ্বারা আত্মাকে পরীক্ষা কর)। সো অত্তগুত্তো সতিমা ভিক্খু (হে ভিক্ষু, তুমি আত্মগুপ্ত ও স্মৃতিমান হও), সুখং বিহাহিসি (সুখে বিহার কর)। অত্তা হি অত্তনো নাথো (আত্মাই আত্মার প্রভু) অত্তা হি অত্তনো গতি (আত্মাই আত্মার আশ্রয়)। তস্মা বাণিজো ভদ্রং অস্সং ইব (সুতরাং বণিকের ভদ্র অশ্বের ন্যায়) অত্তানং সঞ্ঞাময (আত্মাকে সংযত কর)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : মানুষের নিজের অন্তরে এক বিরাট শক্তির উৎস নিহিত রয়েছে। মানুষ যতক্ষণ তার সন্ধান না পায় ততক্ষণই সে ছোট, সে দুর্বল, নানা প্রলোভন অনায়াসে বশীভূত করে তাকে। কিন্তু যখনই সে নিজেকে জানে, তখনই তার অন্তর্নিহিত শক্তির ভাণ্ডার তার কাছে অবারিত হয়। তখন আর সে দুর্বল নয়; সে মহাশক্তিধর, সমস্ত বাধাবিপত্তি জয় করে দুর্বার গতিতে আপন লক্ষ্যে এগিয়ে যায়। তাই প্রয়োজন হচ্ছে আত্মসংযম, আত্মদমনের মধ্য দিয়ে ঐ শক্তির উৎসকে উন্মোচিত করা, তার সদ্ব্যবহার করা।

'অত্তনা চোদরত্তানং' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে নঙ্গলকুল স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

http://kalpataruboi.org

একজন দুর্গত মনুষ্য অন্যদের মজুরী করিয়া জীবন ধারণ করিত। জনৈক ভিক্ষু জীর্ণবস্ত্র পরিহিত তাহাকে লাঙ্গল লইয়া যাইতে দেখিয়া বলিলেন—'তোমার এইরূপ জীবন অপেক্ষা প্রব্রজিত জীবন শ্রেয় নহে কি?' 'ভন্তে, আমার মত দশাপ্রাপ্ত লোককে কে প্রব্রজ্যা দিবে?' 'যদি তুমি প্রব্রজিত হইতে চাও। আমি তোমাকে প্রব্রজ্যা দিব।'

'বেশ ভন্তে, যদি আপনি আমাকে প্রব্রজিত করেন আমি প্রব্রজিত হইব। তখন স্থবির তাহাকে জেতবনে লইয়া যাইয়া স্বহস্তে তাহাকে স্নান করাইয়া একটি বেষ্টনীর আড়ালে তাহাকে প্রব্রজিত করিয়া তাহার (পূর্ব পরিহিত) জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড এবং লাঙ্গল ঐ বেষ্টনী সীমাতেই একটি বৃক্ষশাখায় রাখাইয়া দিলেন। সে উপসম্পন্ন হইলেও তাহার নাম লঙ্গলকুল থেরই রাখা হইয়াছিল। কিন্তু বুদ্ধগণের (বুদ্ধ এবং তাঁহার শিষ্যবর্গ) উৎপন্ন লাভ-সৎকার লইয়া জীবনধারণ তাহা বেশি দিন ভাল লাগিল না এবং নিজের উৎকণ্ঠাকে দমন করিতে অসমর্থ হইয়া 'আমি এখন আর শ্রদ্ধা প্রদত্ত কাষায়বস্ত্র পরিধান করিয়া যাইব না' এই চিন্তা করিয়া ঐ বৃক্ষমূলে যাইয়া নিজেই নিজেকে উপদেশ দিল—'নির্লজ্জ, দুর্বিনীত, তুমি তাহা হইলে স্থির করিয়াছ যে এই জীর্ণবস্ত্র পরিধান করিয়া আবার পরের মজুরী করিয়া জীবন ধারণ করিবে?' সে নিজেকে নিজে এইরূপ উপদেশ দিলে তাহার চিত্তে পরিবর্তন আসিল। সে আবার ভিক্ষু নিবাসে ফিরিয়া গেল। কিছুদিন পরে সে আবার উৎকণ্ঠিত হইল এবং অনুরূপভাবে নিজেকে নিজে উপদেশ দিল এবং তাহার চিত্ত পরিবর্তিত হইল। এইভাবে সে বারবার উৎকণ্ঠিত হইয়া ঐ স্থানে যাইয়া নিজেকে নিজে উপদেশ দিত। তখন ভিক্ষুগণ বারবার তাহাকে ঐ বৃক্ষমূলে যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আবুসো নঙ্গল থের, তুমি বারবার ঐ স্থানে যাও কেন?' সে বলিল—'ভন্তে, আমি আমার আচার্যের নিকট যাই।' কিছু দিনের মধ্যেই সে অর্হত্ত্ব লাভ করিল।

ভিক্ষুগণ, একদিন ঠাট্টা করিয়া তাহাকে বলিলেন—'আবুসো, তোমার যাতায়াতের পথে আর ত কোন পদচিহ্ন দেখিতেছি না। মনে হয় তুমি আর তোমার আচার্যের নিকট যাও না।'

'হ্যাঁ ভন্তে, যতদিন সংসর্গ ছিল ততদিন গিয়াছি, এখন সংসর্গ ছিন্ন হইয়াছে তাই যাই না।' ইহা শুনিয়া ভিক্ষুগণ 'এই ভিক্ষু যাহা সত্য নহে তাহা ভাষণ করিয়া মিথ্যা বলিতেছে' মনে করিয়া শাস্তাকে উক্ত বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। শাস্তা বলিলেন—

'হ্যাঁ ভিক্ষুগণ, আমার পুত্র নিজেই নিজেকে উপদেশ দিয়া প্রব্রজিতকৃত্যের পরিসমাপ্তি ঘটাইয়াছে।' এবং ধর্মদেশনা করিতে করিতে এই দুইটি গাথা ভাষণ করিলেন—

'নিজেই নিজেকে প্রেরণা দাও, নিজেই নিজেকে পরীক্ষা কর। হে ভিক্ষু, যিনি আত্মগুপ্তিপরায়ণ ও স্মৃতিমান তিনি সুখে বিহার করেন।

http://kalpataruboi.org

'নিজেই নিজের প্রভু, নিজেই নিজের আশ্রয়। সুতরাং বণিকের ভদ্র অশ্বের ন্যায় নিজেকে সংযত করিবে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩৭৯-৩৮০

অন্বয় : 'চোদয়ত্তানং' নিজেই নিজেকে প্রেরণা দাও, স্মরণ করাও। 'পটিমংসেথ' নিজেই নিজেকে পরীক্ষা কর। 'সো' সে তুমি, ভিক্ষু, এইভাবে আত্মগুপ্তির ফলে 'অন্তগুত্তো' স্মৃতির জাগরুকতার জন্য 'সতিমা' হইয়া সমস্ত ঈর্যাপথে সুখে বিহার কর।

'নাথো' আশ্রয়, প্রতিষ্ঠা। 'কো হি নাথো পরো' স্বয়ং চেষ্টা না করিয়া পরনির্ভরশীল হইলে এবং পরের দ্বারা স্বর্গপরায়ণের মার্গ ভাবনা করিলে স্বয়ং ফল-সাক্ষাৎকার সম্ভব নহে, অতএব, অন্য কেহ নিজের নাথ হইতে পারে না। 'তস্মা' যেহেতু নিজের নিজেই গতি বা প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়, তাই ভদ্র অশ্বের দ্বারা লাভ প্রার্থনাকারী বণিক তাহার বিষমস্থান চারিতাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া দিলে তিনবার ঐ অশ্বকে স্নান করাইয়া, ভোজন করাইয়া সংযত করে, তাহার পরিচর্যা করে, তদ্রূপ তুমিও অনুৎপন্ন অকুশল বা পাপের উৎপত্তি নিবারণ করত স্মৃতি বিহ্বলতা পরিহার করিয়া উৎপন্ন অকুশলকে পরিত্যাগ করিবে এবং এইভাবে নিজেকে সংযত ও গুপ্ত করিবে। এইভাবে আত্মসংযমের দ্বারা প্রথম ধ্যানাদি লৌকিক ও লোকোত্তর জ্ঞানের অধিকারী হইবার জন্য চেষ্টা করিবে। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

নঙ্গলকুল স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

বক্কলি স্থবিরের উপাখ্যান—১১

২২. পামোজ্জবহুলো ভিক্খু পসন্নো বুদ্ধসাসনে,
অধিগচ্ছে পদং সন্তং সঙ্খারূপসমং সুখং।...৩৮১

অনুবাদ : বুদ্ধের অনুশাসনে পালনে সদা প্রসন্ন ও আনন্দময় ভিক্ষু সকল সংস্কারের নিবৃত্তি সাধন করে সুখময় শান্তপদ (নির্বাণ) লাভ করেন।

অন্বয় : বুদ্ধসাসনে পামোজ্জবহুলো পসন্নো ভিক্খু (বুদ্ধশাসনে প্রমোদবহুল ও প্রসন্ন ভিক্ষু) সঙ্খারূপসমং সুখং সন্তং পদং অধিগচ্ছে (সংস্কার উপশমরূপ সুখময় শান্ত পদ লাভ করেন)।

'পামোজ্জবহুলো' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে বক্কলি স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

সেই আয়ুষ্মান শ্রাবস্তীতে এক ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিণ্ডচরণের জন্য প্রবিষ্ট তথাগতকে দেখিয়া শাস্তার দৈহিক সৌন্দর্য অবলোকন করিতে করিতে অতৃপ্ত হইয়া 'আমি নিত্যই তথাগতকে দেখিতে সমর্থ হইব' চিন্তা করিয়া শাস্তার নিকট প্রব্রজিত হইলেন এবং যে স্থানে অবস্থান করিলে দশবল বুদ্ধকে দেখিতে সমর্থ হইবেন তদ্রূপ স্থানে অবস্থান করিয়া স্বাধ্যায়-কর্মস্থান-

http://kalpataruboi.org

মনস্কারাদি ত্যাগ করিয়া শাস্তাকে দেখিয়া দেখিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। শাস্তা বক্কলির জ্ঞান পরিপক্ক না হওয়া অবধি তাঁহাকে কিছু বলিলেন না। জ্ঞান পরিপক্ক হইলে 'এখন তাহার জ্ঞান পরিপক্ক হইয়াছে' জানিয়া বক্কলিকে এইভাবে উপদেশ দিলেন—

'হে বক্কলি, আমার এই পূতিকায় দেখিয়া তোমার কি লাভ হইবে? হে বক্কলি, যে ধর্মকে দেখে (অর্থাৎ জানে) সে আমাকে দেখে। যে আমাকে দেখে সে ধর্মকে দেখে' (সংযুক্ত নিকায়, ২।৩।৮৭)। তিনি এইভাবে উপদিষ্ট হইলেও শাস্তার দর্শন ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে পারিতেন না। তখন শাস্তা 'সংবেগ উৎপন্ন না হইলে এই ভিক্ষু কিছুই বুঝিবে না।' চিন্তা করিয়া বর্ষাবাস সন্নিকট হইলে রাজগৃহে যাইয়া বর্ষাবাস প্রারম্ভের দিন 'বক্কলি, তুমি ফিরিয়া যাও, বক্কলি, তুমি ফিরিয়া যাও' বলিয়া বক্কলিকে বিদায় দিলেন। বক্কলিও 'শাস্তা আমার সহিত কথা বলিবেন না' চিন্তা করিয়া বর্ষাবাসের তিন মাস শাস্তার সম্মুখে থাকিতে না পারিলে 'আমার বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি।' পাহাড়ে উঠিয়া লম্ফ প্রদান করিয়া আত্মহত্যা করিব' ভাবিয়া গৃধ্রকূট পর্বতে আরোহণ করিলেন।

শাস্তা সংসার সম্বন্ধে তাহার বীতরাগ ভাব জানিয়া—'এই ভিক্ষু আমার নিকট হইতে আশ্বাসবাণী না পাইলে তাহার মার্গফল লাভের উপনিশ্রয় বিনষ্ট হইবে' চিন্তা করিয়া নিজেকে প্রদর্শন করিতে দেহ হইতে অবভাস মোচন করিলেন। শাস্তাকে দেখা মাত্রই তাঁহার মহাশোক অপনীত হইল। শাস্তা শুষ্ক তড়াগকে জলের দ্বারা পরিপূর্ণ করার ন্যায় বক্কলি স্থবিরের মধ্যে বলবতী প্রীতি ও প্রামোদ্য উৎপাদন করিবার জন্য এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'যে ভিক্ষু বুদ্ধশাসনে প্রসন্ন ও আনন্দবহুল, তিনি সংস্কার উপশমরূপ সুখময় শান্তপদ (নির্বাণ) অধিগত হন।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩৮১

অন্বয় : স্বাভাবিকভাবে প্রামোদ্যবহুল ভিক্ষু বুদ্ধশাসনে প্রসন্ন হন। তিনি এই প্রকারে প্রসন্ন হইয়া বুদ্ধশাসনে শান্তপদ সংস্কার উপশমরূপ নির্বাণ নামক পরমসুখ অধিগত হইয়া থাকেন। এই গাথা বলিয়া শাস্তা বক্কলি স্থবিরের দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া এই তিনটি গাথা ভাষণ করিলেন—

'হে বক্কলি, আইস, ভয় করিও না। তথাগতকে অবলোকন কর। পঙ্কে নিমগ্ন হস্তীর ন্যায় তোমাকে উদ্ধার করিব।'

'হে বক্কলি, আইস, ভয় পাইও না। তথাগতকে অবলোকন কর। রাহুগ্রস্ত সূর্যের ন্যায় আমি তোমাকে মুক্ত করিব।'

'হে বক্কলি, আইস, ভয় পাইও না। তথাগতকে অবলোকন কর। রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় আমি তোমাকে মুক্ত করিব।'

বক্কলি 'দশবল বুদ্ধ মৎকর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছেন। তিনি আমাকে 'এস' বলিয়া আহ্বানও করিয়াছেন' ভাবিয়া মনে বলবতী প্রীতি উৎপাদন করিয়া 'কোন দিকে যাইব' চিন্তা করিয়া গমনমার্গ না দেখিয়া দশবলের সম্মুখে আকাশে উঠিয়া পর্বতে স্থিতাবস্থাতে শাস্তা কর্তৃক উদ্‌গীত শ্রুতগাথাটি মনে মনে আওড়াইয়া আকাশেই

http://kalpataruboi.org

প্রীতিকে দমিত করিয়া প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইয়া তথাগতকে বন্দনা করিতে করিতে শূন্য হইতে অবতরণ করিয়া শাস্তার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পরবর্তীকালে শাস্তা তাঁহাকে শ্রদ্ধাধিমুক্তগণের মধ্যে অগ্রস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

বক্কলি স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

সুমন শ্রামণেরের উপাখ্যান—১২

২৩. যো হবে দহরো ভিক্খু যুঞ্জ তি বুদ্ধসাসনে,
সো ইমং লোকং পভাসেতি অব্ভা মুত্তো'ব চন্দিমা।...৩৮২

অনুবাদ : যে তরুণ ভিক্ষু বুদ্ধের উপদেশাবলী সযত্নে পালন করেন, তিনি মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় বিশ্বকে উদ্ভাসিত করেন।

অন্বয় : যো হবে দহরো ভিক্খু বুদ্ধসাসনে যুঞ্জতি (যে তরুণ ভিক্ষু বুদ্ধের অনুশাসন পালনে আত্মনিয়োগ করেন) সো অব্ভা মুত্তো চন্দিমা ইব ইমং লোকং পভাসেতি (তিনি মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় এই জগত উদ্ভাসিত করেন)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : মানুষের সব থেকে বড় প্রয়োজন সেই পথের সন্ধান যা তাকে আত্মিক বিকাশের, উন্নতির লক্ষ্যে নিয়ে যাবে। সেই পথ একটাই, কিন্তু বিপথ আছে অসংখ্য। আর নানা প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে মানুষ বিপথেই চলতে চায়, মনে করে ঐখানেই আছে তার জীবনের সমস্ত সুখ, সার্থকতা। ভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট মানুষকে আসল পথ দেখাতে পারেন তিনিই, যিনি সেই পথ চেনেন। এইরকম মহাজনেরাই মানুষের প্রকৃত বন্ধু, গুরু, দিশারী। এই অন্তরত রদের শরণ নিয়ে, এঁদের নির্দিষ্ট পথে চলে মানুষ প্রজ্ঞার বলে নিজের অন্তরকে বিকশিত করে নির্বাণ লাভ করে। সমস্ত সংস্কারের উপশমের ফলে যে অগাধ শান্তি উপাসকের হৃদয়ে বিরাজ করে তা স্নিগ্ধ আলোকের মত চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হয়।

'যো হবে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা পূব্বারামে সুমন শ্রামণেরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে জনৈক কুলপুত্র শাস্তা কর্তৃক চারি পরিষদের মধ্যে এক ভিক্ষুকে দিব্যচক্ষুসম্পন্নদের মধ্যে অগ্রস্থানে স্থাপিত করিতে দেখিয়া সেই সম্পত্তি (অর্থাৎ দিব্যচক্ষুসম্পন্নদের মধ্যে অগ্রস্থান) লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া শাস্তাকে নিমন্ত্রণ করিয়া এক সপ্তাহকাল বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে মহাদান দিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিলেন—

'ভন্তে, আমিও যেন ভবিষ্যতে কোন এক বুদ্ধের শাসনে দিব্য চক্ষুসম্পন্নদের মধ্যে অগ্রস্থান লাভ করিতে পারি।' শাস্তা শতসহস্র কল্প অবলোকন করিয়া তাহার প্রার্থনায় পূর্ণতা লাভের কথা জানিয়া বলিলেন—

http://kalpataruboi.org

'এখন হইতে শতসহস্র কল্পের পরে গৌতম বুদ্ধের শাসনে ইনি দিব্যচক্ষু-সম্পন্নদের মধ্যে অগ্রস্থানলাভী অনুরুদ্ধ নামে পরিচিত হইবেন।'

তিনি বুদ্ধের সেই ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া মনে করিতেন যেন আগামীকল্যই তিনি সেই অগ্রস্থান লাভ করিবেন। শাস্তা পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হইলে তিনি ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করিলেন—দিব্যচক্ষু লাভের উপায় কি? তিনি (ভিক্ষুদের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া) শাস্তার সপ্তযোজনিক কাঞ্চন স্তূপের চতুর্দিকে অনেক সহস্র প্রদীপবৃক্ষ নির্মাণ করিয়া প্রদীপপূজা করিয়া (মৃত্যুর পর) সেখান হইতে চ্যুত হইয়া দেবলোকে জন্মগ্রহণ করিলেন। তারপর একবার দেবলোক একবার মনুষ্যলোক এইভাবে শতসহস্র কল্প সংসরণ করিয়া (সংসারাবর্তে ঘুরিয়া) এই কল্পে বারাণসীতে এক দরিদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি সুমন শ্রেষ্ঠীর তৃণহারক হইয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল 'অন্নভার'। সুমন শ্রেষ্ঠীও সেই নগরে নিত্যকাল মহাদান দিতেন।

অনন্তর একদিন উপরিট্‌ঠ নামক প্রত্যেকবুদ্ধ গন্ধমাদন পর্বতে নিরোধ সমাপত্তি হইতে উঠিয়া চিন্তা করিলেন—'অদ্য আমি কাহাকে অনুগৃহীত করিব?' এবং 'অদ্য অন্নভার আমার দ্বারা অনুগৃহীত হইবে। এখন সে অরণ্য হইতে তৃণ সংগ্রহ করিয়া গৃহে আসিবে' ইহা জানিয়া পাত্রচীবর লইয়া ঋদ্ধিপ্রভাবে যাইয়া অন্নভারের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। অন্নভার তাঁহার হাতে শূন্য পাত্র দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'ভন্তে, নিশ্চয়ই ভিক্ষা লাভ করেন নাই!'

'হে মহাপুণ্যবান, নিশ্চয়ই লাভ করিব।'

'ভন্তে, তাহা হইলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন' এই কথা বলিয়া অন্নভার তৃণের বাঁক দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দ্রুত গৃহে যাইয়া ভার্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভদ্রে, আমার জন্য ভাত আছে কি নাই?' 'আছে, প্রভু'। ইহা শুনিয়া দ্রুতবেগে যাইয়া প্রত্যেকবুদ্ধের হাত হইতে ভিক্ষাপাত্র লইয়া ভাবিলেন—'আমাদের যখন দান করিবার ইচ্ছা হয়, তখন দান করার মত কিছুই থাকে না; আর যখন দান করার মত কিছু থাকে তখন দানের প্রতিগ্রাহক (গ্রহীতা) লাভ করি না। অদ্য আমি প্রতিগ্রাহক পাইয়াছি, দিবার মতও কিছু আছে, আমি কি ভাগ্যবান!' এই চিন্তা করিয়া গৃহে যাইয়া সমস্ত ভাত ভিক্ষাপাত্রে ভরিয়া ফিরিয়া আসিয়া প্রত্যেকবুদ্ধের হস্তে সমর্পণ করিয়া দিলেন—

'এই দানের প্রভাবে আমার যেন আর দারিদ্র্য না থাকে। জন্ম-জন্মান্তরে 'নাই' এই কথা যেন আমাকে শুনিতে না হয়। ভন্তে, আমি এইরূপ দুঃখময় জীবন হইতে মুক্তি চাই।' 'নাই' এই কথা যেন শুনিতে না হয়।' প্রত্যেকবুদ্ধ 'হে মহাপুণ্যবান, তাহাই হউক' বলিয়া অনুমোদন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

এদিকে সুমন শ্রেষ্ঠীর প্রাসাদের ছাদে বসবাসকারী দেবতা এই বলিয়া তিনবার সাধুবাদ প্রদান করিলেন—'অহো (প্রত্যেকবুদ্ধ) উপরিট্‌ঠকে মহাদান

http://kalpataruboi.org

প্রদান করা হইল।' তখন শ্রেষ্ঠী দেবতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আমি যে এতকাল দান দিয়া আসিতেছি আপনি কি তাহা দেখেন নাই?'

'আমি আপনার দানের জন্য সাধুবাদ প্রদান করি নাই। অন্নভার যে উপরিট্‌ঠ প্রত্যেকবুদ্ধকে পিণ্ডপাত প্রদান করিয়াছেন তাহাতে আনন্দিত হইয়া আমি সাধুবাদ দিয়াছি।' তখন শ্রেষ্ঠী চিন্তা করিলেন—

'কি আশ্চর্য হে, আমি এতকাল দান দিয়াও দেবতার সাধুবাদ লাভ করি নাই, অন্নভার আমার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, যে একটিমাত্র পিণ্ডপাত দিয়া দেবতার সাধুবাদ লাভ করিল! আমি উপযুক্ত মূল্য দিয়া ঐ পিণ্ডপাত আমার নামে করিব' ইহা চিন্তা করিয়া তিনি অন্নভারকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— 'তুমি অদ্য কাহাকেও কিছু দান দিয়াছ?'

'হ্যাঁ প্রভু, উপরিট্‌ঠ প্রত্যেকবুদ্ধকে আমি আমার ভাগের অন্ন দান করিয়াছি।'

'ওহে, এই কার্ষাপণ লইয়া ঐ পিণ্ডপাত আমার নামে কর।'

'না প্রভু, পারিব না।'

শ্রেষ্ঠী এক সহস্র মুদ্রা প্রদান করিতে চাহিলেন, কিন্তু সহস্রের বিনিময়েও অন্নভার দিতে ইচ্ছুক হইলেন না।' তখন শ্রেষ্ঠী তাঁহাকে বলিলেন—'ঠিক আছে, যদি পিণ্ডপাত না দাও, সহস্র মুদ্রার বিনিময়ে তোমার পুণ্যের অংশ আমাকে দাও।' অন্নভার 'আর্য উপরিট্‌ঠের সহিত পরামর্শ করিয়া জানিব' বলিয়া দ্রুত যাইয়া প্রত্যেকবুদ্ধকে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, সুমন শ্রেষ্ঠী এক সহস্র মুদ্রার বিনিময়ে আপনাকে আমি যে পিণ্ডপাত দিয়াছি তাহার পুণ্যাংশ চাহিতেছেন, কি করিব?'

প্রত্যেকবুদ্ধ স্মিত হাসিয়া একটি উপমা প্রদান করিলেন—'হে পণ্ডিত, যেমন ধরুন একটি গ্রামে একশত পরিবার আছে, তন্মধ্যে একটি গৃহে প্রদীপ জ্বালান হইল, অন্যান্য পরিবার নিজেদের তৈলের দ্বারা সলিতা তৈলসিক্ত করিয়া উক্ত প্রদীপ হইতে নিজেদের প্রদীপ জ্বালাইয়া লইল। পরবর্তী প্রদীপসমূহের প্রভাকে প্রথম প্রদীপের প্রভা বলা যাইবে কি?'

'ভন্তে, বলা যাইতে পারে যে প্রথম প্রদীপের প্রভাই বহুগুণে বর্ধিত হইয়াছে।' 'ঠিক তদ্রূপ, হে পণ্ডিত, এক হাতা পূর্ণ যাগু হউক বা এক চামচ ভিক্ষা হউক, নিজের পিণ্ডপাতের পুণ্যাংশ অন্যদের দিলে, যতই দিবেন ততই বাড়িবে। আপনি একটি পিণ্ডপাত দিয়াছেন, শ্রেষ্ঠীকে ইহার পুণ্যাংশ দিলে দুইটি পিণ্ডপাত হইবে—একটি আপনার, একটি শ্রেষ্ঠীর।'

অন্নভার 'সাধু ভন্তে' বলিয়া (প্রত্যেকবুদ্ধকে) অভিবাদন করিয়া শ্রেষ্ঠীর নিকট যাইয়া বলিলেন—'প্রভু, আমার পুণ্যাংশ গ্রহণ করুন।' 'তাহা হইলে তুমি এই কার্ষাপণসমূহ গ্রহণ কর।'

'আমি পিণ্ডপাত বিক্রয় করি না, শ্রদ্ধা সহকারে আমি পুণ্যাংশ প্রদান

http://kalpataruboi.org

করিতেছি।' 'তুমি শ্রদ্ধা সহকারে দিতেছ, আমিও তোমার গুণকে পূজা করিতেছি। বৎস, ইহা গ্রহণ কর। ইহার পর হইতে তোমাকে নিজের হাতে কোন কাজ করিতে হইবে না। বড় রাস্তার ধারে গৃহ নির্মাণ করিয়া তুমি সেখানে বাস কর। এই জন্য তোমার যাহা যাহা লাগে তুমি আমার নিকট হইতে গ্রহণ করিবে।'

নিরোধ সমাপত্তি হইতে উত্থিত পুদ্গলকে পিণ্ডপাত দান করিলে সেইদিনই ফল পাওয়া যায়। তাই রাজাও এই ঘটনা শুনিয়া অন্নভারকে ডাকাইয়া পুণ্যাংশ গ্রহণ করিয়া অনেক ভোগৈশ্বর্য প্রদান করিয়া তাঁহাকে শ্রেষ্ঠীস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

অন্নভার সুমন শ্রেষ্ঠীর সহায়ক হইয়া যাবজ্জীবন পুণ্যসঞ্চয় করিয়া সেই স্থান হইতে (মৃত্যুর পর) চ্যুত হইয়া দেবলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া একবার দেবলোক একবার মনুষ্যলোক এইভাবে বহু জন্ম অতিবাহিত করিতে করিতে এই বুদ্ধের উৎপত্তিকালে কপিলবস্তু নগরে অমিতোধন শাক্যের গৃহে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নাম হইল অনুরুদ্ধ। তিনি মহানাম শাক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং শাস্তার খুল্লতাতের পুত্র তিনি। অতি পরম ও সুকোমল এবং মহা পুণ্যবান হইয়াছিলেন।

একদিন পিষ্টক ভক্ষণকে লক্ষ্য করিয়া ছয়জন ক্ষত্রিয়কুমার গুলি খেলা আরম্ভ করিলেন, কিন্তু অনুরুদ্ধ পরাজিত হইয়া মাতার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন পিষ্টক প্রেরণ করিতে। মাতা বিশাল স্বর্ণথালা পূর্ণ করিয়া বহু পিষ্টক প্রেরণ করিলেন। পিষ্টক খাইয়া পুনরায় ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন এবং পুনরায় পরাজিত হইয়া মাতার নিকট অনুরূপ সংবাদ পাঠাইলেন। এইভাবে তিনবার পিষ্টক প্রেরণ করিয়া চতুর্থবারে মাতা সংবাদ পাঠাইলেন 'এখন পিষ্টক নাই'। অনুরুদ্ধ কখনও 'নাই' কথা শ্রবণ করেন নাই, তাই 'নাই' শুনিয়া মনে করিলেন যে, নিশ্চয়ই 'নাই' নামক কোন পিষ্টক হইবে, তাই বলিয়া পাঠাইলেন—'নাই পিষ্টকই প্রেরণ করুন।' মা শুনিয়া ভাবিলেন—'আমার পুত্র কখনও 'নাই' শব্দ শ্রবণ করে নাই। এখন কিভাবে তাহাকে 'নাই' কথাটা বুঝাইব।' তখন তিনি একটি স্বর্ণথালা ধুইয়া অপর একটি স্বর্ণথালার দ্বারা ঢাকিয়া প্রেরণ করিয়া বলিলেন— 'যাও বাবা, ইহা আমার পুত্রকে দাও।' সেই মুহূর্তে নগররক্ষক দেবতাগণ চিন্তা করিলেন—'আমাদের প্রভু 'অন্নভার' জন্মকালে উপরিট্ঠ প্রত্যেকবুদ্ধকে নিজের অন্নভাগ দান করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন 'আমি যেন নাই এই কথা শ্রবণ না করি।' যদি আমরা সেই বিষয় জানিয়াও উপেক্ষা করি তাহা হইলে আমাদের মস্তক সপ্তধা বিদীর্ণ হইবে।' ইহা চিন্তা করিয়া তাঁহারা দিব্যপিষ্টকের দ্বারা ঐ সুবর্ণপাত্র পূর্ণ করিলেন। সেই বাহক ঐ স্বর্ণপাত্র আনিয়া অনুরুদ্ধের সম্মুখে রাখিয়া উন্মোচিত করিল। ঐ দিব্যপিষ্টকের সুগন্ধে সমস্ত নগর ভরপুর হইল। সেই পিষ্টক মুখে দেওয়া মাত্রই মনে হইল যেন সপ্তসহস্র রসগ্রন্থি আমোদিত হইল।

অনুরুদ্ধ চিন্তা করিলেন—'আমার মনে হয় মাতা আমাকে ইতিপূর্বে তেমন

http://kalpataruboi.org

স্নেহ করিতেন না। অন্যদিন তিনি আমার জন্য 'নাই পিষ্টক' প্রস্তুত করেন নাই!' তিনি যাইয়া মাতাকে বলিলেন—'মাতঃ, আপনি আমাকে ভালবাসেন না।'

'বাবা, তুমি কি বলিতেছ। আমার অক্ষিযুগল এবং হৃদয়মাংস অপেক্ষাও তুমি আমার প্রিয়।'

'মাতঃ, যদি আমি আপনার প্রিয় হই, কেন ইতিপূর্বে আমাকে 'নাই পিষ্টক' প্রদান করেন নাই?' মাতা তখন সেই বাহককে জিজ্ঞাসা করিলেন—'বাবা, ঐ পাত্রে কিছু ছিল কি?'

'হ্যাঁ আর্যে, পাত্র পিষ্টকরাশির দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। এইরূপ পিষ্টক আমি ইতিপূর্বে দেখি নাই।' মাতা তখন চিন্তা করিলেন—

'আমার পুত্র পুণ্যবান মনে হয় দেবতারাই তাহার জন্য দিব্যপিষ্টক প্রেরণ করিয়াছেন।' তিনিও মাতাকে বলিলেন—'মাতঃ, আমিও ইতিপূর্বে এইরূপ পূপ খাই নাই। ইহার পর হইতে আপনি আমার জন্য 'নাই পূপ'ই প্রস্তুত করিবেন। ইহার পর হইতে মাতা পুত্র পূপ খাইতে ইচ্ছা করিলে অনুরূপভাবে স্বর্ণপাত্র ধুইয়া আর একটি স্বর্ণপাত্রের দ্বারা ঢাকিয়া পাঠাইতেন, দেবতারা পাত্র পূর্ণ করিয়া দিতেন। এইভাবে তিনি গৃহে অবস্থান করিয়া 'নাই' শব্দের অর্থ না জানিয়া দিব্যপূপই খাইতে লাগিলেন।

শাস্তার শিষ্যপরিবার (অর্থাৎ ভিক্ষুসঙ্ঘ) বৃদ্ধি করিবার জন্য যখন শাক্যকুমারেরা একে একে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে লাগিলেন, তখন মহানাম ভাই অনুরুদ্ধকে বলিলেন—'দেখ ভাই, আমাদের বংশ হইতে কেহই প্রব্রজিত হয় নাই, হয় তুমি প্রব্রজিত হও, না হয় আমি হইব।' অনুরুদ্ধ বলিলেন—'আমি অতি সুখে বড় হইয়াছি, তাই প্রব্রজিত হইয়া কষ্ট করিতে পারিব না।

'তাহা হইলে তুমি কাজ কারবার বুঝিয়া লও, আমি প্রব্রজিত হইব।'

এই কাজ কারবার আবার কি!'

অনুরুদ্ধ ভাত কি করিয়া হয় তাই জানে না, কাজ কারবার কিভাবে জানিবে? তাই ঐরূপ বলিয়াছে। একদিন অনুরুদ্ধ, ভদ্দিয় এবং কিমিল মন্ত্রণা করিতে বসিলেন—'ভাত কোথা হইতে হয়?' কিমিল বলিলেন—'ধানের গোলা হইতে উৎপন্ন হয়' কারণ তিনি একদিন গোলায় ধান ভরিতে দেখিয়াছিলেন। তাই 'ধানের গোলা হইতে ভাত উৎপন্ন হয়' এই কথা বলিয়াছিলেন। ভদ্দিয় বলিলেন—'তুমি জান না, ভাত হাঁড়ি হইতে উৎপন্ন হয়।' একদিন তিনি হাঁড়ি হইতে ভাত বাড়িতে দেখিয়া 'হাঁড়িতেই ভাত উৎপন্ন হয়' মনে করিতেন। অনুরুদ্ধ তাঁহাদের উভয়কে বলিলেন 'তোমরা জান না। রত্নময় হাতলযুক্ত বৃহৎ স্বর্ণপাত্রে ভাত হয়।' অনুরুদ্ধ কখনও ধান ভাঙিতেও দেখেন নাই। ভাত রান্না করিতেও দেখেন নাই। স্বর্ণপাত্রে ভাত বাড়িয়া ভাতের পাত্র সম্মুখে রাখা হইয়াছে দেখিয়াছেন। তাই মনে করিতেন 'পাত্রেই ভাত উৎপন্ন হয়।' এবং ঐজন্য ঐরূপ বলিয়াছিলেন। এইভাবে যে মহাপুণ্যবান কুলপুত্র ভাত কি করিয়া হয় জানে না

http://kalpataruboi.org

তিনি আবার (চাষ-আবাদের) কাজ কারবারের কথা কি জানিবেন।

তখন মহানাম তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন—'এস অনুরুদ্ধ, আমি তোমাকে গৃহবাসের (যাবতীয়) বিষয় শিক্ষা দিব। 'প্রথমে ক্ষেত কর্ষণ করাইতে হইবে' ইত্যাদি উপায়ে জ্যেষ্ঠভ্রাতা যখন যাবতীয় কর্ম বুঝাইতেছিলেন, অনুরুদ্ধ দেখিলেন এই গৃহবাসের কর্মের শেষ নাই। তাই তিনি 'আমার গৃহবাসের প্রয়োজন নাই' বলিয়া মাতার অনুমতি লইয়া ভদ্দিয়প্রমুখ পাঁচজন শাক্যকুমারের সঙ্গে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অনুপিয় আম্রবনে শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রব্রজিত হইলেন। প্রব্রজিত হইয়া সম্যকমার্গ প্রতিপন্ন হইয়া তিনি ক্রমে ত্রিবিদ্যা আয়ত্ত করিলেন এবং দিব্যচক্ষুর দ্বারা একাসনে উপবিষ্ট হইয়াই হস্ততলে স্থাপিত আমলকীর ন্যায় সহস্র লোকধাতু অবলোকন করিতে সমর্থ হইয়া এই উদানগাথা উদ্‌গীত করিলেন—

'আমি আমার পূর্ব পূর্ব নিবাস জানি। আমার দিব্যচক্ষু বিশোধিত হইয়াছে। আমি ত্রিবিদ্যাসম্পন্ন এবং ঋদ্ধিপ্রাপ্ত। বুদ্ধের শাসন আমার দ্বারা কৃত হইয়াছে।' [থেরগাথা, ৩৩২,৪৬২]

তারপর দিব্যচক্ষুর দ্বারা জানিবার চেষ্টা করিলেন—'আমি কি সুকর্মের ফলে ঈদৃশ সম্পত্তি লাভ করিয়াছি। এবং জানিলেন—পদুমুত্তর বুদ্ধের পাদমূলে তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন।' আর জানিলেন—'সংসারে ঘুরিতে ঘুরিতে ঐ সময়ে বারাণসীতে সুমন শ্রেষ্ঠীর সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করিতেন এবং তাঁহার নাম ছিল অন্নভার।' ইহা জানিতে পারিয়া তিনি বলিলেন—

'আমি পূর্বে অন্নভার ছিলাম, দরিদ্র এবং তৃণহারক। তাদৃশ গুণসম্পন্ন উপরিট্‌ঠ নামক প্রত্যেকবুদ্ধকে পিণ্ডপাত দান করিয়াছিলাম।'

তখন তিনি ভাবিলেন—'তখন আমি উপরিট্‌ঠ প্রত্যেকবুদ্ধকে পিণ্ডপাত দান করিলে যিনি কার্ষাপণের বিনিময়ে পুণ্যাংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমার সেই সুমন শ্রেষ্ঠী এখন কোথায় জন্মগ্রহণ করিলেন?' তিনি (দিব্যচক্ষুতে) দেখিতে পাইলেন—'বিন্ধ্যারণ্যের পর্বতপাদে একটি মুণ্ডনিগম আছে। সেখানে মহামুণ্ড উপাসকের দুই পুত্র—মহাসুমন এবং চূলসুমন। তাঁহাদের মধ্যে তিনি চূলসুমন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। দেখিয়া চিন্তা করিলেন—'আমি সেখানে যাইলে তাঁহার কোন উপকার হইবে, কি না।' চিন্তা করিয়া তিনি (দিব্যদৃষ্টিতে) দেখিতে পাইলেন—'আমি সেখানে যাইলে সাত বৎসর বয়ঃক্রমকালেই তিনি নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রব্রজিত হইবেন এবং ক্ষুরাগ্রেই অর্হত্ত্ব লাভ করিবেন।' দেখিয়া বর্ষাবাস সন্নিকট হইলে আকাশপথে যাইয়া গ্রামদ্বারে অবতীর্ণ হইলেন। মহামুণ্ড উপাসক পূর্ব হইতেই স্থবিরের বিশ্বস্ত ছিলেন। তিনি পিণ্ডপাতকালে স্থবিরকে উত্তরাসঙ্গ চীবর পরিধান করিতে দেখিয়া পুত্র মহাসুমনকে বলিলেন—বাবা, আমাদের আর্য অনুরুদ্ধ স্থবির আসিয়াছেন, অন্য কেহ তাঁহার ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করার পূর্বে তুমি যাইয়া তাঁহার পাত্র গ্রহণ কর, আসন আমি বিছাইতেছি।' মহাসুমন তাহাই

http://kalpataruboi.org

করিলেন। উপাসক স্থবিরকে গৃহাভ্যন্তরে সাদরে (ভোজ্য) পরিবেশন করিয়া বর্ষার তিনমাস সেখানে থাকিবার জন্য প্রার্থনা করিলে স্থবিরও সম্মতি প্রদান করিলেন।

মহামুণ্ড উপাসক যত্নসহকারে তিনমাস স্থবিরের সেবা করিলেন। মনে হইল যেন তিনি একদিন মাত্র সেবা করিয়াছেন। তারপর মহাপ্রবারণাকালে ত্রিচীবর গুড়-তৈল-তণ্ডুলাদি আহরণ করিয়া স্থবিরের পাদমূলে রাখিয়া বলিলেন—'ভন্তে, গ্রহণ করুন।'

'উপাসক, আমার এইগুলির প্রয়োজন নাই।'

'ভন্তে, বর্ষাবাসিকের প্রাপ্য লাভ-সৎকার হিসাবে অন্তত গ্রহণ করুন।'

'উপাসক, আমি গ্রহণ করিব না।'

'ভন্তে, কেন গ্রহণ করিবেন না?'

'আমার নিকট কপ্পিয়কারক শ্রামণের নাই।'

'তাহা হইলে, ভন্তে, আমার পুত্র মহাসুমন শ্রামণের হইবে।'

'উপাসক, আমার মহাসুমন দিয়া কাজ হইবে না।'

'তাহা হইলে, ভন্তে, চূলসুমনকে প্রব্রজিত করুন।'

স্থবির 'বেশ তাহাই হউক' বলিয়া চূলসুমনকে প্রব্রজ্যা দিলেন। চূলসুমন ক্ষুরাগ্রেই অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন। স্থবির তাঁহার সহিত পক্ষকাল সেখানে অবস্থান করিয়া 'শাস্তাকে দর্শন করিব' বলিয়া চূলসুমনের জ্ঞাতিগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে লইয়া আকাশপথে যাইয়া হিমবন্তপ্রদেশে এক অরণ্য কুটিতে অবতরণ করিলেন।

স্থবির স্বভাবতই আরব্ধবীর্য। রাত্রির পূর্বার্ধে এবং অপরার্ধে চংক্রমণ করিতে করিতে তাঁহার উদরবায়ু কুপিত হইল। তাঁহাকে ক্লান্ত দেখিয়া শ্রামণের জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, আপনার কি কষ্ট হইতেছে?'

'আমার উদরবায়ু কুপিত হইয়াছে।'

'ভন্তে, ইতিপূর্বেও কি হইয়াছিল?'

'হ্যাঁ, আবুসো।'

'ভন্তে, কি করিলে স্বস্তি পাওয়া যায়?'

'আবুসো, অনোতত্ত (হিমালয়ের অনবতপ্ত) হইতে পানীয় আনাইতে পারিলে স্বস্তি হইবে।'

'ভন্তে, তাহা হইলে আমি আনিতেছি।'

'শ্রামণের, তুমি পারিবে কি?'

'হ্যাঁ, ভন্তে।'

'তাহা হইলে যাও, অনোতত্তে পন্নগ নামক নাগরাজ আমাকে জানে, তাহাকে বলিয়া ভৈষজ্যের জন্য একপাত্র জল লইয়া আইস।' তিনি 'বেশ তাহাই হউক' বলিয়া উপাধ্যায়কে বন্দনা করিয়া আকাশে উঠিয়া পঞ্চশত যোজন পথ অতিক্রম করিলেন। সেইদিন নাগরাজ নাগ-কুশীলবদের সঙ্গে লইয়া উদকক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তিনি শ্রামনেরকে আসিতে দেখিয়াই রাগান্বিত

http://kalpataruboi.org

হইয়া—'এই মুণ্ডক শ্রামণ নিজের পদরজঃ আমার মাথায় ছড়াইতে ছড়াইতে বিচরণ করিতেছে। অনোতত্তে পানীয়জলের জন্য আসিয়া থাকিবে। আমি ত তাহাকে তখন পানীয় দিব না' বলিয়া পঞ্চাশ যোজন বিস্তৃত অনোতত্ত হ্রদকে স্বীয় ফণার দ্বারা আবৃত করিয়া শুইয়া পড়িলেন যেন একটি বড় ঢাকনার দ্বারা একটি পাত্রকে ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে। শ্রামণের নাগরাজের আকার দেখিয়াই 'এ ত ক্রুদ্ধ হইয়াছে' জানিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'হে উগ্রতেজা মহাবলী নাগরাজ, শ্রবণ করুন। আমাকে এক পাত্র জল দিন। আমি ভৈষজ্যের জন্য আসিয়াছি।'

ইহা শুনিয়া নাগরাজ গাথায় বলিলেন—'পূর্বদিকে গঙ্গা নামক মহানদী মহাসমুদ্রের দিকে ধাবিত হইতেছে। তুমি সেই স্থান হইতে পানীয় লইয়া যাও।' ইহা শুনিয়া শ্রামণের চিন্তা করিলেন—'এই নাগরাজ স্বেচ্ছায় দিবে না; আমি বলপ্রয়োগ করিয়া স্বীয় প্রভাব দেখাইয়া ইহাকে বশীভূত করিব এবং পানীয় গ্রহণ করিব' এবং বলিলেন—'মহারাজ, আমার উপাধ্যায় অনোতত্ত হইতেই পানীয় আহরণ করেন, অতএব, আমি এখান হইতেই পানীয় আহরণ করিব। আপনি সরিয়া যান, আমাকে বাধা দিবেন না।' তারপর গাথা বলিলেন—

'এই স্থান হইতেই পানীয় হরণ করিব, ইহারই আমার প্রয়োজন। হে নাগরাজ, যদি আপনার শক্তি থাকে, আমাকে বাধা দিন।' তখন নাগরাজ তাঁহাকে বলিলেন—

'হে শ্রামণের, যদি তোমার বিক্রম এবং পৌরুষ থাকে, আমি তোমার কথাকে অভিনন্দন জানাই, আমার জল হরণ কর ত দেখি।' তখন শ্রামণের তাহাকে বলিলেন—'মহারাজ, এইভাবেই আমি হরণ করিব।'

'যদি পার, হরণ কর।'

'তাহা হইলে ভাল করিয়াই জানুন' বলিয়া তিনবার প্রতিজ্ঞা করিয়া 'বুদ্ধশাসনের প্রভাব দেখাইয়া আমাকে পানীয় জল লইয়া যাইতে হইবে' চিন্তা করিয়া আকাশবাসি দেবগণের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা আসিয়া বন্দনা করিয়া 'ভন্তে, কি হইয়াছে' বলিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

'এই অনোতত্ত হ্রদের বুকে পন্নগ নাগরাজের সঙ্গে আমার সংগ্রাম হইবে। সেখানে যাইয়া জয়-পরাজয় প্রত্যক্ষ করুন।' এই উপায়েই তিনি চারি লোকপাল এবং শক্র-সুষাম-সন্তুষিত-পরনির্মিতবশবর্তী দেবগণের নিকট ঐ বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। তারপর ক্রমে ব্রহ্মলোক গমন করিলে ব্রহ্মগণ আসিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিয়া দাঁড়াইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, কি হইয়াছে?' তিনি তাই জ্ঞাপন করিলেন। এইভাবে তিনি অসংজ্ঞ সত্ত্বগণ এবং অরূপ ব্রহ্মাদের বাদ দিয়া সর্বত্র মুহূর্তমধ্যে ভ্রমণ করিয়া ঐ সংবাদ জানাইলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া সকল দেবতাগণ অনোতত্ত হ্রদের উপরিভাগে নলে প্রক্ষিপ্ত পাউডারের ন্যায় সমগ্র আকাশকে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেবসঙ্ঘ সন্নিপতিত হইলে

http://kalpataruboi.org

শ্রামণের আকাশে স্থিত হইয়া নাগরাজকে বলিলেন—

'হে উগ্রতেজা মহাবলী নাগরাজ, শ্রবণ করুন। আমাকে এক ঘট পানীয় দিন। আমি ভৈষজ্যের জন্য আসিয়াছি।' নাগ তাঁহাকে বলিলেন—

'হে শ্রামণের, আমি তোমার কথাকে অভিনন্দন জানাই। যদি তোমার বিক্রম ও পৌরুষ থাকে আমার জল লইয়া যাও।'

তিনি তিনবার নাগরাজের প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান গ্রহণ করিয়া শূন্যে অবস্থানরত থাকিয়াই দ্বাদশযোজনিক ব্রহ্মার রূপ নির্মাণ করিয়া আকাশ হইতে অবতরণ করিয়া নাগরাজের ফণাকে পায়ের চাপে অধোমুখী করিয়া নিষ্পেষিত করিলেন। কোন বলবান পুরুষ একটি কাঁচা চামড়াকে পদদলিত করিলে যে অবস্থা হয়, নাগরাজের ফণাকে পদদলিত করিলে ঠিক সেই অবস্থাই হইল, ফণাতে দর্বীর আকারের অনেক গর্তের সৃষ্টি হইল। নাগরাজের ফণার প্রত্যেকটি গর্ত হইতে তালস্কন্ধ প্রমাণের উদকধারা নির্গত হইতেছিল। শ্রামণের আকাশে অবস্থান করিয়াই পানীয়ঘট পূর্ণ করিলেন। দেবসঙ্ঘ সাধুবাদ প্রদান করিলেন। তখন নাগরাজ লজ্জিত হইয়া শ্রামণেরের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন, তাঁহার অস্থিযুগল জয়কুসুমবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। নাগরাজ—'দেবসঙ্ঘ একত্রিত করিয়া পানীয় গ্রহণ করিয়া এ আমাকে লজ্জিত করিয়াছে। আমি ইহাকে ধরিয়া মুখে হাত ঢুকাইয়া তাহার হৃদয়মাংস মর্দিত করিব, পা ধরিয়া গঙ্গার পারে নিক্ষেপ করিব' বলিয়া দ্রুত তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। পশ্চাদ্ধাবন করিয়াও তাঁহাকে ধরিতে পারিলেন না। শ্রামণের যাইয়া উপাধ্যায়ের হাতে জল দিয়া বলিলেন—'ভন্তে, পান করুন।' নাগরাজও পশ্চাতে আসিয়া বলিলেন—'ভন্তে, অনুরুদ্ধ, আমি জল না দিলেও শ্রামণের জল লইয়া আসিয়াছে, এই জল পান করিবেন না।'

'হে শ্রামণের, এই কথা কি ঠিক?'

'ভন্তে, পান করুন, ইঁহার দ্বারা প্রদত্ত জলই আমি আনিয়াছি।'

স্থবির 'ক্ষীণাস্রব শ্রামণের মিথ্যা কথা বলিবে না' জানিয়া জল পান করিলেন! তন্মুহূর্তেই তাঁহার রোগ দূরীভূত হইল। পুনরায় নাগরাজ স্থবিরকে বলিলেন—'ভন্তে, শ্রামণের সমস্ত দেবগণের সম্মুখে আমাকে লজ্জিত করিয়াছে, আমি তাহার বক্ষোদেশ বিদীর্ণ করিব, তাহার পা ধরিয়া গঙ্গার তীরে নিক্ষেপ করিব।'

'মহারাজ, শ্রামণের মহাপ্রভাবশালী, আপনি শ্রামণেরের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে পারিবেন না, ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া প্রস্থান করুন।' নাগরাজ স্বয়ং শ্রামণেরের মহাপ্রভাব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, তবে লজ্জায় তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছেন। অনন্তর স্থবিরের কথায় নাগরাজ ক্ষমাভিক্ষা করিয়া তাঁহার সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া বলিলেন—

'এখন হইতে অনোতত্ত হ্রদের জলের প্রয়োজন হইলে আপনার আসার প্রয়োজন নাই, আমাকে সংবাদ পাঠাইলেই আমি স্বয়ং জল আনিয়া দিব' এবং

http://kalpataruboi.org

প্রস্থান করিলেন।

স্থবিরও শ্রামণেরকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। শাস্তা স্থবিরের আগমনভাব জানিয়া মিগারমাতুপাসাদে স্থবিরের আগমনের পথ চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। ভিক্ষুগণও স্থবিরকে আসিতে দেখিয়া প্রত্যুদ্‌গমন করিয়া পাত্রচীবর গ্রহণ করিলেন। তারপর ভিক্ষুদের কেহ কেহ শ্রামণেরের মাথায় চাটি মারিয়া, কেহ কেহ তাহার কান টানিয়া এবং কেহ কেহ তাহার হাত ধরিয়া নচকাইয়া দিয়া বলিলেন—'কি হে, ছোট শ্রামণের, তোমার কষ্ট হইতেছে না?' শাস্তা তাহাদের কার্যকলাপ দেখিয়া চিন্তা করিলেন—

'এই ভিক্ষুরা অন্যায় কাজ করিতেছে! শ্রামণেরের সঙ্গে ইহাদের ব্যবহার সাপের গলায় হাত দিবার মত। ইহারা শ্রামণেরের প্রভাব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নহে, অদ্যই আমি সুমন শ্রামণেরের গুণের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিব।' স্থবিরও আসিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া উপবেশন করিলেন। শাস্তা তাঁহার সহিত স্বাগত ভাষণ করিয়া আনন্দ স্থবিরকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—'আনন্দ, আমার ইচ্ছা হইয়াছে অনোতত্ত হ্রদের জলের দ্বারা আমার পদধৌত করিব। শ্রামণেরগণের হাতে পানীয় ঘট দিয়া জল আনয়ন করাও।' স্থবির বিহারস্থ পঞ্চশত শ্রামণেরকে একত্রিত করিলেন। ইহাদের মধ্যে সুমন শ্রামণের সর্বকনিষ্ঠ। স্থবির সর্বাধিক বয়স্ক শ্রামণেরকে বলিলেন—'শ্রামণের, শাস্তা অনোতত্ত হ্রদের জলে পা ধুইতে ইচ্ছা করিতেছেন, ঘট লইয়া যাইয়া জল আহরণ কর।' সে 'না ভন্তে, পারিব না' বলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিল না। স্থবির বয়স অনুসারে পর পর সকলকে বলিলেন। সকলেই প্রত্যাখ্যান করিল।

'এখানে কি কোন ক্ষীণাস্রব (অর্হৎ) শ্রামণের নাই?'

'আছে, তবে তাহারা এইজন্যই ইচ্ছা করিতেছে না যেহেতু তাহারা জানে যে এই পুষ্পস্তবক তাহাদের জন্য নির্মিত হয় নাই, সুমন শ্রামণেরের জন্যই নির্মিত হইয়াছে।' আর যাহারা পৃথগ্‌জন অর্থাৎ অর্হৎ নহে তাহারা নিজেদের অসমর্থতার কারণে ইচ্ছা করে নাই। শেষে সুমন শ্রামণেরের পালা আসিলে স্থবির তাহাকে বলিলেন—'শ্রামণের, শাস্তা অনোতত্ত হ্রদের জলের দ্বারা পদধৌত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তুমি একটি ঘট লইয়া জল আনয়ন কর।'

সুমন শ্রামণের 'শাস্তা আহরণ করিতে বলিলে আহরণ করিব' বলিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া বলিল—'ভন্তে, আপনি কি আমাকে দিয়া অনোতত্ত হইতে জল আহরণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন?'

'হ্যাঁ সুমন।'

শ্রামণের তখন বিশাখা নির্মিত ঘনসুবর্ণ কোট্টিত বহু শয়নাসনকুট হইতে ষষ্ঠিকুট জল ধারণ করিতে পারে এমন একটি মহাঘট হাতে লইয়া চিন্তা করিলেন—'ইহা তুলিয়া লইয়া আমার স্কন্ধে স্থাপিত করিয়া লইয়া যাইবার প্রয়োজন নাই' এবং হাতে ঝুলাইয়া লইয়া শূন্যে উঠিয়া হিমবন্তাভিমুখে প্রস্থান

http://kalpataruboi.org

করিলেন।

নাগরাজ দূর হইতে শ্রামণেরকে আসিতে দেখিয়া প্রত্যুদ্‌গমন করত ঐ মহাঘটটি স্বীয় স্কন্ধে স্থাপিত করিয়া বলিলেন—'ভন্তে, আমার মত সেবক থাকিতে আপনি স্বয়ং কেন আসিলেন, জলের প্রয়োজন হইলে আমাকে একটু সংবাদ পাঠাইতে পারিলেন না?' এবং ঘট জলপূর্ণ করিয়া স্বয়ং স্কন্ধে ধারণ করিয়া বলিলেন—'ভন্তে, আপনি আগে যান, আমিই এই পানীয়ঘট বহন করিয়া লইয়া যাইব।'

'মহারাজ, আপনি থামুন, আমিই সম্যকসম্বুদ্ধের দ্বারা আদিষ্ট হইয়াছি' বলিয়া নাগরাজকে আসিতে নিষেধ করিয়া স্বয়ং পানীয় ঘটের মুখপ্রান্ত হাতে ধরিয়া আকাশপথে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন। শাস্তা তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া ভিক্ষুদের বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, দেখ, শ্রামণেরের লীলা দেখ। আকাশে রাজহংসের মত শোভা পাইতেছে।' তিনিও পানীয়ঘট নামাইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন শাস্তা তাঁহাকে বলিলেন—

'হে সুমন, তোমার বয়স কত?'

'ভন্তে, আমি সপ্তবর্ষীয়।'

'সুমন, তাহা হইলে তুমি অদ্য হইতে ভিক্ষু হও।' বলিয়া তাঁহাকে উপসম্পদার উত্তরাধিকার প্রদান করিলেন। দুইজন মাত্র শ্রামণের সাত বৎসর বয়সে উপসম্পদা লাভ করিয়াছিলেন—এই সুমন এবং সোপাক।

এইভাবে তিনি উপসম্পদা প্রাপ্ত হইলে ধর্মসভায় কথা উঠিল—'আবুসো, কি আশ্চর্য', এইরূপ তরুণ শ্রামণেরের ঈদৃশ প্রভাব! আমরা ইতিপূর্বে এইরূপ মহাঋদ্ধি দেখি নাই।' শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে এখানে সমবেত হইয়াছ?'

'এই বিষয়ে, ভন্তে।'

'হে ভিক্ষুগণ, আমার শাসনে তরুণ হইলে ও সম্যক পথে চলিয়া এইরূপ ঋদ্ধিসম্পত্তি লাভ করিতে পারে' বলিয়া ধর্মদেশনাকালে এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'নিতান্ত তরুণ হইলেও যে ভিক্ষু বুদ্ধশাসনে আত্মনিয়োগ করেন, তিনি মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় এই জগতকে উদ্ভাসিত করেন।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩৮২

অন্বয় : 'যুঞ্জতি' প্রয়াস করে, আত্মনিয়োগ করে। 'পভাসেতি' সেই ভিক্ষু নিজের অর্হত্ত্বমার্গ জ্ঞানের দ্বারা মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় স্কন্ধাদিভেদযুক্ত এই জগতকে উদ্ভাসিত করে, বিশ্বকে একালোকে আলোকিত করে—এই অর্থ। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছিলেন।

সুমন শ্রামণেরের উপাখ্যান সমাপ্ত

ভিক্ষুবর্গ বর্ণনা সমাপ্ত

পঞ্চবিংশতিতম বর্গ

http://kalpataruboi.org

ধর্মপদ অর্থকথা

নবম খণ্ড (ব্রাহ্মণবর্গ)

২৬. ব্রাহ্মণ বর্গ

প্রসাদবহুল ব্রাহ্মণের উপাখ্যান—১

১. ছিন্দ সোতং পরক্কম্ম কামে পনুদ ব্রাহ্মণ,
সঙ্খারানং খযং ঞত্বা অকতঞ্ঞূ'সি ব্রাহ্মণ।...৩৮৩

অনুবাদ : হে ব্রাহ্মণ, তুমি সবিক্রমে তৃষ্ণাস্রোতের গতিরোধ কর, কামনাসমূহের বিনাশের কথা জেনে অকৃত (নির্বাণতত্ত্ব) অবগত হও।

অন্বয় : ব্রাহ্মণ, পরক্কম্ম সোতং ছিন্দ (হে ব্রাহ্মণ, পরাক্রম দ্বারা স্রোতের গতিরোধ কর) কামে পুনদ (কাম অপনোদন কর) ব্রাহ্মণ, সঙ্খারানং অযং ঞত্বা অকতঞ্ঞূ অসি (হে ব্রাহ্মণ, সংস্কারসমূহের ক্ষয়করণ জেনে তুমি অকৃতকে জ্ঞাত হও)।

'ছিন্দ সোতং' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে প্রসাদবহুল ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

সেই ব্রাহ্মণ ভগবানের ধর্মদেশনা শুনিয়া প্রসন্নচিত্ত হইয়া নিজগৃহে ষোলজন ভিক্ষুর নিত্য আহার্যের ব্যবস্থা করিয়া ভিক্ষুগণ (তাঁহার গৃহে) আসিলে তাঁহাদের ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিয়া—'ভদন্ত অর্হৎগণ আসুন, ভদন্ত অর্হৎগণ উপবেশন করুন' ইত্যাদি যাহা কিছু অর্হন্তবাদ সংযুক্ত তাহাই বলিতেন। ভিক্ষুদের মধ্যে যাঁহারা পৃথগজন অর্থাৎ সাধারণ তাঁহারা চিন্তা করিতেন—'এই ব্যক্তি আমাদের অর্হৎ বলিয়াই মনে করেন' এবং যাঁহারা ক্ষীণাস্রব অর্হৎ তাঁহারা ভাবিতেন 'এই ব্যক্তি আমাদের অর্হত্ত্বভাবের কথা জানেন বোধ হয়।' এই ভাবে সকলেই সন্দিগ্ধ হইয়া তাঁহার গৃহে আসা বন্ধন করিলেন। সেই ব্যক্তি দুঃখী দুর্মনা হইয়া 'আর্যগণ কেন আমার গৃহে আসিতেছেন না' এই বিষয় বিহারে যাইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া শাস্তাকে জানাইলেন। শাস্তা ভিক্ষুদের ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, ব্যাপার কি?' ভিক্ষুগণ ঐ বিষয় শাস্তাকে জানাইলে শাস্তা বলিলেন—

'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি অর্হন্তবাদকে উপভোগ কর?'

'না ভন্তে, উপভোগ করি না।'

http://kalpataruboi.org

'তাহাই যদি হয় জনগণের যাহা শ্রদ্ধাজনিত উক্তি, হে ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাজনিত উক্তিতে ত কোন আপত্তি নাই। বরং অর্হৎগণের প্রতি ব্রাহ্মণের অধিকমাত্রায় প্রেম; অতএব তৃষ্ণাস্রোতকে ছিন্ন করিয়া তোমাদেরও অর্হত্ত্ব প্রাপ্তিই যুক্তিযুক্ত? ইহা বলিয়া ধর্মদেশনাকালে এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'হে ব্রাহ্মণ, তৃষ্ণাস্রোতকে ছেদন করিবার জন্য পরাক্রম কর, কামসমূহ দূরীভূত কর। সংস্কারসমূহ অনিত্য জানিয়া, হে ব্রাহ্মণ, তুমি অকৃত নির্বাণকে জান।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩৮৩

অন্বয় : 'পরক্কম্ম' অর্থাৎ তৃষ্ণাস্রোতকে সামান্য প্রচেষ্টার দ্বারা ছিন্ন করা সম্ভব নহে। অতএব জ্ঞানসম্প্রযুক্ত মহাপরাক্রমের দ্বারা যত্ন করিয়া সেই তৃষ্ণাস্রোতকে ছেদন কর। উভয়ই 'কামে পনুদ' দূর কর। 'ব্রাহ্মণা'তি ইহা অর্হৎ ক্ষীণাস্রবদের সম্বোধন সংজ্ঞা। 'সঙ্খারানং' পঞ্চস্কন্ধের ক্ষয়কে অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধ যে অনিত্য তাহা জানিয়া। 'অকতঞ্ঞূ'তি তাহা হইলে তুমি সুবর্ণাদি কোন কিছুর দ্বারা অকৃত নির্বাণকে জানার দ্বারা অকৃতজ্ঞ নামে খ্যাত হও। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

প্রসাদবহুল ব্রাহ্মণের উপাখ্যান সমাপ্ত

বহু ভিক্ষুর উপাখ্যান—২

২. যদা দ্বযেসু ধম্মেসু পারগূ হোতি ব্রাহ্মণো,
অথ'স্স সব্বে সংযোগা অত্থং গচ্ছন্তি জানতো।...৩৮৪

অনুবাদ : যখন ব্রাহ্মণ চিত্তসংযম ও ভাবনা—এই দ্বিবিধ ধর্মে পারদর্শী হন, তখন সেই জ্ঞানীর সকল বন্ধন মুক্ত হয়ে যায়।

অন্বয় : যদা ব্রাহ্মণো দ্বযেসু ধম্মেসু পারগূ হোতি (যখন ব্রাহ্মণ দ্বিবিধ ধর্মে পরাঙ্গম হন), অথ জানতো অস্স সব্বে সংযোগা অত্থং গচ্ছন্তি (তখন সেই জ্ঞানীর সমস্ত সংযোগ অস্তমিত হয়)।

'যদা দ্বয়েসু' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে অনেক ভিক্ষুদের উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

একদিন ত্রিশজন দিশাবসিক ভিক্ষু আসিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া উপবেশন করিলেন। সারিপুত্র স্থবির তাঁহাদের অর্হত্ত্বলাভের উপনিশ্রয় দেখিয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া দণ্ডায়মান অবস্থাতেই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে দুইটি ধর্মের কথা বলা হইয়া থাকে, সেই দুইটি ধর্ম কি কি?' তখন শাস্তা তাঁহাকে বলিলেন—'হে সারিপুত্র, সেই দুইটি ধর্ম হইতেছে শমথ এবং বিপশ্যনা (বিদর্শন)' ইহা বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'যখন দুইটি ধর্মে ব্রাহ্মণ পারগু হয়, তখন (বিজ্ঞ) তাহার সমস্ত সংযোগ

http://kalpataruboi.org

(বন্ধন, আসক্তি) অস্তমিত হয়।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩৮৪

অন্বয় : 'যদা' যে সময়ে দ্বিধা স্থিত শমথ-বিপশ্যনা ধর্মে অভিজ্ঞা পারগাদিবশে এই ক্ষীণস্রব (অর্হৎ) পারগু হয়, তখন এই সংসারবর্তে সংযোজন সমর্থ সকল প্রকার কামযোগাদি সংযোগ জ্ঞাতা ব্যক্তির নিকট অস্তমিত হয় অর্থাৎ পরিক্ষয় লাভ করে। দেশনাবসানে সেই সকল ভিক্ষু অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

বহু ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত

মারের উপাখ্যান—৩

৩. যস্স পারং অপারং বা পারাপারং ন বিজ্জতি,
বীতদ্দরং বিসংযুত্তং তম্হং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।...৩৮৫

অনুবাদ : যাঁর এই পার (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক, জিহ্বা ও মন), অপর পার (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ও ধর্ম) কিংবা পার ও অপার এই উভয়ই বিদ্যমান নেই, যিনি নির্ভীক ও অনাসক্ত তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

অন্বয় : যস্স পারং অপারং বা পারাপারং ন বিজ্জতি (যাঁর পার, অপার বা পারাপার বিদ্যমান নেই) বীতদ্দরং বিসংযুক্ত! তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি (যিনি নির্ভীক ও অনাসক্ত তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি)।

'যস্স পারং' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে মারকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

একদিন মার জনৈক পুরুষের বেশে শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—'ভন্তে, 'পার পার' বলা হয়, এই 'পার' কাহাকে বলে? শাস্তা 'এ নিশ্চয়ই মার' ইহা জানিয়া বলিলেন—'হে পাপী, পার দিয়া তোমার কি হইবে? যাহারা বীতরাগ তাহারাই পারগামী হইয়া থাকে।' ইহা বলিয়া শাস্তা গাথায় বলিলেন—

'যাহার পার অপার এবং পারাপার নাই, যে বীতদরথ এবং বিসংযুক্ত তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩৮৫

অন্বয় : 'পার' হইতেছে আধ্যাত্মিক ছয় আয়তন। 'অপার' হইতেছে বাহিরের ছয় আয়তন। 'পারপার' হইতেছে তদুভয়। 'ন বিজ্জতি' অর্থাৎ যাহারা সকল প্রকার আমিত্ব ও 'মমত্ব' গ্রহণাভাবে নাই সেই ক্রোশদথরসমূহের ধ্বংসের দ্বারা 'বীতদ্দর' এবং সর্বক্লেশ বিসংযুক্ত ব্যক্তিকে আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকি। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

মারের উপাখ্যান সমাপ্ত

http://kalpataruboi.org

জনৈক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান—৪

৪. ঝাযিং বিরজমাসীনং কতকিচ্চং অনাসবং,
উত্তমত্থং অনুপ্পত্তং তম্হং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।...৩৮৬

অনুবাদ : যিনি ধ্যানপরায়ণ, নিরাসক্ত, কর্তব্যকর্মে অবিচল, নিষ্কলঙ্ক এবং পরমার্থ লাভ করেছেন তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

অন্বয় : ঝাযিং বিরজং আসীনং কতকিচ্চং অনাসবং উত্তমত্থং অনুপ্পত্তং (যিনি ধ্যানী, বিরজ, স্থিতিশীল, কৃতকৃত্য, অনাস্রব এবং উত্তমার্থ অর্থাৎ পরমার্থ প্রাপ্ত হয়েছেন) তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি (তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি)।

'ঝায়িং' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে জনৈক ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

সেই ব্রাহ্মণ চিন্তা করিলেন—'শাস্তা নিজের শিষ্যদের ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন, আমিও জাতি গোত্রে ব্রাহ্মণ। আমাকেও এইরূপ সম্বোধন করা উচিত।' তিনি শাস্তার নিকট যাইয়া ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। শাস্তা বলিলেন— 'আমি জাতিগোত্রমাত্রেয় দ্বারা (কাহাকেও) ব্রাহ্মণ বলি না। অর্হত্ত্বরূপ উত্তম অবস্থা যিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকি।' ইহা বলিয়া শাস্তা গাথায় বলিলেন—

'ধ্যায়ী বিরজ, (বনে) একাকী সমাসীন, কৃতকৃত্য, অনাস্রব এবং উত্তম অবস্থা প্রাপ্ত ব্যক্তিকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকি।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩৮৬

অন্বয় : 'ঝায়িং' দুই প্রকার ধ্যানের দ্বারা (শমথ ও বিপশ্যনা) ধ্যানরত, কামরজ শূন্যতাহেতু 'বিরজ', বনে একাকী চারি মার্গের দ্বারা ষোড়শ প্রকার কৃত্য সম্পাদনহেতু কৃতকৃত্য। আস্রব সমূহের অভাববশত অনাস্রব এবং অর্হত্ত্বরূপ উত্তম অবস্থা যিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকি।

দেশনাবসানে সেই ব্রাহ্মণ স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। উপস্থিত জনগণের নিকটও এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

জনৈক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান সমাপ্ত

আনন্দ স্থবিরের উপাখ্যান—৫

৫. দিবা তপতি আদিচ্চো রত্তিং আভাতি চন্দিমা,
সন্নদ্ধো খত্তিযো তপতি ঝাযী তপতি ব্রাহ্মণো,
অথ সব্বমহোরত্তিং বুদ্ধো তপতি তেজসা।...৩৮৭

অনুবাদ : সূর্য দিনে তাপ বিকিরণ করে, চন্দ্র রাত্রিতে দীপ্তি পায়। ক্ষত্রিয় অস্ত্রসজ্জায় এবং ব্রাহ্মণ ধ্যানে শোভা পান। কিন্তু বুদ্ধ আপন তেজে দিবারাত্রি

http://kalpataruboi.org

দীপ্যমান থাকেন।

অন্বয় : আদিচ্চো দিবা তপতি (সূর্য দিবাকালে তাপ দান করে) চন্দিম রত্তিং আভাতি (চন্দ্র রাতে আভা দেয়), খত্তিযো সন্নদ্ধো তপতি (ক্ষত্রিয় অর্থাৎ যোদ্ধা অস্ত্রসজ্জায় দীপ্তি পান), ব্রাহ্মণো ঝাযী তপতি (ব্রাহ্মণ ধ্যানে প্রদীপ্ত হন); অথ সব্বং অহোরত্তিং বুদ্ধো তেজসা তপতি (কিন্তু বুদ্ধ সর্বদা অহোরাত্রি নিজ তেজে দীপ্যমান থাকেন)।

'দিবা তপতি' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা মিগারমাতুপাসাদে (বিশাখার বিহারে) অবস্থানকালে আনন্দ স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

মহাপ্রবারণার দিন রাজা পসেনদি কোসল সর্বাভরণ প্রতিমণ্ডিত হইয়া গন্ধমালাদি লইয়া বিহারে আসিলেন। সেই মুহূর্তে কালুদায়ি স্থবির ধ্যানস্থ হইয়া পরিষদের অন্তভাগে উপবিষ্ট ছিলেন, নাম কালুদায়ি হইলেও তাঁহার দেহবর্ণ ছিল স্বর্ণাভ। তখন চন্দ্র উদিত হইতেছিল এবং সূর্য অস্তমিত হইতেছিল। আনন্দ স্থবির অস্তগমনোন্মুখ সূর্যের এবং উদয়োন্মুখ চন্দ্রের অবভাস দেখিতে দেখিতে রাজার দেহজ্যোতি, স্থবিরের দেহজ্যোতি এবং তথাগতের দেহজ্যোতি অবলোকন করিলেন। (তিনি দেখিলেন) সমস্ত আলোকোদ্ভাসকে অতিক্রম করিয়া শাস্তাই অধিকতম দীপ্তিমান। স্থবির শাস্তাকে বন্দনা করিয়া বলিলেন— 'ভন্তে, অদ্য এই সকল অবভাস অবলোকন করিতে করিতে দেখিলাম আপনারই অবভাস সর্বাপেক্ষা দীপ্তিমান আপনারই শরীর সমস্ত অবভাসকে অতিক্রম করিয়া দীপ্তিমান হইতেছে।' তখন শাস্তা তাঁহাকে বলিলেন—'আনন্দ, সূর্য দিবাভাগে দীপ্তিমান হয়, চন্দ্র রাত্রিতে, রাজা অলঙ্কৃতাবস্থায়, ক্ষীণাস্রবগণ পরিত্যাগ করিয়া ধ্যানমগ্ন অবস্থাতে দীপ্তিমান হইয়া থাকেন। কিন্তু বুদ্ধগণ দিবারাত্রিতে পঞ্চবিধ তেজের দ্বারা দীপ্তিমান হন' ইহা বলিয়া শাস্তা গাথায় বলিলেন—

'সূর্য দিবাভাগে দীপ্তিমান (হয়)। চন্দ্র রাত্রিভাগে আভা প্রদান করে। ক্ষত্রিয় সর্বাভরণে প্রতিমণ্ডিত ও যুদ্ধসাজে সজ্জিত হইলে শোভিত হন। ব্রাহ্মণ ধ্যানরত হইলেই শোভিত হন। কিন্তু বুদ্ধ স্বীয় তেজঃপ্রভাবে অহোরাত্র দীপ্তিমান হইয়া থাকেন।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩৮৭

অন্বয় : 'দিবা তপতি' দিবাভাগে আলোকিত, রাত্রিতে ইহার গতমার্গও জানা যায় না। 'চন্দ্রিমা' চন্দ্রমা মেঘমুক্ত হইলে রাত্রিবেলাতেই আলোকিত হয়। দিবাভাগে নহে। 'সন্নদ্ধো' সুবর্ণমণিবিচিত্র সর্বাভরণের দ্বারা প্রতিমণ্ডিত হইয়া চতুরঙ্গিনী সেনার দ্বারা পরিবৃত হইলে রাজা দীপ্তিমান হইয়া থাকেন, অজ্ঞাতবেশে থাকিলে শোভিত হন না। 'ঝায়ী' ক্ষীণাস্রব (অর্হৎগণ) ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ একাকী ধ্যানরত থাকিলেই শোভিত হন। 'তেজসা' সম্যকসম্বুদ্ধ শীলতেজের দ্বারা দুঃশীল্য তেজকে, গুণতেজের দ্বারা নির্গুণ তেজকে,

http://kalpataruboi.org

প্রজ্ঞাতেজের দ্বারা দুষ্প্রাজ্ঞতেজকে, পুণ্যতেজের দ্বারা অপুণ্যতেজকে, ধর্মতেজের দ্বারা অধর্মতেজকে—অভিভূত করিয়া এই প্রকার পঞ্চবিধ তেজের দ্বারা সর্বদাই শোভিত ও দীপ্তিমান হইয়া থাকেন। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

আনন্দ স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

জনৈক প্রব্রজিত ব্রাহ্মণের উপাখ্যান—৬

৬. বাহিতপাপো'তি ব্রাহ্মণো, সমচরিযা সমণো'তি বুচ্চতি,
পব্বাজযমত্তনো মলং, তস্মা পব্বজিতো'তি বুচ্চতি।...৩৮৮

অনুবাদ : যিনি বিগতপাপ তিনি ব্রাহ্মণ, যিনি শমচর্যা করেন তিনি শ্রমণ। সেরূপ যিনি স্বীয় অশুদ্ধি দূর করেছেন তাঁকে প্রব্রজিত বলা হয়।[৫৫]

অন্বয় : বাহিতপাপো ইতি ব্রাহ্মণো বুচ্চতি (যিনি বিগতপাপ তাঁকেই ব্রাহ্মণ বলা হয়) সমচরিযা সমণো ইতি বুচ্চতি (যিনি শমাচারী তাঁকে শ্রমণ বলে)। [যস্মা] অত্তনো মলং পব্বাজযং তস্মা পব্বজিতো ইতি বুচ্চতি (তেমনি যিনি আত্মমল দূর করেছেন তাঁকে প্রব্রজিত বলা হয়)।

'বাহিতপাপো' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে জনৈক প্রব্রজিত ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

একজন ব্রাহ্মণ বাহিরক প্রব্রজ্যায় (অর্থাৎ বুদ্ধের ধর্মে প্রব্রজিত নহেন) প্রব্রজিত হইয়া চিন্তা করিলেন—'শ্রমণ গৌতম নিজের শিষ্যদের 'প্রব্রজিত' বলিয়া থাকেন, আমিও ত প্রব্রজিত, আমাকেও প্রব্রজিত বলা উচিত।' ইহা চিন্তা করিয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। শাস্তা বলিলেন—'আমি শুধু এইটুকুর জন্য কাহাকেও 'প্রব্রজিত' বলি না। ক্লেশমলসমূহকে দূরীভূত করে বলিয়াই 'প্রব্রজিত' বলিয়া থাকি।' ইহা বলিয়া শাস্তা গাথায় বলিলেন—

'পাপকে দূর করে বলিয়াই ব্রাহ্মণ, শমচর্যার দ্বারা শ্রমণ বলা হইয়া থাকে। স্বীয় ক্লেশমলসমূহকে দূর করে বলিয়া প্রব্রজিত বলা হইয়া থাকে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩৮৮

অন্বয় : 'সমচরিয়া' সকল অকুশলকে শান্ত করিয়া বিচরণ করে বলিয়া। 'তস্মা' যেহেতু বাহিতপাপতার জন্য ব্রাহ্মণ, অকুশলসমূহকে শান্ত করিয়া বিচরণ করে বলিয়া শ্রমণ বলা হইয়া থাকে। তদ্ধেতু স্বীয় রাগাদিমলকে দূর করিয়া যে বিচরণ করে সেও 'পব্বাজন' বা ত্যাগের কারণে প্রব্রজিত বলিয়া

[৫৫]। ব্রাহ্মণত্ব, শ্রামণ্য ও প্রব্রজ্যা—এ হল অন্তরে লব্ধ বস্তু; তাদের লক্ষণও সেই নিয়মেই বিচার্য। প্রকৃত ব্রাহ্মণ, শ্রমণ ও প্রব্রজিত হবেন পবিত্র, শান্ত ও নিষ্পাপ।

http://kalpataruboi.org

খ্যাত হয়।

দেশনাবসানে সেই প্রব্রজিত ব্রাহ্মণ স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। উপস্থিত জনগণের নিকটও এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

জনৈক প্রব্রজিত ব্রাহ্মণের উপাখ্যান সমাপ্ত

সারিপুত্র স্থবিরের উপাখ্যান—৭

৭. ন ব্রাহ্মণস্স পহরেয্য না'স্স মুঞ্চেথ ব্রাহ্মণো,
ধী ব্রাহ্মণস্স হন্তারং ততো ধী যস্স মুঞ্চতি।

৮. ন ব্রাহ্মণস্সেতদকিঞ্চি সেয্যো, যদা নিসেধো মনসো পিযেহি,
যতো যতো হিংসমনো নিবত্ততি
ততো ততো সম্মতিমেব দুক্খং।...৩৮৯-৩৯০

অনুবাদ : ব্রাহ্মণকে প্রহার করবে না, ব্রাহ্মণও প্রহারকারীকে আক্রোশ করবে না। যে ব্রাহ্মণকে প্রহার করে তাকে ধিক; কিন্তু যে ব্রাহ্মণ প্রহারকারীর প্রতিশোধ চায় সে আরো ধিক্কারযোগ্য। যখন ব্রাহ্মণ মনকে প্রিয়বস্তু থেকে নিবৃত্ত করেন, তখন তা তাঁর পক্ষে সামান্য লাভ নয়। কারণ যে যে বস্তু থেকে হিংসায় উন্মত্ত মন নিবৃত্ত হয়, সে সকল থেকে তাঁর দুঃখেরও উপশম হয়।

অন্বয় : ব্রাহ্মণস্স ন পহরেয্য (ব্রাহ্মণকে প্রহার করবে না) ব্রাহ্মণো অস্স ন মুঞ্চেথ (ব্রাহ্মণ প্রহারকারীকে আক্রোশ করবে না)। ব্রাহ্মণস্স হন্তারং ধী (ব্রাহ্মণের প্রহারকারীকে ধিক), যো অস্স মুঞ্চতি ততো তস্স ধী (যে প্রহারকারীকে আক্রোশ করে তাকে আরো ধিক)। এতং ব্রাহ্মণস্স অকিঞ্চি সেয্যো ন (ইহা ব্রাহ্মণের পক্ষে সামান্য শ্রেয় নয়), যদা মনসো পিযে হি নিসেধো (যখন তার মন প্রিয় বস্তু থেকে নিবৃত্ত হয়)। যতো যতো হিংসমনো নিবত্ততি (কারণ যে যে বস্তু থেকে হিংস্র মন নিবৃত্ত হয়) ততো ততো দুক্খং সম্মতিং এব (সেই সেই বস্তু থেকে দুঃখ প্রশমিত হয়)।

'ন ব্রহ্মণস্স' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে সারিপুত্র স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

একদিন কোন এক স্থানে একত্রিত হইয়া বহু মনুষ্য এইভাবে (সারিপুত্র) স্থবিরের গুণগান করিতেছিল—'অহো! আমাদের আর্য ক্ষান্তিবলযুক্ত, অন্যরা তাঁহাকে আক্রোশ বা প্রহার করিলেও তিনি বিন্দুমাত্র কোপও প্রকাশন করেন না' এক মিথ্যাদৃষ্টিক ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন—'কে ক্রুদ্ধ হয় না?'

'আমাদের স্থবির।'

'তাঁহাকে কি কিছুতেই ক্রুদ্ধ করা যায় না?'

'না ব্রাহ্মণ।'

'তাহা হইলে আমিই তাঁহাকে ক্রুদ্ধ করাইব।'

http://kalpataruboi.org

'যদি পারেন তাঁহাকে ক্রুদ্ধ করুন।'

'বেশ আমি যথাকর্তব্য করিব' বলিয়া ব্রাহ্মণ (সারিপুত্র) স্থবিরকে ভিক্ষার জন্য (গ্রামে) প্রবেশ করিতে দেখিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া তাঁহার পৃষ্ঠদেশে হস্ত দ্বারা সজোরে আঘাত করিলেন। স্থবির 'ইহা কি হইল' বলিয়া পশ্চাতে অবলোকন না করিয়াই চলিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের সর্বাঙ্গে প্রদাহ উৎপন্ন হইল। তিনি 'অহো, আর্য সারিপুত্র গুণবান' বলিয়া স্থবিরের পাদমূলে পতিত হইয়া বলিলেন—'ভন্তে, আমাকে ক্ষমা করুন।

(স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন—) 'কি ব্যাপার?' আমি পরীক্ষা করার জন্য আপনাকে প্রহার করিয়াছি।'

'বেশ, আমি আপনাকে ক্ষমা করিলাম।' 'ভদন্ত, যদি আমাকে ক্ষমা করিয়া থাকেন তাহা হইলে আমার গৃহে বসিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করুন।' ইহা বলিয়া স্থবিরের ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিতে চাহিলে স্থবির নির্দ্বিধায় ভিক্ষাপাত্র তাঁহাকে দিলেন। ব্রাহ্মণ স্থবিরকে গৃহে লইয়া যাইয়া (ভোজন) পরিবেশন করিলেন।

এদিকে লোকজন ক্রুদ্ধ হইয়া 'এই ব্রাহ্মণ আমাদের নিরপরাধ আর্যকে প্রহার করিয়াছে, দণ্ডাঘাতের দ্বারাও ইহার মুক্তি নাই। এইখানেই তাহাকে মারিয়া ফেলিব' বলিয়া লোষ্ট্রদণ্ডাদি হস্তে লইয়া ব্রাহ্মণের গৃহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। স্থবির উঠিয়া যাইবার সময় ব্রাহ্মণের হস্তে ভিক্ষাপাত্র প্রদান করিলেন। মনুষ্যগণ ব্রাহ্মণকে স্থবিরের সহিত যাইতে দেখিয়া বলিল—'ভন্তে, আপনার ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া যাইতে ব্রাহ্মণকে বারণ করুন।'

'হে উপাসকগণ, কি ব্যাপার?'

'এই ব্রাহ্মণ আপনাকে প্রহার করিয়াছে, আমরাও তাহার যথোচিত ব্যবস্থা করিব।'

'এই ব্রাহ্মণের দ্বারা কে প্রহৃত হইয়াছে তোমরা না আমি?'

'আপনি ভন্তে।'

'এই ব্রাহ্মণ আমাকে প্রহার করিলেও ক্ষমাভিক্ষা করিয়াছে, তোমরা চলিয়া যাও।' এইভাবে মনুষ্যগণকে বিদায় দিয়া ব্রাহ্মণকে ফিরিয়া যাইতে বলিয়া স্থবির বিহারেই চলিয়া গেলেন।

ভিক্ষুগণ বিরক্ত হইয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন—'সারিপুত্র স্থবির কেমন? যে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে প্রহার করিল তিনি তাহারই গৃহে বসিয়া ভিক্ষান্ন লইয়া আসিলেন! স্থবিরকে প্রহার করার সময় হইতে এখনও সে লজ্জিত হয় নাই, ভবিষ্যতে সে ত (ভিক্ষুদের) প্রহার করিতে করিতে বিচরণ করিবে।'

শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখানে কি বিষয় লইয়া আলাপ করিতেছ?'

http://kalpataruboi.org

'এই বিষয়ে, ভন্তে।'

'হে ভিক্ষুগণ, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকে প্রহার করে নাই। গৃহী ব্রাহ্মণের দ্বারা শ্রমণ ব্রাহ্মণ প্রহৃত হইয়া থাকিবে। অনাগামী মার্গের দ্বারা ক্রোধের ধ্বংস হইয়া থাকে।' ইহা বলিয়া ধর্মদেশনাচ্ছলে তিনি এই গাথাগুলি ভাষণ করিলেন—

'ব্রাহ্মণকে প্রহার করিবে না, ব্রাহ্মণও প্রহারকারীকে আক্রোশ করিবে না। ব্রাহ্মণহন্তা (বা ব্রাহ্মণ প্রহর্তাকে) ধিক। যে প্রহারকারীকে (ক্ষমা না করিয়া) আক্রোশ করে তাহাকে আরও ধিক।

যদি তিনি (ব্রাহ্মণ) মনকে প্রিয়বস্তু হইতে নিবৃত করিতে পারেন ইহা ব্রাহ্মণের পক্ষে অল্প লাভ নহে, কারণ যে যে বস্তু হইতে ক্রোধান্বিত মন নিবৃত হয়, সেই সেই বস্তু হইতে আর দুঃখ উৎপন্ন হয় না।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩৮৯-৩৯০

অন্বয় : 'পহরেয্য' আমি ক্ষীণাস্রব ব্রাহ্মণ ইহা জানিয়া অন্য কোন ক্ষীণাস্রব বা জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণকে প্রহার করা উচিত নহে। 'নাস্স মুঞ্চেথ' সেই প্রহৃত ক্ষীণাস্রব ব্রাহ্মণও তাহাকে প্রহারকারীর প্রতি বৈরিতা পোষণ করিবে না, তাহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিবে না। 'ধী ব্রাহ্মণস্স' আমি ক্ষীণাস্রব ব্রাহ্মণের প্রহারকারীকে নিন্দা করি। 'ততো ধী' যে তাহাকে প্রহার করিয়াছে তাহাকে প্রতিপ্রহার করিয়া তদুপরি যে বৈরিতা প্রদর্শন করে, আমি তাহাকে ততোধিক নিন্দা করি।

'এতদকিঞ্চি সেয্যো' যে ক্ষীণাস্রবের প্রতি আক্রোশকারীকে প্রত্যাক্রোশ প্রহারকারীকে প্রতিপ্রহার করে না—ইহাতে সেই ক্ষীণাস্রব ব্রাহ্মণের শ্রেয় কিছু প্রকাশ পায় না, যাহা অল্পমাত্র তাহা শ্রেয় হইতে পারে না, যাহা অধিকমাত্রাযুক্ত তাহাই শ্রেয়। 'যদা নিসেধো মনসো পিয়েহি' ক্রোধী ব্যক্তির ক্রোধ উৎপাদনই প্রিয় মনে হয়। ক্রোধবশত মানুষ স্বীয় মাতাপিতার প্রতি, এমনকি বুদ্ধাদির প্রতিও অপরাধ করিয়া থাকে। তাই যিনি নিজের ক্রোধকে উপশম করেন, তাঁহার সেই ক্রোধোপশম স্বল্প লাভের নহে অর্থাৎ তাহা মহান লাভ। 'হিংসমনো' ক্রোধমনযুক্ত। যে যে বস্তু হইতে অনাগামী মার্গের দ্বারা ক্রোধান্বিত মন নিবৃত্ত হয়। 'ততো ততো' সেই সেই বস্তু হইতে সকল প্রকার বর্তদুঃখ নিবৃত্ত হয়। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

সারিপুত্র স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

http://kalpataruboi.org

মহাপ্রজাপতি গৌতমীর উপাখ্যান—৮

৯. যস্‌স কায়েন বাচায় মনসা নত্থি দুক্কতং
সংবুতং তীহি ঠানেহি তম্‌হং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।...৩৯১

অনুবাদ : যাঁর কায়, মন ও বাক্যে পাপ নেই, যিনি এই ত্রিবিধ ভাবে সংযমী, তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

অন্বয় : যস্‌স কায়েন বাচায় মনসা দুক্‌খতং নত্থি (যাঁর কায়, বাক্য ও মনে দুষ্কৃত বা পাপ নেই) তীহি ঠানেহি সংবুত্তং (এই ত্রিবিধ স্থানে যিনি সংযত) তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি (তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি)।

'যস্‌স কায়েন বাচায়' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

অষ্ট গুরুধর্ম জনসমক্ষে প্রকাশিত করিবার পূর্বে ভগবান মহাপ্রজাপতি গৌতমীর নিকট ইহা ব্যক্তিগতভাবে ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং মহাপ্রজাপতি গৌতমীও শিরোধার্য করিয়া লইয়াছিলেন। যেমন অলঙ্কৃত হইতে অভিলাষী পুরুষ সুরভি পুষ্পদামকে অবনত মস্তকে গ্রহণ করে তদ্রূপ সপরিবার মহাপ্রজাপতি গৌতমী (অষ্ট গুরুধর্মকে শিরোধার্য করিয়া) উপসম্পদা লাভ করিলেন, শাস্তা ব্যতীত অন্য কেহ তাঁহার উপাধ্যায় বা আচার্য ছিলেন না। এইভাবে উপসম্পন্না থেরী মহাপ্রজাপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া পরবর্তীকালে কথা উঠিয়াছিল—'মহাপ্রজাপতি গৌতমীর আচার্যও নাই উপাধ্যায়ও নাই। স্বহস্তে কাষায়বস্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন।' এইরূপ বলিয়া ভিক্ষুণীগণ সংশয়াপন্ন হইয়া মহাপ্রজাপতির সহিত উপোসথ বা প্রবারণা পালন করেন নাই এবং তথাগতের নিকট যাইয়া ঐ বিষয় জানাইয়াছিলেন। শাস্তা তাঁহাদের কথা শুনিয়া 'আমি মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে অষ্ট গুরুধর্ম প্রদান করিয়াছি। আমিই তাঁহার আচার্য এবং আমিই তাঁহার উপাধ্যায়। কায়দুচ্চরিতাদি বিরহিত ক্ষীণাস্রবগণের প্রতি ঈদৃশ সংশয় উৎপাদন করা উচিত নহে।' ইহা বলিয়া শাস্তা ধর্মদেশনাচ্ছলে এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'কায়, বাক্য ও মনে যিনি পাপ করেন নাই এই ত্রিবিধ স্থানে যিনি সংযত, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩৯১

অন্বয় : 'দুক্কটং' পাপযুক্ত দুঃখোদ্রেককর নরকসংবর্তনিক কর্ম। 'তীহি ঠানেহি' এই সকল কায়াদি দ্বার দিয়া কায়দুশ্চরিতাদি প্রবেশ নিবারণের জন্য (ত্রি) দ্বার রুদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া আমি তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলি। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মহাপ্রজাপতি গৌতমীর উপাখ্যান সমাপ্ত

http://kalpataruboi.org

সারিপুত্র স্থবিরের উপাখ্যান—৯

১০. যম্হা ধম্মং বিজানেয্য সম্মাসম্বুদ্ধদেসিতং,
সক্কচ্চং তং নমস্সেয্য অগ্গিহুত্তং'ব ব্রাহ্মণো।...৩৯২

অনুবাদ : ব্রাহ্মণ যেরূপ অগ্নিহোত্রকে নমস্কার করে, সেরূপ যাঁর নিকট বুদ্ধোপদিষ্ট ধর্ম জানা যায় তাঁকে শ্রদ্ধাসহকারে প্রণাম করবে।

অন্বয় : যম্হা সম্মাসম্বুদ্ধদেসিতং ধম্মং বিজানেয্য (যাঁর নিকট সম্বুদ্ধদেশিত ধর্ম জানা যায়) তং অগ্গিহুত্তং ব্রাহ্মণো ইব সক্কচ্চং নমস্সেয্য (তাঁকে ব্রাহ্মণ যেরূপ অগ্নিহোত্রকে নমস্কার করে সেরূপ সৎকার সহকারে নমস্কার করবে)।

'যম্হা' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে সারিপুত্র স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

তিনি (সারিপুত্র) আয়ুষ্মান অশ্বজিৎ স্থবিরের নিকট ধর্মকথা শুনিয়া স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইবার পর হইতে 'যেদিকে (অশ্বজিৎ) স্থবির, আছেন' শুনিতে পান সেদিকে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া (প্রণাম করিয়া) সেদিকেই মাথা রাখিয়া শয়ন করিতেন। ভিক্ষুগণ 'সারিপুত্র মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন অদ্যাবধি দিবসমূহকে নমস্কার করিতে করিতে বিচরণ করেন' ইহা আলোচনা করিয়া তথাগতকে উক্ত বিষয়ে জ্ঞাপন করিলেন। শাস্তা স্থবিরকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'সারিপুত্র সত্যই কি তুমি সর্বদিক নমস্কার করিয়া বিচরণ কর?'

'ভন্তে, আমি দিকসমূহকে নমস্কার করি কি করিনা এই বিষয় আপনিই ভাল জানেন। ইহা বলিলে শাস্তা ভিক্ষুগণকে বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, সারিপুত্র দিগবন্দনা করে না। অশ্বজিৎ স্থবির হইতে ধর্ম শুনিয়া স্রোতাপত্তিফল লাভ করা হেতু নিজের আচার্য বন্দনা করে। যে আচার্যের কারণে ভিক্ষুধর্ম বিশেষভাবে জানিতে পারে সেই আচার্য সাদরে নমস্কর্তব্য, যেমন ব্রাহ্মণ অগ্নিকে করিয়া থাকেন।' ইহা বলিয়া ধর্মদেশনাকালে এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'ব্রাহ্মণ যেরূপ অগ্নিহোত্রকে নমস্কার করে, সেইরূপ যাঁহার নিকট হইতে সম্যকসম্বুদ্ধ দেশিত ধর্ম জানা যায়, তাঁহাকেও শ্রদ্ধাসহকারে প্রণাম করিবে।' —ধর্মপদ, শ্লোক-৩৯২

অন্বয় : 'অগ্নিহুত্তং ব' যেমন ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্রকে সম্যক পরিচর্যার দ্বারা এবং অঞ্জলিকর্মাদির দ্বারা সাদরে নমস্কার করে, তদ্রূপ যে আচার্য হইতে তথাগত প্রবেদিত ধর্ম জানিবে, তাহাকে সাদরে নমস্কার করিবে। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সারিপুত্র স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

http://kalpataruboi.org

জটিল ব্রাহ্মণের উপাখ্যান—১০

১১. ন জটাহি ন গোত্তেন ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো,
যম্হি সচ্চঞ্চ ধম্মো চ সো সুচী সো চ ব্রাহ্মণো।...৩৯৩

অনুবাদ : জটা, গোত্র বা জাতির পরিচয়ে কেউ ব্রাহ্মণ হয় না। যাঁর অন্তরে সত্য ও ধর্ম বিরাজমান তিনিই পবিত্র, তিনিই ব্রাহ্মণ।

অন্বয় : জটাহি ব্রাহ্মণো ন হোতি (জটা দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় না), গোত্তেন জচ্চা চন (গোত্র বা জন্ম দ্বারাও নয়), যম্হি সচ্চঞ্চ ধম্মো চ সো সুচী সো ব্রাহ্মণো (যাঁর মধ্যে সত্য ও ধর্ম বিদ্যমান তিনিই শুচি, তিনিই ব্রাহ্মণ)।

'ন জটাহি' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে এক জটিল ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

তিনি (অর্থাৎ সেই ব্রাহ্মণ)—'আমি মাতার দিক হইতে এবং পিতার দিক হইতে সুজাত এবং ব্রাহ্মণ বংশে আমার জন্ম। শ্রমণ গৌতম নিজের শিষ্যদের ব্রাহ্মণ আখ্যা দিয়া থাকেন। আমাকেও তদ্রূপ বলা উচিত' ইহা চিন্তা করিয়া শাস্তার নিকট যাইয়া ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন শাস্তা তাঁহাকে বলিলেন—'হে ব্রাহ্মণ, আমি জটামাত্রের জন্য বা জাতিগোত্রমাত্রের জন্য কাহাকেও ব্রাহ্মণ বলি না, যিনি সত্য জ্ঞাত হইয়াছেন তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি' ইহা বলিয়া 'শাস্তা ধর্মদেশনাকালে এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'জটা, গোত্র বা জন্ম দ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হয় না। যাঁহার মধ্যে সত্য ও ধর্ম বিদ্যমান তিনিই পবিত্র এবং তিনিই ব্রাহ্মণ।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩৯৩

অন্বয় : 'সচ্চং' যে ব্যক্তির মধ্যে চারি আর্যসত্য ষোড়শ প্রকারে জ্ঞাত হইয়া সত্যজ্ঞান এবং নবলোকোত্তর ধর্ম বর্তমান, তিনিই পবিত্র, তিনিই ব্রাহ্মণ। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

জটিল ব্রাহ্মণের উপাখ্যান সমাপ্ত

কুহক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান—১১

১২. কিং তে জটাহি দুম্মেধ, কিং তে অজিনসাটিযা,
অব্‌ভন্তরং তে গহনং বাহিরং পরিমজ্জসি।...৩৯৪

অনুবাদ : হে নির্বোধ, তোমার জটা বা মৃগচর্ম ধারণে কি হবে? তোমার অন্তঃকরণ ক্লেদপূর্ণ, তুমি শুধু বাইরে মার্জনা করছ।

অন্বয় : দুম্মেধ তে জটাহি কিং তে অজিনসাটিযা কিং (হে দুর্মেধ, তোমার জটা কিংবা মৃগচর্ম ধারণের কি প্রয়োজন?) তে অব্‌ভন্তরং গহনং বাহিরং পরিমজ্জসি (তোমার অভ্যন্তরে গহন অন্ধকার, শুধু বাইরে পরিমার্জন করছ)।

'কিং তে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা কূটাগারশালায় অবস্থানকালে জনৈক

http://kalpataruboi.org

বাদুড়ব্রতধারী কুহক ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

সেই ব্রাহ্মণ বৈশালী নগরদ্বারে একটি ককুধ (অর্জুন বৃক্ষ?) বৃক্ষে আরোহণ করিয়া দুই পায়ে বৃক্ষশাখা ধরিয়া অধোশির হইয়া ঝুলন্ত অবস্থায় বলিতেন— 'আমাকে একশত কপিল গাভী দাও, কার্ষাপণ (মুদ্রা) দাও, একটি দাসী দাও। যদি না দাও তাহা হইলে এইস্থান হইতে পতিত হইয়া আত্মহত্যা করিব এবং (মৃত্যুর পর অশরীরি আত্মা হইয়া) এই নগরকে ধ্বংস করিব।'

ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত হইয়া তথাগতের নগরে প্রবেশকালে এবং নগর হইতে প্রত্যাবর্তনকালে ভিক্ষুগণ ঐ ব্রাহ্মণকে তদ্রূপ ঝুলন্ত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। নগরবাসিগণও চিন্তা করিলেন—'এই ব্যক্তি সকল হইতে বৃক্ষশাখায় ঝুলিয়া আত্মহত্যা করিয়া এই নগর ধ্বংস করিবে বলিতেছে' এবং নগর ধ্বংসের ভয়ে ভীত হইয়া 'সে যাহা চাহিতেছে সমস্তই দিব' এই প্রতিশ্রুতি দিয়া সমস্তই প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ অবতরণ করিয়া সমস্ত কিছু লইয়া প্রস্থান করিলেন। ভিক্ষুগণ বিহারের নিকটে সেই ব্রাহ্মণকে গাভীর মত রব করিতে দেখিয়া চিনিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ব্রাহ্মণ, আপনি যাহা প্রার্থনা করিয়াছেন সমস্তই লাভ করিয়াছেন ত?' হ্যাঁ লাভ করিয়াছি।' এই কথা শুনিয়া ভিক্ষুগণ অন্তোবিহারে যাইয়া তথাগতকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। শাস্তা বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, এই ব্রাহ্মণ শুধু যে এই জন্মে প্রবঞ্চক চোর হইয়াছে তাহা নহে, অতীতেও সে প্রবঞ্চক চোর ছিল। এখন সে মূর্খ ব্যক্তিদের প্রবঞ্চনা করিতেছে, কিন্তু অতীতে সে জ্ঞানী ব্যক্তিদের প্রবঞ্চিত করিতে পারে নাই।' ভিক্ষুগণ তাহার অতীত জানিতে চাহিলে শাস্তা অতীতের ঘটনা প্রকাশ করিলেন।

অতীতে জনৈক কুহক তাপস একটি কৃষকগ্রামে বাস করিতেছিল। একটি পরিবার তাহার সেবাযত্ন করিত। দিনের বেলায় প্রস্তুত খাদ্যভোজ্য হইতে নিজেদের পুত্রকন্যাদের ন্যায় তাহাকেও খাইতে দিত। সন্ধ্যাবেলায় যে খাদ্যভোজ্য প্রস্তুত হইত তাহা হইতে একভাগ রাখিয়া দিত এবং পরের দিন ঐ তাপসকে খাইতে দিত। একদিন সন্ধ্যায় গোসাপের মাংস লাভ করিয়া উত্তমরূপে রন্ধন করিয়া একভাগ ঐ তাপসের জন্য রাখিয়া পরের দিন তাহাকে খাইতে দিল। তাপস ঐ মাংস খাইয়াই রসতৃষ্ণায় আপ্লুত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—'ইহা কিসের মাংস?' 'ইহা গোসাপের মাংস।' ইহা শুনিয়া ভিক্ষার জন্য বিচরণ করিয়া ঘৃত-দধি-কটুক দ্রব্যাদি লাভ করিয়া নিজ পর্ণশালায় যাইয়া ঐ দ্রব্যগুলি একপার্শ্বে রাখিয়া দিল। পর্ণশালার নিকট একটি বল্মীকে এক গোধরাজ (গোসাপদের রাজা) বাস করিত। প্রায়ই সে তাপসকে বন্দনা করিতে আসিত। সেইদিন এই তাপস 'এই গোসাপটিকে মারিব' চিন্তা করিয়া

http://kalpataruboi.org

একটি লাঠি লুকাইয়া রাখিয়া সেই বাল্মীকের কাছে শুইয়া নিদ্রামগ্নের ভাণ করিল। গোধরাজ বল্মীক হইতে বাইরে আসিয়া তাপসের নিকট আগমনকালে তাহার ভাব দেখিয়া 'আজ আচার্যের ভাবসাব ত আমার ভাল মনে হইতেছে না' ইহা চিন্তা করিয়া সেই স্থান হইতে ফিরিয়া গেল। তাপস গোধরাজ ফিরিয়া যাইতেছে দেখিয়া তাহাকে মারার জন্য লাঠি ছুঁড়িয়া মারিল। কিন্তু লাঠি তাহার গায়ে লাগিল না। গোধরাজও স্বীয় বল্মীকে প্রবেশ করিয়া তথা হইতে মাথা বাড়াইয়া আগতমার্গ অবলোকন করিয়া তাপসকে বলিল—

'তোমাকে শ্রমণ মনে করিয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম। কিন্তু (দেখিলাম) তুমি অসংযত। তুমি অশ্রমণের ন্যায় আমাকে দণ্ডদ্বারা প্রহার করিতে চাহিয়াছিলে। রে দুর্মেধ, তোমার জটা কিংবা মৃগচর্ম ধারণের কি প্রয়োজন? তোমার অভ্যন্তর ক্লেদপূর্ণ (বাসনাপূর্ণ), কেবল বহির্দেশ পরিমার্জন করিতেছ।'

তখন তাপস তাহার সঞ্চিত দ্রব্যাদির প্রলোভন দেখাইয়া তাহাকে বলিল—'হে গোধ, ফিরিয়া আইস, শালিধানের ওদন ভক্ষণ কর। আমার নিকট তৈল ও লবণ আছে, আমার নিকট প্রচুর পিপুল আছে।'

ইহা শুনিয়া গোধরাজ বলিল—'আপনি যতই বলিতেছেন, ততই আমার পলায়নেচ্ছা বৃদ্ধি পাইতেছে' ইহা বলিয়া এই গাথাটি বলিল—

'আপনার তৈল লবণ ও পিপুল খাইলে আমার নিশ্চিত অহিত হইবে। অতএব শত পুরুষের উচ্চতাসম্পন্ন বল্মীকেই ফিরিয়া যাইতে বারবার ইচ্ছা হইতেছে।'

ইহা বলিয়া (গোধরাজ) আরও বলিল—'আমি এতকাল আপনাকে শ্রমণরূপেই দেখিয়াছি। কিন্তু আপনি আমাকে প্রহার করিতে দণ্ড নিক্ষেপ করিবার সময় হইতে আপনি আমার নিকট অশ্রমণ। এইরূপ দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তির জটার প্রয়োজন কি? ক্ষুরযুক্ত অজিনবর্মেরই বা প্রয়োজন কি? আপনার অভ্যন্তর ক্লেদপূর্ণ, কেবল বহির্দেশ পরিমার্জন করিতেছেন।'

শাস্তা এই অতীতের জাতককাহিনী বর্ণনা করিয়া বলিলেন—'তখন এই কুহক ছিল সেই তাপস, গোধরাজ ছিলাম আমি' এইভাবে জাতকের সমাধান করিয়া গোধাপণ্ডিতের দ্বারা সেই তাপসের নিগৃহীত হইবার ঘটনা বিবৃত করিতে শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'রে দুর্মেধ, তোমার জটা কিংবা মৃগচর্ম ধারণের কি প্রয়োজন? তোমার অভ্যন্তর ক্লেদপূর্ণ, কেবল বহির্দেশ পরিমার্জন করিতেছ।'

অন্বয় : 'কিং তে জটাহি' হে দুষ্প্রাজ্ঞ, আপনার জটাবন্ধন এবং ঈদৃশ চক্ষুর অজিনচর্ম আচ্ছাদনের প্রয়োজন কি? 'অব্‌ভন্তরং' আপনার অভ্যন্তর রাগাদি ক্লেশক্লিষ্ট, কেবল হস্তিমল ও অশ্বমলের ন্যায় মসৃণ বহির্দেশ পরিমার্জন

http://kalpataruboi.org

করিতেছেন। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কুহক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান সমাপ্ত

কৃশা গৌতমীর উপাখ্যান—১২

১৩. পংসুকূলধরং জন্তুং কিসং ধমনিসন্থতং,
একং বনস্মিং ঝাযন্তং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।...৩৯৫

অনুবাদ : যিনি ধূলিমাখা জীর্ণবস্ত্র ধারণ করেন, যাঁর কৃশ দেহ শিরা-পরিবৃত, যিনি বনে একাকী ধ্যানে নিরত, এরূপ ব্যক্তিকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

অন্বয় : পংসুকূলধরং কিসং ধমনিসন্থতং (যিনি পাংশুকূলধারী, কৃশ ও ধমনিসন্তত গাত্র) বনস্মিং একং ঝাযন্তং (বনে একাকী ধ্যানস্থ) তং জন্তুং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি (এরূপ ব্যক্তিকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি)।

'পংসুকূলধরং' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থানকালে কৃশা গৌতমীকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

তখন শক্র রাত্রির প্রথম যামের শেষে দেবপরিষদের সঙ্গে শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিয়া সারানীয় ধর্মকথা শুনিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় কৃশা গৌতমী 'শাস্তাকে দর্শন করিতে যাইব' বলিয়া আকাশপথে আসিয়া শাস্তাকে দেখিয়া ফিরিয়া গেলেন। শক্র তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে দেখিয়া বন্দনা করিয়া শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, ইনি কে আসিতে আসিতে আপনাকে দেখিয়া ফিরিয়া যাইতেছেন?' শাস্তা বলিলেন—'মহারাজ, ইহার নাম কৃশা গৌতমী, আমার কন্যা এবং পাংশুকূলিক থেরীদের মধ্যে অগ্রস্থানীয়া।' ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'যিনি পাংশুকূল (ধূলিমাখা জীর্ণবস্ত্র) পরিহিত, যাহার কৃশ দেহে ধমনী জাগিয়া উঠিয়াছে এবং যিনি একাকী বনে ধ্যানে নিরত থাকেন—তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।'

অন্বয় : 'কিসং যাঁহারা পাংশুকূলিক তাঁহারা নিজ নিজ অনুরূপ প্রতিপদ পূরণ করিতে অল্পমাংসলোহিতসম্পন্ন (অর্থাৎ অস্থিকঙ্কালসার) এবং গাত্রে ধমনীসমূহ তাঁহাদের ভাসিয়া উঠে—তাই এইরূপ বলা হইয়াছে। 'এবং বনস্মিং' নির্জনস্থানে একাকী বনে যিনি ধ্যানরত থাকেন তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কৃশা গৌতমীর উপাখ্যান সমাপ্ত

http://kalpataruboi.org

জনৈক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান—১৩

১৪. ন চা'হং ব্রাহ্মণং ব্রূমি যোনিজং মত্তিসম্ভবং
'ভো'বাদি নাম সো হোতি সচে হোতি সকিঞ্চনো,
অকিঞ্চনং অনাদানং তম্হং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।...৩৯৬

অনুবাদ : জাতি বা মায়ের পরিচয়ে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। সে 'ভোবাদি'[৫৬] (আমি ব্রাহ্মণ) এরূপ নাম কীর্তন করেই বৃথা অহংকার করে। যিনি অনাসক্ত ও নিষ্পাপ তিনিই ব্রাহ্মণ পদবাচ্য।

অন্বয় : যোনিজং মত্তিসম্ভবং আহং ব্রাহ্মণং ন চ ব্রূমি (জাতি বা মাতৃসম্ভূত বলেই তাঁকে আমি ব্রাহ্মণ বলি না), সচে সক্কিঞ্চনো হোতি (সে সকিঞ্চন অর্থাৎ রাগাদি মলে দূষিত হয়) সো নাম ভোবাদি হোতি (সে কেবল 'ভো' বাদি); অকিঞ্চনং আনাদানং (যিনি অকিঞ্চন ও অনাদান) তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি (তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি)।

'ন চাহং' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে জনৈক ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

'শ্রমণ গৌতম নিজের শ্রাবকদের ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন, আমিও ব্রাহ্মণ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমাকেও তদ্রূপ বলা উচিত' চিন্তা করিয়া সেই ব্রাহ্মণ শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন শাস্তা তাঁহাকে বলিলেন—'হে ব্রাহ্মণ! কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিলেই আমি কাহাকেও ব্রাহ্মণ বলি না, যে অকিঞ্চন, অগ্রহীতা তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলি' ইহা বলিয়া শাস্তা গাথায় বলিলেন—

'ব্রাহ্মণ জাতিতে উৎপন্ন হইলে কিংবা ব্রাহ্মণী গর্ভজাত হইলে আমি তাহাকে ব্রাহ্মণ বলি না, কারণ, সে যদি রাগাদি মলে মলিন হয়, তাহা হইলে সে কেবল 'ভো' বাদী (অর্থাৎ ওহে! আমি ব্রাহ্মণ এইরূপ কথনশীল হইবে)। কিন্তু যিনি আসক্তিরহিত ও অগ্রহীতা (অর্থাৎ নির্লোভ) তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩৯৬

অন্বয় : 'যোনিয়ং' যোনিতে (গর্ভে) জাত। 'মত্তিসম্ভবং' ব্রাহ্মণী মাতার গর্ভে সম্ভূত। 'ভোবাদী' তিনি আমন্ত্রণাদিতে 'ভো, ভো' বলিয়া বিচরণ করেন বলিয়া তাঁহাকে ভোবাদী বলা হয়। 'সকিঞ্চন' রাগাদি কলুষযুক্ত (কিঞ্চন) হইলে সকিঞ্চন। আমি কিন্তু রাগাদি কিঞ্চনশূন্য, চতুর্বিধ উপাদানের অগ্রহীতাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকে। দেশনাবসানে সেই ব্রাহ্মণ স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। উপস্থিত জনগণের নিকটও এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

---

[৫৬]। ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধকে 'ভগবন্' সম্বোধন না করে 'ভো গৌতম' বলে অভিবাদন করতেন। এই কারণে বৌদ্ধসাহিত্যে ব্রাহ্মণকে 'ভোবাদি' নামে অভিহিত করা হয়।

http://kalpataruboi.org

জনৈক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান সমাপ্ত

উগ্রসেন শ্রেষ্ঠীপুত্রের উপাখ্যান—১৪

১৫. সব্বসংযোজনং ছেত্বা যো বে ন পরিতস্সতি,
সঙ্গাতিগং বিসংযুত্তং তম্হং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।...৩৯৭

অনুবাদ : সকল আসক্তি বন্ধন ছিন্ন করে যিনি নির্ভয় হয়েছেন সেই নিরাসক্ত বন্ধনমুক্ত পুরুষই ব্রাহ্মণ আখ্যার যোগ্য।

অন্বয় : সব্বসংযোজনং ছেত্বা যো বে ন পরিতস্সতি (সকল সংযোজন ছিন্ন করে যিনি ভয়শূন্য হয়েছেন), সঙ্গাতিগং বিসংযুক্ত তং (আসক্তিরহিত ও বন্ধনমুক্ত তাঁকে) অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি।

'সব্বসংযোজনং' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে উগ্রসেন নামক শ্রেষ্ঠীপুত্রকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন। এই উপাখ্যান ধর্মপদের ৩৪৮নং শ্লোকে ('সম্মুখে যাহা আছে তাহা ত্যাগ কর, পশ্চাতে যাহা আছে তাহা ত্যাগ কর') বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

তখন ভিক্ষুগণ শাস্তাকে বলিলেন—'ভন্তে, উগ্রসেন 'আমি ভয় করি না' বলিতেছেন। মনে হয় তিনি সত্য কথা বলিতেছেন না।' শাস্তা বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, আমার ভিক্ষুপুত্রগণের ন্যায় যাহারা বন্ধনমুক্ত তাহারা বাস্তবিকই ভয় করে না।' ইহা বলিয়া শাস্তা গাথায় বলিলেন—

'সর্ববিধ বন্ধন ছিন্ন করিয়া যিনি সন্ত্রস্ত নহেন এবং যিনি আসক্তিরহিত ও বিসংযুক্ত অর্থাৎ (চতুর্বিধ) বন্ধনমুক্ত তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩৯৭

অন্বয় : 'সব্বসংযোজন' দশবিধ সংযোজন বা বন্ধন। 'ন পরিতস্সতি' তৃষ্ণাভয়ে ভীত হয় না। 'তম্হং' তাহাকে আমি রাগাদি আসক্তিরহিত বলিয়া 'সঙ্গাতিগ' এবং চারি প্রকার যোগের (কামযোগ ইত্যাদি) অভাবে 'বিসংযুক্ত' ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ আখ্যা দিয়া থাকি। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

উগ্রসেন শ্রেষ্ঠীপুত্রের উপাখ্যান সমাপ্ত

দুই ব্রাহ্মণের উপাখ্যান—১৫

১৬. ছেত্বা নন্দিং বরত্তঞ্চ সন্দানং সহনুক্কমং,
উক্খিত্তপলিঘং বুদ্ধং তম্হং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।...৩৯৮

অনুবাদ : যিনি ক্রোধ, তৃষ্ণা ও আসক্তির শৃঙ্খল মোচন করেছেন এবং যিনি

http://kalpataruboi.org

অবিদ্যা নাম করে সত্যোপলব্ধি করেছেন, আমি তাঁকেই ব্রাহ্মণ বলি।

অন্বয় : নন্দিং বরত্তঞ্চ সহনুক্কমং সন্দানং ছেত্বা (যিনি ক্রোধ, তৃষ্ণা ও অনুষঙ্গসহ সমস্ত শৃঙ্খল ছিন্ন করেছেন) উক্খিত্তপলিঘং বুদ্ধং (যিনি মোহ প্রাচীর উৎক্ষিপ্ত করে বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন) তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি (তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি)।

'ছেত্বা নদ্ধিং' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে দুইজন ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন।

তাঁহাদের মধ্যে একজনের 'ক্ষুদ্ররোহিত' নামে গো ছিল, অন্যজনের 'মহারোহিত' নামে একটি গো ছিল। তাহারা 'আমার গরুই বলবান, আমার গরুই বলবান' বলিয়া পরস্পর বিবাদাপন্ন হইল। শেষে (ক্লান্ত হইয়া) বলিল—'বিবাদের প্রয়োজন কি; ইহাদের চালিত করিয়াই শক্তি পরীক্ষা করা যাইবে।' এবং অচিরবতী তীরে একটি শকট বালুকাপূর্ণ করিয়া দুই গরুকে শকটে যুক্ত করিল। ঠিক সেই সময় ভিক্ষুগণ স্নানের নিমিত্ত সেখানে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণদ্বয় গরু দুইটিকে শকট টানিবার জন্য ছাড়িয়া দিল। কিন্তু শকট নিশ্চল রহিল। কিন্তু শকটের বন্ধন রজ্জু ছিন্ন হইল। ভিক্ষুগণ এই দৃশ্য দেখিয়া বিহারে যাইয়া এই বিষয় শাস্তাকে জানাইলেন। শাস্তা বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, এই বন্ধনরজ্জু হইতেছে বাহ্যিক' যে কেহ ইহা ছিন্ন করিতে পারে। কিন্তু ভিক্ষুদের উচিত অভ্যন্তরীণ ক্রোধরূপ নদ্ধি এবং তৃষ্ণারূপ বরত্রকে ছিন্ন করা।' ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'যিনি ক্রোধ (নদ্ধি), তৃষ্ণা (বরত্র) ও অনুষঙ্গ (অনুশয়)সহ সমস্ত বন্ধন (সন্দান) ছেদন করিয়াছেন, যিনি অবিদ্যারূপ অর্গলকে ভেদ করিয়াছেন এবং যিনি (চারি আর্যসত্যকে জ্ঞাত হইয়া) বুদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩৯৮

অন্বয় : 'নদ্ধিং' বন্ধনভাবে প্রবর্তিত ক্রোধ। 'বরত্তং' বন্ধনভাবে প্রবর্তিত তৃষ্ণা। 'সন্দানং সহনুক্কমং' অনুশয়ানুক্রম সহিত দ্বাষষ্টি দৃষ্টিরূপ বন্ধন, এই সকলকে ছিন্ন করিয়া স্থিত এবং অবিদ্যারূপ অর্গল ভেদ করিয়াছেন বলিয়া 'উক্খিত্তপলিঘ', চারি সত্যের বোধ হেতু বুদ্ধ—ঈদৃশ ব্যক্তিকে আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকি। দেশনাবসানে পঞ্চশত ভিক্ষু অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। উপস্থিত জনগণের নিকটও এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

দুই ব্রাহ্মণের উপাখ্যান সমাপ্ত

আক্রোশক ভারদ্বাজের উপাখ্যান—১৬

১৭. অক্কোসং বধবন্ধঞ্চ অদুট্ঠো যো তিতিক্খতি,

http://kalpataruboi.org

খন্তিবলং বলানিকং তম্‌হং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।...৩৯৯

অনুবাদ : যে বিশুদ্ধচিত্ত লোক দুর্বাক্য, প্রহার ও বন্ধন হাসিমুখে সহ্য করেন, ক্ষমাগুণই যাঁর সেনাবল, আমি তাঁকেই ব্রাহ্মণ বলি।

অন্বয় : যো অদুট্‌ঠো বধন্ধঞ্চ অক্কোসং তিতিক্‌খতি (যিনি অদুষ্ট হয়ে বধ ও বন্ধনের প্রতি আক্রোশ ত্যাগ করেছেন), খন্তিবলং বলানীকং (ক্ষান্তিবলই যাঁর সেনাবল) তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি (তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি)।

'অক্কোসং' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে আক্রোশক ভারদ্বাজকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার ভ্রাতা ভারদ্বাজের ধনঞ্জানী নাম্নী ব্রাহ্মণী স্রোতাপন্না হইয়াছিলেন। তিনি হাঁচি, কাশি, হোঁচট খাওয়া প্রভৃতি যে কোন সময়ে 'নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স' (সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে নমস্কার) এই উদান উদ্‌গীত করিতেন। একদিন ব্রাহ্মণগণের নিকট খাদ্য পরিবেশনকালে হোঁচট খাইয়া উচ্চশব্দে সেই 'নমো তস্‌স' ইত্যাদি উদান উদ্‌গীত করিলেন। ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—'এইভাবে এই বৃষলী যেখানে সেখানে হোঁচট খাইয়া সেই মুণ্ডক শ্রমণের গুণগান করিতে থাকে।' তারপর ব্রাহ্মণীকে বলিলেন—'হে বৃষলি, এখনই যাইয়া তোমার সেই শাস্তার সঙ্গে বাগযুদ্ধে অবতীর্ণ হইব।' তখন তাঁহাকে ব্রাহ্মণী বলিলেন—'ব্রাহ্মণ, আপনি স্বচ্ছন্দে যান। আমি কিন্তু কাহাকেও দেখি না যিনি সেই ভগবানকে বাগযুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছেন। বরং আপনি যাইয়া সেই ভগবানকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন।' ব্রাহ্মণ শাস্তার নিকট যাইয়া তাঁহাকে বন্দনা না করিয়াই একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসাচ্ছলে এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'হে গৌতম, কি ছেদন করিলে সুখী হওয়া যায়? কি ছেদন করিলে আর শোক করিতে হয় না? সেই এক ধর্ম কি যাহার ধ্বংস আপনি ইচ্ছা করেন?' (সংযুক্ত নিকায়, ১।১।১৮৭)

তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইয়া শাস্তা এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'ক্রোধ ছেদন করিলে সুখী হওয়া যায়। ক্রোধ ছেদন করিতে পারিলে আর শোক করিতে হয় না। হে ব্রাহ্মণ, ক্রোধের মূল কিন্তু বিষময়, যদিও উপরে উপরে ইহাকে মধুর মনে হইতে পারে। আর্যগণ এই ক্রোধের ধ্বংসকেই প্রশংসা করেন, ইহাকে ছেদন করিতে পারিলে আর শোক করিতে হয় না।' (সংযুক্ত নিকায়, ১।১।১৮৭) (শাস্তার ভাষণ শুনিয়া) ব্রাহ্মণ শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হইয়া প্রতি প্রসন্ন হইয়া প্রব্রজিত হইলেন এবং অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন। তখন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আক্রোশক ভারদ্বাজ 'আমার ভ্রাতা নাকি প্রব্রজিত হইয়াছে?' শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া শাস্তার নিকট আসিয়া তাঁহাকে নানা প্রকার অসভ্য কর্কশ বাক্য দ্বারা গালমন্দ করিলেন। কিন্তু শাস্তা অতিথিগণের

http://kalpataruboi.org

নিকট প্রদত্ত খাদনীয়াদি দানের উপমা দিয়া তাঁহাকেও সংযত করিলেন। তিনিও শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হইয়া প্রব্রজিত হইলেন এবং অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন। তাঁহার অপর দুইজন কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুন্দরিকভারদ্বাজ এবং বিলিঙ্গক ভারদ্বাজও শাস্তাকে দুর্বাক্য বলিতে বলিতে শাস্তার নিকট যাইয়া শাস্তার দ্বারা বিনীত হইয়া প্রব্রজিত হইলেন এবং অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

একদিন ধর্মসভায় ভিক্ষুগণ এই কথা সমুত্থাপিত করিলেন—'আবুসো, আশ্চর্য এই বুদ্ধগুণ। চারিজন ভ্রাতা শাস্তাকে দুর্বাক্য বলিয়া আক্রোশ করিলেও শাস্তা কিছুই না বলিয়া তিনিই তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা হইলেন।' শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখন কি বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে সমবেত হইয়াছ?' 'এই বিষয়ে ভন্তে' বলিলে শাস্তা বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, আমি ক্ষান্তিবলের দ্বারা সমন্বাগত বলিয়া দুষ্টজনদের প্রতি অদুষ্টচিত্ত হইয়া বহুজনের প্রতিষ্ঠা হইয়াছি' ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'যিনি আক্রোশ, প্রহার ও বন্ধন অদুষ্টচিত্তে সহ্য করেন, ক্ষান্তিবলই যাঁহার (যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবলের ন্যায়) অন্যতম বল (অর্থাৎ দশবলের মধ্যে একটি বল), তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩৯৯

অন্বয় : 'অদুট্‌ঠো' দশ প্রকার আক্রোশ প্রকাশক বস্তুর দ্বারা আক্রোশ প্রকাশ, হস্তাদির দ্বারা প্রহার, শৃঙ্খলবন্ধনাদির দ্বারা বদ্ধ হইলেও যিনি অক্রুদ্ধচিত্ত হইয়া সহ্য করেন, ক্ষান্তিবলসংযুক্ত বলিয়া 'খন্তিবলং'। পুনঃ পুনঃ উৎপত্তির অনীকভূত (মুখ্যভূত) যে ক্ষান্তিবল তদদ্বারা সংযুক্ত বলিয়া 'বলানীকং তং'। এইরূপ ব্যক্তিকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকি। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

আক্রোশক ভারদ্বাজের উপাখ্যান সমাপ্ত

সারিপুত্র স্থবিরের উপাখ্যান—১৭

১৮. অক্কোধং বতবন্তং সীলবন্তং অনুস্‌সুতং,
দন্তং অন্তিমসারীরং তম্‌হং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।...৪০০

অনুবাদ : যিনি ক্রোধশূন্য, ব্রতপরায়ণ, শীলসম্পন্ন, শাস্ত্রজ্ঞ ও সংযমী সেই অন্তিমদেহধারী[৫৭] ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ পদবাচ্য।

অন্বয় : অক্কোধনং বতবন্তং সীলবন্ত অনুস্‌সুতং দন্তং অন্তিমসারীরং (যিনি ক্রোধহীন, ব্রতপরায়ণ, শীলবান, শাস্ত্রজ্ঞ, সংযত ও অন্তিমদেহধারী) তং অহং

[৫৭]। যাঁর পুনরায় সংসারে আগমন হবে না।

http://kalpataruboi.org

ব্রাহ্মণং ব্রূমি (তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি)।

'অক্কোধনং' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে সারিপুত্র স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

তখন সারিপুত্র স্থবিরের পঞ্চশত ভিক্ষুদের সঙ্গে লইয়া পিণ্ডপাতের জন্য বিচরণ করিতে করিতে নালকগ্রামে মাতার গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাতা তাঁহাকে উপবেশন করাইয়া (খাদ্য) পরিবেশন করিতে করিতে এই বলিয়া আক্রোশ করিলেন—'ওহে উচ্ছিষ্টখাদক, উচ্ছিষ্ট কঞ্জিকা লাভ না করিয়া পরগৃহে উদঙ্ক (এক প্রকার হাতা যাহা নারিকেলের খোলার দ্বারা নির্মিত হয় অথবা কাষ্ঠের দ্বারা নির্মিত হয়) পৃষ্ঠের দ্বারা ঘট্টিত কঞ্জিকা পরিভোগ করিবার জন্য তুমি অশীতি কোটি ধন ত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইয়াছ। তোমার দ্বারা আমরা বিনষ্ট হইয়াছি, এখন খাও।' ভিক্ষুদেরও অন্ন পরিবেশন করিতে করিতে তিনি বলিলেন—'তোমরা আমার পুত্রকে নিজেদের ছোট সেবক বানাইয়াছ, এখন ভোজন কর।' স্থবির ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া বিহারেই চলিয়া আসিলেন। তখন আয়ুষ্মান রাহুল শাস্তাকে পিণ্ডপাত গ্রহণ করিতে বলিলেন। শাস্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'রাহুল, তোমরা কোথায় গিয়াছিলে?' 'ভন্তে, আর্যকার (পিতামহীর) গ্রামে।' 'তোমার উপাধ্যায়কে পিতামহী কি বলিলেন?' 'ভন্তে, পিতামহীর দ্বারা আমার উপাধ্যায় আক্রোশিত ও নিন্দিত হইয়াছেন।' 'তিনি কি বলিয়াছেন?' 'ভন্তে, তিনি কিছুই বলেন নাই।' ইহা শুনিয়া ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় কথা সমুত্থাপিত করিলেন—'আবুসো, আশ্চর্য সারিপুত্রের গুণ, মাতা ঐভাবে গালমন্দ করিলেও তিনি একটুও ক্রুদ্ধ হইলেন না।'

শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে এখন সমবেত হইয়াছ?' 'এই বিষয়ে ভন্তে।'

'হে ভিক্ষুগণ, ক্ষীণাস্রব অর্হৎগণ এইরূপ অক্রোধীই হইয়া থাকেন।' ইহা বলিয়া গাথার দ্বারা বলিলেন—'যিনি ক্রোধহীন, ব্রতপরায়ণ, শীলবান তৃষ্ণামুক্ত, সংযত ও (পুনর্জন্ম ক্ষয় করায়) অন্তিম দেহধারী, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৪০০

অন্বয় : 'বতবন্তং' ধুতব্রতের দ্বারা সমন্বাগত, চতুর্পারিশুদ্ধিশীলের দ্বারা 'সীলবন্তং' অতিশয় তৃষ্ণাভাবে 'অনুস্সদং', ষড়িন্দ্রিয় দর্শনের দ্বারা 'দণ্ডং', পুনর্জন্মের অন্তিম প্রান্তে উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়া 'অন্তিমসরীরং'। 'তম্হং ব্রাহ্মণং' আমি তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলি। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সারিপুত্র স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

http://kalpataruboi.org

উৎপলবর্ণা থেরীর উপাখ্যান—১৮

১৯. বারি পোক্খরপত্তে'ব আরগ্গেতিব সাসপো,
যো ন লিম্পতি কামেসু তম্হং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।...৪০১

অনুবাদ : যে ব্যক্তি পদ্মপাতায় জলবিন্দুর ন্যায় এবং ছুঁচের আগায় সর্ষের ন্যায় কামনা-বাসনায় লিপ্ত নন, তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

অন্বয় : পোক্খরপত্তে বারি ইব (পুষ্করপত্রে জলের ন্যায়) আরগ্গে সাসপোরিব (এবং সুচ্যগ্রস্থিত সর্ষপের ন্যায়) কামেসু যো ন লিম্পতি (কাম্যবস্তুতে যে লিপ্ত হয় না) তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি (তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি)।

'বারি পোক্খপত্তেব' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে উৎপলবর্ণা থেরীর উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন। এই উপাখ্যান ধর্মপদের ৬৯নং শ্লোকে 'মধুবামঞ্ঞতি বালো' ইত্যাদি গাথা বর্ণনা প্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। সেখানে উক্ত হইয়াছে (ধম্মপদট্ঠকথা, ১/৬৯) :

এক সময় বহু ব্যক্তি ধর্মসভায় এই কথা সমুত্থাপিত করিয়াছিলেন—'ক্ষীণাস্রব অর্হৎগণও কামসুখ আস্বাদন করেন, কাম সেবন করেন; আর সেবন করিবেন নাই বা কেন! তাঁহারা ত আর কোলাপবৃক্ষ বা বল্মীক নহেন, তাঁহারা রক্তমাংসের দেহযুক্ত। তাই তাঁহারাও কামসুখ আস্বাদন করেন।' শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বিষয়ে আলোচনার জন্য এখন সমবেত হইয়াছ?'

'এই বিষয়ে ভন্তে' বলাতে শাস্তা বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, ক্ষীণাস্রব অর্হৎগণ কামসুখ আস্বাদন করেন না, কাম সেবন করেন না। পদ্মপত্রের উপর পতিত জলবিন্দু যেমন লিপ্ত হয় না, স্থিত হয় না, ঘুরিয়া নিম্নে পতিত হয়, যেমন সুচ্যগ্রে সর্ষপ উপলিপ্ত হয় না, স্থিত হয় না, ঘুরিয়া নিম্নে পতিত হয়, তদ্রূপ ক্ষীণাস্রব অর্হতের চিত্তে দুই প্রকার কাম (বস্তুকাম ও ক্লেশকাম) লিপ্ত হয় না, স্থিত হয় না।' এইভাবে সমন্বয় সাধন করিয়া ধর্মদেশনাকালে শাস্তা এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'পদ্মপত্রস্থিত জল ও সুচ্যগ্রস্থিত সর্ষপের ন্যায় যিনি কাম্যবস্তুতে নির্লিপ্ত, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৪০১

অন্বয় : 'যো ন লিম্পতি' এইভাবে যিনি দুই প্রকার কামে (বস্তুকাম ও ক্লেশকাম) উপলিপ্ত হয় না, সেই কামে স্থিত হয় না। 'তম্হং ব্রাহ্মণং' আমি তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলি। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

উৎপলবর্ণা থেরীর উপাখ্যান সমাপ্ত

http://kalpataruboi.org

জনৈক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান—১৯

২০. যো দুক্খস্স পজানাতি ইধে'ব খযমত্তনো,
পন্নভারং বিসংযুত্তং তম্হং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।...৪০২

অনুবাদ : যিনি ইহজীবনে আপন দুঃখের অবসান জানতে পেরে ভারমুক্ত ও বন্ধনহীন হয়েছেন তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

অন্বয় : যো ইধেব আত্তনো দুক্খস্স খযং পজানাতি (যিনি ইহজীবনে আপন দুঃখের ক্ষয় জানেন) পন্নভারং বিসংযুত্তং তং (ভারশূন্য ও সংযোজন মুক্ত তাঁকে) অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি।

'যো দুক্খস্স' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে জনৈক ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

তখনও এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হয় নাই (যে কোন দাস কর্মকর ব্যক্তি মালিকের অনুমতি ব্যতীত সঙ্ঘে প্রব্রজিত হইতে পারিবে না।)

ঐ ব্রাহ্মণের জনৈক দাস পলায়ন করিয়া প্রব্রজিত হইয়া অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ কোথাও তাহাকে না দেখিয়া একদিন শাস্তার সঙ্গে দ্বারে দ্বারে তাহাকে ভিক্ষা করিতে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন এবং দৃঢ়ভাবে তাহার চীবর ধরিয়া রাখিলেন। শাস্তা ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ব্রাহ্মণ, ব্যাপার কি?'

'হে গৌতম, এ আমার দাস।'

'কিন্তু ব্রাহ্মণ, সে ত এখন (সর্ব) ভারমুক্ত।' 'ভারমুক্ত' কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ বুঝিলেন যে সেই দাস নিশ্চয়ই অর্হৎ হইয়াছে। তাই পুনরায় 'হে গৌতম, তাই নাকি।' জিজ্ঞাসা করিলে শাস্তা—'হ্যাঁ, ব্রাহ্মণ, সে এখন ভারমুক্ত' বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'যিনি ইহ জীবনেই স্বীয় দুঃখের ক্ষয় জ্ঞাত হইয়াছেন এবং যিনি ভারমুক্ত ও বিসংযুক্ত (বন্ধনমুক্ত), তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৪০২

অন্বয় : 'দুক্খস্স' অর্থাৎ স্কন্ধদুঃখের। 'পন্নভারং' পঞ্চস্কন্ধভার যাঁহার অপগত হইয়াছে। যিনি চারি প্রকার যোগ (অর্থাৎ কাম, ভব, মিথ্যাদৃষ্টি ও অবিদ্যা) ও সর্বক্লেশ হইতে 'বিসংযুত্ত' তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

দেশনাবসানে সেই ব্রাহ্মণ স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। উপস্থিত জনগণের নিকটও এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

জনৈক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান সমাপ্ত

http://kalpataruboi.org

ক্ষেমা ভিক্ষুণীর উপাখ্যান—২০

২১. গম্ভীরপঞ্ঞং মেধাবিং মগ্‌গামগ্‌গস্‌স কোবিদং,
উত্তমত্থং অনুপ্পত্তং তম্‌হং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।...৪০৩

অনুবাদ : যিনি প্রগাঢ় জ্ঞানী, ধীমান, সত্যাসত্য নির্ণয়ে পারদর্শী এবং যিনি পরমার্থ লাভ করেছেন, তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

অন্বয় : গম্ভীরপঞ্ঞং মেধাবিং মগ্‌গামগ্‌গস্‌স কোবিদং (যিনি গম্ভীর প্রজ্ঞাযুক্ত মেধাবী এবং মার্গ ও অমার্গ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ) উত্তমত্তং অনুপ্পত্তং (যিনি উত্তমপদ প্রাপ্ত হয়েছেন) তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি (তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি)।

'গম্ভীরপঞ্ঞং' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা গৃধ্রকূটে অবস্থানকালে ক্ষেমা ভিক্ষুণীকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

একদিন রাত্রির প্রথম যামের শেষে শক্র দেবরাজ সপরিষদ আসিয়া শাস্তার নিকট সারণীয় ধর্মকথা শুনিবার জন্য উপবিষ্ট ছিলেন। সেই সময় ক্ষেমা ভিক্ষুণী 'শাস্তাকে দেখিব' চিন্তা করিয়া আসিয়া দেবরাজ শক্রকে দেখিয়া আকাশে স্থিত হইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া ফিরিয়া গেলেন। শক্র তাঁহাকে দেখিয়া শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

'ভন্তে, ইনি কে, আসিয়া আকাশে স্থিতাবস্থাতেই শাস্তাকে বন্দনা করিয়া ফিরিয়া গেলেন?'

শাস্তা বলিলেন—'মহারাজ, এ আমার কন্যা, তাহার নাম ক্ষেমা। সে মহাপ্রজ্ঞাবতী ও মার্গামার্গকোবিদ—ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'যিনি গভীর প্রজ্ঞাযুক্ত, মেধাবী, মার্গ ও অমার্গ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং যিনি পরমার্থ অনুপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৪০৩

অন্বয় : 'গম্ভীরপঞ্ঞং' গভীর (সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম) স্কন্ধাদি বিষয়ে প্রবর্তিত প্রজ্ঞাসম্পন্ন এবং ধর্মৌজ প্রজ্ঞাসম্পন্ন 'মেধাবিং' মেধাবী ব্যক্তিকে—'ইহা দুর্গতির মার্গ, ইহা সুগতির মার্গ, ইহা নির্বাণের মার্গ, ইহা অমার্গ' এইভাবে মার্গ এবং অমার্গ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বলিয়া 'মগ্‌গামগ্‌গস্‌স কোবিদং' অর্হত্ত্বসংজ্ঞক 'উত্তমত্থং অনুপ্পত্তং' অর্থাৎ উত্তমার্থ অনুপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে আমি ব্রাহ্মণ বলি। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ক্ষেমা ভিক্ষুণীর উপাখ্যান সমাপ্ত

পর্বতগুহাবাসি তিষ্য স্থবিরের উপাখ্যান—২১

২২. অসংসট্‌ঠং গহট্‌ঠেহি অনাগারেহি চূভযং,

http://kalpataruboi.org

অনোকসারিং অপিচ্ছং তম্‌হং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।...৪০৪

অনুবাদ : যিনি গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী উভয়ের সংসর্গ থেকে পৃথকভাবে থাকেন, যিনি আলয়বিহীন[৫৮] ও অল্পে সন্তুষ্ট তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

অন্বয় : গহট্‌ঠেহি অনাগারে হি চ উভয়ং অসংসট্‌ঠং (যিনি গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী উভয়ের সহিত অসংসৃষ্ট) অনোকসারিং অপ্পিচ্ছং (যিনি অনালয়চারী ও অল্পেচ্ছু) তং অহং ব্রাহ্মণ ব্রূমি (তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি)।

'অসংসট্‌ঠং' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে পর্বতগুহাবাসি তিষ্য স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

সেই তিষ্য স্থবির শাস্তার নিকট হইতে কর্মস্থান গ্রহণ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিয়া উপযুক্ত নিবাসস্থান সন্ধান করিতে করিতে একটি পর্বতগুহা প্রাপ্ত হইলেন। ইহা প্রাপ্ত হইবামাত্রই তাঁহার চিত্ত একাগ্রতা লাভ করিল। তিনি চিন্তা করিলেন—'আমি এখানে বাস করিয়া প্রব্রজিতকৃত্য সম্পাদন করিতে পারিব।' সেই গুহায় অবস্থানকারী দেবতা চিন্তা করিলেন—'শীলবান ভিক্ষু আসিয়াছেন, ইঁহার সহিত একত্র বাস করা কষ্টকর। মনে হয় ইনি এখানে একরাত্রি বাস করিয়া চলিয়া যাইবেন' এবং পুত্রকন্যাদের লইয়া ঐ স্থান ত্যাগ করিলেন। স্থবির পরের দিন সকালে গোচরগ্রামে পিণ্ডপাতের জন্য প্রবেশ করিলেন। তখন এক উপাসিকা তাঁহাকে দেখিয়া পুত্রস্নেহে আপ্লুত হইয়া তাঁহাকে নিজ গৃহে বসাইয়া ভোজন করাইয়া (বর্ষার) তিন মাসের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। স্থবিরও 'ইঁহারই দ্বারা আমি ভবনিঃসরণ করিতে সক্ষম হইব' চিন্তা করিয়া উপাসিকার নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া সেই গুহাতেই ফিরিয়া গেলেন। ঐ দেবতা তাঁহাকে (ফিরিয়া) আসিতে দেখিয়া চিন্তা করিলেন—'নিশ্চয়ই কেহ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকিবে, আগামীকল্য বা পরশুদিন অবশ্যই চলিয়া যাইবেন।' এইভাবে অর্ধমাস অতিক্রান্ত হইলে দেবতা ভাবিলেন—'মনে হয় বর্ষার তিনমাস তিনি এখানেই অবস্থান করিবেন, কিন্তু শীলবান ভিক্ষুর সঙ্গে সপুত্রকন্যা একত্রে বাস করা দুষ্কর, অথচ ইঁহাকে 'চলিয়া যান'ও বলা যাইবে না, দেখিতে হইবে শীল বিষয়ে ইঁহার কোন স্খলন আছে কিনা।' দিব্যদৃষ্টির দ্বারা অতীত পর্যবেক্ষণ করিয়া উপসম্পদার সময় হইতে তাঁহার শীল বিষয়ে কোন স্খলন না দেখিয়া ভাবিলেন—'ইঁহার শীল পরিশুদ্ধ, অতএব কোন একটি ঘটনা ঘটাইয়া তাঁহার অযশ উৎপাদন করিব।' ইহা ভাবিয়া দেবতা ঐ স্থবিরের ভরণপোষণকারিণী উপাসিকার জ্যেষ্ঠপুত্রের শরীরে প্রবেশ করিয়া তাহার গ্রীবা বিপরীত দিকে ঘুরাইয়া দিলেন। ফলে তাহার চক্ষুযুগল যেন বিস্ফারিত হইতেছে, মুখ হইতে লালা নির্গত হইতেছে। উপাসিকা ইহা দেখিয়া 'অহো, ইহার কি হইল' বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন দেবতা

---

[৫৮]। যিনি গৃহস্থ কিংবা জনসাধারণের সঙ্গে সংসৃষ্ট হয়ে অবস্থান করেন না অর্থাৎ যিনি নিরাসক্ত।

http://kalpataruboi.org

অদৃশ্য থাকিয়াই তাঁহাকে বলিলেন—'আমিই ইহাকে অধিগ্রহণ করিয়াছি, আমার জন্য কোন বলিকর্ম করিতে হইবে না, শুধু আপনার পোষ্য (কুলোপগ) ভিক্ষুর নিকট হইতে ষষ্ঠিমধু আনিয়া তৎসহযোগে তৈলপাক করিয়া সেই তৈল দ্বারা ইহাকে নাস লওয়াইতে হইবে। তাহা হইলেই আমি ইহাকে মুক্ত করিয়া দিব।'

'আমার পুত্র নষ্ট হউক বা মরুক আমি আর্য স্থবিরের নিকট হইতে ষষ্ঠিমধু আনিতে পারিব না।'

'যদি ষষ্টিমধু চাহিয়া আনিতে না পারেন, তাহা হইলে স্থবিরকে বলুন ইহার নাসিকার হিঙ্গচূর্ণ প্রবেশ করাইয়া দিতে।'

'আমি ইহাও বলিতে পারিব না।'

'তাহা হইলে স্থবিরের পাদধৌত জল আনাইয়া তাহার মস্তকে সিঞ্চন করান।'

তাহা আমি করিতে পারিব' বলিয়া উপাসিকা ভিক্ষার জন্য যথাকালে স্থবির আসিলে তাঁহাকে গৃহে বসাইয়া যাগু খাদ্যাদি পরিবেশন করিয়া ভোজনের পূর্বে তাঁহার পদদ্বয় ধৌত করিয়া সেই জল লইয়া—'ভন্তে, আমি এই জল আমার পুত্রের মস্তকে সিঞ্চন করিতে পারি কি?' জিজ্ঞাসা করিয়া 'তাহা হইলে সিঞ্চন করুন' বলিলে উপাসিকা তাহাই করিলেন। সেই দেবতা তৎক্ষণাৎ বালককে মুক্তি দিয়া যাইয়া নিজ গুহাদ্বারে গিয়া দাঁড়াইলেন।

স্থবিরও ভোজনান্তে আসন হইতে উঠিয়া স্বীয় কর্মস্থান বজায় রাখিয়া দ্বাত্রিংশাকার জপ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। তিনি গুহাদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলে ঐ দেবতা বলিলেন—'ভন্তে মহাবৈদ্য, এই গুহায় প্রবেশ করিবেন না।' স্থবির ঐস্থানেই দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কে?' 'আমি এই গুহায় বসবাসকারী দেবতা'। স্থবির 'আমি ত কোথায়ও বৈদ্যকর্ম করিয়াছি বলিয়া আমার জানা নাই।' চিন্তা করিয়া উপসম্পদাকাল হইতে আরম্ভ করিয়া অতীত পর্যালোচনা করিয়া নিজের শীলে কোন কালিমা নাই দেখিয়া বললেন— 'আমি কোন স্থানে বৈদ্যকর্ম করিয়াছি বলিয়া দেখিতেছি না, তুমি এইরূপ বলিতেছ কেন?'

'দেখিতেছেন না?'

'না, আমি দেখিতেছি না।'

'আমি আপনাকে বলিয়া দিব?'

'হ্যাঁ, বলিয়া দাও।'

'বেশি দূরের কথা নহে, অদ্যই ত আপনি অমনুষ্যপরিগৃহীত আপনার সেবিকাপুত্রের মাথায় পাদধৌত জল সিঞ্চন করিয়াছেন। সিঞ্চন করেন নাই কি?'

http://kalpataruboi.org

'হ্যাঁ, সিঞ্চন করিয়াছি।'

'আপনি কি এইটা দেখিতেছেন না?'

'তুমি এই বিষয়ে বলিতেছ?'

'হ্যাঁ, এই বিষয়েই বলিতেছি।'

স্থবির তখন চিন্তা করিলেন—'অহো! আমি সম্যকপথ প্রতিপন্ন, বুদ্ধশাসনের অনুরূপ আমার চরিত। এই দেবতাও আমার চতুর্পারিশুদ্ধিশীলে কোন কালিমা দেখিল না, কেবল ঐ বালকের মস্তকে আমার পাদধৌত জল সিঞ্চনমাত্র দেখিল।' ইহা বলিয়া নিজের শীলশুদ্ধি বিষয়ে তাঁহার বলবতী প্রীতি উৎপন্ন হইল। এই প্রীতিতেও বিরাগভাব উৎপন্ন করিয়া (অর্থাৎ উপেক্ষা করিয়া) পদবিক্ষেপ করিবার পূর্বেই অর্হত্ত্ব লাভ করিয়া দেবতাকে এইভাবে উপদেশ দিলেন—'মাদৃশ পরিশুদ্ধ শ্রমণকে দূষিত করিয়া তুমি এই বনে আর বাস করিও না, তুমিই এইস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হও' এবং এই উদানগাথা উদ্‌গীত করিলেন—

'আমার জীবন বিশুদ্ধ। আমার মত নির্মল বিশুদ্ধ তপস্বীকে তুমি দূষিত করিও না, এই বন হইতে তুমি নিষ্ক্রান্ত হও।'

স্থবির সেস্থানেই তিনমাস বর্ষাবাস করিয়া বর্ষাবাসের শেষে শাস্তার নিকট গেলে ভিক্ষুগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আবুসো, আপনার প্রব্রজিতকৃত্য পরিপূর্ণ হইয়াছে ত?' এইভাবে জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি সেই পর্বতগুহায় বর্ষাবাসকালীন যাহা যাহা ঘটনা ঘটিয়াছে সমস্তই ভিক্ষুদের জানাইলেন। তাঁহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আবুসো, ঐ দেবতা আপনাকে এইরূপ বলিলে আপনি তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হন নাই?'

'না ক্রুদ্ধ হই নাই।'

ভিক্ষুগণ তথাগতকে এই বিষয় জানাইয়া বলিলেন—'ভন্তে, এই ভিক্ষু মনে হয় সত্য বলিতেছেন না। দেবতা তাঁহাকে ঐরূপ বলিলেও তিনি দেবতার প্রতি ক্রুদ্ধ হন নাই বলিতেছেন।' শাস্তা তাঁহাদের কথা শুনিয়া বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, আমার পুত্র (কখনও) ক্রুদ্ধ হয় না। গৃহী বা প্রব্রজিতদের সঙ্গে তাহার কোন সংসর্গ নাই। সে অসংসৃষ্ট, অল্পেচ্ছু (নির্লোভ) এবং (সর্বদাই) সন্তুষ্ট।' ইহা বলিয়া ধর্মদেশনা করিতে যাইয়া এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'যিনি গৃহস্থ ও অনাগারিক উভয়ের প্রতি অসংসৃষ্ট, যিনি অনালয়চারী ও নিস্পৃহ, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৪০৪

অন্বয় : 'অসংসট্‌ঠং' দর্শন-শ্রবণ-বার্তালাপ-পরিভোগ-কায়সংসর্গাদির অভাবে অসংসৃষ্ট। 'উভয়ং' গৃহী এবং অনাগারিক উভয় প্রকার ব্যক্তিবর্গের প্রতি অসংসৃষ্ট। 'অনোকসারিং' অনালয়চারী। এইরূপ ব্যক্তিকে আমি ব্রাহ্মণ বলি। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

http://kalpataruboi.org

পর্বতগুহাবাসি তিষ্য স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

জনৈক ভিক্ষুর উপাখ্যান—২২

২৩. নিধায দন্ডং ভূতেসু তসেসু থাবরেসু চ,
যো ন হন্তি ন ঘাতেতি তম্‌হং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।...৪০৫

অনুবাদ : যিনি দণ্ড পরিহারপূর্বক দুর্বল ও সবল সকল প্রাণীর প্রতি অহিংসা আচরণ করেন, যিনি নিজে হত্যা করেন না বা হত্যার কারণও হন না তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

অন্বয় : তসেসু থাবরেসু চ ভূতেসু দন্ডং নিধায (ত্রস্ত স্থাবর ও ভূতবর্গের দণ্ড পরিহারপূর্বক) যো ন হন্তি ন ঘাতযতি (যিনি হত্যা করেন না বা হত্যার কারণ হয় না) তং অহং ব্রাহ্মণ ব্রূমি (তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি)।

'নিধায় দণ্ডং' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে জনৈক ভিক্ষুকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

সেই ভিক্ষু শাস্তার নিকট হইতে কর্মস্থান গ্রহণ করিয়া অরণ্যে (যাইয়া) কঠোর প্রচেষ্টার দ্বারা অর্হত্ত্ব লাভ করিয়া 'যাঁহার গুণ প্রভাবে আমি সফলকাম হইয়াছি সেই শাস্তাকে আমার কথা জানাইব' চিন্তা করিয়া শাস্তার উদ্দেশ্যে রওনা হইলেন। যে গ্রামের মধ্য দিয়া তিনি যাইতেছিলেন সেই গ্রামেরই জনৈকা স্ত্রী স্বামীর সহিত কলহ করিয়া স্বামী গৃহের বাহিরে চলিয়া গেলে 'আমি কুলঘরে (অর্থাৎ পিত্রালয়ে) চলিয়া যাইব' বলিয়া মার্গ প্রতিপন্ন হইল। পথিমধ্যে ঐ ভিক্ষুকে দেখিয়া আমি এই ভিক্ষুকে অনুসরণ করিয়া যাইব' চিন্তা করিয়া ভিক্ষুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। স্থবির কিন্তু তাহাকে দেখিতে পান নাই। এদিকে ঐ স্ত্রীলোকের স্বামী গৃহে ফিরিয়া স্ত্রীকে না দেখিয়া 'মনে হয় পিতার গ্রামে যাইয়া থাকিবে' চিন্তা করিয়া অনুসরণ করিতে করিতে তাহাকে দেখিতে পাইয়া' এ ত একাকী এই বনপথ দিয়া যাইতে পারে না। কাহাকে অনুসরণ করিয়া যাইতেছে' চিন্তা করিয়া তাকাইয়া স্থবিরকে দেখিয়া ভাবিলেন 'মনে হয় এই ভিক্ষু আমার পত্নীকে লইয়া যাইতেছে' এবং ঐ ভিক্ষুর নিকট যাইয়া তাঁহাকে ভীতি প্রদর্শন করিলেন। তখন তাঁহার পত্নী তাঁহাকে বলিল—'এই ভদন্ত আমাকে দেখেনও নাই। আমার সঙ্গে আলাপও করেন নাই। তাঁহাকে কিছু বলিবেন না।' স্বামী বলিলেন—'তুমি বলিতে চাও নিজে নিজে তুমি এই পথে আসিয়াছ? (আমি এতই বোকা যে তোমার কথা বিশ্বাস করিব?) ওর এমন হাল করিব যেমন তোমায় করিয়া থাকি, বলিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া নিজ পত্নীর প্রতি ঘৃণাবশত স্থবিরকে বেদম প্রহার করিয়া স্ত্রীকে লইয়া ফিরিয়া গেলেন। স্থবিরের সর্বাঙ্গ ফুলিয়া উঠিল। তিনি বিহারে যাইয়া উপস্থিত

http://kalpataruboi.org

হইলে ভিক্ষুগণ তাঁহার অঙ্গসংবাহন করাকালে তাঁহার সর্বাঙ্গে গণ্ড দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি হইয়াছে?' তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাদের জানাইলেন। তখন ভিক্ষুগণ তাঁহাকে বলিলেন—

'আবুসো, সেই ব্যক্তি আপনাকে প্রহার করার সময় আপনি তাহাকে কি বলিলেন? আপনার কি তাহার প্রতি ক্রোধ উৎপন্ন হয় নাই?'

'আবুসো, আমার ক্রোধ উৎপন্ন হয় নাই।' তখন ভিক্ষুগণ শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া ঐ ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিলেন—'ভন্তে, এই ভিক্ষু ক্রোধ উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও বলিতেছেন তাঁহার ক্রোধ উৎপন্ন হয় নাই। মনে হয় ইনি সত্য কথা বলিতেছেন না।' ইহা শুনিয়া শাস্তা তাঁহাদের বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, ক্ষীণাস্রব অর্হৎগণ দণ্ড পরিহার করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রহার করিলেও তাঁহারা ক্রোধ উৎপন্ন করেন না' ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'যিনি দণ্ড পরিহার করত দুর্বর, সবল ও সর্বভূতে কৃপাবান, যিনি ক্ষমাশীল হইয়া নিজেও হত্যা করেন না এবং হত্যার কারণও হন না, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৪০৫

অন্বয় : 'নিধায়' নিক্ষেপ করিয়া, পরিহার করিয়া। 'তসেসু থাবরেসু চ' তৃষ্ণারূপ ত্রাসের দ্বারা ত্রস্ত। তৃষ্ণার অভাবে স্থাবর স্থিতিশীল।

'যো ন হন্তি' যিনি এই প্রকারে সমস্ত সত্ত্বগণের প্রতি বিগত প্রতিঘ (দ্বেষশূন্য), নিক্ষিপ্তদণ্ড, স্বয়ং কাহাকেও হত্যা করেন না, অন্যদের দ্বারা হত্যাক্রিয়া সম্পাদন করেন না, আমি তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলি। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

জনৈক ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত

শ্রামণেরগণের উপাখ্যান—২৩

২৪. অবিরুদ্ধং বিরুদ্ধেসু অত্তদন্ডেসু নিব্বুতং,
সাদানেসু অনাদানং তম্‌হং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।...৪০৬

অনুবাদ : যিনি শত্রুদের মধ্যে মৈত্রীভাবাপন্ন, হিংসাপরায়ণদের মধ্যে শান্ত, বিষয়াসক্তদের মধ্যে অনাসক্ত, তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

অন্বয় : বিরুদ্ধেসু অবিরুদ্ধ (যিনি বিরুদ্ধচারীদের মধ্যে অবিরুদ্ধ অর্থাৎ মৈত্রীভাবাপন্ন), অত্তদন্ডেসু নিব্বুতং (দণ্ডবিধানকারীদের মধ্যে যিনি নির্বৃত, শান্ত), সাদানেসু অনাদানং (বিষয়াসক্তদের মধ্যে যিনি অনাসক্ত) তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি (তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি)।

'অবিরুদ্ধং' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে চারিজন

http://kalpataruboi.org

শ্রামণেরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

একজন ব্রাহ্মণী চারিজন ভিক্ষুর উদ্দেশ্যে ভোজন সজ্জিত করিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন—'বিহারে যাইয়া চারিজন বয়স্ক ব্রাহ্মণকে (ভিক্ষা গ্রহণ করার জন্য আমাদের গৃহে) লইয়া আসুন।' ব্রাহ্মণ বিহারে যাইয়া বলিলেন—'আমাকে চারিজন ব্রাহ্মণ দিন (দান দিব)।' তখন সংকিচ্চ, পণ্ডিত, সোপাক এবং রেবত নামক সপ্তবর্ষীয় অর্হৎ চারিজন শ্রামণেরকে তিনি প্রাপ্ত হইলেন। ব্রাহ্মণী মূল্যবান আসন বিছাইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু শ্রামণেরগণকে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উনুনে লবণ নিক্ষিপ্ত হইলে যেরূপ তটতট শব্দ করে তদ্রূপ গজগজ করিয়া বলিলেন—'তুমি বিহারে যাইয়া নিজের নাতি অপেক্ষা অল্পবয়স্ক চারিজন কুমারকে লইয়া আসিয়াছ?' এবং তাহাদের ঐ মূল্যবান আসনে বসিতে না দিয়া নীচ-পীঠক বিছাইয়া বলিলেন—'এখানেই বস।' তারপর ব্রাহ্মণকে বলিলেন— 'ব্রাহ্মণ, যাও, বয়স্ক দেখিয়া লইয়া আইস।' ব্রাহ্মণ বিহারে যাইয়া সারিপুত্র স্থবিরকে দেখিয়া 'চলুন, আমাদের গৃহে যাইবেন' বলিয়া লইয়া আসিলেন। স্থবির আসিয়া শ্রামণেরগণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'এই ব্রাহ্মণগণ ভোজন লাভ করিয়াছে কি?' 'না ভন্তে।' স্থবির জানিলেন যে চারিজন মাত্র ব্যক্তির জন্য ভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছে। তিনি ব্রাহ্মণকে বলিলেন—'আমার ভিক্ষাপাত্র লইয়া আইস' বলিয়া (শূন্য) পাত্র লইয়া প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণী জিজ্ঞাসা করিলেন—'ইনি কি বলিলেন?' বলিলেন—'আপনার প্রস্তুত ভোজ্য উপবিষ্ট চারিজন শ্রামণেরই পাইবে, আমার পাত্র লইয়া আসুন' বলিয়া নিজের পাত্র লইয়া চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণী বলিলেন—'বোধ হয় ওঁর ভোজনের ইচ্ছা নাই, তুমি যাইয়া আর একজন বর্ষীয়ানকে লইয়া আইস।' ব্রাহ্মণ যাইয়া মহামৌদগল্যায়ন স্থবিরকে দেখিয়া তদ্রূপ বলিয়া নিজগৃহে লইয়া আসিলেন। তিনিও শ্রামণেরগণকে দেখিয়া তদ্রূপ বলিয়া পাত্র লইয়া প্রস্থান করিলেন। তখন ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে বলিলেন—'ইহাদের ভোজনের ইচ্ছা নাই, তুমি 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া পরিচিত একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে লইয়া আইস।'

এদিকে শ্রামণেরগণ সকাল হইতে কিছু খাদ্য না পাইয়া ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া (অস্বস্তিতে) বসিয়াছিলেন। তাঁহাদের গুণতেজে দেবরাজ শক্রের আসন উত্তপ্ত হইল। তিনি পৃথিবীতে অবলোকন করিয়া সকাল হইতে অনাহারে ক্লান্ত শ্রামণেরগণকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া 'আমার সেখানে যাওয়া উচিত' চিন্তা করিয়া জরাজীর্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে যাইয়া ব্রাহ্মণবাদক ব্রাহ্মণদের অগ্রাসনে যাইয়া উপবেশন করিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দেখিয়া 'ইহাকে দেখিলে ব্রাহ্মণী নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইবে' ভাবিয়া ব্রাহ্মণরূপী শক্রকে বলিলেন—'আমার গৃহে চলুন' বলিয়া তাঁহাকে লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। ব্রাহ্মণী তাঁহাকে দেখিয়া

http://kalpataruboi.org

তুষ্টচিত্তে দুই আসনের বিছানা একত্র করিয়া বলিলেন—'আর্য, এখানে উপবেশন করুন।' শক্র গৃহে প্রবেশ করিয়া চারিজন শ্রামণেরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের আসনের নিকট ভূম্যাসনে পর্যাঙ্কবদ্ধ হইয়া উপবেশন করিলেন। ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে বলিলেন—'ওহে, তুমি কাহাকে লইয়া আসিয়াছ। এ ত পাগল। তাহা না হইলে নিজের নাতির বয়সীদের প্রণাম করে। ইহাকে বাহির করিয়া দাও।' ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণরূপী শক্রকে স্কন্ধ-হস্ত-কটিদেশে ধরিয়া বাহির করিয়া দিতে চাহিলেও শক্র উঠিতে ইচ্ছা করিলেন না। তখন ব্রাহ্মণী বলিলেন—'আইস, আমি এক হাত ধরিব, তুমি এক হাত ধরিবে' এইভাবে দুইজন শক্রের দুই হাত ধরিয়া পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিয়া গৃহদ্বারের বাহিরে নিক্ষেপ করিলেন। শক্রও নিজ আসনে বসিয়াই হাত ঘুরাইলেন। তাঁহারা পতিত হইলেন, অথচ শক্রকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ভয়ে আর্তনাদ করিতে করিতে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। সেই মুহূর্তে শক্র নিজের শক্রভাব তাঁহাদের নিকট প্রকটিত করিলেন। (ব্রাহ্মণী এবং ব্রাহ্মণ) পাঁচজনকেই আহার প্রদান করিলেন। আহারান্তে একজন ঐ গৃহের কণিকামণ্ডল ভেদ করিয়া, একজন ছাদের পূর্বভাগ, একজন ছাদের পশ্চিমভাগ ভেদ করিয়া, একজন পৃথিবীর নিম্নভাগে নিমজ্জিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। শক্রও অন্য স্থান দিয়া প্রস্থান করিলেন। এইভাবে পাঁচজন পাঁচ দিকে ভেদ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হওয়ায় তাহার পর হইতে ঐ গৃহের নাম হইয়াছিল 'পঞ্চছিদ্রগৃহ'।

শ্রামণেরগণ বিহারে ফিরিয়া আসিলে ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—'আবুসো, কি রকম হইল?'

'আর বলিবেন না, আমাদের দেখিবার পর হইতে ব্রাহ্মণী ক্রোধাভিভূত হইয়া প্রজ্ঞাপ্ত আসনেও আমাদের বসিতে না দিয়া (ব্রাহ্মণকে) বলিলেন—'শীঘ্র শীঘ্র বর্ষীয়ান একজন ব্রাহ্মণকে লইয়া আইস।'

আমাদের উপাধ্যায় (অর্থাৎ সারিপুত্র স্থবির) আসিয়া আমাদের দেখিয়া এখানে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণদেরই এই ভোজন পাওয়া উচিত বলিয়া তিনি পাত্র ফিরাইয়া লইয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণী তখন ব্রাহ্মণকে বলিলেন—'অন্য একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে লইয়া আইস।' ব্রাহ্মণ মৌদ্গল্যায়ন স্থবিরকে লইয়া আসিলেন। তিনি আমাদের দেখিয়া তদ্রূপ প্রস্থান করিলেন।

তখন ব্রাহ্মণী—'ইঁহারা ভোজন করিতে অনিচ্ছুক, যাও ব্রাহ্মণবাদক (অর্থাৎ যাঁহারা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলিয়া দাবী করেন) হইতে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে লইয়া আইস।' বলিয়া ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করিলেন। তিনি সেখানে যাইয়া ব্রাহ্মণবেশে আগত শক্রকে লইয়া আসিলেন। তিনি আসিলে আমাদের

http://kalpataruboi.org

আহার্য দেওয়া হয়।'

'এইরূপ করাতে তোমরা সেই ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণীর প্রতি ক্রুদ্ধ হও নাই?'

'না ক্রুদ্ধ হই নাই।'

ভিক্ষুগণ ইহা শুনিয়া শাস্তাকে জানাইলেন—'ভন্তে ইহারা, আমরা ক্রুদ্ধ হই নাই' বলিতেছে, মনে হয় তাহারা মিথ্যা কথা বলিতেছে।'

শাস্তা—'হে ভিক্ষুগণ, যাহারা ক্ষীণাস্রব অর্হৎ তাহারা বিরুদ্ধগণের প্রতিও অবিরুদ্ধ থাকে' বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'যিনি বিরুদ্ধের প্রতি অবিরুদ্ধ (মৈত্রীপরায়ণ), দণ্ডধারীদের প্রতি শান্ত এবং বিষয়াসক্তদের মধ্যে যিনি অনাসক্ত, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।' —ধর্মপদ, শ্লোক-৪০৬

অন্বয় : 'অবিরুদ্ধং' আঘাতবশে বিরুদ্ধগণের প্রতি সাধারণ জনগণের প্রতি আঘাতাভাবের দ্বারা (মৈত্রী চিত্তের দ্বারা) অবিরুদ্ধ থাকে। হস্তগত দণ্ড বা শস্ত্র বিদ্যমান না থাকিলেও অন্যদের প্রহারদান হইতে বিরত না থাকা হেতু বলা হইয়াছে দণ্ডধারী জনগণের প্রতি নির্বৃত শান্ত, নিক্ষিপ্তদণ্ড। পঞ্চস্কন্ধকে 'আমি' 'আমার' বলিয়া গ্রহণ করাতে সাদান বা আসক্ত বলা হইয়াছে। আসক্তদের মধ্যে আসক্তি গ্রহণের অভাবহেতু অনাদান বা অনাসক্ত বলা হইয়াছে। আমি এইরূপ ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বলি। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রামণেরগণের উপাখ্যান সমাপ্ত

মহাপন্থক স্থবিরের উপাখ্যান—২৪

২৫. যস্স রাগো চ দোসো চ মানো মক্খো চ পাতিতো,
সাসপোরি'ব আরগ্গা তম্হং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।...৪০৭

অনুবাদ : যাঁর আসক্তি, বিদ্বেষ, অহংকার ও কপটতা ছুঁচের আগায় সর্ষের ন্যায় ঝড়ে পড়েছে অর্থাৎ বিনষ্ট হয়েছে, তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

অন্বয় : যস্স রাগো চ দোসো চ মানো মক্খো চ (যাঁর রাগ, দ্বেষ, মান ও কপটতা) আরগ্গা সাসপোরিব পাতিতো (সুচাগ্রে স্থিত সর্ষপের ন্যায় পতিত হয়েছে) তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি (তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি)।

'যস্স রাগো চা'তি ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে মহাপন্থককে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

সেই আয়ুষ্মান (মহাপন্থক) চূলপন্থককে চারিমাসেও একটি গাথা শিখাইতে অসমর্থ হইয়া—'তুমি শাসনে অভব্য, গৃহীভোগও শেষ হইয়াছে এখানে থাকিয়া তোমার লাভ কি। এখান হইতে চলিয়া যাও' বলিয়া বিহার

http://kalpataruboi.org

হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। ভিক্ষুগণ কথা সমুত্থাপিত করিলেন— 'আবুসো, মহাপন্থক স্থবির এই কাজ করিয়াছেন, মনে হয় ক্ষীণাস্রবগণেরও ক্রোধ উৎপন্ন হয়।' শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বিষয় এখন আলোচনা করিতেছ?'

'ভন্তে, এই বিষয়ে।'

'হে ভিক্ষুগণ, ক্ষীণাস্রবগণের রাগাদি ক্লেশ থাকে না। আমার পুত্র মঙ্গলককে সম্মুখে রাখিয়া এবং ধর্মকে সম্মুখে রাখিয়া (অর্থাৎ চূলপন্থকের হিত ও মঙ্গলের কথা ভাবিয়া) এই কাজ করিয়াছে।' ইহা বলিয়া তিনি এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'যাঁহার রাগ, দ্বেষ, অহঙ্কার ও কপটতা সূচ্যগ্র হইতে পতিত সর্ষপের ন্যায় পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৪০৭

অন্বয় : 'আরগ্গা' যাহার রাগাদি ক্লেশ এবং এই পরগুণস্রক্ষণ লক্ষণযুক্ত স্রক্ষ সূচ্যগ্র হইতে পতিত সর্ষপের ন্যায় পরিত্যক্ত হইয়াছে, যেমন সর্ষপ সূচ্যগ্রে স্থিত হইতে পারে না, তদ্রূপ চিত্তে রাগাদি ক্লেশ থাকিতে পারে না, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মহাপন্থক স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

পিলিন্দবচ্ছ স্থবিরের উপাখ্যান—২৫

২৬. অকক্কসং বিঞ্ঞাপণিং গিরং সচ্চং উদীরযে,
যায নাভিসজে কিঞ্চি তম্হং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।...৪০৮

অনুবাদ : লোকে যাতে ক্রুদ্ধ না হয় এমন মধুর, উপদেশপূর্ণ ও সত্যবাক্য যিনি বলেন তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

অন্বয় : যায কিঞ্চি নাভিসজে (যাতে কেউ ক্রুদ্ধ হয় না এমন) অকক্কসং বিঞ্ঞাপণিং (অকর্কশ ও অর্থজ্ঞাপক) সচ্চং গিরং উদীরযে (সত্যবাক্য বলেন) তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি (তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি)।

'অকক্কসং' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে পিলিন্দবচ্ছ স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

সেই আয়ুষ্মান 'আইস বৃষলি, যাও বৃষলি' এইভাবে গৃহী এবং প্রব্রজিত সকলকেই সম্বোধন করিতেন। একদিন অনেক ভিক্ষু শাস্তার নিকট যাইয়া জানাইলেন—'ভন্তে, আয়ুষ্মান পিলিন্দবচ্ছ ভিক্ষুদের বৃষলিবাদের দ্বারা সম্বোধন করিতেছেন।' শাস্তা তখন তাঁহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা

http://kalpataruboi.org

করিলেন—'পিলিন্দবচ্ছ, তুমি নাকি ভিক্ষুদের বৃষলী বল, এই কথা কি সত্য?'

'হ্যাঁ ভন্তে।'

শাস্তা তখন পিলিন্দবচ্ছের পূর্বনিবাস স্মরণ করিয়া ভিক্ষুদের বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা পিলিন্দবচ্ছের উপর রাগ করিও না। হে ভিক্ষুগণ, বচ্ছ দ্বেষবশত ভিক্ষুদের বৃষলী বলে না। বচ্ছ ভিক্ষু বিগত পাঁচশত জন্মে ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, অতএব সুদীর্ঘকাল 'বৃষলী' শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন, ক্ষীণাস্রব ভিক্ষুর কোন কর্কশ বাক্য অন্যদের মর্মপীড়া দিবার জন্য নহে। (দীর্ঘকাল) ব্যবহারবশে আমার পুত্র এইরূপ বলিয়া থাকে।' ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'যিনি অকর্কশ। 'অর্থজ্ঞাপক ও এমন সত্য কথা বলেন যাহার দ্বারা কেহ ক্রুদ্ধ হন না, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৪০৮

অন্বয় : 'অকক্কসং' অকর্কশ। 'বিঞ্ঞাপনিং' অর্থজ্ঞাপক। 'সচ্চং' যাহা ভূত, যাহা সত্য। 'নাভিসজে' যে বাক্যের দ্বারা অন্যের মনে ক্রোধের সঞ্চার না হয়। ক্ষীণাস্রব এইরূপ বাক্যই ভাষণ করেন, তাই তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পিলিন্দবচ্ছ স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

জনৈক স্থবিরের উপাখ্যান—২৬

২৭. যো'ধ দীঘং বা রস্সং বা অণুং থুলং সুভাসুভং,
লোকে অদিন্নং নাদিযতি তম্হং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।...৪০৯

অনুবাদ : যিনি সংসারে দীর্ঘ বা হ্রস্ব, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ, ভাল বা মন্দ এরূপ কোন অপ্রদত্ত বস্তুই গ্রহণ করেন না, তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

অন্বয় : যো ইধ লোকে (যিনি ইহলোকে) দীঘং রস্সং বা (দীর্ঘ বা হ্রস্ব) অণুং থুলং বা (অণু বা স্থূল) সুভাসুভং অদিন্নং নাদিযতি (ভাল বা মন্দ অদত্ত বস্তু গ্রহণ করেন না) তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি (তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি)।

'যোধ দীঘং' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে জনৈক ভিক্ষুকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

শ্রাবস্তীতে জনৈক মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ একদিন শরীরগন্ধ গ্রহণভয়ে উত্তর শাটক খুলিয়া একপাশে রাখিয়া গৃহদ্বারাভিমুখ হইয়া বসিয়াছিলেন। জনৈক ক্ষীণাস্রব ভোজনকৃত্যাবসানে বিহারে যাইবার সময় সেই শাটক দেখিয়া এদিকে-ওদিকে তাকাইয়া কাহাকেও না দেখিয়া 'নিশ্চয়ই ইহার কোন মালিক নাই' মনে করিয়া পাংশুকূল হিসাবে গ্রহণ করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ তাহাকে দেখিয়া আক্রোশ করিতে করিতে সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'মুণ্ডক,

http://kalpataruboi.org

শ্রমণ, তুমি আমার শাটক লইয়াছ।'

'হে ব্রাহ্মণ, ইহা কি আপনার?'

'হ্যাঁ শ্রমণ।'

'আমি কাহাকেও না দেখিয়া পাংশুকূল মনে করিয়া গ্রহণ করিয়াছি, আপনার শাটক আপনিই গ্রহণ করুন।' বলিয়া তাঁহাকে দিয়া বিহারে যাইয়া ভিক্ষুদের ঐ বিষয় জানাইলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া ভিক্ষুগণ কৌতুকবশে তাঁহাকে বলিলেন—'আবুসো, ঐ শাটক কি দীর্ঘ, হ্রস্ব, স্থূল না কোমল (স্নিগ্ধ)।'

'আবুসো, দীর্ঘ হউক বা হ্রস্ব হউক, স্থূল হউক বা সূক্ষ্ম হউক, তাহাতে আমার কোন লোভ ছিল না। আমি পাংশুকূল মনে করিয়াই তাহা গ্রহণ করিয়াছি।' ইহা শুনিয়া ভিক্ষুগণ তথাগতকে এই কথা জানাইলেন—'ভন্তে, এই ভিক্ষু মনে হয় সত্য গোপন করিয়া মিথ্যাই বলিতেছেন।'

শাস্তা বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষু সত্য কথাই বলিতেছেন। ক্ষীণাস্রবগণ পরদ্রব্য গ্রহণ করেন না।' ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'যিনি ইহজগতে দীর্ঘ বা হ্রস্ব, স্থূল বা সূক্ষ্ম, ভাল বা মন্দ (কোন প্রকার) অদত্ত বস্তু গ্রহণ করেন না, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৪০৯

অন্বয় : শাটক এবং আভরণাদি দীর্ঘ হউক বা হ্রস্ব হউক, মণিমুক্তাদি সূক্ষ্ম হউক বা স্থূল হউক, মহার্ঘ্য এবং অল্পার্ঘ্যবশে শুভ হউক বা অশুভ হউক, যে ব্যক্তি ইহজগতে পরদ্রব্য গ্রহণ করেন না, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি—এই অর্থ। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

জনৈক স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

সারিপুত্র স্থবিরের উপাখ্যান—২৭

২৮. আসা যস্স ন বিজ্জন্তি অস্মিং লোকে পরম্হি চ,
নিরাসযং বিসংযুত্তং তম্হং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।...৪১০

অনুবাদ : যাঁর ইহলোকে বা পরলোকে কোনই প্রত্যাশা নেই, যিনি বাসনাহীন ও বন্ধনমুক্ত তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

অন্বয় : অস্মিং লোকে পরম্হি চ (ইহলোকে ও পরলোকে) যস্স আসা ন বিজ্জন্তি (যাঁর কোন আশা বিদ্যমান নেই) নিরাসযং বিসংযুত্তং (যিনি নিরাশ ও বিসংযুক্ত) তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি (তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি)।

http://kalpataruboi.org

'আসা যস্‌সা'তি ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে সারিপুত্র স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

স্থবির একবার পঞ্চশত ভিক্ষুদের পরিবার লইয়া জনপদে এক বিহারে যাইয়া বর্ষাবাস করিয়াছিলেন। লোকেরা স্থবিরকে দেখিয়া বহু বর্ষাবাসিক (চীবর) দিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। স্থবির প্রবারণা শেষে দেখিলেন যে সকল ভিক্ষুর উপযোগী বর্ষাবাসিক চীবরের ব্যবস্থা হয় নাই। তিনি শাস্তার নিকট যাইবার সময় ভিক্ষুদের বলিলেন—'যখন ভক্তরা তরুণ ভিক্ষু এবং শ্রামণেরগণের জন্য বর্ষাবাসিক চীবর আনিবে, সেইগুলি লইয়া পাঠাইয়া দিবে, না আনিলে আমাকে খবর পাঠাইবে।'

এইরূপ বলিয়া শাস্তার নিকট চলিয়া আসিলেন। ভিক্ষুগণ (ধর্মসভায়) কথা উত্থাপন করিলেন—'মনে হয় অদ্যাপি সারিপুত্র স্থবিরের তৃষ্ণা রহিয়া গিয়াছে। তাই লোকেরা বর্ষাবাসিক চীবর দান করিলে নিজের সঙ্গে বসবাসকারী ভিক্ষুদের 'বর্ষাবাসিক পাঠাইয়া দিবে, যদি দান করে আমাকে সংবাদ দিবে' এই কথা বলিয়া চলিয়া আসিয়াছেন।' শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বিষয় আলোচনার জন্য এখন সম্মিলিত হইয়াছ?' 'এই বিষয়ে ভন্তে।' 'হে ভিক্ষুগণ, আমার পুত্রের কোন তৃষ্ণা নাই। মনুষ্যগণের পুণ্য হইতে (অর্থাৎ তাহারা যে চীবরাদি দান করিবে) যাহাতে তরুণ শ্রামণেরগণেরও ধর্মিক লাভের পরিহানি না হয় তাই সারিপুত্র ঐ কথা বলিয়াছে' বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'ইহলোকে ও পরলোকে যাঁহার কোন প্রত্যাশা নাই, যিনি বাসনা ও বন্ধনমুক্ত, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৪১০

অন্বয় : 'আসা' অর্থাৎ তৃষ্ণা। 'নিরাসাসং' বীততৃষ্ণ ব্যক্তিকে। 'বিসংযুত্তং' যিনি সর্বক্লেশ হইতে বিসংযুক্ত তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সারিপুত্র স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

মহামৌদ্‌গল্যায়ন স্থবিরের উপাখ্যান—২৮

২৯. যস্‌সালযা ন বিজ্জন্তি অঞ্ঞায অকথংকথী,
অমতোগধং অনুপ্পত্তং তম্‌হং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।...৪১১

অনুবাদ : যাঁর কোন বাসনা নেই এবং যিনি সম্যকজ্ঞান দ্বারা সংশয় নাশ করে অমৃতপদ লাভ করেছেন তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

অন্বয় : যস্‌স আলযা ন বিজ্জন্তি (যাঁর আলয় অর্থাৎ তৃষ্ণা বিদ্যমান নেই) অঞ্ঞায অকথংকথী (যিনি জ্ঞানের সাহায্যে সংশয় ছেদন করেছেন)

http://kalpataruboi.org

অমতোগধং অনুপ্পত্তং (যিনি অমৃতাবগাহন প্রাপ্ত হয়েছেন) তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি (তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি)।

'যস্সালয়া'তি ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে মহামৌদ্গল্যায়ন স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন। ঘটনা পূর্বের সারিপুত্র উপাখ্যানের সদৃশ। এখানে শাস্তা মহামৌদ্গল্যায়ন স্থবিরের বীততৃষ্ণ ভাবের কথা শুনিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিয়াছিলেন—

'যাঁহার আলয় (তৃষ্ণা) নাই, যিনি জ্ঞানোদয় হেতু সংশয়োত্তীর্ণ, যিনি অমৃতে (ধর্মামৃতে) অবগাহন করিয়াছেন, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৪১১

অন্বয় : এখানে 'আলয়' বলিতে তৃষ্ণাকেই বুঝাইয়াছে। 'অঞ্ঞায় অকথংকথী' অষ্টবস্তুকে যথাযথভাবে জানিয়া অষ্টবস্তুক সংশয়যুক্ত বলিয়া নিঃসংশয়। 'অমতোগধমনুপ্পত্তং' অমৃত হইতেছে নির্বাণ—তাহাতে অবগাহন করিয়া অনুপ্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মহামৌদ্গল্যায়ন স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

রেবত স্থবিরের উপাখ্যান—২৯

৩০. যো'ধ পুঞ্ঞঞ্চ পাপঞ্চ উভো সঙ্গং উপচ্চগা,
অসোকং বিরজং সুদ্ধং তম্হং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।...৪১২

অনুবাদ : যিনি ইহলোকে পাপ ও পুণ্যের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছেন, যিনি শোকহীন, নির্মল ও পূতচরিত্র তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

অন্বয় : ইধ যো পুঞ্ঞঞ্চ পাপঞ্চ উভো সঙ্গং উপচ্চগা (যিনি ইহলোকে পুণ্য ও পাপ উভয় আসক্তি অতিক্রম করেছেন) অসোকং বিরজং সুদ্ধং (যিনি শোকহীন, বিরজ ও শুদ্ধ) তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি (তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি)।

'যোধ পুঞ্ঞঞ্চ' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা পুর্বারামে অবস্থানকালে রেবত স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে ইতিবৃত্ত ধর্মপদের ৯৮ নম্বর গাথা (গামে বা যদি বারঞ্ঞে) বর্ণনার সময় বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে।—(ধর্মপদট্ঠকথা ১/৩৫৮)

পুনরায় একদিন ভিক্ষুগণ এই কথা সমুত্থাপিত করিলে—'অহো শ্রামণেরের কি লাভ, অহো পুণ্য, যিনি একাকী পঞ্চশত ভিক্ষুর জন্য পঞ্চশত কূটাগার নির্মাণ করিয়া ফেলিলেন।' শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বিষয়ে আলোচনার জন্য এখন সম্মিলিত হইয়াছ?' 'এই বিষয়ে ভন্তে।' 'হে ভিক্ষুগণ, আমার পুত্রের পুণ্যও নাই, পাপও নাই। উভয়ই

http://kalpataruboi.org

তাহার প্রহীণ হইয়াছে' বলিয়া এই কথা ভাষণ করিলেন—

'যিনি ইহলোকে পাপ ও পুণ্য উভয়কেই অতিক্রম করিয়া শোকহীন নিষ্পাপ ও শুদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৪১২

অন্বয় : 'উভো'তি পুণ্য এবং পাপ উভয়ই ত্যাগ করিয়াছেন এই অর্থ। 'সঙ্গং' রাগাদিভেদকে সঙ্গ বা আসক্তি বলে। 'উপচ্চগা' অতিক্রান্ত। সংসারবর্তমূলক শোকের অভাবে অশোক, অভ্যন্তরে রাগরজাদির অভাবে বিরজ, উপক্লেশশূন্যতার জন্য শুদ্ধ—তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলি। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রেবত স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

চন্দ্রাভ স্থবিরের উপাখ্যান—৩০

'চন্দং বা'তি ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে চন্দ্রাভ স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

ইহা তাহার আনুপূর্বিক ঘটনা। অতীতে বারাণসীবাসি একজন বণিক 'প্রত্যন্ত প্রদেশে যাইয়া চন্দন আহরণ করিব' বলিয়া বহু বস্ত্র আভরণাদি পঞ্চশত শকটে বোঝাই করিয়া প্রত্যন্ত প্রদেশে যাইয়া গ্রামদ্বারে অবস্থান করিয়া অটবীতে রাখাল বালকদের জিজ্ঞাসা করিলেন—'এই গ্রামে পর্বতপাদকর্মিক কোন লোক আছে কি?' 'হ্যাঁ আছে।'

'তাহার নাম কি?'

'এই নাম।'

'তাহার ভার্যা বা পুত্রের নাম কি?'

'এই এই নাম।'

'তাহার বাড়ি কোথায়?'

'ঐ স্থানে।'

বণিক তাহাদের দ্বারা প্রদত্ত স্থান-সংজ্ঞা অনুসরণ করিবার জন্য একটি সুখকর শকটে আরোহণ করিয়া ঐ ব্যক্তির গৃহদ্বারে যাইয়া শকট হইতে অবতরণ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া ভার্যার নাম (যাহা বালকেরা বলিয়াছে) ধরিয়া ডাকিলেন। 'কোন জ্ঞাতি হইবেন' মনে করিয়া সেই রমণী দ্রুতবেগে আসিয়া বসিবার আসন দিলেন। তিনি আসনে বসিয়া নিজের নাম বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আমার বন্ধু কোথায়?'

'প্রভু, তিনি অরণ্যে গিয়াছেন।'

'আমার ঐ পুত্র, ঐ কন্যা কোথায়?' বলিয়া সকলের নাম কীর্তন করিয়া

http://kalpataruboi.org

জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন—

'এই সকল বস্ত্রাভরণ তাহাদের দিবেন, আমার বন্ধু অটবী হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে এই সকল বস্ত্রাভরণ দিবেন।' বলিয়া সমস্তই তাঁহাকে দিলেন। রমণী তাঁহার প্রভুত সৎকার করিয়া স্বামী ফিরিয়া আসিলে বলিলেন—'স্বামিন, ইনি আসিয়াই সকলের নাম ধরিয়া ডাকিলেন এবং এই সকল বস্ত্রাভরণ দিয়াছেন।' স্বামীও আগন্তুকের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিলেন।

সায়াংকালে শয্যায় উপবিষ্ট হইয়া বণিক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'সৌম্য, পর্বতপাদে বিচরণ করার সময় আপনি কি কি জিনিস দেখিয়া থাকেন?'

'বিশেষ কিছু না দেখিলেও বহু রক্তবর্ণের শাখাসমন্বিত বৃক্ষ দেখিয়া থাকি।'

'অনেক বৃক্ষ?'

'হ্যাঁ, অনেক।'

'তাহা হইলে আমাদের দেখান' বলিয়া তাঁহার সহিত যাইয়া রক্তচন্দন বৃক্ষসমূহ ছেদন করিয়া পঞ্চশত শকট পূর্ণ করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় তাঁহাকে বলিলেন—'সৌম্য, বারাণসীতে অমুক স্থানে আমার গৃহ। সময় সময় আমার কাছে অবশ্যই আসিবেন। আমার জন্য অন্য কোন উপহার আনিতে হইবে না, কিন্তু রক্তচন্দনবৃক্ষই সঙ্গে লইয়া আসিবেন।' তিনি 'বেশ তাহাই হউক' বলিয়া তিনি (বারাণসীতে) মাঝে মাঝে যাইতেন এবং যাইবার সময় রক্তচন্দনই লইয়া যাইতেন। বণিকও তাঁহাকে প্রচুর ধন প্রদান করিতেন।

তারপর এক সময় ভগবান কাশ্যপ বুদ্ধ পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার জন্য কাঞ্চনস্তূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই প্রত্যন্তবাসি ব্যক্তিও বহু চন্দন লইয়া বারাণসীতে আসিলেন। তখন তাঁহার সেই বন্ধু বণিক বহু চন্দন পেষণ করাইয়া পাত্র পূর্ণ করিয়া বন্ধুকে বলিলেন—'সৌম্য, আসুন, যতক্ষণ পর্যন্ত না ভাত রান্না হইতেছে আমরা চৈত্যকরণস্থানে যাইয়া ফিরিয়া আসিব' বলিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইয়া চন্দনপূজা করিলেন। সেই প্রত্যন্তবাসিও চৈত্যের অভ্যন্তরে চন্দনের দ্বারা একটি চন্দ্রমণ্ডল করিয়া দিলেন। ইহাই তাঁহার পূর্বকর্ম।

তিনি সেইস্থান হইতে চ্যুত হইয়া দেবলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া এক বুদ্ধান্তরকাল সেখানেই অবস্থান করিয়া বর্তমান বুদ্ধের উৎপত্তিকালে রাজগৃহ নগরে প্রখ্যাত ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার নাভিমণ্ডল হইতে চন্দ্রমণ্ডলসদৃশ প্রভা নির্গত হইতেছিল বলিয়া তাঁহার নাম রাখা হয় চন্দ্রাভ। (কাশ্যপ বুদ্ধের) চৈত্যে চন্দ্রমণ্ডল অঙ্কন করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া সেই

http://kalpataruboi.org

সুকর্মের ফলে তাঁহার দেহ হইতে চন্দ্রপ্রভা নির্গত হইতেছে। ব্রাহ্মণগণ চিন্তা করিলেন— 'ইহাকে সঙ্গে লইয়া আমরা পৃথিবীকেও খাইতে সক্ষম হইব অর্থাৎ পৃথিবী জয় করিতে পারিব।' তাহাকে যানে বসাইয়া 'যে ইহার শরীর হাত দিয়া স্পর্শ করিবে সে এই এই ঐশ্বর্য লাভ করিবে' বলিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। একশত বা এক সহস্র মুদ্রা দিলে লোকে তাহার শরীর স্পর্শ করিতে পারিত। তাঁহারা এইভাবে বিচরণ করিতে করিতে শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হইয়া নগর এবং বিহারের মধ্যস্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রাবস্তীতে পঞ্চকোটি আর্যশ্রাবক পূর্বাহ্নে দান দিয়া অপরাহ্নে গন্ধ-মালা-বস্ত্র-ভৈষজ্যাদি হাতে লইয়া ধর্মশ্রবণের জন্য বিহারে যাইতেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— 'কোথায় যাইতেছেন?'

'শাস্তার নিকট ধর্মশ্রবণ করিতে যাইতেছি।'

'আসুন, ওখানে গিয়া কি করিবেন? আমাদের চন্দ্রাভ ব্রাহ্মণের প্রভাব অন্য কাহারও নাই। ইহার শরীর স্পর্শ করিলে এই এই লাভ হয়। আসুন দেখুন।'

'আপনাদের চন্দ্রাভ ব্রাহ্মণের কিই বা প্রভাব, আমাদের শাস্তাই মহাপ্রভাবশালী।' তাঁহারা পরস্পরকে বুঝাইতে না পারিয়া বিহারে যাইয়া জানিব চন্দ্রাভের প্রভাব বেশি, না আমাদের শাস্তার প্রভাব বেশি' বলিয়া চন্দ্রাভকে লইয়া বিহারে আসিলেন।

শাস্তা চন্দ্রাভ তাঁহার নিকট আসিবা মাত্র চন্দ্রাভের আভা অন্তর্ধান করিয়া দিলেন। চন্দ্রাভ শাস্তার নিকট অঙ্গারস্তূপে কাকের ন্যায় প্রতিভাত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে অন্যদিকে সরাইয়া লইয়া গেলে তাঁহার আভা পূর্ববৎ হইয়া গেল। পুনরায় শাস্তার নিকট আনয়ন করা হইল। আভা তদ্রূপ অন্তর্ধান করিল। এইভাবে তিনবার যাইয়া আভা অন্তর্হিত হইতেছে দেখিয়া চন্দ্রাভ চিন্তা করিলেন—'মনে হয় ইনি আভাকে অন্তর্ধান করার মন্ত্র জানেন।' তিনি শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

'আপনি কি আভার অন্তর্ধানমন্ত্র জানেন?'

'হ্যাঁ, জানি।'

'তাহা হইলে আমাকে (ঐ মন্ত্র) দিন।'

'প্রব্রজিত না হইলে দেওয়া সম্ভব নহে।'

চন্দ্রাভ ব্রাহ্মণদের বলিলেন—'ইহার নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিলে আমি সকল জম্বুদ্বীপে শ্রেষ্ঠ হইব। আপনারা এখানে অবস্থান করুন। আমি প্রব্রজিত হইয়া কয়েকদিনের মধ্যে মন্ত্র শিখিয়া লইব।' তিনি শাস্তার নিকট প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিয়া উপসম্পন্ন হইলেন। তখন (শাস্তা তাঁহাকে) দ্বাত্রিংশাকার শিক্ষা দিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'ইহা কি?'

http://kalpataruboi.org

'ইহা মন্ত্রপাঠের প্রস্তুতিকরণ।' ব্রাহ্মণগণও মাঝে মধ্যে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন—'তুমি মন্ত্র শিখিয়াছ কি?'

'না, এখনও পারিনি।' তিনি কিছুদিনের মধ্যে অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন এবং ব্রাহ্মণগণ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাদের বলিলেন—'আপনারা যান, আমি এখন অনাগমনধর্ম প্রাপ্ত হইয়াছি।' ভিক্ষুগণ তথাগতকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, মনে হয় ইনি সত্য বলিতেছেন না।' শাস্তা বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, আমার পুত্র চন্দ্রাভ এখন ক্ষীণাস্রব (অর্হৎ), সে যাহা সত্য তাহাই বলিতেছে।' বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'যিনি চন্দ্রের ন্যায় বিমল, শুদ্ধ, প্রসন্ন, অনাবিল, যাঁহার নন্দী (আসক্তি) ও ভব (অস্তিত্ব) পরিক্ষীণ হইয়াছে, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৪১৩

অন্বয় : 'বিমলং' অভ্রাদি মলরহিত। 'সুদ্ধং' নিরুপক্লেশ। 'বিপ্পসন্নং' প্রসন্নচিত্ত। 'অনাবিলং' ক্লেশরূপ আবিলতারহিত। 'নন্দীভবপরিক্খীনং' ত্রিলোকে যাহার তৃষ্ণা পরিক্ষীণ হইয়াছে—তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

চন্দ্রাভ স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

সীবলী স্থবিরের উপাখ্যান—৩১

৩১. চন্দং'ব বিমলং সুদ্ধং বিপ্পসন্নমনাবিলং,
নন্দী-ভব-পরিক্খীণং তম্হং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।...৪১৩

অনুবাদ : যিনি চন্দ্রের ন্যায় নির্মল, শুদ্ধ, প্রসন্নচিত্ত ও নিষ্পাপ, যাঁর জাগতিক বিষয় বাসনার অবসান হয়েছে, তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

অন্বয় : চন্দং ইব বিমলং সুদ্ধং বিপ্পসন্ন অনাবিলং (যিনি চন্দ্রের ন্যায় বিমল, শুদ্ধ, প্রসন্ন ও পাপরহিত) নন্দীভাব-পরিক্খীণং (যাঁর নন্দি ও ভব অর্থাৎ আসক্তি ও অস্তিত্ব ক্ষীণ হয়েছে) তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি (তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি)।

'যো ইমং'তি ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা কুণ্ডকোলির নিকটে কুণ্ডধানবনে অবস্থানকালে সীবলী স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

একসময় সুপ্রবাসা নাম্নী কোলিয়কন্যা সপ্তবর্ষ গর্ভ ধারণ করিয়া সপ্তাহ যাবত গর্ভ আসিয়া গর্ভদ্বারে বর্তমান থাকিলে তীব্র কটুক দুঃখ বেদনার দ্বারা অভিভূত হইলে তিন প্রকার বিতর্কের দ্বারা সেই দুঃখ সহ্য করিতে থাকেন। (সেই তিন প্রকার বিতর্ক হইতেছে) :

১. সম্যকসম্বুদ্ধ ভগবান যিনি এইরূপ দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের জন্য ধর্মদেশনা করিয়া থাকেন।

http://kalpataruboi.org

২. ভগবানের শ্রাবকসঙ্ঘ সুপ্রতিপন্ন যাহা এইরূপ দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের জন্য প্রতিপন্ন।

৩. সেই নির্বাণ কত সুখের সেখানে এইরূপ দুঃখ বিদ্যমান থাকে না। তারপর স্বামীকে 'শাস্তার নিকট প্রেরণ করিয়া তাঁহার বচনের দ্বারা শাস্তাকে বন্দনা করিতে বলিলেন। সুপ্রবাসার হইয়া স্বামী শাস্তাকে বন্দনা করিলে শাস্তা বলিলেন—'কোলিয়দুহিতা সুপ্রবাসা সুখিনী হউক, নীরোগ থাকিয়া রোগহীন পুত্রের জন্ম প্রদান করুক।' শাস্তা এই কথার সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রবাসা সুখিনী ও নীরোগ হইয়া রোগহীন পুত্রের জন্ম দিয়া বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়া সপ্তাহকাল যাবত মহাদান দিলেন। তাঁহার পুত্রও জাতদিবস হইতে আরম্ভ করিয়া ধর্মকরণ্ডক লইয়া ভিক্ষুসঙ্ঘের জন্য জল ছাঁকিলেন। পরে তিনি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রব্রজিত হইলেন এবং অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইলেন।

একদিন ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় এই কথা উত্থাপিত করিলেন—'আবুসো, দেখুন। এইরূপ অর্হত্ত্বের উপনিশ্রয়সম্পন্ন ভিক্ষু এত দীর্ঘকাল (অর্থাৎ সাত বৎসর সাত দিন) মাতৃগর্ভে দুঃখভোগ করিয়াছেন। অধিক আর কি বলিব। তিনি অনেক দুঃখ (সাগর) জয় করিয়াছেন।' শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি কথা আলোচনা করিতে এখন সমবেত হইয়াছ?

'এই বিষয়ে ভন্তে।'

'হ্যাঁ ভিক্ষুগণ, আমার পুত্র এত দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া এখন নির্বাণ প্রত্যক্ষ করিয়া অবস্থান করিতেছে।' ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'(মুক্তির) পরিপন্থী, দুর্গম ও সংসার মোহ অতিক্রম করিয়া যিনি উত্তীর্ণ, পারগত, ধ্যায়ী, নিষ্কলুষ, নিঃসংশয়, উপাদানরহিত ও নিবৃত (অনাসক্ত) হইয়াছেন, তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৪১৪

অন্বয় : যে ভিক্ষু এই দুর্জয় রাগ (আসক্তি), দুর্দমনীয় ক্লেশ, সংসারবর্ত, চারি আর্যসত্যের অজ্ঞানরূপ মোহের অতীত হইয়াছেন, যিনি চারি ওঘ উত্তীর্ণ হইয়া পরপারে (অর্থাৎ নির্বাণ) উপস্থিত হইয়াছেন, যিনি দুই প্রকার ধ্যানের (শমথ ও বিদর্শন) ধ্যায়ী, তৃষ্ণার অভাবে যিনি বীততৃষ্ণ (বীতকলুষ), যিনি কথং কথার অভাবে অকথংকথী (অর্থাৎ যিনি নিঃসংশয়), উপাদানসমূহের অভাবে যিনি উপাদানরহিত ও ক্লেশনির্বাণের (ক্লেশ ধ্বংসের) দ্বারা নির্বৃত, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সীবলী স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

http://kalpataruboi.org

সুন্দরসমুদ্দ স্থবিরের উপাখ্যান—৩২

৩২. যো ইমং পলিপথং দুগ্‌গং সংসারং মোহমচ্চগা,
তিণ্ণো পারগতো ঝাযী অনেজো অকথংকথী,
অনুপাদায নিব্বুতো তম্‌হং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।...৪১৪

অনুবাদ : মুক্তির পরিপন্থী দুর্গম সংসার মোহ অতিক্রম করে যিনি পরপারে উত্তীর্ণ হয়েছেন, সেই ধ্যানশীল, নিষ্কলুষ, সংশয়হীন, অনাসক্ত ও নির্বাণপ্রাপ্ত পুরুষকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

অন্বয় : ইমং পলিপথং দুগ্‌গং সংসারং মোহং অচ্চগা (পরিপন্থী, দুর্গম, সংসার মোহ উত্তীর্ণ হয়ে) যো তিণ্ণো পারগতো (যিনি উত্তীর্ণ ও পারগত) ঝাযী (ধ্যানী) অনেজো অকথংকথী (নিষ্কলুষ ও সংশয়হীন) অনুপাদায নিব্বুতো (উপাদানরহিত ও নিবৃত হয়েছেন) তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি (তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি)।

'যো চ কামে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে সুন্দরসমুদ্দ স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

শ্রাবস্তীতে সুন্দরসমুদ্দ কুমার নামক জনৈক কুলপুত্র চল্লিশ কোটি বৈভবসম্পন্ন মহাকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি একদিন অপরাহ্নে গন্ধমালাদি হস্তে লইয়া জনগণকে ধর্মশ্রবণের জন্য জেতবনে যাইতে দেখিয়া 'কোথায় যাইতেছেন?' জিজ্ঞাসা করিয়া 'শাস্তার নিকট ধর্মশ্রবণ করিতে যাইতেছি' শুনিয়া 'আমিও যাইব' বলিয়া তাহাদের সহিত যাইয়া পরিষদের একপার্শ্বে যাইয়া বসিলেন। শাস্তা তাঁহার আশয় বুঝিতে পারিয়া আনুপূর্বিক কথা (অর্থাৎ দানকথা, শীলকথা ইত্যাদি) ভাষণ করিলেন। তিনি 'সংসারে বাস করিয়া শঙ্খলিখিত ব্রহ্মচর্য পালন করা সম্ভব নহে' ইত্যাদি শাস্তার ধর্মকথা শুনিয়া প্রব্রজ্যা লাভের জন্য উৎসাহী হইলেন এবং পরিষদের সকলে চলিয়া গেলে শাস্তার নিকট যাইয়া প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিয়া 'মাতাপিতা কর্তৃক অননুজ্ঞাত ব্যক্তিকে তথাগতগণ প্রব্রজিত করেন না' শুনিয়া গৃহে যাইয়া রাষ্ট্রপাল কুলপুত্রগণের ন্যায় বহু চেষ্টা করিয়া মাতাপিতার অনুমতি লইলেন এবং শাস্তার নিকট প্রব্রজিত হইয়া উপসম্পদা লাভ করিয়া 'আমার এখানে থাকিয়া লাভ কি?' চিন্তা করিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাজগৃহে যাইয়া ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবনধারণ করিতে লাগিলেন।

একদিন শ্রাবস্তীতে তাঁহার মাতাপিতা এক উৎসবের দিনে মহা শ্রীসৌভাগ্য সহকারে পুত্রের বন্ধুদের ক্রীড়া করিতে দেখিয়া 'আমাদের পুত্রের ইহা দুর্লভ হইয়াছে' বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সেই মুহূর্তে এক গণিকা সেই পরিবারে যাইয়া (সুন্দরসমুদ্দ কুমারের) মাতাকে রোদন করিতে দেখিয়া

http://kalpataruboi.org

সেখানে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'মা, আপনি কাঁদিতেছেন কেন?'

'পুত্রের কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিতেছি।'

'মা, আপনার সেই পুত্র কোথায়?'

'ভিক্ষুদের নিকট প্রব্রজিত হইয়াছে।'

'তাহাকে কি ফিরাইয়া আনা যায় না?'

'পারা যায়, তবে সে ইচ্ছা করে না। এইখানে প্রব্রজিত হইয়া রাজগৃহে গিয়াছে।'

'যদি আমি তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারি আমাকে কি দিবেন।'

'তোমাকে আমরা এই পরিবারে কুলবধূ করিব।'

'তাহা হইলে আমাকে যাতায়াতের খরচ দিন' বলিয়া তাহা লইয়া অনেক দলবল লইয়া রাজগৃহে যাইয়া সুন্দরসমুদ্দ স্থবির কোন রাস্তা দিয়া ভিক্ষা করিতে যায় ঠিক করিয়া সেখানেই একটি বাসস্থান ঠিক করিয়া সকাল সকাল উত্তম আহার প্রস্তুত করিয়া স্থবির পিণ্ডপাতের জন্য প্রবিষ্ট হইলে তাঁহাকে ভিক্ষা দিয়া কিছুদিন পরে 'ভন্তে, এখানে বসিয়াই ভোজনকৃত্য সম্পাদন করুন' বলিয়া তাঁহার হস্ত হইতে পাত্র গ্রহণ করিল। তিনি পাত্র দিলেন।

তারপর তাঁহাকে উত্তম আহার পরিবেশন করিয়া 'ভন্তে, এখানেই ত আপনি ভালভাবে পিণ্ডপাত করিতে পারেন' বলিয়া কিছুদিন অলিন্দে বসাইয়া ভোজন করাইয়া কিছু বালককে পিষ্টক দিয়া প্রলুব্ধ করিয়া বলিল—'তোমরা এই ভিক্ষু আসিলে আমি বারণ করা সত্ত্বেও ধুলা ছড়াইবে।' পরের দিন ভোজনকালে স্থবির উপস্থিত হইলে বালকেরা ধুলা ছড়াইতে লাগিল—গণিকা বারণ করিলেও তাহারা শুনিল না। পরের দিন গণিকা স্থবিরকে বলিল—'ভন্তে, বালকেরা আমি বারণ করা সত্ত্বেও আমার কথা না শুনিয়া এখানে ধুলা ছড়াইতেছে, আপনি বরং আমার ঘরের ভিতরে বসুন' বলিয়া কিছুদিন ঘরের ভিতরে বসাইয়া তাঁহাকে ভোজন করাইলেন। পুনরায় বালকদের একত্রিত করিয়া গণিকা বলিল— 'স্থবিরের ভোজকালে আমি বারণ করা সত্ত্বেও তোমরা জোরে জোরে শব্দ করিবে।' তাহারা তাহাই করিল। পরের দিন গণিকা স্থবিরকে বলিল—'ভন্তে, এখানে খুব শব্দ হয়, বালকেরা আমি বারণ করা সত্ত্বেও আমার কথা শুনে না। চলুন, প্রাসাদের উপরে যাইয়া বসিবেন' বলিয়া স্থবির সম্মতি প্রদান করিলে স্থবিরকে সম্মুখে রাখিয়া প্রাসাদে আরোহণ করিবার সময় সমস্ত দরজা বন্ধ করিয়াই আরোহণ করিলেন। স্থবিরের সুনাম ছিল যে তিনি 'সপদানচারিক' অর্থাৎ পিণ্ডপাতের সময় কোন গৃহ বাদ দেন না। এইরূপ হওয়া সত্ত্বেও তিনি রসতৃষ্ণায় বদ্ধ হইয়া গণিকার কথামত সপ্তভূমিক প্রাসাদে আরোহণ করিলেন।

গণিকা স্থবিরকে বসাইয়া—'সৌম্য, পূর্ণমুখ, নারীরা চল্লিশটা উপায়ে

http://kalpataruboi.org

পুরুষকে প্রলুব্ধ করে—তাহারা বিজৃম্ভণ করে, দেহ অবনত করিয়া নিজের পৃষ্ঠদেশ দেখায়, অঙ্গসঞ্চালন দ্বারা নানারূপ হাবভাব প্রকাশ করে, লজ্জার ভাণ করিয়া কবাট বা ভিত্তির অন্তরালে লুকায়, নখে নখ ঘর্ষণ করে, এক পদের উপর অন্য পদ রাখে, কাঠি দিয়া মাটিতে দাগ কাটে, ছেলেকে একবার উপরে তুলিয়া, একবার নীচে নামাইয়া নাচায়, তাহাকে খেলা দেয় ও খেলা করায়, তাহাকে চুমা দেয় ও তাহার চুমা খায়, তাহাকে খাওয়ায় ও নিজে খায়, তাহাকে কিছু দেয় এবং তাহার কাছে কিছু চায়, ছেলে যাহা করে নিজে তাহার অনুকরণ করে, কখনও উচ্চস্বরে কথা কয়, কখনও মৃদুস্বরে কথা কয়, কখনও নির্জনে কথা কয়, কখনও জনমধ্যে কথা কয়, নৃত্য-গীত-বাদ্য-ক্রন্দন-বিলাস-ভূষণ দ্বারা মন ভুলায়, অট্টহাস্য করে, (খল) নায়কের প্রতীক্ষায় তাকাইয়া থাকে, কোমর দুলায়, নিতম্বদেশ সঞ্চালন করে, উরুদেশ হইতে আবরণ খুলিয়া লয়, আবার আবরণ টানিয়া উরুদেশ ঢাকে, স্তন খুলিয়া দেখায়, বক্ষ খুলিয়া দেখায়, নাভি খুলিয়া দেখায়, চক্ষু নিমীলন করে, ভ্রূ টানিয়া তুলে, ওষ্ঠ দংশন করে, জিহ্বা বাহির করিয়া একবার নীচে নামায়, একবার উপরে তুলে, জিহ্বা দ্বারা অধরোষ্ঠ লেহন করে, বস্ত্র খুলিয়া ফেলে, আবার বস্ত্র কশিয়া পরে, চুল খোলে, আবার চুল বান্ধে।'[৩৯] এইভাবে প্রচলিত স্ত্রীচরিত্র ও স্ত্রীলীলা প্রদর্শন করিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই গাথাটি ভাষণ করিল—

'অলক্তক চরণযুগল পাদুকায় অবস্থিত গণিকা পাদুকা হইতে নামিয়া আসিল এবং (জোড়হস্তে মধুরবাক্যে মৃদুহাস্যে বলি—) তুমিও তরুণ, আমিও তরুণী। যখন উভয়ে জীর্ণ হইব, যষ্টির উপর ভর করিয়া চলিব, তখন উভয়ে প্রব্রজিত হইব।' (থেরগাথা-৪৫৯, ৪৬২)

'অহো আমি না বুঝিয়া অন্যায় করিয়াছি' এইভাবে স্থবিরের মহাসংবেগ উৎপন্ন হইল। সেই মুহূর্তে শাস্তা পঁয়তাল্লিশ যোজন দূরে জেতবনে উপবিষ্ট হইয়াই (সুন্দরসমুদ্দের) দুর্দশা দেখিয়া স্মিত হাসিলেন। তখন আনন্দ স্থবির তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, আপনার এই স্মিত হাসির কি কারণ?'

'আনন্দ, রাজগৃহ নগরে সপ্তভূমিক প্রাসাদের উপরে সুন্দরসমুদ্দ ভিক্ষু এবং গণিকার সংগ্রাম উপস্থিত।'

'ভন্তে, কাহার জয় হইবে, কাহার পরাজয়?'

শাস্তা—'আনন্দ, সুন্দরসমুদ্দের জয় হইবে, গণিকার পরাজয় হইবে' এইভাবে স্থবিরের জয় ঘোষণা করিয়া সেখানে উপবিষ্ট অবস্থাতেই স্বীয় অবভাস বিচ্ছুরিত করিয়া স্থবিরকে বলিলেন—'হে ভিক্ষু, উভয় প্রকার কাম পরিত্যাগ

[৩৯]। কুণালজাতক (৫৩৬) দ্রষ্টব্য।

http://kalpataruboi.org

করিয়া নিজেকে তৃষ্ণামুক্ত কর।' বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'যিনি ইহলোকে বাসনা পরিহারপূর্বক অনাগারিক হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি কাম ও ভব (পুনর্জন্ম) ক্ষীণ করিয়াছেন, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৪১৫

অন্বয় : যে ব্যক্তি ইহলোকে উভয় প্রকার কাম পরিত্যাগ করিয়া অনাগারিক হইয়া প্রব্রজিত হন, সেই পরিক্ষীণ কাম ও পরিক্ষীণ ভবযুক্ত ব্যক্তিকে আমি ব্রাহ্মণ বলি।

দেশনাবসানে সেই স্থবির অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইয়া ঋদ্ধিবলে আকাশে উঠিয়া গৃহের কর্ণিকামণ্ডল ভেদ করিয়া শাস্তার দেহের স্তুতি করিতে করিতে আসিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিলেন। ধর্মসভায়ও এই কথা উঠিল—'আবুসো, জিহ্বাবিজ্ঞেয় রসের কারণে সুন্দরসমুদ্দ স্থবিরের মন নষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু শাস্তা তাঁহার আশ্রয় হইলেন।' শাস্তা ইহা শুনিয়া—'হে ভিক্ষুগণ, শুধু এইবারেই নহে, পূর্বেও আমি রসতৃষ্ণায় আবদ্ধমন এই ব্যক্তির আশ্রয় হইয়াছিলাম।' বলিলে ভিক্ষুদের দ্বারা যাচিত হইয়া সেই বিষয় প্রকাশ করিবার জন্য অতীত আহরণ করিয়া এককনিপাতের 'বাতমৃগজাতক' (জাতক সংখ্যা-১৪) বর্ণনাকালে এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'গৃহে কিংবা বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে মনকে প্রলুব্ধ করিতে জিহ্বার লালসার সমান কোন পাপ নাই। মধুর লালসায় বাতমৃগ গহন কানন ছাড়িয়া সঞ্জয়ের নিকট বন্দী হইয়াছিল।' এইভাবে বাতমৃগজাতক বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়া শাস্তা জাতকের সমবধান করিয়া বলিলেন—'তখন সুন্দরসমুদ্দ ছিল সেই বাতমৃগ। এই গাথা বলিয়া তাহার মুক্তিদাতা ছিলাম রাজার মহামাত্য আমি।'

সুন্দরসমুদ্দ স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

জটিল স্থবিরের উপাখ্যান—৩৩

৩৩. যো'ধকামে পহত্বান অনাগারো পরিব্বজে,
কামভবপরিক্খীণং তম্হং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।...৪১৫

অনুবাদ : যিনি সংসারে কামনা-বাসনা পরিত্যাগপূর্বক অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন, যাঁর জাগতিক বাসনাসমূহ সমূলে বিনষ্ট হয়েছে তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

অন্বয় : ইধ যো কামে পহত্বান (যিনি ইহলোকে কাম পরিহারপূর্বক) অনাগারো পরিব্বজে (অনাগারিক হয়ে প্রব্রজ্যা নিয়েছেন) কাম-ভব-পরিক্খীণং (এবং ভবের কামনা ক্ষয় করেছেন) তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি (তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি)।

http://kalpataruboi.org

'যোধ তণ্হং'তি ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে জটিল স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

ইহার আনুপূর্বিক কথা নিম্নরূপ :

অতীতে বারাণসীতে কুটুম্বিক দুই ভ্রাতা বিশাল ইক্ষুক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। একদিন কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইক্ষুক্ষেত্রে যাইয়া 'একটি জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে দিব এবং অপরটি আমার হইবে' চিন্তা করিয়া দুইখানি ইক্ষু লইয়া যাহাতে (কর্তিত) ছিন্নস্থান হইতে রস বহির্গত না হয় তজ্জন্য ঐ স্থান বাঁধিয়া লইয়া চলিলেন। তখনকার দিনে যন্ত্রের দ্বারা ইক্ষুর রস নিষ্কাসন করা হইত না। ইক্ষুর অগ্রভাগে বা নিম্নভাগে ছেদন করিয়া উপুড় করিয়া ধরিলে রস স্বয়ংই নির্গত হইত যেন কমণ্ডলু হইতে জলধারা পতিত হইতেছে। তিনি যখন ক্ষেত্র হইতে ইক্ষু লইয়া ফিরিতেছিলেন তখন গন্ধমাদন পর্বতে প্রত্যেকবুদ্ধ সমাপত্তি (ধ্যান) হইতে উঠিয়া—'অদ্য কে আমার দ্বারা অনুগৃহীত হইবে' চিন্তা করিলে তিনি তাঁহার জ্ঞানজালে প্রবিষ্ট এবং তিনি তাঁহাকে সেবা করিতেও সক্ষম দেখিয়া পাত্রচীবর লইয়া ঋদ্ধি প্রভাবে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তিনি তাঁহাকে (প্রত্যেকবুদ্ধকে) দর্শন করিবামাত্র প্রসন্ন হইলেন এবং উত্তরশাটক উঁচু ভূমিতে বিছাইয়া দিয়া 'ভন্তে এখানে বসুন' বলিয়া প্রত্যেকবুদ্ধকে বসাইয়া 'পাত্র আমাকে দিন' বলিয়া ইক্ষুর বন্ধনস্থান খুলিয়া পাত্রের উপর ধরিলেন। রস নির্গত হইয়া ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ করিল। প্রত্যেকবুদ্ধ সেই রস পান করিলেন দেখিয়া তিনি ভাবিলেন—'আর্য (প্রত্যেকবুদ্ধ) ভালভাবেই রস পান করিয়াছেন। যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মূল্য চান মূল্য দিব, দানের ভাগ যদি চান তাহাও দিব' এবং 'ভন্তে, পাত্র আমাকে দিন' বলিয়া দ্বিতীয় ইক্ষুখণ্ড হইতে রস নিষ্কাসিত করিয়া তাঁহাকে দিলেন। 'আমার ভ্রাতা ইক্ষুক্ষেত্র হইতে অন্য ইক্ষু লইয়া যাইবেন এইরূপ প্রবঞ্চনা চিত্ত তাঁহার মনেও স্থান পায়নি। প্রত্যেকবুদ্ধ প্রথম ইক্ষুরস পান করিয়াছেন বলিয়া দ্বিতীয় ইক্ষুরস অন্যদের সহিত ভাগ করিয়া খাইতে ইচ্ছুক হইয়া তাহা গ্রহণ করিয়া বসিয়া থাকিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রত্যেকবুদ্ধের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া মঞ্চ প্রতিষ্ঠিতের দ্বারা তাঁহাকে বন্দনা করিয়া এই প্রার্থনা করিলেন—'ভন্তে, আমি যে অগ্ররস আপনাকে প্রদান করিয়াছি তাহার পুণ্য প্রভাবে যেন আমি দেবমনুষ্যলোকে সুখসম্পত্তি লাভ করিয়া পরিশেষে আপনি যে ধর্ম (অর্থাৎ অর্হত্ত্ব বা বুদ্ধত্ব) লাভ করিয়াছেন তাহা লাভ করিতে পারি।' প্রত্যেকবুদ্ধও 'তাহাই হউক' বলিয়া 'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক...' ইত্যাদি দুইটি গাথার দ্বারা অনুমোদন করিয়া যাহাতে কনিষ্ঠভ্রাতা সব দেখিতে পান এই অধিষ্ঠান করিয়া আকাশ পথে গন্ধমাদনে যাইয়া পঞ্চশত প্রত্যেকবুদ্ধকে সেই রস প্রদান করিলেন। (কনিষ্ঠ সমস্তই দেখিতে পাইলেন)

http://kalpataruboi.org

কনিষ্ঠ এই প্রাতিহার্য দেখিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'কোথায় গিয়াছিলে?'

'ইক্ষুক্ষেত্র দেখিতে গিয়াছিলাম।'

'এইভাবে ইক্ষুক্ষেত্র যাইয়া লাভ কি?

একটি দুইটি ইক্ষুযষ্টি আমি আনিতেছিলাম। কিন্তু একজন প্রত্যেকবুদ্ধকে দেখিয়া আমার ইক্ষুযষ্টি হইতে তাঁহাকে রস প্রদান করিলাম। তারপর 'প্রয়োজন হইলে মূল্য বা পুণ্যাংশ প্রদান করিব' ভাবিয়া আপনার ইক্ষুযষ্টি হইতেও রস তাঁহাকে প্রদান করিলাম। এখন বলুন ইহার মূল্য লইবেন না পুণ্যাংশ গ্রহণ করিবেন।'

'প্রত্যেকবুদ্ধ কি করিলেন?'

'আমার ইক্ষুযষ্টির রস পান করিয়া আপনার ইক্ষুযষ্টির রস গ্রহণ করিয়া আকাশপথে গন্ধমাদনে যাইয়া তাহা পঞ্চশত প্রত্যেকবুদ্ধকে ভাগ করিয়া দিলেন।' কনিষ্ঠ যখন এইভাবে সব বর্ণনা করিতেছিলেন তাহা শুনিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতা নিরন্তর আনন্দে আপ্লুত হইলেন (তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল) এবং প্রার্থনা করিলেন 'আমি যেন প্রত্যেকবুদ্ধ যে ধর্ম লাভ করিয়াছেন তাহা লাভ করিতে পারি।' এইভাবে কনিষ্ঠ যখন তিন প্রকার সম্পত্তি প্রার্থনা করিয়াছেন, তিনি একেবারে অর্হত্ত্ব লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা নিবেদন করিলেন। ইহাই তাঁহাদের পুর্বজন্ম কথা।

তাঁহারা আয়ুষ্কাল পর্যন্ত অবস্থান করিয়া আয়ুশেষে সেখান হইতে চ্যুত হইয়া দেবলোকে উৎপন্ন হইয়া এক বুদ্ধান্তরকাল অতিবাহিত করিলেন। তাঁহারা যখন দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া বন্ধুমতী নগরে এক কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন—জ্যেষ্ঠভ্রাতা এই জন্মেও জ্যেষ্ঠভ্রাতা হইলেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠ। জ্যেষ্ঠের নাম হইল 'সেন' এবং কনিষ্ঠের নাম হইল 'অপরাজিত'। তাঁহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। একদিন সেন গৃহপতি বন্ধুমতী নগরে ঘোষকের ঘোষণা শুনিলেন—'বুদ্ধরত্ন জগতে উৎপন্ন হইয়াছে, ধর্মরত্ন, সঙ্ঘরত্ন জগতে উৎপন্ন হইয়াছে। দান দাও। পুণ্যকর্ম সম্পাদন কর। অদ্য অষ্টমী, অদ্য চতুর্দশী, অদ্য পঞ্চদশী (অমাবস্যা বা পূর্ণিমা), উপোসথ কর, ধর্মশ্রবণ কর।' এই ঘোষণা শুনিয়া জনগণ পূর্বাহ্নে দান দিয়া অপরাহ্নে ধর্ম শ্রবণের জন্য যাইতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া সেন গৃহপতি জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনারা কোথায় যাইতেছেন?'

'শাস্তার নিকট ধর্মশ্রবণ করিতে যাইতেছি।'

'আমিও যাইব' বলিয়া সেন গৃহপতি তাহাদের সহিত যাইয়া পরিষদের এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন।

শাস্তা তাঁহার অধ্যাশয় জানিয়া আনুপূর্বিক ভাবে (অর্থাৎ দান কথা,

http://kalpataruboi.org

শীলকথা' নৈষ্ক্রম্য কথা ইত্যাদি) ধর্মদেশনা করিলেন। তিনি শাস্তার ধর্মদেশনা শুনিয়া প্রব্রজ্যা লাভের জন্য উৎসাহিত হইয়া শাস্তার নিকট প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন। শাস্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমার পোষ্য কেহ নাই কি?' 'হ্যাঁ 'ভন্তে, আছে।' 'তাহা হইলে যাও এবং তাহাদের অনুমতি লইয়া আইস।' তিনি কনিষ্ঠের নিকট যাইয়া বলিলেন—

'এই গৃহে যত ধনসম্পদ আছে, সমস্তই তুমি গ্রহণ কর।'

'প্রভু আপনি কোথায় যাইবেন?'

'আমি শাস্তার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।'

'প্রভু, আপনি কি বলিতেছেন? মাতৃবিয়োগ হইলে মাতার মত, পিতৃবিয়োগ হইলে পিতার মত আমি আপনাকে লাভ করিয়াছি। এই পরিবারে অনেক ধনসম্পদ আছে। গৃহে অবস্থান করিয়াও পুণ্য সঞ্চয় করা যায়। আপনি এইরূপ করিবেন না।'

'আমি শাস্তার নিকট ধর্মশ্রবণ করিয়াছি। সংসারে থাকিয়া সেই ধর্ম পালন করা অসম্ভব। আমি প্রব্রজ্যাই গ্রহণ করিব। অতএব তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও।' এইভাবে তিনি কনিষ্ঠকে ফিরাইয়া দিয়া শাস্তার নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রাপ্ত হইয়া অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন। কনিষ্ঠও 'প্রব্রজিত ভ্রাতার সৎকার করিব' বলিয়া সপ্তাহকাল বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান দিয়া ভ্রাতাকে বন্দনা করিয়া বলিলেন—'ভন্তে, আপনি ত আপনার ভবনিঃসরণ করিয়াছেন। আমি পঞ্চ কামগুণে আবদ্ধ বলিয়া গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা লাভ করিতে পারিতেছি না। অতএব এমন একটা মহৎ পুণ্যকর্মের নির্দেশ করুন যাহাতে গৃহে থাকিয়াও আমি মহাপুণ্যের অধিকারী হইতে পারি।' তখন ভ্রাতা স্থবির তাঁহাকে বলিলেন—'সাধু, সাধু, পণ্ডিত! শাস্তার জন্য একটি গন্ধকুটি নির্মাণ করিয়া দাও।' তিনিও 'বেশ তাহাই হউক' বলিয়া সম্মতি জানাইয়া বিবিধ প্রকার কাষ্ঠ আনাইয়া স্তম্ভ নির্মাণের উপযোগী করিয়া সেইগুলিকে চিরাই করাইয়া একটি সুবর্ণখচিত, একটি মণিখচিত—এইভাবে সমস্তগুলিকে (অর্থাৎ স্তম্ভগুলিকে) সপ্তরত্নের দ্বারা খচিত করাইয়া সেইগুলির দ্বারা গন্ধকুটি নির্মাণ করাইয়া সপ্তরত্ন খচিত ছাদন ইষ্টকসমূহ নির্মাণ করাইয়া গন্ধকুটি আচ্ছাদিত করাইলেন। তিনি যখন গন্ধকুটি নির্মাণ করাইতেছিলেন তখন তাঁহার স্বনামীয় ভাগিনা অর্থাৎ অপরাজিত আসিয়া বলিলেন—'মাতুল, আমিও করিব, আমাকেও গন্ধকুটি নির্মাণের পুণ্য দান করুন।'

'না বৎস, আমি দিতে পারিব না। অন্যদের নিকট যাহা অসাধারণ আমি তাহাই করিব, (তুমি ইহার ভাগ লইতে আসিও না।)'

ভাগিনা বহু প্রার্থনা করিয়াও ঐ পুণ্যকর্মের ভাগ না করিয়া 'গন্ধকুটির সম্মুখে একটি হস্তীশালা থাকা প্রয়োজন মনে করিয়া সপ্তরত্নময় কুঞ্জরশালা

http://kalpataruboi.org

নির্মাণ করাইয়া দিলেন। তিনি অর্থাৎ সেই ভাগিনা বর্তমান (গৌতম) বুদ্ধের উৎপত্তিকালে মেণ্ডকশ্রেষ্ঠী নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

গন্ধকুটিতে সপ্তরত্নময় তিনটি বৃহৎ গবাক্ষ ছিল। ইহাদের অভিমুখে নীচে সুধাপরিকর্মকৃত (অর্থাৎ চুণকাম করা হইয়াছে এমন) তিনটি পুষ্করিণী নির্মাণ করাইয়া সেইগুলি চারি প্রকার গন্ধোদকের দ্বারা পূর্ণ করিয়া অপরাজিত গৃহপতি তাহাতে পঞ্চবর্ণের কুসুম রোপণ করাইলেন—যাহাতে তথাগত গন্ধকুটিতে উপবেশন করিলে বাতবেগের দ্বারা সমুত্থিত পুষ্পরেণু যেন তাঁহার দেহ আবৃত করে। গন্ধকুটির শিখরে যে ভিক্ষাপাত্র ছিল তাহা রক্তসুবর্ণময়, শিখর প্রবালময়। নীচের আচ্ছাদন ইষ্টকসমূহ ছিল মণিময়—ইহার ফলে মনে হইতেছিল যেন গন্ধকুটির শিখরদেশে একটি ময়ূর নৃত্য করিতেছে। সপ্তরত্নের মধ্যে যাহা কোট্টনযোগ্য সেইগুলিকে কুট্টিত করিয়া গন্ধকুটির অভ্যন্তরে বিছাইয়া দিয়া অবশিষ্ট সমস্ত লইয়া গন্ধকুটির চতুর্দিকে পরিবেণ জাণুমাত্র গভীর করিয়া পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন।

এইভাবে গন্ধকুটির নির্মাণকার্য সমাপ্ত করিয়া অপরাজিত গৃহপতি ভ্রাতা স্থবিরের নিকট যাইয়া বলিলেন—'ভন্তে, গন্ধকুটির কার্য সমাধা হইয়াছে, এখন শাস্তা যাহাতে তাহা পরিভোগ করেন আমি তাহাই ইচ্ছা করিতেছি, কারণ শাস্তা পরিভোগ করিলেই মহাপুণ্যলাভ হইবে।' ভ্রাতা স্থবির শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'ভন্তে, আপনার এই গৃহপতি আপনার জন্য একটি গন্ধকুটির নির্মাণ করিয়াছে। এখন সে ইচ্ছা করিতেছে, যাহাতে আপনি ইহা পরিভোগ করেন।' শাস্তা আসন হইতে উঠিয়া গন্ধকুটি অভিমুখে যাইয়া গন্ধকুটির চতুর্দিকে প্রক্ষিপ্ত রত্নরাশি অবলোকন করিয়া গন্ধকুটির দ্বারকোষ্ঠকে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন (অপরাজিত) গৃহপতি বলিলেন—'ভন্তে, প্রবেশ করুন।' শাস্তা সেখানেই দাঁড়াইয়া তিনবার তাহার ভ্রাতা স্থবিরের দিকে তাকাইলেন। তিনি শাস্তার অবলোকনের কারণ বুঝিতে পারিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বলিলেন—'আইস বৎস, তুমি শাস্তাকে এইরূপ বল—'ভন্তে, আপনার রক্ষার দায়িত্ব আমার, আপনি এখানে সুখে বাস করুন।' তিনি জ্যেষ্ঠের কথা শুনিয়া শাস্তাকে পঞ্চ প্রতিষ্ঠিতের দ্বারা বন্দনা করিয়া বলিলেন—'ভন্তে, যেমন লোকেরা বৃক্ষমূলে বিশ্রাম করিয়া অনপেক্ষ হইয়া চলিয়া যায় (অর্থাৎ বৃক্ষটির কথা চিন্তা করে না), যেমন লোকেরা নৌকার দ্বারা নদী পার হইয়া অনপেক্ষ হইয়া নৌকাটিকে ত্যাগ করে, তদ্রূপ অনপেক্ষ হইয়াই আপনি এখানে বাস করুন।' শাস্তা কেন দাঁড়াইয়াছিলেন? কারণ শাস্তার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল—'বুদ্ধগণের নিকট পূর্বাহ্নে এবং অপরাহ্নে বহু ব্যক্তি আসে, তাহারা আসিয়া রত্নসমূহ লইয়া চলিয়া গেলে আমরা কিছুই বলিতে পারিব না। পরিবেণে এত রত্ন ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে

http://kalpataruboi.org

যে, যে কেহ লইয়া যাইতে পারে। তখন যেন গৃহপতি 'নিজের শিষ্যগণ হরণ করিলেও তিনি বারণ করিতেছেন না' এই চিন্তা করিয়া আমার মনে আঘাত না দেয়, তাহা হইলে সে নরকগামী হইবে।' এই কারণেই তিনি দ্বারকোষ্ঠকে দাঁড়াইয়াছিলেন। কাজেই যখন গৃহপতি বলিলেন—'ভন্তে, সব রক্ষার দায়িত্ব আমার। আপনি সুখে বাস করুন।' তখনই শাস্তা গন্ধকুটিতে প্রবেশ করিলেন।

গৃহপতি চতুর্দিকে প্রহরী নিযুক্ত করিয়া লোকদের বলিলেন—'বৎসগণ, কোঁচায় করিয়া বা থলি ভরিয়া কেহ লইলে বারণ করিবে। হাতে করিয়া লইয়া গেলে বারণ করিও না।' নগরের অভ্যন্তরেও সকলকেই জানাইয়া দিলেন—'আমি গন্ধকুটির পরিবেণে সপ্তরত্ন ছড়াইয়া দিয়াছি। শাস্তার নিকট ধর্ম শ্রবণ করিয়া ফিরিয়া যাইবার সময় দুর্গত মনুষ্যগণ দুই হাত ভরিয়া রত্ন লইয়া যাইতে পারিবেন। যাঁহারা সুখী (অর্থাৎ যাহাদের কিছু অভাব নাই) তাঁহারাও এক মুষ্টি করিয়া রত্ন লইয়া যাইতে পারিবেন। তাঁহার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল— 'যাঁহারা শ্রদ্ধাবান তাঁহারা ত ধর্মশ্রবণ করিতে অবশ্যই যাইবেন। কিন্তু যাঁহারা শ্রদ্ধাবান নহেন তাঁহারাও অন্তত ধনলোভে আসিয়া ধর্মশ্রবণ করিয়া দুঃখ হইতে মুক্ত হইবেন।' অতএব জনগণের কল্যাণ সাধনের জন্যই তিনি তদ্রূপ ঘোষণা করাইয়াছিলেন। লোকেরা তিনি যেভাবে বলিয়াছেন সেইভাবেই রত্ন লইয়া গৃহে ফিরিলেন। একবার রত্ন ছড়াইয়া তাহা ক্ষীণ হইলে তিনি দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বার জাণুমাত্র গভীর রত্ন ছড়াইয়া দিলেন। শাস্তার পাদমূলে ত্রিপুষ (অলাবু?) আকারের বর্তুল মহার্ঘ মণিরত্ন রাখা হইয়াছিল। তাঁহার মনে এই চিন্তা হইয়াছিল—'শাস্তার শরীর হইতে নির্গত সুবর্ণ বর্ণের প্রভার সঙ্গে মণিপ্রভা অবলোকনকারীদের তৃপ্তি হইবে না।' তাই তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন। লোকেরাও অতৃপ্ত হইয়াই অবলোকন করিয়াছিলেন। (অর্থাৎ যতই দেখিতেছে, তৃপ্তি আর হয় না।)

একদিন জনৈক মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ 'শাস্তার পাদমূলে নাকি মহার্ঘ মণিরত্ন আছে, আমি তাহা হরণ করিব' চিন্তা করিয়া বিহারে যাইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিতে আগত জনগণের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। গৃহপতি তাঁহাকে দেখিবামাত্র 'মণি চুরি করিতে ইনি আসিয়াছেন' বুঝিয়া মনে মনে প্রার্থনা করিলেন—'অহো! তিনি যেন মণি চুরি না করেন!' ব্রাহ্মণও যেন শাস্তাকে বন্দনা করিতেছেন এই ভাব দেখাইয়া শাস্তার পাদমূলে হাত লইয়া যাইয়া মণি লইয়া স্বীয় বস্ত্রাভ্যন্তরে লুকাইয়া প্রস্থান করিলেন। গৃহপতি ইহা দেখিয়া কিছুতেই মনকে সান্তনা দিতে পারিলেন না। ধর্মদেশনা শেষ হইলে তিনি শাস্তার নিকট যাইয়া বলিলেন—'ভন্তে, আমি তিনবার গন্ধকুটির চতুর্দিকে জাণুগভীর সপ্তরত্ন বিছাইয়া দিয়াছি। যাহারা তাহা হইতে রত্ন গ্রহণ করিয়াছে আমি তাহাতে বিন্দুমাত্রও দুঃখিত হই নাই, বরং আমি উত্তরোত্তর

http://kalpataruboi.org

অধিক আনন্দ লাভ করিয়াছি। কিন্তু অদ্য 'এই ব্রাহ্মণ যেন মণিখণ্ড গ্রহণ না করেন' ইহা সঙ্কল্প করা সত্ত্বেও যখন ব্রাহ্মণ মণি লইয়া চলিয়া গেলেন, আমি মনে খুব বেশি আঘাত পাইয়াছি (আমি মনকে প্রবোধ করিতে পারিতেছি না।)'

শাস্তা তাঁহার কথা শুনিয়া 'হে উপাসক, আপনার যাহা আছে তাহা অন্যের দ্বারা অনাহরণীয় করিতে পারেন না কি?' বলিয়া একটি উপায় বলিয়া দিলেন। গৃহপতি শাস্তা কর্তৃক প্রদত্ত উপায় জানিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া এই দৃঢ়সঙ্কল্প করিলেন—'অদ্য হইতে শত শত রাজা বা চোর আমাকে অভিভূত করিয়া আমার নিকট হইতে অন্য কিছু অপহরণ করা দূরে থাকুক, একটি সুতাও যেন অপহরণ করিতে না পারে। আমার সম্পদ যেন অগ্নির দ্বারা দগ্ধ না হয়, জলপ্রবাহের দ্বারা ভাসিয়া না যায়।' শাস্তাও 'তাহাই হউক' বলিয়া অনুমোদন করিলেন। গৃহপতি গন্ধকুটি উৎসর্গ করার উৎসব করিবার সময় বিহারস্থ আটষট্টি শতসহস্র ভিক্ষুদের নয় মাস ধরিয়া মহাদান দিয়া দানের শেষে সকলকেই ত্রিচীবর প্রদান করিলেন। সঙ্ঘে যাঁহারা তরুণ ভিক্ষু তাঁহাদের প্রত্যেকের চীবরের মূল্য সহস্র মুদ্রা।

তিনি এই প্রকারে যথায়ুষ্কাল পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিয়া তথা হইতে চ্যুত হইয়া দেবলোকে উৎপন্ন হইয়া এতকাল দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া বর্তমান (গৌতম) বুদ্ধের উৎপত্তিকালে রাজগৃহ নগরে এক শ্রেষ্ঠীকুলে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করিয়া সাড়ে নয় মাসকাল মাতৃকুক্ষিতে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মদিনে সকল নগরে সকল প্রকার আয়ুধ প্রজ্বলিত হইয়াছিল, সকলের পরিহিত আভরণসমূহ দেদীপ্যমান হইয়াছিল, সমস্ত নগর একপ্রদ্যোত হইয়াছিল (অর্থাৎ একই প্রকার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল)। শ্রেষ্ঠীও প্রাতকালেই রাজার নিকট যাইলেন। রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'অদ্য সর্বায়ুধ প্রজ্বলিত হইয়াছে, সমস্ত নগর একপ্রদ্যোতজাত হইয়াছে। ইহার কারণ জানেন কি?'

'হ্যাঁ মহারাজ, জানি।'

'কি শ্রেষ্ঠী?'

'আমার গৃহে আপনার দাস জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাঁহারই পুণ্যতেজে এইরূপ হইয়াছে।'

'সে কি দস্যু হইবে?'

'না মহারাজ, ইনি কৃতসঙ্কল্প মহাপুণ্যবান সত্ত্ব।'

'তাহা হইলে তাহাকে ভালভাবে পোষণ করিতে হইবে, ইহাই তাঁহার (পেয়) দুগ্ধমূল্য হউক' বলিয়া প্রত্যেক দিনের জন্য এক সহস্র মুদ্রার ব্যবস্থা করিলেন। তাহার নামকরণ দিবসে সকল নগর একপ্রদ্যোত হইয়াছিল বলিয়া

http://kalpataruboi.org

তাহার নাম রাখা হইল জোতিক।

যখন তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তখন (বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইতে হইবে বলিয়া) গৃহ নির্মাণের জন্য ভূমিতল শোধন করাইবার সময় দেবরাজ শক্রের ভবন উত্তপ্ত হইল। শক্র 'ইহা কি ব্যাপার' চিন্তা করাকালে জানিলেন যে 'জোতিকের জন্য গৃহস্থান নির্মাণ হইতেছে' এবং 'ইহাদের দ্বারা নির্মিত গৃহে ত জোতিক বাস করিবেন না, আমাকেই যাইতে হইবে' ইহা চিন্তা করিয়া স্বয়ং সূত্রধরের (কাঠের মিস্ত্রী) বেশে সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'তোমরা কি করিতেছ?'

'জোতিকের জন্য বাসস্থান নির্মাণ করিতেছি।'

'যাও যাও, তোমাদের নির্মিত গৃহে সে থাকিবে না।' বলিয়া শক্র ষোড়শ করীষ ভূমিপ্রদেশ অবলোকন করিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই ভূমিপ্রদেশ কৃৎস্নমণ্ডলের ন্যায় সমান হইল। পুনরায় 'এই স্থানে পৃথিবী ভেদ করিয়া সপ্তরত্নময় সপ্তভূমিক প্রাসাদ উত্থিত হউক' চিন্তা করিয়া ঐদিকে অবলোকন করিলেন। তৎক্ষণাৎ তদ্রূপ প্রাসাদ উদিত হইল। পুনরায় শক্র 'এই প্রাসাদকে পরিবেষ্টিত করিয়া সপ্তরত্নময় সাতটি প্রাকার উত্থিত হউক' চিন্তা করিয়া ঐদিকে অবলোকন করিলেন। তৎক্ষণাৎ তদ্রূপ প্রাকারসমূহ উত্থিত হইল। তারপর 'ইহাদের নিকটে কল্পবৃক্ষ উত্থিত হউক' চিন্তা করিয়া ঐদিকে তাকাইলেন। তৎক্ষণাৎ তদ্রূপ কল্পবৃক্ষসমূহ উত্থিত হইল। 'প্রাসাদের চারি কোণায় চারিটি নিধিকুম্ভ উত্থিত হউক' চিন্তা করিয়া ঐদিকে অবলোকন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহাই হইল। নিধিকুম্ভসমূহের মধ্যে একটি একযোজনিক, একটি ত্রিগব্যুতিক, একটি অর্ধযোজনিক এবং অন্যটি এক গব্যুত প্রমাণের। বোধিসত্ত্বের জন্য উৎপন্ন নিধিকুম্ভসমূহের মুখের ব্যাস একই আকারের এবং ইহাদের অধোভাগ পৃথিবীতল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জোতিকের জন্য উৎপন্ন নিধিকুম্ভসমূহের মুখপ্রমাণ কথিত হয় নাই, সমস্তই মুখচ্ছিন্ন তালফলের ন্যায় পরিপূর্ণ হইয়া উত্থিত হইয়াছিল। প্রাসাদের চারি কোণায় তরুণ তালস্কন্ধ প্রমাণের চারিটি সুবর্ণময় ইক্ষুযষ্টি উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহাদের পাতাগুলি ছিল মণিময়, স্কন্ধসমূহ সুবর্ণময়। পূর্বজন্মে কৃত পুণ্যফল প্রদর্শনের জন্য ঐগুলি উৎপন্ন হইয়াছিল।

সপ্ত দ্বারকোষ্ঠকে সাতজন যক্ষ প্রহরা দিতেছিল। প্রথম দ্বারকোষ্ঠকে যমকোলি নামক যক্ষ স্বীয় যক্ষসহস্র সমন্বিত পরিবারের সহিত প্রহরা দিতেছিল। দ্বিতীয় দ্বারকোষ্ঠকে উৎপল নামক যক্ষ স্বীয় দুই সহস্র সমন্বিত পরিবারের সহিত, তৃতীয়ে বজ্র নামক যক্ষ তিন সহস্র যক্ষের সহিত এবং চতুর্থে বজ্রবাহু নামক যক্ষ চারি সহস্র যক্ষের সহিত, পঞ্চমে কসকন্দ নামক যক্ষ পঞ্চ সহস্র যক্ষের সহিত, ষষ্ঠে কটত্থ নামক যক্ষ ষড় সহস্র যক্ষের সহিত

http://kalpataruboi.org

এবং সপ্তমে দিশামুখ নামক যক্ষ সপ্ত সহস্র যক্ষের সহিত প্রহরা দিতেছিল। এইভাবে প্রাসাদের ভিতরে ও বাহিরে নিশ্ছিদ্র আরক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

'জোতিকের জন্য সপ্তরত্নময় সপ্তভূমিক প্রাসাদ উত্থিত হইয়াছে, সপ্ত প্রাকার, সপ্ত দ্বারকোষ্ঠক, চারি নিধিকুম্ভ উত্থিত হইয়াছে' শুনিয়া রাজা বিম্বিসার তাঁহার জন্য শ্বেতছত্র প্রেরণ করিলেন। তাঁহার জোতিকশ্রেষ্ঠী নাম হইয়াছিল।

তাঁহারই সঙ্গে কৃতপুণ্যকর্মা রমণী উত্তরকুরুতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবতারা তাহাকে আনিয়া জোতিকের একটি শ্রীগর্ভে আনাইয়া বাস করাইলেন। আসিবার সময় সেই রমণী একটি তণ্ডুলনাড়ী ও তিনটি জোতিসম্পন্ন পাষাণখণ্ড আনয়ন করিয়াছিলেন। যাবজ্জীবন সেই তণ্ডুলনাড়ীর দ্বারাই তাঁহাদের অন্নকৃত্য সম্পন্ন হইত। যদি তাঁহারা একশত শকটও তণ্ডুলের দ্বারা পরিপূর্ণ করিতে ইচ্ছা করিতেন, সেই তণ্ডুলনাড়ী একই প্রকার থাকিত, (একটুও কমিত না) রন্ধনকালে তণ্ডুলসমূহকে পাত্রে রাখিয়া ঐ তিনটি পাষাণখণ্ডের উপর স্থাপিত করিতেন, পাষাণখণ্ডগুলি তৎক্ষণাৎ প্রজ্জ্বলিত হইয়া রন্ধনকৃত্য শেষ হইলে স্বয়ং নির্বাপিত হইত। এই লক্ষণ দেখিয়া বুঝিতে পারা যাইত যে, ভাত পক্ক হইয়াছে। সূপাদি (ব্যঞ্জন) রন্ধনকালেও এই পদ্ধতিই অনুসৃত হইত।

এইভাবে জোতিপাষাণের দ্বারাই তাঁহাদের আহার্য পক্ক হইত। মণির আলোকেই তাঁহারা বাস করিতেন, তাই অগ্নি বা প্রদীপের দীপ্তি সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান ছিল না। জোতিকের ঈদৃশ সম্পত্তির কথা সমগ্র জম্বুদ্বীপে প্রকটিত হইল। বহু লোক যানাদিতে আরোহণ করিয়া তাঁহার দর্শনের জন্য আসিত। জোতিক শ্রেষ্ঠী আগন্তুক সকলকে উত্তরকুরুর তণ্ডুল রন্ধন করাইয়া ভোজন করাইতেন।

'কল্পবৃক্ষসমূহ হইতে বস্ত্রসমূহ গ্রহণ করুন, আভরণসমূহ গ্রহণ করুন' বলিয়া সকলকে তিনি আদেশ দিতেন। 'গব্যুতিক নিধিকুম্ভের মুখ খুলিয়া প্রয়োজনীয় ধন গ্রহণ করুন' এই আদেশ দিয়াছিলেন। সকল জম্বুদ্বীপবাসি ধন লইয়া যাইলেও নিধিকুম্ভ এক অঙ্গুলিমাত্রও ঊনতা লাভ করে নাই। গন্ধকুটি পরিবেণে বালুকারাশির মত রত্নসমূহ বিছাইয়া দেওয়ার পরিণামে এই সকল সম্ভব হইয়াছে।

এইভাবে লোকেরা যখন যথেচ্ছ বস্ত্রাভরন ও ধন লইয়া গৃহে ফিরিতেছিল, রাজা বিম্বিসার জোতিকের প্রাসাদ দেখিতে আসিয়াও জনসমুদ্রের কারণে অবকাশ লাভ করেন নাই। যথেচ্ছ লইয়া চলিয়া যাইলে জনগণের সংখ্যা মন্দীভূত হইল। তখন রাজা জোতিকের পিতাকে বলিলেন—'আমি আপনার পুত্রের প্রাসাদ দর্শনাভিলাষী।' 'মহারাজ, বেশ ত' বলিয়া পিতা পুত্রের নিকট যাইয়া বলিলেন—'বৎস, রাজা তোমার প্রাসাদ দর্শন করিতে ইচ্ছুক।'

http://kalpataruboi.org

'পিতঃ, বেশ ত, রাজাকে আসিতে বলুন।' রাজা মহাপরিবারসহ সেখানে গেলেন। প্রথম দ্বারকোষ্ঠকে সম্মার্জন করিয়া জঞ্জাল ফেলিতে ফেলিতে দাসী রাজার দিকে হাত বাড়াইয়া দিল রথ হইতে নামিবার জন্য। রাজা তাহাকে 'শ্রেষ্ঠীভার্যা' মনে করিয়া লজ্জিত হইয়া দাসীর হাতে হাত রাখিলেন না। এই প্রকারে অবশিষ্ট দ্বারকোষ্ঠসমূহেও দাসীদের 'শ্রেষ্ঠীভার্যা' মনে করিয়া তাহাদের হাত ধরিয়া (রথ হইতে) অবতরণ করিলেন না। জোতিক আসিয়া রাজার প্রত্যুদগমন করিয়া বন্দনা করিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইয়া বলিলেন—'মহারাজ, আপনি সম্মুখভাগে গমন করুন।' কিন্তু রাজার মনে হইল তাঁহার পদতলে মণিময় পৃথিবী যেন শতপুরুষপ্রপাত (একশত পুরুষের উচ্চতার গভীর)। রাজা 'আমাকে ধরিবার জন্য শ্রেষ্ঠী বোধ হয় ফাঁদ পাতিয়াছেন' ভাবিয়া পদক্ষেপ করিতে চাহিলেন না। জোতিক 'না মহারাজ, ইহা ফাঁদ নহে, আপনি আমার পশ্চাতেই আসুন' বলিয়া স্বয়ং অগ্রভাগে গেলেন। জোতিক পদক্ষেপ করিয়া চলিলে রাজাও নির্ভয়ে পদক্ষেপ করিতে করিতে প্রাসাদের অধোভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া উপরিভাগ পর্যন্ত অবলোকন করিতে করিতে বিচরণ করিলেন। তখন অজাতশত্রু কুমারও পিতার অঙ্গুলি ধরিয়া বিচরণ করিতে করিতে চিন্তা করিল—'অহো! আমার পিতা অন্ধবাল। একজন গৃহপতি হইয়া ইনি সপ্তরত্নময় প্রাসাদে বাস করেন। আর ইনি রাজা হইয়াও দারুময় গৃহে বাস করেন। আমি রাজা হইয়া ইহাকে এই প্রাসাদে বাস করিতে দিব না।'

রাজা প্রাসাদের উপরের তলায় আরোহণ করিবার সময় প্রাতরাশ গ্রহণের বেলা হইল। তিনি শ্রেষ্ঠীকে আমন্ত্রণ করিয়া বলিলেন—'মহাশ্রেষ্ঠী, এখানেই প্রাতরাশ ভোজন করিব।' 'জানি মহারাজ, আপনার আহার সজ্জিত হইয়াছে। তিনি ষোলটি গন্ধোদকঘটের দ্বারা স্নান করিয়া শ্রেষ্ঠীর উপবেশন মণ্ডপে সজ্জিত তাঁহারই রত্নময় উপবেশনপালঙ্কে উপবেশন করিলেন। তারপর তাঁহাকে হাত ধুইবার জল দিয়া শতসহস্র মূল্যের সোনার থালায় নরম পায়সান্ন বাড়িয়া দিয়া সম্মুখে স্থাপন করা হইল। রাজা 'ভোজন' সংজ্ঞায় তাহা ভোজন করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রেষ্ঠী 'মহারাজ, ইহা ভোজন নহে, নরম পায়সান্ন মাত্র' বলিয়া অন্য একটি সোনার থালায় ভোজন বাড়িয়া পূর্বের পাত্রে স্থাপন করিলেন। বল হইয়া থাকো যে এইভাবে পরিবেশিত খাদ্য ভোজন করিতে সুখকর হয়। রাজা মধুর ভোজন করিতে করিতে মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন। তখন শ্রেষ্ঠী তাঁহাকে বন্দনা করিয়া হাত জোড় করিয়া বলিলেন—'মহারাজ, আর নয়, এখানেই থামুন, ইহার অধিক ভোজন হজম করা কঠিন।' রাজা তখন তাঁহাকে বলিলেন— 'গৃহপতি, আপনি বোধ হয় আপনার ভোজনকে বেশি গুরুত্ব দিতেছেন, তাই আমাকে ভোজনে বিরত হইতে বলিতেছেন!'

http://kalpataruboi.org

'না মহারাজ, আপনার সকল বলকায়ের জন্য (অর্থাৎ সৈন্য-সামন্ত সকলের জন্য) এই একই অন্ন এবং সূপ। কিন্তু আমি অযশ বা নিন্দাকে ভয় করি। কেন? মহারাজ, যদি ভোজনান্তে আপনার কায়ালস্য উৎপন্ন হয়, লোকে ভাবিতে পারে—'গতকল্য রাজা শ্রেষ্ঠীর গৃহে ভোজন গ্রহণ করিয়াছেন, শ্রেষ্ঠী নিশ্চয়ই কিছু করিয়া থাকিবেন' এই কথাকে আমি ভয় করি মহারাজ।'

'তাহা হইলে ভোজন সরাইয়া নিন, জল আনয়ন করুন।'

রাজার ভোজনকৃত্যাবসানে রাজার পরিবারের সকলেই ঐ একই আহার পরিভোগ করিয়াছিলেন।

রাজা যখন শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে মধুর আলাপ আলোচনায় রত তখন তিনি শ্রেষ্ঠীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'এই গৃহে কি শ্রেষ্ঠী ভার্যা নাই?'

'হ্যাঁ মহারাজ, আছেন।'

'তিনি কোথায়?'

'তিনি শ্রীগর্ভে সমাসীনা, আপনার আগমন বার্তা জানেন না।' (যদিও রাজা সপরিবার প্রাতকালেই আসিয়াছেন, শ্রেষ্ঠীভার্যা তাঁহার আগমন বার্তা জানেন না।) তখন শ্রেষ্ঠী 'রাজা আমার ভার্যাকে দর্শনেচ্ছু' চিন্তা করিয়া তাঁহার নিকট যাইয়া বলিলেন—'রাজা আসিয়াছেন। তোমার কি রাজাকে দর্শন করিতে যাওয়া উচিত নহে?' তিনি শয়ান অবস্থাতেই জিজ্ঞাসা করিলেন—

'স্বামিন, রাজা আবার কে?'

'রাজা হইতেছেন আমাদের ঈশ্বর।' এই কথা শুনিয়া ভার্যা নিতান্তই অখুশী হইয়া বলিলেন—'আমরা যে পুণ্যকর্ম করিয়াছি নিশ্চয়ই তাহা দুষ্কৃত ছিল, তাই দেখিতেছি আমাদের উপরও ঈশ্বর আছেন। অশ্রদ্ধাবশত পুণ্যকর্ম করিয়া আমরা সম্পত্তি লাভ করিয়াও অন্যের অধীন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। নিশ্চয়ই আমরা অশ্রদ্ধায় দান দিয়াছি। ইহা তাহারই ফল।'

'স্বামিন এখন আমাকে কি করিতে হইবে?'

'তালবৃন্ত লইয়া রাজাকে পাখা কর।'

ভার্যা তালবৃন্ত লইয়া রাজাকে পাখা করার সময় রাজার উষ্ণীব হইতে নির্গত তীব্র গন্ধে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া রাজা শ্রেষ্ঠীকে বলিলেন—'মহাশ্রেষ্ঠী, মাতৃজাতিরা অল্পবুদ্ধিসম্পন্না হইয়া থাকেন। মনে হয় 'রাজা আমার স্বামীন সম্পত্তি অধিগ্রহণ করিবেন' এই চিন্তা করিয়া ভয়ে রোদন করিতেছেন। তাঁহাকে আশ্বস্ত করুন। আমার আপনার সম্পত্তির কোন প্রয়োজন নাই।'

'মহারাজ, তিনি রোদন করিতেছেন না।'

'তাহা হইলে কী ব্যাপার?'

'আপনার উষ্ণীবের গন্ধে তাঁহার চোখে জল আসিয়াছে। ইনি প্রদীপের

http://kalpataruboi.org

আলোক বা অগ্নির অব্‌ভাস কখনো দেখেন নাই! মণির আলোকেই তিনি ভোজন করেন, উপবেশন করেন, শয়ন করেন। মহারাজ নিশ্চয়ই প্রদীপের আলোতে উপবেশন করিয়া থাকিবেন।'

'হ্যাঁ শ্রেষ্ঠী।'

'মহারাজ, তাহা হইলে অদ্য হইতে মণির আলোতেই উপবেশন করিবেন' বলিয়া বড় ত্রিপুষ (অলাবু?) আকারের একটি মহামূল্য মণিরত্ন তিনি রাজাকে প্রদান করিলেন। রাজা শ্রেষ্ঠীর গৃহ অবলোকন করিয়া 'জোতিক মহাসম্পত্তির অধিকারী' বলিয়া প্রস্থান করিলেন। ইহাই জোতিকের উৎপত্তি কথা।

এখন জটিলের উৎপত্তি কথা জানিতে হইবে। বারাণসীতে এক সুন্দরী শ্রেষ্ঠীকন্যা ছিলেন। তাঁহার বয়স যখন পঞ্চদশ ষোড়শ তাঁহার রক্ষার নিমিত্ত এক দাসী দিয়া সপ্তভূমিক প্রাসাদের উপরিতলায় শ্রীগর্ভে তাঁহাকে রাখা হইয়াছিল। একদিন তিনি জানালা খুলিয়া দেখিলেন আকাশপথে গমনরত এক বিদ্যাধর শ্রেষ্ঠীকন্যাকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়া জানালা দিয়া প্রবেশ করিয়া শ্রেষ্ঠীকন্যার সহিত যৌনসংসর্গ করিলেন। শ্রেষ্ঠীকন্যা তাঁহার সহিত সহবাস করিয়া অচিরেই গর্ভিনী হইলেন। দাসী তাঁহাকে দেখিয়া বলিল—'মা, এইটা কি হইল?'

'হউক, তুমি কাহাকেও কিছু বলিবে না।' দাসী ভয়ে চুপ থাকিল। শ্রেষ্ঠীকন্যা দশ মাস পরে পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়া নতুন পাত্র আনাইয়া তাহাতে সেই বালককে শয়ন করাইয়া, পাত্রের মুখ ঢাকিয়া দিয়া তাহার উপরে পুষ্পদামাদি রাখিয়া বলিলেন—'মাথায় তুলিয়া লইয়া যাইয়া এই পাত্র গঙ্গায় নিক্ষেপ কর। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে 'এটা কি?' তুমি বলিবে 'ইহার মধ্যে আছে আমার আর্যার (শ্রেষ্ঠীকন্যার) বলিকর্ম (পূজা) দাসী তাহাই করিল।

নীচে গঙ্গায় দুই রমণী স্নান করিবার সময় জলে ভাসমান এ পাত্রটি দেখিয়া একজন বলিল—'এই পাত্রটি আমার।' অন্যজন বলিল—'ঐ পাত্রে যাহা আছে তাহা আমার।' যখন পাত্রটি তাহাদের নিকট পৌঁছিল তাহারা পাত্রটি লইয়া নদীর পারে রাখিয়া খুলিয়া দেখিল তাতে একটি শিশু সন্তান রয়েছে। ইহা দেখিয়া একজন বলিল—'আমার ভাজন বলিয়াছি, অতএব শিশুটিও আমার।' অন্যজন বলিল—'আমি বলিয়াছিলাম, পাত্রের ভিতরে যাহা আছে তাহা আমার। অতএব এই শিশুটি আমার।' তাহারা উক্ত ব্যাপার লইয়া বিবদমানা হইয়া নিষ্পত্তির জন্য বিচারালয়ে গেল এবং সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল। কিন্তু বিচারকগণ—বিচার করিতে না পারায় তাহারা রাজার নিকট গেল। রাজা তাহাদের কথা শুনিয়া বলিলেন—'তুমি শিশুটিকে নাও, আর তুমি পাত্রটি

http://kalpataruboi.org

নাও।' যে শিশুটিকে পাইল সে ছিল মহাকচ্চায়ন স্থবিরের সেবিকা। তাই সে 'ইহাকে স্থবিরের নিকট প্রব্রজিত করিব' বলিয়া শিশুটিকে পোষণ করিতে লাগিল। তাহারা জন্মদিনে গর্ভমল ধৌত করিবার সময় দেখা গেল তাহার চুল জট পাকাইয়া আছে। তাই তাহার নাম রাখা হইল 'জটিল'। শিশুটি যখন পাঁয়ে হাঁটিয়া চলিতে শিখিল তখন স্থবির তাহাদের গৃহে পিণ্ডপাতের জন্য আসিলেন। উপাসিকা স্থবিরকে বসাইয়া তাঁহাকে আহার প্রদান করিলেন। স্থবির শিশুপুত্রটিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'উপাসিকে, তুমি পুত্র সন্তান লাভ করিয়াছ?' 'হ্যাঁ ভন্তে, আমি এই পুত্রটিকে আপনার নিকট প্রব্রজিত করিব বলিয়া পোষণ করিতেছি।' আপনি ইহাকে প্রব্রজ্যা দিন।' স্থবির 'বেশ' তাহাই হউক' বলিয়া ছেলেটিকে লইয়া যাইবার সময় চিন্তা করিলেন—'গৃহীসম্পত্তি লাভ করিবার মত ইহার কোন পুণ্যকর্ম আছে কি?' এবং দেখিলেন যে 'এই সত্ত্ব মহাপুণ্যবান এবং মহাসম্পত্তির অধিকারী হইবে।' এখন সে তরুণ, তাহার জ্ঞানও পরিপক্ক হয় নাই?' চিন্তা করিয়া তাহাকে লইয়া তক্ষশিলাতে এক সেবকের গৃহে যাইলেন।

উপাসক স্থবিরকে বন্দনা করিয়া সেই বালককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, আপনি এই ছেলেটিকে পাইয়াছেন?' 'হ্যাঁ উপাসক, এ প্রব্রজিত হইবে এখন বয়স কম। তোমার নিকটই থাকুক।' তিনি 'ভন্তে, বেশ তাহাই হউক' বলিয়া তাহাকে নিজের পুত্রের মত লালন-পালন করিতে লাগিলেন। ঐ গৃহে দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া দ্রব্যাদি সঞ্চিত হইতেছিল। উপাসক অন্য গ্রামে যাইবার সময় সমস্ত দ্রব্যাদি দোকানে একত্রিত করিয়া ছেলেটিকে দোকানে বসাইয়া বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য বলিয়া দিলেন—'এই এই দ্রব্যের জন্য এত পরিমাণ মুল্য গ্রহণ করিবে।' এবং তিনি প্রস্থান করিলেন। সেই দিন নগর পরিগ্রাহিকা দেবতা এমন কি যাহাদের মরিচ, জিরাদিরও প্রয়োজন আছে তাহাদের সকলকে ঐ দোকানাভিমুখ করিয়া দিলেন। ছেলেটি দ্বাদশ বৎসরে সঞ্চিত দ্রব্যাদি একই দিনে বিক্রয় করিয়া ফেলিল। গৃহপতি ফিরিয়া আসিয়া দোকানে কোন দ্রব্যই না দেখিয়া বলিলেন—'বৎস, সমস্ত দ্রব্য নাশ করিয়াছ?'

'না, আমি নাশ করি নাই। আপনার কথামতই সমস্ত কিছু বিক্রয় করিয়াছি—ইহা ইহার মূল্য, ইহা ইহার মূল্য।' গৃহপতি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন— 'এই যে পুরুষ তাহাকে মূল্য দিয়া কেনা যাইবে না। সে যেখানেই যাউক না কেন জীবন রক্ষা করিতে পারিবে।' চিন্তা করিয়া নিজের বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যাকে তাহার হাতে প্রদান করিয়া 'ইহার জন্য গৃহ নির্মাণ কর' বলিয়া লোকদের আদেশ দিয়া গৃহকার্য সম্পূর্ণ হইলে বলিলেন—'যাও, তোমরা নিজেদের গৃহেই বাস কর।'

তখন তাঁহার (অর্থাৎ জটিলের) গৃহ প্রবেশকালে একটি পা সিঁড়িতে

http://kalpataruboi.org

রাখামাত্রই পশ্চিম ভাগে ভূমি ভেদ করিয়া অশীতি হস্তবিশিষ্ট সুবর্ণ পর্বত উত্থিত হইল। রাজা 'জটিল কুমারের গৃহের ভূমি ভেদ করিয়া সুবর্ণ পর্বত উত্থিত হইয়াছে' শুনিয়াই তাঁহার জন্য শ্রেষ্ঠীচ্ছত্র প্রেরণ করিলেন অর্থাৎ তাঁহাকে শ্রেষ্ঠী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তাঁহার নাম হইল জটিল শ্রেষ্ঠী। তাঁহার তিন পুত্র ছিল। তাহাদের বয়ঃপ্রাপ্ত কালে তিনি স্বয়ং প্রব্রজ্যা গ্রহণের জন্য মনস্থির করিলেন। তিনি চিন্তা করিলেন যে, যদি তাঁহার সমান ভোগসম্পন্ন কোন শ্রেষ্ঠী (জম্বুদ্বীপে) থাকিয়া থাকেন, আমাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি দিবে। নচেৎ দিবে না। জম্বুদ্বীপে আমাদের সমান ভোগসম্পন্ন শ্রেষ্ঠীকুল আছে কি ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য সুবর্ণময় ইষ্টক, সুবর্ণময় চাবুক ও সুবর্ণময় পাদুকা নির্মাণ করাইয়া নিজের লোকদের হাতে দিয়া বলিলেন—'যাও এইসব লইয়া জম্বুদ্বীপে বিচরণ কর। যেন তোমরা কিছু খুঁজিয়া বেড়াইতেছ। তারপর আমাদের সমান ভোগসম্পন্ন শ্রেষ্ঠীকুল আছে কি নাই জানিয়া ফিরিয়া আইস।' এবং তাহাদের পাঠাইয়া দিলেন।

তাহারা চতুর্দিকে বিচরণ করিতে করিতে ক্রমে ভদ্দিয়নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাদের দেখিয়া মেণ্ডকশ্রেষ্ঠী জিজ্ঞাসা করিলেন—'বৎসগণ, তোমরা কিসের সন্ধানে বিচরণ করিতেছ?'

'আমরা বিশেষ কোন কিছুর সন্ধানে বিচরণ করিতেছি না।'

'এইসব দ্রব্য লইয়া কেহ বিনা কারণে ঘুরিয়া বেড়ায় না। নিশ্চয়ই রাষ্ট্রের মধ্যে বিশেষ কিছুর সন্ধানে তাহারা বিচরণ করিতেছে' ইহা চিন্তা করিয়া তিনি (মেণ্ডকশ্রেষ্ঠী) তাহাদের বলিলেন—'বৎসগণ, আমাদের গৃহের পশ্চাৎ দিকে যাইয়া অবলোকন কর।' তাহারা সেখানে অষ্ট করীষ স্থানে হস্তী-অশ্ব-বৃষভ আকারের সুবর্ণ মেণ্ডকসমূহ দেখিল যাহারা পিঠে পিঠ লাগাইয়া পৃথিবী ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছে (উপরে তাহার বর্ণনা আরও দেওয়া হইয়াছে)। জটিল শ্রেষ্ঠীর লোকেরা সুবর্ণমেণ্ডকসমূহের ফাঁকে ফাঁকে বিচরণ করিয়া বাহির হইয়া আসিল। তখন শ্রেষ্ঠী তাহাদের বলিলেন—'বৎসগণ, তোমরা যাহার সন্ধান করিতেছ, নিশ্চয়ই দেখিয়াছ।'

'হ্যাঁ প্রভু, দেখিয়াছি।'

'তাহা হইলে ফিরিয়া যাও' বলিয়া তাহাদের ফেরত পাঠাইয়া দিলেন।

তাহারা ফিরিয়া গেলে নিজেদের শ্রেষ্ঠী জিজ্ঞাসা করিলেন—'বৎসগণ, আমাদের সমান ভোগসম্পন্ন শ্রেষ্ঠীকুল দেখিয়াছ কি?'

'প্রভু, আপনার কি আছে! ভদ্দিয়নগরে মেণ্ডক শ্রেষ্ঠীর এত এত বৈভক।' বলিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রেষ্ঠীকে জানাইল। ইহা শুনিয়া শ্রেষ্ঠী আনন্দিত হইয়া বলিলেন—'যাহা হউক, একটি শ্রেষ্ঠীকুলের সন্ধান পাওয়া গেল, আরও একটি আছে, বলিয়া শতসহস্র মূল্যের একখানি কম্বল তাহাদের দিয়া

http://kalpataruboi.org

বলিলেন—'যাও বৎসগণ, অন্য শ্রেষ্ঠীকুলটির সন্ধান কর।'

তাহারা রাজগৃহে যাইয়া জোতিক শ্রেষ্ঠীর গৃহের অবিদূরে দারুরাশিতে আগুন জ্বালাইয়া অবস্থান করিতেছিল। 'এটা কি ব্যাপার?' জিজ্ঞাসা করা হইলে তাহারা বলিল—'একটি মূল্যবান কম্বল আনিয়াছিলাম বিক্রয় করার জন্য কিন্তু ক্রেতা পাইলাম না, আর ইহা লইয়া বিচরণ করাও বিপজ্জনক কারণ চোরের ভয় আছে, তাই ইহাকে পোড়াইয়া আমরা (নির্বিঘ্নে) বিচরণ করিব।' জোতিকশ্রেষ্ঠী তাহাদের দেখিয়া 'ইহারা কি করিতেছে' জিজ্ঞাসা করিয়া উক্ত বিষয় অবগত হইয়া তাহাদের ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'এই কম্বলের মূল্য কত?' 'শত সহস্র মুদ্রা' শুনিয়া তাহাদের ঐ মূল্য দিয়া 'দ্বারকোষ্ঠক সম্মার্জিত করিয়া যে আবর্জনা ফেলে সেই দাসীকে এই কম্বলটি দাও' বলিয়া তাহাদের হাত দিয়াই পাঠাইলেন। দাসী সেই কম্বল লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভুর নিকট আসিয়া বলিল—

'প্রভু, আমার অপরাধ হইয়া থাকিলে আমাকে প্রহার করিতে পারিতেন, কিন্তু এইরূপ মোটা কম্বল কেন আমার জন্য পাঠাইলেন, আমি ইহা অন্তর্বাস করিব, না বহির্বাস করিব?'

'আমি এইজন্য তোমার কাছে পাঠাইনি। ইহাকে ভাঁজ করিয়া তোমার শয়নপাদমূলে রাখিয়া শয়নকালে গন্ধোদকের দ্বারা পদধৌত করিয়া তাহা মোছার জন্য পাঠাইয়াছি। তুমি এইটাও করিতে পারিবে না?' দাসী 'হ্যাঁ, এইটা করিতে পারিব, বলিয়া কম্বলখানি লইয়া চলিয়া গেল। জটিল শ্রেষ্ঠীর লোকেরা এই দৃশ্য দেখিয়া হতবাক হইয়া নিজেদের শ্রেষ্ঠীর নিকট ফিরিয়া আসিলে শ্রেষ্ঠী জিজ্ঞাসা করিলেন—

'বৎসগণ, শ্রেষ্ঠীকুল দেখিয়াছ কি?'

'প্রভু, আপনার কীই বা আছে। রাজগৃহনগরে জোতিক শ্রেষ্ঠীর এই রকম এই রকম সম্পত্তি বলিয়া সমস্ত প্রকার গৃহসম্পত্তির কথা তাঁহাকে বলিয়া ইতিবৃত্তান্ত তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন।

শ্রেষ্ঠী তাঁহাদের কথা শুনিয়া তুষ্টচিত্ত হইয়া 'এখন প্রব্রজ্যা লাভ করিতে পারিব' চিন্তা করিয়া রাজার নিকট যাইয়া বলিলেন—'মহারাজ, আমি প্রব্রজ্যা লাভ করিতে ইচ্ছুক।'

'হে মহাশ্রেষ্ঠী, বেশ বেশ। আপনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করুন।'

তিনি গৃহে যাইয়া পুত্রগণকে ডাকিয়া সোনার দণ্ডযুক্ত হীরক নির্মিত কোদাল জ্যেষ্ঠপুত্রের হাতে দিয়া বলিলেন—'বৎস, গৃহের পশ্চাতে অবস্থিত সুবর্ণপর্বত হইতে সুবর্ণপিণ্ড গ্রহণ কর।' জ্যেষ্ঠপুত্র কোদাল লইয়া যাইয়া সুবর্ণপর্বতকে প্রহার করিল, মনে হইল যে পাষাণপৃষ্ঠে কেহ আঘাত করিয়াছে। তারপর তাহার হস্ত হইতে কোদাল লইয়া শ্রেষ্ঠী কনিষ্ঠ পুত্রের হাতে দিয়া

http://kalpataruboi.org

অনুরূপ আদেশ করিলেন। সে যখন প্রহার করিতে লাগিল, সুবর্ণখণ্ডগুলি ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া রাশিকৃত হইতে লাগিল। তাহার মনে হইল যেন মৃত্তিকায় আঘাত করিতেছে। তখন শ্রেষ্ঠী তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—'বৎস, আইস, আর প্রয়োজন নাই।' বলিয়া তাহার দুই জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে ডাকিয়া বলিলেন—'এই সুবর্ণপর্বত তোমাদের জন্য উৎপন্ন হয় নাই। আমার এবং কনিষ্ঠের জন্য উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার সহিত একত্র থাকিয়া পরিভোগ কর।'

কিন্তু কেন সেই সুবর্ণপর্বত শুধু তাহারা দুইজনের জন্য উৎপন্ন হইয়াছে? জন্মক্ষণেই জটিলকেই বা কেন জলে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল?

নিজেদের কৃতকর্মের জন্যই।

কশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধের জন্য চৈত্য নির্মাণকালে একজন অর্হৎ চৈত্যস্থানে যাইয়া অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'তাত, চৈত্যের উত্তর দিকের সম্মুখভাগের কাজ সম্পন্ন হইতেছে না কেন?'

'সুবর্ণের অভাব হইয়াছে।''আমি গ্রামে প্রবেশ করিয়া গ্রামবাসিদের এইজন্য উদ্বুদ্ধ করিব। তোমরা সাদরে কাজ চালাইয়া যাও। এইরূপ বলিয়া তিনি নগরে প্রবেশ করিলেন এবং সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'মাতৃগণ, পিতৃগণ, আপনাদের চৈত্যের একদিকের মুখের জন্য স্বর্ণ কুলাইতেছে না। এইজন্য স্বর্ণ দান করুন।'

এইভাবে জনগণকে দানের জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়া একটি স্বর্ণকারের গৃহে যাইলেন। স্বর্ণকারও সেই মুহূর্তেই ভার্যার সহিত বিবাদ করিতে করিতে বসিয়াছিলেন। স্থবির তাঁহাকে বলিলেন—'আপনি যে চৈত্যের উত্তরমুখ নির্মাণের দায়িত্ব লইয়াছেন, তাহাতে স্বর্ণ কুলাইতেছে না, আপনি জানেন কি?' তিনি ভার্যার সহিত কলহবশত কোপসহকারে বলিলেন—'আপনাদের শাস্তাকে জলে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যান।' তখন ভার্যা বলিলেন—'তুমি খুব গর্হিত কাজ করিয়াছ। আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলে আমাকে আক্রোশ করিতে বা প্রহার করিতে পারিতে! কেন অতীত-অনাগত-পাচ্চুপন্ন বুদ্ধগণের প্রতি বৈরীভাব প্রকাশ করিতেছেন?' স্বর্ণকার তৎক্ষণাৎ সংবেগপ্রাপ্ত হইয়া 'ভন্তে, আমাকে ক্ষমা করুন' বলিয়া স্থবিরের পাদমূলে পতিত হইলেন।

'তাত, আপনি আমাকে ত কিছু বলেন নাই। আপনি শাস্তার নিকটই ক্ষমা প্রার্থনা করুন।'

'ভন্তে, কিভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিব?'

'তাত, সুবর্ণপুষ্পের তিনটি কুম্ভ নির্মাণ করিয়া ধাতু নিহিত করার প্রকোষ্ঠে সেইগুলি রাখিয়া সিক্তবস্ত্রে ও সিক্তকেশে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

তিনি 'ভন্তে, বেশ তাহাই হউক' বলিয়া সুবর্ণপুষ্পসমূহ নির্মাণ করিয়া তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠকে ডাকিয়া বলিলেন—'তাত, আইস, আমি শাস্তার

http://kalpataruboi.org

প্রতি বৈরীসূচক কথা বলিয়াছি। তাই এই পুষ্পসমূহ নির্মাণ করিয়া ধাতু-নিধান করার প্রকোষ্ঠে এইগুলি রাখিয়া ক্ষমাভিক্ষা করিব। তুমিও আমার সহায় হও।' সে বলিল—'আমি ত আপনাকে বলি নাই যে, আপনি এইরূপ বৈরীসূচক কথা বলুন? অতএব আপনিই করুন' বলিয়া পিতাকে সাহায্য করিতে চাহিল না। তিনি তখন মধ্যম পুত্রকে ডাকিয়া তদ্রূপ বলিলেন। সেও অনুরূপভাবে করিতে ইচ্ছা করিল না। তখন তিনি কনিষ্ঠকে ডাকিয়া তদ্রূপ বলিলেন। সে বলিল—'পিতার কোন কাজ উৎপন্ন হইলে তাহাতে পুত্রেরও দায়িত্ব থাকে' এবং পিতার সহায় হইয়া পুষ্পসমূহ নির্মাণ করিল। স্বর্ণকার বিতস্তি আকারের পুষ্পসমূহ তিনটি কুম্ভে রাখিয়া ধাতুনিধান প্রকোষ্ঠে সেইগুলি রাখিয়া সিক্তবস্ত্রে ও সিক্ত কেশে শাস্তার নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিল। পূর্বজন্মের এই কর্মের ফলে সাত জন্মে জন্ম হওয়া মাত্রই তাঁহাকে জলে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বর্তমান জন্ম সেই সাত জন্মের শেষ জন্ম। তাই ঐ কর্মফলে এইবারও তিনি জলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার দুই জ্যেষ্ঠপুত্র সুবর্ণপুষ্প নির্মাণে সহায়ক হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল। সেই কারণে তাহাদের নিকট সুবর্ণপর্বত উৎপন্ন হয় নাই। জটিল এবং তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র একত্রে (ঐ পুণ্যকর্ম সম্পাদন) করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের নিকট সুবর্ণপর্বত উৎপন্ন হইয়াছিল। এইভাবে তিনি পুত্রগণকে অনুশাসন দিয়া শাস্তার নিকট প্রব্রজিত হইয়া কিছুদিনের মধ্যেই অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন। অন্য এক সময় শাস্তা পঞ্চশত ভিক্ষুদের সঙ্গে লইয়া পিণ্ডপাতের জন্য বিচরণকালে তাঁহার পুত্রদের গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহারা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে অর্ধমাস যাবত ভিক্ষাদান প্রদান করিয়াছিল।

ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় কথা সমুত্থাপিত করিলেন—'আবুসো জটিল, অদ্যাপি অশীতিহস্ত উচ্চতাবিশিষ্ট সুবর্ণপর্বতের প্রতি আপনার বা আপনার পুত্রগণের তৃষ্ণা আছে কি?'

'আবুসো, এইগুলির প্রতি আমার কোন তৃষ্ণাও নাই মানও নাই।'

ভিক্ষুগণ বলিলেন—'এই জটিল স্থবির বোধ হয় সত্য কথা বলিতেছেন না।'

শাস্তা তাঁহাদের কথা শুনিয়া বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, সেইগুলির প্রতি আমার পুত্রের কোন তৃষ্ণা বা মান নাই।' তারপর ধর্মদেশনাকালে এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'এই জগতে যিনি তৃষ্ণা পরিহারপূর্বক অনাগারিক হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন এবং তৃষ্ণাজাত ভব ক্ষয় করিয়াছেন, তাঁহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলি।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৪১৬

অন্বয় : যিনি এই জগেত ষড়দ্বারিক তৃষ্ণা বা মানকে পরিত্যাগ করিয়া

http://kalpataruboi.org

গৃহবাসে অনিচ্ছুক হইয়া অনাগারিক হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, তৃষ্ণা এবং ভবের পরিক্ষীণহেতু তৃষ্ণাভবপরিক্ষীণ হইয়াছেন তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

জটিল স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

জোতিক স্থবিরের উপাখ্যান—৩৪

৩৪. যো'ধতণ্হং পহত্বান অনাগারো পরিব্বজে,
তণ্হাভবপরিক্খীণং তম্হং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।...৪১৬

অনুবাদ : যিনি সংসারে বিষয়তৃষ্ণা পরিত্যাগপূর্বক অনাগারিক হয়ে বিচরণ করেন, যাঁর সকল জাগতিক প্রলোভন সমূলে বিনষ্ট হয়েছে তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

অন্বয় : ইধ যো তণ্হং পহত্বান অনাগারো পরিব্বজে (যিনি ইহলোকে তৃষ্ণা পরিহারপূর্বক অনাগারিক হয়ে প্রব্রজ্যা নিয়েছেন) তণ্হা-ভব-পরিক্খীণং (এবং ভবের তৃষ্ণা ক্ষয় করেছেন) তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি (তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি)।

'যোধ তণ্হং' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা পুনরায় বেণুবনে অবস্থানকালে জোতিক স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

অজাতশত্রু কুমার দেবদত্তের সহিত একত্রিত হইয়া পিতাকে হত্যা করিয়া রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং 'জোতিক শ্রেষ্ঠীর মহাপ্রাসাদ দখল করিব' বলিয়া যুদ্ধসাজে সজ্জিত হইয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া মণিপ্রাকারে সপরিবার নিজের ছায়া দেখিয়া 'গৃহপতি যুদ্ধসাজে সজ্জিত হইয়া সেনাবাহিনী লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন' মনে করিয়া আর অগ্রসর হইতে সাহস পাইলেন না। শ্রেষ্ঠীও সেইদিন উপোসথিক হইয়া প্রাতকালেই প্রাতরাশ গ্রহণ করিয়া বিহারে যাইয়া শাস্তার নিকট ধর্মশ্রবণ করিতে বসিয়াছিলেন। প্রথম দ্বারকোষ্ঠের প্রহরী যমকোলি নামক যক্ষ তাঁহাকে (অজাতশত্রুকে) দেখিয়া 'কোথায় যাইতেছ?' বলিয়া সপরিবার তাঁহাকে ধ্বংস করিয়া 'দিগবিদিকে তাঁহাকে অনুসরণ করিল। রাজা (ভীত হইয়া) বিহারেই প্রবেশ করিলেন।

তাঁহাকে দেখিয়াই শ্রেষ্ঠী 'কি মহারাজ!' বলিয়া আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

'গৃহপতি, আপনি কি আপনার লোকদের আমার সঙ্গে যুদ্ধ করার আদেশ দিয়া এখানে আসিয়া ধর্মশ্রবণের ভাণ করিয়া বসিয়া আছেন?'

'মহারাজ, আপনি কি আমার প্রাসাদ দখল করিতে গিয়াছিলেন?'

'হ্যাঁ গিয়াছিলাম।'

'মহারাজ, আমার ইচ্ছা না থাকিলে (আপনার মত) সহস্র রাজাও আমার প্রাসাদ দখল করিতে পারিবেন না।'

http://kalpataruboi.org

ইহাতে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—'আপনি কি রাজা হইতে চান?'

'আমি রাজা নহি, তথাপি আমার ইচ্ছা না থাকিলে রাজাগণ বা দস্যুগণ কেহই আমার নিকট হইতে সামান্য সুতাও নিতে পারিবে না।'

'তাহা হইলে কি আপনার রুচি হইলেই আপনার প্রাসাদ আমি অধিগ্রহণ করিব?'

'মহারাজ, আমার দশ অঙ্গুলিতে বিশটি আংটি আছে। আমি এইগুলি আপনাকে দিব না। যদি ক্ষমতা থাকে গ্রহণ করুন।' রাজা তখন ভূমিতে উৎকুটিক হইয়া বসিয়া লম্ফ প্রদান করিয়া আঠার হাত উপরে উঠিতে পারেন, দাঁড়াইয়া লম্ফ প্রদান করিলে আশি হাত উপরে উঠিতে পারেন। এইরূপ মহাবলী হওয়া সত্ত্বেও এদিকে সেদিকে লম্ফ প্রদান করিয়া একটি আংটিও নিতে পারিলেন না। তখন শ্রেষ্ঠী 'মহারাজ আপনার শাটক খুলিয়া ধরুন' বলিয়া তাহার উপর নিজের অঙ্গুলিগুলি উপুড় করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিশটি আংটি খুলিয়া শাটকের উপর পতিত হইল। তখন শ্রেষ্ঠী 'মহারাজ, দেখিলেন ত! আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার কোন কিছুই আপনি গ্রহণ করিতে পারিবেন না।' বলিয়া রাজার কার্যকলাপে উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন—'মহারাজ, আমাকে প্রব্রজ্যা লাভের অনুমতি দিন।' রাজা চিন্তা করিলেন—

'ইনি যদি প্রব্রজিত হন, তাহা হইলে আমি সহজেই তাঁহার প্রাসাদ দখল করিতে পারিব' এবং এক কথাতেই রাজী হইয়া বলিলেন—'আপনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করুন।' তিনি শাস্তার নিকট যাইয়া প্রব্রজিত হইয়া অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন। তাঁহার নাম হইল জোতিক স্থবির। তাঁহার অর্হত্ত্বপ্রাপ্তি ক্ষণেই তাঁহার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি অন্তর্হিত হইল। তাঁহার সতুলকায়ী নামক ভার্যাকেও দেবতারা উত্তরকুরুতেই লইয়া গেলেন।

একদিন ভিক্ষুগণ জোতিক স্থবিরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আবুসো জোতিক, সেই প্রাসাদ বা ভার্যার প্রতি আপনার কোন তৃষ্ণা আছে কি?'

'আবুসো নাই।'

এই কথা শুনিয়া ভিক্ষুগণ শাস্তাকে জানাইলেন—'ভন্তে এই জোতিক বোধ হয় সত্য কথা বলিতেছেন না।'

শাস্তা—'হে ভিক্ষুগণ, সেই প্রাসাদ বা ভার্যার প্রতি আমার পুত্রের কোন তৃষ্ণা নেই' এই কথা বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'এই জগতে যিনি তৃষ্ণা পরিহারপূর্বক অনাগারিক হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন এবং তৃষ্ণাজাত ভব ক্ষয় করিয়াছেন, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৪১৬

অন্বয় : এই গাথার অর্থ উপরে জটিল স্থবিরের উপাখ্যানে যেরূপ প্রদত্ত

http://kalpataruboi.org

হইয়াছে তদ্রূপ জ্ঞাতব্য। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

জোতিক স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

নটপুত্রকে স্থবিরের উপাখ্যান (ক)—৩৫

৩৫. হিত্বা মানুসকং যোগং দিব্বং যোগং উপচ্চগা,
সব্বযোগবিসংযুত্তং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।...৪১৭

অনুবাদ : যিনি মনুষ্যোচিত সকল বন্ধন ছিন্ন করে দিব্য আসক্তিও ত্যাগ করেছেন, সকল আসক্তিমুক্ত সেই পুরুষই ব্রাহ্মণ পদবাচ্য।

অন্বয় : যো মানুসকং যোগং হিত্বা (যিনি মনুষ্যযোগ পরিত্যাগপূর্বক) দিব্বং যোগং উপচ্চগা (দিব্যযোগ অতিক্রম করেছেন) সব্বযোগবিসংযুত্তং (যিনি সর্বযোগমুক্ত) তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি (তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি)।

'হিত্বা' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে এক নটপুত্রকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন। তিনি এক সময় নটক্রীড়া প্রদর্শন করিতে করিতে বিচরণ করিবার সময় শাস্তার ধর্ম কথা শুনিয়া প্রব্রজিত হইয়া অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইলেন। তিনি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত পিণ্ডপাতের জন্য প্রবেশকালে ভিক্ষুগণ একটি নটপুত্রকে ক্রীড়া প্রদর্শন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আবুসো, আপনার ক্রীড়িত ক্রীড়া ও প্রদর্শন করিতেছে। ইহার প্রতি আপনার কি কোন স্নেহ (মমতা) নাই?'

'নাই।'

ভিক্ষুগণ বলিলেন—'ভন্তে, এই ভিক্ষু বোধ হয় সত্য কথা বলিতেছেন না।' শাস্তা তাঁহাদের কথা শুনিয়া বলিলেন—

'হে ভিক্ষুগণ, আমার পুত্র সমস্ত প্রকার বন্ধন ছিন্ন করিয়াছে' এবং এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'যিনি মানবিক যোগ (বন্ধন) পরিহারপূর্বক দিব্যযোগও অতিক্রম করিয়াছেন, যিনি দশবিধ যোগ বা বন্ধনমুক্ত, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৪১৭

অন্বয় : 'মানুসকং যোগং' মানুষক আয়ু এবং পঞ্চ কামগুণ। 'দিব্বযোগ' এর ক্ষেত্রেও ইহাই গ্রহণ করিতে হইবে। 'উপচ্চগা' যিনি মানুষক যোগ বা বন্ধন ত্যাগ করিয়া দিব্যযোগও অতিক্রম করিয়াছেন, তিনিই চারি প্রকার যোগ (কামযোগ, ভবযোগ, মিথ্যাদৃষ্টিযোগ ও অবিদ্যাযোগ) হইতে বিসংযুক্ত তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

http://kalpataruboi.org

নটপুত্রক স্থবিরের (ক) উপাখ্যান সমাপ্ত

নটপুত্রক স্থবিরের উপাখ্যান (খ)—৩৬

৩৬. হিত্বা রতিং চ অরতিং চ সীতিভূতং নিরূপধিং,
সব্বলোকাভিভুং বীরং তম্‌হং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।...৪১৮

অনুবাদ : যিনি সকল ইচ্ছা ও অনিচ্ছা ত্যাগ করে শান্ত ও বাসনামুক্ত হয়েছেন, সেই বিশ্বজিৎ বীরবরই ব্রাহ্মণ পদবাচ্য।

অন্বয় : রতিঞ্চ অরতিঞ্চ হিত্বা (যিনি রতি ও অরতি ত্যাগ করে) সীতিভূতং নিরূপধিং (শান্তি ও নিরুপাধি হয়েছেন) তং সব্বলোকাভিভুং বীরং (সেই সর্বলোকজয়ী বীরকে) অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি।

'হিত্বা রতিঞ্চ' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে একজন নটপুত্রককেই উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন। ঘটনা পূর্বের উপাখ্যানবৎ। এখানে শাস্তা 'হে ভিক্ষুগণ, আমার পুত্র রতি এবং অরতি উভয়কেই পরিহার করিয়া স্থিত' বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'যিনি রতি ও অরতি ত্যাগ করিয়া শান্ত ও নিরুপধি হইয়াছে, সেই সর্বলোকবিভূ বীরকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৪১৮

অন্বয় : 'রতিং' পঞ্চকামগুণরতিকে। 'অরতিং' অরণ্যবাসে উৎকণ্ঠিততাকে। 'সীতিভূতং' নির্বৃত। 'নিরুপধিং' যিনি নিরুপক্লেশ। 'বীরং' সর্ব স্কন্ধলোককে অভিভূত করিয়া স্থিত তাদৃশ বীর্যবানকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

নটপুত্রক স্থবিরের উপাখ্যান (খ) সমাপ্ত

বঙ্গীশ স্থবিরের উপাখ্যান—৩৭

৩৭. চুতিং যো বেদি সত্তানং উপপত্তিং চ সব্বসো,
অসত্তং সুগতং বুদ্ধং তম্‌হং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।

৩৮. যস্‌স গতিং ন জানন্তি দেবা গন্ধব্বমানুসা,
খীণাসবং অরহন্তং তম্‌হং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।...৪১৯-৪২০

অনুবাদ : যিনি সকল প্রাণীর জন্ম-মৃত্যু রহস্য জানেন, যিনি অনাসক্ত সদ্‌গতিপ্রাপ্ত ও বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন। তিনিই ব্রাহ্মণ পদবাচ্য। যিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ তাঁর গতি দেবতা, গন্ধর্ব বা মানুষ কেউ জানতে পারে না। তাঁর সকল তৃষ্ণা ক্ষয় হওয়ায় তিনি অর্হত্ত্ব লাভ করেছেন।

অন্বয় : যো সত্তানং চুতিং চ উপপত্তিং চ (যিনি প্রাণীদের লয় ও উৎপত্তি) সব্বসো বেদি (সম্পূর্ণরূপে জানেন) অসত্তং সুগতং বুদ্ধ (যিনি অনাসক্ত, সুগত ও বুদ্ধ) তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি। যস্‌স গতিং দেবা গন্ধব্বমানুসা ন জানন্তি (যাঁর গতি

http://kalpataruboi.org

দেব, গন্ধর্ব ও মানুষেরা জানে না) তং খীণাসবং অরহন্তং (সেই ক্ষীণাস্রব অর্হৎকে) অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি।

'চুতিং যো বেদি' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে বঙ্গীশ স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

রাজগৃহে বঙ্গীশ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন যিনি মৃত মনুষ্যদের খুলিতে টোকা দিয়া বলিতে পারিতেন—'ইহা নরকে উৎপন্ন ব্যক্তির খুলি, ইহা তির্যক যোনিগত ব্যক্তির খুলি, ইহা প্রেতলোকে গত ব্যক্তির খুলি, ইহা মনুষ্যলোকে জাত ব্যক্তির খুলি, ইহা দেবলোকে উৎপন্ন ব্যক্তির খুলি' ইত্যাদি।

ব্রাহ্মণগণ চিন্তা করিলেন—'এই ব্যক্তিকে ব্যবহার করিয়া আমরা পৃথিবীর লোকদের প্রবঞ্চিত করিতে পারি।' ইহা চিন্তা করিয়া তাঁহারা বঙ্গীশকে দুইখণ্ড লাল বস্ত্র পরিহিত করাইয়া জনপদে বিচরণ করিতে করিতে লোকদের বলিতেন—'ইনি বঙ্গীশ নামক ব্রাহ্মণ। ইনি মৃত মনুষ্যদের খুলিতে টোকা দিয়া বলিতে পারেন মৃত ব্যক্তি কোথায় জন্ম লইয়াছে। তোমরা নিজেদের পরলোকগত আত্মীয়-স্বজনদের উৎপত্তিস্থান জানিতে পার।' লোকেরা যথাসামর্থ্য দশ, বিশ বা একশত কার্ষাপণের বিনিময়ে নিজেদের আত্মীয়-স্বজনদের পুনর্জন্ম স্থান তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। এইভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে সেই ব্রাহ্মণগণ শ্রাবস্তীতে আসিয়া জেতবনের অবিদূরে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা আহারান্তে মনুষ্যগণকে গন্ধমালাদিহস্তে ধর্মশ্রবণের জন্য যাইতে দেখিয়া 'কোথায় যাইতেছেন?' জিজ্ঞাসা করিয়া 'ধর্মশ্রবণের জন্য বিহারে যাইতেছি' শুনিয়া 'সেখানে যাইয়া কি করিবেন? আমাদের বঙ্গীশ ব্রাহ্মণের মত আর কেহ নাই, মৃত লোকদের খুলিতে টোকা দিয়া তিনি বলিতে পারেন ঐসকল ব্যক্তি কোথায় কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আপনারাও আপনাদের মৃত আত্মীয়-স্বজনদের উৎপত্তিস্থান জানিতে পারেন। জিজ্ঞাসা করুন।' তাঁহারা বলিলেন—'বঙ্গীশ কি জানেন? আমাদের শাস্তার মত আর কেহ নাই।' ব্রাহ্মণগণও বলিলেন—'আমাদের বঙ্গীশের মত আর কেহ নাই।' এইভাবে কথায় কথায় কথা বাড়িয়া গেল। শেষে স্থির হইল—'চলুন, দেখা যাক কে বেশি জানেন আপনাদের বঙ্গীশ না আমাদের শাস্তা' বলিয়া তাঁহাদের বিহারে লইয়া গেলেন। শাস্তা তঁহাদের আগমনের কথা জানিয়া নরকে, তির্যকযোনিতে, মনুষ্যলোকে এবং দেবলোকে—চারি স্থানে জন্মপ্রাপ্ত চারিজনের চারিটি মাথার খুলি এবং একজন অর্হতের মাথার খুলি—এই পাঁচটি খুলি একত্র করিয়া পরপর সাজাইয়া বঙ্গীশ পৌঁছিলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি নাকি মৃত ব্যক্তিদের মাথার খুলিতে টোকা দিয়া বলিতে পার কে কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে।'

'হ্যাঁ জানি।'

http://kalpataruboi.org

'এইটা কাহার খুলি?'

বঙ্গীশ ঐ খুলিতে টোকা দিয়া বলিলেন—'এই ব্যক্তি নরকে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।' তখন শাস্তা তাঁহাকে 'সাধু সাধু' বলিয়া সাধুবাদ দিয়া অন্য তিনটি খুলির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বঙ্গীশ ঐ তিজনের মধ্যে কে কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিলেন। শাস্তা তাঁহাকে সাধুবাদ দিয়া পঞ্চম খুলিটি তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলেন—'এইটা কাহার মাথার খুলি?' কিন্তু ঐ খুলিতে টোকা দিয়া বঙ্গীশ বলিতে পারিলেন না তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

তখন শাস্তা তাঁহাকে বলিলেন—'কি বঙ্গীশ, তুমি জান না?'

'না, আমি জানি না।'

'আমি কিন্তু জানি।' [শাস্তা বলিলেন] তখন বঙ্গীশ শাস্তাকে প্রার্থনা করিলেন—'আমাকে এই মন্ত্র দিন।'

'আমার নিকট প্রব্রজিত না হইলে দেওয়া সম্ভব নহে।'

বঙ্গীশ চিন্তা করিলেন—'এই মন্ত্র পাইলে সমগ্র জম্বুদ্বীপে আমি শ্রেষ্ঠ হইব' এবং ব্রাহ্মণদের বলিলেন—'আপনারা কিছুদিন এখানেই থাকুন, আমি প্রব্রজিত হইব' এবং তাঁহাদের পাঠাইয়া দিয়া শাস্তার নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিয়া বঙ্গীশ স্থবির নামে পরিচিত হইলেন। শাস্তা তাঁহাকে দ্বাত্রিংশাকার 'কর্মস্থান' ভাবনা দিলেন এবং বলিলেন—'মন্ত্রের প্রারম্ভিক শব্দগুলি বারবার আবৃত্তি কর।' তিনি এইভাবে মন্ত্র শিখিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ মাঝে মাঝে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন—'মন্ত্র শিক্ষা হইয়াছে কি?'

'আর কিছুকাল অপেক্ষা করুন, আমি শিক্ষা করিতেছি।'

কিছুদিনের মধ্যেই বঙ্গীশ অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইলেন। ব্রাহ্মণগণ পুনরায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—'আবুসো, আমি এখন যাইতে অপারগ।' ইহা শুনিয়া ভিক্ষুগণ শাস্তাকে জানাইলেন—'ভন্তে, ইনি বোধ হয় যাহা সত্য তাহা বলিতেছেন না।' শাস্তা বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ বলিও না, এখন আমার পুত্র চ্যুতি-উৎপত্তি বিষয়ে কুশলী হইয়াছে' এবং এই দুইটি গাথা ভাষণ করিলেন—

'যিনি সর্বতোভাবে প্রাণিগণের উৎপত্তি ও লয় রহস্য জ্ঞাত হইয়াছেন, যিনি অনাসক্ত, সুগত (সদ্‌গতি প্রাপ্ত) এবং বুদ্ধ, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।'

যাঁহার গতি দেবতা, গন্ধর্ব ও মানবগণ জানে না, সেই ক্ষীণস্রব অর্হৎকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।—ধর্মপদ, শ্লোক-৪১৯-৪২০

অন্বয় : 'যো বেদি' যিনি সত্ত্বগণের সর্বাকারে চ্যুতি এবং উৎপত্তি বিশেষভাবে জানেন, অনাসক্ত বলিয়া তাঁহাকে আমি 'অসত্ত' বলি, সুষ্ঠুভাবে গত হইয়াছেন বলিয়া 'সুগত', চারি আর্যসত্যকে জানিয়াছেন বলিয়া 'বুদ্ধ'

http://kalpataruboi.org

তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি। 'যস্সা'তি যাঁহার গতি ইহারা দেবতা, গন্ধর্ব প্রভৃতিরা জানেন না তাঁহাকে আমি আস্রবসমূহের ক্ষীণ বা ক্ষয় হেতু 'খীণাসব' বলি, ক্লেশসমূহ হইতে দূরীভূত বলিয়া 'অরহন্ত' তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বঙ্গীশ স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

ধম্মদিন্না থেরীর উপাখ্যান—৩৮

৩৯. যস্স পুরে চ পচ্ছা চ মজ্ঝে চ নত্থি কিঞ্চনং,
অকিঞ্চনং অনাদানং তম্হং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।...৪২১

অনুবাদ : যাঁর অতীত, ভবিষ্যত বা বর্তমানে কোনরূপ বাসনাই নেই, সেই নিঃস্ব ও অনাসক্ত পুরুষই প্রকৃত ব্রাহ্মণ।

অন্বয় : যস্স পুরে চ পচ্ছা চ মজ্ঝে চ নত্থি কিঞ্চনং নত্থি (যাঁর পূর্বে, পশ্চাতে ও মধ্যে কিছুই নেই) অকিঞ্চনং অনাদানং (যিনি অকিঞ্চন ও অনাসক্ত) তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি।

'যস্সা'তি এই ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে ধম্মদিন্না নামক ভিক্ষুণীকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার গার্হস্থ্যজীবনে তাঁহার স্বামী উপাসক বিশাখ একদিন শাস্তার নিকট ধর্ম শুনিয়া অনাগামীফল প্রাপ্ত হইয়া চিন্তা করিলেন—'আমার সমস্ত সম্পত্তি ধম্মদিন্নার হস্তে সমর্পণ করা উচিত।' ইতিপূর্বে গৃহে ফিরিবার সময় ধম্মদিন্নাকে জানালায় দাঁড়াইয়া তাঁহার দিকে অবলোকন করার সময় তিনি মৃদু হাসিতেন। কিন্তু সেইদিন ধম্মদিন্না জানালায় দাঁড়াইয়া থাকিলেও তিনি তাঁহার দিকে না তাকাইয়াই গৃহে প্রবেশ করিলেন। ধম্মদিন্না ভাবিলেন—'ব্যাপার কি?'

'ঠিক আছে, ভোজনের সময় জানিব' বলিয়া ভোজনবেলায় ভোজন উপস্থাপিত করিলেন। অন্যান্য দিন বিশাখ বলিতেন—'আইস, একত্রে ভোজন করিব' সেইদিন কিন্তু নীরবে ভোজন করিলেন। ধম্মদিন্না চিন্তা করিলেন—'মনে হয় কোন কারণে তিনি কুপিত হইয়াছেন।' ভোজন শেষে বিশাখ সুখাসনে বসিয়া ধম্মদিন্নাকে ডাকিয়া বলিলেন—'ধম্মদিন্নে, এই গৃহে যত সম্পত্তি আছে সবই তোমার, গ্রহণ কর।' ধম্মদিন্না চিন্তা করিলেন—

'যাহারা ক্রুদ্ধ হয় তাহারা কখনো নিজের সম্পত্তি দিয়া গ্রহণ করিতে বলে না। ব্যাপার কি' এবং বলিলেন—'স্বামিন, আপনি কোথায় যাইবেন?'

'আমি এখন হইতে জাগতিক কিছুর সহিত সম্পর্ক রাখিব না।'

'আপনি যে থুথু নিক্ষেপ করিয়াছেন কে তাহা গ্রহণ করিবে? আমাকে অনুমতি দিন, আমিও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।'

http://kalpataruboi.org

তিনি 'বেশ বেশ' বলিয়া সম্মতি জানাইয়া ধুমধাম সহকারে ধম্মদিন্নাকে ভিক্ষুণী আবাসে লইয়া যাইয়া প্রব্রজিত করিলেন। উপসম্পদা লাভ করার পর তাঁহার নাম হইল ধম্মদিন্না থেরী।

তিনি নির্জন বাসে অভিলাষিণী হইয়া ভিক্ষুণীদের সহিত জনপদে যাইয়া সেখানে অবস্থান করাকালে অচিরেই প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করিয়া চিন্তা করিলেন—'এখন আমাকে লক্ষ্য করিয়া আমার জ্ঞাতিগণ পুণ্যকর্ম করিবে' এবং রাজগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। উপাসক (বিশাখ) তাঁহার আগমনের কথা শুনিয়া কেন আসিয়াছেন জানিবার জন্য ভিক্ষুণী আবাসে যাইয়া থেরীকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিলেন—'আর্যে, আপনি কি উৎকণ্ঠিতা হইয়াছেন' এই কথা বলা ঠিক হইবে না। তাঁহাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব।' স্রোতাপত্তিমার্গ বিষয়ে তিনি তাঁহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি তাহার উত্তর দিলেন। উপাসক একই উপায়ে অবশিষ্ট মার্গসমূহ সম্বন্ধেও প্রশ্ন করিয়া যখন অর্হত্ত্ব মার্গ সম্বন্ধেও প্রশ্ন করিলেন, তখন ধম্মদিন্না বলিলেন—'আবুসো, বিশাখ, আপনি অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন আমাকে করিতেছেন। ইচ্ছা হইলে শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।' এই কথা বলাতে বিশাখ থেরীকে বন্দনা করিয়া আসন হইতে উঠিয়া শাস্তার নিকট যাইয়া ধম্মদিন্নার সহিত তাঁহার কথাবার্তা হইয়াছে সমস্তই ভগবানকে জানাইলেন। শাস্তা বলিলেন—'আমার কন্যা ধম্মদিন্না যাহা বলিয়াছে যথার্থই বলিয়াছে। আমাকে প্রশ্ন করিলেও আমি একই উত্তর দিতাম' এবং ধর্মদেশনাকালে এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'যাঁহার অতীত, অনাগত ও বর্তমান পঞ্চস্কন্ধের প্রতি কোন তৃষ্ণা নাই, যিনি অকিঞ্চন ও অনাসক্ত, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৪২১

অন্বয় : 'পুরে' অতীত স্কন্ধসমূহে। 'পচ্ছা' অনাগত স্কন্ধসমূহ। 'মজ্ঝে' বর্তমান স্কন্ধসমূহ। 'নত্থি কিঞ্চনং' যাঁহার এই সমস্ত বিষয়ে তৃষ্ণাগ্রাহ নামক কিঞ্চন নাই, যিনি রাগাকিঞ্চনাদি না থাকাতে 'অকিঞ্চন', কোন গ্রহণের অভাবে যিনি 'অনাদান', তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ধম্মদিন্না থেরীর উপাখ্যান সমাপ্ত

অঙ্গুলিমাল স্থবিরের উপাখ্যান—৩৯

৪০. উসভং পবরং বীরং মহেসিং বিজিতাবিনং,
অনেজং নহাতকং বুদ্ধং তম্‌হং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।...৪২২

http://kalpataruboi.org

অনুবাদ : তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি যিনি বৃষের ন্যায় ভয়শূন্য, যিনি মহৎ ও বীর, যিনি মহর্ষি ও মৃত্যুঞ্জয় এবং যিনি নিষ্পাপ ও বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন।

অন্বয় : উসভং পবরং বীরং (ঋষভ-প্রবর বীর) মহেসিং বিজিতাবিনং অনেজং নহাতকং বুদ্ধ (যিনি মহর্ষি বিজিতারি, অকলুষ, স্নাতক ও বুদ্ধ) তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি।

'উসভং' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে অঙ্গুলিমাল স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন। ঘটনা ধর্মপদের ১৭৭নং শ্লোকের উপাখ্যানের বর্ণনায় বিস্তৃতভাবে উক্ত হইয়াছে।

উক্ত হইয়াছে, ভিক্ষুগণ অঙ্গুলিমালকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'আবুসো, অঙ্গুলিমাল, দুষ্টহস্তী যখন আপনার মস্তকোপরি ছত্র ধারণ করিয়াছিল, আপনি কি ভয় পাইয়াছিলেন?'

'আবুসো, না, ভয় পাইনি।'

তাঁহারা শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'ভন্তে, অঙ্গুলিমাল সত্য বলিতেছেন না।' শাস্তা বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, আমার পুত্র অঙ্গুলিমাল ভয় পায় না। ক্ষীণাস্রব-ঋষভগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠী ঋষভসদৃশ আমার ভিক্ষুপুত্রগণ (কখনো) ভয় পায় না।' ইহা বলিয়া তিনি এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'যিনি ঋষভ (অগ্রগণ্য), প্রবর (শ্রেষ্ঠ), বীর, মহর্ষি, বিজিতাবী, নিষ্কলুষ, স্নাতক (ধৌতপাপ) ও বুদ্ধ, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৪২২

অন্বয় : অভীতার্থে ঋষব (বৃষভ?) সদৃশার্থে 'উসভং', উত্তমার্থে 'পবরং', বীর্যবত্তার জন্য 'বীরং', মহা শীলস্কন্ধাদির এষিতত্ত্বের জন্য (অন্বেষণার জন্য) 'মহেসিং', তিন প্রকার মারবিজয়ী বলিয়া 'বিজিতাবিনং', কলুষসমূহ ধৌত হইয়াছে বলিয়া 'স্থাতকং', চারি আর্যসত্যের প্রবুদ্ধতার জন্য 'বুদ্ধং' যিনি এইরকম গুণসম্পন্ন তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অঙ্গুলিমাল স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

দেবহিত ব্রাহ্মণের উপাখ্যান—৪০

৪১. পুব্বেনিবাসং যো বেদি সগ্গপাযং চ পস্সতি,
অথো জাতিক্খযং পত্তো অভিঞ্ঞাবোসিতো মুনি;
সব্ববোসিতবোসানং তম্হং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।...৪২৩

অনুবাদ : যিনি পূর্বজন্ম স্মৃতিজ্ঞ, যিনি দিব্যদৃষ্টি দ্বারা স্বর্গ নরক প্রত্যক্ষ করেছেন, যাঁর পুনর্জন্মের অবসান ঘটেছে এবং যিনি পূর্ণজ্ঞান অর্জন করে সকল

http://kalpataruboi.org

কৃতকর্ম নিষ্পন্ন করেছেন তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

অন্বয় : যো মুনি পুব্বেনিবাসং বেদি (যে মুনি পূর্বনিবাস বিদিত আছেন) সগ্‌গপাযঞ্চ পস্‌সতি (স্বর্গ নরকও দেখতে পান) অথ জাতিক্‌খযং পত্তো (যাঁর পুনর্জন্ম ক্ষয়প্রাপ্ত) অভিঞ্ঞাবোসিতো (এবং অভিজ্ঞা পূর্ণতাপ্রাপ্ত) সব্বাবোসিতবোসানং তং (সেই সর্বকার্য নিষ্পাদনকারী লোককেই) অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : (৩৮৩-৪২৩) সমস্ত সৃষ্টি যেই বিরাট পুরুষের শরীর ব্রাহ্মণকে সেই প্রজাপতির মুখ আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। তারপর কোন সুদূর অতীতে গুণকর্ম অনুসারে মনুষ্য জাতিকে যখন বিভিন্ন বর্ণে ভাগ করা হল তখনও ব্রাহ্মণ ছিলেন শীর্ষস্থানে। সমস্ত মানুষের মধ্যে যে ব্রাহ্মণের জন্য শ্রেষ্ঠ স্থানটি নির্দিষ্ট হয়েছিল তিনি কে? পাণ্ডিত্যে, জ্ঞানে, আচারে, আচরণে, স্বভাবে, চরিত্রে, শীলে, সংযমে, ধর্মে, কর্মে—এক কথায় সর্ববিষয়ে যাঁর শ্রেষ্ঠত্ব অবিসম্বাদী তিনিই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের স্বভাব সত্ত্বগুণপ্রধান, আর অন্তরিন্দ্রিয়-বহিরন্দ্রিয়ের সংযম, কঠোর ব্রতাচরণ, ক্ষমা, সরলতা, শাস্ত্রজ্ঞান, শাস্ত্রানুভব, সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা—এগুলি তাঁর স্বভাবজাত কর্ম। ব্রাহ্মণত্ব জন্মগত বা বংশানুক্রম নয়, উত্তরাধিকারসূত্রেও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা যায় না। উপযুক্ত সত্ত্বগুণের অধিকারী হলে শূদ্রবংশে জন্মেও একনিষ্ঠ সাধনায় ব্রাহ্মণত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। অজ্ঞতাকুলশীল সত্যকাম জাবালকে ঋষি গৌতম নির্দ্বিধায় ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন, রাজা বিশ্বমিত্র ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেও আপন তপস্যার শক্তিতে ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করেছিলেন। ঋষি ঐতরেয় মহিদাসের (ঐতিরেয় উপনিষদের প্রবক্তা) মাতা ইতরা হীন বংশোদ্ভব ছিলেন।

কিন্তু কালের প্রভাবে আর সামাজিক বিবর্তনের ফলে 'চষধরহ ষরারহম ধহফ ষরমযঃ ঃযরহশরহম' তার গৌরব হারাতে থাকে। অর্থের প্রতিপত্তি পরমার্থের চিন্তাকে একেবারে কোণঠাসা করে ফেলে, গগণচুম্বী আদর্শের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ অথচ অর্থ সঙ্গতিহীন ব্রাহ্মণের সমাদর কার্যত লোপ পেয়ে যায়। যে ব্রাহ্মণ এককালে ছিলেন মানুষের সমস্ত ক্রিয়াকর্মের নিয়ামক এবং বিধায়ক, তার অধ্যাত্ম জগতের কাণ্ডারী, সমাজের একরকম একচ্ছত্র অধিপতি, তিনি বিরল হয়ে এলেন। পরিবর্তে যজন-যাজন ইত্যাদি কিছু আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মকেই যাঁরা বৃত্তিরূপে গ্রহণ করলেন, সেই পুরোহিত শ্রেণীই ব্রাহ্মণ আখ্যা পেতে লাগলেন, ব্রাহ্মণত্ব হয়ে পড়ল বংশানুক্রমিক। ব্রাহ্মণ একটা পেশানুসারী জাতি বা সম্প্রদায়ে পরিণত হল। কতকগুলি অর্থহীন ক্রিয়াকলাপ, বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই আবদ্ধ থেকে ব্রাহ্মণ ধ্যানধারণার জগত থেকে ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে একসময় সম্পূর্ণই নির্বাসিত হল। আর তার গণ্ডীবদ্ধ সঙ্কীর্ণ জীবন ভরে উঠতে থাকল চিত্তের নানা আবর্জনায়; ঈর্ষা, লোভ, কদাচার, মিথ্যাচার ইত্যাদি আবিলতা বদ্ধমূল হতে থাকল সেখানে। কিন্তু সমস্ত মহৎ আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়েও ব্রাহ্মণ নামধেয় ব্যক্তিরা প্রাচীন ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে আপন

http://kalpataruboi.org

বাকচাতুর্যে, বেশবাসের চমকে, আরও নানা চতুরতায় নিজেদের অন্তঃসারশূন্যতা আর হীনতাকে আবৃত করবার এবং অধঃপতনকে অস্বীকার করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

ব্রাহ্মণবর্গের গাথাগুলিতে ঐ ভেখধারী কপট ব্রাহ্মণের নিন্দা উচ্চারিত হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ করা হয়েছে প্রকৃত ব্রাহ্মণের সংজ্ঞা আর লক্ষণ। 'ব্রাহ্মণ' শব্দটি এখানে কোন বিশেষ জাতি, ধর্ম বা সম্প্রদায়ের দ্যোতক নয়। এটি একটি বীজের মত গৃহীত যার মধ্যে ধ্যানে, সাধনায়, আচারে, আচরণে সভ্য মানুষের সমস্ত সদ্‌গুণগুলি সংহত করা হয়েছে। ঐসব যাবতীয় সদ্‌গুণ আর জ্ঞানের অধিকারী মানবশ্রেষ্ঠই ব্রাহ্মণ পদবাচ্য—ঐ ব্রাহ্মণেরাই প্রত্যক্ষ দেবতা। এঁদেরই বলা হয়েছে অর্হৎ, জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ, বুদ্ধ, ইহলোক পরলোকের সমস্ত রহস্য, যাবতীয় তত্ত্ব জ্ঞাত হয়ে যাঁরা এই জীবনেই মৃত্যুকে অতিক্রম করে অমৃতপদের অধিকারী হয়েছেন। ব্রাহ্মণ যোগীশ্রেষ্ঠও বটে তিনি নির্মম, নিরহঙ্কার, নিরুপাধি, নিষ্পাপ, নির্ভয়; তিনি সত্যজ্ঞ, সত্যাশ্রয়ী, তত্ত্বজ্ঞ, শান্ত। ব্রাহ্মণ ক্রোধশূন্য, অহিংস, অনাসক্ত, অনাগারিক। রাগ, দ্বেষ, বাসনা তৃষ্ণা ইত্যাদি থেকে তিনি মুক্ত। নির্বাণ যাঁর অধিগত সেই ধর্মজ্ঞ, চতুরার্য সত্যজ্ঞ, সমদৃষ্টিসম্পন্ন, মহৎ, বীর, মহর্ষি, মারজয়ী পুরুষকেই বলা যায় ব্রাহ্মণ, অন্য কাউকে নয়।

যে মহৎ আদর্শ থেকে সু-উচ্চ অধিকার থেকে চ্যুত হয়ে ব্রাহ্মণত্বের মিথ্যা দাবিদাররা নানা পঙ্কিলতায়, নীতিহীনতায় অধঃপতিত হয়েছে, ব্রাহ্মণবর্গে সেই আদর্শের জয়গান উদ্গীত হয়েছে। প্রকৃত মহাপুরুষকে যে নামেই অভিহিত করা যাক, তিনি সব মানুষেরই শরণ্য। ধর্ম, সম্প্রদায় প্রভৃতি নানা ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে আপন মহিমায় চিরভাস্বর হয়ে বিরাজ করেন তিনি।

'পুব্বেনিবাসং' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে দেবহিত ব্রাহ্মণের (জিজ্ঞাসিত) প্রশ্নকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

এক সময় ভগবান বাতরোগে আক্রান্ত হইয়া উষ্ণোদক আনিবার জন্য উপবান স্থবিরকে দেবহিত ব্রাহ্মণের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। স্থবির যাইয়া শাস্তার রোগের কথা ব্যক্ত করিয়া উষ্ণোদক চাহিলেন। ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ তুষ্টচিত্ত হইয়া 'অহো, আমার কি সৌভাগ্য, সম্যকসম্বুদ্ধ উষ্ণোদকের জন্য আমার নিকট তাঁহার শ্রাবককে প্রেরণ করিয়াছেন' বলিয়া উষ্ণোদকের একটি কাজ (একটি দীর্ঘাকারের দণ্ড যাহার দুই মাথায় দুইটি কলস বা যে কোন বোঝা ঝুলাইয়া লওয়া যায়) নিজের লোকের দ্বারা বহন করাইয়া গুড়ের একটি পুটুলি উপবান স্থবিরের হাতে দিলেন। স্থবির তাহা লইয়া বিহারে যাইয়া শাস্তাকে সেই উষ্ণোদকের দ্বারা স্নান করাইয়া জলের সহিত গুড়মিশ্রিত করিয়া ভগবানকে দিলেন। তৎক্ষণাৎ শাস্তার বাতরোগ প্রশমিত হইল। ব্রাহ্মণ চিন্তা করিলেন— 'কাহাকে দান করিলে মহাফল লাভ হয় শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিব' এবং শাস্তার নিকট যাইয়া সেই বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার জন্য এই গাথাটি ভাষণ

http://kalpataruboi.org

করিলেন—

'কোন ক্ষেত্রে দান দেওয়া উচিত, কোথায় দান করিলে মহাফল হয়, যজমানের (দাতার) ক্ষেত্রে কিভাবে দক্ষিণা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় (মহাফলদায়ক হয়) [সংযুক্ত নিকায় ১।১।১৯৯]? তখন শাস্তা 'ঈদৃশ ব্রাহ্মণকে দান দিলে মহাফলদায়ক হয় বলিয়া ব্রাহ্মণের সংজ্ঞা প্রকট করিবার জন্য এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'যে মুনি পূর্ব (পূর্ব) নিবাস (জন্ম পরম্পরা) বিদিত আছেন, যিনি (মানসনেত্রে) স্বর্গ-নরক প্রত্যক্ষ করেন, যিনি পুনর্জন্ম ক্ষয় করিয়াছেন, যাঁহার অভিজ্ঞা পূর্ণতাপ্রাপ্ত এবং যিনি সর্ববিধ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৪২৩

অন্বয় : যিনি পূর্ব পূর্ব নিবাসসমূহ স্পষ্টভাবে জানেন, ছাব্বিশ প্রকার দেবলোক ভেদে স্বর্গকে, চতুর্বিধ নরককে দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখেন, পুনর্জন্ম ক্ষয় নামক অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত যিনি হইয়াছেন, অভিজ্ঞেয় ধর্মকে অভিজ্ঞাত হইয়া পরিজ্ঞেয় ধর্মকে পরিজ্ঞাত হইয়া, প্রহাতব্য (পরিহারযোগ্য) ধর্মকে পরিহার করিয়া, উপলব্ধব্য ধর্মকে উপলব্ধি করিয়া অন্তিম ও পরিশেষ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাঁহার বাস উষিত প্রাপ্ত হইয়াছে, (অর্থাৎ যাঁহার পুনর্জন্ম আর হইবে না), আস্রব ক্ষয়জ্ঞানের দ্বারা মৌনভাব প্রাপ্তি হেতু যিনি মুনি হইয়াছেন, সমস্ত ক্লেশের (কলুষের) পরিসমাপ্তি সূচক যে অর্হত্ত্বমার্গজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, ব্রহ্মচর্যবাস উষিতভাবের দ্বারা সর্ব বাসের (জন্মের) পরিসমাপ্তি যিনি করিয়াছেন, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণও প্রসন্নচিত্ত হইয়া ত্রিশরণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শাস্তার উপাসকত্ব গ্রহণ করিলেন।

দেবহিত ব্রাহ্মণের উপাখ্যান সমাপ্ত

ব্রাহ্মণ বর্গ বর্ণনা সমাপ্ত

উপসংহার কথা

এই প্রকারে সর্বপ্রথমে যমকবর্গে চৌদ্দটি উপাখ্যান, অপ্রমাদবর্গে নয়টি, চিত্তবর্গে নয়টি, পুষ্পবর্গে বারটি, বালবর্গে পনেরটি, পণ্ডিতবর্গে এগারটি, অর্হৎবর্গে দশটি, সহস্রবর্গে চৌদ্দটি, পাপবর্গে বারটি, দণ্ডবর্গে এগারটি, জরাবর্গে নয়টি, আত্মবর্গে দশটি, লোকবর্গে এগারটি, বুদ্ধবর্গে নয়টি, সুখবর্গে আটটি, প্রিয়বর্গে নয়টি, ক্রোধবর্গে আটটি, মলবর্গে বারটি, ধর্মস্থবর্গে দশটি, মার্গবর্গে বারটি, প্রকীর্ণকবর্গে নয়টি, নরকবর্গে নয়টি, নাগবর্গে আটটি, তৃষ্ণাবর্গে বারটি, ভিক্ষুবর্গে বারটি এবং ব্রাহ্মণবর্গে

http://kalpataruboi.org

চল্লিশটি—সর্বমোট তিনশত পাঁচটি উপাখ্যান প্রকাশ করিয়া নাতিসংক্ষেপ ও নাতিবিস্তারবশে উপরচিত বাহাত্তর ভাণবার আকারের ধর্মপদের অর্থ বর্ণনা সমাপ্ত হইল।

যে ধর্মরাজের দ্বারা অনুত্তর ধর্মপদ (নির্বাণ) প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই মহর্ষির দ্বারা ধর্মপদের গাথাগুলি ভাষিত হইয়াছে।—১

চারি আর্যসত্যের জ্ঞাতা (তাঁহার দ্বারা) ধর্মপদের চারিশত তেইশটি গাথা ভাষিত হইয়াছে। বস্তু বা উপাখ্যানের সংখ্যা তিনশত পাঁচ।—২

রাজা শ্রীকূটের প্রাসাদে মহারাজকৃত বিহারে সকৃতজ্ঞচিত্তে বসবাস করার সময়।—৩

জগতের যিনি নাথ সেই লোকনাথ বুদ্ধের সদ্ধর্মস্থিতি কামনা করিয়া (মানবজাতির) মঙ্গল ও হিতের জন্য।

(ধর্মপদের) সেই সকল গাথার অর্থব্যঞ্জনসম্পন্ন এই সুনির্মল অট্‌ঠকথা আমার দ্বারা পালিতে কৃত হইয়াছে। ইহার আয়তন বাহাত্তরটি ভাণভারের সমান।

ইহার দ্বারা যে কুশল অর্জিত হইয়াছে তদদ্বারা সমস্ত প্রাণিগণের যাবতীয় কুশল সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হউক। তাহারা ইহার মধুর ফল লাভ করুক।

পরমবিশুদ্ধ শ্রদ্ধাবুদ্ধিবীর্য প্রতিমণ্ডিত শীলাচার-ঋজুতা-মৃদুতাদি-গুণসমুদয়-সমুদিত স্বকসময়-সময়ান্তর-গ্রহণ-নিমজ্জন-সমর্থ প্রজ্ঞাদীপ্তি-সমন্বাগত ত্রিপিটক-পরিয়ত্তিভেদে সাট্‌ঠকথ-শাস্তু-শাসনে অপ্রতিহত জ্ঞান-প্রভাবসম্পন্ন মহাবৈয়াকরণ-করণ-সম্পত্তিজনিত সুখবিনির্গত-মধুরোদারবচন লাবণ্যযুক্ত যুক্তমুক্তবাদী বাদীবর মহাকবি প্রভিন্ন প্রতিসম্ভিদা পরিবারে ষড়ভিজ্ঞা প্রতিসম্ভিদাদি প্রভেদগুণ প্রতিমণ্ডিত উত্তরিমনুষ্যধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিসম্পন্ন থেরবংশপ্রদীপ মহাবিহারবাসি থেরগণের বংশালঙ্কারভূত বিপুলবিসুদ্ধবুদ্ধি 'বুদ্ধঘোষ' ইতি গুরুগণগৃহীত নামধেয় থেরের দ্বারা কৃত এই ধর্মপদট্‌ঠকথা—

যতদিন তাদৃশ শুদ্ধচিত্ত, লোকশ্রেষ্ঠ মহর্ষির 'বুদ্ধ' এই নামও জগতে বর্তমান থাকিবে, ততদিন সংসার হইতে নিস্তার পাইতে ইচ্ছুক কুলপুত্রদের শ্রদ্ধাদিবুদ্ধির দ্বারা মার্গদর্শন করাইত (এই ধর্মপদট্‌ঠকথা) জগতে বিদ্যমান থাকুক।

ইতি ত্রয়োবিংশত্যধিক চতুঃশত গাথা পঞ্চাধিক ত্রিশতবস্তু প্রতিমণ্ডিত ষড়বিংশতিবর্গ সমন্বাগত ধর্মপদ বর্ণনা সমাপ্ত।

সর্বাকারে ধর্মপদট্‌ঠকথা সম্পন্ন

☆ ☆ সমাপ্ত ☆ ☆